গোপীচন্দ্রের গান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, এম. এ., পি-এইচ.ডি

সম্পাদিত

পরিবর্ধিত

তৃতীয় সংস্করণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৬১

বিষয়-সূচী

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

'গোপীচন্দ্রের গান' তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। নূতন সংস্করণে ইহার পাঠ্য অংশ পাঠকের সুবিধার জন্য বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইল; বিষয়ানুযায়ী বিভিন্ন বিভাগগুলির বিভিন্ন নামকরণ করিয়া দেওয়া হইল। প্রাচীনতর সংস্করণের ভূমিকা ও নিবেদন গ্রন্থের পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট হইল। দ্বিতীয় সংস্করণেও গ্রাম্য শব্দের কিছু কিছু বানান অশুদ্ধ রহিয়া গিয়াছিল, তাহা শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকাটির কোন কোন অংশ বিশেষতঃ 'নাথ-ধর্ম—উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য' এই অংশটি প্রায় সম্পূর্ণই পুনর্লিখিত হইল। অন্যত্র কিছু অংশ নূতন যোগও করা হইল। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে নাথধর্ম বিষয়ক আমার কয়েকটি মতবাদ একটু অস্পষ্ট ছিল, তাহা স্পষ্টতর করিয়া প্রকাশ করা প্রয়োজন বিবেচনা করিলাম। সেই অনুযায়ী নাথধর্মবিষয়ক আলোচনাটি আমি পুনরায় নূতন করিয়া লিখিয়াছি। এই বিষয়ে নাথশাস্ত্র সম্পর্কে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ বি. ই. তত্ত্বভূষণ, আমাকে পরামর্শ দিয়া যে ভাবে উপকৃত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার একমাত্র স্বধর্মানু-রাগ নহে, তত্ত্বজ্ঞান ও তথ্যনিষ্ঠারও পরিচায়ক। তিনি আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

আমার ছাত্র বর্তমানে অধ্যাপক শ্রীমান্ সনৎকুমার মিত্র বইখানি মুদ্রণ বিষয়ে ও শব্দসূচীর সংশোধনে আমাকে যে ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিকট হইতে না পাইলে এই বই প্রকাশে যে কত বিলম্ব হইত, তাহা বলিতে পারি না। তিনি আমার আশীর্বাদ-ভাজন।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

১৯২৪ সনে স্বর্গত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, স্বর্গত ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন এবং স্বর্গত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দুই খণ্ডে গোপীচন্দ্রের কাহিনীর তিনটি পাঠ প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংকলনে গোপীচন্দ্রের কাহিনীর সেই তিনটি পাঠই এক খণ্ডে প্রকাশিত হইল। প্রথমটি 'গোপীচন্দ্রের গান'; ইহা মৌখিক সংগ্রহ এবং মৌখিক বা লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত—ইহাতে রচয়িতার কোন নাম নাই। দ্বিতীয় সংগ্রহটি পুথি হইতে মুদ্রিত হইয়াছে, ইহার নাম 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী', ইহার রচয়িতার নাম ভবানী দাস। তৃতীয় সংগ্রহটিও হস্তলিখিত পুথি অবলম্বন করিয়া মুদ্রিত, ইহার নাম 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' এবং ইহার রচয়িতার নাম সুকুর মামুদ। শেষোক্ত কবির পুথি উত্তর ও পূর্ববঙ্গের আরও অন্যান্য স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯২২ সনে প্রকাশিত 'গোপীচন্দ্রের গান' প্রথম সংস্করণে প্রথম খণ্ডে কেবলমাত্র মৌখিক সংগ্রহ 'গোপীচন্দ্রের গান' অংশ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' ও 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' অংশদ্বয় প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমান সংস্করণে এক খণ্ডেই উক্ত তিনটি সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ 'গোপীচন্দ্রের গানে'র পাদটীকায় স্যর জর্জ গ্রীয়ার্সন কর্তৃক সংগৃহীত মাণিকচন্দ্র রাজার গানটিও প্রায় আনুপূর্বিক উদ্ধৃত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে আনুপূর্বিক মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া বর্তমান সংস্করণের পাদটীকা হইতে পরিত্যক্ত হইল। কেবলমাত্র যে সকল পাঠান্তর অন্য কোথাও মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই, তাহাই ইহার মধ্যে রক্ষা করা হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ 'গোপীচন্দ্রের গানে'র একটি প্রধান ত্রুটি এই ছিল যে, যদিও ইহা কোন পুথি দেখিয়া সম্পাদিত নয়, গায়েনের মুখ হইতে শুনিয়া

লিখিয়া লওয়া হইয়াছিল, তথাপি তাহাতে যথেচ্ছ ভুল বানান ব্যবহার করা হইয়াছিল। এমন কি, তৎসম শব্দের বানানগুলি পর্যন্ত ভুল করিয়া মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু এই ভুলের যে একটি কোন সুনির্দিষ্ট প্রণালী ছিল, তাহাও নহে। যাহা মুখ হইতে শুনিয়া লেখা, তাহার বানান ভুল করিয়া মুদ্রিত করবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। তবে যেখানে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখিবার প্রয়োজন হয়, তাহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু হ্রস্ব, দীর্ঘ কিংবা বর্গীয় 'জ' অন্তঃস্থ 'য' -তে উচ্চারণে কোন পার্থক্য নাই, সুতরাং এইসকল ক্ষেত্রে 'সতী'র পরিবর্তে 'সতি' 'যুক্তি'র পরিবর্তে 'জুক্তি' লিখিবার কি সার্থকতা আছে? সুতরাং বর্তমান সংস্করণে যেখানে উচ্চারণ অনুযায়ী বানান রক্ষা করিবার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে, সেইখানে সেই অনুযায়ী বানান রক্ষা করিয়া অন্যত্র বানান শুদ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহাতে কাহিনীটি আনুপূর্বিক পাঠ করা সহজসাধ্য হইবে।

'গোপীচন্দ্রের গান' প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডে স্বর্গত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় প্রাচীন ও অপ্রচলিত শব্দের একটি টীকা সংযোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই টীকা প্রকাশিত হইবার পর আরও নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবার ফলে ইহাতে পরিবেশিত অনেক তথ্যেরই মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। সেইজন্য তাঁহার টীকাটি সংক্ষেপিত করিয়া প্রকাশ করা গেল এবং তাহার সঙ্গে আমার নিজস্ব রচিত একটি টীকা সংযোগ করা হইল। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যাইবার পর বহুদিন যাবৎ এই গ্রন্থ অমুদ্রিত হইয়া ছিল। বন্ধুবর ডক্টর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের উৎসাহ ও তত্ত্বাবধানে ইহার নূতন সংস্করণ আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশ করা সম্ভব হইল। সে'জন্য তিনি আমাদের সকলেরই ধন্যবাদার্হ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ
রথযাত্রা, ১৩৬৬ সাল

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

ভূমিকা

বাংলার মৌখিক সাহিত্য

বাংলার লিখিত সাহিত্যধারার সমান্তরালবর্তী মৌখিক সাহিত্যের যে ধারা নিরক্ষর সমাজের স্মৃতিপথ অবলম্বন করিয়া প্রায় আধুনিক কাল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, 'গোপীচন্দ্রের গান' তাহারই অন্তর্গত। মৌখিক সাহিত্য-মাত্রেরই উদ্ভবকাল নিরূপণ করা কঠিন, ইহাও কোন্ সময়ে প্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না; কিন্তু এ'কথা সত্য, ইহার মধ্যে যে সকল ঐতিহাসিক চরিত্রের উল্লেখ আছে, তাহাদের সমসাময়িক কালেই যে এই কাহিনী এই প্রকার পূর্ণাঙ্গ গীতিকার রূপ লাভ করিয়াছিল, তাহা নহে। তখন ইহা একটি সংক্ষিপ্ত ছড়া বা লৌকিক গাথার আকারে প্রথম জন্মলাভ করিলেও যুগে যুগে মৌখিক আবৃত্তির ভিতর দিয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ইহা বর্তমান আকার লাভ করিয়াছে। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে ইহা রংপুর জেলার নিরক্ষর মুসলমান কৃষকদিগের মুখ হইতে শুনিয়া লিখিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর উপকরণও আসিয়া মিশ্রণ লাভ করিয়াছে; কারণ, মৌখিক সাহিত্যের ইহাই ধর্ম। সুতরাং ইহাকে একান্তভাবে প্রাচীন বা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বা উক্ত সমাজের পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করিলে ভুল হইবে, বরং ইহা প্রাচীন একটি ভিত্তির উপর আধুনিক বাংলার আঞ্চলিক একটি পল্লীসমাজের পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত হইবে। সে কথা পরে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

বাংলায় মৌখিক সাহিত্যের যে সকল বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়, যেমন ছড়া, গীতি, গীতিকা (ballad), কথা, প্রবাদ, ধাঁধা, পুরাকাহিনী (myth), ইতিকথা (legend) তাহাদের কাহার সঙ্গে গোপীচন্দ্রের গানের সম্পর্ক, তাহাও আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। তবে একটি বিষয় এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট অনুভব করা প্রয়োজন যে, ইহাদেরই সঙ্গে ইহার মৌলিক সম্পর্ক; এই দেশের রামায়ণ-মহাভারত, ভাগবত-পুরাণ কিংবা মুসলমান ধর্মগ্রন্থ বা তৎকাল প্রচলিত আরবি-পারসী আখ্যানের বঙ্গানুবাদের সঙ্গে ইহার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। ইহা নিরক্ষর বাঙ্গালী সমাজের আনুপূর্বিক নিজস্ব সৃষ্টি।

এই কথা বিশেষভাবে বলিবার প্রয়োজন এই যে, রামায়ণ-মহাভারত, ভাগবত-পুরাণ ও কোন কোন মুসলমান কবি রচিত আরবি-পারসী-হিন্দীর অনুবাদ রচনা এই দেশের সাহিত্য-সৃষ্টির উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বাংলার একটি প্রচলিত প্রবাদ এই যে 'কানু ছাড়া গীত নাই'। বৈষ্ণব সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে একদিকে শ্রীকৃষ্ণ ও অপরদিকে শ্রীচৈতন্য এবং রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ অনুবাদের ক্ষেত্র হইতে রামচন্দ্র ও তাঁহার বনবাস-জীবনের নানা কথা বাঙ্গালীর চিন্তার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার কাব্যসৃষ্টি নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। কিন্তু বাংলার মৌখিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত 'গোপীচন্দ্রের গান' হিন্দু কিংবা মুসলমান ধর্মের কোন আদর্শ অনুসরণ করে নাই। ইহার সঙ্গে এই বিষয়ে কেবলমাত্র বাংলার অন্যতম মৌখিক সাহিত্য 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র তুলনা হইতে পারে; লিখিত কিংবা মৌখিক সাহিত্যের আর কোন বিষয়ের তুলনা হইতে পারে না। বহিরাগত পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রের প্রভাবমুক্ত বাঙ্গালীর সহজ মনের রস-পরিচয়ে 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র মত 'গোপীচন্দ্রের গান'ও সার্থক রচনা।

এ' কথা সত্য যে, নাথধর্মের সাধনভজনের কিছু কথা কিংবা কয়েকজন নাথগুরুর অলৌকিক মাহাত্ম্যের কিছু কিছু বিষয় এই রচনার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তথাপি এ' কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, তাহা দ্বারা কাহিনীর মূল ধারা আদৌ নিয়ন্ত্রিত হয় নাই; যদি তাহা হইত, তবে নাথধর্ম লুপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই কাহিনীও লোক-সমাজ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীতে নাথধর্মের প্রভাব যখন এ' দেশের সমাজ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তখন এই কাব্যকাহিনী নিরক্ষর মুসলমান কৃষক সমাজকে আশ্রয় করিয়া অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছিল। ধর্মীয় কিংবা সাম্প্রদায়িক আবেদনই যদি ইহার লক্ষ্য হইত, তবে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কিংবা ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গিয়া ইহা কিছুতেই আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না। ইহার কাহিনীটি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, কোনও ধর্মীয় প্রেরণা হইতে ইহা জন্মলাভ করে নাই—নাথগুরুর অলৌকিক মাহাত্ম্যের বিষয় বর্ণনা ইহার মূল উদ্দেশ্য নহে, বরং এক রাজপুত্রের জীবন-কাহিনীর ভিতর দিয়া চিরন্তন মানুষেরই সুখদুঃখের কথা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। সেইজন্যই ইহা ধর্ম এবং সম্প্রদায় নিরপেক্ষ আবেদন সৃষ্টি করিয়াছে।

বাংলার মৌখিক সাহিত্য কিংবা লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইহার যে সম্পর্কই থাকুক না কেন, এই বিষয়ে ইহার একটু বিশেষত্বের প্রতিও সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা কাহিনীমূলক রচনা হইলেও লোক-সাহিত্যের অন্যান্য কাহিনীমূলক রচনার সঙ্গে ইহার সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। লোক-কথা (folktale) একান্ত কল্পনাশ্রয়ী, একটি বিশেষ ধারা অনুসরণ করিয়া তাহা রচিত হইয়া থাকে এবং দেশ দেশান্তরেও এই ধারাটির কোন ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ লোক-কথার বিশেষ কোন জাতীয় পরিচয় (national character) নাই, কিন্তু 'গোপীচন্দ্রের গান' বাঙ্গালীর জাতীয় বা সমাজ-জীবনের রসোপকরণের ভিত্তির উপর রচিত। ইহার নির্বিশেষ কোন পরিচয় নাই। যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াই ইহা একদিন বাংলাদেশের বাহিরে প্রচারিত হউক না কেন, এ' দেশে ইহার যে পরিচয়টি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বাঙ্গালীর নিজস্ব জীবনোপকরণ দ্বারা গঠিত—তাহা যতই আঞ্চলিক হউক না কেন, তথাপি ইহা যে বাঙ্গালীরই সমাজ এবং তাহারই জীবন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, লোক-কথার—তাহা রূপ-কথা, উপকথা কিংবা ব্রতকথা যাহাই হউক না কেন, তাহাদের সবিশেষ জাতীয় পরিচয় নাই। লোকসাহিত্যের অন্যতম কাহিনীমূলক রচনা গীতিকা (ballad)। ইহার প্রধান গুণ সংক্ষিপ্ততা। অন্যান্য দিক দিয়া 'গোপীচন্দ্রের গানে' গীতিকার কোন কোন গুণ প্রকাশ পাইলেও ইহার সংক্ষিপ্ততার গুণ ইহাতে প্রকাশ পায় নাই। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' কিংবা 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা'র সঙ্গে অনেক বিষয়ে 'গোপীচন্দ্রের গানে'র ঐক্য আছে সত্য ; সেইজন্য ইহা গীতিকা বলিয়া ভ্রম হওয়াও স্বাভাবিক, তথাপি ইহাদের পরস্পর অনৈক্যও নিতান্ত অল্প নহে। 'গোপীচন্দ্রের গান' এপিক-ধর্মী রচনা—ইহার বিস্তার, ভাব-গভীরতা এবং সমুচ্চ আদর্শ ইহাকে মহাকাব্যের গুণে মণ্ডিত করিয়াছে। যদি মৌখিক মহাকাব্য (oral epic) বলিয়া কিছু থাকে, তবে গোপীচন্দ্রের গান তাহাই ; কিন্তু 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' গীতি-ধর্মী রচনা, তাহার ভিতর দিয়া সামগ্রিক ভাবে সমাজ-জীবন অপেক্ষা ব্যক্তি-জীবন প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে উচ্চ নৈতিক আদর্শের কথা কিছুমাত্র নাই। সুতরাং 'গোপীচন্দ্রের গানে'র মধ্যে যে সকল গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বাংলার মৌখিক সাহিত্যের আর কোনো ক্ষেত্রেই আনুপূর্বিক প্রকাশ পাইতে পারে নাই। বাংলার লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইহা কতকগুলি বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ।

গোপীচন্দ্রের গানের লিখিত রূপ

সমাজে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সকল দেশেই মৌখিক সাহিত্য কালক্রমে লিখিত রূপ লাভ করে এবং ইহার লিখিত রূপের মধ্য দিয়া ইহার মৌখিক রূপের যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তাহাতেই কালক্রমে ইহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। বাংলার মৌখিক সাহিত্যের যে সকল বিষয় লিখিত রূপ লাভ করিবার ফলে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, 'গোপীচন্দ্রের গান' তাহাদের অন্যতম। বর্তমান সংকলনে ইহার মৌখিক (oral) এবং লিখিত (written) উভয় রূপেরই পরিচয় পাশাপাশি প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহার 'গোপীচন্দ্রের গান' অংশ রংপুর জেলার কৃষকদিগের মধ্যে মৌখিক প্রচলিত ছিল, স্বর্গত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় তাহা তাহাদের মুখ হইতে শুনিয়া লিখিয়া লইয়াছিলেন। তিনি যেমন শুনিয়াছেন, তেমনই লিখিয়াছেন, সুতরাং ইহা মৌখিক সাহিত্যেরই যথার্থ রূপ। স্বর্গত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় ১৯১০ কিংবা ১৯১১ সনের মধ্যে ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে স্যর জর্জ গ্রীয়ারসন ইহার প্রাচীনতর আর একটি মৌখিক রূপ সংগ্রহ করিয়া 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' নাম দিয়া ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় দেবনাগরী অক্ষরে প্রকাশিত করেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলার মৌখিক গীতিকা-সাহিত্যের ইহাই প্রাচীনতম সংগ্রহ। একই বিষয়ের এই দুইটি মৌখিক সংগ্রহ ব্যতীতও ইহার লিখিত কয়েকটি পুথি সংগৃহীত হইয়াও প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন ভবানীদাস রচিত 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী', সুকুর মামুদ রচিত 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস', দুর্লভ মল্লিক রচিত 'গোবিন্দচন্দ্র গীত'। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের প্রত্যেকটিই উক্ত মৌখিক রচনারই বিশেষ বিশেষ কবি কর্তৃক প্রদত্ত লিখিত রূপ মাত্র। মৌখিক ও লিখিত রূপের সংগ্রহগুলি পরস্পর তুলনা করিলে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, মৌখিক সংগ্রহগুলিরই কাব্যগুণ অধিক ; লিখিত সংগ্রহগুলি প্রধানতঃ কাব্যগুণ বিবর্জিত হইয়া তত্ত্বপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে মাত্র। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে লিখিত সাহিত্যরূপের প্রতি সমাজের আকর্ষণ বৃদ্ধি ও মৌখিক সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের অভাব দেখা দিবার ফলেই 'গোপীচন্দ্রের গান' আজ সমাজে লুপ্ত হইয়াছে ; কারণ, ইহার লিখিত রূপের মধ্যে কাব্যের আবেদন অপেক্ষা ধর্ম বা সম্প্রদায়গত আবেদনই অধিক

প্রকাশ পাইয়াছে। সাহিত্য লিখিতই হউক কিংবা মৌখিকই হউক, কাব্যগুণের অধিকারী হইলেই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে; কেবলমাত্র ধর্মীয় আবেদন দ্বারা তাহা দেশকালোত্তীর্ণ হইয়া আসিতে পারে না। সেইজন্য 'গোপীচন্দ্রের গানে'র উক্ত লিখিত রূপগুলি সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিল না; বরং বিষয়টি লিখিত আকারে প্রচার হইবার ফলেই ইহা একটি নির্দিষ্ট রূপ লাভ করিল। এই সূত্রেই ইহার ক্রমবিকাশের ধারাটিও লুপ্ত হইয়া গেল। একটি নির্দিষ্ট রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া লোকসাহিত্যের বিষয় মাত্রেরই স্বতঃস্ফূর্তির ভাবটি বিনষ্ট হইয়া যায়, ক্রমে ইহা প্রাণহীন জড়পিণ্ডের মত নিষ্ক্রিয় (rigid) হইয়া থাকে এবং সমাজ-মন হইতে সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া যায়। গোপীচন্দ্রের গানের মৌখিক ও লিখিত রূপের পরস্পর তুলনা করিলেই সাহিত্যের দিক হইতে কাহার আবেদন বেশি, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। এখানে দুই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পূর্বেই বলিয়াছি, গোপীচন্দ্রের গানের মৌখিক রূপগুলি রসপ্রধান, কিন্তু লিখিত রূপগুলি তত্ত্বপ্রধান। নিজস্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে তত্ত্বের আবেদন, কিন্তু রসের আবেদন সর্বত্র। এই কাহিনীর যে মৌখিক রূপটি বর্তমান সংকলনে 'গোপীচন্দ্রের গান' নামে প্রকাশিত হইল, তাহার পরিণতিটি সম্পূর্ণ কাব্যসম্মত। রামায়ণ মহাকাব্যে যেমন বনবাস-প্রত্যাগত রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, ইহারও পরিণতিতে সন্ন্যাস জীবনের অবসানে গোপীচন্দ্রের সিংহাসন আরোহণের কথা বণিত হইয়াছে। ইহা মিলনান্তক কাব্য। ইহার উপসংহারের পদ কয়টি এই—

শিব গোরখনাথ দেবগণ গেল কৈলাসক লাগিয়া।
রাজা আপন রাজাই করুক পাটতে বসিয়া॥
রাজা রাণী খাউক রাজ্য করিয়া।
গোপীচন্দ্রের গান গেল সমাপন হইয়া॥ (পৃ. ২৬৭)

কাব্যকাহিনীর ইহাই সার্থক পরিণাম হইতে পারে। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, মূল রামায়ণ কাব্যও রাবণ-বিজয়ী রামচন্দ্রের সীতাসহ অযোধ্যার প্রত্যাবর্তনের কাহিনী দ্বারাই সমাপ্ত হইয়াছিল; ইহার উত্তরকাণ্ড

অর্থাৎ সীতার বনবাস পরবর্তী যোজনা মাত্র। সমগ্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পরিণামে জীবনের প্রতিষ্ঠাই ভারতীয় মহাকাব্যের বিষয়। এই সূত্রেই গোপীচন্দ্রের গানের মৌখিক রূপটি সার্থক কাব্যের আবেদন সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু যখন ইহা বিশেষ কোন কবি লিখিয়া লইতে গেলেন, তখনই ইহার অন্তরই যে কেবল নানা কৃত্রিম উপকরণে সমাকীর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহা নহে—ইহার পরিণতি-নির্দেশও কাব্যের দিক হইতে অর্থহীন হইয়া উঠিল। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশ কবিই কাহিনীর পরিণামে গোপীচন্দ্রকে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না করিয়া তাঁহাকে যোগীরূপে সংসারত্যাগী করিয়াছেন। সুকুর মাহমুদ তাঁহার 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' কাহিনীর পরিণামে লিখিয়াছেন যে, গোপীচন্দ্র নটিনীর গৃহ হইতে

খালাস পাইয়া রাজা করে কোন কাম।
গলে বসন দিয়া কৈল গুরুরে প্রণাম ॥
আশীর্বাদ দিয়া সিদ্ধা সঙ্গে করে নিল।
অনাত্ত সাগরকূলে গিয়া উত্তরিল ॥

অর্থাৎ কাহিনীর মৌখিক রূপ 'গোপীচন্দ্রের গানে'র শেষাংশে যেমন দেখিতে পাওয়া যায় যে, গোপীচন্দ্র হীরা নটীর গৃহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া রাণী অদুনা-পদুনাব সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন, এখানে তাহার পরিবর্তে গোপীচন্দ্র হাড়ি সিদ্ধার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অনাত্ত সাগরের তীরে তাঁহার নিকট হইতে যোগশিক্ষা করিতে গিয়াছেন, সংসার-ধর্মে আর ফিরিয়া আসিলেন না; তিনি সংসারী না হইয়া যোগী বা ব্রহ্মচারী হইলেন। ইহার শেষাংশে যোগ-সাধনার সুদীর্ঘ প্রণালীর কথা তত্ত্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং কাব্যসৃষ্টি যেমন ইহার মৌখিক রূপের উদ্দেশ্য ছিল, তেমনই তত্ত্বপ্রচার ইহার লিখিত রূপটির উদ্দেশ্য হইয়াছে। কেন যে মৌখিক সাহিত্য লিখিত রূপ লাভ করিলে ইহার মৌলিক শক্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায়, ইহা হইতে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই সঙ্কলনের মধ্যে গোপীচন্দ্রের কাহিনীর মৌখিক এবং লিখিত রূপ পাশাপাশি প্রকাশিত হইল, যে কেহ এই উভয় অংশ পাঠ করিলেই ইহাদের রসগত পার্থক্য অতি সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন।

ইতিকথা অথবা গীতিকা

'গোপীচন্দ্রের গান' বাংলার মৌখিক সাহিত্যের কোন্ বিষয়ের অন্তর্গত? ইংরাজীতে যাহাকে legend বলা হয়, ইহা কি যথার্থ তাহাই? কিংবা ইংরাজীতে যাহাকে ballad বলে এবং বাংলায় যাহা গীতিকা বলিয়া পরিচিত ইহা সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত? বিষয়টি একটু বিস্তৃত আলোচনা সাপেক্ষ।

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ legend কথাটির একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা এই—Originally something to be read at religious service or at meals, usually a saint's or martyr's life. ইঁহাদের মতে জাতির কোন বীর কিংবা সাধক চরিত্র অবলম্বন করিয়া legend রচিত হইয়া থাকে, কোন কল্পিত চরিত্রের অলৌকিক কাহিনী লইয়া ইহা রচিত হয় না। আমি legend কথাটিকে সেইজন্যই 'ইতিকথা' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি।[১] যদি তাহাই হয়, তবে 'গোপীচন্দ্রের গান' কতদূর এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

'গোপীচন্দ্রের গানে'র নায়ক যে গোপীচন্দ্র, হাড়িসিদ্ধা কিংবা অন্য কোন অলৌকিক চরিত্র নহে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। গোপীচন্দ্রের যে কাহিনী এখানে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি নিজেও এখানে 'saint' সাধক কিংবা 'martyr' বা শহীদরূপে চিত্রিত হন নাই। তিনি সাধারণ মানুষ-রূপেই এখানে চিত্রিত হইয়াছেন; তাঁহার সন্ন্যাসের প্রেরণা তাঁহার নিজের অন্তর হইতে আসে নাই, জননীর নিষ্ঠুর আদেশরূপেই আসিয়াছে; সুতরাং ইহাকে তাঁহার জীবনের একটি ত্যাগের নিদর্শন রূপেও গ্রহণ করা যায় না। martyr কিংবা শহীদ ত তিনি নহেনই; কারণ, মৃত্যুর ভিতর দিয়া শহীদের শহীদত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, এখানে তাঁহার মৃত্যুর কথা নাই, বরং অস্থায়ী সন্ন্যাস জীবনের অবসানে তাঁহার পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে মিলিত হইবার কথাই আছে। সুতরাং saint কিংবা martyr এখানে কেহই নাই। বিশেষতঃ legend বা ইতিকথা এক-চরিত্রপ্রধান রচনা হইয়া থাকে। কারণ, ব্যক্তিবিশেষের কর্ম ও সাধনা প্রধানতঃ ইহার উপজীব্য হয়। ইহার নায়ক-চরিত্রের পার্শ্বে অন্যান্য চরিত্র ম্লান হইয়া যায়; কিন্তু 'গোপীচন্দ্রের গান' এই

১ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোক-সাহিত্য' (তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৫৭) পৃ. ৬৪৯

শ্রেণীর রচনা নহে। ইহার মধ্যে গোপীচন্দ্র নায়ক হইলেও মাণিকচন্দ্র, ময়নামতী, হাড়িসিদ্ধা, অদুনা-পদুনা, হীরানটী ইহারাও কাহিনীর মধ্যে যথার্থ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সেইজন্য ইহা 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' 'ময়নামতীর গান' ইত্যাদি নামেও পরিচিত। একদিক দিয়া বিচার করিতে গেলে ময়নামতীকে ইহার নায়িকা বলিয়া উল্লেখ করা যায়; কারণ, তাহারই নির্দেশে গোপীচন্দ্রের জীবন নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। সুতরাং 'গোপীচন্দ্রের গান' legend বা ইতিকথা শ্রেণীর রচনার মত এক-চরিত্রপ্রধান রচনা বলিয়া কিছুতেই মনে হইতে পারে না।

কিন্তু ইতিকথা বা legend ইতিহাস-ভিত্তিক রচনা; ইহার মধ্যে যত অস্পষ্ট হইয়াই থাকুক না কেন, কিছু না কিছু ঐতিহাসিক উপাদান সর্বদাই থাকে। ইহার নায়কচরিত্র ঐতিহাসিক চরিত্রই হয়, তবে তাহা কবি-কল্পনায় যথেষ্ট পল্লবিত হইয়া যায়। গোপীচন্দ্র ঐতিহাসিক চরিত্র হওয়াই সম্ভব। অবশ্য তিনি উড়িষ্যার তিরুমলয় পর্বতগাত্রে খোদিত রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক উল্লেখিত 'বঙ্গাল রাজ গোবিন্দচন্দ্র' কি না, সে' বিষয়ে প্রচুর সন্দেহের অবকাশ আছে, কিন্তু তিনি যে বাংলা দেশেরই কোন সামন্ত রাজপুত্র ছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে 'গোপীচন্দ্রের গান' যে legend বা ইতিকথার লক্ষণাক্রান্ত, তাহা স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, legend বা ইতিকথার বহিরঙ্গগত রূপ ইহাতে আর বিশেষ কিছু নাই।

'গোপীচন্দ্রের গানে' গীতিকা বা ballad-এর লক্ষণ কিছু কিছু প্রকাশ পাইয়াছে কি না তাহাও বিচার করিয়া দেখিতে হয়। ballad বা গীতিকা legend বা ইতিকথার মতই আখ্যান-মূলক রচনা। উভয়ই মৌখিক সহিত্যের অন্তর্গত বিষয়। কিন্তু গীতিকার প্রাধান গুণ কাহিনীর সংক্ষিপ্ততা। Legend বা ইতিকথা বর্ণনাধর্মী হইতে পারে, কিন্তু অনাবশ্যক সকল ভার এবং অলঙ্কার বর্জন করিয়াই গীতিকার রসস্ফূর্তি হইয়া থাকে। 'গোপীচন্দ্রের গানে' সংক্ষিপ্ততার গুণটি রক্ষা পায় নাই। গীতিকা legend বা ইতিকথা অপেক্ষা অধিকতর মানবিকগুণ সমৃদ্ধ। ইতিকথার নায়ক-চরিত্রের অসাধারণত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অনেক সময় অস্বাভাবিকতার আশ্রয় লওয়া হয়, কিন্তু গীতিকায় তাহার উপায় নাই। 'গোপীচন্দ্রের গানে' মানবিকতা গুণের অভাব নাই, তবে কোন কোন চরিত্র আশ্রয় করিয়া অলৌকিকতারও

বিকাশ হইয়াছে। গীতিকায় সামান্যতম অলৌকিকতা বিকাশেরও কোন সুযোগ থাকে না। এই দিক দিয়া বিচার করিলেও 'গোপীচন্দ্রের গান'কে গীতিকা বলিয়া নির্দেশ করা যায় না। গীতিকা বা ballad প্রধানতঃ বিয়োগান্তক হয়; এ সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য সমালোচক বলিয়াছেন, 'It sought to impress by the vivid representation of a single event, to bring home to the hearer, its wonder, its pathos, its fatefulness, or its horror.' এই সকল পরিণতি নির্দেশ করা গীতিকার উদ্দেশ্য বলিয়া ইহা বিয়োগান্তক না হইয়া পারে না। পাশ্চাত্ত্য গীতিকামাত্রই বিয়োগান্তক। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' সংগ্রহে যে কয়েকটি মিলনান্তক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ, ইহারা যথার্থ গীতিকা নহে, গীতিকা ও রূপকথার মিশ্র উপাদানে গঠিত মাত্র; এমন কি, ইহার একটি রচনা আনুপূর্বিক রূপকথা। রূপকথা সর্বদাই মিলনান্তক হইয়া থাকে। 'গোপীচন্দ্রের গান' মিলনান্তক রচনা। এই দিক দিয়া ইহা গীতিকার ধর্ম হইতে বঞ্চিত সন্দেহ নাই; কিন্তু আর একটি প্রধান গুণে ইহা গীতিকারই সমধর্মী বলিয়া মনে হইতে পারে। গীতিকার উপজীব্য শাশ্বত মানবিক প্রেম; সকল দেশের গীতিকাই প্রেম-বিষয়কে উপজীব্য করিয়া রচিত হইয়াই সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সমুচ্চ নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা মহাকাব্য বা 'Epic'-এর লক্ষ্য। গীতিকার মধ্য দিয়া নরনারীর একান্ত প্রেমানুভূতিরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। 'গোপীচন্দ্রের গান' বৃহদায়তন রচনা হইলেও ইহা 'এপিকে'র মত কোন উচ্চ সামাজিক নৈতিক আদর্শ প্রচার করিবার পরিবর্তে গীতিকার মতই নরনারীর মনের প্রেমের শক্তির কথাই প্রচার করিয়াছে। ইহাতে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের ত্যাগ-শক্তির পরিবর্তে তাঁহার হৃদয়ের অন্তর্নিহিত প্রেম-শক্তিরই অধিকতর পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, সন্ন্যাসের আদেশ এখানে বাহির হইতে আসিয়াছে, সন্ন্যাসীর অন্তর হইতে আসে নাই; কিন্তু এখানে সন্ন্যাসী নারী প্রেমের শক্তিতে সন্ন্যাসের ধর্ম রক্ষা করিয়াছিল। রাণী অদুনা-পদুনার প্রতি তাঁহার প্রেম সন্ন্যাস জীবনেও সর্বদা জাগ্রত ছিল বলিয়াই রাজপুত্র হীরা নটীর সমস্ত প্রলোভন জয় করিতে পারিয়াছিলেন; সুতরাং এখানে পত্নীপ্রেম তাঁহার সন্ন্যাস ধর্মকে রক্ষা করিয়াছে; সুতরাং সন্ন্যাসের আদর্শ অপেক্ষা এখানে নারী প্রেমের শক্তি যে বেশী, তাহাই পরোক্ষে স্বীকার করা হইয়াছে। সেইজন্য কাহিনীর শেষ ভাগে দেখা যায়, এখানে প্রেমই জয় লাভ

করিয়াছে, মাতৃনির্দিষ্ট সন্ন্যাস-জীবনের কাল উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর গোপীচন্দ্র আসিয়া পত্নীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন; সন্ন্যাস-জীবনের স্মৃতি একটি দুঃস্বপ্নের স্মৃতির মত মন হইতে সহজেই মুছিয়া গিয়াছে। নরনারীর প্রেমের শক্তি নির্দেশ করিবার দিক দিয়া 'গোপীচন্দ্রের গান' গীতিকা-ধর্মী; কিন্তু যে প্রণালীতে ইহার বর্ণনা হইয়াছে, তাহা গীতিকা ধর্মী নহে—এত সুদীর্ঘ বর্ণনাত্মক ও মিলনান্তক কাহিনী গীতিকা হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'গোপীচন্দ্রের গান' যেমন প্রকৃত legend নহে, ইহাকে পূর্ণাঙ্গ গীতিকা (ballad) বলিয়াও উল্লেখ করা যায় না। তবে legend-এর উপকরণ ইহাতে আছে, গীতিকার উপাদানও যে নাই, তাহাও নহে—সুতরাং ইহা উভয় উপাদানেরই মিশ্র রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।

নাথধর্ম—উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য

উত্তর ভারতে বৈদিক আর্য ধর্ম বিস্তার লাভ করিবার বহু পূর্ব হইতেই এ দেশে যে সকল ধর্মমত প্রচলিত ছিল, যোগধর্ম তাহাদেরই অন্যতম। প্রাগার্য যুগে ইহা সমাজের সাধারণ বা নিম্নতম স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং অভিজাত সমাজে প্রচলিত ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। মহেঞ্জোদরোর আবিষ্কারের মধ্যে যে সকল প্রাচীন শীলমোহরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে উৎকীর্ণ একটি যোগীমূর্তির পরিচয় আছে। জাতির শীলমোহরে এই মূর্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া সহজেই মনে হইতে পারে যে, ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধর্মমত উচ্চতর সমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল। বৈদিক আর্য ধর্ম প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্মমত যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহাও নহে—বরং দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার উন্মেষের যুগে ইহার একটি বিশেষ স্থান দেওয়া হইয়াছিল। পাতঞ্জল মুনি সেই যুগে যোগশাস্ত্র সংকলন করিয়া ইহার চিন্তা ও সাধনার প্রণালীর মধ্যে একটি শৃঙ্খলা দান করেন এবং তখন হইতেই যোগশাস্ত্র ভারতীয় ষড়্‌দর্শনের মধ্যে স্থান লাভ করে। ভারতীয় অন্যান্য দার্শনিক চিন্তা-ধারার সঙ্গে যোগদর্শনের মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, ইহা ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম অভিজাত পরিচয় বলিয়াই গৃহীত হয়। সংস্কৃত ভাষায় ইহার সম্পর্কিত গ্রন্থাদি রচিত হয়।

এ কথা সত্য, পাতঞ্জল মুনির যোগদর্শন রচনার ভিতর দিয়া অবিমিশ্র একটি প্রাগার্য সংস্কৃতি তদানীন্তন অভিজাত সমাজে স্বীকৃত লাভ করিলেও ইহার সাধনার ধারা সাধারণ সমাজের মধ্য দিয়া স্বাধীনভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। সাধারণের মধ্যে ইহার যে আচার ও সাধনার প্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহা ইহার নিজস্ব পথেই বিকাশ লাভ করিয়াছে, পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্র তাহাদের সাধনার ধারা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে নাই।

যোগসাধনা আত্মিক শক্তিদ্বারা শারীর শক্তি নিয়ন্ত্রণের সাধনা ; ইহার মধ্যে ঈশ্বর কিংবা অলৌকিক অন্যান্য কোন বহিঃশক্তির উপর একান্ত নির্ভরশীলতার কথা নাই, ইহা ক্রিয়া মাত্র—দেহ ইহার ভিত্তি, মন ইহার নিয়ামক। ইহার সাধনায় পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত দেহ ও মন ব্যতীত আর কোন উপকরণের প্রয়োজন হয় না। প্রাচীন কাল হইতেই ইহার সাধনায় তুইটি ধারা অনুসরণ করা হইয়া আসিতেছে, একটি পাতঞ্জল নির্দিষ্টপথে অভিজাত ধারা, আর একটি লৌকিক ধারা। লৌকিক ধারাটিই উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কালক্রমে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করিয়াছে—বাংলার নাথধর্ম ইহাদেরই অন্যতম রূপ মাত্র।

প্রাগার্য সমাজ হইতে যে যোগসাধনার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা ভারতের কোন্ অঞ্চলে সর্বপ্রথম বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা আজ অনুমান করিয়াও বলিবার উপায় নাই। কিন্তু যোগধর্ম বাংলা দেশ পর্যন্ত প্রচার লাভ করিয়া কালক্রমে এখানে একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছিল, তাহা এ দেশেরই নিজস্ব উপাদানে বহুলাংশে পুনর্গঠিত হইয়াছিল। এই দেশে আসিয়া ইহা কালক্রমে ইহার মৌলিক যোগসাধনার ক্রিয়ার সঙ্গে নানা স্থানীয় উপকরণ সংযোগ করিয়া একটি মিশ্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহাই নাথধর্ম নামে পরিচিত হইয়াছিল। যোগসাধনার সঙ্গে ইহার একদিন যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর ছিল, তাহা ইহার সম্প্রদায়ের যোগী (পূর্ব ও উত্তর বাংলার উচ্চারণে যুগী) এবং ইহার অনুবর্তীদিগের যোগী বা 'যুগী' নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কালক্রমে ইহার সঙ্গে যত বিভিন্ন উপকরণই আসিয়া মিশ্রণ লাভ করুক না কেন, ইহার মূল যোগসাধনার বিষয় ইহা হইতে কখনও পরিত্যক্ত হয় নাই ; বাংলা দেশে নাথধর্ম বলিয়া ইহা পরিচয় লাভ করিলেও যোগাচার ইহার সাধনার অঙ্গ ; সুতরাং মৌলিক লক্ষ্য স্থির রাখিয়াই ইহা বহিরঙ্গে পরিবর্তিত হইয়াছে মাত্র।

একান্তভাবে প্রত্যক্ষ শরীর ও মনঃশক্তির উপর নির্ভরশীল এবং সর্বপ্রকার অলৌকিতায় অবিশ্বাসী বলিয়া যোগসাধনাকে নিরীশ্বরবাদী সাধনা বলিয়া

কেহ মনে করিয়াছেন। কিন্তু নিরীশ্বরবাদী সাধনা বলিতে যদি নাস্তিকতার সাধনা বুঝায়, তবে যোগ-সাধনা কদাচ তাহা নহে। কারণ, বহু প্রাচীনকাল হইতেই যোগী সম্প্রদায় শিবোপাসক, শিবের গোত্রই তাহাদের পরিচয়। কিন্তু কবে হইতে শিবোপাসনা যে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। মহেঞ্জোদরোতে আবিষ্কৃত শীলমোহরের মধ্যে উৎকীর্ণ যে যোগীমূর্তি পাওয়া যায়, তাহা সেই সময়ের যোগী মূর্তি কিংবা শিবের মূর্তি হওয়া আশ্চর্য নহে। একটি মূর্তিকে কেহ যোগি-রাজ মৎস্যেন্দ্র নাথের মূর্তি বলিয়া দাবী করিয়াছেন (রাজমোহন নাথ, 'মৎস্যেন্দ্রতত্ত্ব উ মৎস্যেন্দ্রনাথকী ঐতিহাসিকতা,' বারাণসী, ১৯৬৫, তন্ত্র-সম্মেলনের মুদ্রিত ভাষণ, চিত্র ২)। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যায়, পাতঞ্জলের যোগ-দর্শনেই হোক, কিংবা মহাভারতের শান্তিপর্বে যোগ-সাধনা সম্পর্কে যে বিস্তৃত আলোচনা আছে, তাহাতেই হোক, যোগ-সাধনার সঙ্গে ঈশ্বরবিশ্বাসের কথা উল্লেখ থাকিলেও ইহার সঙ্গে শিব দেবতার কোনও সম্পর্কের কথা নাই। মহাভারতে সাংখ্যদর্শনের সঙ্গে যোগ-দর্শনের পার্থক্য নির্দেশ করিয়া উল্লেখিত হইয়াছে,

'সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা সাঙ্খ্যের এবং যোগীরা যোগেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। যোগিগণ ঈশ্বর ব্যতীত মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই বলিয়া আপনদিগের মতের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করেন। কিন্তু সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা কহেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি করিবার প্রয়োজন নাই।' (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩০১ অধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, পৃ ৯৫৬)

এখানে সাঙ্খ্যমতকেই নিরীশ্বরবাদী বলা হইয়াছে, যোগ-সাধনা সম্পর্কে তাহা বলা হয় নাই। মহাভারতে এই অধ্যায়েরই সর্বশেষাংশে আরও স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখিত হইয়াছে,

'ঈশ্বর বিষয়ক কথার আন্দোলন করিলে অবশ্যই শুভফল লাভ হয়। যোগিগণ ঈশ্বরোপাসনা প্রভাবেই সর্বলোক হইতে শ্রেষ্ঠ ও নারায়ণ স্বরূপ হইয়া অনায়াসে সমুদয় পদার্থের সৃষ্টি করিতে পারেন। সন্দেহ নাই' (ঐ, পৃ ৯৫৮)।

সুতরাং মহাভারতের অনুসারে দেখা যাইতেছে, যোগীরা ঈশ্বরোপাসক, কিন্তু শিবোপাসক বলিয়া ইহাতে স্পষ্ট কিছু উল্লেখ নাই। তবে ঈশ্বর শব্দটি উপনিষদের যুগেই এমনভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে যে, তাহা দ্বারা সে যুগে শিবও বুঝাইতে পারে।

বৈদিক সাহিত্যে রুদ্ররূপে প্রথম প্রবেশ করা সত্ত্বেও মহাভারতের যুগ পর্যন্ত শিব দেবতা উল্লেখযোগ্য প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই। তবে কোন কোন

উপনিষদে তাঁহার সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাতেই তাঁহার আসন্ন পরবর্তী কালে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা লাভের পথও প্রশস্ত হইয়াছিল।

পৌরাণিক যুগ হইতেই শিবের সঙ্গে যোগ-সাধনার সম্পর্ক ক্রমে স্পষ্ট হইতে আরম্ভ করে, ঈশ্বর শব্দও উপনিষদের মধ্যেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিয়া পৌরাণিক যুগ হইতে নারায়ণ, বিষ্ণু এবং কৃষ্ণ প্রভৃতি নাম এবং তাহাদের বিশিষ্ট পরিচয় ক্রমে প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল। তাহারই সমান্তরাল ভাবে যোগ-সাধনার ক্ষেত্রে যোগীন্দ্র শিবের নাম এবং তাঁহার একটি বিশিষ্ট পরিচয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

যদিও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বশতঃ বাংলা দেশের যোগী সম্প্রদায় প্রধানতঃ আজ কৃষ্ণভক্ত, তথাপি সকলেই শিব-গোত্র বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকেন, ভারত ও পাকিস্তানের সর্বত্র নাথ যোগিগণ এখনও 'নমঃ শিবায়', কেহ কেহ বা 'নমঃ শিব-গোরক্ষায়' বলিয়া প্রাথমিক দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন।

নাথসম্প্রদায়ের মতে শিব হইতেই যোগ-সাধনার উৎপত্তি ; শিবের নিকট হইতেই যোগাভ্যাস শিক্ষা করিয়া মৎস্যেন্দ্রনাথ তাহা মানব-কল্যাণের জন্য জীব-জগতে প্রচার করিয়াছেন। এই বিষয়ে 'স্কন্ধ পুরাণে' একটি কাহিনী আছে ; তাহা এই—

ভৃগুবংশের এক ব্রাহ্মণের গণ্ডযোগে এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল, শিশুপুত্র মাতৃপিতৃঘাতী হইবে আশঙ্কা করিয়া ব্রাহ্মণ জন্ম মাত্র তাহাকে সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করেন, মুহূর্তে এক সুবৃহৎ মৎস্য শিশুটিকে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল। এমন সময় একদিন হরপার্বতী ক্ষীরোদ সাগর-স্থিত এক দ্বীপে নিভৃত অবসর যাপন করিতেছিলেন, পার্বতী যোগশাস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসু হইলে শিব তাঁহার নিকট সেখানে যোগ-রহস্য বর্ণনা করিলেন, কিন্তু বুঝিতে পারিলেন, এক নবজাত শিশু নিকটবর্তী এক মৎস্যের উদরে থাকিয়া সেই গোপন কথা শুনিয়া ফেলিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তিনি মৎস্যটি ধরিয়া তাহার উদর ছিন্ন করিয়া শিশুটিকে জীবন্ত বাহির করিলেন। পুত্ররূপে নিজের নিকট রাখিয়া তাহাকে লালন পালন ও শিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। তাহার নাম রাখিলেন মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ। শিবের আদেশ শিরোধার্য করিয়া মীননাথ পৃথিবীতে যোগশাস্ত্র প্রচার করিলেন।

কিন্তু পুরাণে শিবের যে প্রাধান্যই দেখা যাক না কেন, বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইবার ফলে মধ্য বাংলার মঙ্গলকাব্য ও শিবায়ন-কাব্যে শিব-চরিত্র যেমন একটি স্বতন্ত্র পরিচয় লাভ করিয়াছিল, বাংলা নাথ-

সাহিত্যেও শিব একটি লৌকিক পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। শিবায়ন-কাব্যে শিব বাংলা দেশের একজন গৃহস্থ কৃষক। তিনি নিজের হাতে চাষ করেন; কখনও ধান, কখনও কাপাস তুলা তাঁহার চাষে উৎপন্ন হয়, তাহাতেই তাঁহার অন্নবস্ত্রের অভাব মিটে। পুরাণে শিব যোগ-শাস্ত্রের জনক হওয়া সত্ত্বেও, বাংলা দেশের মধ্যযুগের নাথসাহিত্যে তিনি যোগসাধনার দিক দিয়া নাথসিদ্ধাচার্য-দিগের নিকট পরাজিত হইয়াছেন, বাংলা দেশের নাথসাহিত্যের ঐতিহ্যে গোরক্ষনাথই শ্রেষ্ঠ যোগী—শিব নহেন; গোরক্ষনাথের বুদ্ধি ও যোগবলের নিকট সর্বদাই তিনি পরাজিত হইয়াছেন।

একদিন পার্বতী শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার শিষ্যেরা বিবাহ করিয়া সংসার ধর্ম আচরণ করে না কেন?' শিব বলিলেন, 'তাহারা ব্রহ্মচারী যোগ-সাধক, তাহারা বিবাহ করিলে তাহাদের ধর্ম কি করিয়া রক্ষা পাইবে?' পার্বতী বলিলেন, 'আচ্ছা, আমি তোমার শিষ্যদের চরিত্রবল পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই, তাহাদিগকে আমার নিকট ডাকিয়া আন।' শিব তাঁহার পাঁচজন শিষ্য সিদ্ধাকে তাঁহার নিকট ভোজনেব নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তাহারা সকলেই ভোজন করিতে বসিল। পার্বতী তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মদনমোহিনী রূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে অন্ন পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকল সিদ্ধারই মন বিচলিত হইল, কেবলমাত্র গোরক্ষনাথ অটল রহিলেন। অন্যান্য সিদ্ধা বা নাথগুরুদিগকে পার্বতী অভিশাপ দিলেন; কিন্তু গোরক্ষনাথকে কিছুই করিতে পারিলেন না বলিয়া মনে মনে লজ্জিত হইলেন; কি উপায়ে গোরক্ষনাথেরও মন বিচলিত করিতে পারেন, তাহার নানা কৌশল অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু গোরক্ষ নিজের চরিত্রবলে তাঁহার সকল পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন। এমন কি, গোরক্ষনাথ পার্বতীর চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকেই অভিশাপ দিয়া এক রাক্ষসীতে পরিণত করিয়া দিলেন। প্রতিদিন একটি মনুষ্য আহার করিয়া তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। এ দিকে শিব পত্নীর বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, ক্রমে তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইলেন। গোরক্ষনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথা গেল মোর নারী তুহ্মি কি করিলা।' গোরক্ষনাথ শিবের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন,

ভাঙ ধুতুরা খাও কি বলিব তোরে।
কোথাত হারাইছ নারী ধর আসি মোরে॥

অবশেষে গোরক্ষনাথের সহায়তায় শিব পত্নীর উদ্ধারসাধন করিলেন, কিন্তু গোরক্ষনাথের নিকট পত্নীর অপমানের কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না।

গন্ধর্ব নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার কুমারী কন্যার নাম বিরহিণী। তিনি পতিলাভের জন্য শিবপূজা করিতেছিলেন। শিবের নিকট মৃত্যুঞ্জয় বর প্রার্থনা করিয়া কঠিন তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ভক্তবৎসল শিব তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া বর দিলেন যে, গোরক্ষনাথকে তিনি পতিরূপে লাভ করিবেন। শিব মনে করিলেন, ইহাতেই গোরক্ষনাথের ব্রহ্মচর্যের অহঙ্কার চূর্ণ হইবে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হইল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন, শিব তাঁহার পত্নীকে অপমানিত করিবার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্যই এই অভিনব কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। গোরক্ষনাথ যোগবলে ছয় মাসের শিশুতে পরিবর্তিত হইয়া গেলেন এবং কন্যাকে মা বলিয়া ডাকিলেন,

স্তন খাইতে চাহে শিশু কান্দে উয়া উয়া।
তা দেখিয়া রাজকন্যার লাগে আচাভুয়া ॥

এইভাবে গোরক্ষনাথ শিব ও পার্বতীর সকল হীন চক্রান্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া নিজের চরিত্রবল অক্ষুণ্ণ রাখিলেন।

নাথসাহিত্য প্রধানতঃ নাথগুরুদিগের অলৌকিক জীবনবৃত্তান্ত ও সাধনার কথাই বর্ণনা করিয়াছে, শিবকে তাহারা গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেও শিব-চরিত্রের কোনও উন্নত পরিচয় তাহারা প্রকাশ করে নাই। সিদ্ধা মীননাথ শিবকে নিজের গুরু বলিয়া গ্রহণ করিলেও শিবের চরিত্র সম্পর্কে তাঁহার এই মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে,

মোর গুরু মহাদেব জগত ঈশ্বর।
গঙ্গা গৌরী দুই নারী থাকে নিরন্তর ॥
যার দুই নারী তার সাক্ষাতে দিগম্বর।
হেনরূপে করে গুরু কেলি নিরন্তর ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে, হিন্দুধর্মের প্রভাববশতঃ শিবের নামটি নাথধর্মের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেও হিন্দুধর্মসম্মত শিবচরিত্রের আদর্শটি তাহাতে গৃহীত হয় নাই। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, নাথধর্মের একটি সুদৃঢ় বুনিয়াদ ছিল, তাহার উপর অন্যান্য ধর্মের প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা ইহার মূল ভিত্তি শিথিল করিয়া দিতে পারে নাই।

সেইজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত উত্তর ও পুর্ববঙ্গের যোগী বা যুগী সম্প্রদায় বিভিন্ন ধর্মের প্রবল প্রভাব অতিক্রম করিয়াও বহুলাংশে নিজেদের কুলাচার রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে।

ভারতীয় যোগধর্ম বাংলা দেশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়া যে সকল ধর্মমতের সম্মুখীন হইয়াছিল, কিংবা পূর্ব হইতে যে সকল ধর্মমতদ্বারা প্রভাবিত হইয়া আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বৌদ্ধ, হিন্দু, তন্ত্র, সহজিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এ'কথা সত্য, বিভিন্ন কালে প্রচলিত এই সকল বিভিন্ন ও প্রবল ধর্মমত দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও নাথধর্ম ইহার মৌলিক বৈশিষ্ট্য কদাচ বিসর্জন দেয় নাই। যোগসাধনার পথে ইন্দ্রিয় ও মনঃসংযম করিয়া দৈহিক ও আত্মিক শক্তি দ্বারা মোক্ষলাভ করাই ইহার মূল লক্ষ্য ছিল, বৈকুণ্ঠ কিংবা স্বর্গ ইহার কদাচ লক্ষ্য ছিল না। মহাভারতে যোগ-সাধনা দ্বারা যে কি ভাবে মোক্ষ লাভ হইতে পারে, তাহার বিস্তৃত উল্লেখ আছে। যোগ-সাধনার বিশেষত্ব নির্দেশ করিয়া তাহাতে বলা হইয়াছে, 'যোগ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও সাঙ্খ্যমত শাস্ত্র প্রমাণ (শান্তি পর্ব, ৩০১ অধ্যায় ঐ)।' ইহার অর্থ হইতেছে যে, যোগশাস্ত্র practical বিষয়; ধর্মসাধনার মধ্যে যদি কিছু প্রত্যক্ষ থাকে, তবে যোগসাধনার মধ্যেই তাহা আছে। ভারতীয় ধর্মসাধনার ধারায় যোগ-সাধনার ইহা একটি বিশিষ্ট পরিচয়। কেবল মাত্র সাঙ্খ্যমত নহে, অন্যান্য জড়বাদী ধর্মমত বাদ দিলে ভারতীয় আর সকল মতই শাস্ত্র প্রমাণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে।

পূর্বেই বলিয়াছি, যোগ-সাধকেরা মোক্ষকামী, বৈকুণ্ঠ কিংবা স্বর্গকামী নহেন। মহাভারতে উল্লেখিত হইয়াছে, 'মানবগণ যোগবলে কাম, ক্রোধ, মোহ, অনুরাগ ও স্নেহ এই পাঁচ দোষ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষ লাভের অধিকারী হয়।......যোগবলই মুক্তি লাভের অদ্বিতীয় উপায়।...... যোগবলান্বিত মহাত্মারা কাহারও বশীভূত না হইয়া প্রজাপতি, ঋষি, দেবতা ও মহাভূতগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। ভীম পরাক্রম কাল, যম ও মৃত্যু ক্রুদ্ধ হইয়াও তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয়েন না। সংসার-পাশচ্ছেদনে সমর্থ, যোগবল পরিপুর্ণ যোগীরা অনায়াসে মোক্ষ লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।' (মহাভারত, ঐ)

যোগ-সাধনার প্রণালী সম্পর্কে মহাভারতে উল্লেখিত আছে, 'যে ব্যক্তি জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে সংযোজনপুর্বক অচলের ন্যায় স্থির হইয়া

যোগসাধন করিতে পারেন, তিনিই পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া জ্ঞানীদিগের লভ্য সনাতন মোক্ষ পদ লাভে সমর্থ হয়েন। যে যোগী অহিংসাদি ব্রত পরায়ণ হইয়া নাভি, মস্তক, কণ্ঠ, হৃদয়, বক্ষঃস্থল, পার্শ্বদ্বয়, চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা এই সমুদয় স্থানে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মাকে সম্যক্‌রূপে সংযোজিত করিতে পারেন, তিনি রাশি রাশি পুণ্যপাপ দগ্ধ করিয়া উৎকৃষ্ট যোগবলে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।' (ঐ)

নাথধর্মের সাধকগণ যোগশক্তির বলে যে এই সকল আচরণ করিতে পারিতেন, বাংলার নাথসাহিত্যেও তাহার উল্লেখ রহিয়াছে।

যোগধর্ম সর্বপ্রথম যে ধর্মের সম্মুখীন হইয়া তাহা দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়, তাহা বৌদ্ধ ধর্ম। যোগধর্ম যেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ, অর্থাৎ practical, বৌদ্ধধর্মও তাহাই। বৌদ্ধধর্ম মূলতঃ এমনই প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধই ছিল; কারণ, ইহা সকল প্রকার অলৌকিকতা, এমন কি, ঈশ্বর বিশ্বাসেরও পরিবর্তে কেবল মাত্র প্রত্যক্ষ চারিত্র-নীতি (ethics)-তেই বিশ্বাসী ছিল, এই দিক দিয়া যোগ-ধর্মের আদর্শের সঙ্গে ইহার কতকটা ঐক্য ছিল। এমন কি, যোগী এবং ভিক্ষুর জীবনাচারের মধ্যেও বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। কালক্রমে এ দেশে যেমন গৃহস্থও বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়া সংসার-জীবন যাপন করিত, গৃহস্থও যোগধর্ম অবলম্বন করিয়া সংসার-জীবন যাপন করিতে পারিত। ইহারাই গৃহস্থ যোগী বলিয়া পরিচিত; বাংলা দেশে ইহাদেরই বিরাট সম্প্রদায় এখনও বর্তমান রহিয়াছে।

যোগধর্ম বাংলাদেশে তৎকালীন প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম অর্থাৎ মহাযান বৌদ্ধধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল বলিয়া মহাযান বৌদ্ধধর্মেরও কিছু কিছু আচার যোগ-ধর্মের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু ইহা কেবল মাত্র পূর্ব ভারত বিশেষতঃ বাংলা দেশেই সম্ভব হইয়াছিল, বাংলা দেশের বাহিরে উত্তর ভারতের সর্বত্র যে নাথসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আছে, তাহাদের মধ্যে অনুরূপ আচার লক্ষ্য করা যায় না, সুতরাং বাংলা দেশে নাথধর্মের উপর মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রভাব দেখিতে পাইয়া উভয়ের মধ্যে মৌলিক কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করা যায় না। এমন কি, বাংলা দেশে নাথধর্ম তান্ত্রিক আচার দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছে। তন্ত্র-সাধনা মূলতঃ হিন্দু কিংবা বৌদ্ধধর্ম নিরপেক্ষই ছিল, কিন্তু নাথধর্মের সঙ্গে ইহা মিশ্রিত হইবার পূর্বেই হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের দ্বারা ইহা প্রভাবিত হয়। তান্ত্রিক প্রভাবের ফলেই

হঠযোগের সাধনা নাথধর্মের অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। তন্ত্রসাধনা স্বাধীনভাবে যে সে দিন যোগ-সাধনার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা নহে; তন্ত্রসাধনা ইতিপূর্বেই মহাযান বৌদ্ধ ও অধঃপতিত (degenerated) হিন্দুধর্মকে প্রভাবিত করিয়া তাহাদের ভিতর দিয়া আসিয়াই যোগধর্মের উপর নিজের প্রভাব স্থাপন করিয়াছিল। সেইজন্যই বাংলা দেশে প্রচলিত নাথধর্মে প্রাচীন কাল হইতেই তান্ত্রিক উপকরণ গিয়া প্রবেশ করিয়াছিল।

সহজিয়া ধর্মমত বা সহজ-সাধনা বাংলা দেশের একটি বিশিষ্ট লৌকিক ধর্ম-সাধনা। কালক্রমে ইহার মধ্যেও নানা ধর্মমতের মিশ্রণ হইয়াছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার মৌলিক রূপটি কোনদিন আছন্ন হইয়া যাইতে পারে নাই। যোগ-সাধনার সঙ্গে সহজ-সাধনার মূলতঃ কোন সম্পর্ক ছিল না; কিন্তু যোগ-সাধনা বাংলা দেশে আসিয়া প্রচার লাভ করিবার পর ইহা সহজ-সাধনার সঙ্গে সংমিশ্রণ লাভ করিয়াছে। সেইজন্যই বাংলার নাথধর্মের মধ্যে সহজ-সাধনার কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি বিষয়ে সহজ সাধনার সঙ্গে যোগ-সাধনার ঐক্যও ছিল। সহজ সাধকেরা যেমন স্বর্গ, মর্ত্য, নরক, পরকাল কিছুই বিশ্বাস করিতেন না, যোগ-সাধকগণও তাহা করিতেন না, তবে পূর্বেই বলিয়াছি যোগ-সাধকেরা মোক্ষ কামনা করিতেন, সহজ সাধকেরা তাহাও করিতেন না। যোগীরা বলিতেন,

অহ্মে ন জানহুঁ অচিন্ত্য যোই।
জাম ভরণ ভব কইসন হোই॥

অর্থাৎ আমরা অচিন্ত্য যোগী, জন্ম মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম কি ভাবে হয়, তাহা আমরা জানি না। উভয় ধর্মমতই প্রত্যক্ষবাদী। কিন্তু যোগীরা আচার বা ক্রিয়াকে স্বীকার করিতেন, সহজিয়াগণ তাহাও স্বীকার করিতেন না, তাঁহারা বলিতেন,

কিংতো মন্তে কিংতো রে তন্তে
কিংতো রে ঝান বাখানে।

কিন্তু ক্রমে সহজ-সাধনার মধ্যে চৈতন্যধর্মের প্রভাববশতঃ ভগবদ্ ভক্তি গিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তখনই ইহা বাউল বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু নাথ-ধর্ম কখনও ভগবদ্ ভক্তি বা কৃষ্ণ ভক্তিকে স্থান দেয় নাই; সুতরাং সহজ-সাধনা ক্রমে অন্যান্য ধর্মমত দ্বারা প্রভাবিত হইয়া যেমন নিজের মৌলিক বিশ্বাসটি পরিবর্তন করিয়াছে, নাথধর্ম কখনও সে কাজ করে নাই। বাউলের সঙ্গে নাথ-

যোগীদিগের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু ক্রমে তাহাও নাথধর্মের গুরুবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। এ দেশের বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে একমাত্র নাথধর্মই যে শেষ পর্যন্ত নিজের মৌলিক পরিচয় বহুল পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল, ইহা তাহার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও তজ্জাত প্রাণশক্তিরই (vitality) পরিচায়ক।

যোগসাধনার আচার-গত রূপ যাহাই থাকুক না কেন, বাংলার জনসাধারণের মধ্যে নাথধর্মের একটি লৌকিক পরিচয়ও আছে। ইহা অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন নাথগুরুদিগের মধ্যে অন্ততঃ তিনজন এ দেশের নাথ সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ইঁহারা একসঙ্গে 'ত্রিনাথ' নামে পরিচিত। মনে হয়, গোরক্ষনাথ, মীননাথ ও হাড়িপা এই তিনজনই এ দেশের জনশ্রুতিতে একসঙ্গে বৌদ্ধ ত্রিশরণের মত ত্রিনাথ বলিয়া উল্লেখিত হইয়া থাকেন। কারণ, ইঁহাদেরই কাহিনী বাংলার নাথ-সাহিত্যে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান ও যুগী কৃষকগণ এখনও 'দিন গেলে তিন নাথের নাম লইও' বলিয়া গান গাহিয়া থাকে। হিন্দুধর্মের প্রভাব বশতঃ এখনও কখনও কখনও শিবকেই ত্রিনাথ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। কিন্তু আবার কেহ কেহ মনে করেন, ত্রিনাথ বলিতে শ্রীনাথ (অলক নাথ), অনাদি নাথ ও আদিনাথ বুঝায়, ইঁহারা মূলে নিরঞ্জন। তাই নাথেরা গায়, 'শ্রীনাথ—অনাদিনাথ —আদি নিরঞ্জন।'

গোপীচন্দ্রের গান ও নাথধর্ম

এখন 'গোপীচন্দ্রের গানে'র সঙ্গে নাথধর্মের কি সম্পর্কে তাহা আলোচনা করিতে হয়। বর্তমান সংকলনের একই বিষয়ের তিনটি রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমতঃ 'গোপীচন্দ্রের গান' নামক যে অংশ মুদ্রিত হইয়াছে তাহা মৌখিক সংগ্রহ—ইহার কোনও লিখিত রূপ পাওয়া যায় নাই। এই অংশ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, নাথধর্মের কোনও তত্ত্বকথা ইহার কাহিনী নিয়ন্ত্রিত করে নাই। এ'কথা সত্য যে হাড়িপা নামক নাথগুরুর যে চরিত্রটি এখানে আছে, তাঁহার আচরণের মধ্যে কিছু কিছু অলৌকিকতা প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু এই কাহিনীটির একটি প্রধান গুণ এই যে, নাথধর্মের তত্ত্বকথা প্রচার ইহার উদ্দেশ্য হইতে পারে নাই। আধুনিক উপন্যাসের মধ্যেও যেমন অনেক সময় সাধু-সন্ন্যাসী চরিত্রের স্থান হইয়া থাকে, ইহার মধ্যেও হাড়িপার চরিত্র সেই অংশই গ্রহণ করিয়াছে, ইহার অতিরিক্ত কোনও স্থান-

লাভ করে নাই। ‘গোপীচন্দ্রের গানে’র ভিতর দিয়া নাথধর্মের কোন তত্ত্বকথা প্রকাশ পায় নাই। এমন কি, মধ্যযুগের আখ্যায়িকা-গীতিমাত্রই যেমন দেব-বন্দনা দিয়া আরম্ভ হইয়া থাকে, ইহার মধ্যে তাহাও পর্যন্ত নাই। এই প্রকার কাহিনী দিয়াই ইহার সূত্রপাত, যেমন,

> মাণিকচন্দ্র রাজা ছিল ধর্মী বড় রাজা।
> ময়নাক বিভা করিল তার নও বুড়ি ভারযা ॥ (পৃ. ১)

এবং কাহিনী সমাপ্তিতেও এই প্রকার উল্লেখ রহিয়াছে,

> রাজা রাণী খাউক রাজ্য করিয়া।
> গোপীচন্দ্রের গান গেল সমাপন হৈয়া ॥ (পৃ. ২৬৭)

অর্থাৎ কাহিনীর পরিণামে ইহাতে নায়ক-নায়িকার স্বর্গারোহণের কোন বৃত্তান্তের অবতারণা করা হয় নাই। ইহা যেন একটি রূপকথা; ‘এক যে ছিল রাজা’ বলিয়া যেমন ইহার আরম্ভ, ‘তারপর সুখে রাজত্ব করিতে লাগিল’ বলিয়া যেন ইহার সমাপ্তি হইয়াছে। সেইজন্য ইহার কাহিনীর কাব্যধর্ম অটুট রহিয়াছে। নাথধর্মের প্রতি আকর্ষণবশতঃ গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, বরং মাতার আদেশ অলঙ্ঘনীয় হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া তিনি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া দ্বাদশ বৎসরের জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহা রামায়ণ কাব্যের নায়ক অভিষেকোৎসুক রামচন্দ্রের উপর বিমাতা কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর বনবাসের আদেশেরই তুল্য। রামায়ণে যেমন ধর্মকথা নাই, পরিবারিক নীতিকথা আছে, ‘গোপীচন্দ্রের গানে’ও নাথধর্মের কথা নাই, রামায়ণ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মুনিঋষির কথা আছে, সেই পরিমাণেই ‘গোপীচন্দ্রের গানে’ও সিদ্ধা হাড়িপার কথা স্থান পাইয়াছে, ইহার কোন অতিরিক্ত স্থান অধিকার করিতে পারে নাই।

এই সম্পর্কে গোপীচন্দ্রের জননী ময়নামতীর কথা কাহারও মনে হইতে পারে। নাথধর্মের কোন অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসিনী হইয়া ময়নামতী যে পুত্রকে সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত কোন বিবরণ ‘গোপীচন্দ্রের গানে’ নাই। অন্ধবিশ্বাস বশতঃ মানুষই সাধারণতঃ যে আচরণ কখনও কখনও করিয়া থাকে, তিনি তাহার অতিরিক্ত কিছুই করেন নাই। যমের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ করিবার যে অলৌকিক বিবরণ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কাহিনীর বহিরঙ্গ রূপক-অলঙ্কার মাত্র, যে

সাধারণ লোকের সমাজে এই গীতিকা প্রচলিত ছিল, তাহাদের বিশ্বাস অনুযায়ীই ইহা এখানে স্থান পাইয়াছে, ইহার মধ্যেও নাথধর্মের কোন তত্ত্বকথা স্থান পায় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, চৈতন্য-জীবন-চরিত বৃন্দাবন দাস রচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে'ও যম-লোকের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা চৈতন্যদেবের ঐতিহাসিকত্ব বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সুতরাং দেখা গেল, নাথধর্ম প্রচারের সহায়করূপে ইহা রচিত হয় নাই, সেই উদ্দেশ্য ইহা কোন দিক দিয়াই পালন করে নাই। ইহার বিশিষ্ট একটি কাব্যগুণ ছিল, ধর্মনিরপেক্ষ ইহার চরিত্রগুলির বিশিষ্ট আবেদন ছিল, সেইগুণেই ইহা নাথসম্প্রদায়ের বাহিরেও প্রচার লাভ করিয়াছিল।

কিন্তু বর্তমান সংকলনে গৃহীত 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' ও 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' ইহার লিখিত এই দুইটি রূপ সম্পর্কে এ'কথা বলিতে পারা যায় না। 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' (পৃ. ২৭১-৩২৪) 'গোপীচন্দ্রের গানে'র কাহিনীর ভিত্তির উপরই ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা আনুপূর্বিক রচিত হইয়াছে, সুতরাং ব্যক্তিমনের ধর্মবোধ ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। ইহার রচয়িতার নাম ভবানীদাস। ইনি প্রথমেই

'নাথের চরণযুগে করি নমস্কার।
কহিব পাঁচালী কিছু চরণে তোহ্মার॥' (পৃ. ২৭১)

এই বলিয়া তাঁহার রচনা আরম্ভ করিয়াছেন। এমন কি, কাহিনী আরম্ভ না করিয়াই তিনি তাঁহার 'বন্দনা' ভাগেই যোগ-সাধনার উপদেশ দিতে বসিয়া গিয়াছেন—

'শুন পুত্র গোপীচন্দ্র যোগে কর মন।
ধর্মরাজ গোপীচন্দ্র শুনহ বচন॥
ব্রহ্মজ্ঞান সাধ পুত্র যোগী হইবার।
ব্রহ্মজ্ঞান সাধিলে নাহিক মরণ॥
ময়নামতী বোলে বাপু রাজা গোবিন্দাই।
আত্ম কথা কহি মায় তোহ্মারে বুঝাই॥
পন্থের সম্বল লাগি কি ধন রাখিবা।
রতন খসিয়া গেলে হারাইবা প্রাণ॥' ইত্যাদি (পৃ. ২৭১)

কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, কাহিনীর মৌখিক (oral) রূপ 'গোপীচন্দ্রের গানে' প্রথম হইতেই কি ভাবে মূল কাহিনীটিই আরম্ভ হইয়াছিল, কোন তত্ত্বকথা ইহার প্রবাহকে রোধ করে নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে, ভবানীদাস এই কাহিনীটি অবলম্বন করিয়া নাথধর্মের তত্ত্বকথা কিংবা যোগ-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে চাহিয়াছেন, কাহিনীর সাহিত্যিক আবেদনটি এখানে সেইজন্যই বিনষ্ট হইয়া গিয়া ইহা ধর্মশাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে, তাহার ফলেই ইহার বিলোপ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল।

কেবলমাত্র কাহিনীর সূচনাতেই নহে, ইহার বিভিন্ন অংশে কারণে অকারণে ইহাতে নাথধর্মের তত্ত্বকথা প্রচার করা হইয়াছে এবং হাড়িপার অলৌকিক আচরণ ইহাতে সকল বাধাবন্ধহীন হইয়া একেবারে উদ্দাম হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। ভবানীদাস সম্ভবতঃ নাথসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, অবশ্য নাথসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ নিজেরা নাথ পদবী গ্রহণ করিয়া থাকেন, ভবানীদাস তাহা করেন নাই, সুতরাং তিনি এই সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলেও ইহার প্রতি যে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি সাহিত্যিক প্রেরণার বশবর্তী হইয়া তাঁহার এ 'পাঁচালী' রচনা করেন নাই, ধর্মীয় বা সম্প্রদায় উদ্দেশ্যই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ভবানীদাসের কোনও পরিচয় জানা যায় না। নাথসাহিত্যের অন্যতম বিষয় 'গোরক্ষ-বিজয়-মীনচেতন' নামক গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া ভীমদাস নামক এক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। প্রায় অভিন্ন বিষয় লইয়া রচিত হইলেও দুইজন যে একই ব্যক্তি এমন অনুমান করিবার কোন কারণ নাই।

ভবানীদাসের 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী'র কাব্যের দিক দিয়া যে ত্রুটিই থাকুক, ইহার পরিণতিটি তিনি ইহার অন্যতম কবি সুকুর মামুদের মত বিকৃত করিয়া ফেলেন নাই, ইহাই তাঁহার রচনার একটি বিশেষ গুণ। অর্থাৎ কাহিনীর উপসংহারে তিনি কোন তত্ত্বকথা প্রচার করিতে যান নাই, তাঁহার উপসংহারটি কাব্যোচিত গুণলাভের অধিকারী হইয়াছে। নির্দিষ্ট সন্ন্যাস জীবনের কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে গোপীচন্দ্র নিজের রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার রাণীদিগের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহার মুখ হইতে তাঁহার সন্ন্যাস জীবনের নিদারুণ দুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহার চারি রাণী কাঁদিতে লাগিল।

এ সব দুঃখের কথা শুনিয়া চারিজন।
কান্দিয়া বিকল করে আপনার মন ॥
নানা দ্রব্য নানা বস্তু করিল ভোজন।
সেই নিশি গোয়াইল আনন্দিত মন। (পৃ. ৩২৪)

এইখানেই 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' শেষ হইয়াছে। অর্থাৎ দ্বাদশ বৎসর সন্ন্যাস জীবন যাপন করিয়াও রাজা গোপীচন্দ্র ভোগ-তৃষ্ণা হইতে পরিত্রাণ পান নাই, রাজপ্রাসাদে ফিরিয়াই তিনি রাণীদিগের সঙ্গে 'সেই নিশি গোয়াইল আনন্দিত মন।' সুতরাং যে তত্ত্বকথাই ভবানীদাস তাঁহার পাঁচালীর সর্বত্র প্রচার করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত সবই ব্যর্থ করিয়া দিয়া ভোগ-বিলাসী গোপীচন্দ্র যে পুনরায় 'অসার' ভোগবিলাসেই নিমজ্জিত হইলেন, ভবানীদাস তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন; সুতরাং শেষ পর্যন্ত তাঁহার ধর্মপ্রচারের প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে।

মধ্যযুগের বাংলার একমাত্র নাথ-সাহিত্যের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সুস্পষ্ট কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না; ইহার কারণ, এই উভয় ধর্মের মৌলিক বিরোধ। যদিও কালক্রমে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া এক নূতন ধর্মমতের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা বাউল ধর্ম, তথাপি যে সকল গ্রন্থে নাথ-গুরুদিগের অলৌকিক জীবন কিংবা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের কথাও কীর্তন করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কোন প্রভাব অনুভব করা যায় না। তথাপি ভবানীদাসের রচনার মধ্যে মধ্যে কতকগুলি ধুয়া উদ্ধৃত হইয়াছে—তাহা বৈষ্ণববিষয়ক। ধুয়া প্রধানতঃ গায়েনের যোজনা, কিন্তু তাহা হইলেও যোগাচারী নাথ-সমাজ যে বৈষ্ণব প্রেম ও ভক্তির স্পর্শ লাভ করিয়াছিল, ভবানীদাসের 'গোপীচন্দ্রের পাঁচালী' হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। দুই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়—

১

কেশব ভারতী গুরু কোথা হোতে আইল।
কিনা মন্ত্র দিয়া নিমাই সন্ন্যাসী করিল ॥
যাইবা যাইবা বাছারে সন্ন্যাসী হইয়া।
সোনাময় রত্নপুরী আন্ধার করিয়া ॥
এমন বসেত সন্ন্যাসে কিবা ধর্ম।
আপনা গৃহেত বসি সাধ নিজ কর্ম ॥ (পৃ. ২৭৯)

২

কৃষ্ণ যাবে বৃন্দাবনে খরচ নাহি তার সাথে।
গুরুজির নিজ নামটি ভাঙ্গাহি খাবে পথে ॥ (পৃ. ৩১০)

৩

গোপাল রে।
নীলমণি গেল বনে কত উঠে মায়ের মনে
গোপাল রে বেলাত অধিক হইয়া যায়।
আসিব আসিব করি মায় রৈলাম পন্থ হেরি
কোন বনে বাছুরি চরায় ॥
খেড়ুয়াল রাখওয়াল সনে বিবাদ না করিয় বনে
তোমি আমার অসময়ের ভরসা ॥ (পৃ. ৩২১)

কিন্তু ভবানীদাসের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিয়াছেন, সুকুর মামুদ। তিনি বর্তমান সংকলনের সর্বশেষ লিখিত সংগ্রহ 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' (পৃ. ৩২৭-৪২৬)-এর রচয়িতা। মৌখিক প্রচলিত বিষয় লিখিত রূপলাভ করিলে ইহার স্বচ্ছ ও স্বভাব-সুন্দর রূপ যে কি ভাবে তত্ত্বকথার শৈবালে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, তাঁহার রচনাই ইহার প্রমাণ। সুদীর্ঘ নাথ-বন্দনা দিয়া তাঁহার কাব্যের সূত্রপাত এবং যোগসাধনায় গোপীচন্দ্রের দীক্ষা দিয়া তাঁহার কাহিনীর উপসংহার। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইহা যথার্থই পুরাণ, কাব্য নহে—ইহার সর্বত্র যোগমাহাত্ম্যই যে কেবল কীর্তিত হইয়াছে, তাহাই নহে—পৌত্তলিকতা-বিরোধী মনোভাবও এইভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—

সুকুর মামুদ কয় তিথি কর পরিচয়
বুঝ তিথি প্রতি ঘরে ঘরে।
এ ছাড়া পাথর পুজে হত মূর্খ নাহি বুঝে
ধন নথ না করে বিচার।
খাইতে বলিতে জানে পুজে তাকে মনে মনে,
অনায়াসে ভবে হবে পার ॥ (পৃ. ৪২৪)

ইহার মধ্যে যোগ-প্রক্রিয়ার বিস্তৃত পরিচয় আছে। সুকুর মামুদের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় না, তবে তিনি যোগাচার-সিদ্ধ গুরুবাদী সাধকপুরুষ

ছিলেন বলিয়া মনে হয়, তিনি নিজেকে 'ফকির' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন,

'নাচার ফকির বলে, গুরুর চরণ তলে,
বসুমতী আত্ত জননী (পৃ. ৪২২)

প্রত্যক্ষ যোগ-সাধনা যে এ'দেশ হইতে একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহা নহে—নাথসম্প্রদায়ভুক্ত যোগী সাধকদিগের সাধন-ভজন বিষয়ক বহু পুঁথি এ'দেশ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'হাড়মালা' নামক পুঁথিখানি হইতেই বুঝিতে পারা যায়, যোগক্রিয়া এ'দেশে আধুনিক কাল পর্যন্তও যোগীদিগের ব্যবহারিক আচাররূপেই গণ্য হইত। গোপীচন্দ্রের দুঃখ-বেদনা অপেক্ষা যোগ-সাধনার আচারের কথা সুকুর মামুদের রচনায় অধিক প্রাধান্য পাইয়াছে।

গোপীচন্দ্রের গান ও ইতিহাস

গোপীচন্দ্রের গানে যে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না, তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। অবশ্য এ' বিষয়ে কোন সুনিশ্চিত ফল লাভ করা সম্ভব হইবে, এমন আশা করা সঙ্গত নহে। সমগ্র বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল ব্যাপিয়া পাঁচ শত বৎসর যাবৎ প্রচলিত মনসামঙ্গল কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া এখনও কেহ স্বীকার করিতে পারেন নাই। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ক্ষীণতম ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনুমান করা গেলেও ইহার কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ নাই। 'গোপীচন্দ্রের গান' সম্পর্কেও ইহার অধিক কিছু নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যাইবে, এমন আশা করাও স্বভাবতঃই দুরাশা মাত্র। তথাপি বিষয়টি আলোচনা করিয়া দেখিবার মত।

স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (৫ম সং পৃ. ৫২) গ্রন্থে গোপীচন্দ্রের পিতা মাণিকচন্দ্র খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং সেই সূত্রেই মাণিকচন্দ্র ও গোপীচন্দ্র বিষয়ক কাহিনীকাব্যগুলিকেও খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের নিদর্শনরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে ডক্টর স্বর্গত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা একটু কঠোর হইলেও সত্য; সেইজন্যই তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন, 'অর্ধ শতাব্দী পূর্বে গ্রিয়ার্সন সাহেব যখন এক বৃদ্ধ গায়েনের মুখ হইতে আবৃত্তি শুনিয়া এই যুগী-

যাত্রার গাথাটি লিখিয়া লয়েন এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত করেন, তখন হইতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এই গাথার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রথম পরিচয়ের আনন্দাতিশয্যে আমাদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার এই গাথাটিকে লইয়া কিছুটা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, ইহাকে একেবারে দশম একাদশ শতাব্দীর রচনা এবং ঐ সময়েরই সমাজের প্রতিবিম্ব বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেও তাঁহার এই ঘোর কাটে নাই। গায়েনেরা ওস্তাদের মুখে শুনিয়া বা একখানা পুঁথি দেখিয়া যুগীযাত্রা মুখস্থ করে এবং গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়ায়। ঐ রকমই একটি গায়েনের মুখ হইতে শুনিয়া গ্রিয়ার্সন সাহেব যাহা লিখিয়া লইয়াছিলেন. ভাষা হিসাবে তাহা ঐ গায়েনটির অপেক্ষা বড় বেশী পুরাতন হইবে না, এইরূপ ধরাই স্বাভাবিক। রাম সম্বন্ধে রচনা হইলেই যেমন তাহা ত্রেতা যুগের হয় না, গোবিন্দচন্দ্র মাণিকচন্দ্র সম্বন্ধে রচনা হইলেই তেমনই তাহা ১১শ ১২শ শতাব্দীর হয় না।'[১]

পূর্বেই বলিয়াছি, এই উক্তি একটু রূঢ় হইলেও সত্য। 'গোপীচন্দ্রের গানে'র ভাষায় যেমন প্রাচীনত্ব নাই, তেমনই ইহার মধ্য দিয়া যে সকল তথ্য পরিবেষণ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও অবিমিশ্র প্রাচীন উপাদান রহিয়াছে এমন মনে করিবার কোন্ কারণ নাই। কারণ, পরিবর্তনশীলতাই মৌখিক সাহিত্যের ধর্ম। ইহা মৌখিক আবৃত্তির ভিতর দিয়া সর্বদা প্রাচীন উপকরণ পরিত্যাগ ও নব নব উপাদান সংগ্রহ করিয়াই ইহার জীবনীশক্তি রক্ষা করিয়া থাকে, অবিমিশ্র প্রাচীন উপকরণে ভারাক্রান্ত হইলে ইহার গতিশক্তি রুদ্ধ হইয়া গিয়া ইহা অকালমৃত্যুর সম্মুখীন হয়। সুতরাং ইহার মধ্যে যে সামাজিক তথ্য পরিবেষণ করা হইয়াছে, তাহা প্রায় সকলই ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তর বঙ্গের আঞ্চলিক মুসলমান সমাজের প্রথা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কড়ি দ্বারা ইহাতে রাজকর পরিশোধ করিবার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মনে করিয়াছেন ইহা হিন্দুরাজত্বের সময়কার ঘটনা। কিন্তু কড়ির ব্যবহার বাংলার সুদূর পল্লীগ্রামে ৫০ বৎসর পুর্বেও প্রচলিত ছিল। ময়নামতী যে হাটবাজারে যাইতেন, তাহাও 'হিন্দুরাজত্বের

১ 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত, ঢাকা, ১৩৩২ সম্পাদকীয় মন্তব্য পৃ. ৭৫।

সময়কার' কথা নহে। যে উত্তরবঙ্গে 'গোপীচাঁদের গানে'র ব্যাপক প্রচলন ছিল, সেখানকার কোচ এবং রাজবংশী স্ত্রীলোকগণ এখনও সর্বদাই নিজেরাই হাট-বাজার করিয়া থাকেন, পল্লীর গায়েন তাঁহার সমাজের সমসাময়িক একটি চিত্রই এখানে বর্ণনা করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর গায়েনের হিন্দুরাজত্বের একটি ঐতিহাসিক সমাজ-চিত্র পরিবেষণের কোন দায়িত্ব পালন করিবার কথা নহে। ইহা দ্বারা যে অবাধ স্ত্রী-স্বাধীনতা সূচিত হইতেছে, তাহাও 'হিন্দুরাজত্বের' সময়কালীন কোন চিত্র বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। কারণ, তাহাও উত্তরবঙ্গের মাতৃতান্ত্রিক ইন্দো-মোঙ্গলয়েড জাতির বংশধর কোচ, বোড়ো ও রাজবংশী জাতিরই একটি সামাজিক বৈশিষ্ট্য মাত্র।

স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন যে, গোপীচন্দ্রের গান প্রমুখ গাথা 'ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের পূর্ববর্তী'।[১] সম্ভবতঃ ইহাদের মধ্যে কোন ব্রাহ্মণ্যপ্রভাব দেখিতে না পাইয়াই তিনি এই প্রকার মন্তব্য করিয়াছেন, কিন্তু এ'কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ইহা ব্রাহ্মণ্যসমাজের বহির্ভাগে রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, এ'কথা সত্য, কিন্তু 'ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের পূর্ববর্তী' বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ, সেন রাজত্বের আমলে যদি ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যায়, তবে এই সকল রচনা যে তাহার পূর্ববর্তী অর্থাৎ খৃষ্টীয় একাদশ কিংবা দ্বাদশ শতাব্দীর, এ'কথা যে কেন স্বীকার করা যায় না, তাহা পুর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। হিন্দুধর্মের সম্পর্কহীন পল্লীর মুসলমান ও যুগী কৃষকগণ যাহা মুখে মুখে রচনা করিয়া স্মৃতির মধ্যে পালন করিয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের কোন স্পর্শ থাকিবে, তাহা সম্ভব নহে। সুতরাং এইভাবে ইহাদের প্রাচীনত্বের দাবী করা সঙ্গত হয় না। ইহা মৌখিক (oral) সাহিত্যের অন্তর্গত, ইহার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারা স্বতন্ত্র, মৌখিক সাহিত্যের প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই ইহাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের রহস্য জানিতে পারা যাইবে।

গোপীচন্দ্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না, এই বিষয় লইয়াও অনেক আলোচনা হইয়াছে। এই বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত হইয়াছেন যে, খৃষ্টীয় একাদশ

১ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (প্রাগুক্ত), পৃ. ৬৩

শতাব্দীতে বঙ্গাল দেশে গোবিন্দচন্দ্র নামে একজন রাজা ছিলেন। ইহার দুইটি প্রমাণ দেখা যায়।

প্রথমতঃ উড়িষ্যায় রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় পর্বতগাত্র উৎকীর্ণ শিলালিপি। ইহার তারিখ ১০২৪ খৃষ্টাব্দ। ইহাতে লিখিত আছে যে, রাজেন্দ্র চোল দণ্ডভুক্তিতে ধর্মপাল, দক্ষিণ রাঢ়ে রণশূর, বঙ্গাল দেশে গোবিন্দচন্দ্র এবং উত্তর রাঢ়ে কিংবা তাহার নিকটবর্তী কোন স্থানে মহীপালকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ১০২০ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোল একটি শিলালিপি প্রচার করিয়া তাহাতে তাঁহার বিজিত দেশ সমুহের একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে পুর্বভারত অঞ্চলের কোনও রাজ্যের উল্লেখ করেন নাই; ইহার অর্থ এই যে, ১০২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এইদিকে তাঁহার অভিযান পরিচালনা করেন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ১০২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে তিনি বঙ্গাল দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় প্রমাণটির কথা স্বর্গত ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, 'ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর সংস্কৃত পুঁথির তালিকায় ৫ম ভাগে ২৭৩৯ পুস্তকের বর্ণনায় দেখা যায় যে পুস্তকখানির নাম "শব্দ-প্রদীপ" এবং উহার গ্রন্থকারের নাম সুরেশ্বর। সুরেশ্বর ভীমপাল নামক পাদীশ্বর অর্থাৎ বাংলাদেশের অংশ বিশেষের রাজার অন্তরঙ্গ ভিষক্ ছিলেন। সুরেশ্বরের পিতা ভদ্রেশ্বর বঙ্গেশ্বর রাম পালের রাজ্যে কবিরাজ ছিলেন। ভদ্রেশ্বরের পিতার নাম যশোধন এবং যশোধনের পিতার নাম দেবগণ। দেবগণ গোবিন্দচন্দ্র নামক রাজার বৈদ্য ছিলেন। এই গোবিন্দচন্দ্র কে ছিলেন "শব্দ-প্রদীপে" তাহার কোন উল্লেখ নাই।......দেবগণের প্রভু গোবিন্দচন্দ্রের সময় ও মহীপালের সমসাময়িক গোবিন্দচন্দ্রের সময় একই দাঁড়ায়, তাই দুইকে সকলে অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।'[১]

কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই যে নামটি পাওয়া যাইতেছে, তাহা গোবিন্দচন্দ্র, গোপীচন্দ্র নহে। এ'কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাংলা দেশে প্রচলিত কাহিনীর নায়ক গোপীচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র নহে। বাংলাদেশের বাহিরে তাহার সম্পর্কিত যে জনশ্রুতি প্রচার লাভ করিয়াছিল, তাহাতেও তিনি গোপীচন্দ্র

১ 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' (প্রাগুক্ত), পৃ. ৬৮

বলিয়াই উল্লেখিত হইয়াছেন। হিন্দী ভাষায় বিরচিত পুঁথির নাম 'গোপীচাঁদ কা পুঁথি।' মারাঠী ভাষায় রচিত নাটকের নাম 'গোপীচাঁদ- নাটক।' সুতরাং তিরুমলয় শৈলগাত্রেই হউক, কিংবা 'শব্দ-প্রদীপ' গ্রন্থেই হউক যে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের উল্লেখ দেখা যায়, তাঁহাকেই নিঃসন্দেহে গোপীচন্দ্র বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই সম্পর্কে আরও প্রমাণ আবশ্যক। চাঁদ সদাগর ও লাউসেনের মতই গোপীচন্দ্রের ঐতিহাসিক পরিচয় এখনও অস্পষ্ট।

এই কাহিনীর অন্যতম চরিত্র হাড়ি পা। 'গোপীচন্দ্রের গান' ব্যতীতও বিভিন্ন মহাযান বৌদ্ধ-গ্রন্থেও তাঁহার নামোল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার প্রকৃত নাম জালন্ধরী পা। তিনি কানু পা বা কৃষ্ণাচার্যপাদের গুরু। সিদ্ধাদিগের গুরুপরম্পরা ও আবির্ভাব কাল সম্পর্কে এ'পর্যন্ত যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় হাড়িপা, ৯৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। বলা বাহুল্য ইতিহাস বর্ণিত গোবিন্দচন্দ্র এই সময়ের মধ্যেই বর্তমান ছিলেন এবং 'গোপীচন্দ্রের গানে'র কাহিনীর নায়ক গোপীচন্দ্র যদি ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইয়া থাকেন, তবে তিনিও এই সময়ের মধ্যে বর্তমান থাকা কিছুই অসম্ভব নহে।

গোপীচন্দ্রের গান ও কাব্য

'গোপীচন্দ্রের গানে'র মূল্য ইহার ধর্মপ্রচারেও নহে, কিংবা ইতিহাসেও নহে—ইহার মূল্য ইহার কাব্যগুণে। কাব্য যদি জীবন-সত্যের অভিব্যক্তি হয়, তবে নিরক্ষর পল্লীকবির রচনাসত্ত্বেও গোপীচন্দ্রের গান সার্থক কাব্যগুণের অধিকারী হইয়াছে এবং এই গুণেই ইহার কাহিনীটি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমগ্র উত্তর ভারতে প্রচার লাভ করিয়াছিল। নাথ-সাহিত্যের যে দুইটি ধারা অর্থাৎ গোরক্ষ-বিজয়-মীনচেতন ও মাণিকচন্দ্র-ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের গান তাহাদের মধ্যে শেষোক্ত ধারাটিই অধিকতর মানবিকগুণ সমৃদ্ধ। ইহাতে সন্ন্যাসের কাহিনী থাকিলেও কোনও সমুচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এই সন্ন্যাস পালন করা হয় নাই; অর্থাৎ ইহা নিমাই সন্ন্যাসের অনুরূপ কাহিনী নহে। বরং ইহা রাম-বনবাসের কাহিনীরই অনেকটা সহধর্মী। রামচন্দ্রের বনবাস যেমন ভারতের এক জাতীয় মহাকাব্যের প্রেরণা দিয়াছিল, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসও তেমনই বাঙ্গালী জাতির এক সার্থক মৌখিক কাব্য রচনার প্রেরণা দিয়াছে। কিন্তু লিখিত সাহিত্যের ভিতর দিয়া

ইহার সার্থক রূপায়ণ সম্ভবপর হয় নাই বলিয়া ইহা শিক্ষিত জনসাধারণের দৃষ্টির অন্তরালেই পড়িয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ লিখিত সাহিত্যের প্রচার যেমন ব্যাপক হইতে পারে, মৌখিক প্রচলিত রচনার সেই সুযোগ হয় না। সেইজন্য 'গোপীচন্দ্রের গানে' যে সার্থক সাহিত্যিক আবেদনই প্রকাশ পাক না কেন, ইহার কোন লিখিত রূপ সার্থকতা লাভ করিতে না পারার জন্য ইহার কোন অভিজাত পরিচয় প্রকাশ পাইতে পারে নাই। ইহার মধ্য দিয়া যে 'এপিক' বা মহাকাব্য রচনার সম্ভাবনা ছিল, তাহা যথোচিত কার্যকরী করিয়া তোলা সম্ভব হয় নাই বলিয়া ইহা এই মর্যাদার অধিকারী হইতে পারে নাই।

'গোপীচন্দ্রের গানে'র কাহিনীটি আদর্শমূলক নহে—আনুপূর্বিক বাস্তব জীবনভিত্তিক। ইহাতে নানা অলৌকিকতার সমাবেশ হওয়া সত্ত্বেও ইহার মূল কাহিনীর ধারাটি স্বাধীনভাবেই অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সমগ্র কাহিনী ব্যাপিয়া গোপীচন্দ্র তাঁহার বাস্তব জীবন-সচেতনতা কখনও বিসর্জন দেন নাই। তিনি ভোগী, মঙ্গলকাব্যের নায়কদিগের মত সংসারের ভোগের মধ্যে আসক্ত হইয়া থাকিতে চান। পরিপূর্ণ যৌবনে প্রচণ্ড ভোগের প্রতি অপরিসীম তৃষ্ণা লইয়া অসহায়ের মত জননীর শাসন মাথায় করিয়া তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, পত্নীপ্রেমকে অন্তরের মধ্যে অনির্বাণ রাখিয়া সন্ন্যাস জীবনে সমস্ত প্রলোভন জয় করিয়াছেন; তারপর তাহার নির্দিষ্ট সন্ন্যাসজীবন অতিবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ভোগের রাজ্যে ছুটিয়া চলিয়া আসিয়াছেন—সন্ন্যাসজীবনের কোন সংস্কার তাহার মধ্যে আর সক্রিয় দেখা যায় নাই। তাঁহার চরিত্রের এই পরিকল্পনা উচ্চাঙ্গ কাব্যসম্মত। এই চরিত্রটির ঐতিহাসিক ভিত্তি যাহাই থাকুক না কেন, পল্লীকবিগণ আনুপূর্বিক ইহাকে একটি কাব্যসৌষ্ঠব দান করিয়াছেন, ইতিহাসের চরিত্রকে কাব্যের রূপে রসে মণ্ডিত করিয়াছেন।

কেবলমাত্র গোপীচন্দ্রের চরিত্রই নহে—কাহিনীর মূল ধারাটি অনুসরণ করিলেও ইহার বাস্তবধর্মিতা যে কত প্রবল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেকটি চরিত্রের মধ্যেই যে এই গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা ইহার এই সংক্ষিপ্তসার হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। কাহিনীটি সেইজন্য এখানে উল্লেখ করিতেছি—

পরম ভোগ-বিলাসী রাজা মাণিকচন্দ্র বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় আরও পাঁচটি বিবাহ করিলেন। তাঁহার নব-বিবাহিতা রাণীগণ সকলেই সুন্দরী ও যুবতী;

বৃদ্ধা রাণী ময়নামতীর সঙ্গে তাহাদের সর্বদা কলহ লাগিয়াই থাকিত। সেইজন্য রাজা তাঁহাকে প্রাসাদ হইতে দূর করিয়া দিলেন। ফেরুসা নামক জায়গায় ময়নামতী একাকিনী বাস করিতে লাগিলেন, তিনি গোরক্ষনাথের নিকট মন্ত্র লইয়া সাধন-ভজনে মনঃসংযোগ করিলেন। একদিন রাজার অন্তিমকাল আসন্ন হইয়াছে জানিয়া তিনি প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুর নিকট হইতে যে সকল বিদ্যা শিখিয়াছিলেন, তাহা আরোপ করিয়া স্বামীর প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ব্যর্থকাম হইলেন, মাণিকচন্দ্রের মৃত্যু হইল। কিছুদিন পর ময়নামতীর গর্ভে এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। তাহার নাম গোপীচন্দ্র। শিশুপুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া ময়নামতী নিজেই রাজকার্য চালাইতে লাগিলেন। ক্রমে গোপীচন্দ্র যৌবনে পদার্পণ করিলেন, অদুনা ও পদুনার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইল, ক্রমে রাজ্যের ভার তিনি নিজের হাতেই লইলেন। পরম আসক্তির সঙ্গে তিনি তাঁহার ভোগ-জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এমন সময় জননী আদেশ করিলেন যে তাঁহার বার বৎসরের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা তাহার অকাল মৃত্যু হইবে। গোপীচন্দ্র ইহাতে অসম্মত হইলেন, জননীর উপর বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে ব্যভিচারিণী বলিয়া গালি দিলেন। এই আদেশ প্রত্যাহার করিয়া লইবার জন্য দুই রাণী রাজ-মাতার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিলেন। এই নিষ্ঠুর আদেশ শুনিয়া প্রজাগণ পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। মুণ্ডিত মস্তকে কৌপীন পরিয়া কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া সেই তরুণ যৌবনেই রাজপুত্রকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইল। গুরুভাই হাড়িসিদ্ধাকে ময়নামতী সন্ন্যাসী পুত্রের সঙ্গী করিয়া দিলেন। অদুনা ও পদুনার কাতর ক্রন্দনে রাজপুরী শ্মশানে পরিণত হইল, সন্ন্যাসের পথে দাঁড়াইয়াও রাজপুত্র বার বার পরিত্যক্ত প্রাসাদের দিকে ফিরিয়া তাকাইতে লাগিলেন—অদুনা পদুনার অশ্রুস্নাত মুখ দুইটি বার বার তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। রাজপ্রাসাদ বহুদূরে পিছনে পড়িয়া রহিল। তপ্ত মরুভূমি, দুর্ভেদ্য অরণ্য ভেদ করিয়া সন্ন্যাসী রাজপুত্রকে সঙ্গে লইয়া হাড়িসিদ্ধা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তারপর হীরা নাম্নী এক গণিকার গৃহে তাঁহাকে বার বৎসরের জন্য বাঁধা রাখিয়া চলিয়া গেলেন। সেখানে রাজপুত্রের আর এক নূতন পরীক্ষা আরম্ভ হইল। গণিকা তরুণ রাজপুত্রের পায় নিজের যৌবন অঞ্জলি দিল, কিন্তু পত্নীর প্রেমে গোপীচন্দ্রের হৃদয় পরিপূর্ণ। গণিকার কলুষিত প্রেমের অভিনয়ের দিকে

তিনি মুখ ফিরাইয়াও তাকাইলেন না। হীরা প্রতিহিংসায় জলিয়া উঠিল। তাঁহাকে সুকঠিন দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া প্রতিহিংসার নিবৃত্তি করিতে চাহিল। কিন্তু একমাত্র পত্নীপ্রেমের দুর্জয় শক্তিদ্বারাই রাজপুত্র সকল দুঃখ দূর করিলেন—সন্ন্যাসের পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইলেন। দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইল, তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। দুঃখের অগ্নিতে প্রেমের যে সোনা জলিয়া উজ্জ্বল হইয়াছিল, তাহার দীপ্তিতে তাঁহার জীবন আরও ভাস্বর হইয়া উঠিল।

কাহিনীটি অনুসরণ করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহার মধ্য দিয়া উৎকৃষ্ট কাব্যগুণ বিকাশ লাভ করিয়াছে, ইহা যে-কোন আধুনিক কাব্যেরও বিষয় হইতে পারে। মাণিকচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের চরিত্রের মধ্যেই বাস্তবধর্মিতা অক্ষুণ্ণ আছে। ঐহিক ভোগাসক্তি, জীবনলালসা, মানবিক ভুলত্রুটি ও অন্ধসংস্কার ভিত্তি করিয়াই ইহা রচিত হইয়াছে; তবে এ কথা সত্য যে, মহাকাব্যের মত কোন সমুচ্চ আদর্শ ইহার সম্মুখে নাই; মানুষের প্রত্যক্ষ আশা-নৈরাশ্য ও আশঙ্কা-বেদনার কথাতেই এই কাব্য সার্থক। এই গুণেই ইহার বিষয় গীতিকা (ballad)-ধর্মী, মহাকাব্য বা 'এপিক'-ধর্মী নহে। ইহার চরিত্রগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝিতে পারিলে এই উক্তি আরও স্পষ্ট হইবে।

'গোপীচন্দ্রের গান' প্রকৃত বিচারে একটি অনবদ্য প্রেমকাহিনী। নর-নারীর মন রূপজ মোহের আকর্ষণে প্রথম যে আকৃষ্ট হয়, তাহার মত্ততা অধিক কাল স্থায়ী হয় না; কিন্তু রূপজ মোহমুক্ত প্রেমকে যদি জীবনের ভিতর দিয়া কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজন হয়, তবে তাহাকে দুঃখের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেই হইবে। 'সাত বৎসর' বয়সে অদুনা পদুনার সঙ্গে রাজপুত্রের বিবাহ হইয়াছে; 'সাত বৎসর' কথাটিকে অবশ্য অপরিণত-বয়স্ক বলিয়াই ধরা যাইবে। তথাপি দেখা যায়, অপরিণতবয়স্ক বালক এবং বালিকার প্রথম মিলনের মত্ততা জীবনে স্থায়ী কল্যাণ নির্দেশ করিতে পারে না। সেইজন্য ইহাতে বিচ্ছেদের আবশ্যক হইয়াছিল, জননীর সন্ন্যাসের আদেশ সেই অভিলষিত বিচ্ছেদ আনিয়া দিল। এই বিচ্ছেদের ভিতর দিয়া পরস্পর আরও নিবিড়ভাবে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিল। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের ভিতর দিয়া কালিদাস যে কথা বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'দুঃখ' প্রবন্ধের ভিতর দিয়া যে কথা বলিয়াছেন, ইহাতেও তাহারই

প্রকাশ দেখা যায়। তবে গ্রাম্য কবির রচনায় তাহা যেমন স্পষ্টও হইয়া উঠিতে পারে নাই, তেমনই পারিপাট্যও লাভ করে নাই। কিন্তু মূল ভাবের ইহাতে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই।

চরিত্র-বিচার

গোপীচন্দ্র এই কাহিনীর নায়ক। তিনি রাজপুত্র; কিন্তু রাজার মৃত্যুর পর তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, রাজাকে কোনদিন চোখে দেখেন নাই। যখন তাঁহার এক বৎসর মাত্র বয়স, তখন তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার নামে ময়নামতীই রাজ্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। যখন রাজপুত্রের মাত্র সাত বৎসর বয়স, তখনই তাঁহার বিবাহের জন্য পাত্রী সন্ধান করা হইতে লাগিল। হরিচন্দ্র রাজার কন্যা অদুনার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ স্থির হইল। তারপর বিবাহ হইয়া গেল,

রদুনাক বিভা কৈল্লে পদুনাক পাইল দানে। (পৃঃ ৪০)

অদুনার সঙ্গেই আনুষ্ঠানিক বিবাহ হইল সত্য, কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী পদুনাও যৌতুক স্বরূপ তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল। আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ না করিলেও কেবলমাত্র যৌতুকের দ্রব্যরূপেই রাজপুত্র তাহাকে গ্রহণ করিলেন না, তাহাকে রাণীর মর্যাদা দিয়াই গ্রহণ করিলেন। 'গোপীচন্দ্রের গানে'র মধ্যে সামাজিক অনুষ্ঠানের কথা কোথাও বড় হইয়া উঠে নাই, হৃদয়ের সম্পর্ককেই সর্বত্র বড় করিয়া দেখা হইয়াছে। বিবাহের পরই গোপীচন্দ্র যথারীতি সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন এবং স্বাধীনভাবে রাজকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কবি বলিয়াছেন,

হাতে পদ্ম পায় পদ্ম রাজার কপালে রতন জ্বলে।
গলায় রতনের মালা রাজার টলমল করে॥ (পৃঃ ৪১)

গোপীচন্দ্রের দিনগুলি পরম সুখে কাটিতে লাগিল। সুন্দরী যুবতী রাণীদের প্রেম, প্রজার ভক্তিশ্রদ্ধা তিনি পরিপূর্ণ লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। এমন সময় ময়নামতী গণনা করিয়া দেখিলেন, যদি রাজপুত্র বার বৎসরের জন্য সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ না করেন, তবে তাঁহার অকালমৃত্যু হইবে। তিনি পুত্রকে আদেশ করিলেন,

শীঘ্র যাইয়া গুরু ভজ সিদ্ধা হাড়ির চরণ।
সিদ্ধা হাড়িক ভজলে গুরু না হবে মরণ॥ (পৃঃ ৪৩)

ময়নামতী স্বামী কর্তৃক রাজপ্রাসাদ হইতে নির্বাসিত হইয়া গিয়া হীন সাহচর্য করিয়াছিলেন, তাঁহার আভিজাত্য-বোধ ছিল না; কিন্তু রাজপুত্র গোপীচন্দ্রের আভিজাত্য-বোধ অত্যন্ত প্রবল, তাহা তাঁহার রাজমর্যাদা রক্ষায় সার্থক হইয়াছে—

যখন ধর্মী রাজা হাড়ির নাম শুনিল।
রাধা কৃষ্ণ রাম রাম কর্ণে হস্ত দিল॥
ওগো মা জননী—ডুবালু মা জাত কুল আর সর্ব গাও।
বাইশ দণ্ড রাজা হইয়া হাড়ির ধরব পাও॥ (পৃঃ ৪৪)

গোপীচন্দ্রের মনে সাধু সন্ন্যাসীর চরিত্র সম্পর্কে কোন আদর্শবোধ নাই। যে হাড়ি, হাট বাজার ঝাঁট দেওয়াই যাহার কাজ, সে কি করিয়া 'চৈতন্য গিয়ান' লাভ করিল? মাতার কথায় গোপীচন্দ্রের মনে ঘৃণার উদয় হইল। মুখের উপরেই তিনি মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন। ময়নামতী পুত্রের নিকট হাড়ির মাহাত্ম্যের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। গোপীচন্দ্র তাহার এক বর্ণও বিশ্বাস করিলেন না; বরং মাতাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, তোমার যদি এত জ্ঞান ছিল, তবে আমার পিতার মৃত্যু হইল কেন?

ইগ্‌লা কথা মিথ্যা তোমার বিশ্বাস না পাই॥
এতেক যদি গিয়ান ছিল হাড়িপা লক্ষেশ্বর।
তার চেতে অধিক গিয়ান জান মা ময়না সুন্দর।
তবে কেন আমার পিতা গেল যমের ঘর॥ (পৃ. ৪৫)

পিতাকে ত গোপীচন্দ্র চোখেই দেখেন নাই, মাতার প্রতিও তাঁহার ভক্তি নাই, বরং ঘৃণা এবং অবিশ্বাস পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। ময়নামতী নানা কথায় পুত্রকে বুঝাইতে লাগিলেন; কিন্তু গোপীচন্দ্র কিছুতেই বুঝিলেন না, বরং পুত্র হইয়া নিঃসঙ্কোচে মাতৃচরিত্রের উপর চরম কলঙ্ক আরোপ করিলেন—

হাড়ির খাইছ গুয়া, মা, হাড়ির খাইছ পান।
ভাব করিয়া শিখিয়া নিছ ঐ হাড়ির গেয়ান॥
হাড়ির গেয়ানে তোমার গেয়ানে, জননি, একত্র করিয়া।
আমার পিতাক মারিছেন, মা, জহর বিষ খাওয়াইয়া॥

বুদ্ধি পরামিশে আমায় বনবাসে পাঠাইয়া।
শেষে বিটি খাবেন তুমি ঐ হাড়ি লৈয়া॥ (পৃ. ৪৬)

ভোগের প্রতি একান্ত আসক্তিই গোপীচন্দ্রের জননীর প্রতি এই অশ্রদ্ধা প্রকাশের কারণ। পিতাকে ত তিনি জীবনে দেখেনই নাই, মাতা সম্পর্কেও তাঁহার সম্মুখে কোন ভাব-সর্বস্ব আদর্শবোধ গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। বহু-পত্নীক পিতার সংসারে পারিবারিক জীবন যেখানে নিতান্ত শিথিলবদ্ধ, মাতৃ অপেক্ষা ধাত্রীর সান্নিধ্যেই যেখানে পুত্রের জীবন গঠিত হয়, সেখানে মাতৃভক্তির একটি সুস্পষ্ট আদর্শ গড়িয়া উঠা সহজ নহে। বিশেষতঃ রাজপ্রসাদ হইতে নির্বাসিতা ময়নামতীর চরিত্র সম্পর্কেও সমাজে যে একটি খুব শ্রদ্ধাবোধ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাও মনে হয় না। তিনি ব্যভিচারিণী কি না, এই সম্পর্কে সমাজের সন্দেহ কোনদিন দূর হয় নাই। স্বভাবতঃই সেই জাতীয় সন্দেহের প্রতি পুত্রেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল; সেইজন্য তাঁহার প্রতি তাঁহার অন্তরের ক্রোধ এই প্রকার অগ্নিগর্ভ ভাষায় বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইহার স্বাভাবিকত্ব কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত হয় নাই।

পুত্রের কথা শুনিয়া ময়নামতী গুরুকে স্মরণ করিয়া কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করিলেন। তারপর নিজের আবাসে চলিয়া গেলেন। পরদিন সকল অপমান ভুলিয়া পুনরায় আসিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে বলিলেন। কিন্তু রাজপুত্রের মনের সিংহাসনে অদুনা-পদুনা স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারেন না। মায়ের কথা শুনিয়া বলিলেন,

রাজা বলে শোন, মা, জননী লক্ষ্মী রাই।
সন্ন্যাস যাবার বল, মা, সন্ন্যাস হইয়া যাই॥
পুত্র হইয়া একটি কথা তোমার আগে কওঁ।
অদুনা পদুনা রাণীক সঙ্গে নিবার চাওঁ॥
অদুনা পদুনা রাণীর ঘরকে দেখি বটবৃক্ষের ছায়া।
ছাড়ি যাইতে রঙ্গের জরুকে মোর লাগে দয়া॥
নালুয়া পত্নী কন্যা হালিয়া পড়ে বায়॥
ষোল বৎসর হইল বিভার হরিদ্রা আছে গায়॥
বিভার হরিদ্রা আছে বিভার রাম ডালি।
এরূপ নারীর রূপ আমি কবে নাই দেখি॥ (পৃঃ ৫৩)

এই নারীরূপ যাঁহার ধ্যান, সন্ন্যাসের কথা তাঁহার নিকট যে কতখানি বিড়ম্বনা তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সন্ন্যাসের আদেশের সঙ্গে এই পরম ভোগাসক্তির যে এখানে একটি বৈপরীত্য সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা 'গোপীচন্দ্রের গানে'র একটি বিশিষ্ট কাব্যগুণ। সন্ন্যাসের সকল আদর্শকে ব্যঙ্গ করিয়া গোপীচন্দ্র এখানে জননীর কাছে যেন রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলিতেছেন,

আমি হব না তাপস হব না হব না,
যদি, না মিলে তপস্বিনী।

তিনি বলিলেন, 'যদি সন্ন্যাস লইয়া যাইব, তবে অদুনা-পদুনাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবে।' ময়নামতী ধর্মকথায় বুঝাইলেন, স্ত্রী কোনদিন আপনার নয়, জীবনই অনিত্য, স্ত্রী কোন ছার ইত্যাদি। কিন্তু গোপীচন্দ্র ধর্মকথা বুঝেন না। তিনি ভোগকেই সত্য বলিয়া জানেন, সেইজন্য মায়ের মুখের উপরই জবাব দিলেন,

এত যদি জান, মাতা, জরু প্রাণের বৈরী।
তবে কেন বিবাহ দিলেন এক শত সুন্দরী॥
এক শত রাণীকে, মা, মোর গলায় বান্ধ দিয়া।
এখন নিয়া যাইতে বল সন্ন্যাসক লাগিয়া॥ (পৃঃ ৫৫)

ময়নামতী তথাপি সংসারের অসারতার কথা নানাভাবে পুত্রকে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু রাজপুত্র তাঁহার সংকল্পে অটল রহিলেন, তিনি কিছুতেই মাতার আদেশ পালন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ কবিবেন না। ময়নামতীও তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা গোপীচন্দ্রের চরিত্রের একটি প্রধান গুণ। ভোগের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস অটল, কিন্তু বয়সে তিনি তখনও তরুণ, বিশ্বাসের মধ্যে তাঁহার যত আন্তরিকতাই থাকুক না কেন, বিরুদ্ধ শক্তির সম্মুখে সকল সময় তাহা সুদৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া থাকার শক্তি তাঁহার ছিল না। জননীর নিরলস চেষ্টার সম্মুখে তাঁহাকে অবশেষে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল, তিনি জননীর প্রতি প্রাণভরা অভিমান লইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন। এবার অদুনা-পদুনা স্বয়ং তাহা প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহারা বালিকা মাত্র, রাজার প্রতি প্রেম তাহাদের যত গভীরই হউক না কেন, কঠিন সংসারের বন্ধুর যাত্রাপথে তাহা ধারণ করিয়া রাখিবার শক্তি তাহাদের ছিল না, তাহাদেরও ক্রমে

আত্মসমর্পণ করিতে হইল। হাড়ি সিদ্ধার সহচররূপে রাজপুত্র কৌপীন পরিয়া সন্ন্যাসী সাজিলেন। পরিপূর্ণ ভোগ-জীবনের উপর নিষ্ঠুর নিয়তির অকাল বৈরাগ্যের অভিশাপ নামিয়া আসিল। জননীর প্রতি অভিমানে অসহায় সন্তানের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। যাত্রার প্রারম্ভেই গুরু সন্ন্যাসী রাজপুত্রকে জননীর নিকট হইতে ভিক্ষা লইয়া আসিতে বলিলেন। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে রাজপুত্র আজ ভিক্ষুক, জননীর সম্মুখে ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভিক্ষাপ্রার্থী—

'ভিক্ষা দেও, ভিক্ষা দেও, জননী লক্ষ্মী রাই।
তোমার হস্তের ভিক্ষা পাইলে মা বৈদেশে যাই ॥' (পৃঃ ১৪৩)

মুণ্ডিতমস্তক কৌপীনপরিহিত পুত্রকে ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দাঁড়াইতে দেখিয়া জননীর হৃদয় স্নেহে বিগলিত হইয়া গেল—

এক ভাত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া।
সুবর্ণের থালাত অন্ন দিল পারশ করিয়া ॥
চৌকিয়া পিড়া দিলে বসিবার লাগিয়া।
সুবর্ণ ভৃঙ্গারে গঙ্গাজল দিল আগা করিয়া ॥
ছাইলাক ডাকায় বুড়ী ময়না কান্দিয়া কাটিয়া।
আইস, আইস, যাদুধন, দুখিনীর দুলালিয়া ॥
অন্ন খাইয়া যাও, যাদু, বৈদেশ লাগিয়া ॥ (পৃঃ ১৪৪)

জননীর এই স্নেহ-সম্বোধন শুনিয়া অভিমানে পুত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

আহ্নিক করিয়া রাজা অন্নের কাছে গেল।
সুবর্ণের থালে অন্ন দেখি কান্দিতে লাগিল ॥
যখনে আছিলাম, মা, রাজ্যের ঈশ্বর।
সুবর্ণের থালে অন্ন, মা, খইয়াছি বিস্তর ॥
এখন হইলাম কপীনপিন্দা কড়াকের ভিখারী।
সুবর্ণের থালে অন্ন খাইতে না পারি ॥
সুবর্ণের থালের অন্ন কদুর থালে নিয়া।
সুবর্ণ ভৃঙ্গারের গঙ্গাজল করঙ্গ তুম্বায় নিয়া।
অন্ন খায় ধর্মিরাজ পত্রে বসিয়া ॥ (পৃঃ ১৪৪)

এই চিত্রটি একটি বিশিষ্ট কাব্যগুণের অধিকারী হইয়াছে। কাব্য-বর্ণিত যে সকল বিষয় অলক্ষিতে পাঠকের চিত্ত অধিকার করে, ইহার মধ্যে তাহার সার্থক প্রেরণা আছে। মানুষের জীবনে নিয়তির নির্মম পরিহাসের ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বল চিত্র আর কয়টি পাওয়া যাইবে? অতুল ঐশ্বর্যভোগী রাজা তাঁহার নিজের প্রাসাদদ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী, ভিক্ষাপ্রদত্ত অন্ন আজ দীনহীন ভিক্ষুকের মতই নিজের জননীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া পাতায় বসিয়া আহার করিতেছেন; বোধ হয় রামায়ণ কাব্যে বনগামী রামচন্দ্রের চিত্রও এত করুণ নহে; কারণ, সেখানে তাঁহার বনবাস-জীবনের দুঃখ ভাগ করিয়া লইবার সঙ্গী ছিল তাঁহার পত্নী ও ভ্রাতা; কিন্তু এখানে গোপীচন্দ্র সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ, তাঁহার সন্ন্যাসের দুঃখ ভাগ করিয়া লইবার কেহ নাই। যেখানে দুঃখ ভাগ করিয়া লইবার কেহ থাকে না, সেখানে দুঃখ শতগুণ তীব্র হইয়া উঠে। গোপীচন্দ্রেরও তাহাই হইয়াছিল, সেইজন্যই তাঁহার দুঃখভারে পাঠকের হৃদয় স্বভাবতই গভীর ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে।

তারপর নিষ্ঠুর গুরুর আদেশে গোপীচন্দ্র ভিক্ষার জন্য রাণীমহলের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে তাঁহার ধৈর্যের অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গেল; কিন্তু পরীক্ষায় রাজা উত্তীর্ণ হইলেন। জননীর সম্মুখে অন্তরের পুঞ্জীভূত অভিমান লইয়া ভিক্ষা লইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু রাণীদিগের নিকট প্রাণভরা প্রেম লইয়া শেষ দেখা দিয়া আসিতে গেলেন। রাণী দুইজন রাজদুহিতা, নিষ্ঠুর সংসারের প্রাণহীন আচরণ তাহারা জীবনে কখনও আস্বাদ করে নাই। এই শেল তাহাদের কুসুমসদৃশ বক্ষ দিয়া তাহারা গ্রহণ করিতে পারিল না। ময়নামতীর তুলনায় তাহারা শিশু মাত্র। সন্ন্যাসের রীতি কি, তাহাও তাহারা জানে না, তাহারা সন্ন্যাসী রাজার সঙ্গিনী হইতে চাহিল। রাজা তাহাদিগকে কি বলিয়া বুঝাইবেন? যে পথে তিনি অগ্রসর হইয়া যাইতেছেন, তাহার প্রতি তাঁহার নিজেরই বিশ্বাস নাই; সুতরাং সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া তিনিও তাহাদিগকে প্রবোধ দিতে গেলেন না। তিনি তাহাদিগকে বনের বাঘের ভয় দেখাইলেন—

আমার সঙ্গে যাবু, রাণি, পন্থের শোন কাহিনী।
খিদা লাগলে অন্ন পাবু না তিয়াস কালে পানি॥
শালবন শিমুল বন চলিতে মান্দার।
যে দিক হাঁটে হাড়ি গুরু দিনেতে আন্ধার॥

সেই পথে কত আছে দুর্জন বাঘের ভয়।
স্ত্রী আর পুরুষ কখন পন্থ নহি বয়॥ (পৃঃ ১৫১)

রাজা কোন রকমে রাণীদিগকে প্রবোধ দিতে পারিলেন না, তাহাদের চোখে জল দেখিয়া নিজের চোখের জল কিছুতেই রোধ করিতে পারিলেন না। সকলকে কাঁদাইয়া নিজেও সকলের সঙ্গে কাঁদিয়া সন্ন্যাসের পথে যাত্রা করিলেন, জীবনের কঠিনতম দুঃখের সম্মুখীন হইলেন। দুর্ভেদ্য অরণ্য, উত্তপ্ত মরুভূমি অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের সম্মুখপথে যাত্রা চলিল। শিশুর মত অসহায় রাজপুত্রকে হাড়িসিদ্ধা ভ্রূকুটির শাসনে নিজের সঙ্গে লইয়া চলিলেন। কখনও পথ চলিতে অশক্ত হইয়া মাঝপথে বসিয়া পড়িয়াই কাঁদিতে লাগিলেন—

কত কত কাঁটা রাজার বুক্‌খে বসিল।
মৃত্যু সমান হয় রাজা কান্দিতে লাগিল॥ (পৃঃ ১৭৬)

তাঁহার ক্রন্দন শুনিয়া হাড়িসিদ্ধারও দয়া হইল,

রাজার কান্দন দেখিয়া গুরুর দয়া হইল।
বুক্‌খে পাও দিয়া কাঁটা টানিয়া তুলিল॥ (পৃঃ ১৭৭)

গুরুর প্রতি অভিমানে তাঁহার অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল গুরু মিথ্যা আশ্বাস দিয়া প্রাসাদ হইতে তাঁহাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, এখন পথের দুঃখ তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছেন না—

তলে হইল তপ্ত বালা উপরে রবির জ্বালা।
চলিতে না পারোঁ আমার শরীর হইল কালা॥
বাড়ি হতে আনিলেন আমাক বুধ ভরসা দিয়া।
এত কেন দুঃখ দিছেন আমাক বৈদেশ আনিয়া॥ (পৃঃ ১৭৯)

আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করিবার জন্য কোন উল্লাস তাঁহার মনে উদিত হইতে পারে নাই, দৈহিক দুঃখ-যন্ত্রণার জন্য তিনি গুরুর নিকট নিতান্ত শিশুর মত এই প্রতিবাদ জানাইতেছেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের চরম পরীক্ষার এখনও বাকি ছিল, ক্রমে তাহারই আয়োজন হইল। সুন্দরী ও অতুল ঐশ্বর্যবতী হীরা নটীর গৃহে তাঁহাকে বাঁধা দিয়া গুরু চলিয়া গেলেন। রাজপুত্রকে হাতের মুঠিতে পাইয়া হীরা যেন হাতে স্বর্গ পাইল। তাঁহার সন্ন্যাসীর বেশ ঘুচাইয়া তাঁহাকে বহুমূল্য রাজপোশাক পরাইল, তারপর

নিজেও ভুবনমোহিনী রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহার প্রণয়-যাচ্ঞা করিল। কিন্তু রাজা তাহা উপেক্ষা করিয়া পরম অবজ্ঞাভরে বলিলেন,

যেমন অদুনা রাণীক ছাড়ি আইছোঁ নাটমন্দির ঘরে।
তার বান্দীর পায়ের রূপ নাই তোর কপালের মাঝারে॥ (পৃঃ ২২৩)

সন্ন্যাসের এই পরম দুঃখময় যাত্রাপথেও পত্নীপ্রেম যে তাঁহার মনে কিরূপ অনির্বাণ ছিল, তাঁহার এই উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। তাঁহার এই প্রেমের শক্তিতেই তিনি এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিলেন যে, দুঃখ আজ যতই দুঃসহ হউক না কেন, একদিন তিনি তাহা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়া তাঁহার সংসার-জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবেন। সেই বিশ্বাসই আজ তাঁহাকে এই প্রলোভন হইতে পরিত্রাণ করিল। সন্ন্যাসের আদর্শের প্রতি আকর্ষণবশতঃ যে তিনি হীরার এই কলুষিত প্রণয় উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা নহে—পত্নীপ্রেমের প্রদীপ জীবনের সকল দুর্গতির মধ্যেও তাঁহার মনে অনির্বাণ ছিল বলিয়া তিনি এই প্রলোভন জয় করিলেন। প্রত্যাখ্যাতা নারীর প্রতিহিংসার অনল জ্বলিয়া উঠিল; নিজের ধ্যান-দৃষ্টির সম্মুখে সেই অনির্বাণ প্রেম-প্রদীপটির প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া রাজপুত্র সকল দৈহিক যন্ত্রণাই সহ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। অন্তরের প্রেম যেখানে সত্য, সেখানে দৈহিক যন্ত্রণার অনুভূতিও বুঝি লুপ্ত হইয়া যায়। নতুবা সে দিন হীরার উদ্দীপ্ত প্রতিহিংসার সম্মুখে অসহায় রাজপুত্র কোন্ শক্তিতে আত্মরক্ষা করিলেন? প্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি অবশেষে নিজের সংসারে ফিরিয়া আসিয়া অদুনা পদুনার সঙ্গে মিলিত হইলেন।

গোপীচন্দ্রের পরই ময়নামতীর চরিত্রের কথা আলোচনা করিতে হয়। জননী ময়নামতীর আদেশেই রাজপুত্রকে সন্ন্যাসী হইতে হইল এবং তাহা হইতেই কাব্যের কাহিনী জন্মলাভ করিল। যদিও তাঁহাকে গোরক্ষনাথের শিষ্যা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তথাপি তাঁহার অলৌকিক সাধন ভজনের কোন কথা দ্বারা ইহার কাহিনীর স্বাভাবিক মানবিক গতি কোন দিক দিয়া নিয়ন্ত্রিত করা হয় নাই। তিনি যমের সঙ্গে স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছেন এ কথা কাহিনীর একটি অবান্তর অংশ মাত্র; প্রকৃতপক্ষে তাঁহার চরিত্রটিও নিতান্ত মানবিক করিয়াই কল্পনা করা হইয়াছে। নহিলে কাহিনীর কাব্যধর্ম ক্ষুণ্ন

হইত। তিনি কোন উচ্চ নীতিগত আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া যে পুত্রকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা নহে—সাধারণ মানুষের যেমন কুসংস্কার থাকে, তিনি তাহারই বশবর্তী হইয়া কিংবা কাহারও অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি বিশ্বাস করিয়া রাজপুত্রকে বার বৎসরের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, ইহাতে সন্তানের প্রতি তাঁহার মাতৃস্নেহের কোন অভাব ছিল, তাহা মনে হইতে পারে না। তিনি সাধারণ মানবী ছিলেন, সমাজ তাঁহাকে ব্যভিচারিণী বলিয়া সন্দেহ করিত, পল্লীকবিও তাঁহার ব্যভিচার সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিবার অবকাশটুকু রক্ষা করিয়াছেন। মুখের উপরই পুত্র জননীর চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছে, তাঁহার চরিত্র অলৌকিক বলিয়া কল্পনা করিলে তাঁহার সম্পর্কে এই প্রকার পার্থিব ধারণা কিছুতেই স্থান পাইত না। পূর্বেই বলিয়াছি, সন্ন্যাসের আদেশ দুর্বাসার অভিশাপের মতই কাব্যের প্রয়োজনে অসিয়াছে, জননীর কোন অলৌকিক শক্তির প্রভাবে আসে নাই; বরং ইহাতে জননীর মানবিক পরিচয়টি মধ্যে মধ্যে অপূর্ব সার্থক হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। পুত্র যখন হাড়ি সিদ্ধার সঙ্গে সন্ন্যাসী সাজিয়া পথে বাহির হইয়া যাইতেছে, তখন পথের সম্বলস্বরূপ গোপনে তাঁহার ঝুলির মধ্যে বার কাহন কড়ি গুঁজিয়া দিয়া তিনি বলিতেছেন—

> বার কাহন কড়ি দ্যাওঁ তোর ঝোলার ভিতর।
> কড়ির কথা না বলিস্ তোর গুরুর বরাবর ॥
> একথা বলিয়া ময়না কোন কাম করিল।
> পুত্রের গলা ধরি ময়না কান্দিতে লাগিল ॥ (পৃঃ ১৪৫)

কুসংস্কারাচ্ছন্না জননী শিশুপুত্রকে জলে পর্যন্ত বিসর্জন দেয়, কিন্তু তাহার মধ্যে যে সন্তানবাৎসল্য থাকে না, তাহা নহে। ময়নামতী বিন্দুমাত্রও অলৌকিকতায় সিদ্ধ নহেন—তাঁহার মধ্যে এক স্নেহ-সতর্ক মাতৃ-হৃদয়েরই সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইতে পারেন, তথাপি তাঁহার মধ্যে সন্তানস্নেহের অভাব ছিল না, তাহা হইল 'গোপীচন্দ্রের গানে'র কাব্যগুণ কিছুই থাকিত না।

অদুনা ও পদুনার চরিত্র এই কাহিনীর মধ্যে দুইটি অপূর্ব-সৃষ্ট নারীচরিত্র। বয়সে ইহারা বালিকা, জীবন-অভিজ্ঞতা ইহাদের কিছুমাত্র নাই। রাজপুত্রকে

ঘিরিয়া তাহাদের যে মধুর জীবন রচনার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহার বাহিরেও যে এক নিষ্ঠুর জগৎ আছে, তাহা তাহাদেরও কল্পনার বাহিরে ছিল। বিনা মেঘে তাহাদের উপর যে আকস্মিক বজ্রাঘাত হইল, তাহা তাহাদের সহ্য করিবার শক্তি ছিল না। তাহারা ছিল শিশুর মত সরল, তাহারা মনে করিয়াছিল, লোভী পণ্ডিতকে উৎকোচ দিয়া, দরিদ্র নাপিতকে অর্থদ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া রাজার সন্ন্যাস গ্রহণের দিন বিলম্বিত করিবে; তাহারা মনে করিয়াছিল, নাপিতকে উৎকোচ দিলেই রাজার মস্তক মুণ্ডন হইবে না, তবেই তাঁহার সন্ন্যাসের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। শিশুসুলভ এই সরলতাই ছিল তাহাদের চরিত্রের সৌন্দর্য। তাহারা যখন সন্ন্যাসী রাজার সঙ্গী হইতে চাহিল, তখন রাজা তাহাদিগকে বনের বাঘের ভয় দেখাইলেন; তাহারা ইহার জবাবে বলিল,

> থাক না কেনে বনের বাঘে তাক না করি ডর।
> নিষ্কলঙ্কে মরণ হউক সোয়ামীর পদতল ॥ (পৃঃ ১৫১)

শিশুর মত সরল প্রাণেও স্বামীর প্রতি তাহাদের প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তি লাভ করিয়াছিল। নারীহৃদয়ের তাহাদের এই আর্তি কাহিনীকে করুণ রসঘন করিয়া তুলিয়াছে—

> কান্দে অদুনা রাণী ধরিয়া রাজার পাও।
> এ হেন বয়সের বেলা ছাড়িয়া না যাও ॥
> ছাড়িয়া না যাইও, রাজা, দূর দেশান্তর।
> কার জন্য বান্ধিলেন শয়ন-মন্দির ঘর ॥
> শয়ন-মন্দির ঘর বান্ধিছ নাই পড়ে কালি।
> এমত বয়সে ছাড়ি যাও বৃথায় গাভুরালি ॥ (পৃঃ ১৪৯)

পার্থিব বেদনায় কাতর নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক করুণ রসের অভিব্যক্তিতে এই রচনাংশটি অপূর্ব সার্থক হইয়াছে।

হাড়িসিদ্ধার চরিত্র সম্পর্কে এইবার দুই একটি কথা বলিতে হয়। হাড়িসিদ্ধা সন্ন্যাসী চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আধুনিক উপন্যাসেও সন্ন্যাসী চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন, অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস তাহা সত্ত্বেও উপন্যাসই হইয়াছে। সুতরাং সন্ন্যাসী চরিত্র থাকিলেই তাহা আদর্শবাদী এবং তাহা দ্বারা

কাব্যগুণ ক্ষুণ্ন হইবে, তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসীর বহির্মুখী একটি পরিচয় ব্যতীতও অন্তর্মুখী আর একটি পরিচয় আছে, সেখানে তাহা যদি মানবিক গুণ সম্পন্ন করিয়া পরিকল্পিত হয়, তবে সন্ন্যাসীও কাব্যের, নাটক-উপন্যাসের চরিত্র হইতে কোন বাধা হয় না। অবশ্য তাহাতে সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস ধর্ম রক্ষা পায় না এ'কথা সত্য, কিন্তু তাহার মানব-ধর্ম যে রক্ষা পায়, কেবলমাত্র তাহাতেই কাব্যের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। হাড়িসিদ্ধা সন্ন্যাসী চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও তাহার আর একটি পরিচয় ছিল, সেখানে সে স্বাভাবিক মানুষ। পল্লীকবিগণ তাহার অন্তর্মুখী মনুষ্যত্বটুকুকে তাহার বহির্মুখী সন্ন্যাসাচরণের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেন নাই। সেইজন্যই কাব্যের চরিত্র রূপেও তাহার একটি বিশেষ মূল্য প্রকাশ পাইয়াছে।

হাড়িপা সিদ্ধপুরুষ হইলেও সাধারণ মানুষের মতই নিতান্ত স্নেহের বশীভূত এবং ভয়-কাতর। রাজপুত্রকে কঠিন সন্ন্যাস-জীবনের পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াও তাহার দুঃখকষ্টের অনভ্যস্ততার জন্য তাহার প্রতি মধ্যে মধ্যে তিনি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। অরণ্য-পথে চলিতে গিয়া একদিন রাজার দেহ যখন কণ্টক বিদ্ধ হইল, তখন তাহার কাতর অবস্থা দেখিয়া তাহার দয়া হইল।

রাজার কান্দন দেখিয়া গুরুর দয়া হৈল।
বুক্‌খে পাও দিয়া কাঁটা টানিয়া তুলিল॥ (পৃ. ১৭৭)

তারপর তপ্ত বালির পথে চলিতে গিয়া রাজার সর্বাঙ্গ যখন পুড়িয়া যাইতে লাগিল, তখনও

ভক্তের কান্দন দেখি গুরুর দয়া হৈল।
মায়া করি পন্থের মধ্যে নিম বিরিখের গাছ সিজ্জাইল॥ (পৃ. ১৮০)

তারপর অবোধ শিশুর মত রাজপুত্র যখন হাড়ির নিকট মিনতি জানাইল,

তোমার হাটুয়া দাও মোক শিওরে লাগিয়া।
এক দণ্ড ঘুম পাড়ি ল্যাওঁ বিরিখের তলে শুতিয়া॥ (পৃ. ১৮১)

অর্থাৎ তোমার হাঁটুটি পাতিয়া দাও, তাহার উপর মাথা রাখিয়া আমি এক দণ্ড ঘুমাইয়া লই, তখনও

ভক্তের কান্দন দেখি গুরুর দয়া হৈল।
বাম হাঁটুয়া হাড়িসিদ্ধা শিওরে লাগি দিল॥
গুরুর হাঁটুয়া শিথান দিয়া রাজা নিদ্রাত পড়িল॥ (পৃ. ঐ)

হাড়িসিদ্ধা কেবল দয়ারই পরবশ নহেন, তিনি সাধারণ মানুষের মতই ভয়-কাতর। তিনি মৃত্যুরও ভয় করেন। দুর্গম পথ চলিতে গিয়া একদিন সহসা পিছন ফিরিয়া রাজপুত্রকে দেখিতে না পাইয়াই ভয়ে চমকিয়া উঠিলেন,

> ছয় ক্রোশ অন্তরে হাড়ি সিদ্ধা ফিরিয়া দেখিল।
> রাজাক না দেখি হাড়ি সিদ্ধা চমকিয়া উঠিল ॥
> আইজ যদি রাজপুত্র জঙ্গলে যায় আরো মরিয়া।
> কাইল ডাকিনী ময়না মারিবে আমাক লোহার ছুরি দিয়া ॥ (পৃ. ১৭৭)

সুতরাং পল্লীকবিগণ সাধারণ রক্তমাংসের উপাদানেই হাড়িসিদ্ধাকে গড়িয়াছেন; তাঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ কল্পনা করিয়া স্বাভাবিক মানুষ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রূপায়িত করেন নাই; সেইজন্য সন্ন্যাসী চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও কাব্যের মধ্যে তাঁহার প্রবেশাধিকার কোন দিক হইতেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

হীরা নটীর চরিত্রটিও তাহার পরিচয় অনুযায়ী নিতান্ত স্বাভাবিক হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, সে যেন অবিমিশ্র নিষ্ঠুরতার উপাদানেই গঠিত হইয়াছে। যে দেহ-বিলাসিনী, হৃদয়ের সাধনার সঙ্গে তাহার কিছু মাত্র যোগ নাই। তাহার প্রণয় প্রত্যাখ্যাত হইবার ফলে তাহার মধ্যে যে ক্রুদ্ধ আক্রোশ জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা সহজেই দুর্বার হইয়া উঠিল, হৃদয়ের কোন অনুভূতিই তাহার গতি রোধ করিতে পারিল না। তাহার মধ্যে নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতা এই প্রকার নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ না করিলে গোপীচন্দ্রের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইতে পারিত না।

সাধারণ নারী-প্রকৃতি হইতে তাহার প্রকৃতি যে স্বতন্ত্র, তাহা পল্লীকবিগণও উপলব্ধি করিয়াছিলেন; সে বার-বিলাসিনী, সেইজন্য হৃদয়-হীনা; তাহার হৃদয়হীনতার মধ্যেই গোপীচন্দ্রের প্রায়শ্চিত্তের সার্থকতা। এক দিক দিয়া অদুনা-পদুনার প্রেম এবং জননীর জাগ্রত স্নেহ-সতর্কতা, অন্যদিকে হৃদয়হীনা বার-বিলাসিনীর নিষ্ঠুর আচরণ, এই উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি হইবার ফলে গোপীচন্দ্রের গানের কাহিনীর মধ্যে একটি নাটকীয় গুণ বিকাশ লাভ করিয়াছে।

'গোপীচন্দ্রের গানে'র কাহিনীর মধ্যে একটি অসাধারণ কথা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এই যে নারীপ্রেমও সন্ন্যাসধর্ম রক্ষার সহায়ক হইতে পারে। এখানে গোপীচন্দ্রের পত্নীপ্রেম তাহার সন্ন্যাসধর্ম রক্ষা করিয়াছে, তাহার

অন্তরে অদুনা-পদুনার প্রতি যে প্রেমের প্রদীপ-শিখা একদিন প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহা তাহার সন্ন্যাস-জীবনের সকল দুঃখকষ্ট এবং প্রলোভনের মধ্যেও অনির্বাণ থাকিয়া সকল দুর্গতির মধ্যেই তাহাকে রক্ষা করিবার শক্তি দিয়াছিল। পত্নীর প্রেম সন্ন্যাস-জীবনের অন্তরায় এ'কথাই আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিয়াছি। তাই দেখিতে পাইয়াছি, পত্নী এবং সংসার ত্যাগ করিয়াই সাধকগণ সন্ন্যাসী হইয়াছেন, মানুষের প্রেমকে অস্বীকার করিয়া তাঁহারা হয়ত ভগবানের ধ্যান করিয়া তাঁহাদের সন্ন্যাসধর্ম রক্ষা করিয়াছেন ; কিন্তু গোপীচন্দ্র অন্তরের মধ্যে কেবল মাত্র পত্নীপ্রেম ধ্যান করিয়া সন্ন্যাস-জীবনের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। ইহা যে কোন কবির পক্ষেই কোন সাধারণ কথা নহে, বাংলার পল্লীকবিগণ তাঁহাদের এই কাব্যে এই একটি অসাধারণ কথা প্রচার করিয়া মানুষের চরিত্র-মহিমার আর একটি সম্পূর্ণ নূতন রহস্যের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

গোপীচন্দ্রের গান

গোপীচন্দ্রের গান

জন্মখণ্ড

মাণিকচন্দ্র রাজা

মাণিকচন্দ্র রাজা ছিল ধর্মী বড় রাজা।
ময়নাক বিভা করিল তার নও বুড়ি ভার্যা ॥
ময়নাক বিভা করি রাজার না পুরিল মনের আশ।
তারপর দেবপুরের পাঁচ কন্যা বিভা করি পুরি গেল মনের হাবিলাস ॥
আজি আজি কালি কালি বার বছর হৈল। ৫
দেবপুরের পাঁচ কন্যা ডাকিনী ময়না কোন্দল লাগিল।
দেখিবার না পারি মহারাজ ব্যাগল করি দিল ॥
সেই ময়নাক ঘর বান্ধি দিল ফেরুসা নগরে ॥[১]
মাণিকচন্দ্র রাজা বঙ্গে বড় সতী।
হাল খানায় খাজনা ছিল দেড় বুড়ি কড়ি ॥ ১০
সেই যে রাজার রাইয়ত প্রজা দুঃখ নাহি পায়।
কারও মারুলি দিয়া কেহ নাহি যায় ॥

১ নিম্নলিখিত রূপ একটী বিশ্লিষ্ট পাঠ প্রচলিত দেখা যায়–
মএনামতি সিন্দুরমতি তিলকচন্দ্রের বেটি।
মএনামতির বিআও হইল মানিকচন্দ্রের ঘরে ॥
সিন্দুরমতির বিআও হইল নিলমনি রাজার ঘরে।
মএনাক বিআও করি রাজা পঞ্চাশ বিআও করে।
বুড়া দেখি মএনামতিক ব্যাগল করি দিলে ॥
মহারাজা রাজ্য করি খায় পাটের উপর।
মএনার ঘর বান্দি দিলে ফেরুসার বন্দর ॥
মহারাজা রাজ্য করি খায় পাটের উপর।
মএনামতি চরখা কাটি ভাত খায় বন্দরের ভিতর ॥

কারও পুষ্করিণীর জল কেহ না খায়।
আথাইলের ধন কড়ি পাথাইলে শুকায়॥
সোনার ভাটা দিয়া রাইয়তের ছাওয়ালে খেলায়। ১৫
হেন দুঃখী কাঙ্গাল নাই যে ধরিয়া পালায়॥
পাতবেচা হইয়া রাইয়ত পাত বেচেয়া খায়।
স্ত্রীপুরুষে যুক্তি করি হস্তী কিনিবার চায়॥
খড়িবেচা হৈয়া খড়ি বেচেয়া খায়।
স্ত্রীপুরুষে বুদ্ধি করি দালান দিবার চায়॥ ২০
সেল্কা রাইয়তের ছিল সরঙ্গা নলের বেড়া।
বেতন করি যে ভাত খায় তার দুয়ারত ঘোড়া॥
ঘিনে বান্দী নাহি পিন্ধে পাটের পাছড়া॥

আজি আজি কালি কালি বার বছর হৈল।
এক দক্ষিণ দেশী বাঙ্গাল সেই রাজার দরবারত উপস্থিত হৈল ২৫
দক্ষিণ হৈতে আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি।
সেই বাঙ্গাল আসিয়া মুলুকত্ কৈল কড়ি॥
দেওয়ানগিরি চাকরি রাজা সেই বাঙ্গালক দিল।
দেড় বুড়ি ছিল খাজনা পনর গণ্ডা নিল॥
রাম-লক্ষ্মণ দুটা গোলা দুয়ারে ছান্দিল॥ ৩০
কাঙ্গাল দুঃখীক মারি রাজার এধন ছাচিল॥
খানে খানে রাজার তালুক ছন হইয়া গেল॥
পনর গণ্ডা কড়ি রাইয়তের সাদিতে নাগিল।
সুখিত রাইয়ত প্রজা দুঃখিতা হইল॥
চাষালোকে দেয় খাজনা হাল গরু বেচেয়া। ৩৫
সাউধ সদাগর দেয় খাজনা নাও নৌকা বেচেয়া॥
ফকির দরবেশ দেয় খাজনা ঝোলা কেথা বেচেয়া॥
লাঙ্গল বেচায় জোয়াল বেচায় আরো বেচায় ফাল।
খাজনার তাগত বেচায় দুধের ছাওয়াল॥
দুধের পুত্র বেচেয়া হাকিমের মালগুজার জোগাইল। ৪০
পুত্র শোকে রাইয়ত পরজা কান্দিতে লাগিল॥

ছোট রাইয়ত উঠি বলে, 'বড় রাইয়ত ভাই।[১]
ধন-কাঙ্গালী হৈল রাজা রাজ্যের ভিতর।
কেমন করি বঞ্চিব রাইয়ত সকল ॥
ছোট রাইয়তে বড় রাইয়তে পরামর্শ করিয়া। ৪৫
মহতের বাড়ি লাগি চলিল হাঁটিয়া ॥
মহৎ মহৎ বৈলে রাইয়ত তুলিয়া ছাড়ে রাও।
ঘরে ছিল মহৎ বাহিরে দিল পাও ॥

---

[১] পাঠান্তর : ছোট রাইয়ত বলে দাদা বড় রাইয়ত ভাই।
চল সকল মেলি যুক্তি করি পরামানিকের বাড়ি যাই ॥
চল চল যাই দাদা পরামানিকের নাগিয়া।
কি বুদ্ধি দ্যায় পরামানিক আমাকে নাগিয়া ॥
এক রাজ্য না পাইয়া রাইয়ত পরজা দুইও রাজ্য পাইল।
পরামানিক মহলক নাগি গমন করিল ॥
এক জন বেরায় দুই জন বেরায় হল্‌কে হল্‌কে।
এইঠে হতে ঠ্যাং নাগ্‌লো পরামানিকের মহালে ॥
বসিয়াছে পরামানিক দিব্ব সিঙ্গাসনে।
হ্যান কালে রাইয়ত পরজা রুপস্থিত হৈল ॥
গৈরমুণ্ড হএয়া পরামানিকক পরনাম জানাইল।
হাতে মাতে পরামানিক চমকিয়া উঠিল ॥
পরামানিক বলে শুন পরজাগন বচন মোর হিয়া।
এত দিন না আইস আমার মহাল চলিয়া।
আইজ বা ক্যানে আইলেন আমার মহালক নাগিয়া ॥
সুখিতা রাইয়ত আমরা দুস্‌কু নাহি পাই।
কারো পুস্কনির জল আমরা কেহ নাহি খাই।
কারো মারলি দিয়া কেহ নাহি জাই ॥
সোনার ভ্যাটা দিয়া আমার ছাওয়ালে খ্যালায়।
হ্যান দুকৃখি কাঙ্গাল নাই ধরিয়া পালায় ॥
এক দুকৃখিন দেশি বাঙ্গাল আসিল চলিয়া।
দেওয়ানগিরি চাকৃরি নিলে রাজার দরবারে আসিয়া ॥

রাইয়তক বসিবার দিল দিব্য সিংহাসন
করপুর তাম্বুল দিয়া জিগ্‌গায় বচন ॥ ৫০

নাঙ্গল বেছানু জোঙ্গাল বেছানু আরো বেছানু ফাল ॥
খাজনার তাপত বেছেয়া দিনু দুধের ছাওয়াল ।
দুধের পুত্র বেছেয়া খাজানা দিলাম জোগাইয়া ।
ইহার বিচার করিয়া দেও মহালে বসিয়া ॥
পরামানিক বোলে শুন রাইয়ত প্রজা বচন মোর হিয়া
একটা করি টাকা ন্যাও অঞ্চলে বান্দিয়া ।
কলিঙ্কার বাজার বুলি জাএন চলিয়া ॥
ধুপ ধুনা ঘৃত কলা ন্যান কিনিয়া ।
ধবল ধবল কৈতর ন্যান খাঞ্চাত ভরিয়া ॥
ধবল ধবল পাঠা ন্যান রশি-সাং করিয়া ।
একটা করি বিন্না-থোপ ন্যান উপারিয়া ॥
মঙ্গলবার দিনে জান বৈথানি বলিয়া ।
ধুপ ধুনা ঘৃত কলা ন্যান ধরাএয়া ॥
ধবল ধবল কৈতর ধর্ম্মের নাঞা ছাড়িয়া ।
ধবল ধবল পাঠা ন্যান গাঙ্গিক ছাড়িয়া ॥
একটা করি বালুর পিণ্ড ন্যান তৈয়ার করিয়া ।
তাতে একটা করি বিন্নার থোপ ন্যান গাড়িয়া ॥
গাঙ্গিক পুজেন রাইয়ত পরজা হরিধ্বনি দিয়া ॥
লাংটি চিপিয়া শাও ন্যান মানিকচান বলিয়া ॥
যখন পরামানিক একথা বলিল ।
আপনার মহালক নাগি গমন করিল ॥
আত্রি করে ঝিকি মিকি কোকিলা করে রাও ।
শেত কাউআ বলে রাত্রি প্রোহাও প্রোহাও ॥
এক দণ্ড দুই দণ্ড তিন দণ্ড হৈল ।
একটা করি টাকা অঞ্চলে বান্ধিয়া নিল ।
শ্রীকলার বাজার নাগি গমন করিল ॥

'কি বাদে আসিলেন তার কও বিবরণ ॥'
রাইয়ত বলে, 'শুন, মহৎ, করি নিবেদন।
ধন-কাঙ্গালী হৈছে রাজা রাজ্যের ভিতর।
কেমন করি বঞ্চিব রাইয়ত সকল ॥
মহৎ বলে, 'শুন, রাইয়ত, বলি নিবেদন। ৫৫
কড়াকের বুদ্ধি নাই আমার শরীরের ভিতর ॥
লক্ষ টাকা ভাঙ্গিয়া রাইয়ত চৌহাটা বসাইও।
কালা ধলা পাঠা নাও রসি সঙ্গরিয়া ॥
হাস কৈতর নাও থাঞ্চা ভরিয়া।
ধূপ সিন্দুর নাও নান্দিয়া ভরিয়া। ৬০
মহাদেবের কাছে যাওতো চলিয়া ॥
কি আজ্ঞা দেয় মহাদেব শুন কর্ণ ভরিয়া ॥'

অভিশাপ

ওঠে থাকি রাইয়ত হরষিত মন।
মহাদেবের কাছে যাইয়া দিল দরশন।
জোড়হস্ত করিয়া কয় বিবরণ ॥ ৬৫
'ধন-কাঙ্গালী হৈল রাজা, মহাদেব, রাজ্যের ভিতর।
কেমন করি বঞ্চি রাইয়ত সকল।
কি আজ্ঞা হয়, পরভু, রাইয়তের বরাবর ॥'
মহাদেব বলে, 'শুন, রাইয়তগণ,
পারনি গঙ্গার লাগি চল হাঁটিয়া। ৭০
হরিবোল বলিয়া ছিনান করিয়া।
কালো ধবল পাঠা দেও বলিছেদ করিয়া।
হাস কৈতরগুনা দেন জল উৎসর্গিয়া,
ধূপ সিন্দূরগুনা দেন ঘাটত ধরেয়া ॥
একট' বিন্নার থোপ আনেন উগরিয়া।
লাংটি চিপি শাপ দেন রাজাক মঙ্গলবার দিনা ॥ ৭৫
ধন-কাঙ্গালী হৈল রাজা রাজ্যের ভিতর।
এয়ার বিচার করবেন ধর্ম নিরঞ্জন ॥'

লেংটি চিপিয়া শাপ দিল সকলে মাণিকচান বলিয়া।
আঠার বছরের পরমাই ছিল রাজার ফেলাইল টুটিয়া ॥
এক মঙ্গলবার দিন রাজাক অভিশাপ দিল। ৮০
ফের মঙ্গলবার দিন রাজার এজরি করিল ॥
ফের মঙ্গলবার দিন বিধাতা তলপ চিঠি লেখিল।
তলপ চিঠি লেখি গোদাক ফেলি দিল ॥
'তলপ চিঠি নিগা, গোদা, আঞ্চলে বান্ধিয়া।
মাণিকচান রাজার জিউ আনেক বান্ধিয়া ॥'[১] ৮৫
বিধাতার হুকুম গোদা যম বৃথা না করিল।
মাণিকচান রাজার রাজধানী বুলি গমন করিল।
তলপ চিঠি নিলে অঞ্চলে বান্ধিয়া।
মাণিকচান রাজার শিথানে যাইয়া বসিল ভিড়িয়া ॥

[১] পাঠান্তর : মঙ্গলবার দিন রাইয়ত শাওবর দিল।
বুধবার দিন রাজার বুদ্ধহারা হৈল ॥
বৃহস্পতবার দিন রাজার গাএ জরি হৈল।
শুক্কুরবার দিন রাজার সমুদ্র শুকাইল ॥
শনিবার দিন রাজার শনি পিছা নৈল।
রবিবার দিন রাজা পালঙ্কে ঢলিল ॥
সমবাব দিনে রাজার জমে পিছা নৈল।
আজি আজি কালি কালি ছয় মাস হৈল ॥

পাঠান্তর : ছয় মাসিয়া কাহিলা রাজা মহলের ভিতর।
তত্ত খবর না পাইল মএনা স্নুন্দর ॥
আইজ মরে কাইল মরে বাচিবার আশা নাই।
নাক দিয়া পবন বেটা করে আসি জাই ॥
হেমাই পাত্র বলি তখন ডাকে ঘনে ঘন।
ডাক মধ্যে হেমাই পাত্র দিল দরশন ॥
রাজা বলে শুন হেমাই কার প্রানে চাও ॥
এই খবর তুমি ধরি জাও মএনার বরাবর।
ছয় মাসিয়া রোগী রাজা মহলের ভিতর।
আখা করিতে চায় রাজার কুঙর ॥

মাণিকচান রাজার শিথানে ভিড়িয়া বসিল। ৯০
ফেরুসাতে থাকিয়া ময়না শিউরিয়া উঠিল॥
ধিয়ানের বুড়ী ময়না ধিয়ান করিল।
ধিয়ানত বসিয়া ময়না যমক দেখিল॥
হাতে মাথে বুড়ী ময়না চমকিয়া উঠিল।
'সাজ, সাজ' বলি ময়না সাজিতে লাগিল॥ ৯৫
ধবল বস্ত্র নিল ময়না পবিধান করিয়া।
হেমতালের লাঠি নিল হস্তেতে করিয়া॥
জখন হেমাই পাত্র একথা শুনিল।
মএনার মহলক নাগি গমন কবিল॥
জখন মএনামতি হেমাই পাত্রক দেখিল।
বসিবার দিলে হেমাইক দিব্ব সিঙ্গাসন।
কোরফুল তাম্বুল দিয়া জিগ্‌গায় বচন॥
ক্যানে ক্যানে হেমাই পাত্র হরসিত মন।
হস্তি ঘোড়া ছাড়িয়া ক্যান তোর মৃত্তিকায় গমন
কি বাদে আসিলু তার কও বিবরন॥
হেমাই বলে শুন মএনা কার প্রানে চাও।
ছয় মাসিযা রোগী রাজা মহালের ভিতর।
বাচে কিনা বাচে রাজার কোঙর॥
মএনা বলে হেমাই পাত্র কার প্রানে চাও।
এক শত রানি আছে রাজার মহালের ভিতর।
তারে সাতে ত্যাখা করুক রাজার কোঙর॥
কি কারনে জাইম মুই মএনা সুন্দর॥
জখন হেমাই পাত্র একথা শুনিল।
আপনার মহলক নাগি গমন করিল।
রাজার সাক্‌খাত্‌ জাইয়া দরশন দিল॥
হেমাই বলে শুন রাজা বিলাতের নাগর।
একশত রানি আছে তোমার মহলের ভিতর॥
তার সাতে তুমি ত্যাখা কর রাজার কোঙর।
কি কারনে আসিবে তোমার মএনা সুন্দর॥

রাজার দরবারক লাগি যায়ছে চলিয়া।
বায়ুসঞ্চারে গেল রাজার দরবার লাগিয়া॥
যখন ধর্ম্মী রাজা ময়নাক দেখিল। ১০০
কপালে মারিয়া চড় রাজা কান্দিতে লাগিল॥
ময়না বলে, ‘শুন, রাজা, করি নিবেদন।
ভয় না খাও, মহারাজ, প্রাণে না খাও ডর।
আমি ময়না থাকিতে ভাবনা কি কারণ।
উঠ উঠ, প্রাণপ্রিয়, শীতল মন্দির যাই। ১০৫
আমার শরীরের জ্ঞান তোমারে শিখাই॥
সাচা করি দেই জ্ঞান তুমি মিছা করি ধরো।
সুখে দুঃখে, ধর্ম্মী রাজা, তোকে রাজাই করাবো।’
রাজা কয়, ‘শুন, ময়না, কার প্রাণে চাও॥
অমনি মাণিকচন্দ্র রাজাক যমে লইয়া যাবে। ১১০
তবু তো তোর স্ত্রীর জ্ঞান মোর গর্ব্ভে না সোন্দাবে॥
আইজ স্ত্রীর জ্ঞান যদি মুই নেও শিখিয়া।
কেমন করি তোক ভক্তি করিম গুরুমা বলিয়া॥’
‘স্ত্রীর ঘরের জ্ঞান দেখি, রাজা, জ্ঞান কইলে হেলা।’
ঐ দিনে ভাড়ুয়া যম পাতি গেল খেলা॥ ১১৫

রাজা কইছে হেমাই পাত্র কার প্রানে চাও।
এই খবর ফির ধরি জাও মএনার বরাবর।
তোমার বিআত টাকা কড়ি খরচ বিস্তর।
এক ঝাড়ি জলে রাজার প্রান রকৃখা কর॥
জখন হেমাই পাত্র সংবাদ শুনিল।
মএনার মহলক নাগি ফের গমন করিল।
মএনার মহলে গিয়া দরশন দিল॥
হেমাই বলে শুন মএনা কার প্রানে চাও॥
তোমার বিআত বোলে টাকা কড়ি খরচ বিস্তর।
এক ঝাড়ি জলে রাজার প্রান রকৃখা কর॥
জখন মএনামতি একথা শুনিল।
রাজার দরশনক নাগি গমন করিল॥

ময়না বোলে, 'হায়, বিধি, মোর কর্মের ফল।
কেমন বুদ্ধি করি ময়না সুন্দর ॥
চারিটা মোমের বাতি দিলে ধরাইয়া।
দিবা রাতি ঘর রাখিলে জ্বালাইয়া ॥
চাইর কলসী জল থুইলে বিরসে ভরিয়া। ১২০
যেই রোগের যেই দাওয়া আনিলে ধরিয়া ॥
দাওয়া প্রকার থুইলে বিস্তর করিয়া।
রাজার পৈথানত বসিল ধেয়ান করিয়া ॥
ধেয়ানের ময়নামতী ধেয়ান করি চায়।
ধেয়ানের মধ্যে ময়না যমের লাগাল পায় ॥ ১২৫
'এত দিনে না আসিস্, বেটা, দরবারক লাগিয়া।
আইজ কেনে আমার সোয়ামীর শিথানে বস্‌ছিস্ ভিড়িয়া ॥'
যম বলে, 'শুনেক, ময়না, হামি বলি তোরে।
তোর সোয়ামীর তলপ চিঠি আন্‌ছি বান্ধিয়া ॥
আইজ তোর সোয়ামীর জিউ নিগাব বান্ধিয়া ॥' ১৩০
যখন গোদা যম একথা বলিল।
করুণা করিয়া ময়না কান্দিতে লাগিল।
আপনার টাঙ্গন যমকে আনি দিল ॥
'যাও যাও, যম বেটা, মোর টাঙ্গন ধরিয়া।
আমার সোয়ামীর জিউ যা আমার ঠে খৈরত করিয়া ॥' ১৩৫
ও দিনে গেল যম টাঙ্গন ধরিয়া।
ফের দিনে আসে যম দুই ভাই সাজিয়া।
শিথানে পৈথানে রাজার বসিল ভিড়িয়া ॥
'আইজ ময়নার প্যাংটা থুমু এক দিক করিয়া।
তলপ চিঠি আনছি রাজার জিউ নিগাব বান্ধিয়া ॥' ১৪০
ধিয়ানের বুড়ী ময়না ধিয়ান করিল।
শিথানে পৈতানে দুই জন যমক দেখিল ॥
'কালি টাঙ্গন দিয়া দিনু গোদা যমক বিদায় করিয়া।
আইজ আরো আইছে বেটা দুই ভাই সাজিয়া ॥'

কান্দি কাটি বুড়ী ময়না যমের কাছে গেল। ১৪৫
যমের তরে কথা বলিতে লাগিল ॥
'আপনার সোয়ামীর বদল দিনু টাঙ্গন সাজাইয়া।
আইজ আরও কেনে আইচ্ছেন, বেটা, তুই ভাই সাজিয়া
গোদা বলে, 'শুনেক, ময়না, ময়নামতী মাই।
তোমার সোয়ামীর তলপ চিঠি আন্‌ছি বান্ধিয়া। ১৫০
তোর সোয়ামীর জিউ নিগাব বান্ধিয়া ॥'
যেন কালে গোদা যম একথা বলিল।
কান্দি কাটি বুড়ী ময়না হস্তী ঘরে গেল।
আপনার হস্তী আনি গোদার হস্তে দিল॥
যেন কালে গোদা যম একথা শুনিল। ১৫৫
ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধে জলিয়া গেল ॥
'বিধাতার হুকুমে রাজার জিউ নিগাব বান্ধিয়া।
হস্তি-ঘোড়া বুড়ী ময়না মোক দেয় সাজাইয়া ॥'
ও'দিন গেল যম হস্তী ধরিয়া।
ফের দিন আসিল্ যম তিন ভাই সাজিয়া। ১৬০
শিথানে পৈথানে পাঙ্গারে বসিল্ ভিড়িয়া ॥
যখন ময়না বুড়ী তিন জন যমক দেখিল।
করুণা করি বুড়ী ময়না কান্দিতে লাগিল ॥
দুই জন বান্দিক নিলেক সঙ্গে করিয়া।
সোয়ামীর পালঙ্ক লাগি যাইছে চলিয়া ॥ ১৬৫
সোয়ামীর চরণ ধরি ময়না কান্দিতে লাগিল ॥
'আইস, আইস, প্রাণপতি, ভিতর অন্দর যাই।
আমার শরীরের অমর গিয়ান কিঞ্চিৎ তোমাক শিথাই
স্ত্রীপুরুষে বুদ্ধি কৈরে যমের হাত এড়াই॥'
রাজা বলে, 'শুন, ময়না, ময়নামতী বাই। ১৭০
এমনি যদি আমার জাহান যায় মোক ছাড়িয়া।
তবু মাইয়ার গিয়ান না নিমু শিখিয়া ॥
আইজ যদি তোমার গিয়ান নেই শিখিয়া।
কাইলকে ডাকাবেন হামাক শিষ্য বেটা বলিয়া ॥'

যখনে ধর্ম্মী রাজা একথা বলিল। ১৭৫
আপনার বান্দিক নিগি যমের হস্তে দিল॥
'যাও, যারে, যম বেটা, বান্দিক ধরিয়া।
আমার সোয়ামীর জিউ আমার ঠৈ যা তুই খইরাত্ করিয়া॥'
ওদিনে গেল গোদা যম বান্দিক ধরিয়া।
ফের দিন আসিল্ যম চাইর ভাই সাজিয়া॥ ১৮০
পালঙ্কের চতুর্দিকে বসিল্ ভিড়িয়া।
ধিয়ানের বুড়ী ময়না ধিয়ান করিল।
ধিয়ানেতে বুড়ী ময়না চাইর জন যমক দেখিল।
আপনাব ভাই নিগি যমের হস্তে দিল॥
'যা, যারে, যম বেটা, তুই আমার ভাইকে ধরিয়া। ১৮৫
আমার সোয়ামীর জীউ যা আমার কাছে খইরাত্ করিয়া॥'
ওদিনে গেল গোদা যম ওয়ার ভাইকে ধরিয়া।
ফের দিনে আসিল গোদা পাঁচ ভাই সাজিয়া॥
পালঙ্কের চতুর্দ্দিকে বসিল ভিড়িয়া॥
ধিয়ানের বুড়ী ময়না ধিয়ান করিল। ১৯০
ধিয়ানেতে বুড়ী ময়না পাঁচ জন যমক দেখিল।
করুণা করি বুড়ী ময়না কান্দিতে লাগিল॥
'এক জীবের বদল কত জীব দিলাম সাজেয়া।
আইজ আরো বেটা আইছে পাঁচ ভাই সাজিয়া॥'
পাঁচশ টাকা নিলে ময়না আঞ্চলে বান্ধিয়া। ১৯৫
রাজার দরবারে যাইছে কান্দিয়া কাটিয়া॥
রাজার পালঙ্কক কাছে উপস্থিত হৈল।
কান্দি কাটি যমক কথা বলিতে লাগিল॥
'এক জীবের বদল কত জীব দিলাম সাজেয়া।
আইজ আরো আইস্ছেন বেটা পাঁচ ভাই সাজিয়া॥' ২০০
যম বোলে, 'থো ময়না, তোর প্যাংটা এক দিক করিয়া।
মাণিকচন্দ্র রাজার জীউ নিযাব বান্ধিয়া॥'
যখন গোদা যম একথা বলিল।
পতির চরণ ধরি ময়না কান্দিতে লাগিল॥

'আইস, আইস, প্রাণপতি, ভিতর অন্দর যাই। ২০৫
আমার শরীরের অমর গিয়ান তোমাক শিখাই।
স্ত্রীপুরুষে বুদ্ধি করি যমের দায় এড়াই॥'
রাজা বোলে, 'এমনি যদি আমার প্রাণ যায় ছাড়িয়া।
তবুতো মাইয়ার গিয়ান আমি না নিব শিখিয়া॥'
যখনে ধর্ম্মিরাজ একথা বলিল। ২১০
করুণা করি বুড়ী ময়না কান্দিতে লাগিল॥
'পাঁচশ টাকা নিগিয়া যমের হস্তে দিল।
পাঁচশ টাকা দিলাম বেটা তোক নাড়ু খাইবার॥
যা যা, গোদা বেটা, তুই পাঁচশ টাকা ধরিয়া।
আমার সোয়ামীর জিউ আমার ঠে যা তুই খইরাত্ করিয়া॥' ২১৫
যখন গোদা যম টাকা দেখিল।
থর থর করি গোদা যম কাঁপিয়া উঠিল॥
এক্কে ন্যাদে ময়নার ধন ন্যাদেয়ে ফেলিল।
থর থর করি ময়না কাঁপিয়া উঠিল।
ক্রুদ্ধমান হইয়া ময়না ক্রোধে জ্বলি গেল॥[১] ২২০
মহামন্ত্র গিয়ান নইল হৃদয়ে জপিয়া।
চণ্ডী কালী রূপ হৈল কায়া বদলিয়া॥
তৈল পাটের খাঁড়া নিল হস্তে করিয়া।
'মার, মার' করি যমক নিগায় পিটিয়া॥

[১] পাঠান্তর: জখনম এনামতি জমকে দেখিল।
পাচটা গুয়া নেগি জমক ভেটি দিল॥
সেউ বেলা গ্যাল জম গুয়াক ধরিয়া।
ফির বেলা আসিল্ দুই ভাই সাজিয়া॥
জখন মএনামতি জমক দেখিল।
জল থোয়া ঝাড়ি রাজার জমকে ভেটি দিল।
হাতে ঝাড়ি নিয়া জমের ঘর গমন করিল॥
ফির বেলা আসিল জমের ঘর চাইর ভাই সাজিয়া।
এই বার তোর ধম্মি রাজাক না জামু ছাড়িয়া॥

প্রাণের ভয়ে যম বেটা যায়তো পালাইয়া। ২২৫
একখান ময়দানতে ডাকিনী ময়না আইল ফিরিয়া॥
সোয়ামীর চরণ ধরি ময়না কান্দিতে লাগিল।
'এইতো যমক, প্রাণপতি, থুইলাম পিট্টিয়া॥
এখনো আইস, প্রাণপতি, ভিতর অন্দর যাই।
আমার শরীরের গিয়ান তোমাকে শিখাই॥ ২৩০

জখন মএনামতি জমকে দেখিল।
রাজার থাকিবার পালঙ্ক জমক ভেটি দিল॥
পালঙ্ক মাথাএ নিয়া জম গমন করিল।
জমপুরিতে জাএয়া জমের ঘর ভাবিতে নাগিল॥
এই মএনামতি গিয়ানে ডাঙ্গর।
কেমন আনিব রাজাক জমপুরির ভিতর॥
ফির বেলা জমের ঘর সাজিবার নাগিল।
আট জন জম সাজিয়া বেরাইল॥
সারা ঘাটা আসে জম দৈত্য দান হৈয়া।
এবার তোর ধম্মি রাজাক না জামু ছাড়িয়া॥
উলুক ভুলুক করে জমের ঘর দুআরত আসিয়া।
এমন কারো সাদ্দি নাই রাজাক নিয়া জায় বান্দিয়া॥
জখন মএনামতি জমক দেখিল।
আপনার রাজার বান্দি নিগি জমক ভেটি দিল॥
বান্দি নগে নিয়া জমের ঘর গমন করিল।
জমপুরিতে জাএয়া জমের ঘর ভাবিবার নাগিল॥
সাজ সাজ বলি জমের ঘর সাজিবার নাগিল॥
সকল জম সাজি গ্যাল আবাল জমের বাড়ি।
আবাল জম বেরিয়া খাড়া হৈল মাটিতে পৈল দাড়ি॥
সোল জন জম জাওতো সাজিয়া।
নিশ্চয় করি ধম্মি রাজাক আইসন ধরিয়া॥
সোল জন জম তখন আসিল সাজিয়া।
এমন কারো সাদ্দি নাই জে রাজাক নিয়া জায় বান্দিয়া॥

স্ত্রীপুরুষে বুদ্ধি করি যমের দায় এড়াই ॥'
কান্দি কাটি বুড়ী ময়না বলিতে লাগিল ॥
ডাঙ্গাত বসি যমের ঘর ভাবিতে লাগিল ॥

বজ্রতৃষ্ণা

গোদা বলে, 'শোনেক, দাদা, আবাল প্রাণের ভাই।

জখন মএনামতি ধেয়ানত বসিল।
ধেয়ানের মএনামতি ধেয়ান করি চায়।
ধেয়ানের মধ্যে জমের নাগাল পায় ॥
জখন মএনামতি জমক দেখিল।
আপনার পাটহস্তি জমক ভেটি দিল।
হস্তিত চড়ি যমের ঘর গমন করিল।
জমপুরিতে জাইয়া দরশন দিল ॥
গোদা বলে আরে জমের ঘর কার প্রানে চাও ॥
বারে বারে জাও মএনার মহলক নাগিয়া।
কি কারনে মহারাজাক না আইসেন ধরিয়া ॥
কুড়ি জন জম জাওতো সাজিয়া।
এইবার রাজাক তোরা না আইসেন ছাড়িয়া ॥
কুড়ি জন জম আইসে দৈত্য দানা হৈয়া।
এই বার মএনা তোর সোয়ামিক না জামু ছাড়িয়া ॥
ধেয়ানে মএনামতি ধেয়ান করি চায়।
ধেয়ানের মধ্যে জমকে নাগাল পায় ॥
জম গুলা দেখিয়া মএনা ভয়ঙ্কর হৈল।
হাতের ইসারা দিয়া বান্দিক ডাকাইল ॥
কি কর বান্দির বেটি কার প্রানে চাও।
বহুৎ গুলা জম আইস্‌ছে মহলক নাগিয়া।
এই বার তো ধম্মি রাজাক না জাইবে ছাড়িয়া ॥
কি কর বান্দির বেটি কার প্রানে চাও।
চাইর থান নোয়ার খাড়া আনিয়া জোগাও ॥

কি চাকরি দিলে বিধাতা ভোলা মহেশ্বর। ২৩৫
মাইয়া হইয়া পিট্টিয়া আন্‌লে ময়দানের উপর ॥
এলায় যদি রাজার জীউ না নেই বান্ধিয়া।
চাকরি খারিজ করবে বিধাতা পাটত বসিয়া ॥
কি বুদ্ধি করি, দাদা, কিবা চরিত্তর।
কড়াটিকের বুদ্ধি নাই শরীরের ভিতর ২৪০

মহাদেবের কাছে যাইয়া যমের ঘর দরশন দিল।
যোড়হস্ত হইয়া কথা বলিতে লাগিল ॥
মহাদেব হইতে ময়না গেয়ানে ডাঙ্গর।
কেমন করি আইন্‌বেন রাজাক যমপুরীর ভিতর ॥
'বাওথুকরা যম যাও বাওকুবি হইয়া। ২৪৫
চাইরটা প্রদীপ রাজার ফেলান নিবিয়া ॥
চাইর কলসী জল তার ফেলান ঢালিয়া ॥
কোন যম যান বিড়াল রূপ হইয়া।
যত জনে দাওয়া থুইছে তুই ফেলান খাইয়া ॥
নলুয়া যম যা তুই ই নল ধরিয়া। ২৫০
ইন্দিরার জল তুই ফ্যালাক চুসিয়া।
শ্বেত কুয়ার জল চোসো ব্রহ্ম নল দিয়া ॥[১]

এক ঘড়ি ঠিক থাক বান্দির বেটি পাহারাত বসিয়া।
কত গুলা জম আইস্‌ছে মুই আসোঁ দেখিয়া।
ওরূপ্প থুইলে মএনা একতর করিয়া।
নাঙ্গাকালি হৈল মএনা কায়া বদলিয়া ॥
চাইর হাতে চাইর খান খাড়া নইলে তুলিয়া।
জমের মধ্যত পৈল জাইয়া আলগ্‌চিত দিয়া।
মার মার বলিয়া জমক নিগায় পিট্টিয়া ॥

[১] পাঠান্তর: এক জম জাও এন্দুর রূপ্প হএয়া।
শেত কুয়ার জল ফ্যালান মঞ্জিয়া ॥

হুতাশন যম যা তুই হুতাশন হৈয়া।
বজ্জর তৃষ্ণা রাজাকে মারো তুলিয়া॥
জল জল বলি রাজা উঠিবে কান্দিয়া। ২৫৫
বুদ্ধি যম যাইয়া রাজাকে বুদ্ধি দেও শিখাইয়া॥
একশত বান্দী দাসী আছে মহলে বসিয়া।
তার হাতে জল না খাবো পালঙ্কে বসিয়া॥
হাতে ঝাড়ি নিয়া ময়না বাহিরে বেরাবে।
নিশ্চয় করি ধর্মী রাজাক যমপুরীত আনিবে॥' ২৬০

মরণ তৃষ্ণা ঘড়িকে লাগাইল।[১]
'জল, জল' বলিয়া রাজা কান্দিতে লাগিল॥
'হাত ধরি ডাকিনী, ময়না, পাও ধরি তোর।
এক ঝাড়ি জল দিয়া প্রাণ রক্ষা কর॥'
রাজার কান্দন দেখিয়া ময়নার দয়া হৈল। ২৬৫
সোনার ঝাড়ি নিয়া ময়না শ্বেত কূয়ার পার গেল॥
ওখানেতে বুড়ী ময়না জল না পাই কান্দিতে লাগিল।[২]
ঐঠে হৈতে বুড়ী ময়না দলানে সন্দাইল॥
দেখেছে গঙ্গার জল বেড়ায় ঢেউ খাইয়া।
কান্দি কাটি গেল ময়না রাজার পালঙ্কক লাগিয়া॥ ২৭০
'ওহে, প্রাণপতি,—যম বেটা শ্বেত কূয়া আর।
ফটিকের জল ফেলাইছে ঢালিয়া॥
এলায় যদি জল ভরিবার যাই আমি বৈতরণী লাগিয়া।
এপাক দিয়া যম বেটা তোমার জীউ নি যাবে বান্ধিয়া॥

[১] এক পাঠে পাই :

তিশা যম জাএয়া রাজার গব্বে বসিল।

পাঠান্তর : শেতকুয়ার জল ত্থাখে শেত কুয়াত নাই
ইন্দিরার জল ত্থাখে ইন্দিরাতে নাই॥
দরিয়ার নাগি মএনা গমন করিল।
দরিয়ার ঘাটে জাইয়া দরশন দিল॥

একশত বান্দী দাসী আছে মহলর ভিতর। ২৭৫
তার হাতে জল খাও, রাজ রাজেশ্বর ॥'
রাজা বোলে, 'শোন, ময়না, আমি বলি তোরে।
এমনি যদি আমার প্রাণ যায় চলিয়া।
তবু বান্দীর হাতের জল খাব না পালঙ্কে শুতিয়া ॥'
'আইস, আইস, প্রাণপতি, ভিতর অন্দর যাই। ২৮০
আমার শরীরের অমর গিয়ান তোমাকে শিখাই ॥
যত জল চায়েন তত জল খাওয়াই ॥
জল ভরিবার যাই যদি আমি বৈতরণী লাগিয়া।
এপাক দিয়া যম বেটা তোমার জীউ নি যাবে বান্ধিয়া ॥'
তবু আরো মহারাজ কান্দিতে লাগিল। ২৮৫
রাজার কান্দন দেখি ময়নার দয়া হৈল ॥
সোনার ঝাড়ি নিলে ময়না হস্তে করিয়া।
জল ভরিবার যায় ময়না বৈতরণী লাগিয়া ॥
রাজপুরী ছাড়িয়া ময়না রাস্তায় পাও দিল।
খানিক খানিক করি যমের ঘর কাছাইতে লাগিল ॥ ২৯০
রাজার পালঙ্কে যম বসিল ভিড়িয়া।
ভগবানের হুকুম রাজাক দিলেক শুনাইয়া ॥
'বিধাতার তলপ চিঠি আনছোঁ বান্ধিয়া ॥
আইজ তোমার জীউ আমরা নি যাব বান্ধিয়া ॥'
যখন গোদা যম একথা বলিল। ২৯৫
কান্দি কাটি যমকে কথা বলিতে লাগিল ॥
'এক দণ্ড থাকরে, যম, ধৈরয ধরিয়া।
আমার ময়না জল ভরিবার গেইছে বৈতরণী লাগিয়া ॥
'এক ঝাড়ি জল খাবো সন্তোষ করিয়া।
তার পর, যম, আমাক নি যাইস্ বান্ধিয়া ॥' ৩০০
যম বোলে, 'শুন, রাজা, বচন মোর হিয়া।
যত জল খায়েন খায়াব আমি বৈতরণী নিগিয়া ॥'
একথা বলিয়া যম কোন কাম করিল।
লোহার মুদ্গর নিলে যম হস্তে করিয়া ॥

চামের দড়ি দিয়া যম বান্ধিলে ভিড়িয়া। ৩০৫
বার মোকামে বার ডাঙ্গ দিল মুদ্গর তুলিয়া॥
মরণমুড়ি দিয়া রাজাক দুই ডাঙ্গ দিল।
রাজার জীউ গোদা যম লাংটিতে বান্ধি নিল॥
রাজার জীউ নিল লাংটিতে বান্ধিয়া।
সোনার ভোম্‌রা হৈল যম কায়া বদলিয়া॥ ৩১০
সোনার ভোম্‌রা হৈল যম কায়া বদলিয়া।
যমপুরী লাগিয়া যম যাইছে চলিয়া॥

যে ঘাটতে জল ভরে ময়না হেটমুণ্ড হৈয়া।
মাথার উপর দিয়া জীউ নি গেল বান্ধিয়া॥
চাক্ষসে গাঙ্গি যমক দেখিল। ৩১৫
ময়নার তরে একথা গাঙ্গি বলিতে লাগিল॥
'ওগো মা!—যার জন্যে জল ভরো তুমি হেটমুণ্ড হৈয়া।
সে তোর দুলাল সোয়ামী গেল পার হৈয়া॥'[১]
যেন কালে বুড়ী ময়না একথা শুনিল।
সোনার ঝাড়ি ডাঙ্গি ময়না কপালে ভাঙ্গিল॥ ৩২০
শীষের সিন্দূর হাতের শাঙ্খা মৈলান দেখিল।
কপালত চড়িয়া ময়না কান্দন জুড়িল॥

---

[১] পাঠান্তর: দরিয়ার নাগি মএনা গমন করিল।
দরিয়ার ঘাটে জাইয়া দরশন দিল॥
জল ভরিয়া মএনা ডাঙ্গাএ উঠিল॥
সত্যে ছিল গঙ্গা মাতা সত্যে ছিল ভাও।
নরদেহা হৈয়া গঙ্গা মাতা কারে পঞ্চ রাও॥
গঙ্গা বোলে শুন মএনা কার পানে চাও।
কার বাদে জল ভরি নিজাও বিরসে ভরিয়া।
জে তোরে রসিয়া কানাই পালাইছে ছাড়িয়া॥
জখন মএনামতি এ কথা শুনিল।
ঐঠিকোনা মএনামতি ধেয়ানত বসিল॥

একটা আমের পল্লব হস্তে করিয়া।
'সোয়ামী, সোয়ামী' বলিয়া চলিল কান্দিয়া॥
আপনার মহলক লাগি গমন করিল॥ ৩২৫
মাণিকচন্দর রাজার জ্ঞাতি সক্কল আনিল ডাক দিয়া।
'এক দণ্ড থাক আমার স্বামী আগুলিয়া॥
ডাকিনী ময়না যাই আমি যমপুরী লাগিয়া।
ঘাটায় পথে নাগাল পাইলে জীউ আনি ছিনিয়া॥'
জ্ঞাতি সক্কল রাজাক থাকলো আগুলিয়া। ৩৩০
ডাকিনী ময়না যাইছে তবে যমপুরী লাগিয়া॥

যমযুদ্ধ

কতেক দূর যাইয়া ময়না কতেক পন্থ পাইল।
বৈতরণীর ঘাটে যাইয়া উপস্থিত হৈল॥[১]

আপনার মহলে আসি দরশন দিল।
একশত রানি রাজার কান্দন জুড়িল॥
চরনে ধরিয়া মএনার কান্দন জুড়িল॥
হেমাই পাত্র বলি মএনা ডাকিবার নাগিল।
ডাক মধ্যে হেমাই পাত্র দরশন দিল॥
মএনা বলে শুন হেমাই কার পানে চাও।
জত মোনে গিয়াস্তা আইস ধরিয়া॥
জখন হেমাই পাত্র এ কথা শুনিল।
জত মোনে গিয়াস্তা ডাকিয়া আনিল॥
গিয়াস্তার তরে মএনা বলিবার নাগিল।
কি কর গিয়াস্তা সকল কার পানে চাও।
সোকল গুলা থাকেন পহারা বান্দিয়া।
যাবৎ আইসোঁ মএনামতি যমপুরিক দেখিয়া॥
পারেক জদি ধর্ম্মি রাজাক আইসন ধরিয়া॥

পাঠান্তর: সেই জে ঘাটে ঘাটিয়াল শশান মশান।
এইরূপে জদি জাই ঘাটকে নাগিয়া।
দেখিলে সে শশান মশান জাইবে পালেয়া॥

মহামন্ত্র গিয়ান নৈল বুড়ী ময়না হৃদয়ে জপিয়া।
সোনার ভোম্‌রা হৈল কায়া বদলিয়া ॥ ৩৩৫
উড়াও দিয়া বুড়ী ময়না ওপারে পড়িল।
ওপারেতে যাইয়া বুড়ী ময়না, বুদ্ধি আলয় হৈল ॥

মহামন্ত্র গিয়ান নিলে হৃদএ জপিয়া।
বিহুআ গোআলনি হৈল কায়া বদলিয়া ॥
দদির পসরা নৈল মএনা মস্তকে করিয়া।
ঘাটকে নাগিয়া মএনা জাএছে চলিয়া ॥
ঘাটের পারে জাএয়া মএনা রুপস্থিত হৈল।
শশান মশান বলি ডাকাইতে নাগিল ॥
পার কররে ঘাটিয়াল বেটা ব্যালা যায় বৈয়া।
দদি বেছাবার জাব আমি ওপার নাগিয়া ॥
শশান বলে শোন দাদা মশান প্রাণের ভাই।
এলায় জে নন্দ গোআলের মাইয়া থুইনু পার করিয়া।
এ কোনঠাকার গোআলনি আসিল্‌ ঘাটকে নাগিয়া ॥
দাদা ও গোআলনি নয় গোআলনি নয় মএনার চক্কর।
মায়া করি ছলিবার আইছে ঘাটের উপর ॥
নৌকা খান থুই জলেতে মুকিয়া।
আপনার মহলক নাগিয়া জাই পালাইয়া ॥
এখন নৌকা থুইল জলেতে মুকাইয়া।
আপনার মহলক গেল পালাইয়া ॥
ঐখানতে বুড়ি মএনা ধিয়ান করিল।
ধিয়ানতে বুড়ি মএনা পলানের লাগ্য পাইল ॥

পাঠান্তর : পার হৈয়া মএনামতি পাইয়া গেল কুল।
ঝাড়িয়া বান্দে মএনা মস্তকের চুল ॥

অতিরিক্ত পাঠ : মএনা বোলে জয় বিধি কর্ম্মের বোঁঝ ফল।
এইরূপে জদি জাই আমি জমপুরী নাগিয়া।
আমাক দেখিয়া জম বেটা জাইবে পালেয়া ॥

জীউ নিগিয়া যম বেটা আছেত বসিয়া।
হেন কালে বুড়ী ময়না গেল চলিয়া॥
যমপুরীতে যাইয়া ময়না পাতি গেল ধুম। ৩৪০
যত যমের ঘরে উঠিল্ মাথার বিষ, কারও উঠিল্ ধুম॥
ওঝা বৈদ্য হইয়া কেহ ঝাড়িবার লাগিল।
ঔষধ করিবার আলে যম জন জন পালাইল॥

মহামন্ত্র গিয়ান নিল বুড়ি মএনা হৃদয়ে জপিয়া।
বিচুআ ব্রাম্মনি হৈল কায়া বদলিয়া॥
পাঞ্জি পুস্তক নিলেক ঝোলঙ্গ ভরিয়া।
বামনির রূপে জাএছে মএনা জমপুরী নাগিয়া॥
জখন জম বামনিক দেখিল।
হাতে মাথে জম বেটা চমকিয়া উঠিল॥
জমপুরীতে নরলোক না আইসে চলিয়া।
আইজ ক্যান কোনঠাকার বামনি আসিল সাজিয়া॥
এখন জমের ঘর জিজ্ঞাস করতেছে—ওগো বৃধুমাতা।
তুমি কোথায় জাও চলিয়া॥
কি কারনে আসিলেন আমার জমপুরী নাগিয়া॥
বামনি বলে শুনরে জম জমের নন্দন।
আমিতো বিচুআ বামনি গননা করিবার গেছিলাম বিলাতক নাগিয়া
ঘুলা নাগি আসিলাম তোমার জমপুরিক নাগিয়া।
কিছু ভিক্‌খা দ্যাও আমি জাই চলিয়া॥
সুবুদ্ধ ছিল জমের কুবোধ নাগাল পাইল।
দশার গননা বামনির কাছে শুনিবার চাইল॥
একটু গননা শুনান পুস্তক হাতে নিয়া।
কিছু করি ভিক্‌খা দিব জান চলিয়া॥

তখন মএনা করিল কি ;—

শুব শুব বলি পাঞ্জি বাহের করিল টান দিয়া।
আপনি ধর্ম্মের পাঞ্জি বোলে রাও দিয়া॥

হাতের দোয়াদশ লাগি হুঙ্কার ছাড়িল।
ডাক মধ্যে দোয়াদশ আসিয়া খাড়া হৈল ॥[১] ৩৪৫
চামের দড়ি দিয়া গোদা যমক ভিড়িয়া বান্ধিল।
লোহার মুদ্গর দিয়া যমক ডাঙ্গাইতে লাগিল ॥

প্রথমে গনিল জত সগ্গের তারা।
তার পরতে গনিল জত পাতালের বালা ॥
তার পরতে গনিল জত বৃকৃখের পাত।
অবশেসে গনিল মএনা ভরন হাড়ির ভাত ॥
গনিতে গনিতে মএনা এক তুফর করিল।
জমের কথা বলিতে নাগিল ॥
রে জম বেটা তোমার বড় গুজব দেখিতেছি।
মানিকচন্দর রাজার জিউ আনছেন বান্দিয়া।
সে ডাহিনি মএনা আসিছে তোমার জমপুরী নাগিয়া ॥
জখনে গোদা জম মএনার নাম শুনিল।
হাতে মাথে গোদা জম কাপিয়া উঠিল ॥

[১]পাঠান্তর : মএনা বোলে ওরে আবাল জম তুমি কার প্রানে চাও।
ভয় না খাও তুমি প্রাণে না খাও ডর।
আমি মএনা থাকিতে ভয় কর কি কারন ॥
আমার সোআমিক ক্যানে আনলেন জমপুরী নাগিয়া।
শিঘ্রগতি আমার সোআমিক দ্যাওতো আনিয়া ॥
জদি বলেন আমার সোআমিক তোরা না দিবেন আনিবা।
জত মোনে জমক আমি ফ্যালাব মারিয়া ॥
শিঘ্রগতি সোআমিক আমার দ্যাওতো আনিয়া।
আবাল বোলে শুন মএনা কার প্রানে চাও ॥
একটা হাটের জিউ জত মুই দ্যাওতো দেখাইয়া।
কুষ্ঠি হয় তোমার সোআমির জিউ নিজাও ধরিয়া ॥
এ গলি ও গলি মএনা বেড়ায় দেখিয়া।
তবুও রাজার জান না পাইল খুজিয়া ॥

'এক জীবের বদল কত জীব দিলাম সাজেয়া।
তবুও আমার সোয়ামির জীউ আনছিস্ বান্ধিয়া ॥'
ক্রুদ্ধ হইয়া বুড়ী ময়না ডাঙ্গাইতে লাগিল। ৩৫০
মাও দায় দিয়া কবুল করিল ॥

জখন মএনামতি রাজাক না দেখিল।
দেখিতে দেখিতে মএনা বান্দির নাগাল পাইল ॥
বান্দির গলা ধরি কান্দন জুড়িল ॥
দেখিতে দেখিতে মএনা পাটহস্তির নাগাল পাইল।
পাটহস্তির গলা ধরি কান্দন জুড়িল ॥
জখন মএনামতি রাজাক না দেখিল।
গোদা জমক ধরি মএনা মারিবার নাগিল।
মাইর ধৈর খাইয়া জম মাও দায় দিল ॥
গোদা বোলে শুন মা জননি লক্ষি রাই।
চল দেখি চলি জাই শিবের বরাবর।
জদি কালে হুকুম করে ভোলা মহেশ্বর ॥
তবে জে ধরি জাও তোমার সোআমিক আপনার মহল ॥
ওঠে থাকি হৈল মএনার হরসিত মন।
শিবের সাক্থাৎ জাইয়া দিল দরশন ॥
শিব বোলে শুন মএনা বাক্য আমার ন্যাও।
তুমি জ্যামন আইস্ছ আমার জমপুরিক নাগিয়া।
এই মত নরলোকে আসিবে সাজিয়া ॥
আপনা আপনি জিউ নি জাইবে ফিরিয়া ॥
পেষ্ঠি জুখিয়া আইয়ত জাগা না আর পাবে।
তালুকে তালুকে এ হাট বসিবে ॥
একটা কথা বলি মা তোর বরাবর।
মানেন কি না মানেন বলি তোরে মএনা সুন্দর ॥
একটা আশিব্বাদ দেই মা তোর বরাবর।
মানেন কি না মানেন বলি তোরে মএনা সুন্দর ॥

'আর না ডাঙ্গাইস আমাক বিস্তর করিয়া।
আইস, আইস, যাই যমের বাজারত লাগিয়া॥
কোন্‌টা হৈছে তোর স্বামীর জীউ নেইক চিনিয়া॥'
যমক ধরি ডাকিনী ময়না যমের বাজার গেল। ৩৫৫
হস্তীঘোড়া দেখি ময়না কান্দিতে লাগিল॥
'আমার স্বামীর বদল হস্তীঘোড়া, দিলাম সাজেয়া।
তবুও আমার স্বামীর জীউ আন্‌লে বান্ধিয়া॥'
এই গলি হৈতে ময়না ও গলি গেল।
ভাই বান্দীকে দেখি ময়না কান্দিতে লাগিল॥ ৩৬০
'আপনার বান্দী ভাইকে দিলাম সাজেয়া।
তবুও আমার স্বামীর জীউ বেটা গোদা আন্‌লেক বান্ধিয়া॥'
সৈন্য সেনার গলা ধরি ময়না কান্দিতে নাগিল।
হাত হস্‌কিয়া গোদা যম পলায়ন হৈল॥
আপনার মহালে গোদা যম গেল পালাইয়া। ৩৬৫
যমরাণীকে গোদা দিয়াছে বলিয়া॥

মএনা বোলে প্রভু কি আশিব্বাদ দিবেন আমার বরাবর।
শিব বোলে শুন মএনা বাক্য আমার ন্যাও।
এই আশিব্বাদ আমি দিবার চাই তোর বরাবর।
নও মাসিয়া ছেলে হইবে তোর হিদ্দের ভিতর।
তাকে নৈয়া তুই রাজ্য করবু পাটের উপর॥
মানিকচন্দ্র মরি গেল গোপিচন্দ্র হবে।
নাম কলম লিখিয়া দিনু জমপুরির ভিতর।
শিব বোলে শুন মএনা সেও ছেইলার কথা তুমি মোর ঠে ন্যাও শুনিয়া।
আঠার বচ্ছর জনম উনিশে মরন।
শিঘ্রগতি গুরু ভজে জ্যান ঐ হাড়ির চরন॥
একিকালে তোর পুত্রের না হবে মরন।
মএনা বোলে শুন শিব ঠাকুর বলি নিবেদন।
এইত আবাল জমক মুই না দিমু ছাড়িয়া।
জদি কালে ছাইলা হয় আমার বরাবর।

'হাত ধরি, যমরাণী, পাও ধরি তোর।
তোমার ধর্মের দোহাই লাগে আমার প্রাণ রক্ষা কর ॥
মাণিকচন্দ্র রাজার জীউ আমি আনছি বান্ধিয়া।
ডাকিনী ময়না ধরিবার কারণ আইছে যমপুরী লাগিয়া ॥' ৩৭০
'কেনে, যম, কান্দিস যমরাণী করিয়া।
বিলাদ্ হৈতে যদি আচ্ছিস চলিয়া ॥
এক কল্‌কি তামু যদি আমি নাই দেই সাজেয়া।
তার জন্যে মারছিস্ আমাক লোহার মুদ্গর দিয়া ॥
তার সাজা দেউক এখন ডাকিনী ময়না আসিয়া ॥' ৩৭৫
তবু আরো গোদা যম কান্দিতে নাগিল।
গোদার কান্দন দেখি যমরাণীর দয়া হৈল ॥
বিছানার খেড় দিয়া যমকে কোনা বাড়িত ঢাকিয়া রাখিল ॥
যখন গোদা যম পলায়ন হৈল।
তখনে বুড়ী ময়না ধিয়ান করিল ॥ ৩৮০
ধিয়ানতে বুড়ী ময়না যমক কোনাতে নাগাল পাইল ॥
সৈন্যে সেনা হস্তীঘোড়া রাখিলেক রাস্তায় ডাড়েয়া।
যমরাণী রূপ হৈল কায়া বদলিয়া ॥
মায়া করি যাইছে গোদা যমের মহলক নাগিয়া ॥
'ভৈন, ভগ্নি' বলি ময়না ডাকাইতে নাগিল। ৩৮৫
কোনা বাড়ী থাকি যম কাঁপিতে নাগিল ॥
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল ॥

তবু নি আসিবে তোমার জমপুরির ভিতর ॥
জদি কালে ছাইলা না হয় আমার বরাবর।
সোআমির নগতে জমক পাঠামো জমের ঘর
হস্ত গলায় গোদা জমক ফ্যালাইল বান্দিয়া।
আপনার মহলক নাগি চলিল হাটিয়া ॥
আপনার মহলে মএনা দরশন দিল।
হেমাই পাত্র বলি মএনা ডাকিবার নাগিল ॥

গোদার স্ত্রী যমরাণী বাহির বেরাইল।
যমরাণী তরে কথা ময়না বলিতে নাগিল ॥
'ওগো, দিদি, বালক কালে বাপ মায়ে বেচেয়া খাইছে অন্য ঘরে। ৩৯০
ভৈনে ভৈনে দেখা নাহি হয় এ ভব সংসারে ॥
অবোধ কালে তোমার ভগ্নিপতি গেইছে মরিয়া।
গয়না পত্র নি বেড়াই আমি ঝোলঙ্গাত ভরিয়া ॥
ভৈনের মত মানুষ না পাই তাক দেই ফেলাইয়া ॥'
যখন যমরাণী গয়নার নাম শুনিল। ৩৯৫
ময়নাক নিগিয়া ভিতর অন্দরে আঙ্গিনাত বসিবার দিল ॥
যখন বুড়ী ময়না আঙ্গিনাত বসিল।
ধিয়ানত গোদা যমক বিছানার খেড়ত দেখিল ॥
মহামন্ত্র গিয়ান নিল হৃদয়ে জপিয়া।
চ্যাঙ্গা বোড়া সাপ হৈল বুড়ী ময়না কায়া বদলিয়া ॥ ৪০০
চ্যাঙ্গা বোড়া হইয়া ময়না এক ঝম্প দিল।
চট্‌কি যাইয়া গোদা যমর ঘাড়ত বসিল ॥
ইন্দুর হৈয়া গোদা যম খালতে সোন্দাইল।
এঠে বুড়ী ময়না দিশাহারা হৈল ॥
ধিয়ানের বুড়ী ময়না ধিয়ান করিল ॥ ৪০৫
ধিয়ানতে বুড়ী ময়না ইন্দুরের লাগ্য পাইল ॥
মহামন্ত্র গিয়ান নিল বুড়ী ময়না হৃদয়ে জপিয়া।
লক্ষ গোণ্ডা বার বিলাই হৈল কায়া বদলিয়া ॥
এক এক করি খালের ইন্দুর খায়ছে গিলিয়া ॥
'মুঞি যখন ইন্দুর বেটাক ফ্যালানু গিলিয়া।
বাম গাল্‌সি দিয়া বেটা পড়িল হস্‌কিয়া ॥' ৪১০
কইতর হৈয়া গোদা যম সগ্‌গে উড়াইল।
ওঠে ময়না বুড়ী দিশাহারা হৈল ॥
মহামন্ত্র গিয়ান নিলে ময়না হৃদয়ে জপিয়া।
লক্ষ গণ্ডা হাড়িয়া বাজ হৈল কায়া বদলিয়া ॥
এক্‌কে টালে কৈতর বেটাক মৃত্তিকায় ফেলাইল। ৪১৫
সর্ষা হৈয়া গোদা যম ডুবুলায় লুকাইল ॥

ওঠে বুড়ী ময়না দিশাহারা হৈল।
ধিয়ানের বুড়ী ময়না ধিয়ান করিল।
ধিয়ানেতে ময়না বুড়ী সর্পার লাগ্য পাইল॥
মহামন্ত্র গিয়ান নিলে হৃদয়ে জপিয়া। ৪২০
লৈক্ষ গণ্ডা ঘুঘু কৈতর হৈল কায়া বদলিয়া॥
এক এক করিয়া সর্পা খাইছে গিলিয়া।
আবার বাম গাল্‌সি দিয়া গোদা পড়িল হস্‌কিয়া॥
ইচিলা মাছ হৈয়া গোদা থার বাড়িত লুকাইল।
ওঠে ময়না বুড়ী দিশাহারা হৈল॥ ৪২৫
ধিয়ানতে বুড়ী ময়না ধিয়ান করিল।
ধিয়ানতে বুড়ী ময়না ইচিলার লাগ্য পাইল॥
মুনিমন্ত্র গিয়ান নিলে হৃদয়ে জপিয়া।
লক্ষ গণ্ডা মইষ হৈল কায়া বদলিয়া॥
এক এক করি থার জাবুরাক খাইছে গিলিয়া। ৪৩০
‘এই বার বেটা গোদাক ফ্যালামু গিলিয়া॥’
আবার বাম গাল্‌সি দিয়া গোদা পড়িল হস্কিয়া॥
বাম গাল্‌সি দিয়া গোদা হস্‌কিয়া পড়িল।
পুটি মাছ হৈয়া গোদা দরিয়াত চিলকিতে লাগিল॥
ওঠে বুড়ী ময়না দিশাহারা হৈল॥ ৪২৫
মুনিমন্ত্র গিয়ান নিলে হৃদয়ে জপিয়া॥
লক্ষ গণ্ডা জটিয়া বক হৈল কায়া বদলিয়া॥
এক এক করি পুটি মাছক ফ্যালাছে গিলিয়া॥
বাম গাল্‌সি দিয়া গোদা হস্‌কিয়া পড়িল।
টোরা গছি মাছ হইয়া ভ্যারোতে সোন্দাইল॥ ৪৪০
ওঠে বুড়ী ময়না দিশাহারা হৈল॥
ধিয়ানের বুড়ী ময়না ধিয়ান করিল।
ধিয়ানতে বুড়ী নয়না টোরা গছির লাগ্য পাইল॥
মুনিমন্ত্র গিয়ান নৈল বুড়ী ময়না হৃদয়ে জপিয়া।
লক্ষ গণ্ডা পানিকৌড়ী বানোয়ার হৈল কায়া বদলিয়া॥ ৪৪৫
এক এক করি ভ্যারোত মাছক খাইছে গিলিয়া॥

বাম গাল্‌সি দিয়া গোদা হস্‌কিয়া পড়িল।
কুড়িয়া লাতুর বৈষ্ণব হৈয়া ডাঙ্গাত উঠিল॥
গায়ের মাংস গোদা যমের পড়েছে হস্‌কিয়া।
সরা পচার গন্ধেতে যাইছে পালাইয়া॥ ৪৫০
ডালি ডালি মাছি যাইছে পাছোতে উড়িয়া।
দুইটা আমের পল্লব নিছে দুই হস্তে করিয়া॥
যাইছে এখন গোদা যম মাছি খেদাইয়া॥
ওঠে বুড়ী ময়না দিশাহারা হৈল।
ধিয়ানের বুড়ী ময়না ধিয়ান করিল॥ ৪৫৫
খট্ খট্ করি বুড়ী ময়না হাসিয়া উঠিল॥
'তেমনিয়া বুড়ী ময়না এই নাও পাড়াবো।
মাছি রূপে বেটা গোদাক রাস্তায় ধরিব।'
মুনিমন্ত্র গিয়ান নিলে ময়না হৃদয়ে জপিয়া।
ঢন্‌ঢনিয়া মাছি হৈল দুইটা কায়া বদলিয়া॥ ৪৬০
ঢন্‌ঢনিয়া মাছি হইয়া উড়াও করিল।
রাস্তার মধ্যে যাইয়া বেটার ঘাড়তে বসিল।
গায়ের রোমা গোদা যমের শিউরিয়া উঠিল॥
'এতগুলা মাছি পড়ছে আমার গায়ে সোলাতে পাতল।
ইয়াও কেমন মাছি উড়ি পৈল বাইশ মণ পাথর॥' ৪৬৫
'মাছি নয়, মাছি নয় ময়নার চক্‌কোর।
মায়া করি ধৈল্লে আমাক পথের উপর॥'
যখনে গোদা যম ময়নার নাম নিল।
নিজ মূর্তি ধারণ করি যমক ধরিল॥
চামের দড়ি দিয়া বেটাক ভিড়িয়া বান্ধিল। ৪৭০
নোয়ার মুদ্গর দিয়া বেটাক ডাঙ্গাইতে নাগিল॥
ঘোড়ার লাগাম দিলে বেটার মুখ্‌খে তুলিয়া।
এক লম্ফ দিয়া গোদার পিঠেতে চড়িল।
নোয়ার মুদ্গর দিয়া ডাঙ্গাইতে নাগিল॥
এক ডাঙ্গ দুই ডাঙ্গ তিন ডাঙ্গ দিল। ৪৭৫
মাও দায় দিয়া গোদা কান্দিতে নাগিল॥

'আর না ডাঙ্গাইস, মা, মোগ্ বিস্তর করিয়া।
লাংটিত আছে তোর সোয়ামীর জীউ দেওছোঁ হস্কিয়া॥'
এক কোশ দুই কোশ তিন কোশ গেল।
'গুরু, গুরু,' বলিয়া গোদা কান্দিতে লাগিল॥ ৪৮০
কৈলাস হইতে শিব গোরখনাথ মঞ্চকে নামিল।
রাস্তার মধ্যে ধরিয়া ময়নাক বুঝাতে নাগিল।

দেবগণ কহিছে ময়নাক—'ওগো, মা!'

'আমার গুলার হুকুমে রাজার জীউ আনলে বান্ধিয়া।
এলায় যদি তোর সোয়মীর জীউ নিগাইস ছিনিয়া॥ ৪৮৫
এই মতো নরলোকে নিগাবে ছিনিয়া॥
একটি আশীর্বাদ দেই মা পথে আসিয়া।
তোমার সোয়ামীর জীউ যা, মা, তুই খইরাত্ করিয়া॥
একটি সন্তান আছে, মা, তোর হৃদয়ের ভিতরে।
তাহার আশীর্বাদ লিখি আনি দেই বিধাতার বরাবরে॥' ৪৯০
নারদক নাগিয়া শিব গোরখনাথ হুঙ্কার ছাড়িল।
ডাকমধ্যে নারদ মুনি আসিয়া হাজির হৈল॥
গোদার বন্ধন নারদ মুনি খালাস করি দিল।
আপনার মহলক নাগি গোদা যম পলাইতে লাগিল॥
একখান দোলার মাঝে যাইয়া গোদা যম ভিড়িয়া বসিল। ৪৯৫
কাঁকড়া মইচ্চের খালোতে পাত্ত করিল॥
পাতালতে ছিল কাঁকড়া কাঁকড়ানী চম্কিয়া উঠিল॥
কাঁকড়া বোলে, 'শোন, কাঁকড়ানী, বচন মোর হিয়া।
টুনিব্যাং চ্যাচাইলো আমার খালোতে আসিয়া॥
চল চল যাই স্বর্গক লাগিয়া॥' ৫০০
পাতালর কাকড়া স্বর্গতে উঠিল।
খালের মুখে যাইয়া গোদার টিক্রার নাগ্য পাইল॥
ডাবুয়া দিয়া গোদার টিক্রা ধইল্লো চিম্টাইয়া।
পাতালক নাগিয়া গোদাক নিগায় টানিয়া॥

যাবৎ আরো গোদা নড়ে আর চড়ে। ৫০৫
ডাবুয়া দিয়া কাঁকড়া আর কাঁকড়ানী কচলে কচলে ধরে ॥

গোদা কইছে,—

'হায়, হায়রে, বুড়ী শালী, তুই গিয়ানে ডাঙ্গর।
কাঁকড়া মইচ্চ হইয়া শালী টিক্‌রায় কামড় ॥'
যখনে গোদা যম একথা বলিল।
কাঁকড়া কাঁকড়ানি পাতালে ভাবিতে নাগিল ॥ ৫১০
কাঁকড়া বলে, 'শোন, কাঁকড়ানী, বচন মোর হিয়া।
গোদা শালা আস্‌ছে আমার খালোতে নাগিয়া ॥
তেমনি কাঁকড়া মুনি এই নাও পাড়াবো।
মাণিকচান রাজার জীউ এইঠে ছিনিয়া নিব ॥'
কচলান সবার না পারিয়া গোদা যম কান্দিতে নাগিল। ৫১৫
রাজার জীউ হস্‌কিয়া বাম হস্তে নিল ॥
'গুরু, গুরু,' বলি গোদা যম রোদন করিল।
ধিয়ানের শিব গোরখনাথ ধিয়ানে দেখিল ॥
গোরখনাথ বলে, 'জয় বিধি, কর্ম্মের বোঝোঁ ফল।
কাঁকড়া বেটা বৈরী হৈছে খালের উপর ॥' ৫২০
যখনে শিব গোরখনাথ কাঁকড়ার নাম নিল।
পট্ করি কাঁকড়ার ডাবুয়া টিক্‌রায় ভাঙ্গি গেল ॥
খালাস পাইয়া গোদা যমে দৌড় ধরিল ॥
আগে আগে যায় গোদা দৌড়িয়া দৌড়িয়া ॥
কাঁকড়ার ডাবুয়া যায় ঢুলানি খ্যালেয়া ॥ ৫২৫
আপনার মহলক যাইয়া গোদা খাড়া হৈল।
যমরাণীর তরে গোদা বলিতে নাগিল ॥
'হাত ধরোঁ যমরাণী, পাও ধরোঁ তোর।
তোর ধর্ম্মের দোহাই নাগে আমার হেউনালি কাঁটা খোল ॥'
গোদার কান্দন দেখিয়া যমরাণীর দয়া হৈল। ৫৩০
আদ্দুর হোতে টিকার চামড়া কাটিয়া নামাইল ॥
আদ্দুর হোতে টিকার চামড়া নামাইল কাটিয়া।
কাটা ঘাতে দিল যমরাণী মুন জামির চিপিয়া ॥

জ্বালা সবার না পারি গোদা দরিয়া ঝাঁপ দিল।
দরিয়ার ছেব্‌লাই মাছ কাটা ঘাত ঠেকাইতে লাগিল ॥ ৫৩৫
গোদা বলে, 'বুড়ী ময়না গিয়ানে ডাঙ্গর।
ছেবলাই মৎস্য হৈয়া শালী মোর টিক্‌রায় কামড় ॥'
দরিয়া হৈতে গোদা যম ডাঙ্গাত উঠিল।
খ্যাড়বাড়ি যাইয়া গোদা ভিড়িয়া বসিল ॥
খ্যাড়বাড়ির ফুক্‌টি গুনা বিন্ধাইতে লাগিল। ৫৪০
ভগবানের নিকট গোদা গমন করিল ॥
মাণিকচান রাজার জীউ দিলে দাখিল করিয়া।
আপনার মহলক নাগিয়া গোদা গেল চলিয়া ॥
গুরুর বাক্য নারদ মুনি বৃথা না করিল।
আশীর্বাদের লিখন আনিয়া জোগাইল ॥ ৫৪৫
যখন ডাকিনী ময়না লিখন পাইল।
অক্ষর ধরিয়া ময়না অক্ষর চিনিল ॥
লিখন পড়িয়া ময়না নামঞ্জুর হৈল।
ময়না বলিছে, 'গুরু, আঠারো জনম ছেইলার উনিশে মরণ।
দোকলম করিয়া যদি দেয় বিধাতা পাটত বসিয়া। ৫৫০
তবে সে ডাকিনী ময়না যাবো ফিরিয়া ॥'

শিব গোরখনাথ ময়নাক বলিছে,—'ওগো মা,'

'বিধাতার কলম খণ্ডান না যায়।
ভাঙ্গা জোড়া দুইটি কর্ম বিধাতা করায় ॥
আড়াই মাসের সন্তান আছে তোর গর্ভের মাঝারে। ৫৫৫
তাহার আশীর্বাদ দেই দেবগণ পথের মাঝারে ॥
আঠারো জনম ছেইলার উনিশে মরণ।
শীঘ্র নেগি ভজাইস সিদ্ধা হাড়ির চরণ ॥
ঐ সিদ্ধাক ভজাইলে তোমার ছেইলার না হবে মরণ ॥'

যখন ময়নামতী আশীর্বাদ পাইল। ৫৬০
হস্তীঘোড়া নিয়া ময়না আপনার মহলক গেল।

আপনার মহলে ময়না দরশন দিল।
'হেমাই পাত্র' বলি ময়না ডাকিবার নাগিল॥
'কি কর, হেমাই পাত্র, কার পানে চাও।
যত মন কীর্তনিয়াক আইস ধরিয়া। ৫৬৫
সোয়ামীক শস্ করিব গঙ্গাক নিগিয়া॥
কি কর গিয়াস্তা সকল নিশ্চিন্তে বসিয়া।
দক্ষিণ দুয়ারি বাঙ্গলা ফেলাও ভাঙ্গিয়া।
যত মনে খুটা খড়ি নি যাও ধরিয়া॥[১]
রাম খুটা চন্দন খুটা বেল খুটা নাও সঙ্গে নাগাইয়া। ৫৭০
তিল সরিষা তেল ঘি নেও কোটোরায় ভরিয়া॥
রাজাক শস্ করিবার যাই গঙ্গাক নাগিয়া।'
চন্দন খুটার মছলি দ্যাও তৈয়ার করিয়া॥
সঙ্গে করিয়া নেও রাজাক কান্ধে করিয়া।
শস্ করিবার যাই গঙ্গাক নাগিয়া॥[১] ৫৭৫
গঙ্গাক নাগিয়া জ্ঞাতা সকল গমন করিল।
গঙ্গার কূলে যাইয়া উপস্থিত হৈল॥
যখন গিয়াস্তা সকল সংবাদ শুনিল।
ভারে ভারে খুটা খড়ি উঠাইবার নাগিল॥
ময়না বলে, 'হায়, বিধি, মোর করমের ফল॥' ৫৮০
পাঁচ লোটা গঙ্গার জলে রাজাক ছিনান করাইল।
ধৌত বস্ত্র রাজাক পরিধান করাইল॥
রাজাক নৈল জ্ঞাতা চৌদলে করিয়া।
কীর্তনীয়া যায় কীর্তন করিয়া॥
একটা আমের পল্লব ময়না হস্তে করিয়া। ৫৮৫
সোয়ামীর পাছে পাছে ময়না যাইছে চলিয়া॥

---

[১]পাঠান্তর: গঙ্গামাতা বলিয়া মএনা তুলিয়া ছাড়ে রাও।
ঘরে ছিল গঙ্গামাতা বাহিরে দিল পাও॥
কি কর গঙ্গা বহিন নিচন্তে বসিয়া।
মধ্য দরিয়াএ ছ্যাও আমাক বালু চর করিয়া॥

রাজাক শস্ করিবার ময়না জাগা না পাইল।
জ্ঞাতার তরে কথা ময়না বলিতে নাগিল ॥
'আমার সোয়ামীকে নেই কোলায় করিয়া।
গঙ্গার মধ্যে আমি থাকি দাঁড়াইয়া ॥ ৫৯০
কাঠ খুটা দেও চতুদিগে ফ্যালায়া।
সোয়ামীকে শস্ করি আমি গঙ্গায় দাঁড়ায়া ॥'

জখন গঙ্গামাতা একথা শুনিল।
মধ্য দরিয়াত গঙ্গা বালু চর করি দিল ॥
একইস কড়া কড়ি দি ভুঁই কিনি নিল।
চাইর দিকে চাইরটা গোজ গারিয়া ফেলিল ॥
তত মোনে খুটা খরি গাথিয়া তুলিল।
হরি বোল বলিয়া রাজাক চিতাএ তুলি দিল ॥
গিয়াস্তার তরে মএনা বলিতে নাগিল।
কেউ জ্যান ফিক্ দ্যায় না আমার শরিলের ভিতর।
নও মাসিয়া ছেইলা আমার হিদ্দের ভিতর ॥
কেউ ফিক্ না দিবেন আমার শরিলটার উপর ॥
সোআমির চরণে মএনা প্রনাম করিয়া।
রাজার ডাইন দিকে মএনা রহিল শুইয়া ॥
রাজার হস্ত দিয়া মএনা শিওর দিল।
মএনার হস্ত ফির রাজার সিতানে দিল ॥
উপরত খুটা খরি গাথিয়া তুলিল।
হাড়ি হাড়ি তৈল ঘিউ ছিটিবার নাগিল ॥
কি কর বামন সকল কার প্রানে চাও।
চিতা উছগ্‌গ তোমরা এই সময় করি দ্যাও ॥
চিতা উছগ্‌গ করিয়া বামনের হরসিত মন।
কি কর গিয়াস্তা সকল নিচস্তে বসিয়া।
চতুদ্দিকে আগুন দ্যাওতো নাগাএয়া ॥
ধিক্ ধিক্ করিয়া আগুন উঠিল জলিয়া ॥

ময়নার বাক্য জ্ঞাতা সকল বৃথা না করিল।
কাষ্ঠ খুটা চতুর্দিগে ফ্যালায়া দিল ॥
তিল সরিষা তৈল ঘি দিল চুলিতে ফ্যালায়া। ৫৯৫
আপনে ডাকিনী ময়না দিলে আনল নাগেয়া ॥
বহ বহ করিয়া আনল উঠিল জ্বলিয়া ॥

সাত দিন নও রাইত মএনা আগুনের ভিতর।
পোড়া না জায় মাথার ক্যাশ পরিধানের কাপড় ॥
মহারাজাক পুড়িয়া মএনা কোলাএ করিল ছাই।
মএনামতি বসিয়া আছে যেন ঘরের গোসাই ॥
ছোট গিয়াস্তা উঠি বলে বড় গিয়াস্তা ভাই।
সাত দিন নও রাইত ভরি অন্ন নাহি খাই ॥
খিদার তিষ্টায় বড় দুকৃখ পাই ॥
ফিক্ দিয়া মএনামতিক বের কর টানিয়া।
বড় একটা কলস দেই ওর গলাত বান্দিয়া ॥
দরিয়াত মএনামত্তিক দেই ভাসাইয়া।
ফিক্ দিয়া ফেলিয়া দেই দরিয়াত নাগিয়া ॥
আঙ্গরা ভাসাইয়া জাব মহলক নাগিয়া ॥
ফেক্ দিয়া ফ্যালায়া দিলে দরিয়ার মাঝারে।
দরিয়াতে পড়ি মএনা হাসে মনে মনে ॥
মএনা বলে শুন গঙ্গা কার প্রানে চাও।
শূন্য করি ধবল বান গ্যাওতো তুলিয়া।
জত মোনে আঙ্গারাগিলা জাউক ভাসিয়া ॥
কুঘাটে ডুবিল মএনা সুঘাটে উঠিল।
আনন্দে ধর্ম্মের নামে প্রনাম করিল ॥
চাউলের পিণ্ড না পাইয়া মএনা বালুর পিণ্ড দিল।
আপনার সোয়ামির নামে প্রনাম করিল ॥
হারিয়া কোনের গ্যাওআ জ্যান গর্জ্জিতে নাগিল।
আইও বাবা বলিয়া মএনা কান্দিতে নাগিল ॥

কোলাতে পুড়েছে রাজাক স্বর্গে উঠি ধুমা।
ব্রহ্মার ভিতর বসি থাকিল্ যেমন কাঞ্চা সোনা ॥
কোলাতে পুড়িয়া রাজাক কোলাতে কৈল ছাই। ৬০০
ব্রহ্মার ভিতর বসি থাকিল ময়না লোহার কলাই ॥
কোলায় পুড়িয়া ময়না আঙ্গার দিল ভাটি।
ব্রহ্মায় বসিয়া থাকব যেন লোহার খাটি ॥
দুখান এখান করি খড়ি দিল চিতার উপর।
সাত দিন জ্বলে আনল শিরের উপর ॥ ৬০৫
রাজাকে শস্ করিয়া ময়না পাহাড়ে পাও দিল।
গোপীচন্দ্র রাজার জন্ম চুলির মাঝে হৈল ॥
ছাইলাক দেখিয়া ময়না বড় খুসি হৈল।
গঙ্গাতে এক ডুব দিয়া ছেইলা কোলে নিল ॥
হরি ধ্বনি দিয়া জ্ঞাতা সকল গমন করিল ॥ ৬১০

গোপীচন্দ্র

মাণিকচন্দ্র মরি গেল গোপীচন্দ্র হৈল।
'হেমাই পাত্র' বলি ময়না ডাকিবার লাগিল ॥
'কি কর, হেমাই পাত্র, কার পানে চাও।
শীঘ্রগতি সোনা দাইক আনিয়া জোগাও ॥'
যখন হেমাই পাত্র ছাইলাক দেখিল। ৬১৫
দেখিয়া হেমাই খুসি ভাল হৈল ॥
সোনা দাইর বাড়ি লাগি গমন করিল।
সোনা দাইর বাড়ি যাইয়া দরশন দিল ॥
'সোনা, সোনা' বলি হেমাই ডাকিতে লাগিল।
হেমাইকে বসিবার দিল দিব্য সিংহাসন। ৬২০
কর্পূর তাম্বুল দিয়া জিগ্গায় বচন ॥
'কেনে কেনে, হেমাই পাত্র, হরষিত মন।
কি বাদে আসিলেন তার কও বিবরণ ॥
হেমাই কয়, 'শুন, সোনা, করি নিবেদন ॥

মাণিকচন্দ্র মরি গেল গোপীচন্দ্র হৈল। ৬২৫
নাড়িচ্ছেদ করিতে সোনা শীঘ্রগতি চল ॥'
যখন সোনা দাই একথা শুনিল।
রামতেল বিষ্ণুতেল কেশেতে মাখিল ॥
সোনার নও কড়া কড়ি ন্যায় অঞ্চলে বান্ধিয়া।
গুয়া খোয়া বিশি নিলে কমরে বান্ধিয়া। ৬৩০
সুবর্ণের খঞ্জনি নিলে খোঁপায় গুঞ্জিয়া।
দরিয়াক নাগিয়া দাই চলিল হাঁটিয়া ॥
দরিয়ার কূলে যাইয়া দরশন দিল।
যখন ময়নামতী সোনা দাইক দেখিল ॥
মুখত কাপড় দিয়া ময়না হাসিতে নাগিল। ৬৩৫
ছাইলা দেখিয়া সোনা বড় আনন্দিত হৈল ॥
'কি কর, হেমাই পাত্র, কার পানে চাও ॥
একখান কলার নেউজ পাত আইস তো ধরিয়া।
নাড়িচ্ছেদ করিব আমি এখানে বসিয়া ॥'
যখন হেমাই পাত্র একথা শুনিল। ৬৪০
নেউজ পাত শীঘ্রগতি আনিয়া জোগাইল ॥
নও কড়া কড়ি দিল পাতোত বিছিয়া।
তিন আঙ্গুল জুখিয়া রাজার নাড়িচ্ছেদ করিল ॥[১]
নাড়িচ্ছেদ করিয়া সোনার হরষিত মন।
দরিয়ার জল দিয়া করিল ছেনান ॥ ৬৪৫
ছেনান করিয়া সোনা দাইর হরষিত মন।
হাসিয়া খেলিয়া দিলে ময়নার কোলাত তুলিয়া ॥
ছাইলা পাইয়া ময়নার হরষিত মন।
আপনার মহলক নাগি করিল গমন ॥

---

[১]পাঠান্তর: আপনার মহলক নাগিয়া গমন করিল।
দাইয়ানিক ডাকায় নাড়ি ছ্যাদ করিল ॥
পন্দর দিন অন্তর নাপিতক আনাইল ডাক দিয়া
মস্তক খেউরি করিল রাজ পাটে বসিয়া ॥

আগে আগে ময়নামতী যাইছে চলিয়া। ৬৫০
পাছে পাছে হেমাই পাত্র যাইছে চলিয়া॥
কতেক দূর যায় ময়না কতেক পন্থ পায়।
আর কত দূর যাইয়া আর এক ছেইলার পথে নাগাল পায়॥
রাজাক নিলে ময়না পিঠে করিয়া।
ছাইলাটাক নিলে ময়না কোলাত করিয়া॥ ৬৫৫
কাখে আর কোলে নিয়া গেল চলিয়া।

আপনার মহলে যাইয়া ময়নার হরষিত মন॥
তিন দিন অন্তরে রাজাক তিন কামান করিল।
চাইর দিন অন্তরে রাজার চতুর্থী করাইল॥
ব্রাহ্মণ পঞ্চজন আনিয়া তার বেদবিধি করাইল। ৬৬০
আজি আজি কালি কালি দশ দিন হৈল॥
দশ দিন অন্তর রাজার দশা করিল।
আজি কালি করিয়া ত্রিশ দিন পুরিল

আজি আজি কালি কালি করিয়া দস দিন হইল।
দস দিন পরে রাজা এ দসা করিল॥
ত্রিস দিনে রাজা ত্রিসা করিল, সংকীর্ত্তন করিবার লাগিল।
জাস্তা সকল আসিয়া যজ্ঞ করিল॥
যত জ্ঞাতি সকলক ভোজন করাইল।
তদ ঘড়ি ময়নামতি মৎস পরস করিল॥
আজি আজি কালি কালি করিয়া এক বৎসর হইল।
এক বৎসর বাদে এক দিন আসিল॥
আজি কালি করিয়া পাঁচ বৎসর হইল।
গুরুর নিকটে পড়িবার দিল॥
চারি কলমে রাজাক লিখা সিখাইল।
আজি কালি করিয়া সাত বৎসর হইল।
নাম রাজার তখনই রাখিল।
মানিকচন্দ্র রাজার বেটা গোপীচন্দ্র থুইল॥
তাহার ছোট ভাইয়ের নাম খেতুয়া লঙ্কেশ্বর॥

ত্রিশ দিন অন্তরে রাজার ক্রিয়া শুধু হৈল।
যত মনে জ্ঞাতা ভোজন করাইল ॥ ৬৬৫
ক্রিয়া শুধু করিয়া ময়নার হরষিত মন।
রাজ্য করি খায় ময়না আপনার মহল ॥

আজি আজি কালি কালি ছয় মাস হৈল।[১]
ছয় মাস অন্তরে রাজার নামকলম রাখিল ॥
ময়নার গুরু শিব গোরখনাথক আনল ডাক দিয়া। ৬৭০
গোপীচন্দ্র নাম থুইল পাটত বসিয়া ॥
'বছরেকের ছেলে আমি রাজাই করাব।
গুরুর পাঠালয়ে মহারাজাক সম্বলন করিব ॥'
বিদ্যা পড়িয়া রাজার হরষিত মন।
আপনার মহলক নাগি করিল গমন ॥ ৬৭৫

[১]পাঠান্তর : আজি আজি কালি কালি বার বছর হৈল।
বার বছর হৈল রাজার আপনার মহলে ॥
ছাইলাক বিবা দিতে মএনা করি গ্যাল মন।
হেমাই পাত্র বলি তখন ডাকে ঘনে ঘন ॥
কি কর হেমাই পাত্র নিচস্তে বসিয়া।
হরিশ্চন্দ্র রাজার বাড়ি নাগি জাওহে চলিয়া ॥
উয়ার ঘরে কন্যা আছে আইস দেখিয়া ॥
জখন হেমাই পাত্র একথা শুনিল।
হরিশ্চন্দ্র রাজার বাড়ি নাগি গমন করিল ॥
হরিশ্চন্দ্রের বাড়ি জাইয়া দিল দরশন ॥
বসিবার দিলে হেমাইক দিব্ব সিংগাসন।
কর্পুর তাম্বুল দিয়া জিগ্‌গায় বচন ॥
হেমাই বোলে মহারাজা বলি নিবেদন।
তোমার ঘরে বোলে আছে কন্যা তুই জন ॥
তে কারনে পাঠাইলে মোরে মএনা সুন্দর।
কি রাজ্জা হইবে কও বিবরন ॥

সাত বছরকার বয়স হৈল পাটত বসিয়া।
এখন পাত্রী দেখে বুড়ী ময়না ধিয়ানত বসিয়া ॥[১]
ধিয়ানত বসি ময়না পাত্রী দেখিল।
হরিচন্দ্র রাজার কন্যা অতুনাক সতী দেখিল ॥
নারদক নাগিয়া বুড়ী ময়না হুঙ্কার ছাড়িল ॥ ৬৮০
ডাক মধ্যে নারদ মুনি আসিয়া হাজির হৈল ॥
'কিবা কর, নারদ মুনি, নিশ্চিন্তে বসিয়া।
হরিচন্দ্রর রাজার মহলক লাগি যাক চলিয়া ॥'
ময়নার বাক্য নারদ মুনি বৃথা না করিল।
হরিচন্দ্র রাজার মহলক লাগি গমন করিল ॥ ৬৮৫
পাত্রী দেখিয়া আসি নারদ মুনি ময়নাক বলিতে লাগিল ॥
'ভাল পাত্রী, ময়না মাই, আসিলাম দেখিয়া।
তোমার ছাইলাক বিভাও দেন পুস্পসেঞেরা দিয়া ॥'
যখন বুড়ী ময়না একথা শুনিল।
একথা শুনিয়া ময়না বড় খুসি হৈল ॥ ৬৯০

রাজা বোলে হেমাই তুমি বড বুধুমান।
কিনি আন পান সুপারী কাট গুআ পান ॥
গুআ পান কাটিয়া হেমাইর হরসিত মন।
মএনার সাক্‌খাতে গিয়া দিল দরশন ॥
পাক পাড়িতে পাক পাড়িতে গুআ আইলে কাটিয়া
আছিল ঈশ্বরের নিয়ম দিলেক জাচিয়া ॥
বিআও হইয়া গেল রাজা দান পড়িবারে।
ছোট বইনকে দিল ব্যাভার কারনে।
রতুনাক নাম খুইলে দাসি দিলে সনে ॥

[১]পাঠান্তর : শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ ধারি।
পরিধান পিতাম্বর মুকুন্দ মুরারি ॥
ধম্মি রাজা পাটত বস্‌ল বল হরি হরি ॥

এক মঙ্গলবার শুভাশুভ বুঝিল।
ফের মঙ্গলবার দিনা দরগুয়া করিল ॥
ফের মঙ্গলবার দিনা বিবাহ সাজাইল ॥
অদুনাক বিভা কৈল্লে পদুনাক পাইল দানে।
এক শত বান্দী পাইল ব্যাভারের কারণে ॥ ৬৯৫
এখন রাজা রাজাই করে পাটত বসিয়া।
যত রাজার রাইয়ত প্রজা গেল মহালে চলিয়া ॥
ছাইলাক পাট দিতে ময়নার হরষিত মন।
নানা বাদ্য ভাণ্ড করিল আরম্ভন ॥
বন্দুকের জয় জয় ধোঁয়ায় অন্ধকার। ৭০০
বাপে বেটায় চিনা দায় ডাকাডাকি সার ॥
বারগাছি গুয়া রাজার তেরগাছি তাল।
তাহার তলে বৈসে দরবার রাজার ছাওয়াল ॥
পাট হস্তী নিলে ময়না সাজন করিয়া।
পাঁচ লোটা গঙ্গা জলে পাট সেনান করিয়া ॥ ৭০৫
যখন পাটহস্তী রাজাক দেখিল।
শুঁড় তুলিয়া হস্তী রাজাক প্রণাম করিল ॥
জয়ধ্বনি দিয়া রাজাক পাটে বসাইল ॥
দরবারে থাকিয়া রাজার হরষিত মন।
আপনার মহলের লাগি করিল গমন ॥ ৭১০
যখন ময়নামতী ছাইলাক দেখিল।
পাঁচ লোটা কুয়ার জলে ছিনান করিয়া।
পাকশালার ঘর নিলে পরিষ্কার করিয়া ॥
এক ভাত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া।
সুবর্ণের থালে অন্ন দিলে পারশ করিয়া ॥ ৭১৫
'আইস, আইস, যাদু, অন্ন খাওসে আসিয়া।'
অন্ন জল খাইলে রাজা বদন ভরিয়া ॥
অন্ন জল খাইয়া রাজা মুখে দিলে পান।
মায় পুতে কয় কথা ভর পুন্নিমার চান ॥

বুঝানখণ্ড

রাজ্যভোগ

আপনার মহলে রাজা হরষিত মন।
আপনার দরবার লাগি করিল গমন॥
বসিল ধর্মী রাজা সভার মাঝারে।
চতুর্দিক ঘিরি নিল বৈদ্য ব্রাহ্মণে॥
মহারাজার গুরু আইল বামন সন্তিঘর। ৫
কবি গাইতে আইল রাজার ভাট দুর্গাবর॥
বুঝান্তের কণ্ঠে বসিল হরি পুরন্দর॥
হাতে পদ্ম পায় পদ্ম রাজার কপালে রতন জ্বলে।
গলায় রতনের মালা রাজার টল্‌মল্‌ করে॥
আরানি ধরিয়া আইল আর মতি কোঙর।
জলের ঝাড়ি নিয়া আইল জুলাই লঙ্কেশ্বর॥
তামাকু ধরিয়া আইসে খাসা মল্‌মল্‌।
পানের বাটা ধরিয়া আইল খেতুয়া লঙ্কেশ্বর॥
বাও করিবার নাগিল রাজার হেমাই পাত্তর।
পুবে দরবার বৈসে চান সদাগর॥ ১৫
উত্তর দিকে দরবার বৈসে রাজা জল্পেশ্বর।
পশ্চিমে বসিল দরবার পীর পয়গম্বর॥
দক্ষিণে দরবার বৈসে বালা লক্ষ্মন্দর।
সম্মুখে দরবার বৈসে গুরু বামনের ঘর॥
রাইয়তে জনে একবার বৈসে সারি সারি। ২০
রাজ্যের হিসাব দেয় বীরসিং ভাণ্ডারী॥
ভরা কাচারি রাজার করে ডাম্বাডোল।
এই সোর শুনিতে পাইল ময়না সুন্দর॥[১]

---

[১]ইহার পরবর্ত্তী অংশ একটী পাঠে নিম্নলিখিতরূপ পাওয়া গিয়াছে—
ঝেচু করে ঝিল মিল কোকিলাএ ছাড়ে রাও।
শেত কাকা বলে নিশি পোহাও পোহাও॥

ধিয়ানের বুড়ী ময়না ধিয়ান করিল।
ধিয়ানেতে ছাইলার সন্ন্যাস ধরা পইল ॥ ২৫
হাতে মাথে বুড়ী ময়না চমকিয়া উঠিল।
'সাজ, সাজ,' বলিয়া ময়না সাজিতে নাগিল ॥

সয্যা হোতে মএনামতি ঝাড়িয়া তোলে গাও।
আগুন পাটের সাড়ি পিধান করিয়া।
হেমস্তালের নাঠি মএনা হস্তে করিয়া ॥
ছাইলার দরবার নাগি চলিল হাটিয়া ॥
ধিরে চইলা মএনামতি করেছে গমন।
রাজ দরবারে গিয়া দিলে দরশন ॥
জখন মএনামতি সভাএ খাড়া হৈল।
হরিবোল দিয়া রাজার দরবার উঠিল ॥
দরবার ভাঙ্গিয়া লোক ঘরাঘরি হইল।
একলাএ ধম্মি রাজা পাটে বৈসা রৈল ॥
জননিক দেখিয়া রাজা ভয়ঙ্কর হৈল।
দয়ার ভাই খেতুআ বলি ডাকিবার নাগিল ॥
কি কর ভাই খেতু কার পানে চাও।
বাপকালিয়া রেজি ছুরি আনিয়া জোগাও ॥
মরছোঁ জুআনি রাজা গলাএ রেজি দিয়া।
জিতা দম থাকিতে কেন আইল মাএ দরবার নাগিয়া ॥
একে হুকুম না পায় খেতু রাজার হুকুম পাইল।
একখান রেজি ছুরি আনিয়া জোগাইল ॥
হাতে রেজি নিয়া রাজা মরিবার চায়।
হস্ত ধরি মএনামতি ছাইলাক বুঝায় ॥
কুম্নগরে থাক তুমি কুম্নগরে ঘর।
ভাল মন্দ সম্বাদ তুমি না পার বুঝিবার ॥
আঠার বচ্ছর ওমর তোমার উনিশে মরন।
শিঘ্র করি গুরু ভজ ঐ হাড়ির চরন ॥
একি কালে আড়ির বেটার না হবে মরন ॥

ধবল বস্ত্র নিল ময়না পরিধান করিয়া।
হেমতালের লাঠি নিল হস্তে করিয়া॥
লং জায়ফল এলঞ্চি দারচিনি গুয়ামুরি। ৩০
ধনিয়া করপুর যষ্টিমধু পানের মধ্যে দিয়া।
পান খাইতে খাইতে বুড়ী ময়না যাইছে চলিয়া॥
যে রাস্তায় যায় ময়না গুয়া চাবাইয়া।
গুয়ার বাসনা যায় ময়নার ছয় কোশ লাগিয়া॥
'হায়, হায়' করে দেবগণ গুয়ার বাসনা লাগিয়া। ৩৫
যায় তায় বলছে, 'যায় বুড়ী ময়না দরবারে লাগিয়া।'
কতক দূর যাইয়া ময়না কতক পন্থ পাইল।
দরবারেতে যাইয়া ময়না উপস্থিত হৈল॥

মাতৃ-অপরাধ

চাক্ষুসে ধর্মিরাজ মা জননীক দেখিল।
হরিধ্বনি দিয়া কাচারি বরখাস্ত করিল॥ ৪০
ধবল বস্ত্র নিল রাজা গলাতে পল্টাইয়া।
করদস্ত হইয়া জননীক দেয়ছে বলিয়া॥
ডাইন হস্তের আশা ময়না বাম হস্তে নিয়া।
ছাইলাক আশীর্বাদ দেয় মস্তকে ধরিয়া॥
'জীও মোর, রাড়ির পুত্র, ধর্মে দিলাম বর। ৪৫
যত সাগরের বালা এত আয়ুব্বল॥
ত্রিভুবন টলিয়া গেলে না যাবু যমের ঘর॥
শীঘ্র যাইয়া গুরু ভজ সিদ্ধা হাড়ির চরণ।[১]
সিদ্ধা হাড়িক ভজলে গুরু, না হবে মরণ॥'

[১]পাঠান্তর: রাজা কএছে শুন মা জননি লকৃখি রাই।
এমন সেমন গুরু তোর কবে ভজবার নই॥
মরন জিওন রুজুপাত চকৃখে দেখবার চাই।
চকৃখে দেখিলে মাতা গুরু ভজিবার জাই॥
তুমি জ্ঞান শিখি নিলু কেমন সিদ্ধার ঠাঞি॥
বেটাকে জ্ঞান শিখিবার বলো কেমন সিদ্ধার ঠাঞি॥

যখন ধর্ম্মিরাজা হাড়ির নাম শুনিল। ৫০
'রাধাকৃষ্ণ রাম রাম'—কর্ণে হস্ত দিল ॥
'ওগো, মা জননি, ডুবালু, মা, জাত কুল আর সর্ব গাঁও।
বাইশ দণ্ড রাজা হইয়া হাড়ির ধরব পাও ॥[১]
হাট সামটে হাড়ি বেটা না করে সিনান।
কোথা হৈতে পাইল তিনি চৈতন্য গিয়ান ॥[২] ৫৫
এতই যদি হাড়ি আছে গিয়ানে ডাঙ্গর।
তবে কেন খাটি খায় আমার খাটের তল ॥
মোর নুনে মোর তৈলে রসুই করি খায়।
গুরুর ঘরে মহামন্ত্র কোথা হৈতে পায় ॥'
ময়না বলে, 'হারে, বেটা, রাজ দুলালিয়া।[৩] ৬০
এমন কথা না বলিও, বেটা, হাড়ি যেন না শোনে।
মহাশাপ দিবে সিদ্ধা হাড়ি মরবু আপনে ॥
এদেশিয়া হাড়ি নয় বঙ্গদেশে ঘর।
চান্দ সুরুজ রাখ্ছে দুই কানের কুণ্ডল ॥

মরন জিওন রুজুপতি চক্ষে দেখবার চাই।
চক্ষে দেখিলে পরে গুরুর ভজবার জাই ॥
মএনা বলে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া ॥
আমি জ্ঞান শিখি নিলাম বাবা গোরেকের ঠাঞি।
তুই জাক জ্ঞান শিখেক খোলা হাড়ির ঠাঞি ॥
শিগ্রগতি গুরু ভজ ঐ হাড়ির চরন।
একই কালে আড়ির বেটা না হবে মরন ॥

[১]পাঠান্তর : পাটের রাজা হৈয়া ধরিম অধম হাড়ির পাও ॥
[২]পাঠান্তর : তায় কোঠে পাইল অমর গিয়ান ॥
[৩]পাঠান্তর : মএনা বোলে শোনেক ছাইলা আমি বলি তোরে।
নির্বুদ্ধিয়া রাজপুত্র নির্বুদ্ধি জাবে কাল।
এক মএনা হএয়া তোমা বুঝাব কত কাল ॥
বুঝিয়া না বুঝ কথা এই বড় জঞ্জাল ॥

আপনি ইন্দ্র রাজা ঢুলায় চামর। ৬৫
চন্দ্রের পিষ্ঠে রান্দে বাড়ে কুরুমের পিষ্ঠে খায়।
আপনি মাও লক্ষ্মী রসুই করি দেয়।
ইন্দ্রপুরের পাঁচ কন্যা ছুয়া পাত ফেলায়॥
সুবচনি বাড়ে গুয়া হাড়িপা বসি খায়।
পাতালের নাগিনী কন্যা তামাকু জোগায়। ৭০
যমের বেটা মেঘলাল কুমার পাঙ্খা ঢুলায়॥
সোনার খড়ম পায় দিয়া দৌড়িয়া বেড়ায়॥
দৌড়িয়া বেড়াইতে যদি যমের লাগ্য পায়।
চিলাচাঙ্গি দিয়া যমক তিন পহর কিলায়॥
মারিয়া ধরিয়া যমক করুণা শিখায়। ৭৫
হেন সাধ্য নাই যমের পলাইয়া এড়ায়॥
তুমি বল হাড়ি হাড়ি লোকে বলে হাড়ি।
মায়ারূপে খাটি খায় চিনিতে না পারি॥
কার ঘরে খায় হাড়ি কার ঘরে রয়।
মুখের জবাবে তার দরিয়া বান্ধা রয়॥' ৮০
রাজা বলে, 'শুন, মা জননি, লক্ষ্মী রাই।
ইগ্‌লা কথা মিথ্যা তোমার বিশ্বাস না পাই॥
এতেক যদি গিয়ান ছিল হাড়িপা লক্ষেশ্বর।
তার চেতে অধিক গিয়ান জান, মা, ময়না সুন্দর।
তবে কেন আমার পিতা গেল যমের ঘর॥[১] ৮৫

[১]পাঠান্তর: এত জদি গিয়ান আছে শরিরের ভিতর।
তবে ক্যান বুড়া বাপ মোর গ্যাল জমের ঘর॥
গোটা চারি গিয়ান জদি বাপক দিলু হয়।
জুগে জুগে বাপ মোর বাচিয়া রহিল হয়॥
মোরে নাখান পাচ জন পুত্র আরো পালু হয়।
মএনা বলে হারে বেটা রাজদুলালিয়া।

গোটা চারিক গেয়ান যদি আমার বাপক দিলেন হয়।
যুগে যুগে আমার পিতা বাঁচিয়া রইল হয়॥
আমার নাকান পাঁচ পুত্র আরো পাইলেন হয়।
সত্য রাজার পুত্র হইয়া নাওঁ পাড়াইন হয়॥
ময়না বোলে, 'শোন, ছেলে, আমি বলি তোরে। ৯০
নির্বোধিয়া রাজপুত্র নির্বোধে যাবে কাল।
এক জননী হৈয়া তোমাক বুঝাব কত কাল॥
কইছিলাম তোমার পিতাক গেয়ান শিখিবার॥
দশ দিনে ছিলে তুমি আমার হৃদয়ের মাঝার।
তখন তোমার পিতাক বলছিনু গেয়ান শিখিবার॥
ঘরের নারীর গেয়ান দেগে তোমার পিতা গেয়ান করেছে হেলা।
ঐ দিনে গোদা যম পাতিয়া গেইছেন মেলা॥'
রাজা বলে, 'শুন, জননি, জননি, লক্ষ্মী রাই।
এ সব কথা মিথ্যা, মা, তোমার বিশ্বাস না পাই॥
হাড়ির খাইছ গুয়া, মা, হাড়ির খাইছ পান। ১০০
ভাব করি শিখিয়া নিছ ঐ হাড়ির গেয়ান॥
হাড়ির গেয়ানে তোমার গেয়ানে, জননি, একত্র করিয়া।
আমার পিতাক মারিছেন, মা, জহর বিষ[১] খাওয়াইয়া।
বুদ্ধি পরামিশে আমায় বনবাসে পাঠাইয়া।
শেষে, বিটি, খাবেন তুমি ঐ হাড়ি লৈয়া' ॥[২] ১০৫

তোমার বাপক কছু কত গিয়ান শিখিবারে।
তিরিঘরের গিয়ান দেখি জ্ঞান কৈল্লে হেলা।
ঐ দিনে ভাডুয়া জম পাতি গ্যাল মেলা॥
এই দুস্কে এই ললাটে রাজা গেইছে মরিয়া।
আইজ পর্য্যন্ত জন্ম নাই তার বৈভবে আসিয়া॥

[১]পাঠান্তর: 'গরল বিষ'।

[২]পাঠান্তর: কোনরূপে রাজার ছাইলাক সন্ন্যাস পাঠাইয়া।
শেষ কালে হবে ঘর ঐটা হাড়িক দিয়া॥

যখনে ধর্মিরাজ জননীক কটু বাক্য বলিল।
কাটা বিরিখের লাথান ময়না ঢালিয়া পড়িল॥
করুণা করি বুড়ী ময়না কান্দিতে নাগিল॥
'ভগবান, এই পুত্র জন্ম দিলা এ হৃদি মাঝারে। ১১০
বেটা হইয়া কলঙ্ক দিল ভাই হাড়ির বরাবরে॥
গোরখনাথ হয় গুরু, হাড়ি ধর্মের ভাই।
দোন জনে জ্ঞান শিখেছি একই গুরুর ঠাঞি॥
সেই সম্বন্ধে হয় হাড়ি আমার ছোট ভাই॥
আর একনা দিলে হয় যদি গুরু নগেরে, দোসর। ১১৫
এক্কে কালে দুষ্ট পুত্র পাঠাই রসাতল॥'[১]
'গুরু, গুরু' বলিয়া ময়না বুড়ী কান্দিতে নাগিল।
কৈলাসেতে ছিল শিব গোরখনাথ আসন নড়িল॥

জখন মএনামতি একথা শুনিল।
কপালে মারিয়া চড় কান্দন জুড়িল॥

[১]পাঠান্তর : এও কথা কলু মনের গৈরবে।
বৈরাগ হএয়া বান্দা রবু হিরা নটির ঘরে॥
নটি জাবে খেইল বরনে তুলিয়া ধরবু ঝাড়ি।
বৈমুখ হএয়া জোগাবু নটির পাপের পানি॥
পাপের জোগাবু পানি পাপের গনিবু কড়ি॥
কড়ি কড়া গনাইতে একটা কানা হবে।
কড়ি কড়ার বদলে সাত ঝনা কিলাবে॥
একান দিবে সিকিয়া বাউস্কা দুটা জলের হাড়ি।
জল উবিয়া ভাত খাবু হিরা নটির বাড়ি॥
জেত্ত জল আনুবু ঘাড়ত করিয়া।
দুই ভাড়ুয়াএ ধরিবে চিতর করিয়া॥
সোনালিয়া খড়ম নিবে নটি চরনে নাগেয়া।
ঐ জল দিয়া সিনান করিবে তোর বুকত চড়িয়া॥

কৈলাসেতে শিব গোরখনাথ মঞ্চকে দিল পাও
শিবের ঘরণী নামিল অজ্জোগতির মাও ॥
যেন কালে বুড়ী ময়না গুরুকে দেখিল। ১২০
এক অর্ধ মস্তকের কেশ দুই অর্ধ করিয়া।
গুরুর চরণে বুড়ী ময়না পড়িল ভজিয়া ॥

পরনের ভিজ্জা বস্ত্র দিবে তোর মুখে চিপিয়া।
মুখ ধরি কান্দুবু রাজ্জা বেলার দুপ্রহর বসিয়া।
থাকিবার বাসা দিবে তোক ছাগলের খোপরি।
মাঘ মাসে শিতে দিবে বুড়া একখান সড়ি ॥
দিনটাএ রোজান করিলে একে কোনা সিদা।
অকারিয়া চাউল দিবে বিচিয়া বাত্তকি ॥
বিচিয়া বাত্তকি দিবে পোড়া খাইতে সানা।
তাহাতে হিরা নটি নবন তৈল মানা ॥
জখন মএনামতি সাঁও বর দিল।
দক্‌খিন দুআরি রাজার বাঙ্গলা ভাঙ্গিয়া পড়িল ॥
হাটি হাটি পৃদিপ নিবিবার নাগিল ॥
জমুনার ঘাট সেও বন্দি হইল।
চৌদ্দখান মধুকর জলেতে ডুবিল ॥
তখন ধম্মিরাজা নজরে দেখিল।
দয়ার ভাই খেতুআ বলি ডাকিবার নাগিল ॥
রাজা বলে হারে খেতু কার প্রানে চাও।
নিত্যো দিনে আমার পুরি থাকে জলিয়া।
আজি ক্যানো দক্‌খিন দুআরি গেইল ভাঙ্গিলা ॥
খেতু বলে শুন দাদা রাজ্যের ঈশ্বর।
মাকে অপমান করিলেন দরবারের উপর ॥
তার পটকিনা ত্থাখ ঘড়িকের ভিতর ॥
জখন ধম্মিরাজা একথা শুনিল।
এক জোড়া খিরলি ধুতি গলার মধ্যে দিয়া।
মাএর রাঙ্গাকুলে পৈল ভজিয়া ॥

'গুরু, বাপ, এই পুত্র জন্ম দিলেন হৃদয়ের মাঝারে।
বেটা হইয়া কলঙ্ক দিল মায়ের বরাবরে ॥
মাক বলে ভোমা বুড়ী বাপক বলে শালা। ১২৫
দুষ্ট পুত্রের কার্য নাই আটকুড়াক আপন ভালা ॥
আর একনা দেও, গুরু, বাপ, নগেরে দোসর।
এক্কেবারে দুষ্ট পুত্র পাঠাই রসাতল ॥'
যখন ডাকিনী ময়না পুত্রকে বধ করিবার চাইল।
শিব গোরখনাথ ময়নাক বুঝাইতে লাগিল ॥ ১৩০
'এলায় যদি তোমার পুত্র ফেলাইস্ মারিয়া।
তোর স্বামীর জল পিণ্ড, মা, কে দিবে বাড়েয়া ॥
জুয়ায় না, বেটি, পুত্রক বধিবার।
থাক থাক এ দুঃখ পঞ্জরের ভিতর ॥
এ দুঃখ হবে তোমার ছাইলার বৈদেশ সহর ॥ ১৩৫
প্রথম দুঃখ হবে রাজার জঙ্গলবাড়ির মধ্যে।
তার পরে দুঃখ হবে তপ্ত বালার মাঝে ॥
তার পরে দুঃখ হবে কলিঙ্গা বন্দরে।
বান্ধা থুইয়া পালাবে সিদ্ধা হাড়ি হীরা নটির ঘরে ॥
সেই হীরার পরতি হবে আগুনপাটের শাড়ি। ১৪০
পাপের বিছানা ফেলবে রাজা পাপের গণবে কড়ি ॥
সেই যে নটীর কড়ি জয়মালা গণিয়া চায়।
তার মধ্যে যদি হীরা নটী একটি কানা পায়।
সাত বার কানা কড়ি রাজার চক্ষে ঘসায় ॥

অপরাধ ক্ষমা কর সরলা চণ্ডি রাই।
তোমার বেটা গোপিনাথ বৈরাগ হৈয়া জাই ॥
সাঁও দিলে সাঁও পাই বর দিলে তরি।
তোমার সঙ্গে আমি বাদ নাহি করি ॥
মএনা কএছে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া।
জে বাক্য বাহির হইছে আমার জিব্বার আগালে।
অবশে সে একবার বান্দা রহিবু হিরা নটির ঘরে ॥

দিনান্তরে যাইয়া দিবে একখানি সিধা। ১৪৫
আকাড়িয়া চাউল দিবে বিচিয়া বাত্তকি ॥
বিচিয়া বাত্তকি দিবে পুড়িয়া খাইতে সানা।
তাহাতে দিবে হীরা নটী লবন তৈল মানা ॥
থাকিবার শয়ন দিবে ছাগলের খুপুরি।
মাঘ মাসিয়া জারত দিবে বুড়া একখান চটি ॥ ১৫০
ছাগলের লগ্‌ঘি গাও হবে রাজার হরিদ্রা বরণ।
কোদালচাচি ময়লা পড়বে শরীরের উপর ॥
ঝেচু পঙ্খি বাসা করবে মস্তকের উপর ॥
নয়া সিকিয়া বাঙ্কয়া দিবে পিতলের নাগ্‌রি।
বার বছর জল উবি ভাত খাবে হীরা নটীর বাড়ি ॥ ১৫৫
বার ভার গঙ্গার জল জোগাবে আনিয়া।
আট ভাড়ুয়ায় ধরবে রাজাক চিত্র করিয়া ॥
সোনালিয়া খড়ম নিবে হীরা নটী চরণে নাগায়া।
রাজার বুক্‌খে গাও ধুইবে দোমেয়া দোমেয়া ॥
পাঞ্জারের খাটি রাজার ফেলাইবে ভাঙ্গিয়া ॥ ১৬০
বার ভার জলের মধ্যে যদি হীরা নটী এক ভার কমি পাবে।
সাত মর্দক লাগি দিয়া সাত বার কিলাবে ॥'
যেন কালে শিব গোরখনাথ অভিশাপ দিল।
জোড় বাঙ্গালার নাটমন্দির হালিয়া পড়িল ॥
রাজস্‌স শরীর রাজার কেষ্ট বর্ণ হৈল। ১৬৫
কৈলাসক লাগি শিব গোরখনাথ গমন করিল ॥
অভিশাপ দিয়া শিব গোরখনাথ কৈলাসে চলিয়া যান ॥
ওদিনে ডাকিনী ময়না গেল ফেরুসাক লাগিয়া।
ফের দিনে বুড়ী ময়না আসিলে সাজিয়া ॥

ধর্ম্মোপদেশ

যখন ধর্ম্মিরাজ জননীক দেখিল। ১৭০
হরিধ্বনি দিয়া রাজা কাচারি বরখাস্ত করিল

ধবল বস্ত্র নিল রাজা গলাতে পন্টাইয়া।
রগুকুলে মার চরণে পড়িল ভজিয়া॥
ডাইন হাতের আশা ময়না বাম হস্তে নিয়া।
ছাইলাক আশীর্বাদ দেয় মস্তক ধরিয়া॥ ১৭৫
'জীও মোর, রাড়ির পুত্র, ধর্মে দিলাম বর।
যত সাগরের বালা এত আয়ুব্বল॥
আমি ছ্যাখন মোর পুত্র গেছিস্ সন্ন্যাস হৈয়া।
এখন আছ যাদুধন পাটত বসিয়া॥
দিনে আসে সাতবার যম রাইতে নওবার। ১৮০
চিলার নাকান ভোঁরি ছান্দে তোমাকে ধরিবার॥[১]
সন্ন্যাস হও, সোনার যাদু, ভালাই চিন্তিয়া।
মৈলে যেন তোর সোনার তনু না ফ্যালাওঁ টানিয়া
শকুন শৃগালে খাবে মুণ্ডে পাড়া দিয়া॥
সত্য গেল দোয়াপরি ত্রেতা গেল হেলে। ১৮৫
কলিকাল দিল দেখা বৈরাগ হও সকালে॥
কলিকাল মন্দ কাল কলঙ্কী অবতার।
শিষ্য তুলি দিবে গুরুর অঙ্গে ভার॥

[১]পাঠান্তর: চিলার নাকান ভমক ছাড়ে তোক ধরিবার॥
বুড়া মএনার বাদে না পারে নিবার॥
বধ্ নৈয়া শুইয়া থাক লাটমন্দির ঘরে।
সিতানে পৈতানে জম ঢুলাঢ়ুলি করে॥
দিনখান পুরি গেইলে তোক জমে নৈয়া যাবে।
তুই হইলু মোর হালের বলদ মুই তোর সিঙ্গের দড়ি।
কয় কাল জাগিয়া থাকিম তোর শিয়রের পহরি॥
কত দিন নিয়া বেড়াইম তোক লুকিয়া ঘুসিয়া।
কোন্ বা দিন জম নিগায় তোক ঘাটাএ ডাকু দিয়া॥
জে দিন ভাড়ুয়া জম তোক বান্দি নৈয়া জাবে।
মাএর কান্দনে কি তোক জমে ছাড়ি জাবে॥

নাংটি পিন্ধা হবে গুরু ধুতি পিন্ধা শিস্।
লাজে প্রণাম না করিবে দেখে চতুর্দ্দিশ ॥ ১৯০
কেমনে পাইবে ছাইলা পথের উদ্দিশ ॥
কলিকাল মন্দ কাল কলির সাত ভাও।
যোয়ান বেটায় না পোষে বৃদ্ধ বাপ মাও ॥
অকুণ্ডল নারী হইয়া পুরুষ বাছিবে।
বয়সের কুহতে ছাইলা পিতাক ঢেকাইবে ॥ ১৯৫
আর জন্মে সোনার চান্দ দোজকের ঘোড়া হবে ॥
বৈরাগ আইল, পুত্র, মনে না নেও দুখ।
শুদ্ধ হবে দেহাখানি পবিত্র হবে মুখ ॥
কৈয়া দেওছোঁ, গোপীনাথ, তোর শরীরটার ভেদ।
আত্তমা পরিচয় দিয়া চল গুরুর সাথ ॥ ২০০
সাত নাই পাঁচ নাই রাড়ির কেহ নাই।
পুরীর মধ্যে জল দিবে এয়ার লক্ষ্য নাই ॥
সাত নাই পাঁচ নাই মোর একেলায় কানাই।
এই বাদে, সোনাই যাদু, তোক সন্ন্যাসে পাঠাই ॥
ছাড়, বেটা, এলামেলা ছাড় উত্তম ভোজ। ২০৫
রাজ্যের মায়া তেজিয়া চল গুরুর সাথ ॥
গুরু সাচা পিণ্ডি কাচা সংসারে কয়।
গুরু না ভজিলে দেহ শৃগালে না খায় ॥
অপমৃত্যু দেহ হৈলে কাকে ছাড়ি যায় ॥
ভারে ভারে পাঞ্জি চাইলাম এই পাটের উপর। ২১০
হিন্দুস্থানি পড়ি বুঝো ভাগবত পুরাণ।
মোছলমানে পড়েছিলাম কিতাব কোরান ॥
যোগী ধর্মে পড়িয়া বুঝিলাম এই যোগ ধ্যান ॥
বেদ বিধি পড়িয়া শাস্ত্রের পাওঁ ঠাঞি।
বিনে সন্ন্যাস না হইলে তোর ভাগুর নিস্তার নাই ॥ ২১৫
কৈয়া দেওছোঁ, গোপীনাথ, তোর শরীরটার ভেদ।
আত্তমা পরিচয় দিয়া চল গুরুর সাথ ॥

আমি যেনে জিয়ে থাকি তুমি যেনে মর।
এমন গুরু ভজ যেন চারি যুগে তর॥
এই সময়, যাদুরে, নিরলে বান্ধ আলি। ২২০
শিষ্যে ভাজন হৈলে গুরুই না খায় গালি॥'

রাজা বলে, 'শোন, মা, জননী লক্ষ্মী রাই।
সন্ন্যাস যাবার বল, মা, সন্ন্যাস হৈয়া যাই॥
পুত্র হৈয়া একটি কথা তোমার আগে কওঁ।
অদুনা পদুনা রাণীক সঙ্গে নিবার চাওঁ॥ ২২৫
অদুনা পদুনা রাণীর ঘরকে দেখি বটবৃক্ষের ছায়া।
ছাড়ি যাইতে রঙ্গের জরুকে মোর বড় নাগে দয়া॥
নালুয়া পত্নী কন্যা হালিয়া পড়ে বায়।
ষোল বৎসর হৈল বিভার হরিদ্রা আছে গায়॥
বিভার হরিদ্রা আছে বিভার আম ডালি। ২৩০
এমন নারীর রূপ আমি কবে নাই দেখি।
কোন পরাণে মহারাজা 'আমি হব ভিক্ষাধারী॥'[১]
বধূর কথা শুনি ময়নার গাওতে আইল জর।
কোকেয়া কোকেয়া সান্দাইল ঝাট মন্দির ঘর॥
ময়না বলে, 'রাজপুত্র, নিবুদ্ধি যাবে কাল। ৩২৫
বুঝিয়া না বোঝ কথা এই বড় জঞ্জাল॥
বধূর কথা কলু, যাদু, তোর মায়ের কথা শোন।
এ সব কথা তুলিলে পঞ্জরে বিন্ধে ঘুন॥
বধূ বধূ বল, বেটা, বধূ আপ্ত নয়।
কলিজা ফাড়িয়া দিলে স্ত্রী আপনার নয়॥ ২৪০
হাকিম নয় আপনার কোটোয়াল নয় রিশ।
ঘরে স্ত্রী তোর আপনার নয় যার চঞ্চল চিত॥

[১]পাঠান্তর: এককনা বধূকে দেখি বটবৃক্খের ছায়া।
ছাড়িয়া জাইতে রঙ্গের জরু বড়ই নাগে দয়া

লায়কের বুদ্ধি কম নারীর কমরে শিকাই নাই।
নারীর বুদ্ধিত ভুলিয়া থাক তুইত মাগের ভাই ॥
খোয়াইতে দোয়াইতে পার সেই ঘড়ি তোমার। ২৪৫
চক্ষের আড় হৈয়ে গ্যাখ তোর ঐ বধূর থ্যাকার।
নাকসিরিয়া রণ্যের বাঘ তোক লইলে ঘিরিয়া।
খাইলে কলাগাছের মধু বগ্‌তুলে চুসিয়া ॥
সরু সরু কথা বধূ তোর কানের কাছে কয়।
হাড় মাংস ছাড়ি তোর পরাণ কাড়ি লয় ॥ ২৫০
কইয়া দেওছোঁ, গোপীনাথ, তোক আটরূপের বাণী।
মায়ের মত ধন নাই তুর্লভ পরাণী ॥
যে দিন ভাডুয়া যম তোক বান্ধি লইয়া যাবে।
অতুনা রাণীর কান্দনে কি যমে ছাড়ি যাবে ॥
আশপর্শি কান্দে তোর যদি গুণ থাকে। ২৫৫
কুকিধন্নি মাও কান্দে যাবত প্রাণ বাঁচে ॥
মায়ের কান্দন ওলাঝোলা বইনে মোছে ঘাম।
ঘরের ভার্‌যা কান্দে যাবত ব্যারায় কাম ॥[১]
ভাল মানুষের ছাইলা হৈলে রবে দিনা চারি।
দিনা চারি রবে বধূ রবে মাসা ছয়। ২৬০
জপ্তে রাড়ির বেটা তোর কড়ি করে বয় ॥
তোরে কড়ি লইয়া হাট বেসেবার যাবে।
আগা হাটে যাইয়া একটা ডাঙ্গর গুয়া নবে ॥
আপনার কোচের গুয়া খাইবে বিলাবে।
পর পুরুষের কোচার গুয়া কাড়ি নইয়া খাবে ॥ ২৬৫
এছিলা গাবুরাক দেখি খসম পাকড়িবে ॥
তারে সঙ্গে হাসিবে তারে সঙ্গে খেলিবে তারি খাইবে বাটার পান।
সেইটা হইবে তোর শীষের সিন্দুর মরার নাই তোর নাম ॥

[১]পাঠান্তর : মাএর কান্দন ওলা ঝোলা বোনের কান্দন সার।
কোলার স্ত্রি তোর মিছায় কান্দে দেশের ব্যবহার ॥

একেনা নারীর কথা শুনলু মায়ের ঠাঞি। ২৭০
এত ভাবিয়া বৈরাগ হও, রাজা গোবিন্দাই ॥
হাট করে হাটুয়া যেমন পথের পরিচয়।
হাট ভাঙ্গিয়া গেলে কারো কেউ নয় ॥
বগ্‌ঢুলে চুসিলে কলা ডাঙ্গর নয় ॥
ভাঙ্গা ঘরে ঢোকা দিলে অবশে চার দিন রয় ॥
ছাড়েক, যাদু, এলামেলা ছাড়েক উত্তম ভোগ।
বধূর মায়া তেজ্য কৈরে সাধিয়া রাখ যোগ ॥' ২৭৫
যখন ডাকিনী ময়না একথা বলিল।
করদস্ত হইয়া রাজা বলিতে নাগিল ॥
রাজা বলে, 'শুন, মা, জননী লক্ষ্মী রাই।
এত যদি জান মাতা জরু প্রাণের বৈরী।
তবে কেন বিবাহ দিলেন এক শত সুন্দরী ॥[১] ২৮০
এক শত রাণীকে মা মোর গলায় বান্ধ্‌ দিয়া।
এখন নিয়া যাইতে বল সন্ন্যাসক নাগিয়া ॥
সন্ন্যাস যাবার বল, মা, সন্ন্যাসী[২] হইতে পারি। ২৮৫
আমি সন্ন্যাস গেলে তোমার বধ্‌ হবে রাড়ি ॥
জন্মে জন্মে খাইবেন, মা, বধূর মুখের গালি ॥
রাইতে দিনে বধ্‌ সকল খাবে দুগ্ধ ভাত।
নাম করিয়া পাত ফেলিবে তোর বুড়া মায়ের মাথাত ॥'
ময়না কইছে, 'হারে, বেটা, রাজ দুলালিয়া। ২৯০
খাওঁনা নে বধূর গালি তার নাই দায়।
মায়ে পুতে হৈলে বৈরাগ যমের দায় এড়ায় ॥'

[১]পাঠান্তর : রতুনা পতুনা কন্যা মোরে গলাএ গাথিয়া।
নিত্তাই কও আড়ির বেটা জাএক সন্ন্যাস হৈয়া ॥

[২]পাঠান্তর : আমি বৈরাগি হৈলে তোমার বধূ আড়ি।

ময়না বোলে, 'ওরে, ছাইলা, এলাও আছে বধূর কথা
তোর মনের মাঝারে
কেমন কৈরে সন্ন্যাস যাবু বৈদেশ সহরে ॥
সাত জাতি নারীর কথা শোনেক মায়ের ঠাঞি। ২৯৫
ইহাক ভাবিয়া সন্ন্যাস হয়েক নির্বুদ্ধি কানাই ॥
বাঘিনী বধূর কথা শোনেক মায়ের ঠাঞি।
ইহাক ভাবিয়া সন্ন্যাস যা নির্বুদ্ধি কানাই ॥
বাঘের নাকান এঙ্গা পেঙ্গা বিলাইর নাকা বৈসে।
মায়ের নাকা অন্ন স্পর্শে ব্রহ্মার নাকা চোসে ॥ ৩০০
কড়ুমনি বধূ কদমের তলে বাসা।
কখন খায় ঘৃত অন্ন কখন উপদশা ॥[১]
শঙ্খিনী নারী শাঙ্খায় উনমতি।
দন্ ঝগড়ায় না ছাড়ে শাঙ্খার ভকতি ॥
স্বামীর পাতে অন্ন দিয়া যায় শাঙ্কা মাজিবার। ৩০৫
শাঙ্কা মাজিয়া বধূ হস্তের দিকে চায়।
কোন দিকে ভাল পুরুষ পন্থ বৈয়া যায় ॥
হাতের হিঞালি দিয়া বধূ ভ্রমরা ভুলায় ॥
আপনার স্বামীক দেখে নিম যেন তিতা।
পরার পুরুষ দেখে যেন সংসারের মিতা ॥ ৩১০

---

[১]পাঠান্তর : আপনার সোআমিক দ্যাখে নিম হ্যান তিতা।
পর পুরুসক দেখি হাসি বোলে কথা ॥
কাখে কোলে নাই বেটির জলমের বাঙ্গা।
পরার ছাইলাক দেখি খর্শে বোলে কথা ॥
সতি নারির পতি বেটা দেউলের চূড়া।
অসতির পতি জ্যামন ভাঙ্গা নাএর গুড়া ॥
ভাঙ্গা নাএর গুড়া জ্যামন জলে খসি পড়ে।
অসতির পতি পন্তে পড়ি মরে ॥
কএয়া দিলু গোপিনাথ তোর শরিরটার ভেদ।
আত্তমা পরিচয় দিয়া চল গুরুর সাত ॥

এই কিনা নারী যার ঘরে থাকে।
আগদুয়ার দিয়া আনে ধন পাছ দুয়ার দিয়া যায় ॥
আর একনা নারীর কথা শোনেক মায়ের ঠাঁই।
ইহা ভাবিয়া সন্ন্যাস যা, বঙ্গের গোঁসাই ॥
হস্তিনী বধূ, যাদু, হস্তখানি মাঙ্গা। ৩১৫
কাখে কোলে নাই ছাইলা তায় জনমের বাঙ্গা ॥
অসন্তুষ্টি নারী যাদু অসন্তোষে গেল মন ॥
স্বামীর পাতে অন্ন দেয় কুর্‌কুর্‌ করিয়া।
খাইয়া পেট ভরে না মরদ যায় ত উঠিয়া ॥
আপনি বধ্‌ ভাত নেয় উড়ুন নোটাই চায়া। ৩২০
নদীর দোরোঙ্গের নাকান আনেত ভাঙ্গিয়া ॥
বড় পিড়ায় বৈসে বধ্‌ জাহুয়া পাড়িয়া।
এক দুপুর ভাত খায় হাতকুরা পাড়িয়া ॥
খাইতে খাইতে ভাত বধ না পারে খাইবার ॥
এক লোটা জল বধূ আনেন তুলিয়া। ৩২৫
নপক্‌খানেক জল দিলে অন্নক ছাড়িয়া ॥
সেই কোনা বধ্‌ বেটা বুদ্ধির নাগর।
ষোল কাহন বুদ্ধি আছে শরীরের ভিতর ॥
নিন্দের ছাইলাক তুলে বধ্‌ তিক্তাবে চিম্‌টাইয়া।
বাপ মাও বলিয়া ছাইলা উঠিল কান্দিয়া ॥ ৩৩০
ঘরত থাকি মিছাই বধ্‌ পঞ্চম রাও ছাড়ে।
এ বাড়িত ভাত না খাওঁ কম্বক্তির কপালে ॥
সুপ্‌ সুপ্‌ করি ভাত খায় মরদ গেল উঠিয়া।
ছাইলাক না নিগান কোলাতে করিয়া ॥
দিস্মনি ভাত নিলাম আসাধন করিয়া। ৩৩৫
নিন্দের ছাইলা দিলে আমার অন্নত মুতিয়া ॥
না খাই আমি ভাত আমি দেইত ফ্যালেয়া ॥
এই আলে ভাত ফ্যালাইল স্বামীর আগে দিয়া।
জোলা মরদ ভাবে তিনি মাথায় হস্ত দিয়া ॥
ছাইলার জন্য আমার বন্নুস যাইছে শুকিয়া ॥ ৩৪০

ওরে, যাদুধন, এই কিনা নারী যার ঘরে থাকে।
সোনার বাউঙ্কে কামাই করে অন্নে না আটে ॥
আরো এক না নারীর কথা শোনেক মন দিয়া।
ইহাক ভাবিয়া সন্ন্যাস হও বৈদেশ নাগিয়া ॥
চিন্তিনী নারীর, যাদু, চিন্তাযুত মতি। ৩৪৫
দন্ ঝগ্‌ড়ায় না ছাড়ে স্বামীর ভকতি ॥
পঞ্চ লোটা গঙ্গার জলে স্বামীকে ছিনায়।
ঘরে আছে পাঁচ কাপড়া সোয়ামীক পরায় ॥
আগ্‌গল কলসের অন্ন সোয়ামীক ভুঞ্জায় ॥
খাইয়া লইয়া প্রাণপতি যে ছাড়ে পাতে। ৩৫০
শেষ কালে চিন্তিনী নারী বাটিয়া খায় তাকে ॥
সন্ধ্যাকালে চিন্তিনী নারী দেয় তৈলের পঞ্চ বাতি।
অতিথের সেবা জানে গুরুর ভকতি ॥
এই কিনা নারী যার গৃহে থাকে।
থাক পরে লবি[1] তারে লক্ষ্মী ডাকিয়া পুছে ॥ ৩৫৫
যে বাড়ীর গিত্তানি হৈয়া সন্ধ্যায় বানে বাড়া।
বাঁশের তলে কান্দে লক্ষ্মী না যায় হাবাতিপাড়া ॥'
যখন ডাকিনী ময়না বধূর প্রবোধ দিল।
করদস্ত হৈয়া রাজা বলিতে লাগিল ॥
রাজা বল'তেছে—'শুন, মা জননি, লক্ষ্মী রাই। ৩৬০
সন্ন্যাস যাবার বল, মা, সন্ন্যাসী হৈয়া যাই ॥
পুত্র হৈয়া একটা কথা, মা, তোমার আগে কই।
ইহাতে যদি গালি পাড় পিতার দোহাই ॥
চারি চকরি পুকুরখানি, মা, মধ্যে ঝলমল।
কোন বিরিখের বোটা আমি, মা, কোন বিরিখের ফল।[2] ৩৬৫

[1]পাঠান্তর : 'পরিলবি তাকে।'
[2]পাঠান্তর : চক্‌চকা পুকর খানি মধ্যে ঝলমল!
কোন্ বিরিকের বোটা আমরা কোন বিরিকের ফল ॥

কেবা রান্ধি কেবা বাড়ি, মা, কেবা বসিয়া খাই।
কারে লইয়া শুইয়া থাকি, মা, কেবা নিদ্রা যাই॥
আকাশ নড়ে জমিন নড়ে নড়ে পবন পানি।
সপ্ত হাজার আনল নড়ে নিনড় কোনখানি॥
কোনঠে রইল গয়া গঙ্গা কোনঠে বাণারসী। ৩৭০
কোনঠে রইল জপতপ আমার কোনখানে তুলসী॥
কোনঠে রইল বঁড়শী, মা, কোনঠে রইল সুতা।
কোনঠে রইল বঁড়শীর ছিপ কোনখানি ফুলতা॥[১]
তৃষা লাগলে, মা, তৃষা আইসে কথা হনে।
তৃষার জল ফুটিক, মা, খায় কোন জনে॥ ৩৭৫
বাও নাই বাঁতাস নাই, মা, পাতা কেন নড়ে।
দুই বিরিখের একটি ফল কোন বিরিখে ধরে॥
যখনে আছিলাম, মা, জননীর উদরে।
কোনদিকে শিথান, মা, কোন দিকে পৈথান।
জননীর উদরে থাকি জপছি কোন নাম॥ ৩৮০
ওগো, মা, জননি, এই সব গেয়ান যদি আমি রাজা পাই।
মস্তক মুড়িয়া সন্ন্যাস হৈয়া যাই॥'

যখন ধর্মিরাজা জননীক এ কথা বলিল।
করুণা করি বুড়ী ময়না কান্দিতে লাগিল॥
'এতেক যদি গেয়ান ছিল তোর শরীরের মাঝারে। ৩৮৫
তবে কেন কলঙ্ক দিলি মায়ের বরাবরে॥
কথা কলি, ওরে, যাদু, কত বড়ি দায়।
ভাঙ্গিয়া কহিলে কথা কড়াকের নয়॥[২]

[১]পাঠান্তর: কোন কোন বস্‌সির ছিপ কোন কোনা সুতা।
কোন কোনা মোর বস্‌সির পোট্‌ কোন কোনা ফুলতা॥
[২]পাঠান্তর: রাখিয়া কহিলে কথা লৈক্‌খ টাকা হয়।
ভাঙ্গিয়া কহিলে কথা কড়াকের নয়॥

কলু কলু কথা, যাদু, কথার কলু মাঙ্গা।
আগে চড়ে হস্তীর মাহুত পিছে চড়ে রাজা ॥ ৩৯০
তেমনি এ ডাকিনী ময়না এই নাওঁ পাড়াব।
এই কথার অর্থ দিয়া সন্ন্যাস করাব ॥
ওরে, যাদুধন, চার চকরি পুকুরখানি মধ্যে ঝলমল ॥
মন-বিরিখের বোটা তুই তন্ বিরিখের ফল ॥[১]
গাছের নাম মনোহর ফলের নাম রসিয়া। ৩৯৫
গাছের ফল গাছে থাকে বোঁটা পড়ে খসিয়া ॥
কাটিলে বাঁচে গাছ, না কাটিলে মরে।
দুই বিরিখের একটি ফল জননী সে ধরে ॥
হিদ্দি গয়া হিদ্দি গঙ্গা হিদ্দি বাণারসী।
মুখে হলো তোর জপতপ মস্তকে তুলসী ॥ ৪০০
মনের আনন্দ তনে বাড়, আত্মমায় বসি খাও।
জীতা লয়ে শুয়ে থাকি মহতী নিদ্রা যাও ॥[২]
আকাশ নড়ে জমিন নড়ে নড়ে পবন পানি।[৩]
সপ্ত হাজার আনল নড়ে নিনড় কপাল খানি ॥
বিনা বাতাসে, যাদু, চক্ষের পাতা নড়ে। ৪০৫
দুই বিরিখের একটি ফল তোর মায়ের প্রাণে ধরে ॥
যখন আছলু, যাদু, জননীর উদরে।
উত্তরে শিথান, যাদু, তোর দক্ষিণে পৈথান।
জননীর উদরে থাইকা জপছ নিজ নাম ॥
তৃষা লাগিলে জল আসে শূন্য হৈতে। ৪১০
তৃষা লাগিলে জল তোর খায় হুতাশনে ॥
মিরডারা তোর বঁড়শীর ছিপ পবন হইল ডোর সূতা।
মূল কণ্ঠ তোর বঁড়শীর পোট দুই আঙ্কি ফুল্‌তা ॥

[১]পাঠান্তর : শোন বিরিখের বোটা জাদু তুই মোর বিরিখের ফল।
[২]পাঠান্তর : মনে আন্দে তনে পর্শে আত্মায় বসি খায়।
জিতারূপে শুইয়া থাক মোহতে নিদ্রা যায় ॥
[৩]পাঠান্তর : 'জমিন' স্থলে 'পাতাল'।

যে দিন ফুলতা তোর জলে ডুবিবে।
জননী মায়ের প্রাণ অনাথ হইবে ॥ ৪১৫
নিশ্চয় জান ভাডুয়া যম তোক বান্ধি লইয়া যাবে।
মায়ের কান্দনে কি তোক যমে ছাড়ি যাবে ॥'

যখনে ডাকিনী ময়না একথা বলিল।
করদস্ত হৈয়া রাজা বলিতে নাগিল।
ডাইনে বাঁয় রাজার ডারে খাড়া হৈল। ৪২০
মধুর বচনে কথা বলিতে লাগিল ॥[১]
'মা, আজকার মনে যাইছি আমি ঠাকুরবাড়ি লাগিয়া।
কাল প্রাতে সন্ন্যাস হব বঙ্গের বিনোদিয়া ॥'

---

[১]পাঠান্তর : রাজা বলে শুন মা জননি লক্ষি রাই।
আরও একনা কথা বলো সোনা মাএর ঠাঞি ॥
কিছু জ্ঞান ত্যাখাউক হাড়ি লঙ্কেশ্বর।
শির মুড়িয়া ধম্মি রাজা ছাড়ি বাড়ি ঘর ॥
মএনা কহেছে হারে বেটা রাজ ডুলালিয়া।
নিধুয়া পাতারে ন্যাও পামুড়ি টানেয়া ॥
কত নাগে হাড়ির গিয়ান তোর মাও ত্যায় ত্যাখেয়া ॥
এ ঘর হইতে মএনামতি ওঘর চলিয়া জায়।
ঠার দিয়া কথা হাড়ির আগে কয় ॥
জখন হাড়ি সিদ্দা এ কথা শুনিল।
হাড়ি বোলে হায় বিধি মোর করমের ফল।
তবুনিয়া হাড়ি সিদ্দা এ নাম পাড়াব।
আগে ছাইলাক জ্ঞান ত্যাখেয়া পিছে গাঞ্জা খাব ॥
সাজ সাজ বলিয়া হাড়ি সাজিবার নাগিল।
আলগৈড় মালগৈড় তিনটা গৈড় দিল ॥
মন রাশি ধুলা সরিলে মাখিল।
আসি মন পাটা নইলে সিকাই করিয়া।
চৌরাসি মন নোহার টোপ মস্তকে করিয়া ॥

যখন রাজা সন্ন্যাসে জবাব দিল।
ফেরুসাক লাগি বুড়ী ময়না গমন করিল॥ ৪২৫

জননীর পরীক্ষা

রাত্রি করে ঝিকিমিকি কোকিলা করে রাও।
শ্বেত কাক বলে রাত্রি প্রভাও প্রভাও॥
শয্যা হোতে ডাকিনী ময়না ঝাড়িয়া তোলে গাও॥

তেরাসি মন নোহার আসা নইলে হস্তে করিয়া।
বেরাসি মন নোহার খড়ম চরনে নাগেয়া।
সাজোঁ সাজোঁ বলি হাড়ি ব্যারাছে সাজিয়া॥
ওতো হাড়ির নামে নামেতো হালই।
জল পান করিতে নইলে বাইশ মন কলাই॥
হাত ম্যালে হাড়ি সিদ্দা হস্ত গ্যালো আকাশ।
পা ম্যালে হাড়ি সিদ্দা পা গ্যালো পাতাল॥
গাএর রোয়াঁ বাড়েয়া দিলে নাড়িয়া তালের গাছ।
মাতার মটুক বাড়ে দিলে শ্রি কবিলাস॥
জবতে হাড়ি সিদ্দা নড়ে আর চড়ে।
তবতে বসমাতা কোড়ত কোড়ত করে॥
উঠিল হাড়ি গাও মোড়া দিয়া।
সরগে নাগিল মস্তক হুটুস করিয়া॥
হাড়ি বলে হায় বিধি মোর করমের ফল।
ঝি জ্ঞান ত্যাখাইম এখন রাজার বরাবর॥
আপনার সাজনি হাড়ি সাজিবার নাগিল।
ঝাড়ু ত্যাওয়া ঝাটা নিলে বগলে করিয়া।
ঠুটা এখান কোদাল নইলে কান্দে করিয়া॥
সামৃটা ফ্যালা ডালি নইলে কাকতে করিয়া।
ছড় ত্যাওয়া নান্দিয়া মস্তকে করিয়া।
কলিঙ্কার বন্দরক নাগিয়া চলিল হাটিয়া॥
এক এক পা ফ্যালে হাড়ি আশে আর পাশে।
আর এক পা ফ্যালে বেআল্লিশ ক্রোশে॥

যখন বুড়ী ময়না ফেরুসা চলিয়া গেল।
অদুনা পদুনা রাণী রাজার দরবার গেল ॥ ৪৩০
অদুনা বোলে, 'শোন, দিদি, পদুনা নায়র দিদি।
আর গৃহে না রয় আমার সোয়ামী নিজপতি ॥
কি বুদ্ধি কর, দিদি, কিবা চরিত্তর ॥
কড়াটিকের বুদ্ধি নাই মোর শরীরের ভিতর ॥

জেইখানে পড়ে হাড়ির পদের ভরি।
সেইখানে হয় একটা সরলা পুকুরি ॥
ধিরে চলিছে হাড়ি কৈরাছে গমন।
কলিঙ্কার বন্দরে জাইয়া দিলে দরশন ॥
সোআ ক্রোশ অন্তরে হাড়ি রহিল বসিয়া।
প্রথমে হুঙ্কার ছাড়ে ঝাড়ু বলিয়া।
আপনে ঝাড়ু ব্যাড়ায় হাটখোলা সাম্‌টিয়া ॥
তারপরে মারিলে হুঙ্কার ডালি বলিয়া!
আপনে ব্যাডায় ডালি সাম্‌টা ফ্যালেয়া ॥
তার পরে মারিলে হুঙ্কার কোদালক বলিয়া।
আপনে কোদাল ব্যাড়ায় হাটখোলা চেচিয়া।
তার পরে মারিলে হুঙ্কার নান্দিয়া বলিয়া।
আপনে নান্দিয়া ব্যাডায় ছান ছিটিয়া ॥
হাতে না ঠেলিলে হাড়ি পাএ না ঠেলিলে।
মুখের জবাবে হাড়ি চারি কম্ম কুলাইলে ॥
একটা গাঞ্জার ডাল হস্তে করিয়া।
পাগলা হস্তির মত চলিল হাটিয়া ॥
ওখানে থাকিয়া হাড়ির হরসিত মন।
মএনার মহলে জাএয়া দিল দরশন ॥
হাড়ি বলে দিদি কার প্রানে চাও।
তোর ছাইলাক জ্ঞান ত্যাখেয়া বড পামু দুখ।
আমল পস্তা দিয়া সিতল কর মোর বুক ॥
মএনা বলে হারে হাড়ি কার প্রানে চাও।

তুই বইনে ডুকনা পানের খিলি নিল হস্তে করিয়া ॥ ৪৩৫
রাজার পালঙ্গক লাগি যাইছে চলিয়া ॥
'আমাকে বিবাহ কল্লেন পুষ্প শাখা দিয়া।
আমার হস্তের পান এক দিন না খাইলেন বসিয়া ॥
জননীর বাক্যতে যান উদাসীন হৈয়া ॥

জা জা হাড়ি ভাই ছিনানক নাগিয়া।
রসাই ঘর ন্যাওঁ মুই পরিস্কার করিয়া ॥
জখন হাড়ি সংবাদ শুনিল।
দরিয়াক নাগি হাড়ি গমন করিল ॥
দরিয়ার কুলে জাএয়া দরশন দিল।
দরিয়া দেখি হাড়ি খুসি ভালা হইল ॥
বার গাঠি ধড়ির মাথা দরিয়াএ ছাড়ি দিল।
সমুদ্রের জল ধরি চুসিয়া ফ্যালাইল ॥
সাউদ সদাগর কান্দে ঘাটে নৌকা থুইয়া।
সদাগর কান্দে হস্তকে হস্ত দিয়া ॥
এই বার গঙ্গা মা উদ্ধার কর মাতা।
বাড়ি জবাব কালিন দিম তোক নৈকৃথ গণ্ডা পাটা
মাছ মগর কান্দে ডাঙ্গাএ পড়িয়া।
শিশু ঘড়িআল ব্যাড়াএ লপ্ লপ্ করিয়া ॥
হাড়ি বলে হারে বিধি মোর করমের ফল।
এওগুলার অবিশাব নাগে মস্তকের উপর ॥
সদাগরের কান্দনে হাড়ির হৈল দয়া।
বার গাঠি ধড়ির মাথা ফ্যালাইল চিপিয়া ॥
সমুদ্রে না ধরে জল জায় উপরিয়া।
সাউদ সদাগর উঠিল হরি ধ্বনি দিয়া।
হরি বোল বলিয়া হাড়ি ছিনানত নায়িমা ॥
ছিনান করিয়া হাড়ির অঙ্গে হইল জাতি।
ফ্যালাইলে ভিজা বস্ত্র পরলে শুকনা ধুতি ॥

তুমি যদি যান রাজা উদাসিনী হৈয়া। ৪৪০
আমি যাব তোমার পাছে বৈরাগিণী হৈয়া ॥
শব্দ শুনছি তোমার জননী গিয়ানে ডাঙ্গর।
একটা পরীক্ষা দেও, প্রভু, দরবারের উপর ॥
তাহাকে দেখি আমরা দুনয়ন ভরিয়া।
দেখিয়া শুনিয়া যাও তোরা উদাসিনী হৈয়া' ॥ ৪৪৫

ওখানে থাকিয়া হাড়ির হরষিত মন।
রাজার দরবারে যাইয়া দিল দরশন ॥
রাজার নারিকেলের তলে যোগ আসন করিল।
ঝুপার ঝুপার নারিকেল প্রণাম জানাইল ॥
বাম হস্ত দিয়া নারিকেল পাড়াইলে ছিড়িয়া।
কানি নৌখ দিয়া নারিকেল তিন ফাড়ি করিয়া।
শাস্ জল খাইলে বদন ভরিয়া।
যেমনকার নারিকেল তেমনি থুইল তুলিয়া ॥
পাটে থাকি ধর্মিরাজা নয়নে দেখিল।
পাট ছাড়ি ধর্মিরাজা গমন করিল।
গুরুদেবের চরণ ধরি ভজিয়া পড়িল ॥
পাও ধরোঁ গুরুধন হাত ধরোঁ তোর।
গোটা চারিক নারিকেল পাড়া জ্ঞান আমাক দয়া কর ॥
এইলা মন্তর যদি আমি রাজা পাই।
বালাই দেওঁ তোর রাজ্যের মাথাত বৈরাগ হৈয়া যাই ॥
হাড়ি বলে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া।
পাও ছাড়ি দে রাজার বেটা যাও ছাড়ি দে মোর।
লোকে দেখিলে চর্চিয়া মারিবে তোর ॥
তুই তো হলু পাটে রাজা মুই তো হনু হাড়ি।
পাও ছাড়ি দে রাজার বেটা হাড়ি যাও মুই বাড়ি ॥
ছাড়িতে পার ঘর যদি এড়িবার পার বাড়ি।
কত নাগে এমন গিয়ান হামরা দিতে পারি ॥

যখন অতুনা রাণী পরীক্ষার বুদ্ধি দিল।
সুবুদ্ধ ছিল রাজার কুবুধ লাগাল পাইল॥
রাজায় রাণী কয় কথা নাটমন্দির ঘরে।
ধিয়ানেতে দেখলে ময়না ফেরুসা নগরে॥
ধবল বস্ত্র নিলে ময়না পরিধান করিয়া। ৪৫০
হেমতালের লাঠি নিলে হস্তে করিয়া॥
নঙ্গ এলাচি গুয়ামরি জায়ফল যষ্টিমধু মুখের মধ্যে দিয়া।
ফেরুসা হৈতে যাইছে ময়না ছেইলার দরবার লাগিয়া॥
দরবারে যাইয়া ময়না খাড়া হৈল।
অতুনা পতুনা রাণী ময়নাক দেখিয়া ভিতর অন্দর গেল॥ ৪৫৫

কি গিয়ান দেখুলু উজানি প্রহরে।
আরও এলায় তোক গিয়ান ছ্যাখাওছোঁ তৃতিয়া প্রহরে।:
ওখানে থাকি হাড়ির হরসিত মন।
মএনার মহলে জাএয়া দিল দরশন॥
জখন মএনামতি হাড়িক দেখিল।
পাচ নোটা কুআর জলে ছিনান করিল॥
রসাই ঘর নিলে পরিষ্কার করিয়া।
বাপ কালিয়া থাল নইলে আম্বলে মাঞ্জিয়া॥
বার বৎসরিয়া কাঞ্জির অন্ন নইলে দুধে পাখলিয়া।
মন সাইটেক অন্ন দিলে থালাএ পারশিয়া॥
আইস আইস হাড়ি ভাই অন্ন খাও আসিয়া॥
জখন হাড়ি সিদ্ধা অন্নের নাম শুনিল।
অস্ত ব্যাস্ত হইয়া অন্নের কাছে গ্যাল॥
জখন হাড়ি সিদ্ধা অন্ন দেখিল।
টুকুস টুকুস করি হাড়ি মাথা দোমকাইল॥
হাড়ি বলে হায় দিদি এই তোর ব্যাবার।
বার বৎসরি কাঞ্জি অন্ন নিছিস দুধে পাখলিয়া॥
এই গিলা অন্ন দিছিস থালাএ পারশিয়া॥
থাকিল থাকিল এখনা দুকৃখ শরিলের ভিতর।
তোর বেটায় দুকৃখ দিম কাইল জঙ্গলের ভিতর॥

এক দণ্ড দুই দণ্ড তিন দণ্ড হৈল।
জননীর তরে কথা রাজা বলিতে লাগিল॥
'সন্ন্যাস যাবার বল, মা, সন্ন্যাস হৈয়া যাওঁ।
পুত্র হৈয়া একটি কথা তোমার আগে কওঁ॥
হাট গেছেন বাজার গেছেন কিনিয়া খাইছেন খই। ৪৬০
আমার পিতার মরণের দিন সতী গেছেন কই॥
আমার পিতার মরণের দিন সতী গেলেন হয়।
সত্য রাজার পুত্র হৈয়া নাওঁ পাড়ান্থ হয়॥[১]

রাম রাম বলি হাড়ি অন্নে নিবেদন দিল।
শ্রীবিষ্ট বলিয়া অন্ন মুখে তুলি দিল॥
অন্ন খাইতে হাড়ির মনে হইল খুসি।
একে গাসে খায় হাড়ি তামাম অন্নগুটি॥
ও অন্ন খাইয়া হাড়ির না ভরিল পেট।
সাত ডুলি চিড়া খায় ফাকাড়া মারিয়া।
তিন ডুলি পিয়াজি খাইলে হাড়ি নবনে মাখিয়া॥
কলসি বাইসেক জল দিয়া ফ্যালাইলে গিলিয়া॥
পাট ছাড়ি ধম্মি রাজা এ দৌড় কারাইল।
গুরুর চরন ধরি ভজিয়া পৈল॥
রাজা কএছে ওমা জননি লক্‌খি রাই।
এইলা গিয়ান মন্তর আমি রাজা পাই॥
নিচ্ছয় করি ধম্মি বাজা আমি সন্ন্যাস হইয়া জাই॥
মএনা বলে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া।
ছাড়িবার পার ঘর জদি এড়িবার পার বাড়ি।
কত নাগে এমন গিয়ান তোর মা দিবার পারি॥
হাড়ি গিয়ানে রাজা পড়ি গ্যাল ভুলে।
কালি সন্ন্যাস হব পভুল বিয়ানে॥

[১]পাঠান্তর: 'সতিপুত্র গোপিনাথ নাওঁ পাড়ান্থ হয়' এবং ইহার পর:-
মএনা বলে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া।
পুছ করি আইসেক জাইয়া বন্দরিয়া ঘরে ঘর।
এর সাক্‌খি আছে বেটা চান্দ সদাগর॥

'ওরে, যাদুধন,
তোর পিতাক নিয়া সতী গেছি ব্রহ্মার ভিতর। ৪৬৫
কেশ গাছ পোড় নাহি যায় পরিধানের বস্তর ॥
তোমার পিতাক পুড়িয়া কোলায় করছি ছাই।
তবু ময়না বসিয়া ছিনু লোহার কলাই ॥
তোমার পিতাক পুড়িয়া অঙ্গার দিছি গাঙ্গের ভাটি।
তবু ময়না বসিয়াছিনু তিলকচান্দ রাজার বেটী ॥ ৪৭০
তোমার পিতায় কোলায় পুড়্ছি আকাশে উঠছে ধুমা।
ব্রহ্মার ভিতর বসিয়াছিনু বুড়ী ময়না যেন কাঞ্চা সোনা ॥'
সরল চিতে ডাকিনী ময়না পুত্রক শ্রীসংবাদ বলিল।
ক্রুদ্ধ হয়া জননীক কথা বলিতে লাগিল ॥
'কায় কয় এগিলা কথা কায় আর পইতায়। ৪৭৫
আগুন হৈতে নিকিন মানুষ জীয়তে বারায় ॥'[১]

নও মাসিয়া ছাইলা তুমি মোর হিদ্দের ভিতর।
তেকে লইয়া সতি গেছুঁ আনলের ভিতর ॥
এখান করি খড়ি খ্যায় চিতাটার উপর।
শুকটা বরি মারছুঁ তোর জ্ঞাস্তার সকল ॥
সাত দিন নও রাইত মএনা আনলের ভিতর।
পোড়া নাই জায় মাথার ক্যাশ মোর পরিধানের কাপড় ॥
তোর বাপের দাড়ি পোড়া জায় জ্যামন পাটের থেস্থরা।
পোড়া নাই যায় মাথার ক্যাশ মোর পরিধানের কাপড়া ॥
কোর বাপক পুড়িয়া আঙ্গরা দিলাম ভাটি।
মএনামতি বসি আছোঁ মুই তিলকচন্দ্রের বেটি ॥

[১]পাঠান্তর : কোন পুরুসে কয় কথা কে শোনে পৈতায়।
মনুষ্যের ছাইলা হৈয়া নাকি ব্রহ্মার ভিতর যায় ॥
সেই কি জননি মাও আবার জিয়তে বাইরায়।
তেমনি গোপিচন্দ্র রাজা এই নাও পাড়াব।
ক্যামন জননি সতি কন্যা তা নয়নে দেখিব ॥

আরও যদি রবার পার আনলের ভিতর।
শির মুড়িয়া ধর্মিরাজা ছাড়ি বাড়ি ঘর ॥'
ময়না কয়সে, 'হারে, বেটা, রাজ দুলালিয়া।
এক পরীক্ষা লাগে কেন সাত পরীক্ষা নেব। ৪৮০
হাতে হাতে সোনার যাদুক সন্ন্যাসে পাঠাব ॥
দেও দেও পরীক্ষা বিলম্বের কার্য নাই।
পরীক্ষা না দিয়া যদি তোর বধূর মহল যাও।
অদুনা পদুনা কন্যা তোর ধরমের মাও।
মৈল বাপের হাড় তোর বাঁও গালে চাবাও ॥' ৪৮৫

ধুয়া,—মনের আনল ও জুড়াবে ওরে মনের আনল।

ক্রুদ্ধ হৈয়া ধর্মিরাজা ক্রোদ্ধে চলিয়া গেল।
রাজার ভাই খেতুক ডাকিতে লাগিল ॥
'কিবা কর, ভাই খেতুয়া, নিশ্চিন্তে বসিয়া।
কেশালি ডাঙ্গাতে মিলি যাইয়া পরীক্ষা সাধিয়া ॥ ৪৯
আথালি পাথালি চৌকা নামান খুঁড়িয়া।
তিনটা নারিকল দিয়া নেও তেহরা খুচিয়া ॥
চন্দন খুটা দেন চৌকা সুলক্ষিয়া।
বাইশ মণিয়া কড়েয়া দেন চৌকায় চড়েয়া।
ষোল মর্দে লোয়ার কড়াই দেওত তুলিয়া। ৪৯৫
শাল শিশলং খুটা দেও চৌকা ধরাইয়া ॥
ঘি তৈল কত হাজার দেন কড়ায় ঢালিয়া।
তল ছাবনি উপর ছাবনি মারেন ঢাকিয়া ॥
সাত দিন নও রাত জ্বালান তৈল নিধাউস করিয়া ॥
যখন তেল গরম হবে রক্ত বরণ। ৫০০
দৌড় খবর জনাইস্ আমার বরাবর ॥
হাত পা বান্ধিয়া দিম জননীক এ তেলে ফ্যালেয়া।
ঐ তেলেতে যদি মা জননী থাকে বাঁচিয়া।
তবে মস্তক ক্ষৌরি করি যাব আমি সন্ন্যাস হৈয়া ॥

আর যদি মা জননী এই তেলেতে যায় মরিয়া। ৫০৫
তবে মস্তক না মুড়াব না যাব সন্ন্যাস হৈয়া॥'
রাজবাক্য খেতুয়া বৃথা না করিল।
যে হুকুম কৈল রাজা সে হুকুম করিল॥
বাপ কালিয়া কোদাল নিলে ঘাড়তে করিয়া।
কেশালি ডাঙ্গাতে খেতু গেলত চলিয়া॥ ৫১০
কেশালি ডাঙ্গাতে নিল খেতু চৌকা খুঁড়িয়া।
সাত দিন জ্বালায় তৈল নিধাউস করিয়া॥
সাত দিন অন্তরে খেতুর হরিষ হৈল মন।
তৈলক লাগি খেতু করিল গমন॥
বাম হস্ত দিয়া তৈলের ঢাকিনি তুলিল। ৫১৫
দপ্ দপ্ করিয়া আগুন স্বর্গে দেখা দিল॥[১]
খেতুয়া বলে, 'জয়, বিধি, কর্মের বোঝঁ ফল।
যে হুকুম ক'ল্লে রাজা আমার বরাবর॥
সেই কর্ম কল্লাম খেতুয়া লক্ষেশ্বর॥
এখন তৈল গরম হৈছে রকত বরণ। ৫২০
দৌড় খবর জানাই গিয়া রাজার বরাবর॥
বসি আছে ধর্মিরাজ দিব্য সিংহাসনে।
গলাতে রতন মালা করে টলমল॥
হেন কালে খেতু আসিয়া খাড়া হৈল।
করদস্ত হৈয়া রাজাক বলিতে লাগিল॥ ৫২৫
'মহারাজ! তৈল গরম হৈছে রক্ত বরণ।
এখন কি হুকুম হয় আমার বরাবর॥

রাজা বলিতেছে—'রে, খেতুয়া, তুমি একটি কর্ম কর

ঝাড়ির মুখের গামছা নে হস্তে করিয়া।
দৌড় দিয়া যা তুই ফেরুসাক লাগিয়া॥ ৫৩০

[১]পাঠান্তর: এক দিন দুই দিন পঞ্চ দিন হৈল।
সাত দিন অন্তরত ছাবনি উঠাইল॥

কয়া বুইলা মা জননীক আন ডাক দিয়া।
কেমন সতী কন্যা জননী নেই পরীক্ষা করিয়া ॥
কইতে বুলিতে যদি জননী না আইসে চলিয়া।
এই গামছা দিয়া জননীক আনেন বান্ধিয়া ॥
বান্ধিয়া দেন জননীক জলের থরা থর। ৫৩৫
মাংস কাটিয়া যেন বাণ বৈসে হাড়ের উপর ॥'

যখন খেতুয়াক এ হুকুম করিল।
ময়নার মহল লাগিয়া গমন করিল ॥
বাঁশের চরকা নিছে ময়না বাঁশের টাকুয়া।
শিমুলের তূলা নিছে পাঁইজ তৈয়ার করিয়া।[১] ৫৪০
বুড়ী ময়না চরকা কাটে দুয়ারে বসিয়া ॥
হেন কালে খেতু যাইয়া উপস্থিত হৈল।
'জননী, জননী' বলি প্রণাম করিল ॥
মস্তক তুলিয়া ডাকিনী ময়না খেতুক দেখিল।
খেতুয়ার তরে কথা বলিতে লাগিল ॥ ৫৪৫
'বড় হাউসে বিভা দিলাম একটি যাদু বাছার লোভে।
দিবারাত্রি প্রণাম না জানালু মোকে ॥
আজ কেনে কুহুরা ভক্ত রাড়ির পদের তলে ॥'
খেতু বলে, 'শুন, মা, জননী লক্ষ্মী রাই।
কইতে, মা জননী, বড় লাগে ভয় ॥ ৫৫০
কেমন বোলে সতী গেছিলেন আগুনের ভিতর।
ইহার পরীক্ষা হৈছে ডাঙ্গার উপর ॥
যাও, যাও, মা, পরীক্ষার লাগিয়া।
এই পরীক্ষা উত্তরিয়া আইস আপনার মহল ॥'

[১]পাঠান্তর : এক দুআর, দুই দুআর হস্তে হস্তে লিখি।
আঠার দরজার মধ্যে শ্রীমন্দির দেখি ॥
আগ দুআরে মএনামতি এ পসা খ্যালায়।
পাছ দুআর দিয়া খেতু প্রনাম জানায় ॥

ময়না বলে, 'তোর বাপের খাওঁ না তোর রাজার বাপের খাওঁ।
তোমার হুকুমে আমি ডাকিনী ময়না পরীক্ষা দিবার যাওঁ॥'[১]
খেতু বলে, 'শুন, মা, আমি বলি তোরে।
কইতে বুলিতে যদি, মা, না যাবেন চলিয়া।
রাজার হুকুম আছে, মা, নি যাব বান্ধিয়া॥'[২]
যখন খেতুয়া বান্ধ দিবার চাইল। ৫৬০
খেতুয়ার তরে ডাকিনী ময়না নালিশ কথা কৈল॥
'ওরে, খেতুয়া, রাজার নুন খাও বেটা রাজার গুণ গাও।
রাজার হুকুম লইয়া বান্ধন তোর পিতার ঘাড়ে দ্যাও॥'
যখন খেতু নালিশ কথা পাইল।
বসুমাতা ইষ্ট দেবতাক প্রণাম রাখিল॥ ৫৬৫

[১]পাঠান্তর : মএনা বলে হারে জাদু কার প্রানে চাও!
ক্যান ক্যানে খেতু ছোছা হরসিত মন॥
কি বাদে আসিলু তার কও বিবরণ॥
খেতু বলে শুন মা জননি লক্‌খি রাই।
কি গল্প করিছিস দাদার বরাবর॥
ত্যাল গরম হইছে কড়েয়ার উপর।
ত্যাল কোনা দেখি আয় মা মএনা সুন্দর॥
গরম পাতিলত জ্যামন দরশন তৈল।
এই মতে মএনামতি ক্রোধে জলি গেইল॥
জখন মএনামতি একথা শুনিল।
খেতুআর তরে কথা বলিবার নাগিল॥
হৈল কি না হৈল বৈরাগ মোর সে মনে জানে।
দিন চারিক অন্তরে গুপিনাথক খাইবে আগুনে॥

[২]পাঠান্তর : জখন খেতু একথা শুনিল।
জোড়হস্ত হএয়া কথা বলিতে নাগিল॥
মা, অপরাধ খমা কর সরলা চণ্ডি রাই।
রাজার নূন খাই আমি রাজার গুন গাই॥

ঘাড়ে গামছা দিয়া ময়নাক ভিড়িয়া বান্ধিল।
করুণা করি বুড়ী ময়না কান্দিতে লাগিল॥[১]
'ওরে, যাদুধন, বড় দুঃখে তোক পালন করিলাম ঘৃতের অন্ন দিয়া।
কেনে নিদানে বান্ধলু আমাক ভিড়িয়া ভিড়িয়া॥
কাঁচা বাঁশের খাট পালঙ্কি শুক্‌না পাটার ডোর। ৫৭০
বেটা হৈয়া মাকে বান্ধলু পায়া সিঙ্গের চোর॥
ওরে, যাদুধন বান্ধন ছাড়িয়া দে আমি এমনি যাই চলিয়া।
যে পরীক্ষা দেয় সেই পরীক্ষা নিব উত্তরিয়া॥'
খেতু বলে, 'ও মা জননী, না দিব, না দিব, মা, তোর বন্ধন ছাড়িয়া।
কি জানি গেয়ানের চোটত তুমি যান পালেয়া॥ ৫৭৫
তোমার বদল আমাক দিবে ঐ তেলে ফ্যালেয়া॥'

মহারাজ হুকুম হৈলে পিতার ঘাড়ে দেই॥
মা, অপরাধ ক্ষমা কর সরলা চণ্ডি রাই।
মহারাজ হুকুম হইছে তোকে বন্ধন করিবার চাই॥

[১]পাঠান্তর: দোনো হস্ত মএনামতির ফ্যালাইলে বান্ধিয়া।
পরিকৃথাক নাগিয়া খেতু নইয়া গ্যাল ধরিয়া॥
পরিকৃথার কুলে জাএয়া দরশন দিল।
দৌড় পাড়িয়া জাএয়া রাজাক জানাইল॥
জখন ধর্ম্মি রাজা সংবাদ শুনিল।
সাজ সাজ বলিয়া রাজা সাজিবার নাগিল॥
সাজ সাজ বলিয়া রাজা নাগড়ায় দিলে সান।
প্রথমে সাজিয়া ব্যারাইল নাগড়ার নিশান॥
ত্যালেঙ্গা লোকের ছেইলা সকল করিয়া গণ্ডগোল।
হাড়ি লোকের ছেইলা সাজে পিছে বান্ধিয়া ঢোল॥
আঠার তবিলের সিপাহি সাজে ঠাঞি ঠাঞি।
হিন্দু মুসলমান সাজে ল্যাখা জোখা নাই॥
পাত্র মিত্র লইয়া রাজা গমন করিল।
পরিকৃথার কূলে জাএয়া দরশন দিল॥

'দেখ দেখ, বাবা সক্কল, কলিকাল পৈল।
বেটা হৈয়া জননীক সত্য করাইল ॥
এক সত্য দুই সত্য তিন সত্য করি।
যদি তোমাক ছাড়িয়া পালাই প্রাণ ফাইটা মরি ॥' ৫৮০
যখন ময়না বুড়ী সত্য করিল।
পাঁচ পাকের বন্ধন খেতু খালাস করি দিল ॥
সোনার বাটিত তৈল নিলে রূপার বাটিত খৈলা।
চান করবার যাইছে ময়না গঙ্গাক লাগিয়া ॥
গঙ্গার কূলে যাইয়া ময়না উপস্থিত হৈল। ৫৮৫
কান্দি কাটি বুড়ী ময়না বালুর পিণ্ড তৈয়ার করি লৈল ॥
তেল খৈলা দিলে ধর্মের নামে ফ্যালেয়া।
তার পর দিলে খৈলা গাঙ্গিক ফ্যালেয়া।
অবিশ্বাস দিলে তৈল মস্তকে ঢালিয়া ॥
হাঁটু জলে নামি বুড়ী হাঁটু কৈলে শুধ। ৫৯০
হিয়া জলে নামি বুড়ী মাইলে পঞ্চ ডুব ॥
পার হৈয়া পাইল একটা বউল গাছের ফুল।
ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া বান্ধে মস্তকের চুল ॥
চাউলের পিণ্ড না পাইয়া বুড়ী বালির পিণ্ড দিল।
তেত্রিশ কোটি দেবগণ হস্ত পাতি নিল ॥ ৫৯৫
ধিয়ানেতে ময়না যখন কান্দিতে লাগিল।
পুষ্পরথে গোরখনাথ নামিয়া আসিল ॥
ময়নার নিকট আসিয়া কথা বলিতে লাগিল ॥

গোরখনাথ বলিতেছে : 'কেন, মা, তুমি কান্দ কি কারণ?' ৬০০

'ও গো, গুরু বাপ, আমি কান্দি তাহা শুনিতে চাও?
'আইজ তেল পরীক্ষা যাব মরিয়া।
এই জন্য কান্দি গুরু গঙ্গায় দাঁড়েয়া ॥
নেও নেও, গুরু বাপ, তর্পণের জল।
আজ হৈতে তোমার পুত্র ময়না বুড়ী মাগিল পদতল ॥' ৬০৫

এ কথা শুনিয়া গোরখনাথের দয়া হৈল।
ডাকিনী ময়নার তরে আশীর্বাদ দিল॥
'যা, যা, পরীক্ষায়, ময়না, প্রাণে না করিস্ ডর।
তোক ছাড়িয়া জ্বলবে আগুন শ হাত উপর॥
কেশ যত পোড়া না যাবে পরিধানের বস্তর। ৬১০
শুকৃটা করি মারিস তোর গিয়াস্তা সকল॥'
গুরুদেবের পদধূলি নিল সব অঙ্গে মাখিয়া।
পরীক্ষার লাগিয়া বুড়ী ময়না যাইছে চলিয়া।
মহামন্ত্র দিয়া নিলে হৃদয়ে জপিয়া।
পরীক্ষার লাগি বুড়ী ময়না গেল চলিয়া॥ ৬১৫
একটা জিগার পল্লব আসিল ধরিয়া।
হরিবোল বলি দিল তৈলত ফেলিয়া॥
যখন জিগার ঠ্যাক তৈলে ফেলি দিল।
চৌদ্দতাল ব্রহ্মমাতা জ্বলিয়া উঠিল॥
আগুন দেখি ধর্মিরাজা ভয়ঙ্কর হৈল॥ ৬২০
কড়েয়ার নিকট যাইয়া ময়না উপনীত হৈল।
কড়েয়ার চতুর্দিকে ঘুরিতে লাগিল॥[১]
এক পাক দুই পাক তিন পাক ঘুরিল।
ফিরা পাকের বেলা ময়না তৈলত পড়িল॥
থু করিয়া মুখের অমৃত তৈলত ফেলি দিল। ৬২৫
জলের পয়ান পায়া গরম তেল গর্জিয়া উঠিল॥
মহামন্ত্র বুড়ী ময়না হৃদয়ে জপিয়া।
দক্ষিণ দেশী কবিদারণী হৈল কায়া বদলিয়া॥

---

[১]পাঠান্তর: কি কর ভাই খেতু কার প্রানে চাও।
সোল জনে স্থাও মএনাক হস্তত করিয়া॥
হরিবোল বলি সাত পাক ঘুরিয়া।
জয় জয় বলিয়া মাওক দ্যাও তৈল্লত ফ্যালেয়া॥
জখন মএনামত্তিক তৈল্লে ফেলি দিল।
চৌদ্দ তাল ব্রহ্মমাতা জ্বলিয়া উঠিল॥

আগুনের ছুইত ময়না বেড়ায় নাচিয়া।
গড় খ্যামটা নাচে ময়না হাতে তালি দিয়া। ৬৩০
আড় খ্যামটা নাচে ময়না মাথায় ঘোঙ্গর দিয়া॥
ডোমনা কাওড়া নোটন নাচে ময়না বুড়ী ছাপরিয়া ছাপরিয়া
তৈলতে পড়িয়া ময়না ডুবিল গালা হাতে।
আঞ্জুলি আঞ্জুলি গরম তৈল ভুকিয়া বসায় মাথে।
'ওরে, খেতুয়া, ভাল কর্ম করছ তুমি খেতুয়া লক্ষেশ্বর। ৬৩৫
পৌষ মাসিয়া জার খেদাওঁ এই তেলের ভিতর॥ [১]
কুসুম কুসুম গরম লাগে মোর শরীরের উপর।
তোর পিতার আশীর্বাদে আর খানিক গরম কর॥'
এই কথা শুনিয়া খেতু রাজাক এ তত্ত্ব জানাইল।
'ভাল কর্ম করছি বুইলা আমি খেতুয়া লক্ষেশ্বর। ৬৪০
দেখ যে মা জার খেদাইছে ঐ তেলের ভিতর॥'
যখন রাজা এ কথা শুনিল।
ক্রুদ্ধ হৈয়া মহারাজ ক্রোধে জ্বইলা গেল॥
'ওরে, খেতুয়া, তৈল গরম নাহি হয় কড়েয়ার উপর।
সেই কারণে তৈল বসায় মস্তকের উপর॥ [২]৬৪৫

তুমি আর একটি কর্ম কর, আর কতক
তৈল ঘি দেও কড়েয়ায় ঢালিয়া।

আর সাত দিন জ্বালা থাকুক নিধাউস করিয়া॥
বড় বড় চন্দন খুটা দেও চৌকা ধরাইয়া॥'
যখন খেতুয়াক রাজা হুকুম করিল।
সাত দিন খেতুয়া আবার জ্বালাইতে লাগিল॥ ৬৫০
সাত দিনের ছয় দিন গেল।
এক দিন বাকি থাকতে বুড়ী ময়না বুদ্ধি আলো হৈল॥

[১]পাঠান্তর: মাঘ মাসের জার খ্যাদাওঁ ত্যালের ভিতর।

[২]পাঠান্তর: দম্ভ কথা কয় মাও আমার বরাবর।

মূল মন্ত্র নিয়া নিল হৃদয় জপিয়া।[১]
সরিষা হৈয়া উঠে ময়না তৈলত ভাসিয়া ॥
বন্ধনের গামছা থুইল তলত ফেলিয়া ॥ ৬৫৫
সাত দিন[২] অন্তরে খেতু ঢাকিনি তুলিল।
মা জননীক না দেখি খেতু কান্দিতে লাগিল ॥
খেতু বলে, 'জয়, বিধি, কর্মের বুঝি ফল।
আমার লাকান পাপী নাই দরবারের উপর ॥
মা জননী পালন করছে আমাক ঘৃত অন্ন দিয়া। ৬৬০
আপন হাতে মারিনু মাক তৈলত ফেলিয়া ॥
আমার লাকান পাপী নাই রাজ্য ভরিয়া।
আমাক ছুঁইয়া জল খাবে না জ্ঞেয়াতা ভাইয়া ॥'[৩]
এই কথা তত্ত্ব খেতু রাজাক জানাইল।
'ওগো, মহারাজ, তাতে বলে মা জননী গিয়ানে ডাঙ্গর। ৬৬৫
দেখ গে মরিয়া গেইছে জননী তেলের ভিতর ॥
হাড়ায় হুড্ডি জননী গেল জ্বলিয়া।
সরিষা হইয়া উঠছে মা তেলত ভাসিয়া ॥'

পাটতে বসিয়া রাজা একথা শুনিল।
কপালে মারিয়া চড় কান্দিতে লাগিল ॥ ৬৭০
বাম হস্তে মাথার পাগ রাজা টালাইয়া ফেলিল।
কাটা বৃক্ষের লাকান রাজা ঢলিয়া পড়িল ॥
'কি কথা শুনালি, খেতু, আবার বল শুনি।
নিভা কাষ্ঠতে যেমন জ্বালাই আগনি ॥

[১]পাঠান্তর: 'মোন আসি ঘৃত'

[২]পাঠান্তর: ও মএনা পাইছে গোরকনাথের বর।
আগুনেতে পোড়া না জায় জলত না হয় তল
ওরূপ থুইল মএনা একতার করিয়া।
সরিসা রূপ হইলে মএনা কায়া বদলিয়া ॥

[৩]পাঠান্তর: 'ব্রাম্মন সকল।'

দুগ্ধ মিঠা চিনি মিঠা আরো মিঠা ননী। ৬৭৫
সবাতে অধিক মিঠা মাও বড় জননী॥'
রাজা বলে, 'হারে, খেতু, কার পানে চাও।
বাপকালিয়া বল্লম নেও হস্তে করিয়া।[১]
উসনা আলুর মত তুল হানিয়া॥
কি জানি কড়েয়ার পাঞ্জারে থাকে লুকাইয়া।[২]
বল্লম দিয়া মা জননীক বেড়াও হানিয়া॥'
রাজ-বাক্য খেতুয়া বৃথা না করিল।
বল্লম দিয়া খেতুয়া হানিতে লাগিল॥[৩]
এক হান দুই হান তিন হান দিল॥
তিন হানের বেলা বল্লম গামছা তুলিল। ৬৮৫
গামছা নিল খেতু বল্লমে করিয়া।
রাজার চাক্ষসে গামছা দিল ফেলাইয়া॥
রাজা বলে, 'শুন, খেতু, খেতুয়া প্রাণের ভাই।
দৌড় দিয়া যা খেতু কলিঙ্গার বন্দর লাগিয়া॥
আমার জ্ঞাতা সকল আন ডাক দিয়া। ৬৯০
ষোল মর্দে নেও কড়েয়া ঘাড়ত করিয়া॥
তেপথি রাস্তার মধ্যে ফ্যালান ঢালিয়া।
হাড়ি চণ্ডালেরা যাউক ন্যাদেয়া গুড়িয়া॥'
তৈল ফেলাইয়া সকলের হরিষ হৈল মন।
ভিতা ভিতি জ্ঞাতা সকল করিল গমন॥[৪]

---

[১]পাঠান্তর: এক মুঠা কোচা লও হস্তে করিয়া।

[২]পাঠান্তর: মাওকে শস্ করিব আমি গঙ্গাএ নিগিয়া॥

[৩]পাঠান্তর: হরিবোল বলিয়া কোচা তৈলে ফেলি দিল

[৪]পাঠান্তর: গামছা দেখি খেতু কান্দন জুড়িল॥
হাড়াহাড়ি মার গেইছে জলিয়া।
কিএলা শস্ করি আমি গঙ্গা নিগিয়া॥

ডুবার ভিতর বুড়ী ময়না আছে লুকাইয়া।
ট্যার চোখে বুড়ী ময়না জ্ঞাতাক দেখিল।
পাছত যাইয়া বুড়ী ময়না পায় ডুব ডুব দিল॥
খেতুয়ার তরে কথা বলিতে লাগিল॥
'ওরে, খেতুয়া, বেটা হৈয়া পরীক্ষা দিল তৈলত ফেলিয়া।
রাস্তায় ছাড়িয়া আরো যাইস পালাইয়া॥' ৭০৫
'মা, মা,' বলিয়া রাজা কান্দিবার লাগিল।
পালালু পালালু, মা, কপালে লাথি দিয়া।
মা-বধী নাম থাকিল আমার রাজ্য ভরিয়া॥
তাতে বেটি গল্প কল্লে আমার বরাবর।
এক কোনা পরীক্ষায় বেটি গেল যমের ঘর॥' ৭১০
জননীর শোকে রাজা কান্দিতে লাগিল।
তৈলতে থাকিয়া বুড়ী ধেয়ানে দেখিল॥
ময়না বলে, 'ভগবান্ আমি নাই যাই মরিয়া।
এক দণ্ড আছি আমি বাও সঞ্চার হৈয়া॥
তাতে আমার পুত্রধন কান্দে লায়লুট হৈয়া॥ ৭১৫
মাছে চিনে গহীন জমিন পক্ষী চিনে ডাল।
মায় চেনে পুতের দয়া যার বক্ষে শাল॥'
মহামন্ত্র গিয়ান নিলে বুড়ী ময়না হৃদয়ে জপিয়া।
শ্বেত মাছি হৈল ময়না কায়া বদলিয়া॥

জখন ধর্ম্মি রাজা খেতুআক দেখিল।
খেতুআর তরে কথা বলিবার নাগিল॥
সোল জনে ন্যাও কড়াই ঘাড়োত করিয়া।
তেপথা ঘাটাত তৈল ফ্যালাও ঢালিয়া॥
জখন তৈল আমার মৃত্তিঙ্গাএ পড়িল।
চৌদ্দ তাল ব্রহ্মমাতা জলিয়া উঠিল॥
আগুন দেখিয়া খেতু ভয়ঙ্কর হৈল।
মাও মাও বলিয়া খেতু কান্দন জুড়িল॥

উড়াও দিয়া পইল্ গিয়া ছেইলার দুই চক্ষে যাইয়া। ৭২০
দুই চক্ষের জল সে দেয় মুছাইয়া॥
ময়না বলে, 'ওরে, বাছাধন, তুমি কান্দ কি কারণ।
নাই যাই মরিয়া আমি নাই যাই মরিয়া
এক দণ্ড আছি আমি বাও সঞ্চার হৈয়া।
তোমাক পরীক্ষা দেখাইলাম যাদু তৈলে পড়িয়া॥[১] ৭২৫
নিজ রূপ ধারণ করিয়া খেতুয়াক দেখা দিল।
খেতুয়ার তরে কথা বলিতে লাগিল॥
'তোমার মন বুঝলাম, যাদু, তৈলত পড়িয়া।
এখন মরণ-খবর দেও আমার বউ সকলক যাইয়া॥'
খেতুয়া বলে, 'শুন, মা, বচন মোর হিয়া। ৭৩০
চাক্ষসে জননী আছেন বাঁচিয়া॥
কেমন করি বধূর সাক্ষাত আমি যাই কান্দিয়া কাটিয়া॥'
'ওরে, খেতুয়া, তোমাদের বুদ্ধি নাই একটি কর্ম কর।
দুই চক্ষে দুকনা আকালি দেও ভাঙ্গিয়া।[২]
আষাঢ় ও শ্রাবণ দেয়া যাইবে বরষিয়া॥' ৭৩৫
যখন খেতু আকালির নাম শুনিল।
সুবুদ্ধ ছিল খেতু কুবোধ লাগাল পাইল॥
দুকনা আকালির বদল দুই আঙ্গুল ভাঙ্গিল॥[৩]

[১]পাঠান্তর: সত্য ছিল মএনামতি সত্য ছিল ভাও।
নরদেহ হইয়া মএনা কাড়ে পঞ্চ রাও॥
কান্দ না বাপের ধন কান্দন খেমা কর।
তোর কান্দনে আমার শরিল হৈল জড়জড়॥
জে কোনো কান্দন কান্দলু তুই আমার বরাবর।
এই গুলা কান্দন কান্দ গিয়া তোর বউর বরাবর॥

[২]পাঠান্তর: একটা মরিচ দিলে দুচউখে ভাঙ্গিয়া।

[৩]পাঠান্তর: যখন খেতু ছোড়া একথা শুনিল।
একটা ভাঙ্গিবার চাইলে তো এক স্থায় ভাঙ্গিল॥

দুই আঙ্গল মরিচের রস দুই চক্ষে দিয়া ॥
আচুরি পাচুরি চোখ ফুলাইলে বসিয়া ॥ ১৪০
কান্দি এলা যায় খেতুয়া পথের না পায় দিশা।
অন্ধ হইয়া পইল খেতু খন্দের ভিতর ॥
শিয়াল কুত্তা যায় কত খেতুয়ার মুখে মুতিয়া।
ঝালের চোটে মুত খায় ঢোক ঢোক করিয়া ॥
মইষ গরু বানরে যায় শুঙ্গিয়া শুঙ্গিয়া। ১৪৫
ময়নার ঘরের গোলাম দেখি খেতুক না খায় ধরিয়া ॥
এখন জননীর নাম নিয়া খেতু কান্দিতে লাগিল।
ধিয়ানের বুড়ী ময়না ধিয়ানত দেখিল ॥
খেতুয়ার কান্দন দেখি জননীর দয়া হৈল।
মহামন্ত্র নিলে হৃদয়ে জপিয়া। ১৫০
মরিচার ঝাল দিল শূন্যে চালাইয়া ॥
যখন খেতু খালাস পাইল।
টিকরায় চাপড় দিয়া দৌড় ধরিল ॥
কত রাস্তা যায় খেতু হাসিয়া খেলিয়া।
বধূগুলার নিকট গেল গাল দুটা ফুলাইয়া ॥ ১৫৫
স্বর্গে যেমন ঘিরি নিছে এক শত তারাগণি।
এই মত খেতুয়াক ঘিরি নিল একশত মহারাণী ॥
'ওরে, খেতুয়া, এতদিনে আসিস গোলাম হাসিয়া খেলিয়া।
আইজ কেনে আসিলু তুমি গাল দুটা ফুলাইয়া ॥'
খেতু বলে, 'বউ ঠাকুরাইন, আমি বলি তোরে। ১৬০

এক স্যার মরিচের রস নিলে খোড়াত করিয়া।
আপন সুখে দিলে রস দুই চক্ষে ঢালিয়া ॥
জখন মরিচের রস চক্ষে ঢালি দিল।
অকারন করিয়া খেতু কান্দন জুড়িল ॥
কান্দিয়া কাটিয়া খেতু গমন করিল।
সুন্দরিব মহলে জাইয়া দরশন দিল ॥

ইছে খাও বধূ সকল পিছে ঘুম যাও।
তৈল পরীক্ষায় জননী মরছে খবর নাই তার পাও ॥'
যখন খেতুয়া একথা বলিল।
হাতে তালি দিয়া বধূ সকল নাচিতে লাগিল।
'ওগো, দিদি, অন্তের মাও বইনে বলে। ৭৬৫
রাণী সকল রাজাক নিয়া থাউক।
আমার শাস্থর প্রতিদিন বলে সদাই সন্ন্যাস হউক ॥
আলাই বালাই বুড়ী সতীন গেল মরিয়া।
সোয়ামীক নিয়া রাজাই করি এখন পাটত বসিয়া ॥'[১]
এদিক ওদিক দেখে খেতুয়া আর কিছু নাই। ৭৭০
ঢেকি ঘরাতে পাইল ধানবানা গাইল ॥
ধানবানা গাইল নিল খেতু ঘাড়ত করিয়া।
বধূগুলার মধ্যে নাচে ধুমধাম করিয়া ॥
ধুমধাম করি খেতু নাচিতে লাগিল। ৭৭৫
বধূ সকলের মাথাত বজ্জর ভাঙ্গিয়া পৈল ॥
অদুনা উঠিয়া বলে, 'পদুনা নায়র দিদি।
যদি কালে বুড়ী গেইছে মরিয়া।
খেতু কেনে নাচে মোর পাছত আসিয়া ॥'
ছোট রাণী আছে রাজার বুদ্ধির নাগর। ৭৮০
তার উত্তর জানায় অদুনার বরাবর ॥
'শব্দে শুনাছি মোরা বুড়ী গেয়ানে ডাঙ্গর।
আগুনত না যায় পোড়া জলত না যায় তল ॥

[১]পাঠান্তর : আথার আন্দন বারন আথাতে রাখিয়া।
এক শত রানি ব্যারাইল হাতে তালি দিয়া ॥
কোন কোন কন্যা নাচে পেন্দিয়া পাটের সারি।
হরিশ্চন্দ্র রাজার বেটি নাচে হাতে সোনার ঝাড়ি ॥
এক জন ব্যারায় দুই জন ব্যারায় ব্যারায় হল্‌কে হল্‌কে
এইঠে হ'তে রানির ঠ্যাংঙ্গ নাগিল বাবড়িঝাড় হটে ॥

লোহার খাড়া না বইসে তার গর্দানার উপর।
কেমন করিয়া বধিবে তায় বুড়ীর পরাণ॥[১] ৭৮৫
চল চল যাই, দিদি, পরীক্ষাক লাগিয়া।
মরিছে কি বাঁচি আছে শাস্থর আসি দেখিয়া॥[২]

[১]পাঠান্তর: নাচন খেমা কররে দিদি নাচন খেমা কর।
অধিক করি নাচিলে দিদি টুটিবে গাএর বল॥
নাই জায় মরিয়া শাস্থর নাই জায় মরিয়া।
এই কারনে নাচে গোলাম গাইনটা ঘাড়ে নিয়া॥

[২]পাঠান্তর: সাজ সাজ বলিয়া রানি সাজিতে লাগিল॥
নিগাল ছোরান খানি ঘুচা'ল ঢাকিনি।
দুই অঙ্গুলে বাহির কৈল্লে নাসের কাকই খানি॥
কাকেয়া কাকেয়া চুলের ভাঙ্গে জালি।
সিতার গোড়ে গোড়ে পিন্ধিল সোনার মুকুতা সারি সারি॥
কাকেয়া কাকেয়া রানি চুল করিল গোটা।
মাজ কপালে তুলিয়া দিল তিলক সিন্দুরের ফোটা॥
প্রথমে পিন্ধে খোপা হ্যাটেং ট্যাঙ্গরা।
খোপার ভিতর খ্যালা খ্যালায় রানির ছয় বুড়ি চ্যাঙ্গড়া॥
ও খোপা পিন্ধিয়া রানি রূপের দিকে চায়।
মনতে খায়না খোপা আউলাইয়া ফ্যালায়॥
তার পরে পিন্ধে খোপা চ্যাঙ্গ আর ব্যাঙ্গ।
কোন জম্মে দ্যাখছেন নিকি খোপার সোল ঠ্যাঙ্গ॥
ও খোপা পিন্ধিয়া রানি রূপের দিকে চায়।
মনতে না খায় খোপা আউলাইয়া ফ্যালায়॥
তার পিছে পিন্ধে খোপা নাটি আর নটি।
ঐ খোপায় ভুলাইয়া আনে ছয় বুড়ি পাইকের নাটি॥
ও খোপা পিন্ধিয়া রানি রূপের দিকে চায়।
মনতে না খায় খোপা আউলাইয়া ফ্যালায়॥

একটা করি ঘির হাঁড়ি আমরা নেই কাঁখত করিয়া।
জল ভরিবার আলে আমরা চলি হাঁটিয়া॥'
একটা করি ঘির হাঁড়ি নিলে কাঁখত করিয়া। ৭৯০
একশত রাণী ব্যারাল হাতে তালি দিয়া॥
পরীক্ষার ঐঠে যাইছে কান্দিয়া কাটিয়া।
পরীক্ষার কূলে যাইয়া দিলে দরশন॥
যখন রাণীগুলা বুড়ীক না দেখিল।
একশত ঘির হাঁড়ি ডাঙ্গাইয়া ভাঙ্গিল॥ ৭৯৫
ময়না বলে, 'হায়, বিধি, মোর করমের ফল॥
বেটায় দিলে পরীখশালে বউ দিলে ঘিউ।
আজ হাতে পাইলাম বেটা বউর জীউ॥'

তার পিছে পিন্ধে খোপা গুঞ্জরি ভোমরা।
সন্ধ্যার সমএ ভোমরা নাগার কলহার।
একখানি খোপায় কৈল তিনখানি দুআর॥
একখান দুআরে গায়েতা গিত গায়।
আর একখানা দুআরে ব্রাহ্মণে তিথি চায়॥
আর একখানা দুআরে নটুয়ায় নাচন পায়ে॥
এই খোপা পিন্ধিয়া রানি রূপের দিকে চায়।
রানির ছটায় সুয্যের ছটায় এক লাগ্য পায়॥
নিগাল ছোরান খানি ঘুচা'ল ঢাকিনি।
দুই অঙ্গুলে বাহির কৈল কাপড়া ঝাম্পাখানি॥
প্রথমেতে পিন্ধিল কাপড় কাউয়ারঙ্গি সাড়ি।
আট তরপ পিন্ধিল তবু অষ্ট অঙ্গ দেখি॥
ঐ কাপড় পিন্ধিয়া রানি রূপের দিকে চায়।
মনতে না খায় কাপড় রতিথে বিলায়॥
তার পরে পিন্ধে কাপড় গহুর রঙ্গের শাড়ি।
গহুর রঙ্গি শাড়ি পিন্ধিয়া রূপের দিকে চায়।
মনতে না খায় কাপড় বান্দিক বিলায়॥
তার পিছে পিন্ধে কাপড় লক্‌খিবিলাসি শাড়ি।

যখন রাণীগুলা বুড়ীক না দেখিল।
হাতে তালি দিয়া রাণীর ঘর নাচন জুড়িল ৮০০
ময়না বলে, 'হায়, বিধি, মোর করমের ফল
নাচ নাচ, রাড়ির বউ, মুইও দেওঁ তালি।
পরীক্ষাতে উঠিলে রাড়ি করবে কালি ॥'

লক্‌খিবিলাসি শাড়ির কথা কহনে না জায়।
দিঘল কৈল্লে সেই কাপড় মথুরাগঞ্জ মুকায় ॥
গোটা কৈল্লে সেই কাপড় মুটুতে জায় ॥
লক্‌খিবিলাসি শাড়ির দাসর নাহি খেও।
দাসর ভিতর নেখিয়া দিছে ত্রিশ কোটি দ্যাও ॥
হাস ন্যাখছে বাহনা ন্যাখছে গহুরবানে হরি।
কাগের সরস্বতি ন্যাখছে কুবিরের ভাণ্ডারি ॥
কুবিরের ভাণ্ডারি ন্যাখছে দ্যাবতারি রাজা।
শনির দৃষ্টে গনেসের মুণ্ডু গেইছে ছাঁটা ॥
গজের মুণ্ডু কাটাইয়া গনেসের জোড়াইছে মাথা ॥
দরিয়ার জত মাছ মগ্র দ্যাছে কাপড়াএ নেখিয়া।
পৃথিবীর যত পক্‌খি দ্যাছে কাপড়াএ নেখিয়া ॥
চ্যাঙ্গ চেঙ্গটি, খ'লসা পুটি আর ডারিকা রাখ্।
পাবা ইলসা রামট্যাঙ্গনা মৌকা ঝাঁকে ঝাঁক ॥
মৌকার আচালে চিলে মারে ছোঁই।
চিলায় মারে ছোঁই বগিলায় ধরিয়া খায়।
রুই কাতল সৌল বাউস্ গহিন দিয়া যায় ॥
মাছের মধ্যে কই মাছ সে দানি নাম ধরে।
বালিয়া রাজার তরে তিনি কন্যা দান করে ॥
বালিয়া রাজার বিবাহ হয় পুটিতে আরবৈরাতি।
খালের কাকড়ায় মান্দাল বাজায় কুচিয়া ধরে ছাতি ॥
কিন কিন করিয়া ট্যাঙ্গনা বাজায় সারেন্দি ॥
ট্যাপা মাছ গুআ ন্যাক্‌ছে ফলি ন্যাক্‌ছে পান।
পেপুলা ম'চ্ছ্যে চুন হএয়া খাএছে গুআ পান ॥

এক পাক দুই পাক তিন পাক ঘুরিল।
ফিরা পাকের বেলায় ছোট রাণী দুবলায় দেখিল। ৮০৫
হাতে তালি দিয়া দুনো ভগ্নী বলিতে লাগিল॥

'ওগো দিদি, তুমি জান যে মা জননীর মৃত্যু হয়েছে।'

'নাই যায় মরিয়া শাস্থর নাই যায় মরিয়া।
ছগুই দেখ শাস্থর আছে দুবলায় লুকাইয়া॥'[1]

শাল সৌল বনাই হৈয়া মারোয়ায় কলা গাড়ে।
ভাঙ্গনা বেটা বামন হৈয়া ব্যাদ সাস্ত্র পড়ে॥

[1]অতিরিক্ত পাঠ: জখন রতুনার বোন পতুনা দুবলাএ দেখিল।
বুড়ি মএনা মনে মনে ফিকিতে নাগিল॥
মহামন্ত্র গেয়ান নিলে হৃদএ জপিয়া।
বার বৎসরি ছুকড়ি হইল মএনা কায়া বদলিয়া॥
ত্যালের কড়াই নিলে মস্তকে করিয়া॥
কাকো মারে চড় থাবড়া বুড়ি কাকো মারে গুড়ি।
তাহাতে ডাকিনি মএনা তালাস করে নড়ি॥
খাকলা বেটা কাস্ত হইয়া ন্যাখা পড়া করে।
দারকা বেটা নাপিত হৈয়া কামান কাজান করে॥
টোরা পুঁইয়া সৈলন্তা হৈয়া ঘিএর বাতি জলে
এই সব মাছ দিছে কাপড়াএ নেখিয়া।
কত সব পখি দিছে কাপড়াএ তুলিয়া॥
রাজহংস বালিহংস সারালি চকোআ।
লাউজালি কদমা পখি নেখিছে সারা কাপড় দিয়া॥
চোজভরা পখি ন্যাখছে কলার খায় মৌ।
চটর মটর কেউচা ন্যাখছে আর বানিয়ার বউ॥
ভ্যাসান্তরি পখি ন্যাখছে ভ্যাসে ভ্যাসে ধায়।
শকুন গৃধিনি ন্যাখছে জা মরা গরু খায়॥
আ'চ্চরা পখি ন্যাখছে আজ্যের ঠাকুর।
সকল পখির রাজু ন্যাখছে গোধম আর ধকুর॥

তেলের কড়েয়া নিলে ময়না মস্তকে করিয়া। ৮১০
বধূগুলা শৈতে যাইছে মহল লাগিয়া॥

বসিয়াছে ধর্মিরাজ পাটের উপর।
গলায় রতন মালা করে টল মল॥

রাম ন্যাখছে পাঁউআ ন্যাখছে আর ন্যাখছে ঘউ।
দলের উপর কোরা পখি করছে ডুবাডু॥
কত সব পক্‌খি ন্যাখছে পক্‌খি বুলাবুল।
ঝাড়ের তোতা একটা ন্যাখছে হাজার টাকা মুল॥
জত সব পখি নেখিয়া পখির দিছে ন্যাখা।
দুই পাকে দুইটা নেকিছে ভুলকিমারা প্যাচা॥
ঢাল কাউআ ন্যাখছে কাক্‌খান কাক্‌খান করে।
চন্দনা মএনা ন্যাখছে রাধাকিষ্ট বলে॥
এই কাপড় নিলে রানি পরিধান করিয়া।
জাইছে এখন রত্নুা রানি পরিক্‌খার নাগিয়া॥
কতেক দূর যাইয়া কতক পন্থ পাইল।
কানা মুনির গ্রামে যাইয়া রুপস্থিত হৈল॥
যখন কানা মুনি রাণীকে দেখিল।
রানিকে দেখিয়া কানা ঘাটা হাতে চায়।
এইকিনা রানিক যদি আমি কানা পাই॥
সুন্দর হাত ধরিয়া কানা টারি টারি ব্যাড়াই॥
কানা কইলে কথা মনে আর মনে।
সত্য রানি জানিয়া পাইল আপন ধেয়ানে॥
রানি ব'লতেছে রে বেটা কানা,
তুমি ক্যান অপরাধি বাক্য বল—
পাশ্‌শ টাকা দেইবারে তোর হস্তে গনিয়া।
বান্দি করিবারে বেটা হস্ত ধরিয়া॥
কানা বলে শোন রানি আমি বলি তোরে।
কি করিব তোর পাশ্‌শ টাকা কানার নন্দন॥

ডাইনে বাঁয়ে নাজির উজির আছে ত বসিয়া।
তেলের কড়েয়া দিলে ময়না মৃত্তিকায় নামাইয়া ॥ ৮১৫
দেওয়ান পাত্র নাজির যখন ময়নাক দেখিল।
হরিধ্বনি দিয়া কাচারি বরখাস্ত করিল ॥[১]

[১]পাঠান্তর: শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম চতুর্ভুজধারি।
পরিধান পিতাম্বর মুকুন্দ মুরারি ॥
মএনামতী পরিকৃথাএ উত্তরিল বল হরি হরি ॥
সক্কল লোকে বলে মহারাজ তোমার জননির পরিকৃথা হইল জ
ধম্মিরাজ দাড়াইয়া বলে এও পরিকৃথা নয় ॥
আর একনা পরিকৃথা আছে সোনা মাএর ঠাঞি।
এইকিনা পরিকৃথা জদি আইসেন উত্তরিয়া।
তবে মস্তক খেউরি করি গুপিচন্দ্র রাজা জাব সন্ন্যাস হৈয়া ॥
মএনা বলে শোন ছাইলা আমি বলি তোরে।
এক পরিকৃথার বদল বেটা তোর চাইর পরিকৃথা নিব।
তবু আড়ির পুত্র তোয় সন্ন্যাস করাব ॥
জখন মএনা বুড়ি পরিকৃথা নিবার চাইল।
ভাই খেতু বলি রাজা ডাকাইতে নাগিল ॥
তোমার টাকা চাইতে রানি মোর টাকা বিস্তর ॥
তোমার বিবার টাকা দিব তোমার বাবারে গনিয়া।
তবু তোমার হাত ধরি ব্যাড়াব টারিতে হাটিয়া ॥
জখন কানা মুনি একথা বলিল।
ক্রোদ্ধ হএয়া রদুনা রানি ক্রোদ্ধে জলি গেল ॥
তেমনি রদুনা রানি এই নাওঁ পাড়াব।
কানাকে চকৃখুদান দিয়া পরিকৃথায় চলি জাব ॥
দুই বান্দি ধৈল্ল কানাক চিত্র করিয়া।
এক মুট বালু দিলে দুই চকৃখে ঢালিয়া ॥
গাভির খুট দিয়া কানার চকৃখু ফ্যালাইল উল্টিয়া ॥

সকল লোকে বলে, 'মহারাজ, পরীক্ষা হৈল জয়।'
অদুনা নারী কয়, 'এ পরীক্ষা নয়॥'
রাজা কয়ছে, 'শুন, রাণী, জবাবে বুঝাই। ৮২০
কড়াকের বুদ্ধি নাই শরীরের ভিতর।
শির মুড়িয়া ধর্মিরাজা ছাড়িম বাড়ি ঘর॥

কানার চক্‌খু রদুনা রানি উলটিয়া ফেলিল।
চক্‌খু দান পাএয়া কানা সয়াল সংসার দেখিল॥
ভাল মাও চলিয়া গ্যাল মারঅলি দিয়া।
চক্‌খু দান দিল দুই গুতায় আসিয়া॥
রদুনা রানি জখন কানাকে চক্‌খু দান দিল।
রাস্তাএ থাকিয়া ডাকিনি মএনা তা নয়নে দেখিল॥
নয়নে দেখিয়া মএনা বড় খুসী হৈল।
রদুনা পদুনা রানি পস্ত মেলা দিল॥
কতেক পস্ত জাএয়া রানি কতেক পস্ত পাইল।
ফোক্‌লা মুনির গ্রামে জাএয়া রুপস্থিত হৈল॥
রানিকে দেখিয়া ফোক্‌লা কটুবাক্য বলিল॥
এই সব রানিক জদ্দপি আমি ফোক্‌লা পাই।
সুন্দর হাতে গুআ পান পিসি দেউক ফুটানি করিয়া খাই॥
একথা শুনিয়া রদুনা রানি ক্রোধমন হৈল।
দুই গালে দুই ডিয়া কসিয়া মারিল॥
ছামুরে ছয়খানা দাত ভুটকিয়া বা'র হৈল।
হস্ত দিয়া ফোক্‌লা মুনি দস্ত দেখিল॥
মাও দায় দিয়া ফোক্‌লা প্রনাম জানাইল॥
ভাল মাও চলিয়া গ্যাল মারঅলি দিয়া।
দস্তদান দিলে ঘড়িকি আসিয়া॥
ডাইন মএনা দেখিল তাক দুই নয়ন ভরিয়া॥
ধুআ—ও রসের ভোমরা তোর প্রেমে মইজাছি।
তুমি সিমুল ফুলের ভ্রমর হৈয়া চাম্পা ফুলে জান কি ;
রসের ভোমরা তোর প্রেমে মইজাছি॥

রাণী কয়ছে, 'শুন, রাজা, বিলাতের নাগর।
তেল পরীক্ষা দিলেন তোমার মায়ের বরাবর॥
নৌকা পরীক্ষা দিয়া ছাড় বাড়িঘর। ৮২৫
কেমন নৌকা পরীক্ষা দিবেন মোর ঠে নেও শুনিয়া॥
ঐত বৈতরণী নদী নাই তারে হাওয়া।
ছয় মাসের ওসার নদী বৎসরে পড়ে খেওয়া॥

উঠিয়াত রত্না রানি পন্ত ম্যালা দিল।
চাকুলা রাজার ভ্যাশে জাএয়া রানি খাড়া হৈল॥
রানিকে দেখিয়া চাকুলা চাক আচড়ায়।
এইকিনা রানিক জদি মুঞি চাকুলা পাওঁ।
সুন্দর পিঠোতে চড়ি চাকুলা দেবিক দেখি জাওঁ॥
চাকুলা কইল কথা মনে আরো তনে।
রত্না রানি জানি পাইল অন্তর ধিয়ানে॥
রানি কএছে,—বেটা চাকুলা পাশ্‌শ টাকা দ্যাওঁ তোর হস্তে গনিয়া।
গাড়ি করিয়া ব্যাড়াইস বেটা আজ্যোতে হাটিয়া॥
চাকুলা বলে—শুন রানি কি করিব তোর পাশ্‌শ টাকা চাকুলা নন্দন
তোর টাকা চাইতে রানি মোর টাকা বিস্তর॥
আমার দুস্কের কথাগুলা তোমার আগত কই।
তিনকিনা রানি আছে মোর মহলের ভিতর॥
বড় রানি কোনা জায় মোর হাটক নাগিয়া।
জাবার ব্যালা জায় শালি খালি হাতে চলিয়া॥
আসবার ব্যালা আনে সওদা মতুআ ভরিয়া॥
মধ্যম রানি জায় মোর গরুবাড়িক নাগিয়া।
শেশুরানি থাকে বাড়িতে বসিয়া॥
এক উডুন ধান জোড়ে আগিনাএ নিজিয়া।
টারির চ্যাঙ্গরা গুলাক আনে ডাক দিয়া॥
তামান কাঞ্চাএ ব্যাড়ায় শালি দিক দিক করিয়া।
মোর চাকুলার রোম গুলা উঠে শিংগরিয়া॥

এক এক ঢেউ উঠে পর্বতের চূড়া।
আকাশে উঠে ঢেউ পাতালে বয় ঝোড়া॥ ৮৩০
পোতার মতন শিল পাথর সেও যায় ভাসিয়া।
পড়িলে পাটিকাখান সেও না হয় তল।
পাটিকার বুড়্‌বুড়ি উঠে বৎসর অন্তর॥
ঐ দরিয়া মাও ময়না আস্থক পার হইয়া।
হাসি কাইল দিম জবাব যাওঁ সন্ন্যাস হইয়া। ৮৩৫
কেমন করিয়া হইবে পার মোর ঠে নেও শুনিয়া॥
সর্ষার কুটি দেও নৌকা সাজাইয়া।
কাকুয়া ধানের স্থঙ্গা দেও বৈঠা বানাইয়া॥

এইঠে থাকি স্থাথাওঁ শালিক নাঠি তুলিয়া।
ও শালি স্থাথায় আমাক গাইনটা তুলিয়া॥
তোর বিবার টাকা দেইব তোর সোআমিক গনিয়া।
তবু তোর পিঠোত চড়ি জাইম দেবিহাটি নাগিয়া॥
জখন রতুনা রানি একথা শুনিল।
বান্দির তরে কথা বলিতে নাগিল॥
কিবা কর বান্দি বেটি নিছন্তে বসিয়া।
একটি তুআর স্থাওয়া ঠ্যাঙ্গা জোগাও আনিয়া॥
চাকুলাকে ছরন্দানে দেই আমি গোড়খাইয়াএ ফ্যালাইয়া॥
তুআর স্থাওয়া ঠ্যাঙ্গা বান্দি জোগাইলে আনিয়া।
চাকুলার চাকত নাটি দেইল ডুবাইয়া॥
মাথার উপরে তুলি ঘুমায় জ্যান কুমারের চাক।
গোড়খাইয়াত পড়ি চাকুলা করে বাপ বাপ॥
গোড়খাইয়ার শেশু ভিড়িয়া ধরিল॥
খাওঁ খাওঁ বলিয়া শেশুগণ ভিড়িয়া ধরিল।
আদ্দুর্ হতে সদ্দার বোচা আছেতো দেখিয়া।
দোহাই রাজার দোহাই বাৎসার বোচার নন্দন।
খবরদার চাকুলাক খাবার পাবেন না গোড়খাইয়ার ভিতর॥

ভোটা একেনা পিকিড়া দেও কাণ্ডারী ধরিয়া ॥
নাই দাঁড়, নাই মাঝি, নাই তার কাণ্ডারী। ৮৪০
ঐ নৌকায় চড়ি পার হউক মা ময়না সুন্দরী ॥[১]
মাছি মুণ্ড রইতে জাগা নাহি হয়।
ঐ নৌকা কি মায়ের ভরা সয় ॥'
রাণীর বাক্য রাজা, বৃথা না করিল।
'দয়ার ভাই, খেতুয়া' বলি ডাকিবার লাগিল ॥ ৮৪৫
ডাক মধ্যে খেতু ছোড়া দরশন দিল।
ডাইনে প্রণাম করি বাঁয়ে খাড়া হইল ॥
যোড় হস্ত হইয়া কথা কহিবার লাগিল ॥
'কেন কেন, ওহে, দাদা, হরষিত মন।
কি কারণে ডাকাইলেন তার কহ বিবরণ ॥' ৫৮০
'এই বাদে ডাকাইলাম তোর বরাবর।
নৌকা পরীক্ষা দিয়া আজি ছাড়িম বাড়ি ঘর ॥
কেমন নৌকা পরীখ দিবেন মোর ঠে নেও শুনিয়া।

হাতের পাএর রগগুলা দ্যাও দন্ত দিয়া ছাঁটিয়া।
ঠ্যাং পাও সিদা করি দ্যাও কিরন চাপাইয়া ॥
সন্দার বেটার বাক্য শেশুগণ ব্রথা না করিল।
হাতের পাএর রগগুলা ছাটিয়া দিল ॥
ঠ্যাং পাও সিদা করি দিল কিরন চাপাইয়া ॥
হাটুয়াত হস্ত দিয়া ডাড়ে খাড়া হৈল।
মাও দায় দিয়া রানিক প্রনাম জানাইল ॥
ভাল মাও চলি গ্যাল মারঅলি দিয়া।
ছরদ্দান দিলে আমাক গোড়খাইয়াএ ফ্যালাইয়া ॥
যে শালি দ্যাখাইত আমাক গাইনটা তুলিয়া।
চৌবাড়ি পিট্টিয়া কিলাব বড় ঘর ফ্যালাইয়া ॥
ঐঠে হতে রত্নুনা রানি পন্থ মেলা দিল।
পরিকৃথার নিকটে জাইয়া রুপস্থিত হৈল ॥

সইষ্যার কুটি দেও নৌকা সাজেয়া ॥[১]
কাকুয়া ধানের সুঙ্গা দেও বৈঠা বানেয়া ॥ ৮৫৫
ঐ ভোটা একটা পিকিড়া দেও কাণ্ডারী সাজেয়া
ঐত বৈতরণী নদী যাও আসুক পার হৈয়া ॥'
পরীক্ষা সাজাইয়া খেতুর হরষিত মন।
দরিয়ার কূলে যাইয়া দিল দরশন ॥

[১]পাঠান্তর : রাজমিস্ত্রির মহলক নাকি যাও চলিয়া।
তুসের নৌকা নেন তৈয়ার করিয়া।
কাকুয়া ধানের সুঙ্গা নেন বৈঠা বানাইয়া ॥
রাজবাক্য খেতুয়া ব্রথা না করিল।
রাজমিস্ত্রির মহল বলি গমন করিল ॥
রাজমিস্ত্রির মহলে যাইয়া খেতু খাড়া হৈল ॥
নাম ধরিয়া মিস্ত্রিকে ডাকিতে নাগিল।
কিবা কর মিস্ত্রি নিচন্তে বসিয়া।
ধম্মি রাজ দিয়াছ তোমার মহলে পাঠাইয়া ॥
তুসের নৌকা চাইছি এক তৈয়ার করিয়া।
কাকুয়া ধানের সুঙ্গা দিতে হবে বৈঠা বানাইয়া ॥
সেই নৌকায় চড়ি ময়না যাবে দরিয়া পার হৈয়া ॥
যখন মিস্ত্রি একথা শুনিল।
কপালে মারিয়া চড় কান্দিতে নাগিল ॥
তিন দণ্ড সময় বুদ্ধি আলোক হৈল।
পইলা নবানের তুস আনি যোগাইল ॥
পইলা নবানের তুস যোগাইলে আনিয়া।
কাকুয়া ধানের সুঙ্গা নিলে বৈঠা বানাইয়া ॥
বিশকম্মার নাম নিয়া নৌকার থুইয়া গেল খ্যাও।
বিশকম্মা তৈয়ার করি দিল হাত দশ বার নাও ॥
তুসের নৌকা মহলায় তৈয়ার করিল।
এই তত্ত্ব খেতুয়া রাজাক জানাইল ॥

দরিয়ার ঘাটে নৌকা রাখিল বান্ধিয়া ॥ ৮৬০
দৌড় পাড়ি খবর জানায় রাজ দুলালিয়া ॥
'ওগো দাদা, ওগো দাদা, রাজ্যের ঈশ্বর।
পরীক্ষা খাড়া হৈল তোমার দরিয়ার উপর ॥'[১]

পাঠান্তর : খেতু বলে শুন দাদা বচন মোর হিয়া।
তুসের নৌকা দিয়াছে মিস্ত্রি তৈয়ার করিয়া ॥
কিবা কর ভাই খেতুয়া নিচন্তে বসিয়া।
ফেরুসা হতে মা জননীক আন ডাক দিয়া ॥
এই নৌকাতে যাক মাও দরিয়া পার হৈয়া ॥
রাজবাক্য খেতুয়া ব্রথা না করিল।
মা জননীর ফেরুসায় যাইয়া খাড়া হৈল ॥
খেতু বলে শুন মা আমি বলি তোরে।
পরীক্ষা তৈয়ার হৈছে রাজার দরবারে ॥
সেই তুসের নৌকায় যদি পার দরিয়া পার হৈয়া।
নিশ্চয় ধম্মিরাজা যাবে সন্ন্যাস হৈয়া ॥
যখন বুড়ি ময়না এ বাক্য শুনিল।
পরীক্ষায় যাবার কারণ সাজিবার নাগিল ॥
ধবল বস্ত্র নিলে বিধু মাতা পরিধান করিয়া।
আপনার ছাইলার দরবার বলি যাইছে চলিয়া ॥
ছাইলার নিকট যাইয়া ময়না খাড়া হৈল।
মা জননী বলি রাজা প্রনাম জানাইল ॥
যাও যাও মা জননী মিস্ত্রির মহল বলিয়া।
তুসের নৌকা নেন মস্তকে তুলিয়া ॥
সেই নৌকায় যাইতে হবে দরিয়া পার হৈয়া।
সেই পরীক্ষা দেখিয়া আমি যাব সন্ন্যাস হৈয়া ॥
রাজার বাক্য ময়না বুড়ি ব্রথা না করিল।
দুই হস্তে তুসের নৌকা মস্তকে তুলি নিল ॥

যখন ধর্ম্মী রাজা একথা শুনিল।
খেতুয়ার তরে কথা বলিবার লাগিল॥ ৮৬৫
'এই খবর ধরি যা মায়ের বরাবর।
তেল পরীক্ষা কাইল, মাও, তুই নিলু ভালে ভালে।
নৌকা পরীখ নিতে, মা, তুই যাবি যমঘরে॥'

যখন খেতু ছোড়া সংবাদ শুনিল।
ময়নার মহলক লাগি গমন করিল॥ ৮৭০
তেলিহাটি মালিহাটি ছাড়াইলে চাতেরা।
বেলা বেলিতে ছাড়াইলে আঠার পাইকের পাড়া॥
রাধার ঘাট পার কানুর বৃন্দাবন।
হুর ময়ালে দেখা যায় ফেরুসা নগর॥
এক দুয়ার দুই দুয়ার হস্তে হস্তে লিখি। ৮৭৫
আঠারো দরজার মধ্যে শ্রীমন্দির দেখি॥

তুসের নৌকা নিয়া ময়না বৈতানির ঘাটে গেল।
মহলে থাকিয়া মহারাজের বুদ্ধি আলোক হৈল।
ভাই খেতুয়ার তরে কথা বলিতে নাগিল॥
কিবা কর ভাই খেতুয়া নিচন্তে বসিয়া।
কলিঙ্কার বন্দর, মথুরার বন্দর, শ্রীকোলের বন্দর—
মণ্ডলের দ্বারা আইস ঢোল পিটাইয়া॥
রাজবাক্য খেতুয়া ব্রথা না করিল।
তিন সহরে ঢোল পিটাইয়া দিল॥
পরীক্ষা দেখিতে যত লোক সাজিতে নাগিল।
তেলি সাজে মালি সাজে আরো সাজে ধুবি।
বিছানাত থাকি কমর বান্ধে ছমাসিয়া রোগি॥
একজন ব্যারায় দুইজন ব্যারায় ব্যারায় হলকে হলকে।
আইয়ত প্রজা ঠ্যাক নাগল বৈতানির ঘাটে॥
দেওয়ান পাত্র নাজির উজির নিল ধম্মিরাজ সঙ্গত করিয়া।
আনন্দিত হৈয়া যায়ছে বৈতানি নাগিয়া॥

আগ দুয়ারে ময়নামতী পাশা খেলায়।
পাছ দুয়ারে খেতু ছোড়া প্রণাম জানায়॥
ডাইন হাতের পাশা ময়না বাঁয়ো হাতে রাখিয়া।
আশীর্বাদ করে খেতুর মস্তক নাড়িয়া॥ ৮৮০
'জীও জীও, রাড়ির বেটা, ধর্মে দেউক বর।
যত সাগরের বালা এত আয়ুর্বল॥
চান স্বরুয মরি ইন্দ্রে হবে তল।
তবু ছাইলা বাঁচি রইও বেলা তিন পহর॥
কেনে কেনে বাপের ধন হরষিত মন। ৮৮৫
কি বাদে আসিলু তার কহ বিবরণ॥
এতো জোকো মরদ হইলু আপনার মহলে।
এক দিন ভক্তি না করলু বুড়ীর পদতলে॥'

খেতু বলে, 'শুন, মা, জননী লক্ষ্মী রাই।
কি গল্প কচ্ছিলা দাদার বরাবর। ৮৯০
পরীখ খাড়া হৈছে তোমার দরিয়ার উপর॥
তেল পরীক্ষা নিলি, মা, ভালে ভালে।
নৌকা পরীক্ষা নিতে যাবু যমের ঘরে॥
ঐত বৈতরণী নদী নাই তারে হাওয়া।
ছয় মাসের ওসার নদী বৎসরে পরে খেওয়া॥ ৮৯৫
এক এক ঢেউ উঠে পর্বতের চূড়া।
আকাশে উঠে ঢেউ পাতালে বয় ছোড়া॥
পোতার মতন শিল পাথর সেও যায় ভাসিয়া।
পড়িলে পাটিকাখান সেও না হয় তল।
পাটিকার বুড়্বুড়ি উঠে বৎসর অন্তর॥ ৯০০
ঐ দরিয়া মাও আস্থক পার হৈয়া।
শির মুড়িয়া ধর্মী রাজা যাবে সন্ন্যাস হৈয়া॥
সরিষার কুটি দিছেন নৌকা সাজেয়া।
কাকুয়া ধানের স্থঙ্গা দিছেন বৈঠা বানেয়া॥
ভোটা একটা পিকিড়া দিছেন কাণ্ডারী ধরেয়া॥ ৯০৫

নাই দাঁড়ী নাই মাঝি নাই তার কাণ্ডারী।
কেমন করি পার হইবেন মা ময়না সুন্দরী॥
মাছির মুণ্ড রইতে, মা, জাগা নাহি হয়।
ঐ নৌকা কি তোমার ভরা সয়॥'

ময়না বলে, 'হারে, বেটা, রাজ দুলালিয়া। ৯১০
এক পরীখ কেনে সাত পরীখ লব।
হাতে হাতে গোপীনাথক বাড়িঘর ছাড়াব॥
এক ঘড়ি রহ বেটা ধৈরয ধরিয়া।
যাবৎ আইসঁ ময়নামতী ছিনান করিয়া॥'
খেতু বলে, 'হারে, মা, এই তোর ব্যাভার। ৯১৫
নদীর খালে খালে তুই যাবু পালেয়া।
তোরে নাগাল যদি না পায় রাজ দুলালিয়া।
শেষে দাদা মোক মারিবে ঐ নৌকায় ফেলাইয়া॥'
ময়না বলে, 'হারে, যাদু, রাজ দুলালিয়া।
এক সত্য দুই সত্য তিন সত্য করি। ৯২০
তোমাক যদি ছাড়ি যাই প্রাণে ফাটি মরি॥'
ময়না বলে, 'হারে, যাদু, রাজ দুলালিয়া।
মুঞি যদি বারেক ময়না যাওঁ আর পালেয়া॥
আমার ঘরে আছে চাপাইল বান্দী কোনা।
হস্ত পাও বান্ধিয়া বান্দীক লইয়া যাও ধরিয়া॥
হস্ত পাও বান্ধিয়া বান্দীক দেও দরিয়ায় ফালাইয়া। ৯২৫
কেমন আছে ময়নার গিয়ান নেও পরীক্ষিয়া॥'

আলা ভরিয়া নেও বাটি চন্দন ভরা খৈল।
ছিনান করিতে ময়না শুক সাগর গেইল॥
দরিয়ার ঘাটে যাইয়া দরশন দিল। ৯৩০
তিন আঞ্জল জলে ময়না ঐ খৈল ভিজাইল॥
প্রথম খৈলা দিলে ধর্মক ছিটিয়া।
তার পরে দিলে খৈলা বসমাতাক ছিটিয়া॥
তার পরে দিলে খৈলা রঙ্গেতে ঢালিয়া॥

হাঁটুজলে যাইয়া ময়না হাঁটু কইলে শুধ। ৯৩৫
নামি গেল গলা জলে মারে পঞ্চ ডুব॥
ছিনান করিয়া ময়না হরষিত মন।
আনন্দে ধর্মের নামে করিলে প্রণাম।
পুর্ব মুখে পুর্ব মুখে নমস্কার করিয়া।
আনন্দে ধর্মের নামে জল বাড়াইয়া॥
চাউলের পিণ্ড না পাইয়া ময়না বালার পিণ্ড দিল।
যত মনে ইষ্ট দেবতা হস্তে পাতি নিল॥
বৈতানি নিকটে যাইয়া রাজা খাড়া হৈল।
মধুর বচনে বাক্য ময়না বলিতে লাগিল॥
'কিবা কর, ওরে, খেতু, নিশ্চিন্তে বসিয়া। ৯৪৫
ধূপ ধুনা ঘৃত কলা জোগাও আনিয়া।
গঙ্গার জল মধু জোগাও আনিয়া॥
বেল পুষ্প আতপ চাল যোগাও আনিয়া।
নৌকা পুজি ময়না যায় দরিয়া পার হৈয়া॥'

ময়নার বাক্য খেতু বৃথা না করিল।
পুজার সামগ্রী আনিয়া যোগাইল॥
পুজার সামগ্রী যোগাইলে আনিয়া।
বধূমাতা কান্দে এখন 'গুরু, গুরু' বলিয়া॥
'গুরু, গুরু' বলি ময়না কান্দিবার লাগিল।
রথ বইয়া যায় গোরখনাথ রথ আটকিল॥[১] ৯৫৫
গোরখনাথ বলে, শুন সারথি, কার পানে চাও।
আমার নাকান নাই সিদ্ধা সয়ালের ভিতর।
রথ আটক কে করিলে আমার ঘড়িকের ভিতর॥

[১]পাঠান্তর: ময়নার গুরু কৈলাসে ছিল তাদের আসন নড়িল।
অথে চড়ি শিব গোরখনাথ মঞ্চকে নামিল॥

ধেয়ানের গোরখনাথ ধেয়ান করি চায়।
ধেয়ানের মধ্যে গোরখনাথ ময়নার নাগাল পায়॥ ৯৬
সিন্দুরিয়া গোরখনাথ সিন্দুর ঝলমল।
আলগ রথে চড়ি আইল গোরখের বিদ্যাধর॥
গোরখনাথ বলে, 'ময়না, কার পানে চাও।'
যখন ময়নামতী একথা শুনিল।
গুরুদেবের চরণে ময়না প্রণাম জানাইল॥ ৯৬৫
'কি রসাই পইছে, মা, তোর বরাবর।
কি কারণে কান্দিস দরিয়ার কূলত॥
তার সংবাদ বল আমাক ঘড়িকের ভিতর॥'
ময়না বলে, 'শুন, গুরু, করি নিবেদন।
তৈল পরীক্ষা আমি লইলাম ভালে ভালে॥ ৯৭০
নৌকা পরীক্ষা নিতে আমার বড় ভয় লাগে॥
ঐত বৈতরণী নদী নাই তারে হাওয়া।
ছয় মাসের ওসার নদী বৎসরে পড়ে খেওয়া॥
এক এক ঢেউ উঠে পর্বতের চূড়া।
আকাশে উঠে ঢেউ পাতালে বয় ঝোড়া॥ ৯৭৫
পোতার মতন শিল পাথর সেও যায় ভাসিয়া।
পড়িলে পাটিকাখান সেও না হয় তল।
পাটিকার বুড়্‌বুড়ি উঠে বৎসর অন্তর॥
সইর্ষার কুটি দিছে নৌকা সাজেয়া।
কাকুয়া ধানের সুঙ্গা দিছে বৈঠা বানেয়া॥ ৯৮০
ভোটা এক পিকিড়া দিলে কাণ্ডারী ধরেয়া॥
নাই দাঁড়ী নাই মাঝি নাই তার কাণ্ডারী।
কেমন করি হব পার আমি ময়না সুন্দরী॥
মাছি মুণ্ড রইতে নৌকা জাগা নাহি হয়।
এই নৌকায় নিকিন গুরু ময়নার ভর সয়॥' ৯৮৫
ময়না বলে, 'গুরু বাপ, বচন মোর হিয়া।
তুষের নৌকা, গুরু বাপ, দেওত পুজিয়া॥
এই নৌকাতে যাব দরিয়া পার হৈয়া॥

শিব গোরখনাথ তুষের নৌকার নাম শুনিল।
ভয় খাইয়া গোরখনাথ না জবাব দিল ॥[১] ৯৯০
'তুষের নৌকা পুজিবার না পারোঁ গোরখনাথ আসিয়া
তুষের নৌকা পূজি দিবে হাড়ি সিদ্ধা আসিয়া ॥'

---

[১]পাঠান্তর : গোরকনাথ বলে মএনা কার প্রানে চাও।
ভয় না খাও মএনা প্রানে না খাও ডর।
আমি গোরকনাথ থাকিতে ভাবনা কি কারন ॥
এক ঘড়ি রও মা ধৈরন ধরিয়া।
জাবত না আইস গঙ্গা মাতাক ছলনা করিয়া ॥
ওঠে থাকিয়া গোরকনাথের হরসিত মন।
গঙ্গা মাতার কুলে জাএয়া দিলে দরশন ॥
গঙ্গা বলিয়া তুলিয়া ছাড়ে আও।
ঘরে ছিল গঙ্গা মাতা বাহিরে দিলে পাও ॥
গুরুকে বসিতে দিলে দিব্ব সিঙ্গাসন।
করপুর তাম্বুল দিয়া জিগ্‌গায় বচন ॥
ক্যানে ক্যানে গুরু ধন হরসিত মন।
কি বাদে আসিলেন তার কও বিবরন ॥
গোরকনাথ কয় গঙ্গা বাক্য আমার ন্যাও।
এই বাদে আসিলাম আমি তোর বরাবর।
আমার চেলি পরিখ নিবে তোর বরাবর ॥
জদি কালে গঙ্গা মাতা ধরিয়া করবু বল।
ছাই ভস্‌স করিয়া দরিয়াক করিম বালুচর ॥
গঙ্গা বোলে শুন গুরু করি নিবেদন।
ন্যায় নানে ময়না পরম আনন্দে।
জেদি যাবে মএনার নৌকা সেদি বালু হবে ॥
সইস্তারে কুটি নয় অঁয় মধুকর।
পিকিড়া নয় অঁয় সুজান কাণ্ডারি।
হস্তি ঘোড়া করিবে পার তোমার মএনার কত ভারি ॥

হাড়ি সিদ্ধা লাগি ময়না হুঙ্কার ছাড়িল।
বাও সঞ্চারে হাড়ি সিদ্ধা আসিয়া হাজির হৈল॥
'দিদি' বলি ময়নাক প্রণাম জানাইল॥ ২২৫
'কিবা কর, হাড়ি ভাই, নিশ্চিন্তে বসিয়া।
তুষের নৌকা, হাড়ি ভাই, দেওত পুজিয়া॥'
তুষের নৌকা দেখি হাড়ি সিদ্ধা চমৎকার হৈল।

নড়ি ঝড়ি করিব মএনাক প্রানে না মারিব
হাতে হাতে মএনামতিক দরিয়া পার করিব॥
জখন মএনমতি সংবাদ শুনিল।
গুরুদেবের চরনে প্রনাম করিল।
আপনার মহল নাগি গমন করিল।
আপনার মহলে জাএয়া দরশন দিল॥
পাচ নোটা কুআর জলে ছিনান করিল॥
ছিনান করি রসাই ঘর নইল পরিষ্কার করিয়া।
এক ভাত পঞ্চাশ ব্যাঞ্জন রন্ধন করিয়া।
সবন্নের থালে অন্ন নইল পারশ করিয়া॥
আইসো আইসো খেতু ছোড়া অন্ন খাওসিয়া॥
অন্ন জল খাইয়া মুক্খে দিল পান।
মাএ পুত্রে কথা কয় ভর পুন্নিমার চান॥
মএনা বলে আরে জাদু রাজ দুলালিয়া।
এক পরিকৃখা নাগে ক্যান সাত পরিকৃখা নব।
হাতে হাতে আইজ বেটাকে সন্ন্যাস পাঠাব॥
আগুন পাটের সাড়ি পরিধান করিয়া।
দুই বান্দিক নইলে সঙ্গে করিয়া॥
গুআ খোআ বিশি নইলে কমরে করিয়া।
দুই কাণ্ডারি নইলে সঙ্গে করিয়া॥
দরিয়াক নাগিয়া চলিল হাটিয়া॥
জখন খেতু ছোড়া সংবাদ শুনিল।
দৈড় পাড়ি রাজাক খবর জানাইল॥

ভয় খাইয়া হাড়ি সিদ্ধা না জবাব দিল ॥
'আমি নৌকা পূজির না পারিম হাড়িপা লঙ্কেশ্বর। ১০০০
নৌকা পুজিয়া দিবে ধীরনাথ কুমার ॥'
ধীরনাথ কুমরক লাগি হুঙ্কার ছাড়িল।
ডাক মধ্যে ধীরনাথ কুমার আসিয়া খাড়া হৈল ॥
'দিদি' বলি ময়নাক প্রণাম জানাইল ॥
'রে ধীরনাথ কুমার,—১০০৫
তুষের নৌকা আমার পুত্র নিছে তৈয়ার করিয়া।

জখন ধম্মি রাজা সংবাদ শুনিল।
পাত্র মিত্র নইয়া রাজা সাজিতে নাগিল ॥
বন্দুকের জয় জয় ধুমায় অন্ধকার।
বাপে বেটায় চিনা না জায় ডাকাডাকি সার
আঠার তবিলের সিপাই সাজে ঠাঞি ঠাঞি।
হিন্দু মুসলমান সাজে ল্যাখ্যা জোখা নাই ॥
বন্দর ভাঙ্গিয়া বন্দর হইল শেস।
পরিকৃথা দেখিবার জায় ফকির দরবেশ ॥
পাত্র মিত্র নইয়া রাজা গমন করিল।
দরিয়ার ঘাটে জাইয়া দরশন দিল ॥
নৌকা দেখিয়া সভার নোক বড় ভয়ঙ্কর হৈল ॥
মাছি মুণ্ড রইতে নৌকা জাগা নাহি হয়।
এই নৌকা কি মএনার ভরি সয় ॥
জখন মএনামতি নৌকা দেখিল।
গুরু গুরু বলি মএনা কান্দন জুড়িল ॥
রথ বইয়া জায় গোরকনাথ রথ আটকিল।
গুরুদেবের চরনে মএনা প্রনাম জানাইল ॥
হাসিয়া খেলিয়া মএনা দরিয়া নামিল ॥
বাঞো হস্ত তুলি দিলে নৌকার উপর।
আছিল সরিসার কুটি মধুকর হইল ॥

নৌকা পুজি দেও আমি যাই দরিয়া পার হৈয়া ॥'
ধীরনাথ কুমার বলে, 'দিদি,—
নৌকা পুজিবার না পারিম ধীরনাথ কুমার।
নৌকা পুজিয়া দিবে মিনবা লঙ্কেশ্বর ॥' ১০১০
মিনবাক লাগিয়া ময়না হুঙ্কার ছাড়িল।
ডাক মধ্যে মিনবা আসিয়া খাড়া হৈল ॥
'কিবা কর, মিনবা, নিশ্চিন্তে বসিয়া।
তুষের নৌকাখানা দেও আরো পুজিয়া ॥'
যখনে মিনবা এ কথা শুনিল। ১০১৫
ময়নার সাক্ষাতে মিনবা না কথা কৈল ॥
'নৌকা পুজিবারে না পারিম আমি, মিনবা লঙ্কেশ্বর।
নৌকা পুজিয়া দিবে ভোলা মহেশ্বর ॥'
বুড়া শিবক লাগি ময়না হুঙ্কার ছাড়িল।
ডাক মধ্যে বুড়া শিব আসিয়া খাড়া হৈল ॥ ১০২০
শিবের তরে কথা ময়না বলিতে লাগিল ॥
'দেও দেও, গোসাঞি, নৌকা পুজিয়া।
ডাকিনী ময়না যাই আমি দরিয়া পার হৈয়া ॥'
যখন বুড়া শিব তুষের নৌকা দেখিল।
ভয় খাইয়া বুড়া শিব না জবাব দিল ॥ ১০২৫
ক্রুদ্ধমান হৈয়া ময়না ক্রোধে জ্বলিয়া গেল ॥
দেবগণের মাঝত ময়না মাল্লে আলকচিত।
ভয় খাইয়া দেবগণ পলায় ভিতাভিত ॥

দুই কাণ্ডারি নইল নৌকাএ চড়েয়া।
দুই বান্দিক দিলে নৌকাএ চড়েয়া ॥
গুরুদেবের চরনে মএনা প্রনাম করিয়া।
মধ্যত বসিল মএনা ঠসোক মারিয়া ॥
হরি বোল বলিয়া নৌকা দিল ছাড়িয়া ॥
তুরু তুরু বলিয়া মএনা সিঙ্গিনা বাজায়।
ভাটি মুখে বয় গঙ্গা শুনিয়া উজান ধায় ॥

কচুবাড়ি দিয়া বুড়া শিব যায় পলাইয়া।
কোলা ব্যাঙ্গের মতন ময়না নিগায় ন্যাদিয়া ॥ ১০৩০
থপ্ করি বৃদ্ধমাতা শিবকে ধরিল।
শিবের তরে কথা ময়না বলিতে লাগিল ॥
'কেন কেন, ভোলা গোসাঞি, যান পলাইয়া
তুষের নৌকা পুজিতে হবে বৈতরণীর ঘাটে গিয়া ॥'
কাতর হৈয়া বুড়া শিব বৈতরণীর ঘাটে গেল। ১০৩৫
আনন্দিত হৈয়া নৌকা পুজিতে লাগিল ॥
ধূপ ধুনা ঘৃত কলা দিলে আগা করিয়া।
মধু গঙ্গাজল দিল নৌকায় ছিটিয়া ॥
নৌকা পূজে বুড়া শিব উল্টা মন্ত্র কৈয়া ॥
'আগুন কেমন নালে ব্রহ্মা কেমন নালে। ১০৪০
ব্রহ্মা বেটা মৈল জারে পানি মৈল তিয়াসে ॥
ঢেকি আনলাম ধান বানিতে সেও পালাইল আসে।
কুলা আনলাম ধান ঝাড়িতে পাড়িয়া কিলায় তুষে ॥
এলুয়াবাড়ি বেলুয়াবাড়ি কাসিয়াবাড়ি দি ঘাটা।
শিয়ালক দেখি জানোয়ার পালায় হাসিয়া মৈল পাঠা ॥ ১০৪৫
আগে উবজিল ছোট ভাই পাছে উবজিল দাদা।
কেওঁ বেওঁ করিয়া মাও উবজিল পাছত উবজিল বাবা ॥
বন্দুকের হুটাহুটি ধুমায় অন্ধকার।
বাপে বেটায় না চেনে ডাকাডাকি সার ॥'
এই মন্ত্র দিয়া দিল নৌকা পুজিয়া। ১০৫০
হরিধ্বনি দিয়া দিল নৌকা গঙ্গাতে ভাসাইয়া ॥
মুনিমন্ত্র গিয়ান নিলে ময়না শরীরে জপিয়া।
কানাইর হাতের বাঁশি নিলে হস্তে করিয়া ॥
এক অর্ধ মস্তকের কেশ দুই অর্ধ করিয়া।
নৌকাত চড়ে বৃদ্ধমাতা ঠসক্ মারিয়া ॥ ১০৫৫
নৌকাত চড়ি ময়না বুড়ী বাঁশিতে ফু দেয়।
বাঁশির বাস শুনিয়া নৌকা উজান ধায় ॥

এপার হতে গেল ময়না ওপার চলিয়া।
গাঙ্গিক তরে কথা দিয়াছে বলিয়া॥
'কিবা কর, গাঙ্গি বেটি, নিশ্চিন্তে বসিয়া। ১০৬০
এক গুণের গাঙ্গি যায়েক ত্রিগুণ হইয়া॥
যেনকালে বুড়ী ময়না একথা কহিল।
'বহ বহ'—করি গাঙ্গি গর্জিয়া উঠিল॥
ওপার হৈতে এল ময়না এপার ফিরিয়া।
এক পাকের কড়ার ছিল তুই পাক ঘুরিল। ১০৬৫
তুষের নৌকা বৈঠা ময়না খোঁপায় গুঁজি নিল॥
সোনার খড়ম নিলে ময়না চরণে লাগেয়া।
জলের উপরে উপরে ময়না গেল পার হৈয়া॥
এপার হতে বুড়ী ময়না ওপার চলি গেল।
গাঙ্গিক তরে বলিতে লাগিল॥ ১০৭০
'কিবা কর গাঙ্গি বেটি নিশ্চিন্তে বসিয়া।
তিন ভাগের জল যা তুই বালুচর করিয়া॥
ডাকিনী ময়না যাওঁ মুঞি দরিয়া পার হৈয়া॥'
সোনালিয়া খড়ম নিলে ময়না চরণে লাগেয়া।
জলের উপরে উপরে ময়না গেল পার হৈয়া॥ ১০৭৫
হায় হায় করে দেবগণ চিৎকার দেখিয়া॥
এক পাকের কড়ার ছিল তিন পাক হৈল।
জয় জোকার দিয়া নৌকা দরিয়াত ছাড়িয়া দিল॥
পার হৈয়া পাইল ময়না গোকুল ঘাটের কূল।
ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া বান্ধিল মাথার চুল॥ ১০৮০

যত সব সভার লোক বলে, 'পরীখ হইল জয়।'
অতুনা পতুনা কয়,—'এও পরীক্ষা নয়॥
রহোবন মন্ত্র আছে শরীরের ভিতর।
রহোবন করি পার হয় মাও দরিয়ার উপর॥'
রাজায় রাণী কইলে কথা ডাঙ্গাত বসিয়া। ১০৮৫
ময়নামতী জানিতে পারিল দরিয়ায় থাকিয়া॥

ময়না বলে, 'হায়, বিধি, মোর করমের ফল।
যত সকল বুদ্ধি ছান্দে এ নিরাশি সকল ॥
তবু নি ময়নামতী এ নাম পাড়াব।
আর কিছু জ্ঞান আমার ছাইলাক দেখাব ॥' ১০৯০
মধ্য দরিয়ায় যাইয়া ময়না ঝাঁপ দিয়া পড়িল।
ডাঙ্গাত থাকিয়া রাজা কান্দন জুড়িল ॥
মায়ের ডাহায় রাজা দরিয়ায় পড়িবার চায়।
'এইতো শিশু ঘরিয়ালে মাওক খাইলে ধরিয়া।
মা-বধী নাম থাকিল রাজ্য ভরিয়া ॥ ১০৯৫
মহাপাপী হইলাম আমরা ভাই দুইজন।
আমাক ছুঁইয়া জল না খায় ব্রাহ্মণ সকল ॥'
মায়ের ডাহায় দরিয়ায় পড়িবার চায়।
পঞ্চজন ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজাকে বুঝায় ॥ ১১০০
'কান্দ কি কারণ, রাজা, ভাব কি কারণ।
আলাই বালাই তোমার মাতা গেল মরিয়া।
রাণী লইয়া রাজ্য কর পাটত বসিয়া ॥'

পাত্র মিত্র লইয়া রাজা গমন করিল।
আপনার পাটত যাইয়া দরশন দিল ॥ ১১০৫
বসিল ধর্মিরাজা সভার মাঝারে।
চতুর্দিগে ঘিরি লৈল বৈন্থ ব্রাহ্মণে ॥
কুঘাটে ডুবিল ময়না সুঘাটে উঠিল।
গুরুদেবের চরণে ময়না প্রণাম জানাইল ॥
যত মনে সভার লোক বলে, 'পরীখ হইল জয়।'
অদুনা পদুনা কয়—'এও পরীক্ষা নয় ॥ ১১১০
আর কিছু পরীখ আছে তাক দিবার হয় ॥
নৌকা পরীক্ষা দিলেন তোমার মায়ের বরাবর।
তুল পরীক্ষা নিয়া রাজা ছাড় বাড়িঘর ॥'
'কেমন তুল পরীক্ষা দিব মায়ের বরাবর।
তার সংবাদ বল আমার বরাবর ॥' ১১১৫

'এক জোড়া নিক্তি তুমি আইস ধরিয়া।
কেমন আছে সতের সতী মাও নেও পরীক্ষিয়া ॥'
সভায় থাকিয়া রাজার হরষিত মন।
'দয়ার ভাই, খেতুয়া' বলি ডাকে ঘনে ঘন ॥
ডাক মধ্যে খেতু ছোঁড়া দিল দরশন ॥ ১১২০
ডাইনে প্রণাম করি বামে খাড়া হইল।
জোড় হস্ত করিয়া কথা বলিতে লাগিল ॥
'ওরে, খেতুয়া—
কিবা কর ভাই খেতুয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া।
বাপকালিয়া রূপার নিক্তি জোগাও আনিয়া ॥[১] ১১২৫
একটা পোস্তের দানা জোগাও আনিয়া।
কেমন মা জননী সতী কন্যা নেই ওজন করিয়া ॥'
রাজবাক্য খেতুয়া বৃথা না করিল।
পোস্তের দানা খেতুয়া আনিয়া জোগাইল ॥

[১]পাঠান্তর : এই বাদে ডাকিলাম ভাই তোর বরাবর।
তুল পরিকৃথা নিয়া আমি ছাড়ি বাড়ি ঘর
এক জোড়া নিক্তি জোগাও আনিয়া।
তুল পরিকৃথা নিয়া জাব সন্ন্যাস হৈয়া ॥
জখন খেতু ছোড়া এ কথা শুনিল।
বানিয়ার মহল নাগি গমন করিল ॥
বানিয়া বানিয়া বলি তুলি ছাড়ে রাও।
ঘরে ছিল বানিয়া বাহিরে দিল পাও।
জখন বানিয়া খেতুক দেখিল।
বসিবার দিল খেতুক দিব্ব সিঙ্গাসন।
ক্রোফুল তামুল দিয়া জিগৃগাসে বচন ॥
ক্যান ক্যান খেতু হরসিত মন।
কি বাদে আসিলেন তার কও বিবরন ॥

এক জোড়া রূপার নিক্তি আনিল জোগাইয়া। ১১৩০
ডাকিনী ময়নাক ওজন করে পোস্তের দানা দিয়া ॥
পরীক্ষা দেখিবার কারণ কত লোক আসিল সাজিয়া।
এইন ময়না বুড়ীক ওজন করে পোস্তের দানা দিয়া ॥
এক পাকে তুলিয়া দিল পোস্তের দানা।
আর এক পাকে বসিল গিয়া রাজার মা ময়না ॥[১] ১১৩৫
নিক্তির কাঁটা ধরিয়া রাজা তোলে টান দিয়া ॥
সেই যে ময়না পাইছে গোরখনাথের বর।
পোস্তের দানা চাইতে ময়না সর্বাঙ্গে পাতল ॥

এই বাদে আসিলাম আমি তোর বরাবর।
এক জোড়া নিত্তি ভাই দ্যাও আনিয়া।
তুল পরিকৃথা দিয়া রাজা জায় সন্ন্যাস হইয়া ॥
জখন বানিয়া একথা শুনিল।
এক জোড়া নিত্তি আনিয়া জোগাইল ॥
জেও নিত্তি আনি দিল তার তলিকোনা ভাঙ্গা।
ঐ নিত্তি ধরি আইল রাজ ডুলালিয়া ॥
ঐ নিত্তি আনি দিল রাজার বরাবর ॥
জখন নিত্তি আনিয়া জোগাইল।
মাও মাও বলিয়া রাজা ডাকিবার নাগিল ॥
ডাকমাত্র মএনা বুড়ি দরশন দিল ॥
সভাএ থাকিয়া রাজার হরসিত মন।
দয়ার ভাই খেতুআ বলি ডাকে ঘনে ঘন ॥
কি কর ভাই খেতু কার প্রানে চাও।
একটা পোস্তের দানা আনিয়া জোগাও ॥
একটা পোস্তের দানা দিল আনিয়া।

[১]পাঠান্তর: ভাল পিকে চড়ে দিলে পোস্তের দানা।
কানা পিকে চড়ে দিলে রাজার মাও মএনা ॥

পরীক্ষাত বুড়ী ময়না আসিল উত্তরিয়া।২
ল লোকে বলিতেছে, 'মহারাজ, তোমার জননীর পরীক্ষা হৈল জ ।' ১১৪০
ুনা পতুনা৺ দাঁড়াইয়া বোলে,—'এও পরীক্ষা নয় ॥
ব খেতুয়া, কোন্‌বা ঠাকার ভাঙ্গা নিক্তি জোগালু আনিয়া।
ঙ্গা দিয়া জননীর ওজন পড়িল হস্কিয়া ॥
বার বাপকালিয়া সোনার নিক্তি আন জোগাইয়া।
ননীক ওজন করি তুলসী পত্র দিয়া ॥৩ ১১৪৫
বা কর ভাই খেতুয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া।
কটা তুলসী পত্র আন জোগাইয়া ॥
পন হাতে ওজন করি তুলসী পত্র দিয়া ॥'

ধর্মিরাজ তুলসীর পত্র জোগাইল।
রুণা করি বুড়ী ময়না কান্দিতে লাগিল ॥ ১১৫০
াহা, ভগবান, পোস্তের দানার পরীক্ষা আমি নিলাম ভালে ভালে
লসীর পত্রের পরীক্ষা নিতে আমার কিবা হয় কপালে ॥
ন্দি কাটি বুড়ী ময়নার বুদ্ধি আলো হৈল।
লসীর পত্রের পরীক্ষা যদি আমি না নেই উত্তরিয়া।
ন্তী বলিবে আমাক কাচারি ভরিয়া ॥ ১১৫৫
ইউনিয়া ডাকিনী ময়না এ নাওঁ পাড়াব।
যোগ করি তুলসীর পত্র মাটিতে রাখিব ॥

িরাজ পাটেতে বসিল ভিড়িয়া।
ানার নিক্তি নিল হস্তে তুলিয়া ॥

অতিরিক্ত পাঠ : নিত্তি জোড়া ধম্মিরাজ ফ্যালাইল পাকেয়া।
মাও মাও বলি কান্দে রাজ দুলালিয়া ॥

কোন পাঠে 'অতুনা পতুনা' স্থলে 'ধর্মিরাজ' পাওয়া যায়।

পাঠান্তর : কানা পিকে তুলি দ্যাও একটা তুলসির পাত।
ভাল পিকে তুলি দ্যাও তোমা মাও মএনাক ॥

এক পাকে[১] তুলিয়া দিল তুলসীর পাত। ১১৬০
আর এক পাকে বসিল গিয়া রাজার মা ময়না ॥[২]
নিক্তির কাঁটা ধরি রাজা তুলিল টান দিয়া।
তুলসীর পত্র থাকিল আবার মৃত্তিকায় পড়িয়া ॥
ডাকিনী ময়না উঠিল স্বর্গক লাগিয়া ॥[৩]
স্বর্গক লাগিয়া ডাকিনী ময়না ভাসিয়া উঠিল। ১১৬৫
হরিধ্বনি দিয়া কাচারি বরখাস্ত করিল ॥
নিক্তি জোড়া ধর্মিরাজ ফেলাইল পাকেয়া।
'মাও, মাও' বলিয়া কান্দে রাজ দুলালিয়া ॥
আর আমি পরীথ না নিব মায়ের বরাবর।
শির মুড়িয়া ধর্মিরাজ মুঞি ছাড়িম বাড়ি ঘর। ১১৭০

[১]পাঠান্তর : কানা পিকে।

[২]পাঠান্তর : ভাল পিকে চড়ায়ে দিল রাজার মাও মএনাক ॥

[৩]পাঠান্তর : ও মএনা পাইছে গোরকনাথের বর।
তুলসির পাতের চায়া হৈল সব্বাঙ্গে পাতল ॥

পণ্ডিত খণ্ড

অদুনা পদুনার ষড়যন্ত্র

ময়নার পরীক্ষা গেল উত্তরিয়া।
এখন পণ্ডিত খণ্ড গান পড়িল আসিয়া ॥
'আজিকার মনে যাইছি, মা, ঠাকুরবাড়ি লাগিয়া।
কাল প্রাতকে সন্ন্যাস হব গণনা শুনিয়া ॥'
যেনকালে মহারাজা একথা বলিল। ৫
অদুনা পদুনা রাণী কর্ণে শুনিল ॥[১]
করুণা করিয়া দোন বইনে কান্দিতে লাগিল ॥
অদুনা বোলে, 'শুন, দিদি, পদুনা নাইওর দিদি।
আর গৃহে না রয়, দিদি, সোয়ামী নিজপতি ॥[২]
কি বুদ্ধি করি, দিদি, কিবা চরিত্তর। ১০
কড়াটিকের বুদ্ধি নাই শরীরের ভিতর ॥
একনা বুদ্ধি আছে দিদি শরীরের ভিতর।
পাঁচশ টাকা দেই বান্দির অঞ্চলে বান্ধিয়া।
খোসা দিয়া আসুক ঠাকুরের মহলতে যাইয়া ॥'
এই কিনা বুদ্ধি নিলে যুকতি করিয়া। ১৫
বান্দিক ডাকায় অদুনা রাণী কান্দিয়া কাটিয়া ॥ [৩]

[১]পাঠান্তর: দরবারে থাকিয়া রাজার হরসিত মন।
দয়ার ভাই খেতুআ বলি ডাকে ঘনে ঘন ॥
কি কর ভাই খেতু কার প্রানে চাও।
শিঘ্রগতি পণ্ডিত আনিয়া জোগাও ॥
গনাপাড়া করি আমি জাইব সন্ন্যাস হএয়া ॥
রাজায় খেতু কহিলে কথা দরবারের উপর।
অদুনা পদুনা জানি পাইলে আপনার মহল ॥

[২]পাঠান্তর: পণ্ডিত আনিবার পাঠাইলে খেতুআ অধিকারি।
গনাপাড়া করিলে রাজা হবে ভিক্‌খাধারি ॥

[৩]কোন মতে ইহার পর—কিবা কর চাপাই বান্দি নিছন্তে বসিয়া

'পাঁচশ টাকা ধরি যাও পণ্ডিতের মহলক লাগিয়া ॥
পাঁচশ টাকা[১] খোসা দেও পণ্ডিতের বরাবর ।
সত্য কথা যেন পণ্ডিত রাখে গোপন করিয়া । ২০
মিথ্যা কথা কউক পণ্ডিত রাজ-দরবারে যাইয়া ॥
এই কথা কহিবে পণ্ডিত রাজ-দরবারে যাইয়া ।
ওহে রাজা, ওহে রাজা, বিলাতের নাগর ।
এও সময় ধর্মিরাজ না পাইলাম কুশল ॥
আমার পাঞ্জি রাখিবার কহে এ বার বৎসর ॥[২] ২৫
তোমার পাকুক চুল দাড়ি অতুনার মাথার কেশ ।
ছোট রাণীর অবিশ্বাসে হয়েন পরদেশ ॥
এই কথা যাইয়া বলিস বান্দি পণ্ডিতের বরাবর ॥'

রাণীর বাক্য বান্দি দাসী বৃথা না করিল ।
'সাজ, সাজ' বলি বান্দি দাসী সাজিতে লাগিল ॥ ৩০
পাঁচশ টাকা নিলে বান্দি আঞ্চলে বান্ধিয়া ।
পণ্ডিতের মহলক লাগি যাইছে চলিয়া ॥
কতদূরে যাইয়া বান্দি কতেক পন্থ পাইল ।
পণ্ডিতের মহলে যাইয়া বান্দি খাড়া হৈল ॥
'পণ্ডিত ঠাকুর' বলিয়া তাঁয় ডাকাইতে লাগিল ॥ ৩৫
'পণ্ডিত, পণ্ডিত' বলিয়া বান্দি তুলিয়া কৈল রাও ।
চমৎকার হৈল পণ্ডিতের সর্ব গাও ॥
যখন পণ্ডিত মুনি রাজার বান্দি দাসীক দেখিল ।
হাতে মাতে পণ্ডিত ঠাকুর চমকিয়া উঠিল ॥
একখান পাটি আনি বান্দিক বসিত দিল ॥ ৪০

[১]পাঠান্তর : 'পাশ্‌শ টাকা' স্থলে 'একশত টাকা' এবং 'খোসা' স্থলে 'ঘুস'

[২]পাঠান্তর : একনা বছর থাকের কয় জ্যান ধৈরন ধরিয়া ।
এক ছাওআলের বাপ হৈয়া জায় জ্যান সন্ন্যাস নাগিয়া ॥

কর্পূর তাম্বুল দিল বান্দিক সাজাইয়া।
মধুর বচনে বান্দিক দেয়ছে বলিয়া॥
'এতদিন না আইস, মা, মোর মহল চলিয়া।
আইজ কেনে আইছেন, মা, মহল সাজিয়া॥'

বান্দি ঠাকুরক বলছে—'ওগো ঠাকুর—। ৪৫
গণনা গুণিবার বাদে খেতুক রাজা দেয়ছে পাঠাইয়া।
গণনা শুনি যাইবে রাজা সন্ন্যাসক লাগিয়া॥
এই কারণে রাণীমা মোক দিলে পাঠাইয়া।
এক তুই করি পাঁচশ টাকা নেও আরও গণিয়া॥
মিছা গণনা গণবেন রাজার দরবারত যাইয়া॥' ৫০

যখন বান্দি দাসী এ কথা বলিল।
ক্রুদ্ধমান হৈয়া ঠাকুর ক্রোধে জ্বলিয়া গেল॥
বান্দির তরে কথা বলিতে লাগিল॥
'তোর টাকার চাইতে, বান্দি, মোর টাকা বিস্তর।
নিয়া যা তোর টাকা কড়ি, ফিরিয়া যা তুই ঘর॥ ৫৫
সাইবানি সকল মারতে পারে একজন তুইজন।
ধর্মিরাজা এই কথা শুনলে না থুইবে আমার বিচিতে বাইগন॥'
যখন ব্রাহ্মণ টাকা ফেরৎ দেবার চাইল।
ঘর হইতে ব্রাহ্মণী চট্‌কিয়া বারাইল॥
পণ্ডিতের চাইতে পণ্ডিতানি সিয়ান। ৬০
আকাশে পাতালে বেটি ধইরাছে ধিয়ান॥[১]
'কোন দেশে থাক, ঠাকুর, কোন দেশে তোর ঘর।
কোন দরিয়ার জল খাইয়া সর্বাঙ্গে পাতল॥
দিনান্তরে বেড়াও, ঠাকুর, পাঞ্জি পুস্তক নিয়া।
চাউল মুষ্টি কাঁচা কলা না পাও খুঁজিয়া॥ ৬৫

[১]পাঠান্তর: তুই হস্ত পণ্ডিতের ধরিল চিপিয়া।
তুই গালে চারি চওড় মারিলে তুলিয়া॥

আপনে আসিল পাঁচশ টাকা তোমার দরজায় সাজিয়া।
এইগুলা টাকা, জোলা ঠাকুর, দেইস আরো ফিরিয়া॥
নেও নেও, ঠাকুর মশায়, টাকা নেও গণিয়া।
কত লাগে মিথ্যা গণনা আমি দেই লেখিয়া॥
পণ্ডিতর জাতি আমরা দৈবক চূড়ামণি। ৭০
দশটা ছাচা দশটা মিছা এয়াক কবার পারি॥
ইয়াতে যদি ধর্মিরাজ মন্দ বলবে তাত।
না থাকিম ওঁয়ার দেশে অন্য দেশে যাব॥
ওগুলা টাকা দিয়া ঠাকুর গরস্তি করি খাব॥'

সুবুদ্ধ ছিল ঠাকুরের কুবোধ লাগাল পাইল। ৭৫
ব্রাহ্মণীর বুদ্ধিতে টাকা হাত করিল॥
হাঁচি জেঠি বাধাগুলা পড়িতে লাগিল।
তবু আরো দৈবক ঠাকুর টাকা হাত করিল॥
টাকা দিয়া বান্দি দাসী মহল চলি গেল॥
আগ দরজায় খেতু ডাকায়ছে আসিয়া। ৮০
'পণ্ডিত, পণ্ডিত' বলি খেতু ডাকাইবার লাগিল॥
'হারে পণ্ডিত, হারে পণ্ডিত, তুই বড় সুখিয়া।
মাথার উপর সোয়া পহর বেলা তুই আছিস্ শুইয়া॥
মহারাজা সন্ন্যাস হয় রাজ্যের ঈশ্বর।
গণাপড়া করিতে ঠাকুর তোমার তলপ॥' ৮৫
যখন পণ্ডিত এ সংবাদ শুনিল।
'সাজোঁ, সাজোঁ' বলি পণ্ডিত সাজিবার লাগিল॥[১]

---

[১] পাঠান্তর: এক ডণ্ড দুই ডণ্ড তিন ডণ্ড হৈল।
পঞ্চ নোটা গঙ্গার জলে বামনি ছিনান করিল॥
ছিনান করিয়া বামনি রাহ্নিক করিল।
রাহ্নিক করিয়া বামনি রন্ধন করিল॥
এক ভাত পঞ্চাশ ব্যাঞ্জন রন্ধন করিয়া।
সোবন্নের থালাতে রন্ন দিল পারশ করিয়া॥

ধবল বস্ত্র নিল ঠাকুর পরিধান করিয়া।
পাঞ্জি পুস্তক নিলে ঠাকুর ঝোলোঙ্গা ভরিয়া॥
দৈবক মুনি যাত্রা করিল কানি অঙ্গুল সুঙ্গিয়া॥[১] ৯০
কানি অঙ্গুল চক্ষে লাগি গেল উলটিয়া।
ফির যাত্রা কইল্ল ঠাকুর ছাইলাক পুছ করিয়া॥
পালঙ্ক হতে উঠতে ঠাকুরের ধুতি গেইল ফাড়িয়া॥

আইস আইস ঠাকুর মশায় রন্ন খাও আসিয়া॥
জখন দৈবক ঠাকুর রন্নের নাম শুনিল।
পঞ্চ নোটা গঙ্গার জলে ছিনান করিল॥
ছিনান করিয়া ঠাকুর রাহ্নিক করিল।
এক ভাত পঞ্চাশ ব্যাঞ্জন ভক্ষন করিল॥
রন্ন খাএয়া দৈবক মুনি মুখে দিল গুআ।
বামন বামনি কয় কথা পাঞ্জারের শুয়া॥
আমার বুদ্দিতে ঠাকুর গনিয়া নিলু টাকা।
আগে আমাক কিনিয়া দে দশ টাকার শাখা॥
এলকার মোনে থাক ব্রাম্মনি ধৈরন ধরিয়া।
শুবে শুবে দরবার হৈতে আইস ফিরিয়া॥
শাখার বদল দিব সোনার কাঙ্কন বানাএয়া॥

[১]পাঠান্তর: শালকিরানি ধুতি নইলে গোড়া ছেচুরিয়া।
শালবন পেটুকা নিলে কমরে বান্দিয়া॥
চাল্লিশ পাগড়ি বান্দে পাক্‌মোড়া দিয়া।
ডাইন হস্তে বাজুবন্দ বাম হস্তে কোড়া।
গলাএ তুলিয়া দিলে সোবন্নের কণ্ঠমালা॥
ভাল মানুসে জাত্রা করে দিন বার গনিয়া।
পণ্ডিত বেটা করে জাত্রা পণ্ডিতানিক পুছিয়া॥
ভাল মানুসে করে জাত্রা নাগারা টুকিয়া।
পণ্ডিত বেটা করে জাত্রা কানি নৌক সুঙ্গিয়া॥

ও বেলাকা যাত্রা ঠাকুরের না দেখিলাম ভাল।
পালঙ্ক হৈতে দাঁড়াইতে মাথায় ঠেকিল চাল ॥ ৯৫
তবু আরো দৈবক ঠাকুর যাত্রা করিল।
খালি কলসী মেলা চুল দুয়ারে দেখিল ॥
চন্দন বিরিখের ডালোত কাগা আছেত পড়িয়া।
কুসাইত দেখি নিষেধ করে ঠাকুরক লাগিয়া ॥
'আইজকার মনে থাক, ঠাকুর, ধৈরয ধরিয়া।
কাইল যাত্রা করেন ধরম স্মরিয়া ॥ ১০০
ধরম জানি বনের কাগা নিষেধ করিল।
ক্রুদ্ধ হৈয়া দৈবক মুনি ক্রোধে জলি গেল ॥
হাতে ছিল গুলাল বাটাইল কাগাক মারিল।
ডালে থাকি বনের কাগা অভিশাপ দিল ॥
'যাও, যাও দৈবক, ঠাকুর, মোক মাল্লু বাটুল। ১০৫
রাজ দরবারে গেইলে তোমার ভাবনা করব চুল ॥'

তবু আরো দৈবক ঠাকুর গমন করিল।
রাজ দরবারে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥[১]

[১]পাঠান্তর: জখন কানি নৌকটা নাসিকার কাছে গ্যাল।
মাঝা নৌক চক্‌খুতে নাগি উলটিয়া পড়িল ॥
সেও জাত্রা পণ্ডিতের ভঙ্গ হএ গ্যাল ॥
কিছু পরে পণ্ডিত জাত্রা করি চায়।
উঠিল পণ্ডিত গামোড়া দিয়া।
চালের উয়া মাতাএ নাগিল হুট্‌টুস করিয়া ॥
পণ্ডিতানি কহে কথা তোমার মাতাত নাগিল চাল।
নিশ্চয় করিয়া জানা গ্যাল তোমার জাত্রা হইল ভাল ॥
সেও কথা ফ্যালেয়া পণ্ডিত বারে দিল পাও।
মাতার উপরে কাল জিটি করে সব্ব রাও ॥
সেও বাদা নলে পণ্ডিত পাউচান করিয়া—

পরে পণ্ডিত যাত্রা করি চায়।
আগে ডাকে পিছে ডাকে ছাইলায় ডাকায় ॥
সেও বাদা পাউচান করিয়া—
পরে পণ্ডিত জাত্রা করি চায়।
শুকান ডালে পড়িয়া কাগায় চ্যাঁচায় ॥
হস্ততে ছিল পণ্ডিতের গুলাল মারিল বাটুল।
কাগা বলে হারে পণ্ডিত কি মার বাটুল।
রাজ দরবারে গেইলে তোর ভাবনার করিম চুর ॥
জ্যামন বাটুল পড়িল মোর গর্দানক নাগিয়া।
নোহার খাড়া পড়বে তোর গর্দানের উপর দিয়া ॥
সেও বাদা নিলে পণ্ডিত পাউচান করিয়া ॥
কিছু পরে আরও পণ্ডিত জাত্রা করি চায়।
ডাইনে আছিল শৃগাল বামে চলি জায় ॥
সেও জাত্রা পণ্ডিতের ভঙ্গ হইয়া গ্যাল ॥
ফির ভালা পণ্ডিত জাত্রা করি চায়।
খালি কলস ম্যালা চুল পথে নাগাল পায় ॥
সেও জাত্রা নিলে পণ্ডিত পাউচান করিয়া।
হয় নানে খালি কলস জদিচ জল ভরে।
হয় নানে ম্যালা চুল জদি চুল বান্দে।
তখনি পণ্ডিতের জাত্রা ভাল হবে ॥
আগে খেতু ছোড়া জাএছে চলিয়া।
কত্ত দুর জায় খেতু কত্ত পন্ত পায়।
আর কতেক দুর জাএয়া মনে করি চায় ॥
খেতু বলে শুন ঠাকুর করি নিবেদন।
মহারাজা জাএছে আমার সন্ন্যাসক নাগিয়া।
আমি রাজা হব কি না হব পাটোত বসিয়া॥
এক শত রানি ছাড়ে রাজা মহলের ভিতর।
রানি গিলা পাব কি না পাব আমি খেতু লঙ্কেশ্বর।
আমার গনা গন রাস্তাএ বসিয়া ॥

আমি জদি হই রাজা পাটের উপর।
আমি রাজা হইলে ঠাকুর তোক করিব পাত্তর ॥
দুইজনে রাজ্য লুটি খাব রাজ্যের উপর ॥
জখন পণ্ডিত এ সংবাদ শুনিল।
জয় কল্যান বলিয়া মৃত্তিঙ্গাএ বসিল ॥
মৃত্তিঙ্গাএ বসিয়া পণ্ডিত তিনটা আক দিল ॥
ঘনে নাড়ে পাঞ্জি পুথি ঘনে নাড়ে মাতা।
খনে কয় কথা ॥
বাদ বেরন গনে বিরিক্খের পাতা।
আকাশের তারা গনে পাতালের বালা ॥
একটা একটা করি গনে ভরন হাড়ির ভাত।
রান্দার রাত্রিতে গনে পণ্ডিত তেতুলের পাত ॥
একে একে গনিয়া আনে জত নদি নালা ॥
তিন কোন পৃথিবির গনোন ঠাঞতে গনি বইসে
গন্তের ভিতর স্ত্রীপুরুস তার গনন গনে ॥
শুভ শুভ বলি পাঞ্জি বাহির করিলে টানিয়া।
আপনে ধম্মের পাঞ্জি বলে রাও দিয়া ॥
ঘনে নাড়ে পাঞ্জি পুথি ঘনে নাড়ে মাতা।
ঘনে নাড়ে মাতা পণ্ডিত খনে কয় কথা ॥
পণ্ডিত বলে শুন খেতু করি নিবেদন।
এবারকার সমএ আমি না পাইলাম কুশল ॥
মহারাজা তোমার জাইবেক সন্ন্যাসক নাগিয়া।
তুইতো রাজা হবি খেতু পাটোত বসিয়া।
অদুনা পদুনা রহিবে মহাসতি হএয়া ॥
স্ত্রীরাজা স্ত্রীবাদসা স্ত্রী লঙ্কেশ্বর।
স্ত্রী বই পুরুস নাহি রবে মহলের ভিতর ॥
তুই খেতু রহিবু বাহিরের দখল ॥
জখন খেতু ছোড়া এ সংবাদ শুনিল।
থর থর করি খেতু কাপিতে নাগিল ॥

যেনকালে ধর্মিরাজা ঠাকুরক দেখিল। ১১০
আপনার পালঙ্ক ঠাকুরক আগায়ে দিল ॥
'আইস, আইস ঠাকুর মশায়, পালঙ্কে বৈসসিয়া।
আমার সন্ন্যাসের গণনা শুনান ত বসিয়া ॥[১]
কোন দিনা ধর্মিরাজা শিলাব ঝুলি কাঁথা।
কোন দিনা ধর্মিরাজা আমি মুড়িয়াব মাথা ॥ ১১৫
কোন দিনা ধর্মিরাজা ডোর কপিনি পরিব।
কোন দিনা ধর্মিরাজা বনবাস হব ॥'
'শুভ, শুভ' করিয়া ঠাকুর পাঞ্জি বাইর কইল্ল টানিয়া।
আপনে ধর্মের পাঞ্জি বলে রাও দিয়া ॥

জেই রানির জন্য আমার দৌড়া দৌড়ি।
সেই রানি না পাওঁ আমি খেতু অধিকারি ॥
হস্ত ধরি পণ্ডিতক তুলিলে টানিয়া।
গর্দানা ধরি পণ্ডিতক কিল পঞ্চাশেক দিল।
রাজার দরবারক নাগি গমন করিল ॥

[১]পাঠান্তর: দরবারে জাইয়া পণ্ডিত কুরসিত জানাইল।
কুলের দেবতা বলি রাজা প্রনাম জানাইল ॥
ভাইয়া ঠাকুর বলি পণ্ডিতক পালঙ্কে বসাইল ॥
পণ্ডিতক বসিবার দিল দিব্ব সিঙ্গাসন।
করফুর তাম্বুল দিয়া জিগগাসে বচন ॥
এই জন্য ডাকিলাম ঠাকুর তোর বরাবর।
মা আমাক রহিবার না দ্যায় মহলের ভিতর ॥
এই শব্দ জাইয়া পইল সুন্দরির বরাবর।
এক শত রানি জখন সাজিয়া বাহির হৈল ॥
আসিয়া সকল রানি পণ্ডিতক ঘিরিয়া ধরিল ॥
রানি সকলকে দেখিয়া পণ্ডিত ভয়ঙ্কর হৈল ॥
রাজা বলে হারে ঠাকুর কার প্রানে চাও।
শিঘ্র করি আমার গনন দ্যাও আরও গনিয়া।
গনাপাড়া করি আমি জাই সন্ন্যাস হৈয়া ॥

প্রথমে গুণিল ঠাকুর সরগের যত তারা। ১২০
তার পশ্চাৎ গুণিলেক পাতালের বালা ॥
তার পশ্চাৎ গুণিলেক বিরিখের পাত।
অবশেষে গুণিলে ঠাকুর ভরণ হাঁড়ির ভাত।
গণিতে গণিতে ঠাকুর এক দুপুর করিল।
খোসা দেওয়া বাড়ির কথা মনতে পড়িল ॥ ১২৫
ও পাত আঁকিয়া ঠাকুর আর এক পাত নিল।
রাজাক তরে কথা বলিতে লাগিল ॥
সত্য কথা থুইলে পণ্ডিত একৃতার করিয়া।
মিথ্যা গণনা রাজার পণ্ডিত দেয়ছে গণিয়া
পণ্ডিত বলে, 'শুন, রাজা, বিলাতের নাগর। ১৩০
এইবারকার সময় আমি না পাইলাম কুশল ॥
আমায় পাঞ্জি রাখিবার কহে এ বার বৎসর ॥
তোমার পাকুক চুল দাড়ি অদুনার মাথার কেশ।
ছোট রাণীর অবিশ্বাসে হয়েন পরদেশ ॥'[১]

পণ্ডিতের দণ্ড

যেন কালে দৈবক ঠাকুর একথা বলিল। ১৩৫
হাতে মাতে ধর্মিরাজ চমকিয়া উঠিল ॥
'মাও আমাক সন্ন্যাস করায় এই শুক্কুরবারে।
এ বেটা থাকিবার ব'ল্ল এ বার বচ্ছরে ॥
কিবা কর, ভাই, খেতুয়া, নিশ্চিন্তে বসিয়া।
আমার বাপকালিয়া পাঞ্জি পুস্তক জোগাও ত আনিয়া ॥ ১৪০
কেমন গণনা গণিল ঠাকুর আমি নিজে গণি বসিয়া ॥'[২]

---

[১]পাঠান্তর: এবারকার সন্ন্যাস তোমার না পাইলাম কুশল।
এ বছর থাক মহারাজ ধৈরন ধরিয়া।
এক ছাওআলের বাপ হৈয়া জাও সন্ন্যাস নাগিয়া ॥

[২]পাঠান্তর: জখন ধর্ম্মি রাজা একথা শুনিল।
দয়ার ভাই খেতু বলি ডাকিতে নাগিল ॥

আপনার পাঞ্জি রাজা বাইর কৈল্ল টানিয়া।
আপনে ধর্মের পাঞ্জি বোলে রাও দিয়া॥
গণিতে গণিতে রাজা এক দুপুর করিল।
পাঁচশ টাকার খোসা দিছে পণ্ডিতক পুস্তকে ধরা পইল॥ ১৪৫
রাজা বোলে, 'শোনেক, ভাই, খেতুয়া লঙ্কেশ্বর।
পাঁচশ টাকা খোসা দিছে আমার সাইবানি সকল॥
খোসা খাইয়া মিছা গণিল রাজার দরবার॥
তেমনিয়া ধর্মিরাজ এ নাওঁ পাড়াব।
চণ্ডী দ্বারে নিগি ব্রাহ্মণক বলি দিব॥ ১৫০
ওরে খেতুয়া,—কিবা কর, ভাই, খেতুয়া, নিশ্চিন্তে বসিয়া।
চণ্ডী কালীর মণ্ডপ নেও পরিষ্কার করিয়া॥
তেলে খইলে নেও ঠাকুরক ছিনান করাইয়া।
মইষকাটা মইষাসুরা নেইস আগিনায় গাড়িয়া।
মইযাসুরায় ঠাকুরের গর্দানা রাখিয়া। ১৫৫
হরিবোল বলিয়া খিল মারিস ঠোকিয়া॥'

যখন ধর্মিরাজ হুকুম জানাইল।
গঙ্গার জলে দৈবক ঠাকুরক ছিনান করাইল॥
চণ্ডী মাতার ঘরখানি নিলে পরিষ্কার করিয়া।[১]

কি কর ভাই খেতু কার প্রানে চাও।
মা আমাক রহিবার না দ্যায় মহলের ভিতর।
এর পাঞ্জি রাখিবার কয় এ বার বৎসর॥
চণ্ডির দ্বারতে পণ্ডিতক ফ্যালাও কাটিয়া।
ব্রাম্মন বন্দ করি জাব সন্ন্যাসক নাগিয়া॥
জখন খেতু ছোড়া এ কথা শুনিল।
হস্ত গলা পণ্ডিতের ফ্যালাইলে বান্দিয়া।
চণ্ডি মাতার দরজার নাগিয়া নইয়া গ্যাল ধরিয়া॥

[১]পাঠান্তর: পাচ নোটা কুআর জলে খেতু স্নান করিয়া।
চণ্ডি মাতার ঘরখানি নিলে পরিষ্কার করিয়া॥

মইষকাটা মইষাসুরাতে গর্দানা রাখিয়া। ১৬০
করুণা করি কান্দে ঠাকুর চণ্ডী মাও বলিয়া॥
'হাত ধরোঁ, চণ্ডী মাও, পাও ধরোঁ তোক।
তোমার ধর্মের দোহাই লাগে আমার প্রাণ রক্ষা কর॥'[১]
'চণ্ডী, চণ্ডী, বলিয়া ব্রাহ্মণ কান্দিতে লাগিল।
ব্রাহ্মণের কান্দন দেখি চণ্ডীর দয়া হৈল॥ ১৬৫
চণ্ডী বলে, 'হারে, বিধি, মোর করমের ফল।
এর ঘরে পূজা খাইলাম এ বার বচ্ছর॥
স্ত্রীর কথায় প্রাণ হারায় পণ্ডিত রাজদরবার॥'

মুনি-মন্ত্র গিয়ান নিল চণ্ডী মা হৃদয়ে জপিয়া।
শ্বেত মাছি হৈল চণ্ডী কায়া বদলিয়া॥ ১৭০
উড়াও দিয়া পৈল ঠাকুরের কর্ণতে যাইয়া॥
কর্ণে পড়িয়া চণ্ডী সুবুদ্ধি দিল।
নানা শব্দ বলি মাছি কথা বলিবার লাগিল

মৈসকাটা মৈস্থরা দরজাএ গাড়িয়া।
তুলসি জল দিলে পণ্ডিতের মস্তকে ছিটাইয়া॥
সোল জনে ধরিলে পণ্ডিতক মরিম বলিয়া।
ধরি নিয়া জায় চণ্ডির দরজাএ নাগিয়া॥
মৈস্থরার ভিতর পণ্ডিতের গর্ধনা রাখিয়া।
হেট্ খিলা উপর খিলা মারিলে তুলিয়া॥
সোল জনে ধরিলে পণ্ডিতক জোর করিয়া॥
ওখানে থাকি খেতুর হরসিত মন।
শিতল মন্দির ঘরে জাইয়া দিল দিরশন॥
মৈসকাটা খাড়া নৈলে ঘাড়ে করিয়া।
মার মার বলি খেতু আইসে চলিয়া॥

[১]পাঠান্তর: এইবার চণ্ডি মা উদ্ধার কর মাতা।
বাড়ি জাইবার সমএ আমি দিয়া জাব তোক লৈক্ষ গণ্ডা পাঠা॥

'ওগো, ঠাকুর, যখন খেতুয়া আনিবেক খাড়া ধরিয়া।
রাজার দোহাই দিয়া উঠিস্ কাতরায় থাকিয়া ॥ ১৭৫
দোহাই রাজার, দোহাই বাদ্সার রাজ-রাজেশ্বর।
খবরদার, আমাক কাট্তে পারবি না, খেতুয়া লঙ্কেশ্বর ॥
কাইল পণ্ডিত চলি গেছিনু ছচি লোকের ঘর।
অবোধ ছাওয়ালে ক'চ্ছে পাঞ্জি এ হেটাউছল।
ছিনান করিয়া গণিব রাজার দরবার ॥' ১৮০

তৈলপাটের খাড়া নিয়া খেতু আইসে দৌড়িয়া।
দোহাই দিয়া উঠে ঠাকুর কাতরায় থাকিয়া ॥
দোহাই রাজার 'দোহাই বাদ্সার, রাজ-রাজেশ্বর।
খবরদার আমাক কাট্তে না পারবি, খেতুয়া লঙ্কেশ্বর ॥
কাইল পণ্ডিত চলি গেছিনু ছচি লোকের ঘর। ১৮৫
অবোধ ছাওয়ালে কচ্ছে পাঞ্জি এ হেটাউছল।[১]
ছিনান করিয়া গণিব রাজার দরবার ॥
তুলসী জল দিব পাঞ্জিত ছিটাইয়া।
ফিরনার গণন করিব রাজদরবার যাইয়া।'
কাতরায় থাকি ঠাকুর দোহাই ফিরাইল। ১৯০
তৈলপাটের খাড়া খেতু পাক দিয়া ফেলাইল ॥[২]

[১]পাঠান্তর : নাবালক পুত্র আছে আমার মহলের ভিতর ॥
সেই ছাইলায় পাঞ্জি করিয়াছে হেটাউছল ॥

[২]পাঠান্তর : জখন খেতু ছোড়া এ সংবাদ শুনিল।
খেতু বলে শুন ঠাকুর বাক্য আমার ন্যাও।
আমার গনন ছ্যাও আরও গনিয়া।
তবনিসে ধরি জাব তোক দরবাবক নাগিয়া ॥
পণ্ডিত বলে হারে খেতু এই তোর ব্যাবহার।
মৈস্থরার মাঝে রহিল আমার গর্ধনা পড়িয়া।
ক্যামন করিয়া তোর গননা ছ্যাওঁ আরও গনিয়া ॥

কাতরা হতে দৈবক ঠাকুরক তুলে টান দিয়া।
ঠাকুর সহিতে যাইছে খেতু রাজার দরবারক লাগিয়া

যখন ধর্ম্মিরাজ ঠাকুরক দেখিল।
কপালে মারিয়া চড় কান্দিতে লাগিল॥ ১৯৫
রাজা বলে, 'ওরে, খেতুয়া—
যখনে আছিলাম আমি রাজ্যের ঈশ্বর।
আমার হুকুমে নরবলি কাটেছে বিস্তর॥

জখন খেতু ছোড়া এ সংবাদ শুনিল।
হস্ত ধরি পণ্ডিতের টানিয়া তুলিল॥
চণ্ডি বলে হারে পণ্ডিত কার প্রানে চাও।
মিথ্যা মিথ্যা গনি দ্যাও খেতুর বরাবর॥
সত্য গননা গনি দ্যাও রাজার দরবার॥
এই কথা বলিস খেতুর বরাবর।
এ সমএ আমি পাইলাম কুশল॥
মহারাজা জাবে আমার সন্ন্যাসক নাগিয়া।
তুই রাজা হবু খেতু পাটে বসিয়া॥
এও সকল পাবু রাজার শঙ্খ চক্র মোড়া।
তাজি টাঙ্গন পাবু নওশ হাজার ঘোড়া॥
বাড়ি মধ্যে পাবু রাজার দেউল ফুলের বাড়ি।
অন্ন খাইতে পাবু রাজার সুবন্নের থালি॥
জল খাইতে পাবু রাজার মানিকের ঝাড়ি।
পাটরানি পাবু রাজার হরিচন্দ্রের বেটি॥
শয়ন করিতে পাবু কুসুমের পালঙ্কি॥
জখন খেতু ছোড়া এ সংবাদ শুনিল।
পণ্ডিতের চরনে প্রনাম করিল॥
আমি খেতু জদি রাজা হই পাটের উপর।
আমি রাজা হইলে তোক করিব পাত্তর॥
দুই জনে রাজ্য লুটি খাব কার বাবার ডর॥

এখন হবার চাই কপিনপিন্দা কড়াকের ভিখারী।
আমার হুকুমে কাটা না যায় পণ্ডিত অধিকারী ॥[১] ২০০
খেতুয়া বলে, 'শুন, দাদা, ধর্ম্ম অবতার[২]
তৈলপাটের খাড়া নিয়া যাই দৌড়িয়া।
আপনার দোহাই দিয়া উঠে ঠাকুর কাতরায় থাকিয়া ॥
কেমন বোলে চলি গেছিল ছচি লোকের ঘর।
অবোধ ছাওয়ালে পাঞ্জি কচ্ছে বোলে এ হেটাউছল। ২০৫
ফের গণিবার চাইলে ঠাকুর দরবার উপর ॥'

যখনে ধর্ম্মী রাজা একথা শুনিল।
হাউক দাউক করিয়া দৈবক ঠাকুরক পালঙ্ক আনি দিল ॥
'আইস, আইস, ঠাকুর মশায়, পালঙ্কে বৈসসিয়া।
সত্যরু গণনা আমাক শুনান বসিয়া ॥ ২১০
কোন দিনা ধর্ম্মী রাজা শিলাই করিব ঝুলি কঁ্যাথা।
কোন দিনা ধর্ম্মী রাজা মুড়াইয়া যাব মাথা ॥
কোন দিনা ধর্ম্মী রাজা ডোর কপ্নি পরিব।
কোন দিনা ধর্ম্মী রাজা বনবাস হব ॥'

যখন পণ্ডিত এ সংবাদ শুনিল। ২১৫
'জয় কল্যাণ' বলি ঠাকুর মৃত্তিকায় বসিল ॥

---

[১]পাঠান্তর: আমার হুকুমে মানুস কাটিতে না পারিস।

[২]পাঠান্তর: 'ধর্ম্ম' অবতার স্থলে 'রাজ্যের ঈশ্বর' এবং তৎপরে
আপনার দোহাই ফিরায় খেতুর বরাবর।
ক্যামন করি খেতু ছোড়া ধরিয়া করিম বল ॥
নাবালক পুত্র পণ্ডিতের মহলের ভিতর।
সেই ছাইলা পাঞ্জি করিয়াছে হেটাউছল ॥
তুলসি জল দিলাম আমি পাঞ্জিত ছিটাইয়া।
ক্যামন গনন গনে পণ্ডিত ন্যাওত গনিয়া ॥
রাজা বলে শুন পণ্ডিত বলি নিবেদন।
এমন স্যামন গনন তোর কবে নাই শুনি।
ভাল করি গন তবে হামরা শুনি ॥

কানি নৌখ দিয়া তিনটা মৃত্তিকায় আঁক দিল।
লগ্ন থির করি পণ্ডিত ভিড়িয়া বসিল॥
আস্তে আস্তে পাঞ্জি খুলিবার লাগিল॥
ঘনে নাড়ে পাঞ্জি পুথি ঘনে নাড়ে মাথা। ২২০
ঘনে নাড়ে মাথা পণ্ডিত ঘনে কয় কথা॥
রাজার যত দেওয়ান পাত্র নাজির উজির সভা করি বসিল
সন্ন্যাসের গণনা ঠাকুর মশায় গুণিতে লাগিল॥
'শনিবারে দিনা হৈবে শূন্যে মহাস্থিতি।
রবিবারক দিনা ভাণ্ডের অধোগতি॥ ২২৫
সোমবারক দিনে তোমার মুড়িয়া যাবে মাথা।
মঙ্গলবার দিনে তোমার শিলাবে ঝুলি কঁ্যাথা॥
বুধবার দিনে গোরখনাথ হরিনাম মন্ত্র দিবে।
বিশ্‌শইদবার দিনে তোমার ডোর কপিন ফাঁড়িবে॥
শুকুরবারে তুই প'র সময় সন্ন্যাস সাজাইবে॥'[১] ২৩০

যখন ধর্মিরাজ সন্ন্যাসের গণনা শুনিল।
লক্ষ টাকার কণ্ঠমালা ঠাকুরক ফেলাইয়া দিল॥
'কিবা কর, খেতুয়া ভাই, নিশ্চিন্তে বসিয়া।
পাঁচশ টাকা ভিক্ষা দে তুই ঠাকুরক নিযাইয়া॥
পাঁচ গাঁয়ের কাগজ দে তুই ব্রহ্মোত্তর লিখিয়া। ২৩৫
একনা কানপায়ি ঘোড়া দে নি ঠাকুরক নিযাইয়া।
এই সকল দিয়া দিনি বিদায় করিয়া॥'[২]

[১]পাঠান্তর: সোমবারে দিনা সিলাও ঝুলি কঁ্যাথা।
মঙ্গলবারে দিনা মুড়ি জাও মাথা॥
বুধবারের দিনা রাজা ডোর কৌপীন পরিও
বৃস্‌পতিবারের দিনা রাজা বনবাস হইও॥

[২]পাঠান্তর: জখন ধর্ম্মি রাজা এ সংবাদ শুনিল।
পণ্ডিতের চরনে প্রনাম করিল॥

রাজবাক্য খেতুয়া বৃথা না করিল।
যেই দিবার কৈল সেই ধন দিল॥

দয়ার ভাই খেতু বলি ডাকিবার নাগিল॥
কি কর ভাই খেতুআ কার প্রানে চাও।
পাচখান তালুক পণ্ডিতক ব্রম্মত্তর ত্যাও॥
পাচটা ঘোড়া ত্যাও পণ্ডিতের বরাবর।
পাচখানা কাপড় ত্যাও পণ্ডিতের বরাবর॥
পাচ শত টাকা ত্যাও পণ্ডিতের হস্তের উপর॥
আশিব্বাদ করি জাইবে পণ্ডিত আপনার মহল।
শুভে শুভে ধম্মি রাজা ছাড়ি বাড়ি ঘর॥
দান দক্‌খিনা পাইলে পণ্ডিত বিস্তর করিয়া।
সালকিরানি ধুতি পরে গোড়া ছেঁছুরিয়া॥
জোড়া পিরান নইলে গাএ মধ্যে দিয়া।
রসের পাছেড়া নইলে ঘাড়ে ফ্যালাইয়া॥
টাকা গুন নইলে ধুতির কিনারে বান্দিয়া।
চারি ঘোড়া নইলে কোতল সাজাইয়া॥
একটা ঘোড়ার উপর পণ্ডিত আসোয়ার হৈয়া।
চণ্ডি মাতার দরজা বলি দিল ঘোড়া দাবড়াইয়া॥
চণ্ডি বলে হারে বিধি মোর করমের ফল।
কাটির ব্যালা বেটা মানি গ্যাল পাঠা।
দান দক্‌খিনা পাইয়া ভুলি জাইস মোর কথা॥
তবুনিয়া চণ্ডি এ নাম পাড়াব।
তবিলের ঘোড়া তহবিলে বান্দিব॥
গালে চওড় দিয়া বেটার টাকা কাড়ি নিব॥
ন্যাদেয়া গুড়িয়া তোর ভুমি ছিনি নিব।
একগুন শাস্তি তোর ত্রিগুন করিব॥
ওরূপ থুইলে চণ্ডি একতার করিয়া।
বৃদ্ধ ব্রাম্মনি হৈল কায়া বদলাইয়া॥

ধন দৌলত পাইয়া ঠাকুর বড় খুসি হৈল। ২৪০
আপনার মহলক লাগি গমন করিল ॥

পাঞ্জি পুথি নইলে কত বগলে করিয়া।
তেপথা আস্তায় রহিল ধিয়ান ধরিয়া ॥
আগ পাচ কথা পণ্ডিত কিছুই না ভাবিল।
ঐ দিয়া পণ্ডিত ঘোড়া মারি দিল ॥
মিনতি করি কথা বামনি বলিবার নাগিল ॥
ব্রাম্মনি বলে হারে পণ্ডিত কার প্রানে চাও।
কোথায় গিয়াছিলু গনাপাড়া করিতে।
বহুত বহুত দান দক্‌খিনা দেখি তোর হস্তের উপর।
কি কি দান পাইয়াছ হস্তের উপর তার সংবাদ বল আমার বরাবর
পণ্ডিত বলে ব্রাম্মনি কার প্রানে চাও।
মহারাজা সন্ন্যাস হএছে রাজ্যের ঈশ্বর।
গনা পাড়া করিতে গিয়াছি রাজ দরবার ॥
পাচখান তালুক দিয়াছে হামার বরাবর।
পাচটা ঘোড়া দিয়াছে হামার বরাবর ॥
শাচ শত টাকা দিয়াছে হস্তের উপর।
পাচখান কাপড় দিয়াছে আমার বরাবর ॥
আশিব্বাদ করি জাব আপনার মহল ॥
ব্রাম্মনি বলে হারে পণ্ডিত কার প্রানে চাও।
তালুক ভুমি পাইছিস সাধি পাড়ি খাব।
ঘোড়া পাচটা পাইছিস চড়িয়া ব্যাড়াব ॥
টাকা গুন পাইছিস ভাঙ্গাইয়া খাব।
কাপড় গালা পাইছিস পিন্দিয়া ব্যাড়াব ॥
কল্য আমি দিয়াছি রাজার ভিতিরা মহল।
একশত রানি ছাড়ে রাজা মহলের ভিতর ॥
ছোট রানি থুইছে বোলে পণ্ডিতের কারন।
এই কথা জাইয়া বল রাজ দরবার ॥

ওহে রাজা ওহে রাজা বিলাতের নাগর।
একশত রানি ছাডও মহলের ভিতর॥
আমার ঘরে ব্রাম্মনি আছে সে বড় গ্যাদর।
রান্দাবাড়ার ভাস নাই চলনের পবিস্তর॥
শিশুআ রানিটাকে পণ্ডিতক দান কর।
রান্দৃনি করিয়া রাখি এ বার বৎসর॥
চণ্ডি মাতার কথা পণ্ডিত ব্রথা না করিল।
রাজার দরবারে ঘোড় দাবড়াইল॥
জখন খেতু ছোড়া পণ্ডিতক দেখিল।
মিনতি করি কথা কহিতে নাগিল।
খেতু বলে শুন ঠাকুর বাক্য আমার ন্যাও।
কি কি দান নাহি পাও হস্তের উপর।
তার সংবাদ বল আমার বরাবর॥
পণ্ডিত বলে হারে খেতু কার প্রানে চাও।
রাজার চাকর তুই রাজার নফর।
গোলাম হইয়া দিতে পার দানের সম্মল॥
জে জে দান দিয়াছেন সকলি পাইছি।
আপন হুকুমে দান আমি রাজার কাছে খুজি॥
ওহে রাজা ওহে রাজা বিলাতের নাগর।
একশত রানি ছাড়েছেন মহলের ভিতর॥
শিশুআ রানিকে পণ্ডিতক দান কর।
রান্দৃনি করি রাখিব এ বার বৎসর॥
জখন ধম্মি রাজা এ সংবাদ শুনিল।
দয়ার ভাই খেতু বলি ডাকিতে নাগিল॥
কি কর ভাই খেতু কার প্রানে চাও।
জে দিয়াছেন দান দক্ষিনা সেও ফেরত ন্যাও॥
তহবিলের ঘোড়া বান্দ তহবিলে নিগিয়া।
গালে চওড় দিয়া টাকা কাড়ি ন্যাও।
নাথি মারি বেটার ভূমি ছিনি ন্যাও॥

একগুন শাস্তি পণ্ডিতের ত্রিগুন করাও ॥
খেতু বলে হারে পণ্ডিত কার প্রানে চাও।
জে রানির জন্য আমার দৌড়াদৌড়ি।
সেই রানির জন্য আসিয়াছ পণ্ডিত অধিকারি ॥
জে দিয়াছে দান দকৃখিনা সকলি ফেরত নইল।
ঘাড়ে হাত দিয়া পণ্ডিতক দরবার হইতে বাহির করি দিল ॥
পণ্ডিতের চাইতে পণ্ডিতানি সিয়ান।
আকাশে পাতালে বেটি ধরিয়াছে ধিয়ান ॥
বাড়ি হইতে নিয়া গ্যাল পণ্ডিতক বুদ্ধি ভরসা দিয়া।
এত ক্যান মাইর পিট করে পণ্ডিতক দরবারে নিগিয়া ॥
রাজদরবারে পণ্ডিতানি দরশন দিল।
খেতুয়ার তরে কথা বলিবার নাগিল ॥
পণ্ডিতানি কহে কথা হারে খেতু এই তোর ব্যাবহার ॥
বাড়ি হইতে আনলেন ঠাকুরক বুদ্ধি ভরসা দিয়া।
এত ক্যান অপমান কর দরবারে আনিয়া ॥
খেতু বলে শুন পণ্ডিতানি বাক্য আমার ন্যাও।
জে রানির জন্য আমার দৌড়াদৌড়ি।
সেই রানির জন্য আইসাছে তোর পড়িত অধিকারি ॥
জখন পণ্ডিতানি একথা শুনিল।
খেতুআর তরে কথা বলিবার নাগিল ॥
উত্তি সরেক খেতু ছোড়া উত্তি সরেক তুই।
ক্যামন রানি চাবার আ'সছে অক রানি হুওছোঁ মুই ॥
জরে খাইলে কাল মোর আছাড়ে ভাঙ্গিল দাত।
ছোট রানির চাইতে মুই আছন্ন ভাল ॥
ছোট রানির পৈরানা জদিছ মুই ব্রাম্মনি পাওঁ।
উহার থাকি উজ্জল আমাক দেখিতে পাও ॥
ওদিগে জারে খেতু ছোড়া ওদিগে জারে তুই।
ক্যামন রানি চাহিবার আইসাছে রানি হ্যাওছোঁ মুই ॥
দুই হস্ত ধরিলে পণ্ডিতের পণ্ডিতানি জোর করিয়া।
দুই গালে দুই চওড় মারিলে পণ্ডিতের পণ্ডিতানি জোর করি

পাও ধরোঁ পণ্ডিতানি হস্ত ধরোঁ তোর।
অধিক করি না মারিস আমার গালের উপর ॥
মুখের জবাবে হারাইলাম ঘোড়া আর কাপড় ॥
পণ্ডিতানি বলে পণ্ডিত কার প্রানে চাও।
তখনি পণ্ডিতানি এ নাম পাড়াব।
জে দিয়াছে দান দক্‌খিনা সকলি ফেরত নইব ॥
পণ্ডিতের হস্ত পণ্ডিতানি ধরিল চিপিয়া।
রাজ দববারে নাগি গ্যাল চলিয়া ॥
মহারাজ—ব্রাম্মনে গননা করে ব্রাম্মনি তিথি চায়।
ইহার দান দক্‌খিনা ফেরত নইলে মহাপাপ হয় ॥
জখন ধম্মি রাজা পাপের নাম শুনিল।
রাধা কৃষ্ণ বলি ধম্মি রাজা কন্নে হস্ত দিল ॥
দয়ার ভাই খেতু বলি ডাকিতে নাগিল ॥
রাজা বলে হারে খেতু কার প্রানে চাও।
জে দিয়াছেন দান দক্‌খিনা সকলি ফেরত দ্যাও ॥
পণ্ডিতানি আইল জখন দরবারে বলি।
বেশি করি পাচ টাকা দ্যাও পণ্ডিতানিক হস্তে তুলিয়া ॥
দান দক্‌খিনা পাইলে পণ্ডিত বিস্তর করিয়া।
আপনার মহলক নাগি পণ্ডিত চলিল হাটিয়া ॥

মুণ্ডনখণ্ড

নাপিতের দুর্বুদ্ধি

পণ্ডিতখণ্ড গান গেল উত্তরিয়া।
নাপিতখণ্ড গান পড়িল আসিয়া ॥
'কিবা কর, ভাই খেতুয়া, নিশ্চিন্তে বসিয়া।
জল্‌দি নাপিত বেটাক জোগাও তো আনিয়া ॥'[১]
যখন ধর্ম্মী রাজা একথা বলিল। ৫
অদুনা পদুনা রাণী কান্দিতে লাগিল ॥
'এই দিদি, নাপিতক রাজা আনেছে ডাকিয়া
মস্তক মুড়িয়া প্রাণপতি যায়ত ছাড়িয়া ॥
পাঁচশ টাকা দেই বান্দিক আঞ্চলে বান্ধিয়া।
খোসা দিয়া আসুক নাপিতের মহলতে যাইয়া ॥ ১০
আট দিন থাকে যেন নাপিত ভৃঞ্জিঘরা সোন্দাইয়া।'
এই বুদ্ধি বান্দি দাসীক দিলেত শিখাইয়া ॥
পাঁচশ টাকা ধরি গেল বান্দি মহলক লাগিয়া ॥
'নাপিত, নাপিত' বলিয়া ডাকিতে লাগিল।
যেন কালে নাপিত বেটা বান্দিক দেখিল। ১৫
বান্দির তরে কথা বলিতে লাগিল ॥
'এতদিন না আইস, বান্দি, মহলক চলিয়া।
আজ কেন আইলেন, বান্দি, আমার মহলক লাগিয়া
বান্দি বলে, 'শোনরে, নাপিত, আমি বলি তোরে।
রাণী মা পাঠাইয়া দিলে আপনার মহলে ॥ ২০
পাঁচশ টাকা এক দুই করি নেও আরো গণিয়া।
আট দিন থাকবু ভৃঞ্জিঘরায় সোন্দেয়া ॥'
যেন কালে নাপিত বেটা এই কথা শুনিল।
ক্রুদ্ধ হৈয়া বান্দিক কথা বলিতে লাগিল ॥

[১]পাঠান্তর: বাবাকালিয়া মধু নাপিতক আন ধরিয়া
মস্ত মুড়ি জাই আমি সন্ন্যাস হইয়া ॥

'নিয়া যা তুই টাকাকড়ি ফিরিয়া যা তুই ঘর। ২৫
রাণী সকল মারতে পারে এক জন দুই জন।
ধর্মিরাজ শুনলে না থুইবে বংশেতে বিচন॥'
যখনে নাপিত বেটা টাকা ফেরত দেবার চাইল।
ঘর হৈতে নাপিতের মাইয়া চট্‌কিয়া বারাইল॥
'কোন দেশে থাক, হে নাপিত, কোন দেশে তোর ঘর। ৩০
কোন দরিয়ার জল খাইয়া সর্বাঙ্গে পাতল॥
দিনান্তরে বেড়াইস্ নাপিত কনি কাটিয়া।
চাউল মুষ্ট কাঁচা কলা না পাইস খুঁজিয়া॥
পাঁচশ টাকা আসিল তোর দরজায় সাজিয়া।
এ গুলা টাকা, নাপিত, কেন দেইস আবো ফিরাইয়া॥ ৩৫
নেও, নেও, নাপিত, টাকা নেও গণিয়া।
এয়াতে যদি ধর্মী রাজা মন্দ বল্‌বে তা'ত।
না থাকিম উগার দেশে অন্য দেশে যাব।
ঐ গুলা টাকা দিয়া গিরস্তি করি খাব॥'

সুবুদ্ধি ছিল নাপিতের কুবোধ লাগাল পাইল। ৪০
ঘরের মাইয়ার বুদ্ধিতে নাপিত বেটা টাকা হাত করিল॥
হাঁচি জেঠি বাধা গিলা পড়িতে লাগিল॥
এক টাকা দিয়া একনা ভ্যাংনিয়া আন্‌লো ডাক দিয়া।
বড় ঘরত মাজোত নিল ভূঞিঘরা খুঁড়িয়া॥
আট দিনকার খোরাক নাপিতক এক সাঙ্গ খোয়াইয়া। ৪৫
ছাইলা ছোটর চুমুক খাইলে বদন ভরিয়া॥
আট দিন থাকিল নাপিত ভূঞিঘরা লুকাইয়া॥

রাত্রি কবে ঝিকিমিকি কোকিলায় কাড়ে রাও।
শ্বেত কাগায় বলে রাত্রি প্রভাও প্রভাও॥
রাজা বলে, 'নাপিত বেটাকও আনিয়া জোগাও॥'
রাজবাক্য খেতুয়া বৃথা না করিল। ৫০
নাপিতক লাগিয়া খেতু গমন করিল॥
নাপিতের মহলে যাইয়া খেতু খাড়া হৈল॥

'নাপিত, নাপিত' বলিয়া খেতু তুলি করিল রাও।
হাতত তালি দিয়া বারাইল নাপিতক বুড়া মাও ॥[১]
'ওরে, খেতুয়া,—কাইল নাপিত চলি গেইছে বইনেরো ঘর। ৫৫
আটদিন অন্তরে আসিবে আপনার মহল ॥'
তেমনি চলিয়া যাইবে রাজার দরবার ॥'
একথা শুনিয়া খেতু ফিরিয়া ঘরে গেল।
রাজার চাক্ষযে যাইয়া কথা বলিতে লাগিল ॥
'মহারাজ, নাপিত বোলে গেইছে বইনেরি ঘর। ৬০
আট দিন অন্তরে আইসবে আপনার মহল ॥'
রাজা বলে,—'শোনেক, খেতুয়া, প্রাণের ভাই ॥
এ'গুলা কথা মিছা আমি বিশ্বাস না পাই ॥
দৌড় দিয়া যা, খেতু, পণ্ডিতের মহলক লাগিয়া।
বাপ কালিয়া পণ্ডিত ঠাকুরক আনেক ডাকিয়া॥ ৬৫
কোণ্টে গেইছে নাপিত বেটা দিয়া যাউক গণিয়া ॥'
একথা শুনিয়া খেতু কোন কাম করিল।
পণ্ডিতের মহলক লাগি গমন করিল ॥
পণ্ডিতের দ্বারে যাইয়া খেতুয়া খাড়া হৈল।
'পণ্ডিত, পণ্ডিত' বলি খেতু ডাকাইতে লাগিল ॥ ৭০

[১]পাঠান্তর : জখন খেতু ছোড়া এ সংবাদ শুনিল।
নাপিতের মহলে গমন করিল ॥
নাপিতের মহলে জাইয়া দরশন দিল।
নাপিত নাপিত বলি ডাকিতে লাগিল ॥
ঘরে থাকি নাপিত বাহিরে আও দিল।
খেতুকে বসিতে দিল দিব্ব সিঙ্গাসন।
ক্রোফুল তাম্বুল দিয়া জিগ্‌গাসে বচন ॥
ক্যান ক্যান খেতু ছোড়া হরসিত মন।
কি জন্য আসলু তার কও বিবরন ॥
খেতু বলে হারে নাপিত কার প্রানে চাও।
মহারাজ সন্ন্যাস হএছে রাজ্যের ঈশ্বর।
মস্তক মুড়াইতে নাপিত তোমার তলপ ॥

'তুই বড় রসিয়া, ঠাকুর, তুই বড় রসিয়া।
মাথার উপর দুপুর বেলা তাও আছ শুতিয়া॥
রাজার ধন ধরিয়া হৈছে লুটালুটি।
অর্দ্ধেক ধন ধরিয়া ঠাকুর তোমাক ডাকাডাকি॥'

যখন ঠাকুর ধনের নাম শুনিল। ৭৫
হাউক দাউক করিয়া ঠাকুর সাজিতে লাগিল॥
পাঞ্জি পুস্তক নিলে পণ্ডিত ঝোলোঙ্গা ভরিয়া।
রাজার দরবারক লাগি যাইছে চলিয়া॥
যখন ধর্মিরাজ পণ্ডিতক দেখিল।
আপনা পালঙ্ক রাজা ঠাকুরক ছাড়িয়া দিল॥ ৮০
'এই কারণে দৈবক ঠাকুর আন্নু ডাক দিয়া।
কোণ্টে গেইছে নাপিত বেটা দিয়া যাও গণিয়া॥'
রাজবাক্য দৈবক ঠাকুর বৃথা না করিল।
পাঞ্জি পুস্তক হস্তে নিয়া গণিতে লাগিল॥
গণিতে গণিতে ঠাকুর এক দুপুর করিল। ৮৫
সত্যরূপ কথা রাজাক বলিতে লাগিল॥
'ওগো, মহারাজ, তোমার ঘরের টাকা দেখি খোলায়া খাপর।
পাঁচশ টাকা খোসা দিছে রাণী সকল॥
খোসা খাইয়া নাপিত আছে ভূঞিঘরার ভিতর॥'
যেন কালে ধর্মী রাজা একথা শুনিল। ৯০
ঝাডির মুখের গামছা দিয়া ঠাকুরক ভিডিয়া বান্ধিল॥
পালঙ্কের খুরায় ঠাকুরক রাখেক বান্ধিয়া।
খেতুয়াক তরে কথা দেয়ছে বলিয়া॥

রাজার বিচার

'কিবা কর, ভাই খেতুয়া, নিশ্চিন্তে বসিয়া।
পাগলা হস্তী নে রে, খেতু, সাজন করিয়া॥ ৯৫
একখান কোদাল দে হস্তীক শুঁড়তে বান্ধিয়া॥

নাপিতের বাড়িবনটা আইবেক খুঁড়িয়া।
কেমন গণনা গণলে ঠাকুর নেও পরীক্ষা করিয়া ॥'
রাজার বাক্য খেতুয়া বৃথা না করিল।
পাগলা হস্তীক খেতুয়া সাজাইতে লাগিল ॥ ১০০
মদ ভাং খাওয়াইলেক হস্তীক বিস্তর করিয়া।
একখান কোদাল দিলে হস্তীর শুঁড়তে বান্ধিয়া ॥
নাপিতের মহলক লাগি যাইছে চলিয়া ॥
নাপিতের বাড়িবন্দে যাইয়া হাতী চ্যাচাইল।
ভূঞিঘরাত থাকিয়া নাপিত কান্দিতে লাগিল ॥ ১০৫
'হাত ধরোঁ, নাউয়ানি, পাও ধরোঁ তোর।
তোমার ধর্মের দোহাই লাগে মোর প্রাণ রক্ষা কর ॥
নাপিতের কান্দন দেখি নাউয়ানির দয়া হৈল।
হাউক দাউক করিয়া নাউয়ানির হস্ত আনি দিল ॥
ভূঞিঘরাত হতে নাউআক তুলিল টান দিয়া। ১১০
পাঁচ হাতিয়া ধুতি নিলে পরিধান করিয়া ॥
বাপকালিয়া ক্ষুর নিল জোর শান দিয়া।
খুরের তোরপা নিলে নাপিত বগলে করিয়া।
পাছ দুয়ার দিয়া নাপিত বারাইল জুরকুটু মারিয়া ॥
খেতুয়া বলে, 'শোন, নাপিত, বচন মোর হিয়া। ১১৫
হস্তীর আগে আগে তুমি যাও আরো চলিয়া ॥'

রাজার দরবারত যাইয়া নাপিত খাড়া হৈল।
গইড়মুণ্ড হৈয়া রাজাক প্রণাম জানাইল ॥[১]

[১]পাঠান্তর: জখন মধু নাপিত এ সংবাদ শুনিল।
ভাইর খুর নিল বগলে করিয়া।
পাচ হস্ত ধুতি নইল পরিধান করিয়া।
চিরা চাদর নইলে ঘাড়ে করিয়া।
রাজার দরবারক নাগি চলিল হাটিয়া ॥

রাজা বলে, 'শোনেক, নাপিত, আমি বলি তোরে।
এত দেরি কেনে কইল্লে আপনার মহলে ॥' ১২০
নাপিত বলে,—'ওগো মহারাজ! কইতে ধর্মিরাজ বড় লাগে ভয়।
পাঁচশ টাকা খোসা দিছে রাণী সকল।
খোসা খাইয়া আছিনু আমি ভূঞিঘরার ভেতর ॥'

যখন নাপিত বেটা কবুল করিল।
দৈবক মুনির বন্ধন রাজা খালাস করিয়া দিল। ১২৫
লক্ষ টাকার কণ্ঠমালা ঠাকুরক ফ্যালাইয়া দিল
দুধ কলা খাওয়াইল ঠাকুরক সন্তোষ করিয়া।
পাঁচশ টাকা ভিক্ষা দিল ঠাকুরক গণিয়া ॥
দৈবক মুনি গেল এখন মহলোক লাগিয়া ॥
নাপিতখণ্ড গান গেল ফুরিয়া। ১৩০
মস্তক মুড়ি যাইবে রাজা সন্ন্যাসক নাগিয়া ॥

কত দুর জাইয়া নাপিত কত পন্থ পায়।
আর কতক দুর জাইয়া রাজার লাগ্য পায় ॥
রাজদরবারে জাইয়া নাপিত দরশন দিল।
জখন ধর্ম্মি রাজা নাপিতক দেখিল ॥
নাপিতক বসিতে দিলে গামারি চোকরি।
মস্তক ভিজাইতে দিলে জল মানিকের ভিঙ্গারি

সন্ন্যাসখণ্ড

যাত্রার উদ্যোগ

রাজা বলে, 'শুনেক, খেতু, খেতুয়া প্রাণের ভাই।
কিবা কর, ভাই খেতুয়া, নিশ্চিন্তে বসিয়া।
পাঁচখানি কলার নৌকা জোগাও তো আনিয়া ॥
কেসালিক ডাঙ্গায় নিগি মাড়োয়া গাড়িয়া।
ধুপ ধুনা ঘৃত কলা জোগাইলে নিগিয়া ॥ ৫
রাজার যত দেওয়ান পাত্র নাজির উজির আসিল সাজিয়া
সাধু গুরু বোষ্টম কত আসিল সাজিয়া ॥
এই শব্দ শুনলে ময়না ফেরুসায় থাকিয়া ॥[১]
ফেরুসা হইতে বুড়ী ময়না আসিল চলিয়া।
হুঙ্কারেতে দেবগণক আনলে ডাক দিয়া। ১০
রাজার মস্তক খেউরি করে মাড়োয়ায় বসিয়া ॥
নেউজ পাতে মহারাজ বসিল ভিড়িয়া।
বুড়ী ময়না নাপিতক দিয়াছে বলিয়া ॥

---

[১]পাঠান্তর : মা মা বলি রাজা ডাকিতে নাগিল।
ডাক মধ্যে মএনামতি দরশন দিল ॥
আসিয়া মএনামতি নাপিতক দেখিল।
নাপিত দেখি মএনা ভয়ঙ্কর হৈল ॥
নাপিতের তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
মএনা বলে নাপিত কার প্রানে চাও।
কামাইও ছাইলার মাতা না করিও ঘিন।
সোনা দি বান্দাম খুর তোর মানিক দিম চিন ॥
গামারি পিড়া রাজাক বসিবার দিল।
এক ঝাড়ি জল আনিয়া জোগাইল ॥
রাজার মস্তকের পাগুড়ি খেতুআর মাতাএ দিল।
জখন রাজার মাতাএ তুলি দিলে জল।
রাজ্য পাট সিঙ্গাসন করে টলমল ॥

'ওরে, নাপিত,—কামাইও মোর যাদুর মাথা না করিও ঘিন।[১]
সোনা দিয়া ক্ষুর বান্ধিব মাণিক দিব চিন॥ ১৫
কামাইও মোর যাদুর মাথা রাখিও ব্রহ্মচুলি।
অবসে উবাইবে উঞার গুরুর ক্যাঁথা ঝুলি॥'
যখন ডাকিনী ময়না হুকুম ভালা দিল।
গঙ্গাজলে মহারাজার মস্তক ভিজাইল॥
যখন রাজার মাথায় তুলি দিল ক্ষুর। ২০
জিঞ্জির ছিঁড়ি আসিল নও বুড়ি কুকুর॥
এক সোতা দুই সোতা তিন সোতা দিল।
যখন রাজার মস্তকের কেশ মৃত্তিকায় পড়িল।
কেশী গঙ্গা নদী হৈয়া বহিতে লাগিল॥
যাদুর দিকে চায় ময়না আঙ্খির মুছে পানি। ২৫
'এ হানে সোনার চান্দ যায় কোন খানি॥'

মস্তক মুড়ি রাজার হরষিত মন।
ময়না বলে, হারে বিধি, মোর করমের ফল।
কেমন করি সন্ন্যাস করাওঁ ময়না সুন্দর॥
পাঁচ গাছি করি মাড়োয়া গাড়িলে সারি সারি। ৩০
তাহার তলে রাখিলে সোনার ঘট চাইলন বাতি

[১]পাঠান্তর: মস্তক ভিজাইয়া নাপিত পাইয়া গ্যাল কুল।
ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া বান্দে মস্তকের চুল॥
হাতে খুর নইয়া নাপিত এদিগ ওদিগ চায়।
কেন হুকুম না দ্যায় রাজার হাজামত বানায়॥
মএনা বলে হারে মধু কার প্রানে চাও।
হাজামত কর ছাইলার মস্তক না কর ঘিন।
সোনা দিয়া বান্দব খুর তোর মানিক দিবচিন॥
আমার ছাইলার মস্তক কামাও নইদে হয়ে বাস।
তোর নাম খুব মধু কেবল হরিদাস॥

পাঁচ লোটা কুয়ার জলে ছিনান করিয়া।
রসাই ঘরখানি লৈল পরিষ্কার করিয়া।
কলা কচু নিমের পাতা ঘৃতে ভাজিয়া॥
যত মনে সিদ্ধাক নিমন্ত্রণ করিল। ৩৫
স্বর্গে থাকি সিদ্ধা সকল মর্ত্যে নামিল॥
ইন্নাথ, ভিন্নাথ, কানফাড়া, গোরখনাথ আসিয়া খাড়া হৈল
ধনু বাণ ধরি আইল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
আলগ রথ চড়ি আইল গোরখের বিদ্যাধর॥
পাঁচ ভাই পাণ্ডব মঞ্চতে নামিল। ৪০
'হাড়ি, হাড়ি' বলি ময়না হুঙ্কার ছাড়িল॥
যত মনে সিদ্ধা রাজাক দেখিল।
ময়নার তরে কথা বলিতে লাগিল॥
ময়না কইছে, 'শুন, সিদ্ধা, কার পানে চাও।
অন্ন জল খাও বদন ভরিয়া। ৪৫
আশীর্বাদ দেও আমার ছাইলা বলিয়া॥
শুভে শুভে রাড়ির বেটা আইসে ফিরিয়া॥'
অন্ন জল খাইলে সিদ্ধা বদন ভরিয়া।
অন্ন জল খাইয়া মুখে দিল পান।
সিদ্ধায় ময়নায় কথা কহে ভর পূর্ণিমার চান॥ ৫০
পাঁচ লোটা কুয়ার জলে রাজাক ছিনান করাইয়া।
মাড়োয়ার তলে নিয়া গেল ধরিয়া॥
একখান রেজি ছুরি আনিল জোগাইয়া।
ঐ রেজি নিগিয়া ইন্নাথক দিল।
ইন্নাথের হাতের রেজি কানফাড়াক দিল। ৫৫
হরিবোল বলিয়া রাজার দুই কর্ণ ছেদিল॥
দরশনের বৈরাগী সাজিবার লাগিল॥
একখান বস্ত্র ময়না জোগাইলে আনিয়া।
ঐ বস্ত্র নিগিয়া ময়না হাড়ির হস্তে দিল।
হরিবোল বলি বস্ত্র পরিতে লাগিল॥ ৬০

আড়াই হাত ফাঁড়ি রাজার পরিবাস সাজাইল।
সোয়া তিন হাত কাপড় ফাড়ি রাজার খিল্কা বানাইল ॥
চৌদ্দ অঙ্গুলি কাপড় ফাড়ি কৌপীন সাজাইল।
আড়াই অঙ্গুলি ফাঁড়িয়া ডোর সাজাইল।
হরিবোল বলিয়া রাজার সিকই কাটিল ॥[১] ৬৫
হরিবোল বলিয়া রাজাক ডোর কৌপীন পরাইল ॥[২]
শনিবারে হৈলা রাজার শূন্যে মহাস্থিতি।
রবিবার দিন হৈল ভাণ্ডের অধোগতি ॥
সোমবারত দিনে রাজার মুড়িয়া গেল মাথা।
মঙ্গলবার দিনে রাজাব শিয়াইল ঝুলি ক্যাঁথা ॥ ৭০
বুধবারে গোরখনাথ হরিনাম মন্ত্র দিল।
বিশ্‌শইদবার দিনে রাজাক ডোর কৌপীন পরাইল ॥
শুক্কুরবারে তুই প'রে সময় সন্ন্যাস সাজাইল।
পুত্র শোকে ময়না বুড়ী কান্দিতে লাগিল।
কান্দি কাটি ছেইলাক নিগি হাড়ির হস্তে দিল ॥ ৭৫
'নিগা নিগা আমার পুত্র তোমার হৈল শিস্‌।
বার বছর পুরিয়া গেলে আমাক আনিয়া দেইস ॥
অমর গিয়ান দেইস বৈদেশে নিষিয়া।
বার বছর অন্তে আমার ছেইলাক দেইস আরো আনিয়া

[১]পাঠান্তর : অবল ধবল রাজার খিল্কা দিলে গলে।
হর দেখ শুক্লাব পইতা রাম রাম কথা বলে ॥
রাম অবতারে ধনুকধারি কৃষ্ণ অবতারে বাশি।
নিতাই অবতারে ডণ্ডধারি রাজা হৈল সন্ন্যাসি ॥
আপনার ঝুলি মাল্রা রাজাক দান দিল।
আপনার হরির নামের মালা রাজাক দান দিল ॥
করঙ্গ তুর্ম্মা রাজার হস্তে দিল ॥

[২]পাঠান্তর : এক তাকর বস্ত্র নিলে কপিন ফাড়িয়া।
চা'র আঙ্গুল বস্ত্র দিলে এ ডোর করিয়া ॥
তিন হাত বস্ত্রে দিলে খিড়কা বানেয়া ॥

ঝুলি কঁ্যাথা দিলে রাজার কন্ধে তুলিয়া। ৮০
হাড়ি বলে, 'হা রে, বেটা, রাজ দুলালিয়া ॥
নড়িতে চড়িতে করলু মুড়িয়া দু প্রহব।
কতক্ষণে চলি যাব ডারাইপুর সহর ॥
কিছু ভিক্ষা করেক বেটা সভার মাঝে।
গুরু শিষ্য খাব আমরা পন্থের উপরে ॥' ৮৫
রাজা বলে, 'শুন, গুরু, গুরুপা জলন্ধরী।
কেমন করি খুঁজি ভিক্ষা আমি নির্ণয় না জানি ॥'
হাড়ি বলে, 'হারে, বেটা, রাজ দুলালিয়া।
দক্ষিণ দেশি অতিথ হামরা নাম ব্রহ্মচারী।
ভিক্ষা করিতে আমরা গমর না করি ॥ ৯০
এই তুম্বা নেরে, যাদু, হস্তে করিয়া।
তুরু তুরু বলিয়া শিঙ্গা বাজাও তুলিয়া ॥
ভিক্ষা দিবে তোকে বিস্তর করিয়া ॥
পইলা ভিক্ষা আনেক তোর জননীর মহল যাইয়া।

জননীর ভিক্ষা দান

গুরুদেবের চরণে রাজা প্রণাম করিয়া। ৯৫
ময়নার মহলক লাগি চলিল হাঁটিয়া ॥[১]
হাড়ি বলে, 'হারে, বেটা, রাজ দুলালিয়া।
যাও যাও, সোনার চান, দুঃখিনীর দুলালিয়া ॥
তিলকে যাইবা, ছাইলা, দণ্ডকে আসিবা।
ঘড়িক বিলম্ব হৈলে আমার লাগাল না পাইবা ১০০
তুই থাকিবু তখন আপনার মহলে।
মুই যাইম তখন কৈলাস ভুবনে ॥'

[১]পাঠান্তর : রাজা বলে শুন গুরু গুরুপা জলন্তরি।
কিছু ভিক্‌খা নিব আমি মাএর বরাবর।
তবু নি গুরু শিস্‌সে জাব আমি বৈদেশ সহর ॥

পথের মধ্যে হাড়ি সিদ্ধা বসিয়া থাকিল।
ভিক্ষা বলি মহারাজ জননীর মহল গেল ॥
পুত্রশোকে ময়না বুড়ী আছে তো বসিয়া। ১০৫
হেনকালে গেল রাজা ভিক্ষা বলিয়া ॥
'ভিক্ষা দেও, ভিক্ষা দেও, জননী লক্ষ্মী রাই।
তোমার হস্তের ভিক্ষা পাইলে বৈদেশে যাই ॥'

যেন কালে বুড়ী ময়না পুত্রক দেখিল।
ঊর্দ্ধ বাহু দেখি[1] ময়না কান্দিতে লাগিল ॥ ১১০
ময়না বলে,—'ওরে ছাইলা,—
তোমার গুরুর সইতে গেলেন যাদু বৈদেশ লাগিয়া।
তোর গুরুক ছাড়ি কেন একলা আসিলেন চলিয়া ॥'
রাজা বলে, 'শুন, মা, আমি বলি তোরে।
আমার গুরু বসিয়াছে পন্থের মাঝারে ॥ ১১৫
ভিক্ষা বলি পাঠৈয়া দিল আপনার মহলে ॥
ভিক্ষা দেও, ভিক্ষা দেও, জননী লক্ষ্মী রাই।
তোমার হস্তের ভিক্ষা পাইলে, মা, বৈদেশে যাই ॥'

ছাইলাক দেখিয়া ময়নার দয়া জনমিল।
পঞ্চ লোটা গঙ্গার জলে ছিনান করিল ॥[2] ১২০
এক ভাত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া।
সুবর্ণের থালত অন্ন দিল পারশ করিয়া ॥

[1]পাঠান্তর : 'কপালে মারিয়া চড়'।

পরবর্তী ছত্র : চান বদন চাইয়া নৈকৃথ চুম্বন খাইল।

[2]পাঠান্তর : একঘড়ি রহিও বেটা ধৈরন ধরিয়া
জাবত না আইসঁ ছিলান করিয়া।
পাচ নোটা কুয়ার জলে ছিনান করিয়া।
পাকশালার ঘর নইলে পরিষ্কার করিয়া ॥

চৌকিয়া পিড়া দিলে বসিবার লাগিয়া
সুবর্ণ ভৃঙ্গারে গঙ্গাজল দিল আগা করিয়া।[১]
ছাইলাক ডাকায় বুড়ী ময়না কান্দিয়া কাটিয়া ॥[২] ১২৫
'আইস, আইস, যাদুধন, দুখিনীর দুলালিয়া।
অন্ন খাইয়া যাও, যাদু, বৈদেশ লাগিয়া ॥'
যখন ধর্ম্মিরাজ অন্নের নাম শুনিল।
পঞ্চ লোটা গঙ্গার জলে ছিনান করিল ॥
ছিনান করি রাজা আহ্নিক করিল। ১৩০
আহ্নিক করিয়া রাজা অন্নের কাছে গেল ॥
সুবর্ণের থালে অন্ন দেখি কান্দিতে লাগিল ॥
'যখনে আছিলাম, মা, রাজ্যের ঈশ্বর।
সুবর্ণের থালে অন্ন, মা, খাইয়াছি বিস্তর ॥
এখন হৈলাম কপীনপিন্দা কড়াকের ভিখারী ॥ ১৩৫
সুবর্ণের থালে অন্ন খাইতে না পারি ॥'

সুবর্ণের থালের অন্ন কদুর থালে নিয়া।
সুবর্ণ ভৃঙ্গারের গঙ্গাজল করঙ্গ তুম্বায় নিয়া ॥
অন্ন খায় ধর্ম্মিরাজ পত্রে বসিয়া ॥
অন্ন খাবার তরে রাজা পত্রত বসিল। ১৪০
পন্থে থাকি হাড়ি সিদ্ধা ধিয়ানত দেখিল ॥
ধিয়ানে দেখিয়া হাড়ির মন বিদুর হৈল ॥

[১]পাঠান্তর : সোনালিয়া ঝাড়িত জল নইলে ভরিয়া।
ঐ জল দিলে আগা করিয়া ॥

[২]পাঠান্তর : এখান কলার পাতা আনিলে কাটিয়া।
সোবন্নের থালের অন্ন নইলে পাতায় পারশিয়া ॥
সোনালিয়া ঝাড়ির জল নইলে তুর্ম্মায় ঢালিয়া।
মৃত্তিঙ্গায় বলিল রাজা যোগ আসন ধরিয়া ॥

'প্রথম শিষ্য করিলাম আমি হরিনাম মন্ত্র দিয়া।
আমাক ছাড়ি অন্ন খায় জননীক মহল যাইয়া ॥
তেমনি হাড়ি সিদ্ধা এই নাওঁ পাড়াব। ১৪৫
শূন্যের গঙ্গাজল রাজার শূন্যে চালি দিব ॥'
মহামন্ত্র গিয়ান নিলে হৃদয়ে জপিয়া।
করঙ্ক তুম্বাক দিয়া গঙ্গার জল পালায়ত রুষিয়া ॥
গাভির নাকান জল রাজা ঘায় চুম্বুক দিয়া।[১] ১৫০
কপালে আছিল লক্ষ্মী রাজার পলাইল ছাড়িয়া ॥
বার বৎসর দুঃখ রাজার কপালে লিখিল।
রাহু কেতু শনি গর্ভে বাস হৈল ॥
বার বৎসর ভরি রাজার কেতুতে ঘিরি লইল ॥

অন্ন খাইয়া ধর্মিরাজ মুখে দিল গুয়া। ১৫৫
মায় পুতে কয় কথা পিঞ্জরের শুয়া ॥[২]
বার কাহন কড়ি নিলে হরিদ্রায় মাখেয়া।
ময়না বলে, 'হারে, যাদু, রাজ দুলালিয়া ॥
বার কাহন কড়ি দ্যাওঁ তোর ঝোলার ভিতর।
কড়ির কথা না বলিস্ তোর গুরুর বরাবর ॥'[৩] ১৬০
একথা বলিয়া ময়না কোন কাম করিল।
পুত্রের গলা ধরি ময়না কান্দিতে লাগিল ॥

[১]পাঠান্তর : অন্ন খাইয়া রাজা জলের দিগে চায়।
ভাঙ্গা তুর্ম্মা দিয়া জল উচ্ছিয়া পলায় ॥
মাটির জল রাজা চুম্বক দিয়া খাইল।

[২]পাঠান্তর : অন্ন জল খাইয়া মুখে দিলে পান।
মাএ পুত্রে কথা কহে ভর পুন্নিমার চান ॥

[৩]পাঠান্তর : সোনার বাটা নিলে মএনা ভিক্‌খা সাজাঁয়া।
বার কড়া কড়ি নিলে হরিদ্রা মাখাঁয়া।
বারটা মোহর নিলে সোনার বাটাএ করিয়া ॥

'সরুয়াতে সরু, বেটা, দুবেলাতে হীন।
তবনি পাওয়া যায় পরদেশের চিন॥
যাদুরে, পরভূম যাইও, বেটা, পরদেশত যাইও। ১৬৫
পরের নারীক দেখি, বেটা, হাস্য না করিও॥
আগে মা বলিয়া যাদু পাছত ভিক্ষা নিও।
তোর গুরুদেবের সঙ্গে বেটা দর্প না করিও॥
বৈরাগী বৈষ্টমক দেখি না করিও হেলা।
গড় হৈয়া প্রণাম জানাইস্ যার গলায় হরিনামের মালা॥[১] ১৭০
দম্ভ কথা না বলিস তোর গুরুর বরাবর।
ছাই ভস্ম করিয়া তোক পাঠাইবেক যমের ঘর॥
পরদেশে যাইও, যাদু, পরার পতিয়াস।
আগে খায় গিরি লোক পশ্চাৎ তলাস॥
পাখিগুলি দেখিয়া ডিমা না মারিও। ১৭৫
পরদেশে যাইয়া, যাদু, না পরিও ফুল।
হাতের হিঞালি দিয়া লইবে জাতি কুল॥'

কান্দি কাটি বুড়ী ময়না ছাইলাক বুঝাইল।
করদন্ত হৈয়া রাজা বিদায় ভালা চাইল॥
'বিদায় দেও, মা, বিদায় দেও, জননী লক্ষ্মী রাই। ১৮০
তোমার বিদায় পাইলে, মা, বৈদেশে যাই॥'
জননীর বিদায় নিলে রাজা কান্দিয়া কাটিয়া।
যাইছে এখন ধর্মিরাজ গুরুকে লাগিয়া॥
গুরুর নিকট যাইয়া রাজা উপনীত হইল।
'তুরু, তুরু' বলি সিদ্ধা গর্জিয়া উঠিল॥ ১৮৫

কান্দি কাটি ভিকৃথা দ্যাএছে পুত্রক নিগিয়া।
নিজা নিজা ভিকৃথা জাদু ঝোলাএ করিয়া॥
গুরু শিস্‌সে খাএন তুমি বৈদেশেতে জাএয়া॥

[১] পাঠান্তর: গড় হয়ে প্রণাম কর জাহার গলায় দরশনের মালা॥

হাড়ি সিদ্ধা কহিছে, 'তিল ভর আসিবেন, যাদু, ভিক্ষা ধরিয়া।
এত কেনে দেরি কল্লু ফেরুসাতে যাইয়া॥'
'গুরু, ভিক্ষা বুলি পাঠাইয়া দিলেন মা জননীর মহলক লাগিয়া।
জননীর অন্ন খাইয়া আসিনু ভিক্ষা ধরিয়া॥'
যেন কালে মহারাজ অন্ন কবুল করিল। ১৯০
একথা শুনিয়া সিদ্ধা বড় খুসি হৈল॥
বাম হস্ত ধরিয়া হাড়ি পন্থ মেলা দিল।

পত্নীর ভিক্ষা দান

এক ক্রোশ দুই ক্রোশ তিন ক্রোশ গেল॥
রাজার তরে কথা সিদ্ধা বলিতে লাগিল॥
'বাইরে বাইরে নিগাওঁ তোমা বৈদেশ লাগিয়া। ১৯৫
কিছু ভিক্ষা আনলু যাদু ফেরুসাতে যাইয়া॥
আর কিছু আনেক ভিক্ষা তোর রাণীর মহল যাইয়া।[১]
গুরু শিষ্যে খাবু বেটা বৈদেশত যাইয়া॥'

[১]পাঠান্তর : হাড়ি-বলে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া
নড়িতে চড়িতে করুলু মুড়িয়া দুপ্রহর।
কত্থন চলিয়া জাইব ডাড়াইপুর সহর॥
রাজা কহে শুন গুরু গুরুপা জলন্তরি।
জাইতেছি আমরা গুরুধন পরদেশক নাগিয়া।
জাবার কালে রানি গুলাক মুই আইসোঁ দেখিয়া
হাড়ি বলে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া।
রানির কথা বলিস তোর গুরুর বরাবর॥
থাকিল এখানা দুক্থ মোর পাঞ্জারের ভিতর।
ইহার শাস্তি হৈবে তোর জঙ্গলের ভিতর॥
জাও জাও সোনার চান দুক্খিনির দুলালিয়া।
জখন ধম্মি রাজা একথা শুনিল।
সুন্দরির মহল নাগি গমন করিল॥

গুরুর বাক্য মহারাজ বৃথা না করিল।
ভিক্ষা বলি ধর্ম্মিরাজ রাণীর মহল গেল ॥ ২০০
সোয়ামীর শোকে অতুনা পতুনা রাণী আছে বসিয়া।
হেনকালে গেল রাজা দ্বারতে লাগিয়া ॥
'ভিক্ষা, ভিক্ষা' বলি রাজা চেঁচাইতে লাগিল।
ধর্মিরাজের বাক্য রাণী অন্দরে শুনিল ॥
যেন কালে অতুনা রাণী রাজাকে দেখিল। ২০৫
কান্দি কাটি কথা দোনো বইনে বলিতে লাগিল ॥[১]
'দিদি, ওদিক কেন প্রাণপতি না গেল চলিয়া।
নিবা আগুন জ্বলের আসিল মোর মহল লাগিয়া ॥
হীরা রতন মোহর মাণিক আছে কৌটা ভরিয়া।
তাক ছাড়ি যায় প্রাণপতি উদাসিনী হৈয়া ॥
কি ভিক্ষা আছে, দিদি, কি ভিক্ষা দিব।
দুই বইনে দুকনা রেজি নেই হস্তে করিয়া।
রাজার চরণে মরি, দিদি, গলায় ছুরি দিয়া ॥'
দুই বইনে দুকনা রেজি নিলে হস্তে করিয়া।
কান্দি কাটি যাইয়া রাজার চরণে পড়িলা ॥ ২১৫

---

[১]পাঠান্তর: রতুনা বলে বইন মোর পতুনা নাইওর দিদি।
নিশ্চয় হারালাম আমি সোআমি নিজপতি।
কি আছে প্রানে দিদি মহলের ভিতর।
হর হ্যাখেক ধম্মি রাজা ছাড়ে বাড়ি ঘর ॥
মহারাজা জাইছে আমার সন্ন্যাসক নাগিয়া।
আমরা দুই বহিন রহিব কার মুকৃখ চাহিয়া ॥
এজি ছুরি নেই দিদি হস্তে করিয়া।
স্ত্রীবদ্দ দেই আমরা রাজার চরনে পড়িয়া ॥
হস্তে এজি লইয়া রানি আইল চলিয়া।
স্ত্রীবদ্দ দিলে রাজার চরনে পড়িয়া ॥
হস্তে এজি নিয়া রানি গ্যাল মিত্যু হৈয়া।
গুরু গুরু বলি কান্দে রাজ দুলালিয়া ॥

কান্দে অদুনা রাণী ধরিয়া রাজার পাও।
'এহেন বয়সের বেলা ছাড়িয়া না যাও॥
ছাড়িয়া না যাইও, রাজা, দূর দেশান্তর।
কার জন্যে বান্ধিলেন শয়ন-মন্দির ঘর॥
শয়ন মন্দির ঘর বান্ধিছ নাই পড়ে কালি। ২২০
এমত বয়সে ছাড়ি যাও বৃথায় গাভুরালি॥
বৃথা গাভুরালি রাজার মাটিতে পড়ে পিত।
খাবার গ্রাসত সোয়াদ নাই চক্ষে নাই সে নিদ॥
নিন্দের স্বপনে রাজা হব চৈতন।
পালঙ্কে হস্ত ফেলায়া দেখিব নাই প্রাণধন। ২২৫
খালি পালঙ্ক দেখি, প্রভু, মুঞি জুড়িম কান্দন॥
আমাকেও সঙ্গে নিয়া যাও, পরাণের রঘুনাথ।
আমি নারী সঙ্গে গেলে রান্ধিয়া দিব ভাত॥
ভোকের কালে অন্ন দিব তিয়াস কালে পানি।
হাসিয়া খেলিয়া প্রভু পোহাব রজনী॥ ২৩০
জারের কালে ওড়ন দিব গিরিস কালে বাও।
সন্ধ্যা কালে দুই বইনে ঠাসিব হস্ত পাও॥
পাওখানি ডাবিব রাজা হাতখানি ডাবিব।
রঙ্গ কৌতুকের ডালায় খিলি জোগাব॥'
রাজা বলে, 'শুন, রাণী, জবাবে বুঝাই। ২৩৫
একলাই বৈরাগী হলে যাহা তাহা রব।
তুমি নারী সঙ্গে গেলে বড়ই লজ্জা পাব॥
তোমার রূপ আমার রূপ দুইজনকে দেখিয়া।
দশ গিরস্তে বলবে সব বৈরাগী নারীচোরা।
নারীচোরা বলিয়া গিরস্তে না দেয় ঠাঞি। ২৪০
ভাল গিরির ছেইলা হৈলে বাসা দান দিবে।
গোঁয়ার গিরস্ত হৈলে আমাক জবাবে খেদাবে॥
ছোট বড় গিরির বেটা বুদ্ধি আলচিরা।
দশ গিরস্তে বলবে এটা বৈরাগী নারীচোরা॥

নারীচোরা অতিথ হলে গিরস্তে না দেয় ঠাঞি। ২৪৫
তোর আমার বড়ুয়ার বেটি কবার দোসর নাই ॥'
রাজা বলে, 'ওগো, নাগরি, ধর্ম্মপথে যাইতে আমাক না করিও বাধা।
অবশ্য বৈষ্টম ধর্ম লেইখাছে বিধাতা ॥
আগে মরণ পাছে মরণ মরণ একবার।
একবারে শোধিতে নারে গোদা যমের ধার ॥ ২৫০
না জানি চণ্ডালিয়া যমের কতেক মাল ধারি।
রাজা হৈয়া যমের দায় শুধিতে না পারি ॥
রাজা হৈয়া না করে রাজ্যের বিচার।
পুত্র হৈয়া না করে যায় পিতার উদ্ধার ॥
নারী হৈয়া না করিবে যায় স্বামীর ভকতি। ২৫৫
শিষ্য হৈয়া না ধরে গুরুর আরতি ॥
এই কয় জন মইলে, রাণী, যাবে অধোগতি ॥'
রাণী বলে, 'শোন, প্রভু, আমি বলি তোরে।
তুমি যেমন আমি তেমন সব লোকে জানে।
গলার পৈতা যেমন না ছাড়ে ব্রাহ্মণে ॥ ২৬০
তোকে মোকে শোভা করি খোপের কৈতর।
খোপ খালি করি যায়েক বৈদেশ সহর ॥
গিরির ঘরের খোপের কৈতর তাওঁরা বোঝে মন।
ঠোটে নালি বাটে বাকে সদাক্ষণ ॥
পাও আছে হস্ত নাই ঠোঁটে উকুন মারে। ২৬৫
মুখে বচন না পারে আর সদা বাকম্ বলে।
ও যে দুইটা জীব সয়ালতে ঘোরে ॥
সয়ালতে ঘোরে পঙ্খি চিলাও চিলানি।
সেও ভাগ্য নাই করি রাণী অভাগিনী ॥
বনের পশু চাইতে রাজা বড়ই নিদারুণ। ২৭০
এমত বয়সে ছাড়ি যাও চিতে দিয়া ঘুন ॥'

এখন রাজা বল্‌তেছে—
'ওগো, রাণি! তুমি কি নিতান্ত করিয়া আমার সঙ্গে যাইবা।'

'আমার সঙ্গে যাবু, রাণি, পন্থের শোন্ কাহিনী।
খিদা লাগলে অন্ন পাবু না তিয়াস কালে পানি॥ ২৭৫
শালবন শিমুলবন চলিতে মান্দার।
যে দিক্ হাঁটে হাড়ি গুরু দিনতে আন্ধার॥
সেই পথে কত আছে দুর্জন বাঘের ভয়।
স্ত্রী আর পুরুষে কখন পন্থ নাহি বয়॥
স্ত্রী আর পুরুষে যদি পন্থ বইয়া যায়। ২৮০
হেন বা দুষ্টের বাঘ আছে নারী ধরি খায়॥
খাইবে না খাইবে বাঘ ফেলাবে মারিয়া।
বৃথা কাজে কেন মরবু আমার সঙ্গে যাইয়া॥'
রাণী কয়ছে, 'শুন, রাজা, রসিক নাগর।
কাঁয় কয় এ গুলা কথা কে আর পইতায়। ২৮৫
পুরুষের সঙ্গে গেলে কি তিরিক বাঘে খায়॥
এমন দুষ্ট বনের বাঘ তিরি পুরুষ বাছিয়া খায়॥
যেখানেতে বনের বাঘ খাইবে ধরিয়া।
নিশ্চয় করি প্রাণের পতি মোক পালাইস ছাড়িয়া॥'[১]
রাণী বল্তেছে, 'ওগো, প্রাণপতি— ২৯০
খাক না কেনে বনের বাঘে তাক না করি ডর।
নিষ্কলঙ্কে মরণ হউক সোয়ামীর পদতল।
সোয়ামীর পদে মরণ হৈলে মরবার সফল॥
সোয়ামীর পদে মরণ হউক কলঙ্ যেন্ না ওঠে।
কলঙ্ খানের বাদে আমার প্রাণ খানেক কাঁপে॥' ২৯৫
রাজা বলে, 'ঠেকিলাম, ঠেকিলাম মায়া জালে।
কি আমার প্রমাদ ঘটিল নারীলোকের সঙ্গে॥

[১]পাঠান্তর: রানি কইছে পাগলা মরা বুদ্ধ নাই তোর।
জার ঘরে বেটি ভাতিজি তুরত ব্যাচাইয়া খায়।
জে ছেইলার মাও নাই তার বাপে আনবার জায়॥
নাইওরি বলিয়া কি তার বেটিক বাঘে খায়॥

আমার সঙ্গে যাবু, রাণী, মুড়াও যাইয়া মাথা।
আমি নিছি ডোর কপ্‌নি তোক নিতে হবে কঁ্যাথা ॥[১]
সেই যে মোর গুরুর কঁ্যাথা আগল দীঘল। ৩০০
ক্ষার পানী নাহি পড়ে ন কুড়ি বচ্ছর ॥[২]
সাত দরিয়ার জল হৈলে গুরুর কঁ্যাথা ভিজায়।
চৈত্র বৈশাখের রৌদে ঐ কঁ্যাথা শুকায় ॥
ছয় মাস পন্থ, রাণী, সরার গন্ধ পায় ॥
ইন্দুর সলেয়ার বাসা আর মাকড়শার জালি ॥ ৩০৫
ওরসের লেখা নাই উকুন ডালি ডালি ॥[৩]
কোন বা গাঁওয়ার লোক গুরুর কঁ্যাথা ওড়ে।
এক দিন ছিলাম আমি গুরুর কঁ্যাথার তলে।
চৌপর রাইতে নিদ না হয় সলেয়ার কামড়ে ॥
হাড়ি গুরুর কঁ্যাথা দেখি নরলোকের মুখে না আইসে রাও। ৩১০
এক এক উকুন বেড়ায় ওন্দা বিলাইর ছাও ॥
শোনেক, অতুনা রাণী, কঁ্যাথার অবতার।
পাগলা হস্তী নাই পারে কঁ্যাথাক নড়াবার ॥
ভাল নারী দুই জন যাবেন মোর লগের দোসর।
সরা কঁ্যাথাখান তুলি দিম তোমার ঘাড়ের উপর ৩১৫
রাণী বলে, 'শোন, প্রভু, আমি বলি তোরে।
হয় না কেনে সরার কঁ্যাথা ফুল চন্দনের বাস।
ঘরের সোয়ামী সন্ন্যাস হৈয়া যায় নারীর কিবা আশ ॥

[১]পাঠান্তর : আমার সঙ্গে জাবার চাও শুন দুস্কের কথা।
ফ্যালাও রানি পাটের সাড়ি গলাএ বান্ধ কঁ্যাথা ॥

[২]পাঠান্তয : 'নকুড়ি বছর' স্থলে 'এ বার বৎসর ॥'

[৩]পাঠান্তর : সাপের কুরুস আছে কঁ্যাথাএ আর মাকোরার জালি।
এন্দুর সালেয়ার ভাসা ওরোস ডালি ডালি ॥
ওরোস ডালি ডালি কঁ্যাথাএ উকুনের ল্যাখা নাই ॥

[৪]পাঠান্তর : হয় নানে সরা কঁ্যাথা অগুরু চন্দন।
দুই বোনে করিব কঁ্যাথাক জাড়ের ওড়ন ॥

বড় বড় বাংলাগুলা দেখতে লাগে ত্রাস।
সরা কঁ্যাথা বৃক্ষের তলে নিন্দের হাবিলাস ॥ ৩২০
এত যদি গুরুর কঁ্যাথা বড় ভয় কবে।
ব্রহ্মায় পুড়িয়া কঁ্যাথা গঙ্গায় ভাসাইয়া দিব।[১]
তুই বইনের শাড়ি চিরি কঁ্যাথা বানাইয়া নিব ॥
সোনার গুনায় রুপার গুনায় করিব সিয়ানি।
হাজার টাকা দিব আনি দর্জির ঘরের বানি ॥ ৩২৫
চারি পাকে চাইর মাণিক[২] মুঞিঁ দ্যাওঁ লাগাইয়া।
আন্ধার রাতি গলার কঁ্যাথা ওঠে যেন জ্বলিয়া ॥
হাট যাব পন্থ[৩] যাব হবে আন্ধার রাতি।
কোন কাঙ্গালের মহলে পাব তৈল ঘিয়ের বাতি ॥
ঐযে অভাগীর[৪] কঁ্যাথা মুখের আগত থুইয়া। ৩৩০
তিন জনায় অন্ন খাব ঐ আলোত বসিয়া ॥'
রাজা বলে, 'শোনেক, রাণী, হরিশ্চন্দ্র রাজার বেটি।
সোনার কঁ্যাথা ধরি যাবার চাইস্ গৃহী লোকের বাড়ি ॥
ভাল গিরস্ত হৈলে বাসাত জ্যান দিবে।
আর কন্দুয়া গিরস্ত হৈলে জোয়াবে খেদাবে ॥ ৩৩৫
ঐরূপে মানে যাব শুঁড়ির ভাটিঘরা।
শুঁড়ির ভাটিঘরাত মাতোয়াল ঘিরিয়া লবে।
মদ ভাং খাইয়া, রাণী, তোর প্রাণ বধিবে শেষে ॥
ঐঠে হৈতে যাব কুমারের পওঁনঘরা।
পওঁনঘরাতে রব পড়িয়া। ৩৪০
ভাল্ ভাল্ গিরস্ত, রাণী, বুদ্ধি আলোকচিয়া।

অধিক সরা হ'লে ফকিরক বিলাব।
তাহার অধিক সরা হ'লে আনলে পুড়িব ॥

[১]পাঠান্তর : আনলে পুড়িয়া কঁ্যাথা জলে ভাসাইয়া দিব।
[২]একটী পাঠে 'মানিক' শব্দে পূর্ব্বে 'মোহর' পাওয়া যায়।
[৩]পাঠান্তর 'পন্থ' স্থলে 'বাজার পাওয়া যায়।
[৪]পাঠান্তর 'অভাগির' স্থলে 'মানিকের'।

খাট খাট লাঠি নিবে বগলে ডাবিয়া।
আমাকে মারিবে ডাকু মুড়িয়া ডাঙ্গ দিয়া ॥
আমাকে মারিয়া ডাকু তোমাগ নিগাইবে ছিনাইয়া।
বৃথা কাজে কেন মরবু আমার সঙ্গে যাইয়া ॥' ৩৪৫

রাণী বলে, 'ওগো, মহারাজ,—
যখন ডাকু মারিবে তোমাক মুড়িয়া ডাঙ্গ দিয়া।
দুই বইনে দুকনা রেজি নিমো হস্তে করিয়া ॥
তোমার চরণে মরিমো গলায় ছুরি দিয়া ॥'
রাজা বলে, 'ওগো, রাণী,— ৩৫০
আগে যদি আমার প্রাণ ডাকু ফেলাইল মারিয়া।
পশ্চাৎ তুমি কি করিবে নারীবধ দিয়া ॥'
রাণী বলে, 'শোন, রাজা, ধর্ম অবতার।
এত যদি জানেন, প্রভু, জরু প্রাণের বৈরী।
তবে কেনে বিয়াও কল্লেন এক শত রাণী ॥ ৩৫৫
এক শত রাণীকে প্রভু গলায় বান্ধিয়া।
এলায় নিয়া যাবেন তুমি সন্ন্যাস লাগিয়া ॥
বার বছর যায়েন, গোসাঞি, উদাসীন হৈয়া।
রাজ্যপাট সিংহাসন কে নিবে পালিয়া ॥
যখন ছিলাম আমরা আঁচলে শিশুমতি। ৩৬০
তখন কেনে, ধর্মিরাজা, না হৈলেন সন্ন্যাসী ॥
এখন হৈলাম আসিয়া আমি তোমার যোগ্যমান।
মোক ছাড়িয়া হবু বৈরাগ মুঞি তেজিম পরাণ ॥
কাকে দিবেন রাজ্যভার কাকেও দিবেন বাড়ি।
কাকে সঁপিয়া যায়েন তোমার দালান কোঠা বাড়ি ॥ ৩৬৫
কে হবে তোর পাটের রাজা, কে হবে কাজি।
কোন মরদে সাধিয়া লবে তোর বিলাতের কড়ি ॥
বাইশ খামারের লোক কার দেওয়ান যাবে।[১]

---

[১]পাঠান্তর : চতুরাএ বসিয়া রাজা কে দেওয়ান করিবে।
ত্যাড় বুড়ি খাজনা কে সাদিয়া নেবে ॥

এক শত রাণীগুলা কার মুখ চাবে।
তোমার ভাই যে গোলাম খেতুয়া কার পান জোগাবে ॥' ৩৭০
রাজা বলে, 'শোনেক রাণী, আমি বলি তোরে।
গোলাম না কইস, গোলাম না কইস, হয় মোর ছোট ভাই।[১]
একে দুধে পালন কৈচ্ছে ময়নামতী মাই ॥
আমি দশ মাসে, রাণী, খেতুয়া দশ মাসে।
কাকো আটে কাকো না আটে নছিবের দোষে ॥ ৩৭৫
নছিবেতে ফলে ধন শুকানে ডিঙ্গা চলে।
নছিব বিরোধ হৈলে নানা রোগে ধরে ॥
সাত বরণের গাভী ছ্যাক এক বরণের দুধ।
আমি হছি রাজার ছেইলা ভাই কেনে অছুৎ ॥
এক থোবের বাঁশ, রাণী, নছিবেতে লেখা। ৩৮০
কেও হয় ফুলের সাজি কেহ হাড়ির ঝাঁটা ॥
একেত ফুলের সাজি হাতে মাতে রয়।
ছাড়ঙা হাড়ির ঝাঁটা হাট খোলা সামটায় ॥
খেতুক দিম রাজ্যভার, খেতুক দিম বাড়ি।
ভাই খেতুক সঁপিয়া যাইম তোমা হেন সুন্দরী ॥'[২] ৩৮৫
রাণী কয়েছে, 'শুন, রাজা, বিলাতের নাগর।
আন্ধার করিয়া যাও সুন্দরীর মহল ॥
যে দিন হৈতে গোলাম ছোড়া দলিচায় দিবে পাও।
বিষ খাব রূপের নারী গলায় দিব দাও ॥

[১]পাঠান্তর : রাজা কএছে শুন রানি জবাবে বুঝাই।
আমার মনে রাজ্য ভার খেতুকে সপিয়া।
একা প্রানে রাজার ছেইলা জাইম সন্ন্যাস হইয়া ॥

[২]পাঠান্তর : কি করিব রাজ্য পাট দালান কোটার বাড়ি।
ভাই খেতুআক সপিয়া জাইছি তোগ হ্যান সুন্দরি

তোমার বাদে ছাড়িলাম দয়ার বাপ মাও। ৩৯০
বাপ মরে ভাই মরে তাও না গ্যাওঁ মনে।
তুই সোয়ামী ছাড়িয়া গেলে পাসরিব কেমনে॥'
রাজা বলে, 'শোন, নারী, অদুনা সুন্দরী।
কত রঙ্গে কর মায়া সহিতে না পারি॥
খেতু হবে পাটরাজা তোমরা মহাদেই। ৩৯৫
এমন করি দোহাই ফিরাও রাজা পাটে নাই॥
দুধের হাবিলাস জলেতে রাখিও।
আমার নাম বলি ভাই খেতুক ডাকাইও॥
তিন দিন রঙ্গ তামাসা হৈলে আমাক পাসরিবু॥'
রাণী কয়েছে, 'শোন, রাজা, বিলাতের নাগর। ৪০০
অন্য গাছের ছাল যেন অন্য গাছে লাগে।
পরের ছাওয়া নাকি পরেকে বাবা বোলে॥
হস্ত পদ বান্ধিয়া মোরে ডুবাও সাগরে।
তবুও সঁপিয়া না যাও গোলাম খেতুর ঘরে॥
এমনি যদি তোমার রাণী যায় তো মরিয়া। ৪০৫
তবু গোলামের ভাত খাব না পাটতে বসিয়া॥
নদীর পাড়ে ঘর বান্ধি দেও সুমরণে মরি।
তবুত গোলামের ভাত কবুল না করি॥
হামরা খাইনু ভাত রে গোলাম ফ্যালায় পাত।
ঐ গোলামক জরু দিলে দেশের হৈবে নাশ॥ ৪১০
হামরা খাইনু মাছ যে গোলাম খাইল কাঁটা।
ঐ গোলামক জরু দিলে দেশের হৈবে খোঁটা॥
বার বছর যায়েন সোয়ামী উদাসীন হৈয়া।
তোমার কোলার একটা ছাইলা দেও আমার কোলায় দিয়া।
যাইগ কেনে ধর্মিরাজ সন্ন্যাস লাগিয়া॥[১] ৪১৫

[১]পাঠান্তর: জাবু জ্যামন ধম্মি রাজা বৈদেশক নাগিয়া।
অদুনার কোলে একটি ছেইলা পদুনার কোলে দিয়া
অবশ্যাসে ধম্মি রাজা জাও সন্ন্যাস হৈয়া॥

লালিব পালিব ছাইলাক কোলে তুলি নিব।
পুত্র ধনক দেখি সোয়ামী তোমাক পাসরিব ॥
একটি পুত্র দে মোক, সোয়ামী, একটা পুত্র দে।
কামাই খাবার আশা নাই মোক মাটি দিবে কে ॥
পুত্র হেন ধন, প্রভু, বেচাইলে হবে কড়ি। ৪২০
মরণ কালে হৈবে আমার শিওরের প্রহরী ॥
তোমার মাথার দণ্ড ছত্র ছাইলার মাথায় দিয়া।
দুই বইনে দেখিমো তামাসা দুই নয়ন ভরিয়া ॥
তোমার চড়িবার ঘোড়া ছাইলাক চড়াইয়া।
দুই বইনে দেখিব তামাসা ময়দানে খাড়া হৈয়া ॥ ৪২৫
তোমার হাতের শ্রী আঙ্গুট ছাইলার আঙ্গুলে দিয়া।
তোমার থাকিবার পালঙ্কে ছাইলাক থুইয়া।
নয়া রাজার মাও হৈয়া রাজ্য খাব বসিয়া ॥'

যেন কালে ধর্মিরাজ ছাইলার নাম শুনিল।
কপালে মারিয়া চড় কান্দিতে লাগিল ॥ ৪৩০
'কি কথা শুনালে, রাণী, আবার বল শুনি।
নিভায়া কাষ্ঠতে যেন জ্বালাইল অগিনি ॥
ছাইলার কথা কলু, রাণী, আমার কথা শুন্।
এগুলা কথা তুলিলে পাঞ্জারে বিন্ধায় ঘুন ॥
চিনি চম্বা কলা নয় জলে গুলিয়া খাব। ৪৩৫
হাটতে না বেড়ায় ছাইলা কিনি আনিয়া দিব ॥
মালীর ঘরের পুতুলা নয় কিনিয়া আনি দিব।
মাটির পুতুলা নয় গড়ায়ে কোলে দিব ॥[১]

[১]পাঠান্তর : ছেইলার কথা কলু রানি কাছে আইসা বইস।
তোর ছেইলার কওঁ কথা ব্যাজার জ্যান না হইস
বট পাকুরের ফল নয় যে ছিড়িয়া হস্তে দিব।
মালির ঘরের গড়ন নয় জে বায়না পাঠাব ॥

তোর কপালে নাই ছাইলা রাজায় কোথায় পাব ॥
ইয়াতে যদি অতুনা রাণী হাউস আছে তোক। ৪৪০
নয়া গুরুর মন্ত্র ন্যাওঁ হৃদয়ে জপিয়া।
আড়াই মাসি সন্তান হওঁ তোর কোলায় বসিয়া ॥
হাট যাবু বাজার যাবু আমায় নিগাইস কোলে।
কেও জিজ্ঞাসা কল্লে কইয়া দেইস ছাইলা হয় আমারে ॥'
যখনে ধর্মিরাজ রাণীকে মাও দাও দিল। ৪৪৫
কান্দিকাটি রাণী কথা বলিতে লাগিল ॥[১]
'কি অপরাধ পাইলেন, সোয়ামী, পানের উপর।
পাঁচশ জুতা গণি মার মস্তকের উপর ॥
আমি কইলাম পুতের কথা তুমি মাগ দুধ।
বিয়াস্তা সোয়ামী হয়েন কেমনে বল্‌ব পুত ॥ ৪৫০
কেনে বান্দিঘরক দেখিলেন এ মায়ের সমান।
জুয়ায় না পরাণের পতি মাও বলিবার ॥'

[১]পাঠান্তর: ফ্যালায় নারি হিন্দের কাপড় রাজায় স্তন খাই।
তোমার বেটা গুপিনাথ বৈরাগ হৈয়া জাই ॥
জখন রানিরঘর সম্বাদ শুনিল।
কপালে মারিয়া চড় কান্দন জুড়িল ॥
জেও জম্ম দিছে রাজার সেও বরাবর।
তোর মা মএনামতি গাড়িয়া শুঅর ॥
তারি পেটে জম্ম হছিস ছোকড়া ছাগল।
ঘরের স্ত্রীলোক তোর পাএর পয়জার।
জুআয় না রে বোকা তোক নাও বলিবার ॥
রতুনা বলে বইন মোর পতুনা নাইওর দিদি।
বেসাব বেসাব বলি ভরা হাট নাগিল।
জার সঙ্গে বেসাব হাট সেও ছাড়ি গ্যাল ॥
কোন বেটা পণ্ডিত বলে নারিব জম্ম ভাল।
নারিকুলে জম্ম হৈয়া আমার পোড়াইলে কপাল

একথা বলিয়া রাণী কোন কর্ম করিল।
গলায় রেজি দিয়া রাণী চরণে মরি গেল ॥
রাজার চরণে রাণী গেলত মরিয়া। ৪৫৫
কান্দে এখন ধর্মী রাজা উর্ধ্ববাহু হৈয়া ॥[১]
'ভিক্ষা বলি পাঠে দিলেন রাণীর মহলক লাগিয়া।
সেই যে অদুনা রাণী চরণে গেলত মরিয়া ॥
তেউনিয়া ধর্মী রাজ এই নাওঁ পাড়াব।
কেমন গুরুর মন্ত্রের জোর মহলে জানিব ॥ ৪৬০
যে রাণীর জন্য যাই আমি পরদেশ সহর।
সেই রাণী মৃত্যু হৈল আমার চরণের উপর ॥
যদি কালে রাণী জিতায় হাড়ি লঙ্কেশ্বর।
হাসিয়া জবাব দিবে, আমি ছাড়ি বাড়িঘর ॥[২]
যদিবা রাণী নাহি জীয়ায় হাড়ি লঙ্কেশ্বর। ৪৬৫
আগারে গাড়িব হাড়িক ঘোড়ার পৈঘর ॥
উহার মস্তক গাড়িব মিঠা নারিকেল ॥
আমার মাও ময়নাক অরণ্য বাস দিয়া ॥

নারিকুল বিষ্ণুকুল আমি হেলায় হারালাম।
এক নিশি সামির সঙ্গে সুখে না রহিলাম ॥
সুখ গ্যাল প্রিয়ার সাতে দুক্‌খ রইল সাতি।
দুইটি আঙ্খি নিদ্রা গ্যাল চন্দ্র মুখের হাসি ॥
রাজা বলে শুন রানি জবাবে বুঝাই।
ছাড়ি দ্যাওঁ রাজ্যের মায়া বৈদেশে জাই ॥

[১]পাঠান্তর : গুরু গুরু বলি কান্দে রাজ দুলালিয়া।

[২]পাঠান্তর এই রানিক জদি জিব দান দ্যায় গুরু ভারতি আসিয়া।
তবে রানির হস্তের ভিক্‌খা নিয়া জাব সন্ন্যাস নাগিয়া ॥
গুরু গুরু বলিয়া রাজা কান্দিতে লাগিল।
পথত থাকি হাড়ি সিদ্ধা ধিয়ানে দেখিল ॥

স্থকৃথে রাজাই করিব আমি পাটত বসিয়া ॥'

যখন ধর্মিরাজ দম্ভ কথা বলিল। ৪৭০
ধিয়ানে ছিল হাড়ি চম্‌কিয়া উঠিল ॥
হাড়ি বলে, 'হারে, বিধি, মোর করমের ফল।
দম্ভ কথা বলে বেটা আপনার মহল ॥
এক পায়ে দু পায়ে হাড়ি গমন করিল।
সুন্দরীর মহলে যাইয়া দরশন দিল ॥ ৪৭৫
যখন ধর্মী রাজা গুরুদেবকে দেখিল।
'গুরু, গুরু' বলি কান্দন জুড়িল ॥
রাজা কহেছে, 'শুন, গুরু, বলি নিবেদন।
যেই যেটে গুরু মুড়িয়া যাওঁছো মাথা।
ফিরি ফিরি দেখি আমার তেতুলের তলে বাসা ॥ ৪৮০
গুরু যার জন্যে যাওঁ মুঞি উদাসিনী হৈয়া।
সেই রাণী মরি গেল মোক চরণে পড়িয়া ॥
যদি কালে রাণীক জীয়াও আমার বরাবর।
হাসিয়া জবাব দিম, ছাড়িম বাড়িঘর ॥'
হাড়ি বলে, 'হারে, বেটা, রাজ দুলালিয়া ॥ ৪৮৫
এক ঝাড়ি জল আনো বিরসে ভরিয়া ॥
রাণীক জীব দান দ্যাওছোঁ বেটা এইখানে বসিয়া।'
হস্তেতে ঝাড়ি লৈয়া রাজা গেল চলিয়া ॥
হাড়ি বলে, 'হারে, বিধি, মোর করমের ফল।
তবুনিয়া হাড়ি সিদ্ধা এ নাম পাড়াব। ৪৯০
অদুনা পদুনা কন্যার মুর্তি বদলাইব ॥
অদুনার মুণ্ড কাটি পদুনার ধড়ে দিয়া।
পদুনার মুণ্ড কাটি অদুনার ঘাড়ে দিয়া।
রসের পাচেরা দিয়া রাখিলে ঢাকিয়া ॥

ধিয়ানেতে হাড়ি সিদ্ধা মৃত্যুর লাগ্য পাইল।
রাজার নিকট হাড়ি সিদ্ধা দ্বারে খাড়া হৈল ॥
গুরুর তরে কথা রাজা বলিতে লাগিল ॥

'হুহু' বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল। ৪৯৫
শরীরে রক্ত আসি শরীরে মিশাইল ॥
রহোবন করিয়া রাণীর হাড় জোড়াইল ॥
এক ঝাড়ি জল রাজা আইল ধরিয়া।
'হুহু' বলি হাড়ি জল পড়া দিল।
গা মোড়া দিয়া রাণী উঠিয়া বসিল ॥[1] ৫০০
'ভাল গিয়ান আছে গুরুর শরীরের ভিতর।
নিশ্চয় করি ধর্মী রাজা ছাড়িম বাড়ি ঘর ॥
এই সব গিয়ান যদি আমরা দুই বইনে পাই।
বালাই ত্যাওঁ তোর রাজ্যের আমরাও বোষ্টমী হই যাই ॥'
ছোট রাণী আছে রাজার বুদ্ধির নাগর ॥ ৫০৫
তিনি উত্তর জানায়েছে গুরুর বরাবর ॥
'মহারাজা যায় আমার বৈদেশক লাগিয়া।
কেমন করি রহিব হামরা মহল আগুরিয়া ॥'
হাড়ি বলে, 'শুন, মা, কার পানে চাও।
রামজালে ব্রহ্মজালে বাড়িটা ঘেরাও। ৫১০

---

[1]পাঠান্তর : ত্যাও ত্যাও গুরু বাপ রানি মোক দিয়া।
তেমনিয়া জাব আমি সন্ন্যাস নাগিয়া ॥
জ্যান কালে ধম্মিরাজা একথা বলিল।
ধিয়ানের হাড়ি সিদ্দা ধিয়ান করিল ॥
রানির হাতের এজি নিল হস্তে করিয়া।
রদুনা পদুনার মুণ্ড ফ্যালাইলে ছাটিয়া ॥
ইয়ার মুণ্ড উআর ধড়ে বদল করিয়া।
খিলনি পাচরা দিয়া রাখিল ঢাকিয়া ॥
মহামন্ত্র গিয়ান নিল সিদ্দা হাড়ি রিদএে জপিয়া ॥
বাম হস্ত দিয়া সিদ্দা ধুলা পড়া দিল।
বাম ঠ্যাংও দিয়া সিদ্দা দুই গোত্তা দিল।
রদুনা পদুনা রানি উঠিয়া বসিল ॥
সোআমির হস্ত নিগিয়া গুরুর হস্তত দিল ॥

বার জায়গায় চৌকি দিবেন তের জায়গায় থানা।
অতিথ বোষ্টম আসিতে এই বাড়িত মানা॥
যাহা দেখিবেন নারী দুইটি দরশনধারী।
কাটিয়া ফেলাইবেন অতিথ পুরুষ প্রাণের বৈরী॥
স্ত্রী রাজা স্ত্রী বাদসা স্ত্রী লঙ্কেশ্বর। ৫১৫
স্ত্রী বই পুরুষ না রাখিবেন পাটের উপর॥'
হাড়ি বলে, 'শুন, মা জননী, লক্ষ্মী রাই।
সত্যের পাশা দেই হস্তে তুলিয়া।
বার বৎসর খেলেন পাশা তোমার সোয়ামীর নাম লইয়া॥
এ কড়ায় তৈল দিয়া জোড় রত্ন বাতি। ৫২০
এই প্রদীপ জ্বলিবে তোমার কিবা দিবারাতি॥
দুগ্ধ চাউল থোও তোমার চালে টাঙ্গেয়া।
জোড় জোড় দাম্বা থোও দরজায় টাঙ্গেয়া।
সারি শুয়া পঙ্খি থোও দরজায় টাঙ্গেয়া॥
পসার টলিবে যে দিন পসার হবে চুরি। ৫২৫
নিশ্চয় জান তোমার সোয়ামী যাইবে যমপুরী॥
যে দিন তোমার প্রাণপতি আসিবেক ফিরিয়া।
বিনি আনলে অন্ন পড়িবেক উথলিয়া॥
দরজায় জোড় দাম্বা উঠিবে বাদ্য হইয়া।
নিশ্চয় জানিবা তোমার সোয়ামী আসিবে ফিরিয়া ৫৩০

'নেও, নেও, গুরুধন, তোমার হৈল শিস।
বার বৎসর হৈলে আমাক আনি দেইস॥'
দুই আঙ্গুলে রাজার কান্ধে তুলি দিলে ভার।
এ বায় বাতাসে রাজা লাগিল হালিবার॥
যখন ধর্মিরাজ চতুরার বাহির হৈল। ৫৩৫
দক্ষিণ দুয়ারি বাঙ্গ্‌লা ভাঙ্গিয়া পড়িল॥
হাটি হাটি প্রদীপ রাজার সমস্ত নিভিতে লাগিল॥
যমুনার ঘাট সেও বন্দী হৈল।
চৌদ্দখান মধুকর জলে ডুবিল॥

গুরু ই শিষ্য পন্থ মেলা দিল। ৫৪০
যত আছে সৈন্য সেনা সাজিয়া বাহির হৈল ॥
জোড় বাংলার নাট মন্দির হালিয়া পড়িল ॥
রাজার যত সৈন্য সেনা কান্দিতে লাগিল।
খেওয়া ঘাটে কান্দে রাজার বাইশ কানো নাও।
বাইশ কানো নাও কান্দে তেইশ কানো দাঁড়ী। ৫৪৫
গলুয়ার মাঝি কান্দে বিশাশয় কাণ্ডারী ॥
পিঞ্জিরার মধ্যে কান্দে টিঠির ময়ুর।
শিকার করিতে কান্দে নও বুড়ি কুকুর ॥
দুগ্ধ খাইতে কান্দে রাজার ষোল কানো গাই।
পঞ্চাশ কানো তালুক কান্দে আশী কানো ঠাঞি ॥ ৫৫০
শয়ান করিতে কান্দে পুষ্পের পালঙ্কি।
বুড়া রাজার কালের কান্দে বাইশ কানো হস্তী ॥
বাইশ কানো হস্তী কান্দে উপুত করিয়া শুঁড়।
হস্তীর উপর মাহুত কান্দে যেন পিঁপিড়ার মুট ॥[১]
বসিবার মাছিয়া কান্দে শঙ্খ চক্র মোড়া। ৫৫৫
তাজি বা তুরোকি কান্দে নও শ হাজার ঘোড়া ॥

[১]পাঠান্তর : গুআ নারিকল কান্দে রাজার গাএ হেলাহেলি।
ধম্মি রাঙা সন্ন্যাস হৈলে আমাক কে দিবে পানি ॥
এত সকল কান্দে রাজার শঙ্খ চক্র মোড়া।
তাজিয়া টাঙ্গন কান্দে নও শত হাজার ঘোড়া ॥
এত সকল কান্দে রাজার তার নাহি রতি।
পিলখানার মাঝে কান্দে বাইস কাহন হস্তি ॥
হস্তিশালায় হস্তি কান্দে উবত করি সুড়।
হস্তির উপর মাহুত কান্দে জ্যান পিকিড়ার মুট ॥
অন্ন খাইতে কান্দে রাজার সোবন্নের পঞ্চ থালি।
জল খাইতে কান্দে রাজার মাণিকের ডিঙ্গারি ॥

কত শত রাইয়ত রাজার কান্দিতে লাগিল।
তেলি কান্দে মালি কান্দে আরো কান্দে ধুপি।
শয্যা হৈতে উঠিয়া কান্দে ছয় মাসিয়া রোগী॥
পানিত কান্দে পানকৌড়ি সুটানে কান্দে রুত। ৫৬০
গাভীর বাছুর ছাড়িয়া কান্দে না খায় মায়ের দুধ॥
কান্দময় সংসার হৈল রাজার অন্তঃপুরী॥
সন্ন্যাস হবার কান্দন দেখি রাজার দয়া হৈল।
কত হাজার মন খেসারি পাক করিয়া নিল॥
সৈন্য সেনাক খায়াইলে সন্তোষ করিয়া। ৫৬৫
বাপ কালিয়া টাঙ্গন রাখিলে এলাগান লাগিয়া॥
কত শত হেঙ্গল রাখিলে বন্ধন করিয়া।
কত শত গাভী রাজা রাখিলে বান্ধিয়া॥
দুধ কলা খায়াইলে সারি শুয়া পঙ্খিক সন্তোষ করিয়া।
সারি শুয়া পঙ্খি থুইলে দরজাত টাঙ্গেয়া॥ ৫৭০
বারখানে চকি বসাইল তেরখানে থানা।
বার বছর হুকুম কৈল লোক আসবার মানা॥

শয়ন করিতে কান্দে কুসুমের পালঙ্কি।
পাট মাঝে কান্দে রাজার হরিশ্চন্দ্রের বেটি॥
তেলি কান্দে মালি কান্দে আরও কান্দে ধুবি।
রাজাক নাগিয়া কান্দে ছয় মাসি রুগি॥
মহারাজ সন্ন্যাস হয় শব্দ গ্যাল দুর।
পাতারে পড়ি কান্দে শৃগাল কুকুর।
হরিনের বালাখানা কান্দে ছোকোড়ার হাওয়ালখানা।
পাইক সিপাই কান্দনে ভিজে জামাজোড়া॥
গুদারের ঘাটে কান্দে বাইস কাহন নাও।
বাইস কাহন নাও কান্দে তেইস কাহন ডাড়ি।
গলেআর মাজি কান্দে বিসাসয় কাণ্ডারি॥

রামজালে ব্রহ্মজালে রাজপুরী লৈলে ঘিরিয়া।
সত্যের অন্ন থুইলে চুংগিতে টাঙ্গেয়া ॥[১]
'যে দিন প্রাণপতি আসিবে ফিরিয়া। ৫৭৫
বিনি আনলে অন্ন পড়ে উথলিয়া ॥
জোড় জোড় নাগাড়া থুইলে দরজায় লপ্‌টাইয়া।
'যে দিন প্রাণপতি আসিবে ফিরিয়া।
আপনে জোড় নাগাড়া উঠিবে বাদ্য হৈয়া ॥
সত্যের পসার নিলে হস্তে করিয়া। ৫৮০
বার বৎসর থাকিবে আনি সোয়ামীর নাম লইয়া ॥[২]

---

[১]পাঠান্তর : অত্নুনা বলে বইন মোর পতুনা নাইওর দিদি।
খ্যাড় কান্তার করি গ্যাল সোআমি নিজ পতি ॥
আপনার মহলে জাইয়া রানি সকল দরশন দিল।
গুরুদেবের বাক্য রানি সকল ব্রথা না করিল ॥
রামজালে ব্রম্মজালে বাড়িটা সমস্ত ঘিরিল ॥
বার জায়গাএ চৌকি দিলে ত্যার জায়গাএ থানা।
রতিত বৈস্‌টম জাইতে এবাড়িত বাদা ॥
জাহা দেখিবেন নারি দুইটা দরশনধারি।
কাটি ফ্যালাইবেন রতিত পুরুস প্রানের বৈরি ॥
এ কড়াএ ত্যাল দিয়া জুড়িল রতন বাতি।
এই পৃদিপ জলিবে কিবা দিবারাতি ॥
দুগ্ধ চাউল থুইলে চালে লপ্‌টাইয়া ॥

[২]পাঠান্তর : সত্যের পাসা থুইলে রাজা চালতে টাঙ্গিয়া।
এক দাম্বা রাখিলে দরজায় টাংগায়া ॥
রানি কএছে,—ওগো মহারাজ, ইহার উপদেশ কি ?
রাজা কএছে,—জেদিন দ্যাখেন সত্যের অন্ন বিনা ব্রম্মায় পড়বে উতলিয়া।
নিশ্চয় ধম্মিরাজা আসিবে ফিরিয়া ॥
জে দিন দ্যাখেন সত্যের পাসা পড়িল আউলিয়া।
নিচ্চয় বিদেশে রানি আমি জাবতো মরিয়া ॥

পসার টলিবে যেদিন পসার হবে চুরি।
নিশ্চয় জানিবেন সোয়ামী যাইবে যমপুরী ॥'
যখন অদুনা রাণী উপদেশ পাইল।
কান্দি কাটি সোনার বাটায় ভিক্ষা সাজাইল ॥ ৫৮৫
এখন নেও, নেও ভিক্ষা, সোয়ামী, ঝোলায় ভরিয়া।
গুরু শিষ্য খায়েন বৈদেশক যাইয়া ॥

যাত্রাপথে

বাম হস্ত দিয়া সিদ্ধা ডাইন হস্ত ধরিল।
বৈদেশ লাগিয়া গুরুশিষ্যে পন্থ মেলা দিল ॥
এক দরজা দুই দরজা তিন দরজায় গেল। ৫৯০
রাজার ভাই খেতুয়া পশ্চাৎ কান্দিতে লাগিল ॥
'সীতা মলে সীতা পাব প্রতি ঘরে ঘরে।
গুণের ভাই লক্ষ্মণ ছাড়ি গেলে আমি ভাই কইব কারে ॥
বার বছর যায় দাদা উদাসিনী হৈয়া।
তোমার রাজাই কে করবে তোমার পাটতে বসিয়া ॥' ৫৯৫
রাজা বলছে, 'ওরে, গুণের ভাই,—
বার বছর যাইছি আমি উদাসিনী হৈয়া।
তুমি রাজাই করেন আমার পাটতে বসিয়া ॥'
সুবুদ্ধ ছিল খেতুয়া কুবোধ লাগাল পাইল।
রাজ বাক্য খেতুয়া বৃথা না করিল ॥ ৬০০
'এক দণ্ড থাকেন রাজা পন্থে দাঁড়াইয়া।
দোহাই ফিরিয়া আইসোঁ বন্দরোতে যাইয়া ॥'
বন্দরক লাগিয়া খেতু গমন করিল।
'দোহাই, দোহাই' বলি খেতু চেঁচাইতে লাগিল ॥
'দোহাই রাজার, দোহাই রাজার বন্দরিয়া ঘরে ঘর-। ৬০৫
আইজ হৈতে আমি রাজা হৈনু খেতুয়া লঙ্কেশ্বর ॥'
যেন কালে খেতুয়া দোহাই ফিরাইল।
বন্দরিয়া রাইয়তেরে মাথায় বজ্জর ভাঙ্গিয়া পৈল ॥

একনা পরামাণিকের চ্যাংরা আছে আটিয়া খেচর ॥
তায় উত্তর দেয় খেতুয়া বরাবর ॥ ৬১০
'রাইয়ত বলে, ওরে খেতুয়া,—
ছোট লোকের ছাওয়া যদি বড় বিষয় পায়।
টেড়িয়া করি পাগ্‌ড়ি বান্ধি ছায়ার দিকে চায় ॥
বাঁশের পাতারি নাকান ফ্যার্‌ফ্যারিয়া বেড়ায় ॥
ওরে খেতুয়া, তোর রাজাই মানি না।— ৬১৫
বার বছর যায়েছে রাজা বাউরিয়া করিয়া।
বার বছর খাজনা থোব মোকোর করিয়া ॥
যে দিন দেখব ধর্মী রাজা আসিবে ফিরিয়া।
বার বছর খাজনা দিব হিসাব করিয়া ॥'

যেন রাইয়ত সক্কলে একথা বলিল। ৬২০
ষোল সের ছিল খেতু এক পোয়া হৈল ॥
পাইকালি লাঠি খেতু পাক দিয়া ফেলাইল।
ফিরিয়া আসিয়া রাজাক কথা বলিতে লাগিল ॥
'ওগো, গুণের ভাই,—আমার রাজাই মানে না;
যে দিন বোলে ধর্মী রাজা আসিবেন ফিরিয়া। ৬২৫
বার বছরি খাজনা তোমাক দিবে হিসাব করিয়া ॥'
রাজা বলে, 'শুনেক, খেতু, খেতুয়া লঙ্কেশ্বর।
বার বছর যায়েছি আমি উদাসিনী হৈয়া।
মিছা পাটে রাজাই করেক পাটত বসিয়া ॥'

এক দণ্ড দুই দণ্ড তিন দণ্ড হৈল। ৬৩০
রাজাক ধরি হাড়ি সিদ্ধা গমন করিল ॥
ছোট রাইয়ত বলে বড় রাইয়ত ভাই।
'কোন দেশী বোষ্টম রাজাক নিগায় বাউরা করিয়া।
চল সবাই মিলি পাছত যাই আরো সাজিয়া ॥
আধ ঘাটা হৈতে রাজাক আনিতো ছিনিয়া ॥' ৬৩৫
রাজাক ছিনি আনিবার তরে এদৌড় ধরিল।
সুবুদ্ধ ছিল রাজার কুবোধ লাগাল পাইল ॥

আপনার মহলের ভিতি ফিরিয়া দেখিল।
রাইয়ত প্রজাক দেখি রাজা কান্দিতে লাগিল॥
গুরু জিজ্ঞাস না করাতে রাজা পন্থে বসিল॥ ৬৪০
'ন্যাওঁ আরে ডোর কৌপীন ন্যাওঁ আরে হস্‌কিয়া।
আর যাওয়া হৈল না আমার বৈদেশ লাগিয়া॥
যেগুলার জন্য যাই গুরু উদাসিনী হৈয়া।
সেই রাইয়ত প্রজা আস্‌ছে আমার পাছতে কান্দিয়া॥'
যখনে রাজার ডোর কৌপীন হস্তে হস্‌কিয়া দিবার চাইল। ৬৪৫
আউটহাতে হাড়ি সিদ্ধার মন বিচুর হৈয়া গেল॥
'প্রথম শিষ্য করিলাম আমি হরিনাম মন্ত্র দিয়া।
রাইয়তেক দেখিয়া কৌপীন দেইস আরো হস্‌কিয়া॥
কিবা কর রাজপুত্র নিশ্চিন্ত বসিয়া।
বিন্নার ডাল নে একনা হস্তে করিয়া॥ ৬৫০
দন্তখিরণ কর পন্থে বসিয়া।
আপনেত রাইয়ত প্রজা যাইবে ফিরিয়া॥'[১]

[১]পাঠান্তর: গুরু শিস্‌স পন্থ মেলা দিল।
কর্তেক দুর জাইয়া হাড়ি কর্ত্ত পন্ত পায়॥
কর্তেক দুর জাইতে ফিরিয়া দেখিল।
সন্য সেনাক দেখি হাড়ি ভয়ঙ্কর হইল॥
হাড়ি বলে হারে বিধি মোর করমের ফল।
বড় কপাল দ্যাখ পন্তের উপর॥
জদি কালে ফিরি না দ্যাখে রাজ দুলালিয়া।
বাইস দণ্ডের রাজা করিম ঐপাটত বসেয়া॥
সুবুদ্ধি রাজার বেটা কুবুদ্ধি নাগাল পাইল।
কর্তেক দুর জাইয়া রাজা ফিরিয়া দেখিল॥
সন্য সেনা দেখি রাজা ভয়ঙ্কর হইল॥
জেই জেটে গুরু ধন মুরিয়া জাওছোঁ মাতা।
সেই সন্য সেনা আইসে মোর পাছে সাজিয়া॥

সুবুদ্ধি ছিল রাজার কুবোধ লাগাল পাইল।
বিন্নার ডাল দিয়া রাজা দন্ত খিরণ করিল॥
কপালের লক্ষ্মী রাজার ছাড়িয়া পলাইল॥ ৬৫৫
পায়ের গোড়া দিয়া গোড়া চুল্‌কাইল।
বার বছর দুঃখ রাজার কপালেক বসিল॥[১]
যত আছে রাইয়ত প্রজা ফিরি পালায়া গেল॥
রাহু কেতু শনি আসি গর্ভবাস হৈল॥
বাম হস্ত দিয়া সিদ্ধা ডাইন হস্ত ধরিল। ৬৬০
বৈদেশ লাগিয়া পন্থ মেলা দিল॥

অরণ্য পথ

সাত দিনকার রাস্তা যাইয়া সিদ্ধার বুদ্ধি আলেক হৈল।
রাজার স্কন্ধের ঝোলা ধিয়ানত পাষাণ করিল॥
ঝোলার ভারতে মহারাজ কান্দিতে লাগিল॥
রাজা কয়েছে,—'মহলতে আন্নু ঝোলা শোলাতে পাতল। ৬৬৫
পন্থে আসি ঝোলা হইল বাইশ মন পাথর॥
এতেক যদি জান, গুরু, পন্থ অনেক দূর।
এক জন যদি ভাণ্ডারী আন্নু হয় সঙ্গত করিয়া।
তার ঘাড়তে ঝোলা দিয়া গেইলাম হয় চলিয়া॥'

হাড়ি বলে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া।
রাজুলি আড়ির বেটা আজলে গ্যাল কাল।
হাড়ি সিদ্দা হইয়া তোমাক বুঝাব কত কাল॥
গোড়ার উপর গোড়া থুইয়া পা চুল্কাও।
আড়াই অঙ্গুলি বিন্নার খ্যাড়ে দাঁত মাঞ্জন কর।
দেখি সন্য সেনা ফিরি ঘর জাইবে॥

[১]পাঠান্তর: গুরুদেবের বাক্য লঙ্ঘন না করিল।
পাএর উপর পা থুইয়া পা চুলকাইল॥
আড়াই অঙ্গুলি বিন্নার খ্যাড়ে দাঁত মাঞ্জন করিল।
বার বৎসর দুকৃখ রাজার কপালে লিখিল॥

যখনে ধর্ম্মিরাজ এই কথা বলিল। ৬৭০
ও কথাতো হাড়ি গায় মাখিয়া নিল ॥
'হয়, হয়, রে যাদুধন, এই তোদের ব্যাপার।
তুমি রাজার ছাইলা যাও শূন্যে হাঁটিয়া।
আমি তোদের ভাণ্ডারী যাই ঝোলাটা ধরিয়া ॥'
ঐঠে হতে গুরু শিষ্যে পন্থ মেলা দিল। ৬৭৫
ছয় মাসের পন্থ হতে কুয়া সিজ্জাইল ॥
চান যেন ঘটি মারিলে পৃথিবী হয় অন্ধকার।
এই প্রকার পৃথিবীখান হাড়ি করিল অন্ধকার ॥
অন্ধকারের ভিতরে ভিতরে জঙ্গল সিজ্জাইল।
উড্ডাভারনি গাজার ঠাঞি ঠাঞি। ৬৮০
বাকাছুরা পানিমুথারি লেখা জোখা নাই ॥
বিশ কুড়ুলি লজ্জাবতী ডেকিয়া বিন্নাথোপ রাখিলে গাড়িয়া।
তিন কোরোশের রাস্তা দিল জঙ্গল সিজ্জাইয়া ॥
ঐ পন্থ দিয়া রাজার ছেইলাক নিগায় তো হাঁটায়া ॥
শাল মান্দার পলাশ গজার তার লেখা জোখা নাই। ৬৮৫
শূন্যের হাড়ি যায় শূন্যে চলিয়া।
তুই হস্তে যায় রাজা জঙ্গল ভাঙ্গিয়া ॥
ইনি কাটে বিন্নি কাটে রাজার রক্ত পড়ে ধারে।
চলিতে না পারে রাজা কপালে চড় মারে ॥
'ওহে গুরু, ওহে গুরু, গুরুপা জলন্ধরী। ৬৯০
তোমার মহিমাগুলান বুঝিতে না পারি ॥
সাত দিন নয় রাত্রি চলি জঙ্গলবাড়ি দিয়া।
চান সূর্য না দেখিলাম আমরা অভাগিয়া ॥
এতই যদি জানেন তোমরা পন্থেতে জঙ্গল।
এও কথা কহিলেন না তোমরা মহলের ভিতর ॥'[১] ৬৯৫

[১] পাঠান্তর বিস্তর ঘোড়া ছাড়ি আইলাম আমি তবিলের ভিতর ॥
একটা ঘোড়া আইনলাম জদি হয় নগের দোসর।
গুরুই শিসসে চড়ি গ্যালাম হয় ডাড়াইপুর সহর ॥

গুরু, কতগুলা হস্তী ছাইল্লাম মহলের ভিতর
একটা যদি আইন্নু হয় সঙ্গেত করিয়া।
হস্তীত চড়ি জঙ্গল দিয়া গেইলাম হয় চলিয়া।

হাড়ি বলে হারে বেটা এই তোর ব্যবহার।
ডম্প কথা বলিস তুই আমার বরাবর॥
একটা ঘোড়া আন্নুলু হয় তুই নগের দোসর।
তুমি হইলেন হয় ঘোড়ার সোআর।
বৃদ্ধু দেখি আমাকে কহিলু হয় ঘাস কাটিবার॥
সন্ধ্যাকালে কহিলু হয় দানা সিদ্দ করিবারে।
হাড়ি দেখি কহিলু হয় আগে দৌড়িবারে॥
থাউক থাউক একনা দুক্‌খ পাঞ্জারের ভিতর।
ইহার শাস্তি হএছে তোর ঘড়িকের ভিতর॥
হুহু বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
এক গুন জঙ্গল ত্রিগুন হইল॥
শুন্যের হাড়ি জায় শুন্যে চলিয়া।
জখন ধম্মিরাজা জঙ্গল দেখিল॥
কপালে মারিয়া চওড় কান্দন জুড়িল॥
দুই নয়নে প্রেম ধারা বহিতে নাগিল।
দুই হস্তে চক্‌খের জল মুছিতে নাগিল॥
জঙ্গলত জাইয়া মহারাজা চিৎকার করিতে নাগিল॥
বার অঙ্গুল তৃন থোপ রাজার বুক্‌খে বসিল।
বুক ধরি ধম্মিরাজা কান্দন জুড়িল॥
গাঁজার নিসাতে হাড়ি পস্ত চলিতে নাগিল॥
অকারন করিয়া রাজা কান্দন জুড়িল।
পাটে থাকি শমন রাজা জমের দুত সংবাদ পাইল॥
গোদা জম উঠি বলে আবাল জম ভাই।
রাজার ছেইলা কান্দন করে জঙ্গলের ভিতর।
নাম কলম লিখি দিচ্ছি জমপুরির ভিত র

যেন কালে ধর্ম্মিরাজ এ গল্প করিল।
এওটা দোষ হাড়ি সিদ্ধা গায় মাখিয়া নিল ॥ ৭০০

আঠার বৎসর গোপীনাথের জন্ম উনিস বৎসরে মরন।
কুড়ি বৎসর হইল গোপীনাথের জঙ্গলের ভিতর ॥
নিশ্চয় করি নিয়া আইস গুপিনাথক জমপুরির ভিতর ॥
চামের দড়ি নোআর ডাং হস্তে করিয়া।
গোদা জম আর আবাল জম ব্যারাইল সাজিয়া ॥
বৈতরনি পার হইয়া আইল জঙ্গলক নাগিয়া ॥
জঙ্গলতে জাইয়া জমের ঘর রাজাক দেখিল।
রাজার রুপ দেখিয়া জমের ঘর ঢলিয়া পড়িল ॥
হাতে পদ্দ পাএ পদ্দ কপালে রতন জলে।
কপালতে রাজ্য ভার টলমল করে ॥
গোদা জম উঠি বলে আবাল জম ভাই।
এমন রুপ দেখি নাই হ্যাবের হ্যাবস্থানে ॥
ইহার মাও মএনামতি গর্ব্বে দিয়াছে ঠাঞি।
বিসকর্ম্মায় কুন্দাইছে ছাইলাক একটুক খুদ নাই ॥
মএনার ছাইলাক দেই মএনার গৃহে নিয়া জাইয়া।
মএনার ছাইলক নেই দাদা কোলে করিয়া।
গোদা জম উঠি বলে আবাল জম ভাই।
আঠার বৎসর জন্ম ছাইলার উনিসএ মরন।
কুড়ি বৎসর পুরি গ্যাল নিয়া জাই ছাইলাক জমপুরির ভিতর
ওতো গোদা জম আটিয়া খ্যাচর।
লাফিয়া চড়িল রাজার বুক্খের উপর ॥
চামের দড়ি দিয়া রাজাক ফ্যালাইলে বান্দিয়া।
নোহার মুদ্গর দিয়া ভাঙ্গাইতে নাগিল।
রাম রাম বলি রাজা জিউ ছাড়ি দিল ॥
রাধা কৃষ্ণ বলো রাম রাম বলো।
ধর্ম্মিরাজা মৃত্যু হইল হরি হরি বলো ॥
কর্ত্তেক দুর জায় হাড়ি কর্ত্তেক পন্থ পায়।
কর্ত্তেক দুর জাইতে হাড়ি ফিরিয়া দেখিল।

'তুমি রাজার ছেইলা যাও হস্তীত চড়িয়া।
আমি তোদের মাহুত যাই চারা কাটিয়া॥
থাউক থাউক এগুলা দুঃখ পঞ্জরের ভিতর।
এক না দুঃখ দিব এলায় বড় জঙ্গলের ভিতর॥'
ওঠে হতে হাড়ি সিদ্ধা পন্থ মেলা দিল। ৭০৫
ধিয়ানের হাড়ি সিদ্ধা ধিয়ানত দেখিল॥

ফিরিয়া দেখিল হাড়ি রাজা পিছে নাই।
রাজাক না দেখি হাড়ি ভয়ঙ্কর হইল॥
এই তো বোনের বাঘ ছাইলাক খাইল ধরিয়া।
বাড়ি গ্যালে মএনার সঙ্গে মিলিবে ঝগড়া॥
হাড়ি বলে হারে বিধি মোর করমের ফল।
এওতো বাঘগুলা মোর ঘরের নপর।
মএনার ছাইলাক খাইতে কি কার প্রানে নাই হয় ডর॥
বোনের বাঘ বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
চৌদ্দ লাএক বোনের বাঘ সাজিয়া বাহির হইল॥
নাকাড়ি খাড়ি বাঘ বাঘ বিড়াম্বার।
বাহান্ন কোটি বাঘ আসিল হাড়িক প্রনাম॥
ক্যান ক্যান ডাক গুরু আমার কিবা কারন।
কি জন্য ডাকাইলেন তার কও বিবরন॥
বোনের বাঘ বলে গুরু বলি নিবেদন।
কেহ তোমার ছাইলাক নাই খাই ধরিয়া।
রাজার ছাইলার মহুও হইয়াছে জঙ্গলের ভিতরা॥
জখন হাড়ি একথা শুনিল।
জেপথে গিয়াছিল হাড়ি ঐ পথে ফিরি আইল॥
কর্ত্তেক দুর জায় হাড়ি কর্ত্তেক পন্ত পায়।
আর কর্ত্তেক দুর জাইতে রাজার নাগাল পায়॥
গোপিনাথ গোপিনাথ বলি ডাকেবার নাগিল॥
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল।
তিন ডাকের সময় রাজা শুনাই নাহি দিল॥

মুনি-মন্ত্র গিয়ান নিলে হৃদয়ে জপিয়া।
ছয় মাসের রাস্তা দিল অরুণ জঙ্গল সিজ্জাইয়া ॥
ঐ জঙ্গল দিয়া গুরু শিষ্যে যাইছে চলিয়া ॥
কতেক দূর যাইয়া সিদ্ধা কতেক পন্থ পাইল। ৭১০
মাঝার জঙ্গলে রাজাক ছাড়িয়া অগ্রে চলিয়া গেল ॥

হাড়ি বলে হারে বেটা রাজ ডুলালিয়া।
জত নিদ্রা নাহি জাও আপনার মহলে।
তত নিদ্রা গিয়াছ তুমি জঙ্গলের ভিতরে ॥
এক পাএ দুই পাএ গমন করিল।
রাজাক দেখি হাড়ি ভয়ঙ্কর হইল॥
রাজার ছাইলা মহুও হইল জঙ্গলের ভিতরা।
বাড়ি গেইলে মএনার সাথে হইবে ঝগড়া ॥
পুরান খুলিয়া হাড়ি বিচার করিবার নাগিল।
পুরান খুলিয়া হাড়ি পুরানের পাইলে স্থাখা।
জমদুতে কালদুতে ঐখানে পাইলে ত্থাখা।
বোনের বাঘ বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
জত সকল বোনের বাঘ আসিয়া জুটিল ॥
বোনের বাঘ আসি করে হাড়িক প্রনাম।
ক্যান ক্যান ডাকেন গুরু আমার কিবা কাম ॥
হাড়ি বলে হারে জাদু কার প্রানে চাও।
এই জন্য ডাকিলাম আমি তোমার বরাবর।
রাজার ছাইলার মহুও হইল জঙ্গলের ভিতর ॥
সকলই থাক তোমরা পহরা দিয়া।
জাবত না আইসোঁ মুঞি হাড়িসিদ্ধা জমপুরি দেখিয়া ॥
জমপুরক নাগি হাড়ি গমন করিল।
সোনার ভোমরা হইয়া হাড়ি শুন্যে চলি গ্যাল ॥
বৈতরনি পার হইয়া জমপুরে পড়িল।
সোতার পাচ মন্দির নয়নে দেখিল ॥
জমের মাও তপ করে জমপুরির ভিতর ॥

যখনে ধর্ম্মী রাজা গুরুক না দেখিল।
'গুরু, গুরু'—বলিয়া রাজা কান্দিতে লাগিল ॥
'মহল হতে আনলে গুরু বুধ ভরসা দিয়া।
অরুণ জঙ্গলে বনবাস দিয়া গুরু পালাইল ছাড়িয়া ॥' ৭১৫
চ্যাংরা বয়ক্রমে রাজার গায় ছিল বল।
দুই হস্তে ধর্ম্মী রাজা ভাঙ্গিল জঙ্গল ॥

সোনা খাটে বসিছে বুড়ি রৌপের খাটে পাও।
চা'র দিকে ঢুলে শেত চইঁরের বাও ॥
হাড়ি বলে এইটা নিশ্চয় জমের মাও ॥
চক্‌খে না দ্যাখে বুড়ি কানে নাহি শুনে।
জমলানি বলি হাড়ি ডাকাইতে নাগিল ॥
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল।
তিন ডাকের সমএ বুড়ি শুনি নাহি দিল ॥
হাড়ি বলে হারে বেটি এই তোর ব্যাবহার।
জমের মাও দেখি ডম্প করিস আমার বরাবর ॥
বজ্র চাপর জমলানিক মারিল তুলিয়া।
জমের পাটক নাগি বুড়ি জায় দৌড়াইয়া ॥
জমের দরবারে জাইয়া বুড়ি দরশন দিল।
জমে কহেছে শুন জননি লক্‌খি রাই।
কি কারনে আসিলেন দরবারের উপর।
তার সংবাদ বল ঘড়িকের ভিতর ॥
জমলানি বলে হারে বেটা কার প্রানে চাও।
হাড়ি সিদ্দা আসিয়াছে জমপুরির ভিতর।
জম মাশ করিবে তোমার ঘড়িকের ভিতর ॥
জখন জমের সকল এ কথা শুনিল।
এক এক করি সকলই পলাইতে নাগিল ॥
দরবারে জাইয়া হাড়ি দরশন দিল।
জখন জম সকল হাড়িক দেখিল।
চিত্রগোবিন কথা হাড়ি বলিবার নাগিল ॥

দুই হস্তে মহারাজ জঙ্গল দেয় ভাঙ্গিয়া।
নাটার কাঁটায় দেবুর লাগি পড়িল উলটিয়া॥
কত কত কাঁটা রাজার বুকখে বসিল। ৭২০
মৃত্যু সমান হয় রাজা কান্দিতে লাগিল॥

হাড়ি বলে হারে জাদু কার প্রানে চাও।
এই জন্য আসিলাম আমি তোমার দরবারে নাগিয়া।
রাজার জিউ কে আনিয়াছেন জমপুরক নাগিয়া॥
চিত্রগোবিন বলে গুরু শুন নিবেদন।
আটার বৎসর জন্ম উনিস বৎসরে মরন॥
কুড়ি বৎসর পুরিছে রাজার জঙ্গলের ভিতর।
এ কারনে আনিয়াছি আমরা রাজাক জমপুরির ভিতর॥
কোনটি হয় তোমার রাজার জিউ ন্যাও চিন্ন করিয়া।
হাড়ি বলে হারে বেটা কার প্রানে চাও।
জ্যামন আনিয়াছেন রাজার জিউ জমপুরির ভিতর।
সেই রকম জিউ দিয়া আইস জঙ্গলের ভিতর॥
গোদা জম আর আবাল জম নইলে রাজার জিউ সঙ্গে করিয়া।
শিগ্র করি চলি জায় জঙ্গলক বলিয়া॥
জঙ্গলতে জাইয়া জম দরশন দিল।
হস্ত ধরি হাড়ি রাজাক চিৎ করিল॥
বাম পা দিলে রাজার বুকত তুলিয়া।
বার অঙ্গুলি তৃন খোচা খুলিলে টানিয়া॥
হুহু বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
শরিলের রক্ত রাজার শরিলে মিলাইল॥
তাড়াতাড়ি করি রাজার জিউ জম দিলে ছাড়িয়া!
জিত্তাশঙ্ক মন্ত্র হাড়ি শরিলে জপিয়া।
জিবদান দিলে রাজাক হাড়ি এখানে বসিয়া॥
জখন ধম্মিরাজা জিবদান পাইল।
গুরু গুরু বলি মহারাজ কান্দন জুড়িল॥

ছয় ক্রোশ অন্তরে হাড়ি সিদ্ধা ফিরিয়া দেখিল।
রাজাক না দেখি হাড়ি সিদ্ধা চমকিয়া উঠিল ॥
'আইজ যদি রাজপুত্র জঙ্গলে যায় আরো মরিয়া।
কাইল ডাকিনী ময়না মারিবে আমাক লোহার ছুরি দিয়া ১২৫
ছয় ক্রোশ অন্তে হাড়ি সিদ্ধা আসিল ফিরিয়া।
ব্যাতস্ত্য চাপরেক রাজাক মারিল তুলিয়া ॥
'তুই বড় রসিয়া, ছাইলা, তুই বর রসিয়া।
সাত দিনকার নিদ্রা পালু জঙ্গলে শুতিয়া ॥'
যেন কালে ধর্মী রাজা গুরুক দেখিল। ১৩০
গুরুকে দেখিয়া রাজা কান্দিতে লাগিল ॥
'দেখ দেখ, গুরু, বাপ, কমবোক্তার কপালে।
কতগুলা কাটা বইসছে হৃদয়ের মাঝারে ॥
কেনে কেনে, গুরু, বাপ, ভক্তের ছাড় দয়া।
খানিক স্নেহ না হয় পুত্রধন বলিয়া ॥ ১৩৫
হাতে ধরোঁ, গুরু, বাপ, পাও ধরোঁ তোক।
তোমার ধর্মের দোহাই লাগে দমটি রক্ষা কর ॥'
রাজার কান্দন দেখিয়া গুরুর দয়া হৈল।
বুক্‌খে পাও দিয়া কাটা টানিয়া তুলিল ॥

ক্যান ক্যান গুরুধন অধমের ছাড়েন দয়া।
পরদেশে আসিয়া আমার এই করিলেন বিড়মনা ॥
হস্ত ধরি হাড়ি রাজাক টানিয়া তুলিল।
দুই অঙ্গুলে রাজার কন্দে তুলি দিলে ভার।
না বলিও দুক্‌খের কথা তোর গুরুর বরাবর ॥
রাজা কহেছে শুন গুরু বলি নিবেদন।
সাত দিন নও রাত্রি চলি আমি জঙ্গল বাড়ি দিয়া।
চন্দ্র সুর্জ্য না দেখিলাম আমি অভাগিয়া ॥
রাজা কহেছে গুরু শুন নিবেদন।
এই জঙ্গলের মাঝে এখান বালা পাই।
গুরুই শিস্‌সে আমরা বালাএ চলি জাই ॥

ডেবু বর্ষার ভুলের নাকান রক্ত ছুটিল। ৭৪০
রক্তবা নদী হৈয়া বহিতে লাগিল॥
মুনিমন্ত্র গিয়ান নিলে সিদ্ধা হৃদয়ে জপিয়া।
শূন্যের নদীকে দিলে শূন্যত মিলাইয়া॥
ঐ জঙ্গলে জঙ্গলে ধরি যায় রাজাক বৈদেশ লাগিয়া॥
রাজা বলে, 'শুন, গুরু, আমি বলি তোরে। ৭৪৫
ছয় মাস হাঁটিছি গুরু জঙ্গল বাড়ির মাঝে।
চান স্রুয কোন দিক বয়া যায় তারি না পাওঁ দিশা।
দেও দেও, গুরু বাপ, একনা স্রুয সিজ্জাইয়া।
এক ঘাড় ত্যাখোঁ সূর্য নয়ন ভরিয়া॥
হাড়ি সিদ্ধা বলে জয় বিধি কর্মের বোঝোঁ ফল। ৭৫০
ছায়ায় ছায়ায় রাজাক নিগাও বৈদেশ সহর।
চান স্রুয দেখিবার চায়েছে পন্থের উপর॥
তেমনিয়া হাড়ি সিদ্ধা এই নাওঁ পাড়াব।
চান স্রুযের জ্বালা আমি একটায় করাব॥
ছয় ক্রোশের রাস্তা ধিয়ানত বালু সিরজি দেব॥ ৭৫৫
'হু হু' বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
শূন্যের জঙ্গল হাড়ি শূন্যে উড়ি দিল॥

মরুপথ

ছয় মাসের পন্থ হইতে হাড়ি বালা সিজ্জাইল।
হাড়ি বলে, 'হায়, বিধি, মোর করমের ফল।
এখনি বুঝা যাইবে মোর ভক্তের মন॥' ৭৬০
'সূর্যদেব' বলি.হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
ডাক মধ্যে সূর্যদেব দিলে দরশন॥
সূর্যরাজা আসিয়া হাড়িক প্রণাম।
'কেন, কেন, ডাকেন, গুরু, আমার কিবা কাম
'ব্রহ্মদেব' বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল। ৭৬৫
ডাক মধ্যে ব্রহ্মদেব দরশন দিল॥

ব্রহ্মদেব আসি হাড়িক প্রণাম।
কেন ডাকেন, 'দাদা, আমার কি কাম॥
হাড়ি বলে, 'সূর্যদেব, কার পানে চাও।
তেরটা সূর্যের জ্বালা দেও তো ছাড়িয়া॥ ১৭০
তলে হউক তপ্ত বালা উপরে রৌদ্রের জ্বালা।
চলিবার না পারে রাজা শরীর যেন হয় কালা॥
কি করহে, ব্রহ্মদেব, কার পানে চাও।
যত মনে বালা আছে আমাক তপ্ত করি দেও॥'
ব্রহ্মদেব বলে, 'দাদা, আমাক দিলে লাজ। ১৭৫
বালা তপ্ত করা বড় নহে কাজ॥'
তেরটা সূর্যের জ্বালা দিলে ছাড়িয়া।
ব্রহ্মদেব গেল বালা তপ্ত করিয়া॥
যখন ধর্মিরাজ বালা দেখিল।
শিশুবেলার খেলা রাজার মনে পড়িল। ১৮০
দৌড়িয়া যাইয়া বালায় দিলে পাও।
সর্বাঙ্গ শরীর রাজার জ্বলে সর্ব গাও॥[১]
'গুরু, গুরু'—বলি রাজা ক্রন্দন জুড়িল।
দুই নয়নে প্রেমধারা বহিতে লাগিল॥
'ওহে গুরু, ওহে গুরু, গুরুপা জলন্ধরী। ১৮৫
তোমার মহিমা আমি বুঝিতে না পারি॥
তলে হৈল তপ্ত বালা উপরে রবির জ্বালা।
চলিতে না পারো আমার শরীর হৈল কালা॥

[১]পাঠান্তর: চান সুরজের জালায় একোটে করিয়া।
ছয় কোরোশের আস্তাএ দিল বালু সিরজাইয়া
বালাত ধিয়ানত দিলে ব্রম্মা ছিটাইয়া।
এই পন্থ দিয়া রাজাক নিগায়ত হাটেয়া॥
জ্যানকালে ধম্মিরাজা বালুত পাও দিল।
চ্যাঙ্গা মোড়া সাপের নাকান চট্‌কিয়া উঠিল॥
গুরুর তরে কথা রাজা বলিতে নাগিল॥

বাড়ি হ'তে আনিলেন আমাকে বুধ ভরসা দিয়া।
এত কেন দুঃখ দিছেন আমাক বৈদেশ আনিয়া ॥' ৭৯০
রাজা কহেছে, 'শুন, গুরুপা জলন্ধরী।
এই বালার মধ্যে যদি একটা বৃক্ষ পাই।
গুরুশিষ্যে যাইয়া আমরা সেই বৃক্ষের তলে দাণ্ডাই ॥
দেও দেও, গুরু, বাপ, একনা বিরিখ সির্‌জাইয়া।
এক ঘড়ি দম ন্যাওঁ বিরিখের তলে যাইয়া ॥ ৭৯৫
তারপরে গুরু শিষ্যে যাই আরো চলিয়া ॥'

ভক্তের কান্দন দেখি গুরুর দয়া হৈল।
মায়া করি পন্থের মধ্যে নিম বিরিখের গাছ সিজ্জাইল ॥
চাক্ষসে ধর্মিরাজ বিরিখের গাছ দেখিল।
গুরুদেবক পাছত ফেলে অগ্রে চলি গেল ॥ ৮০০
'তেমনিয়া হাড়ি সিদ্ধা এনাওঁ পাড়াব।
শূন্যের বিরিখ আমি শূন্যে চালেয়া দেব ॥'
মহামন্ত্র গিয়ান নিলে সিদ্ধা হৃদয়ে জপিয়া।
শূন্যের বিরিখ হাড়ি সিদ্ধা দিল শূন্যেতে চালেয়া ॥
বিরিখ বুলি মহারাজ যায়েছে দৌড়িয়া। ৮০৫
সেও যেন নিদারুণ বিরিখ যাইছে পাওছাইয়া ॥
দৌড়ি যাইয়া ধর্মিরাজ বিরিখের তলে বসিল।
ডাল ভাঙ্গি নিদারুণ বিরিখ ভূমিতলে পড়িল ॥
করুণা করিয়া রাজা কান্দিতে লাগিল ॥
'আহা, রে, কমবোক্তা নছিব, কভু নহে ভাল। ৮১০
যেনা বিরিখের লইলাম ছাওয়া তারো ভাঙ্গিল ডাল ॥
ডাল ভাঙ্গিয়া নিদারুণ বিরিখ পৈল ভূমিতলে।
আহা রে, কম্‌বোক্তা নছিব এই ছিল কপালে ॥'
হেনকালে গুরু যাইয়া উপস্থিত হৈল।
গুরুর চরণ ধরি রাজা কান্দিতে লাগিল ॥ ৮১৫
'বিরিখের তলে দাঁড়াইলাম ছাওয়া পাবার আশে।
ডাল ভাঙ্গি নিদারুণ বিরিখ পৈল ভূমিতলে ॥

দেও দেও, গুরু, বাপ, এক না বিরিখ সিজ্জাইয়া।
এক ঘড়ি দম ন্যাওঁ বিরিখের তলে যাইয়া॥'
'বিরিখ', 'বিরিখ' বলি রাজা কান্দিতে লাগিল। ৮২০
ভক্তের কান্দন দেখি গুরুর দয়া হৈল॥
আবার তিন ক্রোশ অন্তরে এক না খেইল কদমের গাছ সিজ্জাইল॥[১]
গুরু শিষ্যে গেল গাছের তলত চলিয়া।
গুরুর তরে কথা কান্দি দেয়ছে বলিয়া॥
'গুরু! তিন ক্রোশ আসিনু গুরু, জঙ্গলে হাঁটিয়া। ৮২৫
আরো তিন ক্রোশ আইনু গুরু বালুবাড়ি দিয়া॥
তোমার হাঁটুয়া দাও মোক শিওরে লাগিয়া।
এক দণ্ড ঘুম পাড়ি ন্যাওঁ বিরিখের তলে শুতিয়া॥'
ভক্তের কান্দন দেখিয়া গুরুর দয়া হৈল।
বাম হাঁটুয়া হাঁড়ি সিদ্ধা শিওরে লাগি দিল॥ ৮৩০
গুরুর হাঁটুয়া শিথান দিয়া রাজা নিদ্রাত পড়িল॥
মহামন্ত্র গিয়ান নিলে হৃদয়ে জপিয়া।
হুঙ্কারেতে নিদ্রালিক আইনলেন ডাক দিয়া॥
সাতদিনকার নিদ্রা দিলে রাজার চক্ষে ছাড়িয়া॥
হিঞালি পবনের বাও দিলেতো লাগায়া। ৮৩৫
রাজপুত্র থুইলে সিদ্ধা নিদ্রাত ফেলাইয়া॥

---

[১]পাঠান্তর: সগ্গ হইতে একটি বৃক্‌খ মঞ্চে নামাইল!
সোআ ক্রোশ হইতে একটি বৃক্‌খ পন্তে জন্মাইল॥
আগে আগে হাড়ি সিদ্দা জায় চলিয়া।
ঝুলি কঁ্যাথার বোঝা নইলে ঘাড়ে করিয়া॥
আগে আগে হাড়ি সিদ্দা জায় চলিয়া।
পিছে জায় ন্যাথ রাজ দুলালিয়া॥
কর্ত্তেক দুর জাইতে কর্ত্তেক পন্ত পায়।
আর কর্ত্তেক দুর জাইতে বৃক্‌খের তলে জায়॥
গুরুই শিস্‌সে গ্যাল বৃক্‌খের তলে।
নিহি কিহিলি বাও দিলেতো তুলিয়া॥

হাড়ি বলে, 'হায় বিধি, মোর করমের ফল।
রাজার ছেইলা নিদ্রা যায় বৃক্ষের তল।
কার হস্তে পালঙ্ক আনাওঁ হাড়ি লঙ্কেশ্বর॥'
ধিয়ানের হাড়ি ধিয়ান করি চায়। ৮৪০
ধিয়ানের মধ্যে যমরাণীর লাগ্য পায়॥
যমপুরক লাগি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
ডাক মধ্যে যম সকলের আসন নড়িল॥
গোদা যম উঠি বলে, 'আবাল যম ভাই।
আমার রকম মরদ নাই রাজ্যের ভিতর। ৮৪৫
আসন কে নড়াইল মোর ঘড়িকের ভিতর॥'
সকল যম সাজি গেল আবাল যমের বাড়ি।
আবাল যম খাড়া হৈল তার মাটিত পৈল দাড়ি॥
ধিয়ানের যম সকল ধিয়ান করি চায়।
ধিয়ানের মধ্যে হাড়ির লাগ্য পায়॥ ৮৫০
'রাজার ছেইলা নিদ্রা যাইছে বৃক্ষের তলে।
তে কারণে গুরু ডাকায় আমার বরাবরে॥
কি কর, যমের মা, কার পানে চাও।
একখান পালঙ্ক নাও মস্তকে করিয়া॥
একখান পাঙ্খা নাও হস্তে করিয়া॥ ৮৫৫
শীঘ্র করি চলি যাও বৃক্ষের তল বলিয়া॥'

যখন যমের মাও একথা শুনিল।
একখান পালঙ্ক নিল মস্তকে করিয়া।
একখান পাঙ্খা লইল হস্তে করিয়া॥
শীঘ্র করি যায় বুড়ী বৃক্ষের তল বলিয়া॥ ৮৬০
যখন হাড়ি সিদ্ধা পালঙ্ক দেখিল।
পালঙ্ক দেখিয়া সিদ্ধা খুসি ভালা হৈল॥
রাজাক কোলে লইয়া হাড়ি পালঙ্কে শোয়াইল।
চান বদন ভ'রে রাজার লক্ষ চুম্ব দিল।
যমরাণীর তরে কথা বলিতে লাগিল॥ ৮৬৫

'কি কর যমের মাও কার পানে চাও।
ছাইলার পৈথানে, বেটি, বৈস ভিড়িয়া।
আচ্ছা যতনে ছাইলাক বাতাস কর বসিয়া॥
কোনখানে লাগিয়াছে খোঁচা গাঞ্চা বাহির কর টানিয়া॥'
হাড়ি বলে, 'হায় বিধি, মোর করমের ফল। ৮৭০
রাজার ছেইলা নিদ্রা গেল বৃক্ষের তলে।
মারুলি বান্ধি লইব আমি ডারাইপুর সহরে॥'
হাড়ি বলে, 'হারে, বিধি, মোর করমের ফল।'
'বিশ্বকর্মা' বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
'গাড়ায়ন্থা' বলি ডাকাইতে লাগিল। ৮৭৫
ডাক মধ্যে তিনজন দরশন দিল॥
তিনজনে আসি হাড়িক প্রণাম করিল।
'কেন ডাকেন, গুরু, আমায় কি কারণ॥'
হাড়ি বলে, 'হারে যাদু, কার পানে চাও।
রাজার ছেইলা নিদ্রা পইল বৃক্ষের তলে। ৮৮০
মারুলি বান্ধি লইব আমি ডারাইপুর সহরে॥
যা যা গাড়ায়ন্থা জঙ্গল ভাঙ্গিয়া।
যা যা বিশ্বকর্মা বেটা ডিট্‌মুণ্ড হৈয়া॥'
বিদায় হইবার আসিল হাড়ির হুজুর॥ ৮৮৫
'বিদায় দেও, বিদায় দেও, গুরুপা জলন্ধরী।
আলগ রথে চলি যাই শ্রীঘর বাড়ি॥'
হাড়ি বলে, 'হারে, যাদু, কার পানে চাও।
একদণ্ড রহিবেন তোমরা ধৈরয ধরিয়া।
যাবত না আইসোঁ মুঞি হাড়ি সিদ্ধা মারুলি দেখিয়া॥' ৮৯০
ওখানে থাকি হাড়ির হরষিত মন।
মারুলির কূলে যাইয়া দিল দরশন॥
মারুলি দেখি হাড়ি খুসি ভালা হইল।
ভাল মাল্লি স্থির করিয়াছেন ডারাইপুর সহরে॥
হাড়ি বলে, 'হায়, বিধি, মোর করমের ফল। ৮৯৫
কার হস্তে মারুলি বান্ধি নেই ডারাইপুর সহর॥'

ধেয়ানের হাড়ি ফির ধেয়ান করি চায়।
ধেয়ানের মধ্যে হাড়ি যমের লাগ্য পায় ॥
হাত মেলিলে হাড়ি সিদ্ধা হাত গেল আকাশ।
পাও মেলিলে হাড়ি সিদ্ধা পাও গেল পাতাল ॥ ৯০০
গায় রোমা বাড়াইয়ে দিলে নাড়া তালের গাছ।
এই রোম যাইয়া সিদ্ধাক যমপুরে ঠেকিল।
লক্ষ লক্ষ যম তবে চমকিয়া উঠিল ॥[১]
বড় যমে বলে, 'দাদা, ছোট যম ভাই।
গুরু বাপ কেনে ডাকায় চল দেখতে যাই ॥' ৯০৫
'সাজ, সাজ' বলি যম সাজিতে লাগিল।
চ্যাংরা চ্যাংরা যম সাজিল মাথায় সোনার টুপি।
জোয়ান জোয়ান যম সাজিল গলায় রসের কাটি ॥
বুড়া বুড়া যম সাজিল হাতে সোনার লাঠি ॥
সৌক যম সাজিয়া গেল আবাল যমের বাড়ি। ৯১০
আবাল যম খাড়া হৈল মাটিত পৈল্ল দাড়ি ॥

সাজি যম অমলা উটপতি কমলা
খসিল যমের মণ্ডপের কপাট।
সাজে যম রজ্জন ধনুকে বান্ধিয়া গুণ
ঐটা স্তাখ যত যমের কাড়ি ॥ ৯১৫
সাজে আবাল যার অষ্ট কপাল
এটা স্তাখ যত যমের সর্দার।
সাজে যম হস্তিকন কুলা হেন যার কান
মুলা হেন যার মুখের দন্ত ॥
সাজে যম এঙ্গা প্যাঙ্গা সাজে যম পিপিড়াঠ্যাঙ্গা ৯২০
দুয়ারধরা তুস্কুরপড়া সব যম সাজিতে লাগিল ॥
চৌদ্দ লাক জমের দুত সাজি বাহির হইল ॥
এক জন ব্যারায় দুই জন ব্যারায় ব্যারায় হল্‌কে হল্‌কে।
একটি হতে ঠ্যাং লাগিল গুরুদেবের সাক্ষাতে ॥

[১]পাঠান্তর: জমপুরক নাগি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল

গুরুর নিকট যাইয়া যম উপস্থিত হইল।
'গুরু, গুরু' বলিয়া তখন প্রণাম জানাইল॥ ২২৫

সিদ্ধা হাড়ি যমক বলিতেছেন,—
'রে বেটা, যম, তোমাকে আমি এই জন্য ডাকছি।'

'আমি একটি রাজার পুত্র আনছি সঙ্গেতে করিয়া।
তাঁয় হাটিতে পরে না যাদু বালায় আসিয়া॥
হাঁটিবার না পারায়ওঁ ছেইলা বালির উপর। ২৩০
ইহার মাল্লি বান্ধি দেও ডারাইপুর সহর॥
ডারাইপুর সহরের মাল্লি দেও আরো বান্ধিয়া।
রাজাক ধরি যাই আমি বৈদেশ লাগিয়া॥'
যেন কালে যম বেটা একথা শুনিল।
থর থর করি যমগুলা কাপিয়া উঠিল॥ ২৩৫
'দেও দেও, গুরু, বাপ, কোদাল দেও আনিয়া।
ডারাইপুর সহরের মাল্লি দেই আরো বান্ধিয়া॥'
যেন কালে যম বেটা কোদাল চাহিল।
কোদালক লাগিয়া সিদ্ধা হুঙ্কার ছাড়িল॥
ডাক মধ্যে নওশো আসিয়া হাজির হইল। ২৪০
যম বেটার তরে সিদ্ধ কামের ফরমাইস দিল॥
জোয়ান জোয়ান যমে যাও চাপা কাটিয়া।
চ্যাংরা চ্যাংরা যমে যাও চাপারে উঠিয়া।
বুড়া বিরধ যমে যাও চাপারে রাখিয়া।
শও হাত ওসার করবেন মাল্লিক এ বুক উচল।[১] ২৪৫
দূরে দূরে খুঁড়ি যাইবেন পুষ্করিণীর জল॥

জম রাজা আসি হাড়িক প্রনাম।
ক্যান ক্যান ডাকায় গুরু হামার কি কাম

[১]পাঠান্তর : সোআ হস্ত ওসার এক বুক উচ্চা।

গুরুর বাক্য যম বেটা বৃথা না করিল।
ছয় মাসের কাজ যম ছয় দণ্ডে করিল ॥
করদস্ত হয় যম গুরুর কাছে বিদায় চাইল ॥
'বিদায় দেও, বিদায় দেও, গুরু, বিদায় দেও আমারে। ৯৫০
তোমার আজ্ঞা পাইলে যাই যমপুরীর মাঝারে ॥'
যেন কালে যম বেটা বিদায় ভালা চাইল।
সকল যমক হাড়ি সিদ্ধা বিদায় করি দিল ॥
গাছের লতা দিয়া আবাল গোদাক বান্ধিয়া রাখিল ॥
কচ্ছপ মুনিক লাগি সিদ্ধা হুঙ্কার ছাড়িল ॥ ৯৫৫
ডাক মধ্যে কচ্ছপ মুনি আসিয়া খাড়া হৈল ॥
'কিবা কর, কচ্ছপ মুনি, নিশ্চিন্তে বসিয়া।
বুক ঢাকুরি আরুলি দে সামান করিয়া ॥'
গুরুর বাক্য কচ্ছপ মুনি বৃথা না করিল।
বুক ঢাকুরি মারুলিক সামান করিল ॥ ৯৬০
হাইড়ানিক লাগিয়া সিদ্ধা হুঙ্কার ছাড়িল।
ডাক মধ্যে হাইড়ানি আসিয়া হাজির হৈল ॥
খোলা খাপড় ঘাস জাবুরা চেছিয়া ফেলাইল ॥
বাইন কুচিয়াক লাগি হুঙ্কার ছাড়িল।
ডাক মধ্যে বাইন কুচিয়া আসিয়া হাজির হৈল ॥ ৯৬৫
গায়ের ন্যাট দিয়া মাল্লি লেপিতে লাগিল ॥
মাইলানিক লাগিয়া সিদ্ধা হুঙ্কার ছাড়িল।
ডাক মধ্যে মাইলানী আসিয়া খাড়া হৈল ॥
'কিবা কর, মাইলানী, নিশ্চিন্তে বসিয়া।
আতর গোলাপ চন্দন দে তুই মারুলিত ছিটায়া ॥ ৯৭০
গুরুর বাক্য মাইলানী বৃথা না করিল।
আতর গোলাপ চন্দন মারুলিত ছিটাইল ॥
সউব দেবগণক সিদ্ধা বিদায় করি দিল ॥
হাত মেলিল হাড়ি সিদ্ধা, হাত গেল আকাশ।
পাও মেলিল হাড়ি সিদ্ধা, পাও গেল পাতাল ॥ ৯৭৫

গায়ের রোমা বাড়ে দিলে নাড়া তালের গাছ ।
এই রোমা যাইয়া সিদ্ধাক লঙ্কায় ঠেকিল ॥
এক হনুমান লক্ষ বানর চমকিয়া উঠিল ॥[১]
ছোট হনুমান বলে, দাদা, বড় হনুমান ভাই ॥
গুরু বা কেনে তলপ কৈচ্ছে চল দেখতে যাই ॥ ৯৮০
কলা পাকিয়া দেখ মঞ্জিয়া আছে পাত।'
এক এক হনুমান খাইল পির ছয় যে সাত ॥
লঙ্কাক লাগি হাড়ি সিদ্ধা হস্ত আগেয়া দিল ।
লক্ষ লক্ষ হনুমান হাড়ির হস্তে চড়িল ॥[২]
লঙ্কা হইতে হনুমান মঞ্চকে নামিল । ৯৮৫
'গুরু, গুরু' বলিয়া তখন প্রণাম জানাইল ॥

হনুমান আসিয়া বলছে, 'ওগো, গুরু ।
আমাকে ডাকছেন কি কারণ'—
'এই কারণে হনুমান বান্নু ডাক দিয়া ।
এক দণ্ড যাও পাহাড় পর্বতক লাগিয়া ॥[৩] ৯৯০

[১]পাঠান্তর : হনুমানক নাগি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল ।
ডাক মধ্যে হনুমানের আসন নড়িল ॥

[২]পাঠান্তর : চৌদ্দ লাক হনুমান সাজিয়া বাহির হইল ।
সারা আস্তাএ আইল হনুমান করি তাড়াতাড়ি ।
হাড়ির আগে ডারাই হুএ চৌদ্দ কুড়ি ॥
সারা আস্তায় আইল হনুমান গল্প সল্প করিয়া ।
হাড়ি সিদ্ধাক প্রনাম করিল টক্ করিয়া ॥

[৩]পাঠান্তর : রাজার ছাইলা নিদ্রা পাইল বৃক্ষের তলে ।
বড় রৌদ্রের জালা হইয়াছে মারলির উপরে ॥
দুই পাশে বৃক্থ দ্যাও নাগাইয়া ।
ছায়ায় ছায়ায় ধরি জাইব রাজ দুলালিয়া ॥

কত কত পাষাঁণ আনিবেন বুক্‌খে করিয়া।
আর কত পাষাণ আনিবেন লেজে পলটিয়া॥
আর কত পাষাণ আনবেন মস্তকে করিয়া॥'

গুরুর বাক্য হনুমান বৃথা না করিল।
পাহাড় পর্বতক লাগি গমন করিল॥[১] ৯৯৫

[১]পাঠান্তর: একেনা হনু আছে টেটিয়া বজর।
সেই উত্তর করছে হনুর বরাবর॥
দাদা কার ঘরে খাই আমরা কার ঘরে রহি।
তিন কোনার মানুষ গরু এক কোন করিতে পারি॥
খুদ্র হাড়ির কথায় আমরা ব্যাগার খাটি মরি।
হনু বলে শুন গুরু কার প্রানে চাও॥
খিদা তেষ্টা হইয়াছে আমার শরিলের ভিতর।
ক্যামন করি বৃকৃথ আনিব পবনের নন্দন॥
হাড়ি বলে হায় হনু এই তোর ব্যাবহার।
হু হু বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
কলার বাগুচা ঐ খানে জম্মাইল।
হস্তের ঠায় দিয়া কলার বাগুচা ছাখাইল॥
হাড়ি বলে হনুমান কার প্রানে চাও।
পাকিয়াছে কলা মঞ্জিয়া আছে পাত।
এক এক হনুমান খাও কলা পির ছয় সাত॥
জখন হনুমান বাগুচা দেখিল।
ঝাপাঝাপি লাফালাফি করি কলার বাগুচা প্রবেশ করিল॥
পাকিয়াছে কলা মঞ্জিয়াছে পাত।
এক এক হনুমান খাইলে কলা পির ছয় সাত॥
কলা খাইয়া হনুমানের না ভরিল প্যাট॥
ক্রোধ হএ কামড়ায় হনুমান কলার মুড়াত।
সমুখের সমস্ত দাঁত হএ গ্যাল বিনাস॥

কত কত পাষাণ আনিলেক বুক্থে করিয়া।
আর কত পাষাণ নিলে লেজে পলটিয়া॥
আর কত পাষাণ নিলে মস্তকে করিয়া।
আর কত ফুলের গাছ নিল উগাড়িয়া॥
পাষাণ আনিয়া হনুমান গুরুর নিকট দিল। ১০০০
আবাল গোদার বন্ধন সিদ্ধা খালাস করি দিল॥

হাড়ি বলে হারে জাদু পবনের নন্দন।
ক্যামন করি বৃক্থ আনিবেন আমার টে ন্যাও শুনিয়া॥
বৃক্থ মধ্যে আনিবেন আম্র কাঁটাল।
বৃক্থ মধ্যে আনিবেন শাল আর সিমল॥
বৃক্থ মধ্যে আনিবেন পালাস মান্দার।
বৃক্থ মধ্যে আনিবেন বট আর পাইকর॥
বৃক্থ মধ্যে আনিবেন গুআ নারিকেল।
ফুল মধ্যে লাগাইবেন দিতিয়া মালতি।
তার পরে লাগাইবেন সন্ধা মালতি॥
ফুল মধ্যে লাগাইবেন চাম্পা নাকেস্সর।
ফুল কুটি নাস করিবে রাজার কুঙর॥
নট্টক পানিয়াল গাড়েন সারি সারি।
ফুল লাগাইবেন হনুমান ফুলের না পান দিশা।
সরেস্সতি পুজে হনুমান লইয়া জাএন কানসিসা॥
দুই পাশে বৃক্থ দ্যাও লাগাইয়া।
ছায়ায় ছায়ায় ধরি জাব রাজ দুলালিয়া॥
আম্রের গাছত লাগাইবেন পান বেশআল।
গুআর কাছে লাগাইয়া থুইবেন চুনের ভাণ্ডার॥
মুখ শুকাইলে পান খাইবে রাজার ছাওআল॥
জখন হনুমান এ সংবাদ শুনিল।
রাম রাম হনুমান হৃদএ জপিল॥
ওখানে থাকি হনুমান করি গ্যাল তাপ।
পর্বতক নাগি বেটা মারিলেন এক লাফ।

'কিবা কর, আবাল গোদা, নিশ্চিন্তে বসিয়া।
পাষাণ দিয়া ডিগির দেও চা'র ঘাট বান্ধিয়া ॥
ফুলের বাগিচা দেও মারুলির বগলে লাগায়া ॥'
যখনে হাড়ি সিদ্ধা নয়নে মারুলিক দেখিল। ১০০৫
আবাল গোদা দুই যমক বিদায় করি দিল ॥
লঙ্কাক লাগিয়া সিদ্ধা হস্ত আগেয়া দিল।
লক্ষ লক্ষ হনুমান হস্তে চড়িল ॥
লঙ্কায় যাইয়া হনুমানের বুদ্ধি আলোক হৈল ॥
ছোট হনুমান বলে, 'দাদা, বড় হনুমান ভাই। ১০১০
হাড়িয়া একটা কে হৈল উঁয়ায় কোন জন।
উঁয়ার হুকুমে গেনু দাদা রৌদত খাটিবার ॥ [১]

পর্বতের কুলে জাইয়া গাএ হইল বল।
আপন আপন করি বৃক্‌থ নইলে ভিন্ন করিয়া।
কোন কোন বৃক্‌থ নইলে ন্যাজে বান্দিয়া ॥
কোন কোন বৃক্‌থ নইলে মস্তকে তুলিয়া।
আদোনের মৃত্তিক হইতে এক এক বৃক্‌থ নইলে তুলিয়া ॥
ওখানে থাকি হনুমানের হরসিত মন।
মারলির কুলে জাইয়া দিল দরশন ॥
মারলির কুলে জাইয়া দরশন দিল।
ক্রমে ক্রমে বৃক্‌থ গাড়িতে নাগিল ॥
বৃক্‌থ নাগাইয়া হনুমান পাইয়া গ্যাল কুল।
বিদায় হইতে জায় হাড়ির হুজুর ॥

[১]পাঠান্তর : একনা হনুমান আছে টেটিয়া বজর।
সেই উত্তর জানায় হাড়ির বরাবর ॥
কার গৃহে খাই আমরা কার গৃহে রহি।
অল্প কথায় আমরা হাড়িক ব্যাগার দিতে জাই ॥
আনিবার সময় আন'লে হাড়ি মন্তরের তাপ।
জাবার সময় জাব আমরা কোন্ কোন্ পথে ॥

রাম রথের ডোর আনিতো নিগিয়া।
হাড়ি শালার হাতত লাগাই বঁড়শী গিঁট দিয়া ॥
ছাওয়ায় ছোটায় লঙ্কার লাগি তুলি টান দিয়া ॥'
রাম রথের ডোর হাড়ির হস্তে লাগাইল। ১০১৫
ছাওয়ায় ছোটায় হনুমানের ঘর টানিতে লাগিল ॥

তবুনি হনুমান আমি এ নাম পাড়াব।
জাবার সময় হাড়ির সঙ্গে একটি জুদ্ধ করিব ॥
ক্যামন আছে হাড়ি সিদ্ধা আমি পরিক্‌থা করি নব ॥
সমস্ত আস্তাএ জায় হনুমান গল্প সল্প করিয়া।
হাড়ি সিদ্দাক প্রনাম করে জোড় হস্ত করিয়া ॥
হাড়ি বলে হারে বেটা পবনের নন্দন।
জে গল্প করিয়াছেন পস্তের উপর।
তার সংবাদ জানি পাইয়াছি বৃক্‌খের তল ॥
আনিবার সময় আনিলাম আমি মন্তরের জোরে।
জাবার সময় জাও বেটা আমার শরিলের উপরে ॥
একটা একটা করিয়া চড় আমার হস্তের উপর।
হস্তে হস্তে তুলি থুব আমি পর্বতের উপর ॥
আপনার সাজন হাড়ি সাজিতে নাগিল।
আলগৈড় মাল গৈড় তিনটা গৈড় দিল ॥
মন রাশি ধুলা শরিলে মাখিল ॥
উঠিল হাড়ি সিদ্ধ গাও মোড়া দিয়া।
সগ্‌গে নাগিল মস্তক ঠেকিয়া ॥
হস্ত ম্যালে হাড়ি সিদ্ধার হস্ত গ্যাল আকাশ।
পা ম্যালে হাড়ি সিদ্ধা পা গ্যাল পাতাল ॥
রোম গ্যাল হাড়ি সিদ্ধার নাড়িয়া তালের গাছ ॥
দেখিয়া হনুমানক নাগিল তরাস ॥
বড় বড় হনুমান প্রনাম করিয়া, একটা একটা করি চড়ে শরিলের উপর
হস্তে হস্তে তুলি রাখে পর্বতের উপর ॥
গৈড় পাড়ি ব্যাড়ায় মৃত্তিঙ্গার উপর ॥

থাক পড়ি হাড়িক তুলিবার হাত খান নড়াইতে না পাইল।
সউব হনুমান হাড়ির হস্তত প্রণাম জানাইল ॥
অন্তর ধিয়ানে হাড়ি সিদ্ধা জানিতে পারিল।
'বেটা নিকট আসিয়া ডাকায় আমাক গুরু, গুরু বলিয়া। ১০২০
লঙ্কায় যাইয়া গালি দিলেন শালি বলিয়া ॥

হাড়ি বলে হারে বিধি মোর করমের ফল।
কাম কাজ্য করিতে পাইছে এইটা হনুমান রসাতল ॥
এও হনুমানের বদ্দ লাগিবে মস্তকের উপর ॥
জখন হনুমান এ কথা শুনিল।
মনে মনে হনুমান জলিয়া ক্রোধ হইল ॥
রাম রাম হনুমান হৃদএ জপিল ॥
ওখানে থাকি হনুমান করিলেন তাপ।
হাড়ির ঘাড় বলি মারিলে এক ঝাপ ॥
ঘাড়ে জাইয়া দরশন দিল।
হাড়ির ঘাড় ধরি তিনটা দোবান দিল ॥
ত্রি কোন পৃথিবি কম্পবান হইল।
হাড়ি না নড়িল তার জমিন খান নড়িল ॥
রাম রাম হনুমান তার শরিলে আরও জপিল।
আপনার সিমামাত্র জাইয়া বেটার গাত্র হইল বল ॥
লম্প লম্প করি ল্যাজ বাড়াইতে নাগিল।
আপনার সীমানাএ জাইয়া বেটার গাএ হইল বল ॥
এক প্যাচ দুই প্যাচ তিন প্যাচ দিল ॥
দিয়া হাড়িক ভিড়িয়া বান্ধিল ॥
ক্রমে ক্রমে হাড়িক টানিতে নাগিল।
হাড়ি বলে হারে বেটা এই তোর ব্যবহার।
খুদ্র হইয়া নড় বেটা আমার বরাবর ॥
হু হু বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
খুরুপা বান মারিলে তুলিয়া ॥

যা যারে, হনুমান বেটা, তোক দিলাম বর।
মুখ পোড়া বানর হৈয়া থাক শয়ালের ভিতর ॥
টিকাত চাপড় দিয়া নিবে ত্যালেঙ্গা সকল ॥'

যখন হাড়ি সিদ্ধা অভিশাপ দিল। ১০২৫
মুখ পোড়া বান্দর হৈয়া বনেতে থাকিল ॥
লঙ্কা হৈতে হস্ত হাড়ি টানিয়া নামাইল।
মারুলি দেখিয়া সিদ্ধা বড় সুখী হৈল ॥
হাড়ি সিদ্ধা বলে, 'জয় বিধি, কর্মের বোঝ ফল।
বড় দুঃখে মারুলি বান্ধি নিমু ডারাইপুর সহর ॥ ১০৩০
বজ্র চাপড় রাজাক মারোঁ তুলিয়া।
যদি কালে ওঠে উয়াক মায়ের নাম নিয়া।
তবে রাজাক না নিব মারুলিত হাটৈয়া ॥[১]
যদি কালে ওঠে গুরু গুরু বলিয়া।
তবে রাজাক নিযাব মারুলিত চড়ায়া ॥' ১০৩৫
বজ্র চাপড় রাজাক তুলিয়া মারিল।
'গুরু, গুরু' বলিয়া রাজা কান্দিয়া উঠিল ॥

হনুমানের ল্যাজ হাড়ি ফ্যালাইল কাটিয়া ॥
ছিড়া ল্যাজ নিলে হনুমান বোকনা করিয়া।
রাম বলিতে বলিতে চলিল হাটিয়া ॥
হাড়ি বলে হনুমান তোক দিলাম বর।
মুখ পোড়া বানর হএ থাক রাজ্যের ভিতর ॥
টিকরা ডাঙ্গাইয়া নিবে ত্যালেঙ্গা সকল ॥
মুনির বাক্য লঙ্ঘন না জায়।
জৎ ঘড়ি শাপিল হাড়ি তৎ ঘড়ি পোআইল ॥

[১]পাঠান্তর : জদি উঠে ছাইলা মাও মাও বলিয়া।
আর কিছু দুস্ক দিব জঙ্গল বেড় দিয়া ॥

বাম হস্ত দিয়া রাজার ডাইন হস্ত ধরিল।
মারুলি দেখিয়া রাজা বড় সুখী হৈল ॥[১]
নানা জাতি পুষ্প রাজা নয়নে দেখিল। ১০৪০
সুবুদ্ধ ছিল রাজার কুবোধ লাগাল পাইল।
গুরুর তরে কটু বাক্য বলিতে লাগিল ॥
'নি যাবার দিনে নি যাইস, গুরু, এই কিনা পথে।
আর গোটা চারি ফুল নি যামু রাণীর কারণে ॥'[২]
হাড়ি বলে, 'জয় বিধি, কর্মের বোঝ ফল। ১০৪৫
বড় দুঃখে মারুলি বান্ধনু পথের উপর ॥
একটা পুষ্প নাই দেই আমি ঈশ্বরক বাড়ায়া।
তাতে পুষ্প নিবার চালি তোর রাণীক বলিয়া ॥
থাক একেনা দুঃখ পাঞ্জারের ভিতর।
একনা দুঃখ দিম বেটাক কলিঙ্গা বন্দর ॥'[৩] ১০৫০

এখন গুরু শিষ্যে যাইছে পন্থ হাঁটিয়া।
হাড়ি বলে, 'হারে যাদু, রাজ দুলালিয়া ॥
মারুলি বান্ধিয়া আমি বড় পাইনু দুখ।
বার কড়া কড়ি দে আমাক গাঞ্জা কিনিয়া খাই ॥
গাঞ্জা কিনিয়া খাইয়া আমি গায় করি বল। ১০৫৫
তবে নি ধরিয়া যাইম তোক ডারাইপুর সহর ॥'
রাজা বলে, 'শুন, গুরু, গুরুপা জলন্ধরী।
তোমার মহিমা আমি বুঝিবার না পারি ॥
আমিত না জানি তোমরা অনাচারে খাও।
অনাচারের সঙ্গে আইম কোন জন। ১০৬০
অনাচারের সঙ্গে আইলে অবশ্য মরণ ॥'

---

[১]পাঠান্তর : দুই নঙ্গুলে রাজার কান্দে তুলিয়া দিল ভার।
এবায় বাতাসে রাজা নাগিল হালিবার ॥

[২]পাঠান্তর : ছোট রানির বাদে।

[৩]পাঠান্তর : দুনো রানি দিম এলায় শ্রীকলার বন্দরে ॥

হাড়ি বলে, 'হারে বেটা, রাজ দুলালিয়া।
দণ্ড কথা কইস আমার বরাবর ॥'

কতক দূরে যায় হাড়ি কতক পন্থ পায়।
'কড়ি, কড়ি' বুলিয়া ঐ হাড়ি চ্যাচায় ॥ ১০৬৫
রাজা বলে, 'শুন গুরু, গুরুপা জলন্ধরী।
বার কড়া লাগে কেন বার কাহন আছে।
এয়ার ভাঙ্গ ধুতুরা খাইয়া ভুলেন যেন শেষে ॥'[১]
হাড়ি সিদ্ধা বলে, 'জয় বিধি, কর্মের বোঝ ফল।
এর মা ময়না জ্ঞানত ডাঙ্গর। ১০৭০
বার কাহন কড়ি দিছে ঝোলঙ্গার ভিতর ॥
এই ধন ধরিয়া বেটার গরব হৈছে বড়।
তেমনিয়া হাড়ি সিদ্ধা এই নাও পাড়াব।
ঝোলার মাণিক মোহর কড়ি শূন্যে চালি দিব ॥
বার কড়া কড়ির থাকি বান্ধা থুইয়া খাব ॥' ১০৭৫

মহামন্ত্র গিয়ান নিলে হাড়ি হৃদয়ে জপিয়া।
ঝোলার মোহর মাণিক কড়ি দিলে শূন্যত চালিয়া ॥[২]

[১]পাঠান্তর : কতেক তুরে জাএঞা সিদ্দা কতেকপন্থ পাইল।
তুধ খাবার বারো কোড়া কড়ি রাজার কাছে চাইল
জাতু—মারুলি বান্দিয়া বেটা বড় পান্থ তুখ।
বারো কোড়া কড়ি দে মুক্তি কিনিয়া খাইম তুধ ॥
জখন হাড়ি সিদ্দা তুধ খাবার কড়ি চাহিল।
গুরুর সাক্ষাৎ মহারাজা গল্প করিল ॥
বারো কোড়া ক্যানে গুরু বার কাওন আছে।
মদ ভাঙ্গ খাএঞা তোরা ফ্যালান যদি শ্যাসে ॥

[২]পাঠান্তর : হু হু শব্দ করিয়া হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
বার কাহন কড়ি রাজার শুন্যে উড়াই দিল ॥

কতেক দূর যাইয়া হাড়ি কতেক পন্থ পায়।
'কড়ি, কড়ি' বলিয়া ঐ হাড়ি চ্যাঁচায় ॥
হাড়ির জিদ্দি রাজা সইবার না পারিল। ১০৮০
আস্তব্যস্ত হৈয়া রাজা ঝোলায় হাত দিল ॥
ঝুলিত হস্ত দিয়া রাজা পড়িয়া গেল ধান্দা।
ঝুলির কড়ি ঝুলিত নাই, 'গুরু বাপ, এ কেমন কথা ॥
উপরে আছে গিরো গাইট তলত নাই যে ভাঙ্গা।
ঝুলির কড়ি ঝুলিত নাই, গুরু বাপ, মোক থুইয়া খা বান্ধা' ॥ [১] ১০৮৫
যেন কালে ধর্মী রাজা বান্ধার নাম নিল।
বসুমাতাক ইষ্টদেবতাক প্রমাণ রাখিল ॥
'রইও, রইও, বসুমাতা, তুমি রইও সাক্ষী।
রাজপুত্র বন্ধক নিল হাড়ির দোষ কি ॥[২]

কলিঙ্গার হাটে

বার গাইটা দড়ি দিয়া ভিড়িয়া বান্ধিল। ১০৯০
'বান্ধা, বান্ধা' বলি সিদ্ধা চেঁচাইতে লাগিল ।[৩]

---

[১]পাঠান্তর: আদ মোন করিয়া এক মোন পাথর ঝোলায় সিজাইল।
ভাত ধরিয়া ধম্মিরাজা ডুগিবার লাগিল ॥
দে দে কড়ি বলিয়া হাড়ি কাউসিবার লাগিল ॥
একবার দুই বার গোস্যা নাগাইল পাইল।
ঝোলঙ্গার গিরা খুলিয়া ফেলাইল ॥
ঝোলার গির খুলিয়া পড়িয়া গেল ধান্দা।
ঝোলার কড়ি ঝোলায় নাই অচম্বিতের কথা ॥

[২]পাঠান্তর: 'আমার লাগে চোখের ধান্দা' এবং তৎপরে—
কড়ি দিবার না পারিলাম আমি তোমার বরাবর।
বান্দা থুইয়া খাও আমার বন্দরের ভিতর ॥

[৩]পাঠান্তর: চট করিয়া হাড়ি সাকৃখি মানিল।
হেরন তেরন বসুমতি তোমরা রন সাকৃখি।
আপনি মএনার ছেইলা মানিল বিক্রি ॥

কলিঙ্গার বাজার লাগি গমন করিল ॥
বোল্লাচাকি কলিঙ্গার বাজার গেইছে লাগিয়া।
ঐ হাটক লাগি গুরু শিষ্যে গেলত চলিয়া ॥
'বান্ধা, বান্ধা' বলি হাড়ি বেড়ায় ত চেঁচাইয়া॥ ১০৯৫
'বান্ধা নেও, বান্ধা নেও লবণবেচি বাই।
বার কড়া কড়ি দেও ছাইলাক বান্ধা থুই ॥
বান্ধা নেও, বান্ধা নেও সুপারিবেচি বাই।
বার কড়া কড়ি দেও ছাইলাক বান্ধা থুই ॥
বান্ধা নেও, বান্ধা নেও তেইলানি হের বাই। ১১০০
বার কড়া কড়ি দেও ছাইলাক বান্ধা থুই ॥
বান্ধা নেও, বান্ধা নেও মাইলানি হের বাই।
বার কড়া কড়ি দেও ছাইলাক বান্ধা থুই ॥'

'বান্ধা, বান্ধা' বলি বাজারত চেঁচাইতে লাগিল।
ছাইলার রূপ দেখিয়া কেউ বন্ধক না নিল ॥ ১১০৫
পুর্ব পশ্চিম উত্তর গলি বেড়াইল ঘুরিয়া।
অবশেষে গেল সিদ্ধা কালাইপট্টি লাগিয়া ॥
'বান্ধা নেও, বান্ধা নেও কালাইবেচি বাই।
বার কড়া কড়ি দেও ছাইলাক বান্ধা থুই ॥'
যেন কালে কালাইবেচি রাজাক দেখিল। ১১১০
রাজার রূপ দেখিয়া ঢলিয়া পড়িল ॥[১]

[১]পাঠান্তর: বান্দা বান্দা বুলিয়া হাড়ি চ্যাচাবার নাগিল।
ঘর হইতে মুড়িআনি বাহিরা বারাল ॥
ক্যামন চ্যালা আনছেন তোরা আমার বরাবর।
চ্যালা কোনা ছাখবার চাই মুড়িআনি ॥
হস্ত ধরিয়া ধম্মিরাজাক দিলে ছাখাইয়া।
রাজার রূপ দেখি মুড়িআনি ঢলিয়া পড়িল।
মিনতি করিয়া কথা বলিবার নাগিল ॥

কালাইর দোকান কালাইবেচি ন্যাদেয়া ফেলায়া।
ধর্ম্মিরাজের কোমর ধৈল্লে মরিম বলিয়া॥
কালাইবেচি যখন রাজার কোমর ধরিল।
যত দোকানীর মাথায় বজ্জর ভাঙ্গি পৈল॥ ১১১৫
লবণবেচি বলে, 'দিদি, কোমরক ছাড়েক তুই।
লবণের দোকান থুইয়া কোমর আগে ধরছোঁ মুঞি॥'
স্থপারিবেচি বলে, 'দিদি, কোমরক ছাড়েক তুই।
স্থপারির দোকান থুইয়া কোমর আগে ধরছোঁ মুঞি॥'
মাইলানি বলে, 'পিশাই, কোমরক ছাড়েক তুই। ১১২০
ফুলের দোকান থুইয়া কোমর আগে ধরছোঁ মুঞি॥'
হলদিবেচি বলে, 'দিদি, কোমরক ছাড়েক তুই।
হলদির দোকান থুইয়া কোমর আগে ধরছোঁ মুঞি॥'

থাল ভরিয়া সেই টাকা ঝোলা ভরিয়া ন্যাও।
বান্দা ছান্দার কাজ্য নাই এইঠে ব্যাচাইয়া জাও॥
হাড়ি বলে আরে মুড়িআনি তোর গালে পড়ুক চওড়।
বান্দা ছান্দা হইলে থুইয়া জাইবার পারি।
আমার বাপের সাধ্য নাই, ব্যাচাইবার না পারি॥
মুডিআনি বলে শুন রতিথ বাক্য মোর ন্যাও।
এর তুল্য তিন তৌল মোহর মুঞি দ্যাওঁ মাপিয়া।
বান্দা ছান্দার কাজ্য নাই জাও ক্যানে ব্যাচাইয়া॥
হাড়ি বলে হায় বিধি মোর করমের ফল॥
দন্ত কথা কইলে বেটি আমার বরাবর॥
জখন মুড়িআনি বেটি বাড়ি মুখো হইল।
সোনার ভোমরা হইয়া হাড়ি শুন্যে উড়িয়া গ্যাল॥
হু হু করিয়া হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
তিন গোলা ধন কড়ি শুন্যে উড়িয়া গ্যাল।
ধন না দেখিয়া মুড়িআনি কান্দন জুড়িল॥
গুরুদেবের নাগিয়া মুড়িআনি এ দৌড় করিল।
জাইয়া মুড়িআনি গুরুদেবের চরনে পড়িল॥

তেইলানি বলে, 'ওগো জ্যাঠাই, কোমর ছাড়েক তুই ।
তেলের দোকান থুইয়া কোমর আগে ধরছোঁ মুঞি ॥' ১১২৫
টানাটানি ঘিচাঘিচি বেলার এক ত্বপর ।
আর এক টান দিলে রাজার ছিঁড়ায় কোমর ॥
সকল দোকানী রাজাক টানিতে লাগিল ।
অকারণ করিয়া রাজা কান্দিতে লাগিল ॥
'গুরু, গুরু' বলি রাজা কান্দিতে লাগিল ॥ ১১৩০

মুড়িআনির তরে হাড়ির দয়া জন্মিল ।
লক্খি লক্খি বলিয়া হাড়ি ডাকিবার নাগিল ।
ডাক মধ্যে লক্খি মাতা দরশন দিল ॥
হাড়ি বলে লক্খি মাতা কার প্রানে চাও ।
এই ত মুড়িআনির ধন তিন ভাগ করিও ॥
এক ভাগ ধন হ্যাও কুবিরের বরাবর ।
এক ভাগ ধন হ্যাও গৃহস্থের বরাবর ।
এক ভাগ ধন হ্যাও মুড়িআনির বরাবর ॥
ওঠে থাকিয়া হাড়ির হরসিত মন ।
পলিস্তার বন্দরে জাইয়া দিল দরশন ॥
পলিস্তার বন্দর হাড়ি তেগারন করিয়া ।
শ্রীকলার বন্দরে হাড়ি উত্তরিল গিয়া ॥
শ্রীকলার বন্দরে মাঝে মাঝে শুন ।
থাক পডিয়া দোকানি নিকারির কথা শোন ॥
শ্রীকলার বন্দরে হাড়ি জাইয়া দরশন দিল ।
বান্দা বান্দা বুলিয়া হাড়ি চ্যাচাবার নাগিল ॥
বান্দা হ্যাও বান্দা হ্যাও মোলাবেচি মাই ।
সুন্দর চ্যালা আনছি বান্দা থোবার চাই ॥
জখন মোলাবেচি রাজাক দেখিল ।
জত মেলা চ্যাংরার হাতে দিয়া ।
ঐ রাজার কোমর ধৈল্লে মরিম বলিয়া ॥

'ওগো গুরুবাপ ! নগরের ঝগড়া বন্দরে আনিয়া ।
বন্দরিয়া বেটি ছাওয়ায় কোমর ফেলাইল ছিঁড়িয়া ॥
রাজার কান্দন দেখিয়া গুরুর দয়া হৈল ।
মহামন্ত্র গিয়ান নিলে হৃদয়ে জপিয়া ।
বায়ু সঞ্চারে ইন্দ্র রাজাক আনাইলো ডাকিয়া ॥ ১১৩৫
ইন্দ্ররাজাক লাগি সিদ্ধা হুঙ্কার ছাড়িল ।
ইন্দ্ররাজা আসিয়া হাড়িক প্রণাম করিল ।
'কেন, কেন ডাকান, গুরু, হামার কিবা কাম ॥

থাল ভরি দেই টাকা ঝোলা ভরি ন্যাও ।
বান্দা ছান্দার কাজ্য নাই এইটে ব্যাচাইয়া জাও ॥
ওঠে থাকিয়া হাড়ির হরসিত মন ।
কলাবেচির কাছে গিয়া দিল দরশন ॥
জখন কলাবেচি রাজাক দেখিল ।
জত মোনে কলাগুলা বুড়ার হাতে দিয়া ।
ঐ রাজার কোমর ধৈল্লে মরিম বলিয়া ॥
ওঠে থাকিয়া হাড়ির হরসিত মন ।
হল্দিবেচির কাছে গিয়া দিলে দরশন ॥
জখন হল্দিবেচি রাজাক দেখিল ।
হল্দির দোকান খানা ন্যাদাইয়া ফ্যালাইয়া ।
ঐ রাজার কোমর ধৈল্লে মরিম বলিয়া ॥
ওঠে থাকিয়া হাড়ির হরসিত মন ।
কালাইবেচির কাছে গিয়া দিল দরশন ॥
বান্দা ন্যাও বান্দা ন্যাও কালাইবেচি মাই ।
সুন্দর চ্যালা আনছি আমি বান্দা থুইবার চাই ॥
জখন কালাইবেচি রাজাক দেখিল ।
কালাইব দোকান খানা দোকোনা করিয়া ।
আপনার মহলে নাগি চলিল হাটিয়া ॥
আপনার মহলে জাইয়া দরশন দিল ।

কিবা কর, ইন্দ্ররাজা, নিশ্চিন্তে বসিয়া।
ঘুঙ্গানি বৈস্‌সন তুই দে আরো ছাড়িয়া ॥ ১১৪০
লাগাও ফ্যারেস্তা মেঘ হৈয়া ছাড়াছাড়া।
কোন দিয়া জল বৃষ্টি কোন দিকে খরা ॥
এলা হানে আইস ঝড়, বেল হেন পাথর।
তিন মল্লুক ছাড়িয়া বৈস দোকানের উপর ॥'
হাড়ির বাক্য, ইন্দ্ররাজা, বৃথা না করিল। ১১৪৫
রিমিঝিমি বর্ষণ বরষিতে লাগিল ॥

ঘরের সোআমিক বাপ দায় দিয়া।
ঐ রাজার কোমর ধৈল্লে মরিম বলিয়া ॥
থাল ভরি দেই টাকা ঝোলা ভরি ন্যাও।
বান্দা ছান্দার কাজ্য নাই এইঠে ব্যাচাই জাও ॥
হাড়ি বলে হারে কালাইবেচি কার পানে চাও।
দক্‌খিনদেশি রথিত নামে ব্রহ্মচারি।
কখন চ্যালাক আমি ব্যাচাবার না পারি ॥
বান্দা হইলে একবার থুইয়া জাইবার পারি।
আমার বাপের সাধ্য নাই ব্যাচাইবার পারি ॥
কলাবেচি, মোলাবেচি, হল্‌দিবেচি, কালাইবেচি
সবায় ধৈল্লে রাজার কোমর মরিম বলিয়া।
আপনা আপনি নিবার চায় আপনার বাড়ি বুলিয়া
টানাটানি করে রাজাক ব্যালার তিন পহর।
এর একনা টান দিলে ।ছড়ে কোমর ॥
অকাবন করিয়া রাজা কান্দন জুড়িল।
ক্যানে ক্যানে গুরু অধমের ছাড় দয়া।
বিদেশে আনিয়া আমার মিলালু ঝগড়া।
হাড়ি বলে হারে বেটা রাজদুলালিয়া।
রানির কথা বলছিস বেটা মোক মারলির উপর।
ক্যামন রানি ছাড়ি আইলু আপনার মহল।
দোনো রানি নে বেটা শ্রীকলার বন্দর ॥

রিমি ঝিমি বর্ষণ বর্ষে বেল হেন পাথর।
আর কোনটে না পড়িল দোকানের উপর ॥
ধূমধাম করিয়া ঝড় পাথর বর্ষিতে লাগিল।
সব দোকানী পাথরের কোপেতে রাজার কোমর দিলে ছাড়িয়া। ১১৫০
কালাইবেচি কোমর ধরছে মরিম বলিয়া ॥
'আর তো না দিব আমি রাজাক ছাড়িয়া ॥'[১]
হাড়ি সিদ্ধা বলে, 'জয় বিধি, কর্মের বোঝা ফল।
সব দোকানী রাজার কোমর দিলেত ছাড়িয়া।
ছেঁচড়ি বেটি কোমর ধরছে মরিম বলিয়া ॥ ১১৫৫

আর নে রানি নাগে তোর বরাবর।
আর কিছু রানি থ্যাওঁ তোর গলার উপর ॥
অকারন করি রাজা কান্দন জুড়িল।
হল্‌দিবেচি আর কালাইবেচি বড় ঝগড়া নাগাইল।
মোলাবেচি উঠি বলে কলাবেচি বাই।
ছাড়ি দেই রাজার কোমর আগোত ধচ্ছি মুঞি।
হল্‌দিবেচি উঠি বলে কালাই বেচি বাই।
দন্দ ঝগড়ার কাজ্য নাই পিরিতি করিয়া জাই॥
রাজার কান্দনে হাড়ির দয়া জরমিল।
ইন্দ্র রাজা বলি হাড়ি ডাকিবার নাগিল ॥
রাজার কান্দনে হাড়ির দয়া জরমিল।
ইন্দ্র রাজাক লাগিয়া হুঙ্কার ছাড়িল ॥
ধুমধাম করিয়া পাথর পড়িতে লাগিল।
রাজার কমর ছাড়িয়া সব ঘরাঘরি গেল ॥

[১]পাঠান্তর : কালাইবেচি আটিয়া খ্যাচর।
সিকিম করিয়া ধৈল্লে রাজার কোমর ॥
ঘরের সোআমি আহু বাপ দায় দিয়া।
এই রাজার কোমর মুঞি না দিম ছাড়িয়া ॥

তেমনিয়া হাড়ি সিদ্ধা এই নাও পাড়াব।
ছেঁচড়ি বেটির খ্যাতি বন্দরে রাখিব॥
কিবা কর, ইন্দ্ররাজা, নিশ্চিন্তে বসিয়া।
দশসেরি পাষাণ দে কালাইবেচির পিঠেতে ফেলাইয়া॥'[১]

ক্রুদ্ধমান হৈয়া ইন্দ্ররাজা ক্রোধে জ্বলিয়া গেল। ১১৬০
দশসেরি পাষাণ কালাইবেচির পিঠে ফেলাইয়া দিল।
মের দাঁড়া ভাঙ্গিয়া কালাইবেচির কুজ বাহির হৈল॥
তেমনিয়া ধর্মী রাজার কোমর ছাড়িয়া দিল॥
বাম হস্ত দিয়া রাজার ডাইন হস্ত নিল।
বৈদেশ লাগিয়া গুরু শিষ্যে পন্থ মেলা দিল॥ ১১৬৫
কালাইর দোকান কালাইবেচি নিলে জড়েয়া।
হেচ্‌কে হেচ্‌কে যাইছে আপনার মহলক লাগিয়া॥
কালাইবেচা গরু নিযায় ভিজিয়া ভিজিয়া।
'আউগাও আউগাও, বুড়া, দোকান নিগ্‌ আসিয়া॥[২]
বাঙ্গালিয়া বরকন্দাজ কোমর ফেলাইলে ভাঙ্গিয়া॥' ১১৭০
'হাউক, দাউক' করি কালাইবেচা দোকান আগেয়া নিল।
চালের খড় খসাইয়া কালাইবেচি আগুন জ্বালাইয়া দিল॥
গাও কোনা সেঁকিয়া ঝরঝরা করিল॥
জলতোলা দড়ি কালাইবেচা আনিল তলাসিয়া।
কালাইবেচির হাতত লাগাইল বঁড়শী গিঁট দিয়া॥ ১১৭৫

[১]পাঠান্তর: থাকিতে থাকিতে ইন্দ্রের গোসা নাগাল পাইল।
বাইস মোন পাথর একটা কালাইবেচির কোমরে পড়িল॥
বাপ বাপ বলি বেটি কোমর ছাড়ি দিল॥

[২]পাঠান্তর: দুআর ছাড়, দুআর ছাড় কালাইব্যাচা বোল।
ভিজিয়া মরছোঁ মুই বাহিরে এতক্‌খন॥
কালাইব্যাচা ভাবে এলা মাথাএ হাত দিয়া।
এলায় গ্যাল কালাইবেচি বাপ দায় দিয়া॥
ঘুরি ক্যানে আইল শালির বেটি মহলের নাগিয়া॥

বড় ঘরের তিরত টাঙ্গাইলে ঢুলানি করিয়া ॥
কালাইছেচা গাইল কোনা আনলে তলাসিয়া।
তিন ডাং ডাঙ্গাইলে আর কুজতে আসিয়া ॥
এক ডাং দুই ডাং তিন ডাং দিল।
বাপ দায় দিয়া কালাইবেচি কান্দিতে লাগিল ॥ ১১৮০
'আর না ডাঙ্গাইস, বুড়া, বিস্তর করিয়া।
পরপুরুষের পাছত আমি না যাব চলিয়া ॥'
কালাইবেচি থাউক এখন গারস্তি করিয়া।
রাজাক ধরি হাড়ি সিদ্ধা যাইছে চলিয়া ॥[১]

[১] পাঠান্তর : শ্রীকলার বন্দর হাড়ি ননভন করিয়া।
হীরার মহলক লাগি চলে হাঁটিয়া ॥
কতেক দূর যাইয়া সিদ্ধা কতেক পন্থ পাইল। ১১৮৫
হালুয়া নিকট যাইয়া রুপস্থিত হৈল ?

একটি পাঠে হালুয়ার নিকট যাইবার পুর্বে এক রাখালের নিকট যাইবার নিম্নলিখিতরূপ বিবরণ আছে,—

রাজাক দুস্ক দিলে সিদ্দা কলিঙ্কার বন্দরে নিগিয়া।
ওঠে হইতে গ্যাল সিদ্দা আখোআলক নাগিয়া ॥
বান্দা নে বান্দা নে আখাল প্রানের ভাই।
বার কোড়া কড়ি দে ছেইলাক বান্দা থুই ॥
জ্যান কালে রাখাল মুনি রাজাক দেখিল।
হাড়ি সিদ্দা তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
বার কোড়া ক্যানেরে বৈস্টব বার কাহন ন্যাও।
আর বান্দা ছান্দার কাজ্য নাই আমার ঠে ব্যাচেয়া জাও ॥
সিদ্দা বলে শোনেক আখোআল নন্দন।
দক্ষিন দ্যাশে থাকি আমি নামে ব্রহ্মচারি।
পরের ছাইলাক আমি ব্যাচাইতে না পারি ॥

'বান্ধা, বান্ধা' বলি সিদ্ধা চেঁচাইতে লাগিল।[1]
'বান্ধা নেও, বান্ধা নেও হালুয়া প্রাণের ভাই।[2]
বার কড়া কড়ি দেও ছাইলাক বান্ধা থুই॥'
যখন হালুয়া রাজাক দেখিল। ১১৯০
রাজার রূপ দেখি হালুয়া ঢলিয়া পড়িল॥

আথাল বলে এই কোনাক চ্যাংরা জদি মুঞি আথোআল পাও।
আর চাইট্টা পালের গরু বেশি করিয়া চরাওঁ॥
মুঞি আথোতাল থাকিম আইলত বসিয়া।
ঐ শালার হস্তে নিব ধেনু খ্যাদাইয়া॥
হাড়ি সিদ্দা বলে আথোআল,—
বান্দা নেইক বা না নেইক পালে থাকিয়া।
বিনা অপরাধে শালা বল্লু আমারি চাকৃখসে ডাড়েয়া॥
বেটা অহঙ্কারি তোর কাছে আর বন্দক থুইম না।
জা জারে আথাল বেটা তোক দিলাম বর।
চুন্নি পালাটি গরু হউক তোর পালের উপর॥
চুন্নি পালাটি গরু হএয়া গারস্তের খাউক পাকা ধান।
আর খোলা দিয়া মলি দেউক তোর নাক আর কান॥
কান্দি কাটি জা'ক তোর বাপ মাওর কাছে।
হুলিয়া গুতিয়া পাঠেয়া দেউক জা গরুরু পালতে॥
হাড়ি সিদ্দা অথোআলক জখন রভিশাপ দিল।
চুন্নি পালটি গরু হএয়া ধেনুর পালে থাকিল॥
বাম হস্ত দিয়া আবার ডাইন হস্ত ধরিল।
ঐ ঠে হতে হাড়ি সিদ্দা পন্থ ম্যালা দিল।

[1]পাঠান্তর : তোরা হালুয়া সকল।

[2]পাঠান্তর : জ্যামনতর ছাইলা দেখি ছাইলা রতন জলে।
এই নাকি থাকতে পারে আমার চাসা লোকের ঘরে

'হাউক, দাউক' করি হালুয়া হাল ছাড়িয়া দিল।
হালের ন্যাংরা নিল হালুয়া গালাতে পাল্‌টায়া।
করদস্ত হৈয়া কথা দেয়ছে বলিয়া ॥
'হাতে পদ্ম পায়ে পদ্ম কপালে রতন জ্বলে। ১১৯৫
গৌর বদন শরীর লাগ্‌ছে জ্বলিবারে ॥
এমন রূপ দেখি নাই দেবর দেবস্থান।
কি দিয়া গড়ছে দেহা লাগ্‌ছে জ্বলিবারে ॥
যেমন রূপ আছে রাজার শরীরের উপর।
এই কি খাটিবার পারে আমার চাষা লোকের ঘর ॥ ১২০০
নাহি লাগে তামা কাঁসা নাহি লাগে সিসা।
কোন বিধি ঘটাইছে তনু পাওয়া না যায় দিশা ॥
এমনি ইয়ার বাপ মায় ধরিয়া আছে হিয়া।
তরুণ বয়সেতে দিছে তোক বনবাস পাঠাইয়া ॥
যেমন ছাইলাক দেখি ছাইলা রতন জ্বলে। ১২০৫
ইয়ার যোগ্যমান আছে সেই হীরা নটীর ঘরে ॥
সেই যে হীরা নটী বড় ভাগ্যবান্।
জোড় নাগরা রাখিছে নটী দরজায় টাঙ্গিয়া।
কোন ঠাকার রাজা বাদ্‌সা যদি যায় আরো সাজিয়া ॥
এক ডাং ও দেয় দাম্মাতে যাইয়া। ১২১০
এক হাজার টাকা ন্যায় দরজায়[১] গণিয়া ॥
সোনালিয়া খড়ম দিবে চরণত লাগাইয়া ॥
চামরের বাও দিয়া নিয়া যাবে হাঁকাইয়া ॥
এক হাজার টাকা যে বা দিতে নাই পারে।
ঘাড়ে হাত দিয়া তারে চতুরার বা'র করে ॥' ১২১৫

হাতে রতন পাএ রতন কপালে রতন জলে।
বেনির উপর দুইটি তারা ডগমগ করে ॥

[১]পাঠান্তর : মাচিয়াত।

হালুয়ার বাক্য শুনি সিদ্ধার বড় খুসি হৈল।
হালুয়াকে হাড়ি সিদ্ধা আশীর্বাদ দিল॥
'যা যারে হালুয়া, বেটা, তোক দিলাম বর।
যেখান গ্রামে থাক, যাদু, ঐ খান গ্রাম তোর॥
হালে নাড় হালে চাড় নাম পাড়াইও চাষা। ১২২০
যত দেখেন রাজা বাদ্সা অতিথ দেবগণ তোমার ঘরে আশা॥'
হালুয়াকে হাড়ি সিদ্ধা আশীর্বাদ দিয়া।
হীরা নটীর মহলক লাগি যাইছে চলিয়া॥[১]

নটীর ক্রীতদাস

হাড়ি সিদ্ধা বলে, 'বিধি, কর্মের বোঝ ফল।
তেমনিয়া হাড়ি সিদ্ধা এই নাও পাড়াব। ১২২৫
কেমন হীরা নটী ভাগ্যবান্ নয়নে দেখিব॥'
বাম হস্ত দিয়া সিদ্ধা ডান হাত ধরিল।
হীরা নটীর মহলক লাগি পন্থ মেলা দিল॥
হীরা নটীর দ্বারেতে যাইয়া সিদ্ধা খাড়া হৈল।
নকরি দেখিয়া হাড়ি নাগরা বাজাবার চায়। ১২৩০
'হাউক, দাউক' করিয়া রাজা দোহাই ফিরায়॥
'এক ডাং মারেন যদি নাগরায় তুলিয়া।
এক হাজার টাকা নিবে নটী দরজায় গণিয়া॥
কোঠে হতে টাকা দিম রাজ ডুলালিয়া॥'

[১]পাঠান্তর: খাট খোট গুআ দ্যাখা জায় দিগল নারিকল।
হুর ময়ালে দ্যাখা জায় ওটা কার বাড়ি ঘর॥
হালুয়া বলে কথা গড়িয়া বচন।
আগে খাও রতিথ বেটা পিছে ঘুম জাও।
সারা কালে খাও ভিকৃথা করিয়া।
হিরা নটির বাড়ি তুই না পা'স দেখিয়া॥

হাড়ি বলে, 'হারে যাদু, রাজ দুলালিয়া। ১২৩৫
ভাল ভাল নাগরা থুইছে দরজায় তুলিয়া।
নাগরা বাদ্য করি শুন, রাজ দুলালিয়া।'
এক ডাং মাল্লে হাড়ি নাগরায় তুলিয়া।
দুম্ দুম্ করিয়া পুরীটা উঠিল কাঁপিয়া ॥
নটী বলে, 'হারে, ভাডুয়া, কার পানে চাও। ১২৪০
ভুঁইচাল যাইছে আজ হরি হরি কও ॥' [১]
ফির এক ডাং মাল্লে হাড়ি নাগরায় তুলিয়া।
শব্দ হইল নটীর পুরী বার্তা জানিল।
সোনালিয়া খড়ম হীরা বান্দীক মারিল ॥
'কোনঠাকার রাজা বাদ্‌সা আচ্ছে চলিয়া। ১২৪৫
দুই হাজার টাকা নেইস দরজায় গণিয়া ॥'
থাকিতে থাকিতে হাড়ির গোসা লাগাল পাইল।
আর এক ডাং নাগরায় মারিল ॥

জখন হালুয়া ব্যানামুখ্‌খ হইল।
সোনার ভোমরা করি রাজাক ঝোলঙ্গাএ ভরিল ॥

[১]পাঠান্তর : লকরি খসেয়া দাম্মাত ডাং বসাইল।
হিরা জিরা দুই বো'ন চম্‌কিয়া উঠিল ॥
সোনার ঝাড়ির মুখোত গামছা বান্দি ফিকাইল ॥
কিবা কর বান্দি বেটি নিছন্তে বসিয়া ;
কোন বা টাকার রাজা বাস্‌সা আইল চলিয়া ॥
দশ ডাং দিলে দাম্মাত আসিয়া।
দশ হাজার টাকা ন্যাও মাচিয়াএ গনিয়া ॥
পিতলের ডালি নিগা বান্দি বগলে করিয়া।
এক দুই করি দশ হাজার টাকা নেইস আরো গনিয়া ॥
জখন হিরা নটি হুকুম করিল।
পিতলের ডালি নিলে বান্দি বগলে করিয়া।
টাকা নিবার বাদে জাএছে বান্দি বাহেরার নাগিয়া ॥

নটী বলে, 'হারে বান্দী, কার পানে চাও।
সলেয়া সরকারক ত আইস ধরিয়া।' ১২৫০
তিন হাজার টাকা থুক দপ্তরে লেখিয়া।
নটী সরকার টাকা লেখে মহলের ভিতর।
হাড়ি জানিতে পাইল বাহিরে সকল ॥
তিন হাজার টাকা নটী দপ্তরে লেখিল।
টুপ্পুস করিয়া এক ডাং হাড়ি নাগরায় ডাঙ্গাইল ॥ ১২৫৫
চাইর হাজার টাকা নটী দপ্তরে লেখিল ॥
থাকিতে থাকিতে হাড়ির গোসা লাগাল পাইল।
আর এক ডাং নাগরায় ডাঙ্গাইল ॥
পাঁচ হাজার টাকা সরকার দপ্তরে লেখিল ॥
থর থর করি হাড়ি কাঁপিবার লাগিল। ১২৬০
নিদ্দাম ছয় বুড়ি ডাং নাগরায় ডাঙ্গাইল ॥
হাতের কলম ভূমে থুইয়া সলেয়া সরকার টক্‌টকি লাগিল ॥
এক দরজা দুই দরজা তিন দরজা গেল ॥
হাড়ি সিদ্দাক দেখি বান্দী চমকিয়া উঠিল ॥[1]

---

[1]পাঠান্তর: নটি বলে হারে বান্দি কার প্রানে চাও।
দুই জন হিরার বান্দি সাজিয়া ব্যারাও ॥
এক হাজার টাকা নেইস দরজাএ গনিয়া।
সোনালি খড়ম দেইস চরনে নাগাইয়া ॥
শিঘ্রগতি ধরি আয় আমার মহলক নাগিয়া ॥
জখম হিরার বান্দি সাজিয়া ব্যারাল।
ব্যারায়া বান্দির ঘর হাড়িক দেখিল ॥
গজ্জিয়া গজ্জিয়া কথা বলিবার নাগিল ॥
তুমি কি জাইবেন মোর মহলক নাগিয়া।
এই ন্যাও সোনালি খড়ম চরনে নাগাইয়া ॥
এক হাজার টাকা দ্যাও আমার দরজাএ গনিয়া ॥

ভিতর অন্দর যাইয়া নটীক বলিতে লাগিল। ১২৬৫
'ওগো, মা! নাই আইসে রাজা বাদ্‌সা নাই আইসে সাজিয়া।
কোন ঠাগার বোষ্টম একটা আসছে সাজিয়া॥
বাওন্নি মুনি কেঁথা আনছে কোমরে বান্ধিয়া।
চল্লিশ মুনি সোডা নিছে বগলে উঠিয়া॥

যখন হাড়ি এ কথা শুনিল।
বান্দির তরে কথা বলিবার নাগিল॥
গুণ্ডা নই গুণ্ডা নই রতিথের কুঙর।
ভাল চ্যালা বান্ধা থুইম তোর হিরা নটির ঘর॥
জখন বান্দির বেটি এ কথা শুনিল।
জোড়হস্ত হইয়া কথা বলিতে নাগিল॥
ক্যামন চ্যালা আনছেন আমার মার বরাবর।
চ্যালা কোনা বা'র কর দেখি মোরা বইন দুই জন॥
হস্ত ধরি ধম্মি রাজাক দিলে ছাড়িয়া।
পুন্নিমার শশির নাকান উঠিল জলিয়া॥
রাজার রুপ্প দেখি বান্দি পইল ঢলিয়া॥
দিদি!
এমন রুপ্প দেখি নাই ত্যাবের ত্যাবস্থানে।
কি দিয়া গড়ছে দেহা নাগছে জলিবারে॥
কোন রাগৌবরি গরবে দিছে ঠাঞি।
বিশ্বকম্মাএ গড়িছে ছেইলাক খানিক খুত নাই॥
আমার সোমার হইলে দিদি গলাএ বান্ধি নেব।
নগরে মাগিয়া ভিক্ ঘরে বইসা খাব॥
হাড়ি বলে হারে বান্দি কান্দ কি কারন।
দৌড় পাড়ে জা খবর জানাও হিরার বরাবর॥
বান্দা নি নবে তোমার হিরা সকল॥
দৌড় পাড়ে বাড়ির বেটি খবর জানায় হিরার বরাবর॥
বান্দা নাকি নিবে তোমার হিরা নটি মাই।
দেখো দেখো কেমন চেলা দেখিবার চাই॥

পঞ্চাশ মণি টোপ নিছে মস্তকে করিয়া। ১২৭০
নয় মণিয়া লোহার খড়ম নিছে চরণে লাগায়া ॥
কান তুইটা দেখা যায়, মা, ঝাড়ি খেওয়া কুলা।
চক্ষু তুটা দেখা যাইছে যেন স্বরগের তারা ॥
দন্তগুলা দেখা যায়, মা, মাঘ মাসের শূলা ॥'
'ওগো বান্দি, জুয়ান না, বেটি, বোষ্টম নিন্দিবার। ১২৭৫
তবে নেও চাউল কড়ি উপরে কাচা সোনা।
ভিক্ষা দিয়া বিদায় করি দেও চাপাই বান্ধি কোনা।'
নটীর বাক্য বান্দী দাসী বৃথা না করিল।
সোনার বাটাত বান্দী ভিক্ষা সাজাইল ॥
ভিক্ষা ধরি যাইছে বান্দী বাহেরার লাগিয়া। ১২৮০
বোষ্টমের তরে কথা দিয়েছে বলিয়া ॥
'ভিক্ষা নেও, ভিক্ষা নেও, অতিথের কোঙর!
গৃহীর ঘরে বউ বেটি ফিরিয়া যাই ঘর ॥'

একে একে তুয়ে তুয়ে তিন বার বলিল।
তবু আরো হাড়ি সিদ্ধা কর্ণে না শুনিল ॥ ১২৮৫
বেটাক বলি বান্দী বলিতে লাগিল ॥
'ভিক্ষা নেরে, বোষ্টম বেটা, অতিথের কোঙর।
গৃহীর ঘরের বউ বেটি ফিরিয়া যাই ঘর ॥'
যখন বান্দী দাসী বেটা বলিল।
'তুর, তুর' করি হাড়ি গর্জিয়া উঠিল ॥ ১২৯০
হীরা নটীর পাট পিড়া নড়িতে লাগিল।
ক্রুদ্ধ হৈয়া হাড়ি সিদ্ধা বান্দীক নিন্দা করিল ॥
দক্ষিণ দেশে থাকি, বান্দী, নামে ব্রহ্মচারী।
বান্দী লোকের ভিক্ষাত আমি লগ্গি না বের করি ॥
বারেক যদি ভিক্ষা দেয় তোর সাইবানি সক্কুল। ১২৯৫
তেমনিয়া ভিক্ষা নিব রতিথের কোঙর ॥'
যখন হাড়ি সিদ্ধা বান্দীক নিন্দা করিল।
চাউল কড়ি বান্দী বেটি পাক দিয়া ফেলাইল ॥
চাউল কড়ি ফেলাইতে বান্দী চেলাক দেখিল।

ছাইলার রূপ দেখি বান্দী ঢলিয়া পড়িল ॥[১] ১৩০০
ভিতর অন্দর যাইয়া নটীক বলিতে লাগিল ॥

'ওগো, মা জননী !
আমার হস্তে সে বোষ্টমে ভিক্ষা নেয় না।'

'বারেক যদি ভিক্ষা দেন, মা, সাইবানি সকল।
তেমনিয়া ভিক্ষা নেয় অতিথের কোঙর ॥ ১৩০৫
ওগো, মা জননি—আর এক কথা শুইনাছ।
যেই রাজার বাদে তপ কর এ বার বছর।
সেই রাজা আইছে তোমার দরজার উপর ॥
যেমন রূপ আছে তার চরণের উপর।
এমন রূপ নাই তোমার কপালের উপর ॥[২] ১৩১০
যেন কালে হীরা নটী এ কথা শুনিল।
ক্রুদ্ধমান হৈয়া নটী ক্রোদ্ধে জ্বলি গেল ॥
এক দণ্ড দুই দণ্ড তিন দণ্ড হৈল।
ভাড়ুয়ার তরে কথা বলিতে লাগিল ॥
'কিবা কর ভাড়ুয়া বেটা নিশ্চিন্তে বসিয়া।
জলদি বানাতের কারোয়াল নেও আরো ঘিরিয়া ॥[৩]
হীরা নটী যাওঁ ছবে বাহেরার লাগিয়া।
কোন্ দেশী বোষ্টম আইসছে আইসোঁ মুঞি দেখিয়া।'

[১]পাঠান্তর: হাত কোঁনা ধরিয়া বের করিল টানিয়া।
ঢল মল করিয়া রাজা উঠিল জ্বলিয়া ॥

[২]পাঠান্তর: সেই জে বৈস্টম বেটা একনা চ্যাংরা আন্ছে মা সঙ্গে করিয়া
তার পায়ের রুপ নাই মা জননি তোমার কপাল ভরিয়া ॥

[৩]পাঠান্তর: নটি বলে হারে বান্দি কার প্রানে চাও।
বাগ কালিয়া কাকই খানা জোগাও আনিয়া।
লাস ঠ্যাস করিয়া জাওঁ বাহিরার নাগিয়া ॥
কোঠে আইছে ধম্মিরাজা (মুঞি আইসোঁ) দেখিয়া।

হীরা নটীর বাক্য ভাড়ুয়া বৃথা না করিল।
আগ দেউড়ির ভিতর আন্দর বানাতের কাওরালত ঘিরিল॥ ১৩২০
বানাতের কাওরাওল দিয়া যাইছে চলিয়া॥
দুই দুই আঙ্গলি নটী তুলিয়া ফেলায় পাও।
ঝুনু ঝুনু বুলিয়া নূপুরে ছাড়ে রাও॥
যখন হীরা নটী চতুরার বাহির হৈল।
এই বায় বাতাসে নটী হালিতে লাগিল॥ ১৩২৫
যেই দিয়া হীরা নটি নয়ন তুলিয়া চায়।
থাক্ পড়িয়া মানুষ, দেবতা ভুলিয়া যায়॥
দুই বান্দী নিলে নটী সঙ্গেতে করিয়া।
চতুরার বাহির হৈয়া নটী আইল চলিয়া॥
এক দরজা দুই দরজা তিন দরজায় গেল। ১৩৩০
'বান্ধা, বান্ধা' বলি হাড়ি সিদ্ধা চেঁচাইতে লাগিল॥
'বান্ধা, নেও বান্ধা নেও হীরা নটী বাই।
বার কড়া কড়ি দেও ছাইলাক বান্ধা থুই॥'

যখন হীরা নটী রাজাক দেখিল।
গড়মুণ্ড হৈয়া রাজাক প্রণাম করিল॥ ১৩৩৫
'থলি ভরি দেই মোহর ঝোলা ভরি নাও।[১]
বান্ধা ছান্ধার কার্য নাই এইখানে বেচাইয়া যাও॥'
'এই যে—দক্ষিণ দেশে থাকি বোষ্টম নামে ব্রহ্মচারী।
পরের ছাইলাক আনি[২] আমি বেচাইতে না পারি॥

আনিল প্যাটেরা বান্ধি ঘুচাইল ঢাকনি।
দুই নগুলে বাহির কৈল্ল নাসের কাকই খানি

[১]পাঠান্তর যখন হীরা নটি গুপিচন্দ্র রাজাক দেখিল।
রাজার রুপ্প দেখি দুই বোন ঢলিয়া পড়িল॥
বার কোড়া ক্যান বৈস্টম বার কাহন ন্যাও।

[২]পাঠান্তর: কখন চ্যালাক হামরা।

বার কড়া কড়ি দেও মোর হস্তের উপর। ১৩৪০
বার বৎসরকার খত দেওছোঁ দরজার উপর ॥'
যখন হীরা নটী এ কথা শুনিল।
তিন জনা মহাজনক ডাকাইয়া আনিল ॥
এক কিত্তা কাগজ আইল ধরিয়া।
একটা দোয়াত কলম জোগাইল আনিয়া ॥ ১৩৪৫
যখন ধর্ম্মী রাজা দোয়াত কলম দেখিল।
হাতে কলম নিয়া রাজা খত লিখিবার লাগিল ॥
সনশ্রী ফেলাইলে লিখিয়া।
নটীর নাম রাজা থুইলে কাগজে লিখিয়া ॥ ১৩৫০
কড়ি বার কড়া থুইলে লিখিয়া ॥ ১৩৫০
তিন জন মহাজনক থুইলে সাক্ষী করিয়া ॥
আপনার দিলে রাজা দস্তখত করিয়া ॥
ঐ খত দিলে হাড়ির হস্তত তুলিয়া।
যখন হাড়ি খত হস্ততে পাইল।
ঐ খত নিগিয়া হাড়ি হীরা নটীর হাতে দিল ॥ ১৩৫৫
কড়ি বার কড়া আনিয়া হীরা হাড়ির হস্তে দল ॥
হস্ত ধরিয়া রাজাক নটীর হস্তে দিল ॥

প্রলোভন

যখন হীরা নটী রাজাক পাইল।
খট্ মট্ করিয়া নটী হাসিয়া উঠিল ॥
টুপুস্ টুপুস্ করিয়া হাড়ি মাথা দমকাইল ॥[১] ১৩৬০
বড় রূপ আছে চেলার শরীরের উপর।
তিন দিন রং তামাসা হৈলে যাবে যমের ঘর ॥

[১]পাঠান্তর : বার কোড়া আনেক হরিদ্রা মাখিয়া।
একখান ভুটুয়া কাগজ জোগাও তো আনিয়া ॥
বার বছরি খত রাজা দৈউক আরো নিখিয়া ॥
বার কোড়া কড়ি নিলে হিরা নটি হরিদ্রা মাখিয়া।

বায়ু সঞ্চারে রাজার গর্ভে সোন্দাইল।
না তিরি না পুরুষ রাজাক করাইল।
কাম, ক্রোধ, রতি, মায়া সকলি টুটাইল ॥[১] ১৩৬৫
যখন হীরা নটী বেনামুখ্‌খ হৈল।
কড়ি বার কড়া নটীর দরজায় গাড়িল ॥
কপাল ফাড়িয়া হাড়ি ফুল বড়ি বসাইল।
সোনার ভোমরা হৈয়া হাড়ি পাতাল ভেজি হৈল ॥[২]

একখান কাগজ জোগাইলে আনিয়া।
আপনার বন্দনের খত রাজা ন্যাখে বসিয়া ॥
আহা রে কম্‌বোক্তা নছিব এই ছিল কপালে।
ধম্মি রাজার বন্দন হৈল হিরা নটির ঘরে ॥
খত নিখি মহারাজা দাখিল করিল।
বার কোড়া কড়ি নিয়া গুরুর হস্তে দিল ॥
মহামন্ত্র গিয়ান নিলে সিদ্দা হাড়ি রিদএ জপিয়া।
জোড় বাঙ্গালার দুআরে কড়ি আখিলে গাড়িয়া ॥
মহামন্ত্র গিয়ান নিলে রিদএ জপিয়া।
শুন্যতে হাড়ি সিদ্দা শুন্যত গ্যালত মিশাইয়া ॥

[১]পাঠান্তর : লোভ মায়া কাম কোরধ টুটিয়া ফ্যালাইল।
না স্ত্রী না পুরুস ঘড়িকে করাইল ॥

[২]পাঠান্তর : লক্‌খি লক্‌খি বলি হাড়ি ডাকাবার নাগিল।
ডাক মধ্যে লক্‌খি মাতা দরশন দিল ॥
হাড়ি বলে লক্‌খি মাতা কার প্রানে চাও।
রাজার ছেইলাক বান্ধা থুইলাম হিরা নটির ঘরে
বার বৎসর থাক ছেইলার নাভিত বসিয়া।
খিদা তেসটা না হয় জাদুর শরিলে আসিয়া ॥
নিদ্রালি বলিয়া হাড়ি ডাকাবার নাগিল।
ডাক মধ্যে জোগমায়া নিদ্রালি দরশন দিল ॥
নিদ্রালি আসিয়া হাড়িক প্রনাম।
কি কারনে ডাকান গুরু হামার কিবা কাম ॥

চৌদ্দ তাল জলেত যাইয়া ধিয়ানে বসিল। ১৩৭০
উড্ডা ভাবনি হাড়ির মস্তকে গজাইল॥
ব্রহ্মতাল ভেদিয়া হাড়ির একটা তালের গাছ ব্যারাইল
বার বৎসর হাড়ি ধিয়ানে বসিল॥
যখনে ধর্ম্মিরাজ গুরুক না দেখিল॥
করুণা করিয়া রাজা কান্দিতে লাগিল। ১৩৭৫
'মহল হৈতে আনলে, গুরু, বুধ ভরসা দিয়া।
নটীর মহলত বান্ধা থুইয়া পালাইল ছাড়িয়া॥

হীরা নটী বান্দীক বলিছে,—'ওগো মা,'

'তেলে খৈলে নাও রাজাক ছিনান করিয়া।
যেটে যেখান সাজে বস্ত্র দাও পরিধান করিয়া॥ ১৩৮০
ছিনান কৈরে ফুল চৌকিতে রাখ বসায়া॥'
নটীর বাক্য বান্দী দাসী বৃথা না করিল।
তেলে খৈলে মহারাজাক ছিনান করাইল॥
যেটে যেখান সাজে বস্ত্র পরিধান করায়া।
ছিনান করায়া ফুল চৌকিতে রাখে বসায়া॥ ১৩৮৫
'কিবা কর, বান্দী বেটি, নিশ্চিন্তে বসিয়া।
জলদি তুই সোনার পালঙ্গ নে সাজন করিয়া॥
টাটির উপর পাটি বিছাও এক বুক উচল।
হাউসাত থাকি বিছায়া দে তুই হৃদয়ের কুঙর॥'[১]

হাড়ি বলে নিদ্রালি কার প্রানে চাও।
রাজার ছেইলাক বান্ধা থুইছোঁ হিরা নটির ঘরে।
বার বচ্ছর থাক ছেইলার চউকে আরপিয়া।
নিদ্রা জান না হয় জাতুর শরিলে আসিয়া॥
চৌদ্দতাল জলর ভিতর যোগ আসন ধরিল।
বার বতসর থাকিল হাড়ি ধ্যান ধরিয়া॥

[১]পাঠান্তর: সোনার কুমড়া হইল সিদ্দা কায়া বদলিয়া।
বার বছর থাকিল সিদ্ধা পাতালে সোন্দাইয়া॥

আশ গাড়ু পাশ গাড়ু বিছাও শিয়রের মছরা। ১৩৯০
হাউসাত থাকি বিছায়া দে তুই ছয় বুড়ি পাচেরা ॥'
নটীর বাক্য বান্দী দাসী বৃথা না করিল।
জোড বাঙ্গলাত বান্দী দাসী পালঙ্গ সাজাইল ॥
টাটির উপর পাটি বিছাইল এক বুক উচল।
হাউসাত থাকি বিছায়া দিলে ছয় হৃদয়ের কোঙর ॥ ১৩৯৫
আশ গাড়ু পাশ গাড়ু শিয়রের মছরা।
হাউসাত থাকি বিছায়া দিলে ছয় বুড়ি পাচেরা ॥
বান্দী দাসী বলে, 'মাও, পালঙ্গ হৈছে ভাল।
ইহার উপর বিছায় দাও, মা, গোটা দশেক শাল ॥'
আতর গোলাপ দিলে পালঙ্গে ছিটাইয়া। ১৪০০
সোনার চালন বাতি নিলে ত ধরেয়া।[১]
দধি চিড়া দিলে নটী রাজাক বিস্তর করিয়া।
নটীর জিদ্দি রাজা সইবার না পারিয়া ॥
দধি চিড়া খায় রাজা ঐখানে বসিয়া ॥

[১]পাঠান্তর : বাচ্চা হৈত বিছানা ফ্যালাইতে নটি ভাল জানে।
আগে গিরদা পাছে গিরদা কৌতক বালিস।
এই ঠে কোনা ধম্মি রাজা মারিবে আলিস ॥
ইন্দ্র পুরির গুআ ডাল মহুরি পান।
ধম্মি রাজা গুআ করিবা তুই খান ॥
পানের ধুকত চুনের ন্যাওয়া দিয়া।
লঙ্গ, জায়ফল, জৈত্রিক দিলে বিস্তর করিয়া ॥
সওআ নও গণ্ডা খিলি রাখিলে বানাইয়া।
পানের বাটা নিগা থুইলে শিতানে তুলিয়া ॥
বিদারি হুকার মধ্যে জল বদলাইয়া।
এক ছিলিম তামাক থুইলে টিকা ধরাইয়া ॥
ছেলান করিয়া ধম্মি রাজাক আইল ধরিয়া।
আপনার ঝারির জলে নটি রাজার ধোআয় দুই পাও।
মাথার ক্যাশে ধম্মি রাজার মোছায় দুই পাও ॥

দধি চিড়া খাইয়া রাজার তুষ্ট হৈল মন। ১৪০৫
কুসুমের পালঙ্কে যাইয়া রাজা করিল শয়ন ॥
যে চিড়া ছাড়িলে রাজা থালেত ফেলায়া।
ঐ চিড়া খায় নটী বদন ভরিয়া ॥
দধি চিড়া খাইয়া নটীর হরষিত মন।
রাজার চরণে যাইয়া করিল প্রণাম ॥ ১৪১০
জয় জোকারে নিগি রাজাক পালঙ্কে বসাইল।
পালঙ্কে বসিয়া রাজা বড় খুসি হৈল।
'সাজ, সাজ' বলি নটী সাজিতে লাগিল ॥

নটীর রূপসজ্জা

নিগাল ছোরান খানি ঘুচাইল ঢাকনি।
দুই অঙ্গুলে বাইর কৈল্ল নাসের কাকই খানি ॥ ১৪১৫
কাকেয়া কাকেয়া নটী চুলের ভাঙ্গে জালি।
সিঁথার গোড়ে পিন্ধিলে মুক্তা সারি সারি ॥
কাকেয়া কাকেয়া নটী চুল করিল গোটা।
মাঝ কপালে তুলিয়া পিন্ধে তিলকের নয়টা ফোঁটা ॥
প্রথমেতে পিন্ধলে খোঁপা হাটে ট্যাংরা। ১৪২০
খোঁপার ভিতর খেলা খেলায় ছয় বুড়ী চ্যাংরা ॥
ও খোঁপা পিন্ধি নটী রূপের দিকে চায়।
মনতে না খায় খোঁপা আউলাইয়া ফেলায় ॥
তার পাছত পিন্ধে খোঁপা চ্যাং আর ব্যাং।
কোন জন্মে দেখছেন নিকি খোপার ষোল ঠ্যাং ॥[১] ১৪২৫
ঐ খোঁপা পিন্ধিয়া নটী রূপের দিকে চায়।
মনতে না খাইল খোঁপা আউলিয়া ফেলায় ॥

সোনালি খড়ম দিলে রাজার চরনে নাগাইয়া।
আপনার মহলে নাগি চলিল হাটিয়া ॥

* * *

[১] পাঠান্তর : তিনখান ঠ্যাং।

তার পশ্চাত পিন্ধে খোঁপা নাটি আরো নটী ॥
ঐ খোঁপায় ভুড়িয়া আনে ছয় বুড়ী পাইকের মাটি ॥
ঐ খোঁপা পিন্ধিয়া নটী রূপের দিকে চায়। ১৪৩০
মনতে না খাইল খোঁপা আউলিয়া ফেলায় ॥
তার পশ্চাত পিন্ধে খোঁপা গুঞ্জরি ভোমরা।
সন্ধ্যা হৈলে ভোমরা লাগায় কলহার।[১]
এক খান খোঁপায় কৈল্লে তিন খান তুয়ার ॥
এক খান তুয়ারে গায়তা গীত গায়। ১৪৩৫
আর এক খান তুয়ারে ব্রাহ্মণে তিথি চায়।
আর এক খান তুয়ারে নটুয়া নাচন পায় ॥
ঐ খোঁপা পিন্ধিয়া নটী রূপের দিকে চায়।

[১]পাঠান্তর ঃ কাকিয়া কুকিয়া নটি চুল করিল গোটা।
মাঝ কপালে তুলিয়া মারে সেন্দূরের লৈক্‌খ ফোটা ॥
চুলের গোড়ে গোড়ে দিলে চাম্পা গোটা গোটা ॥
ও খোপা বান্ধিয়া নটি রূপ নেহালায়।
মনত না নাগিল খোপা আউলিয়া ফ্যালায় ॥
আর এক খান খোপা বান্ধে ডাল মরুআর ডাল।
খোপার উপর নাগালে নানা ফুলের ঝাড় ॥
রাইত হৈলে ফোটে ফুল জ্যান সরগের তারা।
খোপার ফুলে খ্যালা করে গুঞ্জরের ভোমরা ॥
ও খোপা বান্ধে নটি উপ নেহালায়।
মনত না নাগিল খোপা আউলিয়া ফ্যালায় ॥
এর একনা খোপা বান্ধে নাও তার হুনি।
খোপার ভিতর ভাসা করে বাঙ্গাল গাইয়ার টুনি ॥
ও খোপা বান্ধে নটি আগে পাছে চায়।
মনত না নাগিল খোপা আউলিয়া ফ্যালায় ॥
আর একনা খোপা বান্ধে নাওঁ চ্যাং ব্যাং।
খ্যাখছেন নাকি বাপু সকল খোপার তিন খান ঠ্যাং ॥

নটীর ছাটায় খোঁপার ছাটায় এক লাগ্য পায়।
মহলে থাকিয়া নটীর হরষিত মন। ১৪৪০
'বান্দী, বান্দী' বলি তখন ডাকে ঘনঘন॥
'কি কর, বান্দীর বেটি, কার পানে চাও।
বাপ কালিয়া কাপড়ের ঝাঁপা আনিয়া জোগাও॥'
আনিলে প্যাটেরা বান্দী ঘুচালে ঢাকনি।
দুই নগুলে বাহির কৈল্ল বাঙ্গালগাইয়ার ভনি॥ ১৪৪৫
ঐ শাড়ি পরে নটী রূপ নেহালায়।
মনত না খাইল শাড়ি বান্দীকে বিলায়॥
আর একনা শাড়ি পরে নিযর মেলানি।
রাইত হৈলে শাড়িখানি থাকে নিয়রে ভিজিয়া।
দিন হৈলে নটীর শাড়ি উঠে জ্বলিয়া॥ ১৪৫০
ঐ শাড়ি নিলে নটী পরিধান করিয়া।
শাড়ি আর নটি এখন গেইল মিলিয়া॥[১]
'কি কর, বান্দীর বেটি, কার পানে চাও।
বাপ কালিয়া গয়নার ঝাঁপা আনিয়া জোগাও॥'
আনিল প্যাটেরা বান্দী ঘুচাল ঢাকনি। ১৪৫৫
দুই নগুলে বাহির কৈল্ল নাকের নথখানি॥
নাক মধ্যে নিলে নটী নাকের নথখানি।
হেট কানে পিন্ধে ঢেরি উপর কানে চাকি॥
গলা মধ্যে তুলে দিলে শতেশ্বরী হার।

ও খোপা বান্ধে নটি আগে পাছে চায়।
মনত না নাগে খোপা আউলিয়া ফ্যালায়॥
আর একনা খোপা বান্ধে নাওঁ তার ঢালা।
ঐ খোপার উপর নাগায় নটি আলোআখোআর ম্যালা॥
ঐ খোপাএ নটি গ্যাল মিলিয়া।
আচ্ছা যতনে খোপা আখিলে বান্ধিয়া॥

[১]পাঠান্তর: আগুন পাটের সাড়ি নিলে পরিধান করিয়া।

দুই বাহায় তুলিয়া নিল নয়শ রূপার তার ॥ ১৪৬০
পায়ের মধ্যে তুলিয়া নিল পায়ের বাগটি।
হিন্দের উপর তুলে দিলে সোনার কাঁচলি ॥
ভোটগার ভুটলি সাজিল মেচগার মেচনি।
ঘর হতে ব্যারায় নটী চিতিয়া বাঘিনী ॥
পানের খিলি নিলে নটী হস্তে করিয়া। ১৪৬৫
কাঙ্কিনি গাছের গুয়া নিল মহুরি গাছের পান।
এ খিলি বানায়া নটী কৈল্লে দুই খান ॥
হেট খিলি উপ খিলি মহর বান্ধিয়া।
পানের খিলি নিলে নটী হস্তে করিয়া ॥
রাজার পালঙ্ক লাগি যায়ছে চলিয়া। ১৪৭০
এক ভাড়ুয়া ধৈল্লে মস্তকে ছত্র টাঙ্গাইয়া ॥
এক বান্দী নিলে নটীক পাঙ্খা হাঁকাইয়া।
আর এক বান্দী নিলে নটীক চন্দন মাখাইয়া।
কারোয়াল দিয়া যায়েছে নটী পালঙ্ক লাগিয়া ॥[১]
ডাইনে বাঞে যাইয়া নটী ভিড়িয়া বসিল। ১৪৭৫
মধুর বচনে কথা বলিতে লাগিল ॥

প্যাঙ্‌টা কথা কয় নটী বসি রাজার কাছে।
মধুর বচনে কথা কইয়া প্রাণ কাড়িয়া ন্যায়ছে ॥

'গুয়া খিলি খাও, রাজা, পান খিলি খাও।
অভাগিয়া নটীর দিকে মাথা তুলে চাও ॥' ১৪৮০
খিলি দেখিয়া রাজার মনে হৈল খুসি।
একেবারে তুলি দিল মুখে খিলি চারি পাঁচি ॥
এক ডাবন দুই ডাবন তিন ডাবন দিল।
মায় যে কইছে কথা মনত পড়িল ॥
তিন ডাবন দিয়া খিলি ওকোলে ফেলিল। ১৪৮৫
ঐটে কোনা নটীর মন ক্ষেপা হইয়া গেল ॥

[১]পাঠান্তর: হাসিয়া খেলিয়া উঠিলে নটি পালঙ্কের উপর ॥

'কি তোরা পাইলেন, রাজা, খিলির ভিতর।
ঝারিতে জল আছে মুখ পাখল করিও।
দোসরা খিলি মুখে তুলিয়া দিও॥'[১]
যতকে ধর্ম্মী রাজা সরি সরি যায়। ১৪৯০
অভাগিয়া হীরা নটী গাও ঘেঁসিয়া যায়॥
মদনের জ্বালা নটী সইবার না পারিল।
রাজার সঙ্গে নটী কৌতুক জুড়িল॥
গোটা চারিক নটীক কথা রাজা বলিবার লাগিল॥
'কি তুমি নেহালাও, নটী, তোমার পাজায় পাজায় চুল। ১৪৯৫
দুই স্তন দেখি যেন তোর ধুতুরার ফুল॥
উপরত দেখা যায় যেমন শান্ত মহাকালের ফল।
তলত ভাঙ্গিয়া দেখ ছাই আর আঙ্গার॥'

হীরা নটী বলে, 'ওগো, মহারাজ—

'নারী হৈয়া ফল দেই তোমাক পুরুষ যাচিয়া। ১৫০০
এই ফল কেন ফেলি দেন পায় লুটিয়া॥'
রাজা বলেক, 'নটী আমি বলি তোরে।
কি প্যাঙ্‌টা কর বেওলালি দুইও স্থান।
ছোটতে খাছি মায়ের ফল পুন্নি রোজার মন॥
গেইছিলাম জোড় বাঙ্গলা পন্থে অনেক দূর। ১৫০৫
খাইয়াছিলাম নারীর ফল তিতায় আর মধুর॥

[১]পাঠান্তর: হেসে হেসে পানের খিলি রাজার মুখখে তুলি দিল।
রাম রাম বলিয়া খিলি ওগ্‌রিয়া ফেলিল॥
কি অপরাধ পাইলেন রাজা পানের উপর।
পাশ্‌শ জুতা গনিয়া মার মস্তকের উপর॥
রাজা বলিতেছে, ওগো নটি,—
কি অপরাধ পাব পানের উপর।
পুত্র বলিয়া পালন কর এ বার বছর॥

খাইছিলাম নারীর ফল পেট নাহি ভরে।
এই কারণে বান্দী সকল ভেরন খাইটা মরে॥
যেমন অদুনা রাণীক ছাড়ি আইছোঁ নাটমন্দির ঘরে।
তার বান্দীর পায়ের রূপ নাই তোর কপালের মাঝারে॥ ১৫১০
বান্দীর পায়ের রূপ নাই তোর কপাল ভরিয়া।
কি দিয়া ভুলিয়া রাখবু নির্বুদ্ধিয়া রাজা॥'

মদনের জ্বালা নটী সইবার না পারিল।
রাজার হস্ত ধরি নটী হিদ্দে তুলি দিল॥
'মাও, মাও' বলি স্তন খাইবার লাগিল॥ ১৫১৫
নটী বলে, 'শুন, রাজা, বিলাতের নাগব।
হাটুয়ার হেট নটী পায়ের পয়জার॥
জুয়ায় না বোক্কা মড়া মাও বলিবার॥
ফের ঐ রাজার হাত হিদ্দে তুলে দিল।
'মাও' বলি রাজা স্তন খাইবার লাগিল॥[১] ১৫২০
বুকে পাও, দিয়া রাজাক নটী গুড়াইয়া ফেলিল।
'বান্দী, বান্দী' বলে নটী ডাকিবার লাগিল॥

প্রতিহিংসা

'কথার নাগর বুড়া, দিদি, কথার নাগর বুড়া।
কাম ক্রোধ নাই বেটাক ভাদাই ধানের কুরা॥
এই কারণে বন্ধক থুইল হীরা নটীর মহলক আনিয়া॥ ১৫২৫
যে দিছেন পোষাক আদি সব কাড়ি নেও।
একখান দেও সিকা বাঙ্কুয়া দুইটা জলের হাঁড়ি।
জল উবাইয়া ভাত খাউক ঐ হীরা নটীর বাড়ি॥'
হুকুম করিলে নটী, 'দিনে বার ভার গঙ্গাজল।

[১]পাঠান্তর: জখন ধম্মিরাজা নটিক নিন্দা করিল।
একে নাদাই পালঙ্গ হৈতে মিত্তিঙ্গাএ ফ্যালাইল।
পালঙ্গে খুটাত নাগি রাজার দন্ত ভাঙ্গিয়া গ্যাল।

বার ভার গঙ্গার জল জোগাইবে আনিয়া। ১৫৩০
আট ভাড়ুয়ায় ধরবে রাজাক চিত্র করিয়া ॥
সোনালিয়া খড়ম দিম মুঞি চরণে লাগায়া।
রাজার বক্ষে গাও ধুইম দোমায়া দোমায়া ॥
দিনান্তরে যাইয়া ধিবা এক খানি সিধা।
আকাড়িয়া চাউল দেও বিচিয়া বাত্তকি। ১৫৩৫
বিচিয়া বাত্তকি দেও পুড়ি খাইতে সানা।
তাহাতে করিয়া দেও লবন তৈল মানা ॥
থাকিবার শয়ানে দেও ছাগলের খুপুরি।
মাঘ মাসিয়া জারত দেও বুড়া এক খান চটি ॥
ছাগলে লগ্‌গি দেও বেটাক হরিদ্রা বরণ। ১৫৪০
কোদাল চাচি ময়লা পড়ুক শরীরের উপর।
ঝেচু পঙ্খি বাসা করুক মস্তকের উপর ॥'

যেন কালে হীরা নটী হুকুম করিল।
নয়া সিকিয়ায় বাউঙ্কা রাজাক সাজায়া দিল ॥
একখান দিলে সিকিয়া বাঙ্কুয়া তুইটা জলের হাঁড়ি। ১৫৪৫
জল ভরিবার যায় রাজা করতোয়া নদী ॥
নটীর পরবার হৈল আগুন পাটের শাড়ি।
অই রাজার পরিবার হৈল বার গাঁটি ধড়ি ॥
থাকিবার শয়ানে দিল ছাগলের খুপুরি।
মাঘ মাসিয়া জারতে দিল বুড়া এক খান চটি ॥ ১৫৫০
ছাগলের লগ্‌গি হৈল গাও হরিদ্রা বরণ।
কোদাল চাচি ময়লা পৈল শরীরের উপর ॥
ঝেচু পাখি বাসা কৈল্ল মস্তকের উপর।
দিনান্তরে আয়ছে দেয়ছে একখানি সিধা।
আকাড়িয়া চাউল দিল বিচিয়া বাত্তকি। ১৫৫৫
বিচিয়া বাত্তকি দিল পুড়িয়া খাইতে সানা।
তাহাতে করিল নটী লবন তৈল মানা ॥
জল খাইতে দিলে রাজাক হাটকুড়া বাসনা।

নয়া সিকিয়া বাউঙ্কা দিল পিতলের নাগিরি।
এখন বার বছর জল ওবাইছে হীরা নটীর বাড়ি॥ ১৫৬০
এক ভাড়ুয়াক দিলে নটী সঙ্গে করিয়া।
করতোয়ার ঘাট আসিল দেখাইয়া॥
যখন হীরা নটী হুকুম করিল।
বার বছর নটীর মহলে জল জোগাইল॥

পাঠান্তর : দুই বান্দি দুইটা কলস কাখে করি নিলে।
দরিয়ার ঘাটে গিয়া দরশন দিলে॥
জল ভরিয়া রাজার ভার সাজাই দিল।
জখন ধম্মি রাজা ভার কান্দে নিল।
ডাইন কান্দ রাজার ভাঙ্গিয়া পড়িল॥
বান্দির চরনে পড়িয়া রাজা মাও দায় দিল॥
দুই বান্দি দুইটা কলস কাখে করি নিল।
বাড়ির আটতে আনি রাজার ভার সাজাই দিল॥
কান্দিয়া কাটিয়া রাজা ভার ধরি মহলত গ্যাল॥
জখন হিরা নটি রাজাক দেখিল।
ঘর হৈতে হিরা নটি বাহিরে ব্যারাইল॥
বুক্কে হাত দিয়া রাজার বুক্কের পরান নিল।
নাক মোচড়া কান মোচড়া রাজাক বিস্তর করি দিল॥
বান্দির তরে কথা বলিবার নাগিল॥
সারা ঘাটায় আনছেন কলস কাখতে করিয়া।
বাড়ির আটতে রাজাক দিছেন ভার সাজাইয়া॥
দরিয়ার ঘাটে গিয়া রাজা কান্দন জুড়িল।
সত্য ছিল গঙ্গা মাতা সত্য দিল ভাও।
নর দেহ হৈয়া গঙ্গা মাতা কারে পঞ্চ রাও॥
গঙ্গা বলে হায় বিধি মোর করমের ফল।
এয়ার ঘরে পূজা খাইলাম এ বার বৎসর।
মএনার ছেইলার দুস্ক হৈল হিরা নটির ঘর॥

বার ভার পানির মাঝত এক ভার কমি পায়। ১৫৬৫
জল ভারর বদলি সাত জনে কিলায় ॥

আজি আজি কালি কালি এ বার বছর।
দিনে বার ভার জল জোগাইল নিযিয়া।
আট ভাড়ুয়ায় ধরল রাজাক চিত্র করিয়া ॥
সোনার খড়ম হীরা নটী চরণে লাগায়া। ১৫৭০
রাজার বুকে গাও ধোয়ছে দোমায়া দোমায়া ॥
পাঞ্জরের খাটি রাজার ফেলাইল ভাঙ্গিয়া ॥
ভিজা বস্ত্র চিপে দেয় রাজার মুখের উপর।
মুখ ধরিয়া কান্দে রাজা বেলার তিন পহর ॥
আজি আজি কালি কালি এ বার বচ্ছর। ১৫৭৫
কোদাল চাচা ময়লা হৈল রাজার শরীরের উপর ॥
আ'জ মরে কা'ল মরে বাঁচেবার আশা নাই।
নাক দিয়া পবন বেটা করে আসি যাই ॥
বার বচ্ছর বাদে রাজার মনেত পড়িল।
দরিয়ার ঘাটে যাইয়া কান্দন জুড়িল ॥ ১৫৮০
অদুনা রাণীর কথা আমি না শুনিলাম কানে।
জাহান হারাইতে আইলাম বুড়া মায়ের বচনে ॥

জা জা রাজার পুত্র তোক দিনু বড়।
আমার ঘাটের জল হইল সোলায় পাতল ॥
এক ভার জল নিগাও রিরসে ভরিয়া।
এক বার জল নিগা দেইস বার ভার মাপিয়া ॥
জল ভরিয়া জাএক রাজ দুলালিয়া।
ফিরিয়া না গ্যাখ আমার বলিয়া ॥
জল ভরিয়া রাজার হরসিত মন।
নটির মহলক নাগি করিল গমন ॥
জে জল নিগায় রাজা ঘাড়ত করিয়া।
ঐ জল দিয়া ছান করে নটি রাজার বুকত চড়িয়া ॥

পূর্বস্মৃতি

যেন কালে ধর্মী রাজা রাণীর নাম নিল।
সত্যের পাশা চিহ্ন থুইছে চালত আউলাইয়া পড়িল॥
অহুনা পহুনা রাণী কান্দিতে লাগিল॥ [১] ১৫৮৫
'যে দিন বোলে সত্যের পাশা পড়িবে আউলিয়া।
নিশ্চয় বিদেশে প্রাণপতি যাইবে মরিয়া॥
আইজ আরো সত্যের পাশা পড়িল আউলিয়া।
নিশ্চয় বিদেশে সোয়ামী ধন গেল মরিয়া॥'
সোয়ামীর শোকে রাণী কান্দিতে লাগিল। ১৫৯০
সাইর শুয়া পঙ্খি পিঁজিরায় শুনিল॥
সার বলে, 'শুন, দাদা, শুয়া প্রাণের ভাই।
মাও কেনে রোদন করে চল দেখ্‌তে যাই।'

'ওগো মা! তুমি কান্দ কি কারণ'—

'আমার দু'ভাইর বন্ধন দেও আরে ছাড়িয়া। ১৫৯৫
উড়াও দিয়া যাই, মা, বৈদেশ লাগিয়া॥
মরছে কি আর বাঁচি আছে আসিতো দেখিয়া॥'
'এলায় যদি তোমার বান্ধন মুঞি দেওঁ ছাড়িয়া।
বনের পঙ্খি বনেতে যদি যাবেন আরো চলিয়া।
তোমার শোকে দুই বইন যাব মরিয়া॥' ১৬০০

[১]পাঠান্তর: মন্দিরে থাকিয়া রানির ঘরের পসা চুরি হইল।
রানির প্রদিপ নিবিল॥
অকারন করিয়া রানির ঘর কান্দন জুড়িল॥
বার বৎসর গ্যাল সোআমি আওদা করিয়া।
ত্যার বৎসর হইল সোআমি না আইল ফিরিয়া॥
পসার চুরি হইল আমার প্রদিপ নিবিল।
না জানি আমার সোআমি বৈদেশে মরিল॥
অকারন করিয়া রানির ঘর কান্দন জুড়িল।
পিঞ্জিরা থাকিয়া সারি শুয়া জানিতে পাইল॥

'মা, এক সত্য তিন সত্য করি।
যদি তোমাক ছাড়ি যাই মা প্রাণে ফাটে মারি॥'
সারি শুয়া পঙ্খি যখন সত্য করিল।
কান্দি কাটি পঙ্খির বান্ধন খালাস করিয়া দিল॥[১]
দুধ কলা খোয়াইলে পঙ্খিক সন্তোষ করিয়া।[২] ১৬০৫
ভোগ নাড়ু তিয়াস নাড়ু দিল বাহাত বান্ধিয়া॥
'যদি তোমার পিতার লাগ্য পায়েন আরো খুঁজিয়া।
তিন বাপতে জল পান খান ডাঙ্গাত বসিয়া॥'
জননীর আজ্ঞা নিয়া পঙ্খি উড়ান করাইল।
মাটিতে পড়িয়া পঙ্খি পাখায় মারলে সাট। ১৬১০
এক্কে বেলায় উড়ি গেল এক ঠেঙ্গিয়ার দেশ॥
এক ঠেঙ্গিয়ার দেশের কথা কহন না যায়।
এক ঠ্যাংএ রান্ধে বাড়ে এক ঠাংএ খায়।[৩]
তাজি বা তুরুকি ঘোড়া লাগ্য নাহি পায়॥[৪]
ও কোনা দেশে পঙ্খি বেড়ায় তালাসিয়া। ১৬১৫
তবু আরো পিতার লাগ্য না পায় খুঁজিয়া॥
মাটিতে পড়িয়া পঙ্খি পাখাত মাইল সাট।
এক কালে উড়িয়া গেল কানপড়ার দেশ॥
কানপড়ার রাজ্যের কথা কহন না যায়।
এক কান পাড়াইয়া যায় একে কান ওড়ে। ১৬২০
পোষ মাসি জার একে কানে সারে॥

[১]পাঠান্তর: ঠোঁট দিয়া পিঞ্জিরার পাতি ফ্যালা'লে কাটিয়া।
মন্দিরের উপর রানির পইল উড়াও দিয়া॥

[২]পাঠান্তর: সত্যের পসা দিছে রাজা হস্তে করিয়া।
বার বছর খেলিলাম পসা সোআমির নাম লইয়া॥

[৩]পাঠান্তর: একে ঠ্যাংএ খায় ওরা একে ঠ্যাংএ যায়॥

[৪]পাঠান্তর: তেজি ঘোড়ার আগত দৌড়ায়॥

ও কোনা দেশে পঙ্খি বেড়ায় তালাসিয়া।
তবু আরো পিতার লাগ্য না পায় খুঁজিয়া॥
ঐঠে হৈতে পঙ্খি জোড়া পাখাত মা'ল্ল সাট।
এক্কে কালে উড়ি গেল মশা রাজার দেশ॥ ১৬২৫
মশা রাজার রাজ্যের কথা কহন না যায়।
কাউয়া চিলার নাখান মশা ভরমিয়া বেড়ায়॥
তিন পো বেলা থাকতে গিরস্ত ধুমা ফোঁ লাগায়।
ঢোলত বাড়ি দিয়া মশাক খেদায়॥
সাগাই সোদর গেলে তাক খাইয়া ফেলাইবার চায়। ১৬৩০
দুয়ার দেওয়া ঠ্যাঙ্গা দিয়া মশাক ডাঙ্গায়॥
ও কোনা দেশে পঙ্খি বেড়ায় তালাসিয়া।
তবু আরো পিতার লাগ্য না পাইলেন খুঁজিয়া॥
মাটিতে পড়িয়া পঙ্খি পাখাত মা'ল্ল সাট।
এক্কে কালে উড়ি গেল মেচ পাড়ার দেশ॥ ১৬৩৫
মেচ পাড়ার রাজ্যের কথা কহন না যায়।
এক বেটি মেচনি আছে বাম চোখ তার ট্যার।
আশী হাত কাপড়া হৈলে কোমরের এক বেড়॥
তার সোয়ামীর নাম হেমাই পাত্তর।
মন দশেক ধান শুকায় পিঠের উপর॥ ১৫৪০
তার ছোট ভাই আছে বাম ঠ্যাংয়া গোদ।
হস্তিঘোড়ায় চলি যায় গোদের না পায় বোধ॥
তার ছোট বইন আছে নাই তারো কোক।
নও হাঁড়ি পান্‌তা খায় দশ হাঁড়ি তপ্‌ত॥
তার ছোট বইন আছে নামে হনুমতানি। ১৬৪৫
আশি মর্দে পড়িয়া কিলায় নাই চোখোত পানি॥
ঐঠে হৈতে পঙ্খিগুলা উড়াও করাইল।
ত্রিপাটনের দেশে যাইয়া পঙ্খি খাড়াইল॥
ত্রিপাটন রাজ্যের কথা কহন না যায়।
মর্দে রান্দে ভাত মাইয়ায় বসিয়া খায়। ১৬৫০
হাকতে ভাত না পাইলে মর্দেরে পড়িয়া কিলায়॥

কতগুলা দেশে পঙ্খি বেড়ায় ত ঘুরিয়া।
গয়া গঙ্গা কাশী বৃন্দাবন আসে তালাসিয়া॥
তবু আরো পিতার লাগ্য না পাইল খুঁজিয়া॥
সারি উঠিয়া বলে, 'শুয়া, প্রাণের ভাই। ১৬৫৫
এলাই যদি যাই মোরা মহলক লাগিয়া।
তিরি বধ দিবে মাও চরণে পড়িয়া॥
দাদা, শব্দে শুনিয়াছি আমরা ক্ষীর নদী সাগর।
উয়াত পড়ি মইলে পুণ্য হয় বিস্তর॥ ১৬৬০
দরিয়ার রাঘব বোয়াল নেউক মোক ভক্ষণ করিয়া।
ফিরিয়া না যাইম আর মহলক লাগিয়া॥'
উড়াও দিয়া যাইয়া পঙ্খি দরিয়া দেখিল।
জড়াজড়ি করিয়া পঙ্খি দরিয়ায় পড়িল॥
গঙ্গা মাতা বলে, 'বিধি, মোর করমের ফল॥ ১৬৬৫
ময়নার নাতি আসি পইল মোর দরিয়ার উপর॥
যে রাঘো সকল ধরিয়া করিবেন বল।
এয়ার যে আই আছে ময়না গেয়ানে ডাঙ্গর।
বাম হস্ত দিয়া দরিয়া ফেলাইবে বান্ধিয়া।
ডান হাতে দরিয়ার জল ফেলাইবে ছেকিয়া। ১৬৭০
তোমাক মারিবে ময়না পেটত পাও দিয়া॥'
সাত দিন নও রাইত ভাসে দরিয়ার উপর।
তবুত ধরিয়া না খায় রাঘো সকল॥
সাত দিন নও রাইত ধরি অন্ন নাই খাই। [১]
যে ঘাটে জল ভরে রাজার কুঙর। ১৬৭৫
ঐ ঘাটের উপর আছে বট আর পাকর॥

[১]পাঠান্তর: সার বলে শুন দাদা শুআ প্রানের ভাই।
কত গিলা দ্যাশ তিথ আসিলাম ভ্রমনিয়া।
তবু আরো পিতার লাগ্য না পাইলাম খুজিয়া।
এমুখ না দেখাইম জননিক নিজিয়া॥

উড়াও দিয়া যাইয়া পঙ্খি বৃক্ষ ডালে পইল।
গোটা কয়েক ফল পঙ্খি বদন ভ'রে খাইল ॥
বার ভার জলে রাজার এক ভার কমি আছে।
জল ভারের বাদে রাজা এ দৌড় করাইছে ॥[১] ১৬৮০
সারি বলে, 'শুন, দাদা, শুয়া প্রাণের ভাই।
এই ভারি আইসছে জল ভরিবার ॥
বাপের নাখান হাটে, দাদা, বাপের ছন্দন।
পিতার নাখান দেখি, দাদা, চুলের বান্ধ্‌না ॥[২]
শুয়া বলে শুন, দাদা, সারি প্রাণের ভাই। ১৬৮৫
কোন বা ঠাগার শুঁড়ির ভারী আইসে জল ভরিবার।
ইহা কি হৈতে পারে মোর যোগ্য মার ॥'

তুমি যাও দাদা মহলক চলিয়া আমি না যাব।
আমার মাকে এই কথা বলি দিও ॥
তোমার পুত্র শুআ ছিল সে বা জলে ডুবিয়া মৈল।
জড়া জড়ি করিয়া পঙ্খি দৌড়িয়া ঝাপ দিল ॥
তাহাকে গাঙ্গিক বেটি নয়নে দেখিল।
একি ঢেউএ পঙ্খি জোড়াক কিরন চাপে দিল ॥
সার বলে শুন দাদা শুআ প্রানের ভাই।
কি অপরাধ করছি দাদা মাএর বরাবর।
এই কারনে না খায় দরিয়ার মজ্য মগর ॥
ঐঠে হৈতে পঙ্খি জোড়া উড়াও কারাইল।
কত্তোআর ঘাটের পাড়োত জাএয়া পঙ্খি খাড়া হৈল

[১]পাঠান্তর : 'করাইছে' স্থলে 'ধরিছে'।

[২]পাঠান্তর : বাপের নাকা ধাজা গজা বাপের নাকা রাখি।
বাপের নাকা দেখি ঐ চুলের বান্ধনি ॥

শুয়া বলে, 'শুন, দাদা, আমি বলি তোরে।
দ্বন্দ্ব ঝগড়ার কার্য নাই ফিরতি করি নেই॥ [১]
ভারি বেটা জল ভরুক হেট্ মুণ্ড হৈয়া। ১৬৯০
উয়ার মাথার উপর দিয়া বেড়াই উড়াও করিয়া॥
গোপীনাথ গোপীনাথ বলিয়া এ ডাক ডাকাই।
যদি কালে শুঁড়ির ভারী হয় তো যাইবে চলিয়া।
যদি আমার পিতা হয় দেখিবে ফিরিয়া।
যদি আমার পিতা হয় নিবেত চিনিয়া॥' ১৬৯৫

কতেক দূরে যাইয়া রাজা কতেক পন্থ পাইল।
করতোয়ার ঘাটে যাইয়া উপস্থিত হৈল॥
নয়া সিকিয়া বাউঙ্খা থুইল ভাঙ্গাত খসায়া।
পিতলের গাড়ু নিল হস্তে করিয়া॥
জল ভরে মহারাজা গঙ্গায় দাঁড়ায়া। ১৭০০
অকাড়িয়া চাউল দিল দরিয়াত ফেলাইয়া॥
দরিয়ার মাছ মকর খায় আরো ঠোক্রাইয়া।
তার তামাসা দেখে রাজা তুই নয়ন ভরিয়া॥
সাইর শুয়া তুই ভাই উড়াও করাইল।
মাথার উপার যাইয়া রাজার ঘুরিতে লাগিল॥ ১৭০৫
হেট্মুণ্ড হৈয়া রাজা জল ভরিবার লাগিল।
মাথার উপর সারি শুয়া ভমিবার লাগিল॥
পঙ্খির আব ছায়া জলত দেখিল।
হেট মুণ্ড ছিল রাজার উপর মুণ্ড হইল॥
পঙ্খি জোড়া দেখি [২] রাজা কান্দন জুড়িল। ১৭১০

[১]পাঠান্তর : সারন উঠিয়া বলে শুআ প্রানের ভাই
ও কোনা কথা তোর সন্ধান না পাই।

[২]পাঠান্তর : কপালে মারিয়া চড়

'যখন আছিলাম আমি রাজ্যের ঈশ্বর।
এই দাস্তি [1] পাখি আমি পুইষাছি এক জোড় ॥
এখন ক'ল্লে ভগবান্ আমাক কড়াকের ভিখারী।
এই মত পাখি আমি পুষিবার না পারি ॥
বার বছর হৈলাম আমি বৈদেশে আসিয়া। ১৭১৫
আমাক না দেখি পঙ্খি গেইছে মরিয়া ॥' [2]
'গোপীচন্দ্র, গোপীচন্দ্র' বলি পঙ্খি তুলিয়া কৈল রাও।
চমৎকৃত হৈল তবে রাজার সর্ব গাও ॥
'এইখানে কেউ নাই রঙ্গের বাপ ভাই।
নাম ধরিয়া কে ডাকাইলি বঙ্গের গোসাঞি ॥' [3] ১৭২০

যেনকালে ধর্মী রাজা পঙ্খিক দেখিল।
পঙ্খিক দেখিয়া রাজা বাহা আগায়ে দিল ॥
'যাতুরে, আমার নামে যদি বাছা আসছেন চলিয়া।
আইস, আইস, যাতুধন, মোর বাহা পরশিয়া ॥
তোমার চুম্বন খায়া ন্যাওঁ মুঞি বদন ভরিয়া ॥' ১৭২৫

পঙ্খি বলে, 'শুনেক ভাই, বচন মোর হিয়া।
এমনি না পড়িম তোমার তুই বাহাতে যাইয়া ॥
কে তোর মাতা কে তোর পিতা পরিচয় দে গঙ্গায় দাঁড়ায়া।
শুনিয়া পড়িম তোর তুই বাহাতে যাইয়া ॥'
সাইর শুয়া পঙ্খি যখন পরিচয় চাইল। ১৭৩০
গঙ্গায় দাঁড়ায়া রাজা পরিচয় দিল ॥

---

[1] পাঠান্তর : এই মত

[2] পাঠান্তর : সার বলে শুন দাদা শুআ প্রানের ভাই।
চল দেখি ভারি বেটা জায় মহলক চলিয়া।
আমার ছায়া দেখি কান্দে গঙ্গাএ দাড়ায়া ॥

[3] পাঠান্তর : পাখি বলে শুন পিতা বলি নিবেদন।
তোমারি খবরে আইছি ভাই তুইজন ॥

'যাদুরে—মাণিকচন্দ্র রাজার স্ত্রী ময়নামতী মাই।'

'ময়নার পুত্র আমি গোপীচন্দ্র রাজা।
অদুনা পদুনা রাণী মোর হয় ভার্য্যা॥
মায়ের জোয়াবে আসছুঁ হাঁড়ি গুরুর সঙ্গে উদাসীন হৈয়া॥' ১৭৩৫
যেন কালে পঙ্খি জোড়া পরিচয় পাইল।
উড়াও দিয়া দোন ভাই বাহায় পড়িল।
পঙ্খির চুম্বন মহারাজা বদন ভরি খাইল॥

শেষ দুঃখ

'যাদুরে, মহাল হতে আনছে গুরু বুধ ভরসা দিয়া।
বড় দুঃখ দিছে গুরু বৈদেশে আনিয়া॥ ১৭৪০
প্রথম দুঃখ দিছে আমাক জঙ্গল বাড়ির মাঝে।
তার পরে দুঃখ দিছে তপ্‌ত বালার মাঝে॥
তার পরে দুঃখ দিছে কলিঙ্গার বন্দরে॥
বান্ধা থুইয়া পালাইছে গুরু হীরা নটীর ঘরে॥ [১]
সেই হীরার পরিতে আগুন পাটের সাড়ি। ১৭৪৫
মোর রাজার পরিবার হৈছে বার গাঁঠিয়া ধড়ি॥
পাপের বিছনা ফেলাওঁ মুঞি পাপের গণোঁ কড়ি॥
সেই যে নটীর কড়ি জয় মালায় গণিয়া চায়।
তাহার মধ্যে যদি, যাদু, একনা কানা পায়।
সাতবার কানা কড়ি আমার চক্ষে ঘেসোরায়॥ ১৭৫০
থাকিবার শয়ন দেছে আমাক ছাগলের খুপুরি।
মাঘ মাসিয়া জারত দেছে আমাক বুড়া একখান চটি॥
যাদু রে, ছাগলের লগ্‌গি গাও হয়েছে মোর হরিদ্রা বরণ।
কোদালচাচি ময়লা পড়ছে শরীরের উপর।
ঝেচু পাখি বাসা কইচ্ছে মস্তকের উপর॥ ১৭৫৫

পাঠান্তর: হাড়ি গুরু আনি থুইছে আমাক হিরার ঘরে বান্ধা।
আমার কপালে হইছে এই বিড়ম্বনা॥

দিনান্তরে যাইয়া দিছে একখানি সিধা।
আকাড়িয়া চাউল দেয় মোক বিচিয়া বাত্তকি।
বিচিয়া বাত্তকি দেয় মোক পুড়ি খাইতে সানা।
তাহাতে কইছে নটী লবন তৈল মানা॥
নয়া সিকিয়া বাউঙ্খা দেছে পিতলের নাগিরী। ১৭৬০
বার বছর জল উবাওঁ হীরা নটীর বাড়ি॥
যাদু রে, বার ভার জলের মধ্যে যদি এক ভার কম পায়।
সাতটা মর্দ লাগি দিয়া সাতবার কিলায়॥
যাদু রে, বার ভার গঙ্গাজল জোগাব নিষিয়া।
আট ভাড়ুয়ায় ধরে আমাক চিত্র করিয়া॥ ১৭৬৫
হীরা নটী গাও ধোয় আমার বুকেতে চড়িয়া।
দেখেক, যাদু, পাঞ্জারের খাটি মোর ফেলাইছে ভাঙ্গিয়া॥'

'পিতা, থুয়েন তোমার দুঃখের কথা এক দিক্ করিয়া।
ছেনান কর, পিতা ঠাকুর, জলপান খাই বসিয়া॥
ভোগ নাড়ু, তেষ্টা নাড়ু দিছে আমার বাজুত বান্ধিয়া। ১৭৭০
ছেনান কর তিন বাপতে নাড়ু খাই বসিয়া॥'
'এলায় যদি ধড়ি কোনা হীরা ভিজা পায়।
সাত পহর হীরার ভাড়ুয়া আমাক কিলায়॥
যাদু রে, এলায় যদি গাও ধোওঁ ন্যাংটি ভিজিয়া।
পাঁচ জুতা মারবে নটী চালতে টাঙ্গাইয়া॥' ১৭৭৫
পঙ্খির জিদ্দি মহারাজা সইবার না পাইল।
বার গাইটা ন্যাংটি ডাঙ্গাত খসাইয়া থুইল॥[১]
একখান জিগার ছাল নিলে পরিধান করিয়া।
গাও ধুইছে মহারাজ গঙ্গায় নামিয়া॥
চক্ষু মুদি মহারাজ দৌড়িয়া ঝম্প দিল। ১৭৮০
পাঙ্খা দিয়া জল পাখি ছেকিবার লাগিল।
ঠোঁট দিয়া গায়ে ময়লা কাটিবার লাগিল॥

[১]পাঠান্তর: বার গাইঠা ধড়ি শুদ্ধা রাজা সিনানে নামিল

গায়ের ময়লা দিয়া তিন বাগের জল ঘোলা করিল।
এক ডুব দুই ডুব তিন ডুব দিল ॥
রাজার ন্যাংটি ধোপানি চিলাত উড়িয়া নিগেল ॥ [১] ১৭৮৫
রাজার ন্যাংটি ধোপানি চিলাত নিলেন উড়িয়া।
সেও ন্যাংটি দিল মাঝ দরিয়ায় ছাড়িয়া ॥
রাঘব বোয়াইলে ন্যাংটি ফেলাইল গিলিয়া।
ন্যাংটি বুলি কান্দে রাজা গঙ্গায় দাঁড়ায়া ॥
'যাদু রে, পরিবার দিছে আমাক বার গাঁইঠা ধড়ি। ১৭৯০
মার্গে ভিজাই মার্গে শুকাই আর নাই যে পরি ॥
এই ন্যাংটি নিগেল মোর চিলায় উড়ায়া।
কি পিন্ধিয়া যাব মহলক লাগিয়া ॥'
ন্যাংটি বুলিয়া রাজা কান্দিতে লাগিল।
রাজার কান্দনে গঙ্গা মাতার দয়া জরমিল ॥ ১৭৯৫
শূন্য করি ধবল বস্ত্র দিলেত ভাসাইয়া।
ঐ বস্ত্র নিলে রাজা পরিধান করিয়া ॥[২]
হাসিয়া উঠিল রাজা ডাঙ্গার লাগিয়া।
তিনো বাপতে জল পান খান ডাঙ্গাত বসিয়া ॥

[১]পাঠান্তর : পুন্নিমার চন্দ্র জ্যান জ্বলিয়া উঠিল।
সরু সরু দুই মানিক মুখ দিয়া পড়িল ॥
সরগের দ্যাবগন জয় জয় হইল।
রাহু কেতু শনি রাজার ছাড়িয়া পালাইল ॥
রাজার ছেলানে গঙ্গা মাতার ঢল বাড়িয়া গ্যাল।
বার গাঠি ধড়ি রাজার সোতে নইয়া গ্যাল ॥
উড়াও দিয়া পখি জোড়া বৃকৃখ ডালে পইল।
অকারন করিয়া রাজা কান্দিতে নাগিল ॥

[২]পাঠান্তর : রাজার কান্দন দেখি মদন গোপালের দয়া হৈল ॥
বাজর নেংটি মদন গোপাল আনিয়া জোগাইল ॥
এই বস্ত্র নিলে রাজা পরিধান করিয়া ॥

রক্তের লিখন

নাড়ু খাইয়া রাজার হরষিত মন। ১৮০০
দরিয়ার জল দিয়া রাজা করিল আচমন ॥
নাকর পাকর[১] দুইটা পাত আনিল ছিঁড়িয়া।
দাঁত দিয়া কলম মাঠাইলে বসিয়া ॥
ডাইন হস্ত দিয়া রাজা বাঁও উরাত ফাড়িল।
ঐ রক্ত দিয়া লেখিবার লাগিল ॥[২] ১৮০৫
অদুনা রাণীর পত্র লেখে হাসিয়া খেলিয়া।
আর না যাব, রাণী, মহলক ফিরিয়া ॥
নিশ্চয় তুমি হিল্লা করেন ভাই খেতুয়াটে যাইয়া ॥
যেমন রাজাই ছাড়িয়াছি নাটমন্দির ঘরে।
ত্রিগুণ রাজাই পাছি আসি বৈদেশ সহরে ॥'[৩] ১৮১০
এখন জননীর পত্র লেখেন কান্দিয়া কাটিয়া,—
'সুমাও হৈলে নিবেন উদ্ধার করিয়া।
কুমাও হৈলে থইবেন পাপত ফেলাইয়া ॥
ওগো মা, মহল হৈতে আনছে গুরু বুধ ভরসা দিয়া।
প্রথম দুঃখ দিছে আমাক জঙ্গলে ফেলাইয়া। ১৮১৫
তার পর দুঃখ দিছে তপ্‌ত বালার মাঝে।
তাহার পর দুঃখ দিছে কলিঙ্গার বাজারে ॥
বান্ধা থুইয়া পালাইছে গুরু হীরা নটীর ঘরে ॥
সেই হীরার পরিতে হৈছে আগুন পাটের শাড়ী।
পরিবার দিছে আমার বার গাঁইঠা ধড়ি ॥
মার্গে শুকাই মার্গে ভিজাই আর নাই যে পরি। ১৮২০
থাকবার শয়ানে দিছে মোক ছাগলের কুটুরি ॥

---

[১]পাঠান্তর : নাইকেলের পাইকোর।

[২]পাঠান্তর : অকৃথয় বটের পাত দুকুনা আন্‌ছে ছিড়িয়া।
আপনার কানেয়া আঙ্গুল নিলে দন্তে ফারিয়া
জত দুস্ক দিলেন পত্রে লিখিয়া ॥

[৩]পাঠান্তর : দুনা রাজা হছি আমি শ্রীকলার বন্দরে ॥

মাঘ মাসিয়া জারত দিছে, মা, বুড়া এক থান চটি।
মা, ছাগলের লগ্গি গাও হইছে মোর হরিদ্রা বরণ ॥
কোদালচাচি ময়লা পইছে মোক শরীরের উপর।
ঝেচু পঙ্খি বাসা কইছে, মা, মোর মস্তকের উপর ॥ ১৮২৫
দিনান্তরে দেয়, মা, একখানা সিধা।
আকাড়িয়া চাউল দেয়, মা, বিচিয়া বাত্তকি।
বিচিয়া বাত্তকি দেয়, মা, পুড়ি খাইতে সানা।
তাহাতে করিয়া দিছে লবন তৈল মানা ॥
মা,—নয়া সিকিয়া বাউঙ্খা দিছে মোক পিতলের নাগিরী। ১৮৩০
বার বছর জল উবাইছোঁ হীরা নটীর বাড়ি ॥
বার ভার গঙ্গার জল জোগাওঁ নিযিয়া।
আট ভাড়ুয়ায় ধরে মোক চিত্র করিয়া ॥
হীরা নটী গা ধোয়, মা, মোক বক্ষেতে চড়িয়া।
পাঞ্জারের খাটি, মা, মোক ফেলাইছে ভাঙ্গিয়া ॥ ১৮৩৫
বার ভার জলের মধ্যে যদি এক ভার কমি পায়।
সাত মর্দক লাগি দিয়া সাত বার কিলায় ॥'

সুখের লেখন নিখিয়া দিলে শুয়ার বরাবর।
দুঃখের লেখন লিখিয়া দিলে সারির বরাবর ॥ [১]
যখন পাখী জোড়া লিখন পাইল। ১৮৪০
পিতার চরণে পাখী প্রণাম করিল ॥
জল ধরিয়া তারি বেটা নটীর মহলক গেল।
আট ভাড়ুয়ায় ধরছে রাজাক চিত্র করিয়া।
হীরা নটী গাও ধোয় বক্ষেত চড়িয়া ॥

পাঠান্তর : সারন উঠিয়া বলে শুয়া প্রানের ভাই।
কোনটা হয় হিরা নটি চল দেখিবার জাই ॥
উড়াও দিয়া জাইয়া পঙ্খি নটির বাঙ্গলাএ পড়িল।
নানা শব্দে বুলি বুলিবার লাগিন ॥
ঘর হ'তে হিরা নটি বাহেরাএ ব্যারাল।
বান্দি বান্দি বলে নটি ডাকাবার নাগিল ॥

মহলক লাগিয়া পঙ্খি যায়ছে উড়িয়া। ১৮৪৫
মাটিতে পড়িয়া পঙ্খি উড়াও করাইল।
ফেরুসাতে যাইয়া পঙ্খি খাড়া হৈল ॥
বাঁশের চরকা নিছে ময়না বাঁশের টাকুয়া।
শিমুলের তূলা নিছে এ পাইজ করিয়া।
বুড়ী ময়না চরকা কাটে তুয়ারে বসিয়া ॥ ১৮৫০
মুখের আগে যাইয়া পঙ্খি লিখন ফেলাইয়া দিল।
পঙ্খিক দেখিয়া ময়না গাইলাইতে লাগিল ॥
'কোন ভাউজের বেটি ভাউজ দিছে পঙ্খি ছাড়িয়া।
সে ভাউজক মারুম এলায় লোয়ার ছড়ি দিয়া ॥'
সারি বলে, 'শুন, দাদা, শুয়া প্রাণের ভাই। ১৮৫৫
পিতার খবর, ওহে, দাদা, আনিনু লিগিয়া।
মাওয়ে মারিবার চায় লোয়ার ছড়ি দিয়া" ॥

কি কর বান্দির বেটি কার পানে চাও।
ভাল পখি আসিয়া পইল মোর মন্দিরের পর।
পখি ধরিয়া থোবো পিঞ্জেরার ভিতর ॥
তুগ্ধ চালল লইয়া নটী ডাকিবার লাগিল।
উড়াও দিয়া তুই পখি নটির তুই বাহাএ পড়িল
তুগ্দ চাউল খায় পখি ট্যার চক্‌খে চায়।
ডা'ন হস্ত দিয়া নটি পখি ধরিবার চায়।
বাওঁ চক্‌খু ধরিয়া নটির পখি উড়িয়া পালায় ॥
আইও বাবা বলিয়া নটি কান্দিতে লাগিল ॥
ওঠে আসিয়া পখির হরসিত মন।
মেচপুরের রাজ্যে গিয়া দিল দরশন ॥
মেচ পাড়া জাইয়া পখি নয়ান তুইলা চায়।
আপনার বাড়ি ঘর খানিক ছ্যাখা জায় ॥
ওঠে থাকিয়া পখির হরসিত মন।
সুন্দরির মহলে যাইয়া দিলে দরশন ॥

দেখ দেখ, এ বুড়ী শালি, তোর মুণ্ডুখান পড়িয়্‌
তার পর যাইয়া মারিস্‌ লোয়ার ছড়ি দিয়া ॥'
যেন কালে বুড়ী ময়না একথা শুনিল। ১৮৬০
চরকা কাটা নড়ি দিয়া লিখন টানিয়া আনিল।
অক্ষর ধরিলে ময়না অক্ষর চিনিল ॥
চরকা টাকুয়া বুড়ী ময়না কপালে ভাঙ্গিল।[১]
রাণীর মহলক লাগি পঙ্খি উড়াও দিয়া গেল ॥
যেন কালে অদুনা রাণী পঙ্খিক দেখিল। ১৮৬৫
রাণীর পত্র[২] পঙ্খি জোড়া রাণীরে ফেলাইয়া দিল ॥
অক্ষর ধরিয়া রাণী অক্ষর পড়িল।
খট্‌ খট্‌ করি দোনা বইনে হাসিয়া উঠিল ॥
'দিদি, আরতো না আসবে রাজা দেশে চলিয়া।
হিল্লা করবার কয়েছে আমাক খেতুয়ার কাছে যাইয়া ॥ ১৮৭০
যেমন বোলে রাজাই ছাড়ি গেইছে বৈদেশ লাগিয়া।
ত্রিগুণ রাজাই পাইছে, দিদি, বৈদেশত যাইয়া ॥
যেমন বোলে রাণী ছাড়ি গেইছে নাট মন্দির ঘরে।
ত্রিগুণ রাণী পাইছে রাজা বৈদেশ সহরে ॥
দিদি, এমনি যদি দুই বইনে যাইতো মরিয়া। ১৮৭৫
তবু খেতুক ভাত খাব না পাটতে বসিয়া ॥
এই পঙ্খি জোড়া নিব সঙ্গে করিয়া।
কোঠে আছে মহারাজ দেখিব আসিয়া ॥
যে দেশেতে খাইবে রাজা রাজত্ব করিয়া।
ঐ রাণীর খাইব, দিদি, বান্দী রূপ হৈয়া ॥ ১৮৮০
ঐ দেশত লাগি, দিদি, যাবতো চলিয়া ॥

এক দণ্ড দুই দণ্ড তিন দণ্ড হৈল।
ক্রোদ্ধমান হৈয়া ময়না ক্রোধে জ্বলি গেল ॥

১ পাঠান্তর: কপালে মারিয়া চড় কান্দন জুড়িল
২ 'সুক্কের লেখন'।

'আমার ছাইলাক নিগাইছে বুধ ভরসা দিয়া।
এই দুঃখ কেন দেয়ছে বিদেশে নিষিয়া॥ ১৮৮৫
সোয়ারিত করিয়া যাদুক ষোল কাহারে বয়।
তাহার শরীরে কি এত দুঃখ সয়॥
তেমনিয়া ময়না বুড়ী এই নাও পাড়াব।
তিন দিনকার মধ্যে ছাইলাক আনায়া নিব॥'

পরিত্রাণের উপায়

মহামন্ত্র গিয়ান ময়না হৃদয়ে জপিল। ১৮৯০
কপাল ফাড়িয়া ময়না ধেয়ানত বসিল॥
ধেয়ানের ময়নামতী ধেয়ান করি চায়।
ধেয়ানের মধ্যে হাড়ির পাতালে নাগাল পায়॥
বজ্র চাপড় হাড়িক ময়না মারিল তুলিয়া।
ধেয়ানে ছিল হাড়ি উঠিল চমকিয়া॥ ১৮৯৫
হাড়ি বলে, 'হায়, বিধি, মোর করমের ফল।
আমার নাকান সিদ্ধা নাই সয়ালের ভিতর।
তপ ভঙ্গ ক'ল্লে কে আমাক ঘড়িকের ভিতর॥'
ধেয়ানের হাড়ি সিদ্ধা ধেয়ান করি চায়।
ধিয়ানের মধ্যে হাড়ি ময়নার নাগাল পায়॥[১] ১৯০০
হাড়ি বলে, 'হায়, বিধি, মোর করমের ফল।
রাজার ছেইলাক বান্ধা থুইছোঁ হীরা নটীর ঘরে।
মইল কি বত্তিল ছেইলা না গেলাম খবরে॥'

[১]পাঠান্তর : বাজ্জন্ত চাপড় মিত্তিঙ্গাএ মারিল।
পাতালেতে সিদ্দার আসন নড়িল॥
বট খাগরা গাওত ডাঙ্গাইতে নাগিল।
সাজ সাজ বলি সিদ্দা সাজিতে নাগিল॥
দিদির ছাইলাক বন্দক থুইছি হিরা নটির ঘরে।
এই কারনে ডাঙ্গায় দিদি কানে আর কপালে॥
তেমনিয়া হাড়ি সিদ্দা এই নাওঁ পাড়াব।
দিদির ছাইলাক আনি দিয়া তেমনি লজ্জা দিব॥

তালের গাছ থুইলে হাড়ি পৃথিবীতে গাড়িয়া।
উঠিলে হাড়ি সিদ্ধা গাও মোড়া দিয়া ॥ ১৯০৫
'সাজ, সাজ' বলিয়া সিদ্ধা হাড়ি সাজিতে লাগিল।
বায়ান্ন মণী কঁ্যাথা নিল কোমরে বান্ধিয়া।
আশী মণী সোডা নিল কপালে ডাবিয়া ॥
নয়মণিয়া খড়ম নিল চরণে লাগায়া।
মণ পঞ্চাশেক ভাঙ্গের গুড়া মুখের মধ্যে দিয়া। ১৯১০
কলসী দশেক জল দিয়া ফেলাইল গিলিয়া ॥
আড় গৈড় মার গৈড় তিন গৈড় দিয়া।
মুঠি চৌদ্দ ধুলা নিল হৃদয়ে মাখিয়া।
ওঠে এলা হাড়ি সিদ্ধা গা মোড়া দিয়া ॥
স্বর্গতে ঠেকিল মাথা হুটুস্ করিয়া ॥ ১৯১৫
একনা পাও বাড়ায়া ফেলায় আশে আর পাশে।
আর এক পাও বাড়াইয়া ফেলায় বিরাশী কোশে ॥
যেওখানে হাড়ি সিদ্ধা পাও ফেলায়া যায় ভারি।
সেওখানে হয় যায় কোমল পুকরি।
ছয় মাসের রাস্তা হাড়ি ছয় দণ্ডে গেল। ১৯২০
করতোয়ার ঘাটে যাইয়া সিদ্ধা খাড়া হৈল ॥
মহামন্ত্র গিয়ান নিল হৃদয়ে জপিয়া।
ন্যাঙ্গা ঘাটিয়াল হৈল কায়া বদলিয়া ॥
বার ভার জলের মধ্যে রাজার এক ভার কমি আছে।
জল ভারের বাদে রাজা এ দৌড় ধরিছে ॥ ১৯২৫
ঘাটের পর যাইয়া উপস্থিত হৈল।
নয়নেত গুরুক দেখি গুরুক চিনিল ॥
নয়া সিকিয়া বাউঙ্খা দিল জলতে ভাসায়া।
পিতলের নাগিরী রাজা ডাঙ্গেয়া ভাঙ্গিল।
গুরুর চরণে ধরি রাজা কান্দিতে লাগিল ॥ ১৯৩০
রাজার কান্দন দেখি গুরুর দয়া হৈল।
বায়ু সঞ্চারে হাড়ি সিদ্ধা রাজার গর্ভে সোন্দাইল।
পাপ অপরাধ কিছুই না পাইল ॥

টোরা মাছ করিয়া রাজাক ঝুলিত ভরি নিল।[1]
হীরা নটীর মহলক লাগি পন্থ মেলা দিল। ১৯৩৫
লকুড়ি খসায়া দামাক ডাং দশেক দিল।
হীরা জিরা দুই বইন চমকিয়া উঠিল।
ঝারির মুখের গামছা দিয়া বান্দিক ফিকাইল॥
'যাও, যাও, বান্দী বেটি, বাহিরাক লাগিয়া।
কোন দেশের রাজা আইসছে আইস ত দেখিয়া॥ ১৯৪০
নটীর বাক্য বান্দী দাসী বৃথা না করিল।
বাহেরাক লাগিয়া বান্দী গমন করিল॥
হাড়ি সিদ্ধাক দেখি বান্দী চমকিয়া উঠিল।
ভিতর অন্দর যাইয়া নটীক বলিতে লাগিল॥[2]

[1]পাঠান্তর : হাড়ি বলে হারে বাছা রাজ দুলালিয়া।
কান্দন না বাপধন কান্দন খেমা কর।
তোর কান্দনে আমার শরিল হইছে জরজর॥
কপাল ফাড়িয়া রাজার ফুলবড়ি বসাইল।
সোনার ভোমরা করিয়া রাজাক হাড়ি ঝোলঙ্গায় ডুবাইল॥
নটির মহলক নাগি জাত্রা করিল॥

[2]পাঠান্তর : দুআরের জোড় নাগরা নটির ডাঙ্গিয়া ভাঙ্গিল।
দুইজনা হিবার বান্দি সাজিয়া ব্যারাইল॥
ব্যারাইয়া বান্দির ঘর হাড়িক দেখিল।
গৈড়মণ্ড হইয়া বান্দি হাড়িক প্রনাম করিল॥
হাড়ি বলে হারে বান্দি তোর গালে পড়ুক চড়।
দৌড় পাড়িয়া খবর জানাও তোর হিরার বরাবর॥
কড়ি বার কড়া নেউক ওর দরজায় গনিয়া।
আমার ঘরের সুন্দর চ্যালা দেউকতো আনিয়া॥
দৌড় পাড়িয়া বান্দির বেটি খবর জানাইল।
জেই রাজা বান্দা থুইছে হাড়ি লঙ্কেশ্বর।
সেই হাড়ি আইছে তোমার দরজার উপর॥

'ওগো মা,— নাই আসে রাজা বাদ্‌সা নাই আসে সাজিয়া। ১৯৪৫
ও ক্ষেপীর বৈরাগীটা আস্‌ছে সাজিয়া ॥'
যেন কালে হীরা নটী হাড়ির নাম শুনিল।
হাতে মাতে দোনো বইনে চমকিয়া উঠিল ॥
বান্দীর তরে কথা বলিতে লাগিল ॥
'কিবা কর, বান্দী বেটি, নিশ্চিন্তে বসিয়া। ১৯৫০
পাঁচখানি পোষাক নে ঝাম্পায় করিয়া ॥
তেল খইলা নে, বান্দী, তুই কোটরা ভরিয়া।
বাইরে বাইরে যা করতোয়ার ঘাটতো লাগিয়া ॥
তেল খইলে মহারাজাক নে ছিনান করিয়া।
পাঁচখানি পোশাক দেইস পরিধান করিয়া ॥[1] ১৯৫৫
কানপাই ঘোড়াত চড়ি আন তো জলদি করিয়া ॥'[2]
হীরা নটী যখন বান্দিক হুকুম করিল।
কানপাই ঘোড়া বান্দী সাজাইতে লাগিল ॥
পাঁচখানা পোশাক নিল ঝাম্পায় করিয়া।
তেল খৈলা নিল বান্দী কোটরায় ভরিয়া ॥ ১৯৬০
পাছ দেউড়ি দিয়া যাইছে ঘাটক লাগিয়া।[3]
নয়া সিকিয়া বাউঙ্খা বেড়া জলত ভাসিয়া ॥
পিতলের গাড়ু আছে ডাঙ্গাত গুড়া হৈয়া ॥

[1]পাঠান্তর : মেহি মেহি কাপড় ন্যাও বোকনা করিয়া।
আচ্ছা জতনে রাজাক সেনান করাইয়া।
জেইঠে জেখান কাপড় শোভে সউক ন্যাও পরিয়া ॥

[2]পাঠান্তর : পাছ দুয়ার দিয়া রাজাক আইস ধরিয়া।

[3]পাঠান্তর : পাছ দুয়ার দিয়া বান্দি গ্যাল চলিয়া।
আগ দুয়ারে হিরা নটি ব্যারাইল সাজিয়া ॥

ইহাকে দেখিয়া বান্দী ফিরিয়া ঘরত গেল।
হীরা জিরা দুইটা নটীক বলিতে লাগিল ॥ ১৯৬৫
'মা. যে দুঃখ দিলেন রাজাক নাটমন্দির ঘরে।
দুঃখ পাইয়া মরি গেইছে দরিয়া মাঝারে ॥
পিতলের গাড়ু দুটা আছে ডাঙ্গাত গুড়া হৈয়া।
নয়া সিকিয়া বাউঙ্খ বেড়ায় জলতে ভাসিয়া ॥
দুঃখ পাইয়া রাজার ছাইলা গেইছে মরিয়া। ১৯৭০
কি জবাব দিবে এখন হাড়ির সাক্ষাত যাইয়া ॥'

ফিরি আসি বান্দী দাসী একথা বলিল।
অন্তর ধিয়ানে হাড়ি জানিতে পাইল ॥
তুর্ তুর্ বলি সিদ্ধা গর্জিতে লাগিল।
'নটী, বার কড়া কড়ি নে তোর হিসাব করিয়া। ১৯৭৫
জল্‌দি আমার ছেইলাক জোগাওতো আনিয়া ॥'
চেলা বলি হাড়ি সিদ্ধা গর্জিতে লাগিল।
সোনার খড়ম পায় দিয়া নটী চট্‌কিয়া বেরাল ॥
'এলায় তোমার চেলা আছিল পালঙ্কে বসিয়া।
পাশা খেলার জন্য গেল বন্দর লাগিয়া ॥'[1] ১৯৮০

[1]পাঠান্তর: তোমার ঘরের চ্যাংরাকোন অঁয় বড় রসিয়া।
কড়ি ধরি খ্যালাবার গ্যাছে বন্দরের ভিতর ॥
হাড়ি বলে হারে নটি তোর গালে পড়ুক চড়।
হয় মোর অসিয়া ছোঁড়া জোগাও আনিয়া।
কড়ি বার কড়া ন্যাও তোমার দরজাএ গনিয়া ॥
নটি বলে হারে হাড়ি কার প্রানে চাও।
বড়াবড়ি কথা কইস তুই আমার বরাবর।
তোমার চ্যালা আমার সঙ্গে ক'চ্ছে নড়ানড়ি ॥
ঝুলি কঁ্যাথা বেচাইয়া নিম তোর খরচের কড়ি।
জখন ঐ হিরা নটি ডক্ষ কথা বলে।
ঝোলঙ্গায় থাকিয়া রাজা খচর মচর করে ॥

ঝোলাত থাকি ধর্মী রাজা নড়ে আর চড়ে।
বাম বগল[১] দিয়া সিদ্ধা চিপি চিপি ধরে ॥
'এক দণ্ড থাক, যাদু ধৈরয ধরিয়া।
আর গোটা চারিক গল্প শালীর মুঞি শোনোঁ বসিয়া।'[২]
হীরা বলে, 'আজকার মনে থাক, বোষ্টম, ধৈরয ধরিয়া। ১৯৮৫
কাল প্রাতকে তোমার চেলাক দিবতো আনিয়া॥'
'তেমনিয়া হাড়ি সিদ্ধা আমি এই নাওঁ পাড়াব।
দিনতে এলায় রাত্রি আমি ঘড়িকে করাব ॥
স্বরগের তারা থুইলে সিদ্ধা কোথায় লুকিয়া।
চান সূর্য থুইল সিদ্ধা দুই কানে ভরিয়া ॥ ১৯৯০
জলকুয়া হাড়ি মেঘ দিলেতো লাগিয়া ॥

'রাত্রি করে ঝিকি মিকি কোকিলায় করে রাও।
শ্বেত কাউয়ায় বলে রাত্রি প্রভাও প্রভাও ॥
আমার চেলাক হীরা নটী আনিয়া জোগাও ॥'
নটী বলে, 'শুন, গুরু, করি নিবেদন।[৩] ১৯৯৫

[১]পাঠান্তরঃ বাম উরাত।

[২]পাঠান্তরে এই সময়ে হীরার বান্দির আবির্ভাব—
পাছ দুআর দিরা বান্দির ঘর আইল চলিয়া।
হাত ইসারা করি বান্দি ডাকাছে বসিয়া ॥
কি গপ্প নাগাছিস মা গুরুর বরাবর।
দুক্‌খ দেখিয়া রাজার পুত্র গেইছে মরিয়া ॥
দুইঠে দুইটা কলস আছে ডাঙ্গাত ভাঙ্গিয়া।
সিকিয়া বাঙ্কুয়া ব্যাড়ায় জলত ভাসিয়া ॥
দুক্‌খ দেখিয়া রাজার পুত্র গেইছে মরিয়া।
কোন গুনা চ্যালাক দেই এখন হাজির করিয়া ॥

[৩]পাঠান্তরঃ একদণ্ড দুইদণ্ড তিন দণ্ড হৈল।
রাজাক দিবার না পারিয়া সিদ্দার চরনত পড়িল।
টোরা মাছের নাকান রাজা ঝুলি হতে পড়িল ॥

তোমার ঘরের ছেইলা অঁয় বড় রসিয়া।
বিন শিকারে ভাত না খায় রাজ দুলালিয়া॥
শিকার করিবার গেল রাজা জঙ্গলের ভিতর।
মইল কি বর্তিল তার না পাই খবর॥
যদি কালে বনের বাঘ খাইছে ধরিয়া। ২০০০
কোন গুলা চেলাক দিম এলায় হাজির করিয়া॥'
হাড়ি বলে, 'হা রে নটী, কার পানে চাও।
খাইছে খাইছে চেলাক বাঘে তার নাই দায়।
কড়ি বার কড়া নাও তোমার দরজায়॥
বার বচ্ছরকার খত খান জোগাও আনিয়া। ২০০৫
আশীর্বাদ করিয়া যাইম কৈলাস লাগিয়া॥'

যখন হীরা নটী একথা শুনিল।
আস্ত ব্যস্ত করি আনি খতখান জোগাইল॥
যখন হাড়ি সিদ্ধা খত দেখিল।
কড়ি বার কড়া হাড়ি দরজায় তুলিল॥ ২০১০

গুরুর তরে কথা বলিতে নাগিল॥
'গুরু, একনা হুকুম দ্যাও গুরু আমার বরাবর।
এক্কেব্যালায় নটি সালিক প্যাটাও রসাতল॥
হাড়ি সিদ্দা বলে শুনেক জাদু আমি বলি তোরে।
জে দুস্ক দিছে নটি তোক নাটমন্দির ঘরে।
তার সাজা দ্যাওছোঁ হাড়ি সিদ্দা ঘড়িকের ভিতরে॥
কিবা কর নটির ভাডুআ নিছন্তে বসিয়া।
এক ভার গঙ্গার জল জোগাও আনিয়া॥
হাড়ি সিদ্ধার বাক্য ভাডুআ ব্রথা না করিল।
এক ভার গঙ্গার জল আনিয়া জোগাইল॥
আট ভাডুআয় ধরলো নটিক চিত্র করিয়া।
নটির খড়ম নিল রাজা চরনে নাগায়া॥
নটির বুক্খে গাও ধোএছে রাজা দোমায়া দোমায়া॥

কড়ি বার কড়া দিলে হাড়ি হীরার হস্ততে তুলিয়া।
বার বচ্ছরকার খত খানা দিল নটী হাড়ির হস্তে তুলিয়া ॥
যখন হাড়ি সিদ্ধা খত হাতে পাইল।
হরি বোল বলিয়া হাড়ি খত খান ফাড়িয়া ফেলিল ॥

রাধা কৃষ্ণ বল বাপু রাম রাম বল। ২০১৫
মহারাজার খত ফাড়লে হরি হরি বলে ॥

হাড়ি বলে, 'হা রে নটী, কার পানে চাও।
এক ঝাড়ি জল আন মস্তকে করিয়া।
আশীর্বাদ করিয়া যাওঁ মুই কৈলাসক লাগিয়া ॥'
এক ঝারি জল নটী বিরসে ভরিয়া। ২০২০
মস্তকে করিয়া জল দিল আনিয়া ॥
যখন হাড়ি সিদ্ধা জল দেখিল।
হাত ধরিয়া ধর্মী রাজাক বাহির করিল ॥
হাড়ি বলে, 'আশা নড়ি, কার পানে চাও।
শীঘ্র গতি হীরা নটীক ধর চিত্তর করিয়া। ২০২৫
বার বচ্ছর গাও ধুইছে ছেইলার বুকত চড়িয়া ॥
এক দিন ছিনান করুক ধর্মিরাজ নটীর বুকত চড়িয়া ॥'
রাজার হস্ত ধরি হাড়ি সিদ্ধা নটীর বুকত চড়ি দিল।
যেই জল আনলে নটী মস্তকে করিয়া।
ঐ জল দিয়া ছিনান করুক রাজ দুলালিয়া ॥ ২০৩০
রাজাক ছেনানে নটী একতিল নড়িল।
কোমরেতে পাও দিয়া নটীর ছিঁড়িয়া ফেলিল ॥[১]

[১]পাঠান্তর: আগিলে ধড় ধ'ল্লে নটির হাড়ি ঠ্যাং দি চিপিয়া
পাছিলা ধড় দিলে সগ্‌গে উড়াইয়া ॥
জা জা হিরার পাছিলা তোক দিলাম বর।
জেই ঠ্যাংএ গাও ধুইছিস রাজার বুকত চড়িয়া।
এই ঠ্যাং ঝুলিয়া বয় তোর বৃক্‌খর নাগিয়া ॥

ছিনান করি মহারাজাক মৃত্তিকায় নামাইল।
নটীর ভাড়ুয়াক সিদ্ধা বলিতে লাগিল॥
'ভাড়ুয়া, নটীর হুকুমে খড়ম পিড়া জোগাইছ আনিয়া। ২০৩৫
যা যা, ভাড়ুয়া বেটা, তোক দিলাম বর।
কাটগুয়া হৈয়া থাক তুই জঙ্গলের ভিতর॥
যা যা হীরার বান্দী তোক দিনু বর।
বেশ্যা রূপ হৈয়া থাকিস্ বন্দরের উপর॥[১]
ওগো, হীরা নটি, ধনের জোরেতে চড়ছেন ছাইলার বক্ষের মাঝারে। ২০৪০
যা যা, হীরা নটী, তোক দিলাম বর।
জোড় বগ্‌তুল হৈয়া থাক সয়ালের ভিতর॥
মুখে খাও মুখে হাগ মুক্‌থ শস্ যাও।
এ জনমের মধ্যে নটী রক্ষা নাহি পাও॥
যা যা হীরার ধন কড়ি তোক দিলাম বর। ২০৪৫
খোলাহাটি সহর হৈয়া থাক তুই রাজ্যের ভিতর॥'
যখন হীরা নটীক অভিশাপ করিল।
জোড় বগ্‌তুল হৈয়া উড়াও করিল॥
হীরার বাড়ী হাড়ি লন ভন করিয়া।
উদ্ধারেক লাগিয়া হাড়ি চলিল হাঁটিয়া ২০৫০

জখন হাড়ি সিদ্দা এ কথা বলিল।
হাড়ির চরনে পাছিলা প্রনাম করিয়া।
বউকধুর রুপ্পে গ্যাল শুন্যে উড়িয়া॥

[১]পাঠান্তর জা জা তোর হীরার বড় ব্যান্দি তোক দিলাম বর।
চামচিকা বাদুর হৈয়া থাক তুই গিরাস্তের ঘর॥
জা জা ছোট বান্দি তোক দিলাম বর।
ম্যাড়া হৈয়া থাক তুই গিরাস্তের ঘর॥
শনিবারে মঙ্গলবারে তোর দড়ি জাবে ভেঠিয়া।
আঠার বছরের শনি তাক ধরিস ঠাসিয়া॥

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে

কতেক দূর যায় হাড়ি কতেক পন্থ পায়।
আর কতেক দূর যাইতে হাড়ি ফম করিয়া চায়॥
বার বচ্ছর দুঃখ হৈল ছেইলার হীরা নটীর ঘরে।
কিছু গেয়ান না দিনু ছেইলার বরাবরে॥
এর মাও আছে ময়না গেয়ানে ডাঙ্গর। ২০৫৫
গেয়ান পরীক্ষা নিবে এর ঘড়িকের ভিতর॥
হাড়ি বলে, 'হারে, যাদু, রাজ দুলালিয়া।
কিছু ভিক্ষা করেক এই বন্দরের ভিতর।[১]
গুরু শিষ্যে খাই আমরা পন্থের উপর॥'
রাজা কহে, গুরু, গুরুপা জলন্ধরী। ২০৬০
কেমন করি খুঁজি ভিক্ষা আমি নির্ণয় না জানি॥'
হাড়ি বলে, 'হারে, যাদু, রাজ দুলালিয়া।
দক্ষিণ দেশী অতিথ আমরা নামে ব্রহ্মচারী।
ভিক্ষা খুঁজিতে আমি সরম না করি॥
এই তুম্বা নেরে যাদু হস্তে করিয়া। ২০৬৫
ভিক্ষা ভিক্ষা করি উঠিস্ চেঁচাইয়া॥
চাউল কড়ি দিবেক তোক বিস্তর করিয়া॥'
গুরুর বাক্য ধর্ম্মী রাজা বৃথা না করিল।
ভিক্ষা মাগিবার জন্য নগরেতে গেল॥

---

[১]পাঠান্তর : হিরা নটিক ধন দিল খোলা করিয়া।
এই ধন রাখি দিল তেপথি রাস্তাএ ফেলিয়া॥
রাজাক ধরিয়া জাইছে হাড়ি সিদ্দা আপনাক মহলক নাগিয়া
কতক দুর জাইয়া সিদ্দা কতক পন্থ পাইল।
রাজার তরে কথা বলিতে নাগিল॥
ওরে গোপিনাথ,—তুমি একটি কম্ম কর—
এক ডণ্ড আছি আমি পথে বসিয়া।
কিছু ভিক্ষা মাগি আন নগরেতে যাইয়া॥

হাড়ি বলে, 'জয় বিধি, কর্মের বুঝি ফল। ২০৭০
নয়া শিষ্যের মন বুঝি পন্থের উপর ॥
বড় রূপ আছে যাদুর শরীরের উপর।
গৃহীর ঘরের বউ বেটি সব করিবে পাগল ॥
ও রূপ থুইলে হাড়ি একতর করিয়া।
ন্যাঙ্গা[১] কোটাল হৈল হাড়ি সিদ্ধা কায়া বদলিয়া ॥ ২০৭৫
রাজা নাই পৌছিতে গেল অগ্রে চলিয়া।
বন্দরেতে হাড়ি সিদ্ধা বেড়ায় চেঁচাইয়া ॥
ঘরে ঘরে আইসে দোহাই ফিরাইয়া ॥
'একনা চ্যাংরা আইস্‌ছে বন্দর লাগিয়া।
তোমার বউবেটি নে যাবে পাগল করিয়া ॥' ২০৮০
সবাই থাকেন দুয়ার লাগাইয়া।
একটা চ্যাংরা একটা কুত্তা দেন আর ছাড়িয়া ॥[২]
ভিক্ষা বলে যে না উঠিবে চেঁচাইয়া।
যত মনে চ্যাংরা দিবেন কুকুর হিলিয়া ॥'
বন্দুরিয়া লোক হন নিদয়া নিঠুর। ২০৮৫
ভিক্ষা না দেন অতিথক হিলিয়া দেন কুকুর ॥
একথা জানাইয়া হাড়ি সিদ্ধা পন্থ মেলা দিল।
বাঁশের তলতে হাড়ি সিদ্ধা আপন নয়নে লক্ষ্মীক দেখিল ॥[৩]
লক্ষ্মীর তরে কথা বলিতে লাগিল ॥
সেই যে হাড়ি সিদ্ধা কার বা ঘরে খায়। ২০৯০
মুখের জবাবে তার ছয় কাম জোগায় ॥
আপনি মা লক্ষ্মী সিদ্ধা হাড়িক রান্ধিয়া দিল ভাত।[৪]
দেবপুরের পাঁচ কন্যা খোয়াইয়া দিলে পাত।

[১]পাঠান্তর : বন্দুরি।
[২]পাঠান্তর : ভিক্‌থা সিক্‌থা না দ্যান দ্যান কুত্তা হেলাইয়া।
[৩]পাঠান্তর : লক্‌খি লক্‌খি বুলিয়া হাড়ি ডাকাছে বসিয়া।
[৪]পাঠান্তর : জখন লক্‌খি মাতা একথা শুনিল।
পাঁচথালি রন্ন নিয়া হাড়ির কাছে গ্যাল।

স্থবচনি বাড়িয়া দেয় গুয়া হাড়ি সিদ্ধা বসিয়া খায়।
মুখের জবাবে তিন কাম জোগায়॥ ২০৯৫
মা লক্ষ্মীর অন্ন নিল সিদ্ধা হাড়ি তিনখান পারশ করিয়া॥
আপনার ভাগের অন্ন খাইল সিদ্ধাহাড়ি সন্তোষ করিয়া॥
রাজার ভাগের অন্ন থুইল যতন করিয়া।
আড়াই পুটি[১] অমর মন্ত্র দিলে অন্নত ছাড়িয়া॥
শিয়ান ঘ্যাঙ্গরে চেড়াই ঘুগরি অন্নক দিলে ছাড়িয়া।[২] ২১০০
এক মুঠ থুক্‌রা দিয়া অন্ন রাখিলে ঢাকিয়া।[৩]

[১]পাঠান্তর : তিন পুটি

[২]পাঠান্তর : থুকরা দিয়া রন্ন গুটি রাখিলে ঢাকিয়া।

[৩]পাঠান্তর : ভিক্‌খা ভিক্‌খা বলি রাজা চ্যাঁচাইবার নাগিল।
জত মোনে চ্যাংরা গুলা কুকুর হিলিয়া দিল॥
কপালে চাপড়াইয়া রাজা কান্দন জুড়িল।
এ দ্যাশের লোক বাপু নিদয়া নিঠুর।
ভিক্‌খা না দ্যায় আমাকে হিলায় কুকুর॥
রাজার কান্দনে লক্ষীর হইল দয়া।
লক্ষী বলে, হায় বিধি, মোর করমের ফল।
রাজার ছেইলার দুঃখ হইল বন্দরের ভিতর॥
এয়ার ঘরের পুজা খাইনু এ বার বৎসর।
সেই রাজার দুঃখ হইল আমার বন্দরের ভিতর॥
কান্দ না বাপের ঘর কান্দন খেমা কর।
তোর কান্দনে আমার শরীর হইল জরজর॥
এক ঘড়ি থাক যাদু ব্যানামুক্‌খ হইয়া।
চাউল কড়ি দ্যাওছোঁ তোক বিস্তর করিয়া॥
চাউল কড়ি ভিক্ষা দিলে রাজাক বিস্তর করিয়া।
ভিক্ষা ধরি ধর্ম্মিরাজ আইসে চলিয়া॥

বন্দুরিয়া চ্যাংরা রাজাক কুত্তা হেলাইয়া দিল।
ভিক্ষা করিবার না পাইয়া রাজা ফিরিয়া আসিল॥
কান্দি কান্দি গুরুক কথা বলিতে লাগিল॥
'গুরু ভারতী, ভিক্ষা বলি গেলাম আমি বন্দর লাগিয়া। ২১০৫
বন্দুরিয়া চ্যাংরা দিল আমাক কুত্তা হেলাইয়া॥
ভিক্ষা পাই নাই গুরু আইলাম ফিরিয়া॥'
হাড়ি বলে, 'শুন, ভক্ত, বচন মোর হিয়া।
একনা ভক্ত গেল আমার পন্থ হাঁটিয়া।
তায় অন্ন পাকাইলে পন্থে বসিয়া॥[1] ২১১০
আমার ভাগের অন্ন, যাদু, খাইছি বসিয়া।
তোদের ভাগের অন্ন, যাদু, থুছি যতন করিয়া॥
খাও, যাদু, অন্ন গুরুশিষ্যে যাই মহলক লাগিয়া॥'
যখন ধর্মিরাজ অন্নের নাম শুনিল।
হাউক দাউফ করি মহারাজা অন্নের কাছে গেল।[2] ২১১৫
অন্ন দেখি মহারাজা কান্দিতে লাগিল॥
ঠ্যাং দিয়া অন্ন রাজাক দিল দেখাইয়া।
কপালে চড়াইয়া কান্দে রাজ দুলালিয়া॥

হাড়ি বলে হ্যারে জাদু রাজদুলালিয়া।
এতে সিদ্দা হইলু তুই মোর সয়ালের ভিতর।
কাঁয় তোক ভিক্‌খা দিলে বন্দরের উপর॥
তোর ভিক্‌খা থো জাদু একতার করিয়া।
এই দিয়া চলি জায় এক বিধবা বামনি।
গোটা চারিক অন্ন আমি তার ঠে নইলাম খুজিয়া॥

[1]মতান্তরে এই সময়ে আহারের পূর্বে আর একবার স্নান।

[2]পাঠান্তর: রাজা বলিতেছে জগদিশ্বর হায় আমার কি কম্মে এই ছিল।
পয়ার ধুয়া—আমার কপাল নয় ভাল। জদি গুরু পায় রুর।

'মাছি করে ঘিন ঘিন পিঁপড়ায় ছাড়ি যায়।
এই মত অন্ন আমার কুত্তায় না খায়॥' ২১২০
হাড়ি বলে, 'হারে, বেটা, রাজ দুলালিয়া।
বাম হস্তে দোনো চোখ ধর চিপিয়া॥
ডান হাতে অন্নের থুক্‌রা ফেল বাছিয়া।
এই থালের অন্ন খা তুই রাজ দুলালিয়া॥'
ছি ছি ঘিন ঘিন করি অন্নের কাছে গেল। ২১২৫
গুরুদেবের বাক্য রাজা বৃথা না করিল॥

মোরে—সবারি ভাগ্যে আছে হরি, আমারে
ভাগ্যে নাই, জদি গুরু পার কর মোরে॥
জখন ধম্মিরাজ রন্ন দেখিল।
করুনা করি মহারাজা কান্দিতে নাগিল॥
জখনে আছিলাম গুরু রাজ্যের ঈশ্বর।
এমন ধান্তি রন্ন নাই খায় কুরুতা সক্কল॥
এখন সিদ্দা হাড়ি বলিতেছে—ওরে জাদু ধন তুমি
কান্দ কি কারন।
এখন রাজা বল্‌তেছে—ওগো গুরু ভারতি
আমি জে কান্দি তাহা শুনতে চাও,
জখনে আছিলাম আমি রাজ্যের ঈশ্বর
এখন রন্ন নাহি খায় আমার কুরুতা সক্কল॥
তখন সিদ্দা বল্‌তেছে, —বাবা জদি অন্ন না খাবে মনের গরবে
আরো কিছু দুস্ক দিব হিরা নটির ঘরে॥
জখন মতে মহারাজা হিরার নাম শুনিল।
রন্ন খাইতে মহারাজা রন্নের কাছে গ্যাল॥
গুরুর বাক্য মহারাজা ব্রথা না করিল।
পন্তে বসিয়া রাজা রন্ন খাইল॥
প্রথম এক গাস রন্ন মুকৃখে তুলিয়া দিল।
অমেত্র পাইয়া রন্ন গিলিয়া ফেলিল॥

বাম হস্তে দোনো চৌখ ধরিল চাপিয়া।
ডান হাতে অন্নের থুক্‌রা ফেলাইল বাছিয়া॥
ছি ছি ঘিন ঘিন করি এক গাস অন্ন খাইল।
অমৃত মিঠা রাজার মুখত লাগিল॥ ২১৩০
ফেলনা ডুবা অমরি হৈল॥
ও গাস খাইয়া রাজা ফির গাস খাইল।
অমৃত পাইয়া অন্ন গিলিয়া ফেলিল॥
লিজু জিগা অমরি হৈল॥
দুই গাস অন্ন খাইয়া ফির গাস তুলিল। ২১৩৫
খপ করি হাড়ি যাইয়া রাজার দোনো হাত ধরিল॥[১]
কাড়াকাড়ি হুড়াহুড়ি আড়াই গাস খাইল॥
আড়াই গাস অন্ন খাইল রাজপুত্র পন্থে বসিয়া।
আড়াই পুটি অমর মন্ত্র নিল শিখিয়া॥
আধ পুটি গেয়ান হাড়ি সগ্‌গে উড়াই দিল। ২১৪০
সেই কাল হৈতে রোজা বৈদ্য পৃথিবীতে হইল॥

এখন গুরু শিষ্যে যাইছে মহলে চলিয়া।
কতক দূর যাইয়া সিদ্ধা কতেক পন্থ পাইল।
কতক দূর অন্তরে সিদ্ধার বুদ্ধি আলোক হৈল॥

[১]পাঠান্তর : আধা গাস খাইতে সিদ্দা হস্ত ধরিল॥
তুরু তুরু করিয়া হাড়ী হুঙ্কার ছাড়িল।
বাড়ির কথা বার্ত্তা রাজার মনত পড়িল॥
বিদায় দেও বিদায় দেও গুরু ধরম তরি।
আলক রথে দেখি আসি ঘর ছিরি বাড়ী॥
হাতর আস তুলিয়া দিল রাজার হাতর উপর।
হাড়ীর চরনত রাজা পরনাম জানাইল॥
আসী মোনী আসা লইল ঘাড়ত করিয়া।
রাস্তা দিয়া চলিয়া যায় রাজা দুলালীয়া॥
হাড়ী সিদ্ধা হাসে খল খল করিয়া।

'যাও, যাও, সোনার চান, দুখিনীর দুলালিয়া। ২১৪৫
এই দিয়া চলি যাইস তোর মায়ের বরাবর।
মুঞি হাড়ি যাওঁ এলা আপনার মহল ॥'
মহামন্ত্র গিয়ান নিল হৃদয়ে জপিয়া।
শূন্যতে হাড়ি সিদ্ধা গেল শূন্যতে মিশায়া ॥ [১]
গোবাগা জানোয়ার হৈল কায়া বদলিয়া ॥ ২১৫০
যখনে ধর্মি রাজা জানোয়ার দেখিল।
অন্তর ধিয়ানে রাজা জানিয়া পাইল ॥
'ইয়ার জানোয়ার নয় জানোয়ার নয় গুরুদেবের চক্কর।
মায়া করি ছলিবে গুরু পথের উপর ॥'
নয়া গুরুর মন্ত্র নিলে হৃদয়ে জপিয়া। ২১৫৫
মার মার বলি জানোয়ার নিগায় তো পিট্টিয়া ॥
খট্ খট্ করি ব্রহ্মচারী উঠিল লাসিয়া।
গুরু শিষ্যে যাইছে এখন মহলক লাগিয়া ॥
মুনিমন্ত্র গিয়ান নিল সিদ্ধা হাড়ি হৃদয়ে জপিয়া।
রাস্তায় যাইয়া দিলে একটা দরিয়া সিরজিয়া ॥[২] ২১৬০
যখনে ধর্মী রাজা দরিয়া দেখিল।
দরিয়া দেখিয়া কথা বলিতে লাগিল ॥
'যাওয়ার বেলা গেনু আমি হাঁটু খানেক পানি।
কোন দিক্ দিয়া বরষিল দেওয়া নিলয় না জানি ॥
দরিয়া নয় দরিয়া নয় গুরুদেবের চক্কর। ২১৬৫
মায়া করি ছলবে আমাক পথের উপর ॥

[১]পাঠান্তর: জখন ধম্মিরাজা হাড়িক প্রনাম জানাইল।
সোনার ভোমরা হইয়া হাড়ি শুন্যে উড়ি গ্যাল

[২]পাঠান্তর: ছয়মাসের পথ হইতে একটা দরিয়া সিরজিল

নয়া গুরুর মন্ত্র নিলে হৃদয়ে জপিয়া।[১]
সোনার ভোম্‌রা হৈল কায়া বদলিয়া॥
সোনার ভোম্‌রা হৈয়া রাজা দরিয়া পার হৈল।
শূন্যের দরিয়া হাড়ি সিদ্ধা শূন্যত মিশাইয়া দিল॥ ২১৭০
আপেনার ভক্‌তক কথা বলিতে লাগিল॥
'এখন, যাদু, যাও তুমি মহলক চলিয়া।
আমি সিদ্ধা হাড়ি যাইছি ফেরুসা চলিয়া॥
রাজাক ছাড়ি হাড়ি সিদ্ধা শূন্যত গেলত মিশাইয়া। ২১৭৫
একা প্রাণে যাইছে রাজা মহলক লাগিয়া॥
কতক দূরে যাইয়া রাজা কতেক পন্থ পাইল।
রাখোয়ালের নিকট যাইয়া উপস্থিত হৈল॥
রাখোয়ালের তরে কথা পুছিতে লাগিল॥
'খাটো গছি গুয়া দেখ ডাব নারিকেল। ২১৮০
হুর ময়ালে দেখ ওটা কার বাড়ি ঘর॥'
রাখাল বলে—'এক শালা, রাজা ছিল ডম্‌পাইয়া বড় রাজা।
অদুনা রাণীক বিয়াও কচ্ছে পুষ্প সেঞেরা দিয়া।
অদুনা রাণীক বিয়াও কচ্ছে পদুনা পাইছে দানে।
তার যত বান্দী পাইছে ব্যাভারের কারণে॥ ২১৮৫
পুষিবার না পেরায় শালা গেইছে উদাসীন হৈয়া।
উয়ার রাণীক যদি মুঞি রাখোয়াল পাওঁ।
আরো চাইট্টা পালের গরু বেশি করি চরাওঁ॥'
রাজার সাক্ষাত রাখোয়াল কটুবাক্য বলিল।
আউট হাত জিউ রাজার বিদুর হৈয়া গেল॥ ২১৯০
রাজা অভিশাপ দেয়ছেন :—
'যা যারে, রাখোয়াল বেটা, তোক দিলাম বর।
চুন্নি গরু হউক তোর পালের উপর॥
চুন্নি গরু হৈয়া খাউক গিরস্থের পাকা ধান।
খোলা দিয়া মলি দেউক তোর নাক আরো কান॥ ২১৯৫

[১]পাঠান্তর : কপাল ফাড়িয়া রাজা ফুলবড়ি বসাইল।
সোনার ভোমরা হইয়া রাজা শুন্যে উড়ি গ্যাল॥

কান্দি কাটি যা তোর বাপ মাওর কাছে।
হুলি গুতি পেঠায়া দেউক যা গরুর পালতে॥'

রাখোয়ালক অভিশাপ দিয়া পন্থ মেলা দিল।
হালুয়ার নিকট যাইয়া রাজা খাড়া হৈল॥
হালুয়ার তরে কথা বলিতে লাগিল॥ ২২০০
হালুয়ারে,—'খাটো গাছি গুয়া দেখ ডাব নারিকেল
হুর ময়ালে দেখ ওটা কার বাড়িঘর॥'
যখনে হালুয়া মুনি রাজাক দেখিল।
তৎক্ষণে হালুয়া মুনি হাল ছাড়িয়া দিল॥
হালের ন্যাংড়া নিল হালুয়া গালাতে পালটায়া। ২২০৫
কান্দি কাটি রাজাক কথা দেয়ছে বলিয়া॥
'মহারাজ! খাটো গাছি গুয়া দেখ ডাব নারিকেল।
হুর ময়ালে দেখেন, রাজা, তোমার বাড়িঘর॥
যে দিন গেইছেন ধর্মিরাজ হামাক বাউরিয়া করিয়া।
তোমার নামে বার বছর হাল বমু ডাঙ্গাত আসিয়া॥' ২২১০
মধুর বচনে হালুয়া রাজাক শ্রী সংবাদ বলিল।
তখনে ধর্মী রাজা হালুয়াক আশীর্বাদ দিল॥
যা যারে হালুয়া বেটা তোক দিলাম বর।
যেখান গ্রামে থাক, যাদু, ঐখান গ্রাম তোর॥
হালে নাড় হালে চাড় নাম পাড়াও চাষা। ২২১৫
যত দেখেন অথিত আবাগত তোমার করুক রাশা॥

পুনর্মিলন

আপনার মহলক লাগি রাজা পন্থ মেলা দিল।
রাজার দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হৈল॥
গুরূপ থুইলে রাজা একতার করিয়া।
অদ্ভুত সন্ন্যাসী হৈল কায়া বদলিয়া॥[১] ২২২০

[১]পাঠান্তর: নয়া গুরুর মন্ত্র নিলে রিদএ জপিয়া।
কুড়িয়া আতুর বৈস্টম হৈল রাজা কায়া বদলিয়া

'ভিক্ষা, ভিক্ষা' বলি চেঁচাইবার লাগিল।
শুনিয়া রাণীর ঘর চমকি উঠিল ॥

ডালি ডালি মাছি জাএছে পচ্ছাত উড়িয়া।
দুইটা আমের পল্লব নিলে হস্তে করিয়া ॥
সরাপচার গোন্দো দিলে পাছোতে ছাড়িয়া।
মাছি থ্যাদায়ে জাএছে রাজা দরবারক নাগিয়া ॥
ইন্দ্র মুনিক নাগি রাজা হুঙ্কার ছাড়িল।
কিবা কর ইন্দ্র মুনি নিছন্তে বসিয়া।
রিমি ঝিমি করি বৈস্যন দে আরো ছাড়িয়া ॥
রিমি ঝিমি করি বৈস্যন বস্‌সিতে নাগিল।
ভিজি টিজি মহারাজা ভিক্‌খা চাইল ॥
ভিক্‌খা ত্যাও মোক ভিক্‌খা ত্যাও মোক রহুনাহের বাই।
তোমার ঘরের ভিক্‌খা পাইলে অন্য ঘরে জাই ॥
ভিক্‌খা ভিক্‌খা করি রাজা তুলি কাইল্ল রাও।
চম্যক্রত হইল জে রানির সব্ব গাও ॥
দিদি, বার বছর না আইসে রতিত দারতো সাজিয়া।
আইজ কোনঠাগার বৈস্‌টম আস্‌ছে মহলক নাগিয়া ॥
চল চল জাই দিদি বাহেরাক নাগিয়া।
আমার সোআমির গননা একনা নেই আরো গনিয়া ॥
গননা শুনিবার বাদে রানি বাহেরা ব্যারাল।
বৈস্‌টমের তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
বৈস্‌টমরে—পানি পড়ে রিমি ঝিমি ক্যানে বৈস্‌টম ভেজ ॥
চালিত আছে উছল পিড়া এইঠে আসিয়া বস ॥
মোর সোআমির গননা একনা শুনান তো বসিয়া ॥
জ্যান কালে রহুনা রানি গননা শুনিবার চাইল।
মাটিত র্যাখা দিয়া গননা গনিতে নাগিল ॥
ওহে রানি; তোর সোআমি আমি একে গুরুর শিস্‌।
গুরু শিস্যে প্রবাস কচ্ছি এক গিরস্তের ঘরে।
সেই জে গিরস্ত দিছে মাসকলাইর ডাইল।

'বার জায়গায় চৌকি দিলাম তের জায়গায় থানা।
অতিথ বোষ্টম আসিবার এ বাড়িত মানা॥
যাহা দেখিব নারী দরশন ধারী। ২২২৫
কাটিয়া ফেলাব অতিথ পুরুষ প্রাণের বৈরী॥
কি কর, বান্দির বেটি, কার পানে চাও।
এক শত হেঙ্গলের ডারুকা দেওত ছাড়িয়া।
কোনঠাকার অতিথ আছে ফেলুক ত মারিয়া॥'
একশত হেঙ্গলের ডারুকা দিলেত ছাড়িয়া। ২২৩০
'মার, মার' বলি হেঙ্গল গেলত চলিয়া॥
সারা ঘাটায় গেল হেঙ্গল 'মার, মার' বলিয়া।
কিসের আর মারবে হেঙ্গল কান্দে রাজার চরণে পড়িয়া॥[১]
দৌড় পাড়ি বান্দী বেটি খবর জানাইল।
'একশত হেঙ্গলের ডারুকা দিনু ছাড়িয়া। ২২৩৫
কিসের আর মারিবে তাক কান্দে চরণে পড়িয়া॥'

মাস কলাইর ডাইল খাইছে তোমার সোআমি সন্তোস করিয়া।
প্যাট দাম্বা হৈয়া তোমার সোআমি গেইছে মরিয়া॥
হাউসাতে থাকি শ্রিআঙ্গুট মোক দিছে ফ্যালায়া॥
জ্যান কালে রত্না রানি রাজার শ্রিআঙ্গুট দেখিল।
দোনো বইনে কথা বলিতে নাগিল॥
এই বৈস্‌টম আমি আমার সোআমিক ফ্যালাইছে মারিয়া।
এই জে সোআমির আঙ্গুট নেইছে, কাড়িয়া॥
আমার জে হেঙ্গল গুলা দেই আরো ছাড়িয়া।
জেই বৈস্‌টম বেটাক ফ্যালাক তো মারিয়া॥

[১]পাঠান্তর: হেঙ্গলের বন্দন রানি দিলে ছাড়িয়া।
আটার দেউড়ি আইছেে হেঙ্গল মার মার বলিয়া।
ধম্মিরাজার চরনে ধরি কান্দে বাপ বাপ বলিয়া॥
পিতা, বারবছর গেইছেন আমাক বন্দন করিয়া।
বারবছর খেতুআ খেসারি নাই খায় পাকিয়া॥

অদুনা পদুনা রাণী কয়েছে ;—
'দিদি, কুকুর ভুলান গিয়ান জানে অতিথের কুঙর।
এই কারণে কুত্তা কান্দে চরণের উপর ॥
বাপ কালিয়া পাগলা হস্তীর বন্ধন দেই আরো ছাড়িয়া।[১] ২২৪০
শুঁড় দিয়া পাল্‌টাইয়া বেটাক ফেলাউক মারিয়া ॥'
মদ ভাঙ্গ খাওয়াইলে হস্তীক বিস্তর করিয়া।
পাগলা হস্তীর বন্ধন রাণী দিলেত ছাড়িয়া ॥
আঠার দেউড়ী আইসে হস্তী 'মার, মার' করিয়া।
কিসের আর মারবে হস্তী কান্দে রাজার গলাটা ধরিয়া ২২৪৫
দৌড় পাড়িয়া বান্দীর বেটি খবর জানাইল।
'মা, সারা ঘাটায় গেল হস্তী 'মার, মার' বলিয়া।
কিসের মারবে কান্দে তার গলাটা ধরিয়া ॥'
দৌড় পাড়িয়া বান্দীর বেটি খবর জানাইল।[২]
তলে নিলে চাউল কড়ি উপরে কাঞ্চা সোনা। ২২৫০
ভিক্ষা ধরি বারাইল তখন অদুনা পদুনা ॥

[১]পাঠান্তর: পাগলা হস্তির দারুকা ত্যাওত ছাড়িয়া।

[২]পাঠান্তর: পিতা বারবছর গেইছেন আমাক বন্দন করিয়া।
কোন দিন থেতু না ত্যায় চারা কাটিয়া।
শুঁড় দিয়া পাল্‌টায়া হস্তি রাজাক মস্তকে তুলিল।
পুন্নিমার চন্দ্রের নাকান রাজা জ্বলিয়া উঠিল ॥
জোড় বাঙ্গালার নাগি এ দৌড় ধরিল ॥
ত্যাখে বিনা ব্রম্মায় সত্যের অন্ন উথলিয়া পৈল।
দোনো বইনে কথা বলিতে নাগিল ॥
বিনা ব্রম্মায় সত্যের অন্ন উথলিয়া পৈল।
বার বছর অন্তরে পতি মহলে আসিল ॥
রতিত নয় রতিত নয় দুলাল ভগবান্।
মায়া করি ছলিল আসে আপনার মহাল ॥
মস্তকে করিয়া হস্তি ভিতর অন্দর গ্যাল।
এই শব্দ ডাহিনি মএনা ফেরুসাএ শুনিল ॥

'ভিক্ষা নাও, ভিক্ষা নাও, অতিথ গোঁসাই।
গিরির ঘরের বউ বেটি ফিরিয়া ঘরে যাই।'
অথিত বলে কথা গড়িয়া বচন।
'পশ্চিম দেশী অতিথ হামরা নামে ব্রহ্মচারী। ২২৫৫
তিরি লোকের হাতে ভিক্ষা লইতে না পারি॥
বারেক যদি ভিক্ষা দেয় তোমার মাথার ছত্তর।
তবে নি ভিক্ষা নিম অতিথের কুঙর॥'

হস্তির দারুকা দিলে কাটিয়া।
দুর হইতে আইসে হস্তি আইল চড়িয়া॥
দুর হইতে রাজাক পরনাম করিল।
সুঁড় দিয়া ধরিয়া রাজাক কান্ধত চড়াইল॥
এক ঘড়ি থাকিলে হস্তি ধৈর্য ধরিয়া।
যাবত না আইসে কন্যা ছলনা করিয়া॥
হস্তির পিটি হইতে রাজা মৃত্তিকায় নামিল।
হস্ত ধরি কন্যা দুইটা রাজাক মন্দিরত লইয়া গেল।
হাসিয়া খেলিয়া কন্যা চিনা পুছা দিল॥
কেমন গুরু তোক জ্ঞান দিল সরীরর ভিতর।
কেমন করি যাও তোর মায়র বরাবব॥

এই উভয় মতেই অদুনা ও পদুনা রাণীর বহির্গমনের পরে অঙ্গুরী দেখিয়া রাজার নিকট হস্তী প্রেরণ। একমতে হস্তীর পরে আবার 'সার শুয়া' পক্ষী প্রেরণ।

রানি বলে হারে বান্দি তোর গালে পড়ুক চড়।
সারশুয়া পক্‌খি দুটাক দ্যাওত ছাতিয়া।
কোন ঠাকার রতিত আইছে ফেলুক মারিয়া॥
জখন বান্দির বেটি এ কথা শুনিল।
সার শুয়া পক্‌খি দুটাক দিলেত ছাড়িয়া।
সারা ঘাটাএ গ্যাল পক্‌খি মার মার বলিয়া।
কিসের আর মারবে তাক কান্দে গলাটা ধরিয়া॥

রাণী বলে, 'শুন, অতিথ, বাক্য আমার নাও।
তিরি বই আর পুরুষ নাই পাটের উপর। ২২৬০
কাঁয় তোমাক ভিক্ষা দিবে অতিথের কুঙর ॥'
হাতের ঠারে রাণীর ঘরক অঙ্গুরি দেখাইল।
অঙ্গুরি দেখিয়া রাণীর ঘর ভাবিবার লাগিল ॥
ছোট রাণীর আছে রাজার বুদ্ধির নাগর।
নিরখিয়া দেখে রাজার হস্তের উপর ॥ ২২৬৫
রাণী কইছে, 'হারে অতিথ, বাক্য আমার নাও।
এই আঙ্গুট ছিল রাজার হস্তের উপর।
সেই আঙ্গুট কোঠে পাইল তুই, অতিথের কুঙর ॥'
অতিথ কয়, 'শুন, রাণী, বাক্য আমার নাও।
তোমার রাজা আর ছিলাম আমি এক গুরুর শিষ্য।
পইল সঞ্জাতে এক বাড়িত উত্তরিলাম যাইয়া। ২২৭০
সেও গেরস্ত দিল বিত্রি ধানের চাউল।
বিত্রি ধানের চাউল দিল ঠাকুরি কলাইয়ের ডাইল ॥
তাইত তোমার রাজা খাইছে হতস্তুষি হৈয়া।
পেট নামা করিয়া তাঁয় গেইছে মরিয়া ॥
কাখো দিলে ঝুলি মান্ত্রা কাখো গোপাল ডাং। ২২৭৫
ভাবোত থেকে শ্রী অঙ্গুট মোক ক'চ্ছে দান।
হয় তোমার শ্রী আঙ্গুট নাও চিনিয়া ॥
বিদেশিয়া অতিথ আমি যাই বৈদেশ লাগিয়া ॥'
অদুনা বলে, 'বইন মোর, পদুনা নাইওর দিদি।
নিশ্চয় জানো আমার স্বামী গেইছে মরিয়া। ২২৮০
রেজি ছুরি নেই আমরা হস্তে করিয়া ॥
তিরি বধ দেই অতিথের চরণে পড়িয়া ॥'

হাতে রেজি নিয়া রাণীর ঘর আইল চলিয়া।
হাতে রেজি নিয়া রাণী মরিবার চায় ॥
চ্যাংরা কালের হাসি রাখন না যায়। ২২৮৫
নাকে মুখে ফাঁপর খাইয়া দিল পরিচয় ॥

রাজসুখ

যখন ধর্ম্মী রাজা মহল সোন্দাইল।
দুয়ারের জোড় নাগরা বাজিয়া উঠিল॥
হস্ত ধরিয়া রাণীর ঘর রাজাক মন্দির ডুবাইল।
মন্দিরে সোন্দাইয়া রাজা ভাবিবার লাগিল॥ ২২৯০
'গুরু আমার যাবার কইছে মায়ের বরাবর।
মুঞি কেনে আসনু সুন্দরীর মহল।'[১]
গুরুর মন্ত্র রাজা শরীরে জপিয়া।
সোনার ভোম্‌রা হৈয়া গেল উড়িয়া॥
ফেরুসাতে যাইয়া রাজা উপস্থিত হৈল। ২২৯৫
বুড়ি ময়না চরকা কাটে দুয়ারত বসিয়া।
ধিয়ানেতে ময়নার চরকাক দিল উড়াইয়া॥
ও ময়না পাইছে গোরখনাথের বর।
উড়িয়া যাইতে ধরিল ময়না চরকার ছত্তর॥[২]
ধেয়ানের ময়নামতী ধেয়ান করি চায়। ২৩০০
ধেয়ানের মধ্যে তার ছাইলার লাগাল পায়॥
'আয়, প্রাণের বাছা,' বলে ময়না ডাকাবার লাগিল।
ডাক মধ্যে ধর্ম্মী রাজা দরশন দিল॥
ছেইলাক কোলে নিয়া ময়না লক্ষ চুম্ব খাইল॥
'বাবা, ভাল গেয়ান শিখা আইলু বিদেশ সহরে। ২৩০৫
সুখে এলা রাজ্য কর পাটের উপরে॥
ধরিয়া বান্ধিয়া তোর গলায় দেওঁ মালা।
যমগুলা করি দিম তোক এলা চরণের ঘোড়া॥'

[১]মতান্তরে রাণীদিগের নিকটে আসিবার পুর্বে ময়নামতীর নিকট গমন বর্ণিত হইয়াছে।

[২]পাঠান্তর: খপ করি বুড়ি মএনা চড়কা ধরিল।
চড়কা ধরতে বুড়ি মএনা পুত্রক দেখিল।
ছাইলাক দেখিয়া মএনা বড় খুসি হৈল॥

ধবল বস্ত্র নিল ময়না পরিধান করিয়া।
হেমতালের লাঠি নিল হস্তে করিয়া॥ ২৩১০
রাণীর মহলক লাগি গেলত চলিয়া।
খেতুয়ার তরে কথা ময়না দেয়ছে বলিয়া॥
'খেতুরে, সহরে সহরে আইসেক এ ঢোল পিটিয়া।
রাজার যত দেওয়ান পাত্র আসুক সাজিয়া॥'
ময়নার বাক্য খেতু বৃথা না করিল। ২৩১৫
সহর যাইয়া খেতুয়াই ঢোল পিটাল।
রাজার যত দেওয়ান পাত্র আসিল সাজিয়া।
যত রাজার রাইয়ত প্রজা সাজিয়া আইল।
সাধু গুরু বোষ্টম কত আসিয়া খাড়া হৈল।
কৈলাস লাগিয়া ময়না হুঙ্কার ছাড়িল॥ ২৩২০
ময়নার গুরু শিব গোরক্ষনাথ আসিয়া হাজির হৈল।
ত্রিশাল কোটি দেবগণ সাজিয়া আসিল॥
নাপিতক আনিয়া ময়না রাজার মস্তক মুড়াইল।
পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আনিয়া বেদবিধি পড়াইল॥
দুয়ারের নাগরা বাজিয়া উঠিল। ২৩২৫
যত মনে সিপাই সান্ত্রী সাজিতে লাগিল॥
ভাঙ্গি পইছে জোড় বাঙ্গলা উঠিয়া খাড়া হৈল।
চৌদ্দখান মধুকর ভাসিয়া উঠিল॥
যবুনার ঘাট বহিতে লাগিল।
নানা শব্দ বাইচ হৈতে লাগিল॥ ২৩৩০
পাট হস্ত নিল সাজন করিয়া।
'মার, মার' বলিয়া হস্তী আইল চলিয়া॥
শুঁড় উঠাইয়া হস্তী রাজাক প্রণাম করিল।
শুঁড় দিয়া মহারাজাক পৃষ্ঠে তুলি নিল॥
পাট লাগিয়া রাজাক গমন করাইল॥ ২৩৩৫
হরিধ্বনি দিয়া ফুলের পালঙ্কে বসিল।
লক্ষ লক্ষ টাকা প্রণামী পাটত বসি পাইল॥

বন্দুকের জয় জয় ধোঁয়ার অন্ধকার।
বাপে বেটায় চেনা না যায় ডাকাডাকি সার॥
রাইয়ত জনে রাজা বসিল সারি সারি। ২৩৪০
মুল্লুকের হিসাব দেয় বীরসিং ভাণ্ডারী॥
বসিল ধর্ম্মী রাজা সবার মাঝারে।
চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া ধরিল বৈদ্য ব্রাহ্মণে॥
দরবারত থাকিয়া রাজার হরষিত মন।
আপনার মহলে গিয়া দিল দরশন॥[১] ২৩৪৫
ভিতা ভিতি রাইয়ত প্রজা গেলত চলিয়া।
সাধু গুরু বোষ্টম যত গেল চলিয়া॥

[১]পাঠান্তর ঃ জথন রানির ঘর রাজাক দেখিল।
পাঁচ নোটা কুআর জলে সিনান করিল॥
রসাই ঘরা নিলে পুস্কর করিয়া।
এক ভাত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া॥
সুবন্নের থালে রন্ন নিলে পারশিয়া।
আইস আইস প্রানপিয়া ভোজন কর সিয়া॥
অস্ত ব্যাস্ত করে রাজা রন্নের কাছে গ্যাল।
রন্ন খাইয়া রাজার হরসিত মন।
মানিক ভিঙ্গারের জলে ক'ল্লে আচমন॥
রন্ন জল খাইয়া রাজার তুস্‌ট হইল মন।
কুসুমের পালঙ্কে রাজা করিলে শয়ন॥
রন্ন জল খায় রানির ঘর বদন ভরিয়া।
রন্ন খাইয়া রানির ঘরের তুস্‌ট হইল মন।
সোআমির চরনে গিয়া করলে পরনাম।
পানের বাটা নিলে রানি হস্তত করিয়া।
হাসিয়া খেলিয়া উঠিল রানি পালঙ্কর নাগিয়া॥

শিব গোরখনাথ দেবগণ গেল কৈলাসক লাগিয়া।
রাজা আপন রাজাই করুক পাটতে বসিয়া ॥[১]
রাজা রাণী থাউক রাজ্য করিয়া। ২৩৫০
গোপীচন্দ্রের গান গেল সমাপন হৈয়া ॥

[১]পাঠান্তর : শঙ্খচক্র গদাপদ্ম চতুর্ভুজ ধারি।
পরিধান পিতাম্বর মুকুন্দ মুরারি ॥
ধর্ম্মিরাজা পাটত বসল বল হরি হরি।
রাজ কল তৈয়ার কইরাছে কেশরী ॥

ভবানী দাস

রচিত

গোপীচন্দ্রের পাঁচালী

বন্দনা

প্রথমে প্রণাম করি প্রভুর চরণ।
কৃপা করি দিল নাথ মনুষ্য জনম॥
নাথের চরণযুগে করি নমস্কার।
কহিব পাঁচালী কিছু চরণে তোহ্মার॥
তোমার চরণ বিনে আর নাই গতি। ৫
দিব্য জ্ঞান দিয়া গুরু সাক্ষাতে দিল পোথা॥
শুন পুত্র গোপীচন্দ্র যোগে কর মন।
ধর্ম্মরাজ গোপীচন্দ্র শুনহ বচন॥
ব্রহ্মজ্ঞান সাধ পুত্র যোগী হইবার॥
ব্রহ্মজ্ঞান সাধিলে নাহিক মরণ। ১০
ময়নামতী বোলে বাপু রাজা গোবিন্দাই।
আদ্য কথা কহি মায় তোহ্মারে বুঝাই॥
পন্থের সম্বল লাগি কি ধন রাখিবা॥
রতন খসিয়া গেলে হারাইবা প্রাণ॥
আমাবস্যা পালিও পূর্ণিমা প্রতিপদ। ১৫
রবিবারে না যাইয় নারীর সাক্ষাৎ॥
শনিবার রবিবার দিনে মিল হয়।
বর্ব্বর পুরুষ হৈলে নারী পাশে রয়॥
রবিবার দিনখানি নব গৃহ স্থাপনা।
সে দিন ভরিছে মাপা ঘাগরি না করিও উনা॥ ২০
ঘাগরি করিলে উনা দণ্ডেক পাবে সুখ।
পিত্তশূল বলিয়া শরীরে হবে দুখ॥
এখনে না বুঝ রাজা বুঝিবা পরিণামে।
শুখুনায় ডুবাইলা নৌকা মনের ভরমে॥
কচু পাতার পানি যেন করে টলমল। ২৫
তেনমতে যাবে তোমার যৌবন সকল॥
নল খাগ কাটিলে যেহেন পড়ে পানি।
তেনমতে হইব বাপু তোমার জোওয়ানি॥

শুনহে রসিক জন এক চিত্ত মন।
কহেন ভবানীদাসে অপুর্ব কথন ॥ ৩০

মাতৃ-উপদেশ

চারি বধূর রূপ দেখি চিত্ত হৈল রোল।
কিছু নহে গোপীচান্দ হলদির ফুল ॥
একটি কলা দেখ আরের ভটরি।
আরটি কলা দেখন্তি কুমারের কাটারি ॥
ভাঙ্গি চাও কেন্দা ফল ভিতরে আঙ্গার। ৩৫
এক গাছে গোপীচান্দ দুই শ্রীফল ধরে।
তাহারে দেখিয়া তোমার প্রাণ ব্যাকুল করে ॥
এহি ফল খাইলে বাপু পেট নাহি ভরে।
মায়া জালে বন্দী হৈয়া সব পড়ি মরে ॥
প্রেমের আনলে ডুবি মরিবা সাগরে। ৪০
হৃদে দুই তন দেখি মানহি কুমতি।
আগে তিতা পাছে মিঠা অবৃথা পিরিতি ॥
সর্বজয় নেত রাজা গলায় বান্ধিয়া।
দণ্ডবত হৈল মায়ের চরণে ধরিয়া ॥
জিয়া থাক গোপীচান্দ নাথে দেউক বর। ৪৫
চারি বধূর দুগ্ধ খায়্যা চল দেশান্তর ॥
রাজায় বোলে, শুন অগ, ময়নামতী আই।
এক নিবেদন করি তুমি মায়ের ঠাঁঞি ॥
মায় পুত্রে কথা কৈতে কোন দোষ নাই।
দশ মাস দশ দিন গর্ভে দিছ ঠাঞি ॥ ৫০
ঘৃতেতে রাখিয়া চাও প্রদীপের ঘর।
সহজে উনাহি পড়ে প্রদীপ পশর ॥
অগ্নির পরশনে গৃহ উনাই পড়ে পুনি।
কেমতে রাখিতে পারে ভাণ্ডেত লবনী ॥
ময়নামতী বলে শুন, রাজা গোবিন্দাই। ৫৫
সেই লনির কথা মায় তোমারে বুঝাই ॥

প্রদীপ নিবিলে কি করিবে তৈলে।
আইল বান্ধিলে কিবা জল ছুটি গেলে ॥
শিকড় কাটিলে বাপু বাতাসে পড়ে গাছ।
বিনি জলে কথাতে শুখুনায় জিয়ে মাছ। ৬০
রাজা নহে আপনা কোতওয়াল নহে মিত।
ঘরে স্তিরি আপন নহে চঞ্চল পিরিত ॥
যে ঘরে থাকয়ে জান আপনস্থক্য নারী।
ভাগ্য বুদ্ধি নাহি তার পুরুষের নাই ছিরি।
যে ঘরের নারী সবে পুরুষে বোলে তুই। ৬৫
সেই ঘরের লক্ষ্মী বলে ছাড়িলাম মুই ॥
যেই ঘরে হয় জান নিত্যয়ে কোন্দল।
লক্ষ্মীরে ছাড়িয়া যায় দারিদ্র্য বিকল ॥
কপাল তুলিয়া নারী যদি দেয় গাইল।
আয়ু ধন টুটি যায় মরিবে আজু কাইল ॥ ৭০
রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট ভাবি চাহ মনে।
স্তিরি পাপে গৃহলক্ষ্মী পলায় আপনে ॥
ঘরে বাহিরে রুজি নাই যায় অসার জীবন।
মনুষ্যের চর্ম গায় কুকুর বরণ ॥
শুন বাপু চারি জাতি নারীর লক্ষণ। ৭৫
যার যেই খাছিয়ত কহিমু এখন ॥
হস্তিনী শঙ্খিনী পদ্মিনী চিত্রাণী।
শুন কহি চারি নারীর কাহিনী ॥
হস্তিনী নারী সবের হস্তিয়া গমন।
পর পুরুষের ধন জানেন্ত আপন ॥ ৮০
আপনা পতির সঙ্গে করিয়া যে দ্বন্দ্ব।
নিত্য প্রতি সেই নারী পুরুষরে বোলে মন্দ ॥
এহি দোষে সেই নারী নরকে যাইব।
অনুদিন পতি সঙ্গে কাল না গোঁয়াইব ॥
শঙ্খিনী নারী তোর শঙ্কা শঙ্কা চিত্ত। ৮৫
দিবা রাত্রি থাকে নারী স্বামীর বিদিত ॥

ক্ষীণ মাঞ্জা লম্বা তন আউলা মাথার কেশ।
রতি ভুঞ্জিবারে নারী ধরে নানা বেশ॥
পদ্মিনী নারী তোর পদ্মতলে বাস।
পরপুরুষ দেখি করি থাকে আশ॥ ৯০
আপনা পতির সঙ্গে করিয়া প্রণতি।
বেগানা পুরুষের সঙ্গে ভুঞ্জিতেছে রতি॥
এহি পাপে সেই নারী নরকে যাহিব।
পতি সঙ্গে অনুদিন সুখে না বঞ্চিব॥
চিত্রাণী নারী তোর চিন্তে অনুক্ষণ। ৯৫
আপনার ধন কৌড়ি করেন্ত যতন॥
পতিকে সেবয়ে নারী হৈয়া সাবধানে।
পুণ্য ফলে নারী যাবে বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
চারি জাতির লাগল পাইলা গোপীচান্দ রাজায়।
মুখে মধু দিয়া জান সর্বধন খায়॥ ১০০
ব্যাঘ্র দৃষ্টে চাহে বধূ জোঁকের মতন হরে।
অন্ন পানি দিতে যে মউরের ফেঁথা ধরে॥
অন্ন পানি দিয়া যাইতে উলটিয়া চায়।
আঁখি ঠাওরে গোপীচান্দের প্রাণ নিয়া যায়।
রাজায় বোলে শুন মাগো ময়নামতী আঞি। ১০৫
চারি জাতি নারীর মধ্যে ভাল কোন চাই॥
এত বুদ্ধি আছে তোর রাজা গোবিন্দাই।
চারি জাতি নারীর বাণী তোমারে বুঝাই॥
হস্তিনী যেবা নারী হস্তির গমন।
**মাঞ্জা মোটা লম্বা দুই তন॥ ১১০
পরের পুরুষ লইয়া নিত্যই গমন।
পরের পুরুষ হৈলে শান্ত হয় মন॥
অনেক অর্জিয়া আনে * * শুখায়।
সেই নারী পুরুষে জনম দুঃখ পায়॥
শঙ্খিনী যেবা নারী নামে নহে ভাল। ১১৫
যদি বিবাহ কর তারে না যায় চিরকাল॥

যে গাছে উঠিয়া পড়ে গৃধিনী শঙ্খিনী।
সে গাছে না মেলে ডাল রাজা মহামুনি॥
বিভা করি শঙ্খ শাড়ী * * *।
শীঘ্র রাড়ী হয় শঙ্খিনী তার নাম॥ ১২০
পরিধান বসনে তার না লাগয়ে কালি।
সেই নারী জানিহ যেবা নামেতে শঙ্খিনী॥
শোয়াস বহুল হয় মহা হয় পদ্মিনী।
সেই নারী জানিহ রাজা নামেতে পদ্মিনী॥
পদ্মিনী যেবা নারী পদ্মতলে বাস। ১২৫
নিরবধি ভোমরায় না ছাড়ে তার পাশ॥
অল্প খায় নারীয়ে বহুল করে কাম।
সেই সে উত্তম তার পদ্মিনী হয় নাম॥
চিত্রাণী যেবা নারী চিন্তে অনুক্ষণ।
শ্বাশুড়ীর দুর্লভ বধূ সোয়ামীর প্রাণ॥ ১৩০
এ হেন দুর্লভ বধূ সোয়ামীর জীবন।
পরের পুরুষ দেখে বাপের সমান॥
তুহ্মি যারে চিন্ত রাজা আহ্মি তারে জানি।
এহি নারী জানিও রাজা নাম চিত্রাণী॥
চন্দ্রে ষোল কলায় বেড়ি লৈল তোরে। ১৩৪
সহজে রাজার পুত্র যাইবা যমঘরে॥
তোর বাপ রাজা ছিল ধার্মিক পুরুষ।
পরের পুত্র কন্যা বিভা করাহিল পৌরুষ॥
শূন্য প্রান্ত পাইয়া রাজা বট বৃক্ষ রুইলা।
বড় পুণ্যের লাগি দিল দীঘি আর জাঙ্গাল। ১৪০
সোনা রূপায় গড়াগড়ি না ছিল কাঙ্গাল॥
হীরামন মানিক্য লোক তলিতে শুকাইত।
কাহার পুষ্কর্ণীর জল কেহ না খাইত॥
কাহার বাটীতে কেহ উদারে না যাইত।
সোনার ঢেপুয়া লৈয়া বালকে খেলাবত॥ ১৪৫

হারাইলে ঢেপুয়া পুনি না চাইত আর।
এমতে গোয়াইল লোকে হরিষ অপার ॥
মেহারকুল বেড়ি ছিল মুলি বাঁশের বেড়া ॥
গৃহস্থের পরিধান সোনার পাছড়া ॥
গরিবে চড়িয়া ফেরে খাশা তাজি ঘোড়া। ১৫০
ফকিরের গায়ে দিত খাসা কাপড় জোড়া ॥
তোমার বাপের কালে সবে ছিল ধনী।
সোনার কলসী ভরি লোকে খাইত পানি ॥
রূপার কলসী ভরি ধুপিয়ে জল খায়।
কিবা রাজা কিবা প্রজা চিনন না যায় ॥ ১৫৫
মুজুরি করিতে যায় আরঙ্গি ছত্র মাথে।
বসিতে লইয়া যায় সোনার পিঁড়িতে ॥
তবে সেই জন জান মুজুরিতে যায়।
এক দিন মুজুরি করিলে ছয় টাকা পায় ॥
তুই পহর মুজুরি করে গৃহস্থের ঘর। ১৬০
এক পহর দৌড়ায় ঘোড়া ময়দান পাতর ॥
যার যেই নিতিকর্ম এড়ান না যায়।
অশ্ব আরোহিয়া সেই মুজুরির কৌড়ি হয় ॥
দেড় বুড়ি কৌড়ি ছিল কানি খেতের কর।
চৌদ্দ বুড়ি কৌড়ি ছিল টাকার মোহর ॥ ১৬৫
দশ টাকার বাড়ি খাইত দেড় বুড়ি দিত।
বার মাস ভরিয়া বছরের খাজনা নিত ॥
তোমার বাপের সত্য তুমি নৈলা লাড়ি।
ক্ষেত পিছে ধরি নৈলা এক পণ কৌড়ি ॥
এহার কারণে রাজা বহু দুঃখ পাবে। ১৭০
এ সুখ সম্পদ তোমা সব হারাইবে ॥
কলির প্রবেশ হইব জানিয়া নিশ্চয়।
এ কারণে স্বর্গে গেল রাজা মহাশয় ॥
কলির প্রবেশ হৈলে ধর্ম হৈব নাশ।
বিধর্ম করিয়া সবে করিব বিনাশ ॥ ১৭৫

রাজা হৈয়া না করিব রাজ্যের বিচার।
শাস্ত্র নীতি না মানি করিব অনাচার ॥
কছবি সবে বাপে পুত্রে শৃঙ্গার মাগিব।
ব্রাহ্মণ আলিম দেখি মান্য না করিব ॥
পুত্র সবে না করিব পিতার পালন। ১৮০
স্বামী ভক্ত না হৈব নারী সবের মন।
ধন লোভে কেহ কাকে প্রাণে যে মারিব।
সভাতে বসিয়া কেহ মিথ্যা সাক্ষী দিব ॥
মদমত্ত হৈয়া কেহ হরিব গুরুনারী ॥
কনিষ্ঠে হিংসিব জ্যেষ্ঠ ধর্মভয় ছাড়ি ॥ ১৮৫
হিংসা নিন্দা করিবেক নিত্যহে বিবাদ।
কেহু কাকে বোলিবেক বাদ পরিবাদ ॥
স্তিরি সবে বধিবেক স্বামী আপনার।
মহা মহা সতী সব হৈব মিথ্যাকার ॥
অকুমারী নারী সবে মাগিব শৃঙ্গার। ১৯০
ভক্তিয়ে মাঙ্গিব মান্য লোভে কদাচার ॥

রাজার বিনয়

এহিমত কৈল যদি ময়নামতী মায়।
জোড় হস্তে নিবেদিল গোপীচান্দ রাজায় ॥
আমি রাজা যোগী হবে তার অধিক নাই।
এ সুখ সম্পদ আমি এড়িমু কার ঠাঁই ॥ ১৯৫
কার কাছে এড়ি যাইব হংসরাজ ঘোড়া।
কার ঠাঁঞি এড়ি যাইমু গায়ের খাশা জোড়া।
ধনু বাণ লেঙ্গা কাতে এড়িমু লাখে লাখে।
তীর তাম্বু বাণ কাতে এড়িব ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
গাঙ্গেত এড়িয়া যাব বত্তিস কাহন নাও। ২০০
পুরী মধ্যে এড়ি যাব তুমি হেন মাও ॥
পিলঘরে এড়ি যাবে আশী হাজার হাতী।
বৈদেশে গমন কৈলে কে ধরিব ছাতি ॥

আস্তাবলায় এড়ি যাব নয় লাখ ঘোড়া।
জোড় মন্দিরে এড়ি যাব শাহেমানি দোলা ॥ ২০৫
পুরী মধ্যে এড়ি যাব পঞ্চ পাত্রবর।
পানজোগানি এড়ি যাবে উনশত নফর ॥
শ্বেত বান্দা এড়ি যাব হাড়িয়া ছেঁচর।
অত্থনা পত্থনা এড়ি যাব কার ঘর ॥
বাথানে এড়িয়া যাব সত্তর কাহন বেত। ২১০
গোয়াইলে এড়িয়া যাব গাঁই বার শত ॥
এহি সব এড়ি যাব আপনে জানিয়া।
নয়ানগর এড়ি যাব উনশত বাণিয়া ॥
বাপের মিরাশ এড়ি যাইমু গৌড়র সহর।
দাদার মিরাশ এড়ি যাব কামলাক নগর। ২১৫
তুমি মায়ের যত বাড়ি কলিকানগর।
আমি বাড়ি বান্ধিয়াছি মেহারকুল শহর ॥
চল্লিশ রাজায় কর দেয় আমার গোচর।
আমা হতে কোন জন আছয়ে ডাঙ্গর ॥
সাজ সাজ করি রাজা দিল এক ডাক। ২২০
এক ডাকে সাজি আইল বাসত্তের লাখ ॥
হস্তী ঘোড়া সাজে আর মহা মহা বীর।
সাজিল অপার সৈন্য আঠার উজির ॥
বাষট্টি উজির সাজে চৌষঠি শিকদার ॥
হস্তে ঢাল সৈন্য সাজে বিরাশী হাজার ॥ ২২৫
নয় হাজার ধনুকি সাজে গুণ টঙ্কারিয়া।
বন্দুকি সাজিয়া আইল পলিতা হাতে লৈয়া ॥
হস্তী ঘোড়া সৈন্য সাজি ধরিল জোগান।
তা দেখিয়া ময়নামতী বুলিল বচন ॥
শুনয়ে রসিক জন এক চিত্ত মন। ২৩০
কহেন ভবানীদাসে অপুর্ব কথন ॥

কেশব ভারতী গুরু কথা হোত আইল।
কিনা মন্ত্র দিয়া নিমাই সন্ন্যাসী করিল॥
যাইবা যাইবা বাছা রে সন্ন্যাসী হইয়া।
সোনাময় রত্নপুরী আন্ধার করিয়া॥ ২৩৫
এমন বসেত সন্ন্যাসে কিবা ধর্ম।
আপনা গৃহেত বসি সাধ নিজ কর্ম॥ [ঘোষা॥]

ময়নামতী বোলে রাজা কিছু নহে সার।
দুই চক্ষু মুদি দেখ দুনিয়া আন্ধার॥
ইষ্ট মিত্র বাপ ভাই কেহ নহে সার। ২৪০
পুত্র কন্যা সঙ্গে রাজা না যাবে তোমার॥
কায়া মায়া সব ছাড়ি বলে ধরি নিব।
এমন সুন্দর তনু থাকেত মিশিব॥
ধন জন দেখিয়া আপনা বোল তারে।
এ তন আপনা নহে লৈয়া ফির যারে॥ ২৪৫
কোন কর্ম হেতু রাজা দেহ কৈলা পাত।
কি বুলি জোয়াব দিবা স্বামীর সাক্ষাত॥
আসিতে লেঙ্গটা রাজা যাইতে যাবা শূন্য।
সঙ্গে করি নিয়া যাবে পাপ আর পুণ্য॥
এক দিন বধূ সঙ্গে আপনা মন্দিরে। ২৫০
পাশা খেলিতেছিলা টঙ্গির উপরে॥
হেন কালে আইল যম তোমারে নিবার।
ফিরাইয়া দিল যম বাড়ির বাহের॥
ভেট ঘাট দিয়া আমি ফিরাইল যমেরে।
বহু স্তুতি করি পুত্র রাখিল তোমারে॥ ২৫৫
আর দিন আইল যম প্রতিজ্ঞা করিয়া।
তোমার চরণ ঘোড়া দিলাম দেখাইয়া॥
সে ঘোড়া পড়িয়া মৈল আস্তাবল ঘরে।
তোমারে নিবারে যম নিত্য বাঁউর পারে॥

আর দিন আইল যম মহাক্রোধ হৈয়া। ২৬০
আমাকে এড়িয়া তোমা নিবারে ধরিয়া ॥
তবে মায় মরি যাবে পুত্রশোকী হৈয়া।
পুত্র পুত্র করি মায় মরিব ঝুরিয়া।
রাজায় বোলে, শুন মাগো, ময়নামতী আই।
এক নিবেদন করি তুমি মায়ের ঠাঁঞি ॥ ২৬৫
বাপের কালের আছে চৌদ্দ রাজার ধন।
তুমি মায়ের জোলা আছে হীরামন রতন ॥
আমার কামাই আছে রজত কাঞ্চন।
চারি বধূর জোলা আছে চারি গোলা ধন ॥
সর্ব ধন দিব ভেট যমের গোচরে। ২৭০
ধন পাইলে যমরাজে এড়ি যাবে মোরে ॥
ময়নামতী বোলে শুন রাজা গোবিন্দাই।
আর এক বাত মাহে তোমারে বুঝাই ॥
ধন দিয়া যম যদি ফিরাইতে পারে।
তবে কেনে বড় রাজা তোমা পিতা মরে। ২৭৫
ধনের কাতর নহে সেহি মহাজন।
রাত্রি দিন ভ্রমে সেই এ তিন ভুবন ॥
রাত্রিকালে আইসে যম দিনে চারিবারে।
না জানি পাপিষ্ঠ যমে কারে আসি ধরে ॥
রাত্রি দিন অষ্ট বার নিত্য গমন করে। ২৮০
না জানি কঠিন যমে লই যায় তোমারে ॥
রাজায় বোলে শুন মা গ ময়নামতী আই।
আর এক কথা পুছি তুমি মার ঠাঁই।
সাচা নি আসিব যম বাড়ির ভিতর।
লোহায় বান্ধিবে পুনি আমার বাসর ॥ ২৮৫
লোহার জাতনি দিমু পুরীর ভিতর।
আশী হাজার সৈন্য দিমু শিয়রে পশর ॥
হস্তে খড়্গা লইয়া মুহি থাকিব জাগিয়া।
শিয়রে যাইতে যম ফেলিমু কাটিয়া ॥

লাল টঙ্গির রুয়া যমেরে দিমু শাল। ২৯০
মারিয়া যমেতে নিবে বার রাজার মাল ॥
পালাইয়া যাবে যম পাই ভয়ঙ্কর।
সেই যম আমা নিতে না আসিব আর ॥
ময়নামতী বোলে বাপু কি বুঝিছ মনে।
আর এক কথা মায় কহি তোমা স্থানে ॥ ২৯৫
আসিবেক সেই যম অনদেখা হইয়া।
কেমতে কাটিবা যম লোহার অস্ত্র দিয়া ॥
চিলরূপে আইসে যম সাচনরূপে যায়।
মাছিরূপ ধরি যম ঘরেতে সামায় ॥
কত দিনের অয়ু আছে তারে গণি চায়। ৩০০
যার যে লিখন দিয়া যমে লৈয়া যায় ॥
ইষ্ট মিত্র বাপ ভাই থাকয়ে বসিয়া।
তাহাতে পাপিষ্ঠ যমে লই যায় ধরিয়া ॥
শোন হে রসিক জন এক চিত্ত মন।
ময়নামতী কহে বাক্য মধুর বচন ॥ ৩০৫

মনারে ভাই আমার এ ভবের বান্ধব কেহ নাই ॥ [ধুয়া]

মায় কান্দে পুত্র পুত্র ভৈনে কান্দে ভাই।
ঘরের রমণী কান্দে হারাইলাম গোঁসাই ॥
হিন্দুগণ মৈলে করে খাটী আর পাটি।
মোছলমান মৈলে পুনি তাকে দেয় মাটী ॥ ৩১০
বৃদ্ধ বাপে কান্দে পুনি দ্বারেত বসিয়া।
অর্জনিয়া পুত্র মোর কে নিল হরিয়া ॥
বৃদ্ধকালে কে পালিব অন্ন পানি দিয়া।
কেমতে রহিব ঘরে পুত্র না দেখিয়া ॥
ভ্রাতা ভৈনে কান্দিব বেইলের আড়াই পহর। ৩১৫
পশ্চাতে চিন্তিব সে আপনা বাড়ি ঘর ॥

জননী কান্দিব জান পুরা ছয় মাস।
নারীয়ে কান্দিব জান লোকের আশপাশ ॥
শঙ্খ সোনা শাড়ি দিয়া বিভা করে নারী।
বড় দয়ার বধুয়ে কান্দিব দিন চারি ॥ ৩২০
ভাল মানুষের বেটি হৈলে কুল দেখি রয়।
অধার্ম্মিক নারী হৈলে ফিরি বর লয় ॥
ইষ্ট কুটুম্ব কান্দে শিথানে বসিয়া।
অভাগিনী মায় কান্দে প্রাণি হারাইয়া ॥
মৎস্য চিনে উচ খোচ পানিয়ে চিনে নাল। ৩২৫
মায় সে জানে পুত্রের বদন যার গর্ভের শাল ॥
পুত্র কন্যা নাই আর একেলা গোবিন্দাই।
তে কারণে আমি মায় তোমারে বুঝাই ॥
এবার বৎসরের পর উনৈশ যদি পূরে।
পুরা কড়ি হৈলে বাপু যমে নিব তোরে ৩৩০
ইষ্ট মিত্র নিছে কত লেখা জোখা নাই।
খুড়া জেঠা নিছে কত সা সহোদর ভাই ॥
তোর পিতাকে নিছে মাণিকচান্দ গোঁসাই।
কি বুঝিছ গোপীচান্দ তারে ডর নাই ॥
তোমারে নিবারে যমে নিত্য আলাপ করে ৩৩৫
তে কারণে আমি মায় বুঝাই তোমারে ॥
নৃপে বোলে শুন মা গ ময়নামতী আই।
এক নিবেদন করি তুমি মায়ের ঠাঁঞি ॥
তবে কেনে বালক কালে বিভা করাইলা।
মায়ের সাক্ষাতে চান্দে কহিতে লাগিলা ৩৪০
এক বিভা করাইলা অদুনা পদুনা।
সে সব সুন্দরী জানে আমার বেদনা ॥
আর বিভা করাইলা খাণ্ডায় জিনিয়া।
আর বিভা করাইলা উরয়া রাজার মাইয়া ॥
দশ দিন লড়াই কৈল উড়য়া রাজার সনে। ৩৪৫
চৌদ্দ বুড়ি মনুষ্য কাটিলাম এক দিনে ॥

চৌদ্দ পণ মনুষ্য কাটি সাত শত লস্কর।
হস্তী ঘোড়া কাটিলাম তেষট্টি হাজার॥
যুদ্ধেত হারিয়া নৃপ গেল পলাইয়া।
তার বেটি বিভা কৈলাম মহিম জিনিয়া॥ ৩৫০
এ চারি সুন্দরী বধূ পুরীর ভিতর।
এক প্রাণী নিয়া যাবে দেশ দেশান্তর॥
রাজায় বলে শুন মাও ময়নামতী আই।
আজ্ঞা কর মাতা মোরে পুরী মধ্যে যাই॥

বধূদিগের বেদনা

এ বুলিয়া গেল রাজা পুরীর ভিতর। ৩৫৫
বধূ চারি চলি আইল রাজার গোচব॥
কান্দয় অদুনা নারী কান্দয় পদুনা।
কান্দয় রতনমালা আর কাঞ্চাসোনা॥
অদুনার কান্দনে গাভীর গাভ ছাড়ে।
পদুনার কান্দনে সমুদ্রে উজান ধরে॥ ৩৬০
রতনমালার কান্দনে প্রাণী নহে স্থির।
পদ্মমালার কান্দনে মেদিনী যায় চির॥
চারি নারী কান্দে রাজার গলায় ধরিয়া।
ময়নামতী বোলে তুমি যাবে যোগী হৈয়া॥
যে দেশে যাইবা প্রিয়া সে দেশে যাইব। ৩৬৫
ধরিয়া যোগীর বেশ সঙ্গতি থাকিব॥
তুমি সে যোগিয়া রাজা আমিত যোগিনী।
ঘরে ঘরে মাগিমু ভিক্ষা দিবস রজনী॥
ভিক্ষা মাগিয়া প্রিয়া রান্ধি দিব ভাত।
ছাড়িয়া না দিমু তোমা শোন প্রাণনাথ॥ ৩৭০
এক সন্ধ্যা রান্ধি ভাত দুই সন্ধ্যা খিলাইমু।
হাঁটিতে নারিলে রাজা কোলে করি লইমু॥
রাজা বোলে কি প্রকারে হাঁটিয়া যাইবা।
সে পন্থে বাঘের ভয় দেখি ডরাইবা॥

খাউক বনের বাঘে তারে নাহি ডর। ৩৭৫
তোমা আগে মৈলে হইব সাফল্য মোহর ॥
যে দিনে আছিলু শিশু মায়ের ঘরে।
সে দিন না গেলা প্রিয়া দূর দেশান্তরে ॥
এখন যৌবন হৈল তোমা বিদ্যমান।
তুমি যোগী হইলে প্রভু তেজিব জীবন ॥ ৩৮০
যখনে বাপের বাড়ি যাইতে চাইলা আমি।
চুলে ধরি মারিবারে মোরে চাইলা তুমি ॥
যে দিন অদুনার মাথে ছোট ছিল চুল।
সে দিন তোমার মায় নিল পান ফুল ॥
এক বৎসরের কালে নিত্য আইল গেল। ৩৮৫
পঞ্চ বৎসরের কালে দেখি জোড়া দিল ॥
সপ্ত বৎসরের কালে আনি বিভা কৈলা।
নব বৎসরের কালে মন্দিরেত নিলা ॥
তুমি সাত আমি পাঁচ এমত কালের বিয়া।
হীরামন মাণিক্য মুক্তা লক্ষ দান দিয়া ॥ ৩৯০
মোর ভৈন অদুনারে পাইলা বেভার।
ধন রত্ন মোর বাপে যাচিল অপার।
সকল ছাড়িয়া আইল ভগ্নীয়ে আমার।
ছোট কালের বন্ধু মোরা জানিয় তোমার ॥
আপনার হস্তে প্রভু তৈল গিলা দিলা। ৩৯৫
আবের কঙ্কই দিয়া কেশ বিলাসিলা ॥
লক্ষ টাকার জাদ দিলা চুল বান্ধিবার।
লক্ষ টাকার খোঁপা দোলে পিষ্টের উপর ॥
পিন্ধিবারে দিলা প্রভু মেঘনাল শাড়ি।
যেই শাড়ির মূল্য ছিল বাইশ কাহন কৌড়ি ॥ ৪০০
পায়েতে পিন্ধাইলে রাজা সোনার নেপুর।
হাঁটিতে চলিতে বাজে ঝামুর ঝুমুর ॥
নিজ হস্তে কাম সিন্দুর কপাল ভরি দিলা।
জোড় মন্দির ঘরে নিয়া রূপ রঙ্গ চাইলা ॥

এহেন দয়ার বন্ধু কি দোষে ছাড়িলা। ৪০৫
হেন প্রিয়া ছাড়ি কেনে বিদেশে চলিলা॥
তোমার আমার নষ্ট কৈল যেই জন।
নষ্ট করুক তার প্রভু নিরঞ্জন॥
আহে প্রভু গুণনিধি কি বুলিলা বাণী।
শুনিতে বিদরে বুক না রহে পরাণি॥ ৪১০
বনে থাকে হরিণী বনে ঘর বাড়ি।
প্রেমের কারণে কাকে কেহ না যায় ছাড়ি॥
সর্ব দিন চরা করে বনের ভিতর॥
সন্ধ্যাকালে চলি যায় আপনা বাসর॥
হরিণা যায় আগে আগে হরিণী যায় পাছে। ৪১৫
সর্বদুঃখ পাসরয়ে স্বামী থাকে কাছে॥
সেই পশুর বুদ্ধি নাই তুহ্মি রাজার ঠাঁই।
এতবারে আহ্মি নারী রাজা তোহ্মারে বুঝাই॥
আঠার বৎসর হৈল তুহ্মি অধিকারী।
এ বার বৎসর হৈল মোরা চারি নারী॥ ৪২০
এ বুলিয়া চারি বধূ পুরী প্রবেশিল।
ঘরে গিয়া চারি বধূ যুক্তি বিমষিল॥
অদুনায় বোলে ভৈন গ পদুনা সুন্দর।
সাত কাইতের বুদ্ধি আমার ধড়ের ভিতর॥
নানা বর্ণে চারি ভৈনে করিয়া সাজন। ৪২৫
রাজা ভেটিবারে চলে সহরিষ মন॥
শুনহে রসিক জন এক চিত্ত মন।
কহেন ভবানীদাস অপূর্ব কথন॥

আমি ডাকি এরূপ যৌবন কালে॥ [ধুয়া]॥

প্রসাধন

অদুনায় পিন্ধে কাপড় মেঘনাল শাড়ি। ৪৩০
সেই শাড়ির মূল্য ছিল বাইশ লাখ কৌড়ি॥

পতুনায় পিন্ধে কাপড় তনে বান্ধি নেত।
মাঞ্জা করে ঝলমল বনের স্থন্দি বেত ॥
রতনমালায় পিন্ধে কাপড় নামে যে তসর।
আন্ধারিয়া ঘর জান আপনে পশর ॥ ৪৩৫
কাঞ্চনমালায় পিন্ধে কাপড় নামে খিরবলি।
রূপ দেখি তপোভঙ্গ ভুলিয়ে যায় অলি ॥
রাম-লক্ষ্মণ দুই মুট শঙ্খ হস্তে তুলি দিল।
পূর্ণমাসীর চন্দ্র যেন আকাশে উদিল ॥
খঞ্জন গমন যায় রাজার গোচরে। ৪৪০
হালিয়া ঢুলিয়া পড়ে যৌবনের ভারে।
রঙ্গমালা পুষ্প ফলে ভাঙ্গি পড়ে ডাল।
নারী হৈয়া যৌবন রাখিব কতকাল ॥
কতকাল রাখিব যৌবন আঞ্চলে বান্ধিয়া।
বাহির হৈল যৌবন হৃদয় ফাটিয়া ॥ ৪৪৫
নেতে বান্ধিলে যৌবন নেতে হৈব ক্ষয়।
প্রথম যৌবন গেলে কেহ কার নয় ॥
স্বামীয়ে দিছে কাপড় নারীর পালন।
কাপড় দেখিয়া সবের না জুড়ায় প্রাণ ॥
এতেক স্থতার কাপড় না শোনয়ে বোল। ৪৫০
তা দেখিয়া চারি নারীর না জুড়ায় কোল ॥
নেত বান্ধিলে যৌবন চটকিয়া উঠে।
স্বামীকে পাইলে যৌবন কভু নাহি টুটে ॥
ধান চাউল বসন নহে গোলা বান্ধি থুইমু।
রাজায় রাজায় যুদ্ধ নহে মাল জোগাইমু ॥ ৪৫৫
দাবিদারের দাবি নহে খসাইয়া দিমু।
বাদসাই যাচক নহে মোহর মারিমু ॥
মালীঘরের পুষ্প নহে বসিয়া গাঁথিমু।
তেলীঘরের তেল নহে বাজারে বেচিমু ॥
আবের কাঞ্চলি নহে দুই তন ঢাকিমু। ৪৬০
স্থতার কাপড় নহে ঝাড়া বদলিমু ॥

ধর্মঘটী যৌবন মুহি কিরূপে সহিমু ॥
যৌবনের ভার মুহি কিরূপে রাখিমু ॥
রাজায় গৌরব করে হস্তী ঘোড়া যায় ।
চারি নারী গৌরব করে গোপীচান্দ রাজায় ॥ ৪৬৫
সাধুগণে গৌরব করে যার আছে নাও ।
শিশুগণ গৌরব করে যার আছে মাও ॥
বৃদ্ধ বাপে গৌরব করে অর্জনিয়া পুত ।
তুই সতিনে গৌরব করে যে জানে ওষুধ ॥
ভূঞা হৈয়া গৌরব করে ধনে আর জনে । ৪৭০
চারি বৈন গৌরব করে প্রথম যৌবনে ॥
এ রূপ যৌবন সব চারি গুণ হেরি ।
কি কারণে যোগী হবে দিন তুনিয়া ছাড়ি ॥
তোমার মায়ের কথার নির্ণয় না জানি ।
হেঁটে গাছ কাটিয়া উপরে ঢালে পানি ॥ ৪৭৫
তোমার আমার নষ্ট কৈল যেই জন ।
নষ্ট করুক তারে প্রভু নিরঞ্জন ॥
হাড়িয়ার লগে যুক্তি হাড়িনীর লগে কথা ।
হাড়ি লগে বসি খায় পান এক বাটা ॥
বেবুদ্ধিয়া রাজার কুমার বুদ্ধি নাহি তোর । ৪৮০
বৃদ্ধ মায়ের কথা রাখ ধড়ের ভিতর ॥
এহি মায়ের বাক্যে রাজা রাজ্য হারাইবা ।
হাতে থাল করি ভিক্ষা মাগি না পাইবা ॥
এহি বাত শুনি রাজা বোলে হায়রে হায় ।
রহিতে না দিল মোরে ময়নামতী মায় ॥ ৪৮৫
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজা স্থির কৈল মন ।
কি বলি প্রবোধ দিব বধূ চারি জন ॥
না যাইব না যাইব প্রিয়া দেশ দেশান্তর ।
সুখে রাজ্য করিব থাকিয়া নিজ ঘর ॥
এহি মত কৈল যদি রাজা অধিকারী । ৪৯০
হরিষ হৈল তবে এ চারি সুন্দরী ॥

পারিব পারিব ভৈইন গ রাজা রাখিবার ।
ধরাধরি করি নিল পুরীর ভিতর ॥
এক রাত্রি ছিল রাজা নিকুঞ্জ মন্দিরে ।
প্রভাতে চলিয়া গেল মায়ের হুজুরে ॥ ৪৯৫

মাতৃ-সন্নিধানে

বসিয়াছে ময়নামতী হরষিত চিত ।
হেন কালে গেল রাজা মায়ের বিদিত ॥
সোনার খাটে বৈসে ময়না রূপার খাটে পাও ।
দণ্ডকে দণ্ডকে পড়ে শ্বেত চামরের বাও ॥
সর্বজয় নেত নৃপ গলায়ে বান্ধিয়া । ৫০০
প্রণাম করিল মায়ের চরণে ধরিয়া ॥
জিও জিও গোপীচান্দ নাথে দেউক বর !
চারি বধূর দুগ্ধ খাইয়া চল দেশান্তর ॥
রাজায় বোলে শুন মা গ ময়নামতী আই ।
পুনি নিবেদন করি তুমি মায়ের ঠাঁই ॥ ৫০৫
আরের মায়ে বেটা চাহে রাখিবার ঘরে ।
তুমি মায় কহ মোরে যোগী হইবারে ॥
আর মায় পুত্র দেখি দুগ্ধ ভাত খিলায় ।
নাতি পুতি লইয়া ঘরে আনন্দে গোঁয়ায় ॥
তুমি মায়ের হিয়াখানি পাথরে বান্ধিয়া । ৫১০
নিত্য প্রতি কহ মোরে যাইতে যোগী হৈয়া ॥
অন্ন খাইতে মোকে তুমি মানা কৈলা পুন ।
পান খাইতে মোকে তুমি মানা কৈলা চুণ ॥
শয্যাতে শুইতে মোকে এহেন মানা কৈলা ।
মাও মোরে প্রাণের বৈরী কি হেতু হৈলা ॥ ৫১৫
গর্ভশোগা বুলিয়া পুত্রেরে গালি দিলা ।
মরি কেনে নাহি গেলা যখনে জন্মিলা ॥
চালে কেনে না জন্মিলা চাল কুমরা হৈয়া ।
ঘরে ঘরে কাটি খাইত বাটিয়া বাটিয়া ॥

হাবুদ্ধিয়া গোপীচান্দ বুদ্ধি নাহি দিলে। ৫২০
সর্বধন হারাইলা চারি নারী ভোলে ॥
সে সমে কহিলাম পুনি জানিয়া নির্ণয়।
লাঙ্গল গড়ায় যে মাটিয়ে যায় ক্ষয় ॥
থোড় কলা বাদুড়ে খাইলে কলা ডাঙ্গর নয়।
তুমি রৈলে ঘরে পুত্র সর্ব নষ্ট হয় ॥ ৫২৫
মর্দে মর্দে সংগ্রাম কৈলে হয় মহা যশ।
নারীর সনে সংগ্রাম কৈলে হরে মহারস ॥
তোমারে বুঝান যে বর্বরের চাষ।
যে জীব শতেক অব্দ না জীব পঞ্চাশ ॥
ব্যাঘ্রের সাক্ষাতে যেন গোরু সমর্পিলা। ৫৩০
মৎস্য পশরি যেন উদকে রাখিলা ॥
মানকচু পশরি তুমি থুইয়াছ হেঁজা।
খিঙ্গিরের হাতে রাজা সমর্পিলা গেজা ॥
ধান্য গোলা পশরি তুমি উন্দুর থুইলা।
কাকের সমক্ষে রাজা মরিচ সমর্পিলা ॥ ৫৩৫
এ সব শুনিয়া রাজা বোলে হায় হায়।
রহিতে না দিল ঘরে ময়নামতী মায় ॥
উড়ি যায় পক্ষীরাজ না পারি দেখিতে।
এহি তথ্য বুদ্ধি জ্ঞান জানিব কেমতে ॥
এমন যোগিয়া'র বেটা মনে নাহি ভয়। ৫৪০
তোমার সাক্ষাতে বেটা ব্রহ্মজ্ঞান কয় ॥
এত শুনি ময়নামতী বুলিল বচন।
শোন শোন, অহে রাজা, সে সব কথন ॥
বৈস বৈস আহে বাপু বাটার পান খাও।
যে রূপে পাইছি জ্ঞান তারে শুনি যাও ॥ ৫৪৫
শিশুকালে বিভা দিল বাপে আর মায়।
ঘন ঘন বাপের বাড়ি যাইতুম অবসরায় ॥
ভাল ব্রাহ্মণের বেটী সংহতি করিয়া।
রন্ধনের খেলা খেলে দখলে বসিয়া ॥

গোর্খের কাহিনী

হেন কালে পূর্বেত গোর্খ পশ্চিমেতে যায়। ৫৫০
বার বচ্ছর ধরি গোর্খ শূন্যেতে ভ্রময় ॥
দেশে দেশে ভ্রমে তবে যতিয়া গোর্খায়।
সতী কন্যার লাগ গোর্খে কভু নাহি পায় ॥
শূন্যে থাকিয়া গুরু আমাকে দেখিল।
মোরে দেখি গোর্খনাথে রথ নামাইল ॥ ৫৫৫
ধর ধর করি নাথে শিঙ্গাতে দিল রাও।
তা শুনিয়া শিশুগণের চমকিত গাও ॥
মোরে দেখি গোর্খনাথের ক্ষুধা উপজিল।
বার বছরের ভক্ষ্য অন্ন যে মাগিল ॥
লড় দিয়া গেল আমি পুরের ভিতর। ৫৬০
মুষ্টেক না পাইল অন্ন করিয়া বিচার ॥
কাঁচা হাঁড়ি কাঁচা পাতিল এক অন্ন রান্ধিয়া।
ঘৃতে মলিয়া ভাত দুগ্ধেত মাখিয়া ॥
লাহুর থালেতে অন্ন দিলেন্ত আনিয়া।
হস্তে হস্তে নাথে পুনি লইল আসিয়া ॥ ৫৬৫
অন্ন লৈয়া গোর্খনাথে মনে মনে গুণে।
সতী কি অসতী কন্যা বুঝিমু কেমনে ॥
বার সূর্যের তাপ সিদ্ধা তলপ করিল।
যতেক সূর্যের তাপ ময়নার গায় দিল ॥
চৈত্র মাসের রোদ্র তাপে ধর্ম ধূলি উড়ে। ৫৭০
মাথার ঘাম ময়নামতীর পদতলে পড়ে ॥
যখনে গোর্খনাথে খায় দুগ্ধ ভাত।
তখনে আরঙ্গি ছত্র ধরিল মাথাত ॥
তা দেখিয়া গোর্খনাথে মনে মনে গুণে।
এমন সুন্দরী যাবে যমের ভবনে ॥ ৫৭৫
অবৃথা হৈল সিদ্ধা ক্ষিতির উপর।
এক নাম রাখি যাবে মেহারকুল শহর ॥

অন্য মাটী আছে কিছু মেহারকুল নগরে।
নিজ মাটী আছে কিন্তু বিক্রমপুর শহরে॥
আর আছে আত্ম মাটী তরপের দেশ। ৫৮০
চাটীগ্রাম পুর্বমাটী জানিবা বিশেষ॥
তবে হস্তে ধরি গোর্খে রথে তুলি লৈল।
রথখান কুদাইয়া বিক্রমপুরে নিল॥
যোগীঘাট করি নাথে ঘাট বানাইল।
সেই ঘাটে স্নান করি পাপ বিনাশিল॥ ৫৮৫
যোগীঘাটে স্নান কৈলে সর্ব পাতক হরে।
জন্মের পাতক হরে যায় স্বর্গপুরে॥
আধারি বিচারি নাথে এক বট পাইল॥
দ্বাদশ দণ্ডের মধ্যে বট বৃক্ষ হইল॥
আধারি বিচারি নাথে এক চাউল পাইল। ৫৯০
কাচা পাতিলাতে অন্ন রন্ধন করিল॥
বার কোটি যোগী আইল তের কোটি চেলা।
ছয় মাসের পন্থ জুড়ি আসিয়া মিলিলা॥
এক চাউলের ভাত উন কোটী সিদ্ধায় খাইল।
আর এক সিদ্ধার ভাত পাতিলে রহিল॥ ৫৯৫
সে অন্ন খাইয়া সিদ্ধা বোলে জয় জয়।
ময়নামতীরে গোর্খনাথে ব্রহ্মজ্ঞান কয়॥
প্রথমে কহে গুরু মস্তকে দিয়া হাত।
মাটী হোতে ময়নামতীর বাড়ুক হাওয়াত॥
তবে জ্ঞান কহে সিদ্ধা অস্থি আর সন্ধি। ৬০০
জন্মে জন্মে কৈল নাথে পীড়া খাড়া বন্দী॥
তবে জ্ঞান কহে গোর্খ অনাদির তত্ত্ব।
আপনে যম রাজায় লেখি দিল খত॥
তবে জ্ঞান কহি দিল ব্রহ্মজ্ঞান বুলি।
যমের সহিতে রাজা কৈল কোলাকুলি॥ ৬০৫
ময়নামতীর নামে লেখা ফেলিল ফাড়িয়া।
আড়াই অক্ষর জ্ঞান কহে কর্ণতলে নিয়া॥

অগ্নিয়ে না যাবে পোড়া পানিতে না হয় তল।
লোহার অস্ত্র না ফুটিব শরীর কুশল ॥
গুরু বোলে দিনে মৈলে ময়নামতী আই। ৬১০
সূর্য বান্ধি মাঙ্গাইব এড়াএড়ি নাই ॥
রাত্রিতে পড়িয়া মৈলে ময়নামতী আই।
চন্দ্র বান্ধি মাঙ্গাইব এড়াএড়ি নাই ॥
বাড়িতে পড়িয়া মৈলে ময়নামতী আই।
যম বান্ধি মাঙ্গাইব এড়াএড়ি নাই। ৬১৫
খাওায় কাটা গেলে ময়নামতী আই।
চণ্ডীরে বান্ধিয়া লৈমু এড়াএড়ি নাই ॥
আমি দিলাম ব্রহ্মজ্ঞান তোমরা দেয় বর।
চন্দ্র সূর্য মরণে জিয়াব বেলা আড়াই পহর ॥
বাপ মাহে নাম থুইল শিশুমতী আই। ৬২০
গোর্খনাথে থুইল নাম সুন্দর মৈনাই ॥
শূন্যে নিয়াছিল গুরু শূন্যে আনি দিল।
বাপ মায় কেহ মোর উদ্দেশ না পাইল ॥
এরূপে পাইল জ্ঞান গোর্খনাথ স্থানে।
সকল কহিল আমি তুমি পুত্র সনে ॥ ৬২৫
হেন জ্ঞান যদি তুমি আপনে জানিতা।
তবে কেনে পডি মৈল আমাদের পিতা ॥
হেন জ্ঞান জানি তুমি কোন কার্য কৈলা।
মোর পিতা মানিকচান্দ কি হেতু মরিলা ॥
বৈস বৈস গোপীচান্দ বাটার পান খাও। ৬৩০
তোর বাপে না লৈল জ্ঞান তারে শুনি যাও ॥
তোর বাপের ঘর ছিল শঙ্খছরা মাটী।
তাহাতে বিছাইল পুনি গঙ্গাজল পাটী।
পাটির উপরে গালিচা মনরঙ্গ ॥
পুষ্পের বিছান তাতে পুষ্পের পালঙ্ক ॥ ৬৩৫
নেতের শয্যা পালাইয়া চান্দয়া টাঙ্গিয়া।
বৃদ্ধ রাজা মাণিকচান্দ আনিলাম ডাকিয়া ॥

হের আইস মাণিকচান্দ প্রভু গদাধর।
আড়াই অক্ষর জ্ঞান রাখ ধড়ের ভিতর॥
কিছু জ্ঞান কহি দিমু আড়াই অক্ষর। ৬৪০
পৃথিবী টলিলে না যাইবে যম ঘর॥
তোর বাপে বুলিলেক তিলকচান্দের ঝি।
তোর জ্ঞান লইলে আমার হবে কি॥
তুমি হও মোর ঘরের যে স্তিরি।
আমি নাকি হই তোমা ঘরের যে গিরি॥ ৬৪৫
ঘরের রমণী স্থানে জ্ঞান যে সাধিমু।
গুরু বুলি কোন মতে পদধূলি লৈমু॥
অক্ষরে গুরু হয় করায় দাবিদারী।
প্রথমে ছেলাম করি ঘরের যে নারী॥
প্রাণের কাতর হই তোমা জ্ঞান লৈমু। ৬৫০
যজ্ঞ নষ্ট পুরুষ হৈলে নরকে যাইমু॥
তোমার যে এহি জ্ঞানে মোর কার্য নাহি।
সব জ্ঞান কহি দিও গোপীচান্দ ঠাঁঞি॥
এহি মতে তোর বাপে জ্ঞান কৈল হেলা।
হেন কালে তিন সন্ন্যাসী দর্শনে মিলিলা॥ ৬৫৫
দান না দেয় সন্ন্যাসীরে বিদায় না দেয় কৈয়া।
কৃপণতা কৈল রাজা ছাড়ি গেল দয়া॥
সন্ন্যাসী লইয়া গেল কামেশ্বর বাণ।
শূন্যে থাকি ডাক দিয়া লই গেল প্রাণ॥
তোর বাপে পড়ি মৈল রাত্রি নিশাভাগে। ৬৬০
আমি খবর না পাইল সকালর আগে॥
লড় দিয়া গেল মুহি রাজা দেখিবারে।
মৃত দেহ লাগ পাইল শয্যার উপরে॥
লাড়িয়া চাড়িয়া চাইল না করিল রায়।
হস্তে গলে দড়ি দিয়া গঙ্গাতে ফেলায়॥ ৬৬৫
তবে তোর বাপেরে যে পুড়িবারে নিল।
গাছ গাছেরা দিয়া তবে ঘৃত ঢালি দিল॥

সাত পাক দিয়া অগ্নি মুখে দিলাম মুই।
লোকে বুলিবেক করি কান্দিলাম আখর তুই॥
তুমি মা গ বাপের অতি দয়ার আছিলা। ৬৭০
মোর পিতা পুড়ি মৈল সঙ্গতি না গেলা॥
এ রূপ যৌবন লাগি তুমি ঘরে রইলা।
মোর পিতার লাগি কিছু দান না করিলা॥
ময়নামতী বোলে শুন রাজা গোবিন্দাই।
এ সকল কথা পুত্র কহি তোমা ঠাঁই॥ ৬৭৫
আষাঢ় মাসেত মৈল মাণিকচান্দ গোঁসাই।
পৃথিবীতে জলময় পুড়িতে স্থল নাই॥
সত্যযুগে গঙ্গাদেবী গুমুতে আছিল।
গোমতীর কুলে বসি কান্দিতে লাগিল॥
আমার কান্দনে গঙ্গার স্নেহ উপজিল। ৬৮০
সমুদ্রের গঙ্গাদেবী ভাসিয়া উঠিল॥
গঙ্গা বোলে ময়নামতী কান্দ কি কারণ।
জোড় হস্তে নিবেদিলাম গঙ্গার সদন॥
মেহারকুলের রাজা মৈল মাণিকচান্দ গোঁসাই।
পৃথিবীতে জলমগ্ন পুড়িতে স্থল নাই॥ ৬৮৫
এত শুনি গঙ্গাদেবী হাসিতে লাগিল।
তন পহরের পন্থ লই বালুচর দিল॥
আছিল চন্দন কাষ্ঠ আনিল কাটিয়া।
তোর বাপেরে এড়িলাম দীঘল করিয়া॥
আমি ময়না শুতিলাম বাঁ অঙ্গ চাপিয়া। ৬৯০
ভারে ভারে লাকড়ি সব দিলেন তুলিয়া॥
কাঁচা হৈয়া পড়ে তনু করে থর থর।
উনাইয়া পড়ে রাজা অগ্নির ভিতর॥
যে সকল গাছ পুড়ি স্বর্গে উঠে ধোঁয়া।
সেই অগ্নিতে রহিল মুহি যেন কাঞ্চা সোনা॥ ৬৯৫
ব্রাহ্মণের কোলে থাকি ঢালি দিলাম ঘি।
সেই অগ্নিতে পোড়া না গেল তিলকচান্দের ঝি॥

রাজা বোলে শুন মাও ময়নামতী আই।
বাপ সঙ্গে গেছিলা নি সাক্ষী জানাও চাই॥
সত্য যুগে মরি গেছে মাণিকচান্দ গোঁসাই। ১০০
এত দিনের সাক্ষী আমি কোথা গেলে পাই॥
হেন সাক্ষী দিব হেন নাহি মেহারকুল।
হাসিতে হাসিতে ময়নায় কহিতে লাগিল।
সেই দিনের তিন সাক্ষী আছে হেন জানি।
তাহারে আনিয়া শুন সে সব কাহিনী॥ ১০৫
এক সাক্ষী আছে মোর ভাট দামোদর।
আর সাক্ষী আছে যে ব্রাহ্মণ সন্ধিহর॥
আর সাক্ষী আছে রাজা সাউধ লক্ষ্মীধর।
সাক্ষী আনিবারে শীঘ্র পাঠায় অনুচর॥
একেত ছাওয়ালে যে রাজায় হুকুম পায়। ১১০
যথা আছে ব্রাহ্মণ তথাতে চলিয়ে যায়॥
বসিছে ব্রাহ্মণ সন্ধি ঘাটের উপর।
হেন কালে গেল দূত তাহার গোচর॥
প্রণাম করিল গিয়া করি হস্ত জোড়।
অবধান কর গোঁসাই নিবেদন মোর॥ ১১৫
যেহি দিন মৃত্যু হৈল মাণিকচান্দ গোঁসাই।
সেই দিন আপনে আছিলা সেই ঠাঁঞি॥
তে কাজে আসিছে মুহি তোমাকে নিবারে।
সাক্ষী দিতে চল যাই রাজার হুজুরে॥
এত শুনি দ্বিজবর নিঃশব্দে রহিল। ১২০
হাসিয়া ব্রাহ্মণে তবে কহিতে লাগিল॥
বার বৎসর হয় মৈল মাণিকচান্দ গোঁসাই।
কালুকা খাইছি অন্ন আজি মনে নাই॥
মাণিকচান্দের জ্ঞাতি গোত্র এক যুক্ত হইয়া।
সপ্তদিন কাষ্ঠ কৈল লাড়িয়া চাড়িয়া॥ ১২৫
তা শুনিয়া দূতে তবে বুলিল বচন।
রাজায় কহিছে পুনি এক নিবেদন॥

মিথ্যা সাক্ষী দিতে তুমি রাজা বিদ্যমান।
হীরামন মাণিক্য দিব রজত কাঞ্চন ॥
যাইটখান গ্রাম দিব ইবৃসদ তোমারে। ৭৩০
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ধন দিব ভারে ভারে ॥
এক শত গাভী দিব দুগ্ধ খাইবার।
সুবর্ণের থাল দিব অন্ন খাইবার ॥
শীঘ্রে করি চল বিপ্র তুমি রাজার গোচর।
ক্রোধ করি দ্বিজবরে বুলিল উত্তর ॥ ৭৩৫
দূরে যাও দূতবর আধা বয়স তোর।
এ বাক্য না কহ তুমি আমার গোচর ॥
ধনের কারণে মুই মিথ্যা সাক্ষী দিমু।
আপনার ধর্ম কর্ম সব বিনাশিমু ॥
বলে ছলে ধরি বিপ্র রাজার কাছে নিল ৭৪০
ব্রাহ্মণ দেখিয়া নৃপে প্রণাম করিল ॥
সম্ভাসা করিয়া নৃপ সাক্ষাতে বসাইল।
বহু ভক্তি করি রাজা কহিতে লাগিল ॥
রাজা বোলে বিপ্র তুমি দ্বিজ সন্ধিহর।
যেরূপে রহিতে পারি সিংহাসন উপর ৭৪৫
ময়নামতী বোলে তুমি ধার্মিক ঠাকুর।
চৌদ্দ গণ্ডা পুরুষ তোমার শিরের উপর ॥
ব্রাহ্মণে বলিল শুন ময়নামতী আই।
ব্রাহ্মণের ধড়ে কভু মিথ্যা বাক্য নাহি ॥
আদি অন্ত কথা রাজা শুন মোর ঠাঁই। ৭৫০
যেহি দিন মৃত্যু হৈল মাণিকচান্দ গোঁসাই।
মাণিকচান্দের জ্ঞাতি গোত্র একত্র হইয়া।
সপ্ত দিন কাষ্ঠ কৈল লাড়িয়া চাড়িয়া ॥
আমার কোলেতে থাকি ঢালি দিল ঘি।
সেই অগ্নিতে পোড়া না গেল তিলকচান্দের ঝি ॥ ৭৫৫
কলি হৈলে ব্রাহ্মণ মিথ্যা বাণী কয়।
তে কারণে ব্রাহ্মণের সম্পদ নাই হয় ॥

রাজা বোলে দূতবর শুন আগু হইয়া।
বাহির করি দেও তাকে লাঘব করিয়া॥
যেই গালি দিল তাকে আধা বয়স বুলিয়া। ১৬০
সেই ক্রোধ ছিল দূতের হৃদয়ে যুড়িয়া॥
ধাক্কা মারি ব্রাহ্মণেরে বাহির করি দিল।
দুঃখ পাহি ব্রাহ্মণে রাজারে গালি দিল॥
এহি গালি দিল তাকে নির্বংশ বলিয়া।
গোপীচান্দের বংশ নাহি ভুবন যুড়িয়া॥ ১৬৫
সর্বজয় নেত রাজা গলায় বান্ধিয়া।
দণ্ডবত হইল মায়ের চরণে ধরিয়া॥
রাজার বোলে শুন মাও ময়নামতী আই।
কদাচিত তোর ধড়ে মিথ্যা সাক্ষী নাই॥
আমি রাজা যোগী হবে তার অধিক নাহি। ১৭০
এ চারি সুন্দর নারী সমর্পিব কার ঠাঁঞি॥
এ চারি সুন্দর বধূ পুরীর ভিতর।
এক প্রাণী নিয়া যাবে দেশ দেশান্তর॥
খেতুয়া স্থানে সমর্পিবে ঘর আর বাড়ি।
কার স্থানে সমর্পিবে এ চারি সুন্দরী॥ ১৭৫
বড় ভাই আছে মোর মাধাই তাম্বরী।
তার ঠাঞি সমর্পিব এ চারি সুন্দরী॥
শুনহ রসিক জন এক চিত্ত মন।
কহেন ভবানীদাস অপূর্ব কথন॥

বধূদিগের ষড়যন্ত্র

তা শুনিয়া চারি বধূ বুকে মারে হাত। ১৮০
শুন গ শাশুড়ি মোরা কহি চারি বাত॥
ছারেখারে যায় গ বুড়া মোর গ বালাই লই।
সকল দেশের বুড়া মরে তোমার মরণ নাই॥
অবশ্য মরিবা তুমি আমরার বাসরে।
সপ্ত দিনের বাসি মড়া করিব তোমারে॥ ১৮৫

গলে দড়ি দিয়া ফেলাবে দক্ষিণ পাথারে ॥
পাথারে খাইব তোরে শৃগাল কুকুরে ॥
সুরজ কানিয়া বুড়ী কর্ণ পাতি শুনে।
কি কহিলা পুত্রের বধূ কি শুনাইলা কাণে ॥
যে আশা করিছ সবে কহি তোমা ঠাঁঞি। ৭৯০
চন্দ্র সূর্য মরণে বুড়ার মরণ নাই ॥
এত শুনি চারি বধূ পাইলেক লাজ।
পুরী মধ্যে নিয়া সবে চিন্তে বড় কাজ ॥
অদুনায় বোলে বইন গ পদুনা সুন্দর।
সাত কাইতের বুদ্ধি আমার ধড়ের ভিতর ॥ ৭৯৫
এক শত টাকা লও গণিয়া বাছিয়া।
বিষ খাবাই বুড়া বেটী ফেলাইব মারিয়া ॥
সুবর্ণের বাটা নিল গেলাপ করিয়া।
মাণিক্য দোলায় চারি সোয়ার হইয়া ॥
নিমাই বাণিয়ার বাড়ী গিয়া উত্তরিল। ৮০০
ভক্তিভাব হৈয়া চারি কহিতে লাগিল ॥
যখনে বাণিয়ার পুত্রে বধূকে দেখিল।
খাট পাট সিংহাসন আনি জোগাইল ॥
এহিখানে বৈস, মা গ, বাটার পান খাও।
কোন কার্যে আসিয়াছ সত্য কথা কও ॥ ৮০৫
যেহি কার্যে আছি মুহি তোমার গোচর।
এক শত টাকা দিব পান খাইবার ॥
নেতের কাপাই দিব তুমি পিন্ধিবারে।
বুড়ীকে মারিতে বুদ্ধি বোলয় আমারে ॥
তা শুনিয়া বাণিয়ার মুখে না আইসে বাত। ৮১০
সুমেরু পর্বত ভাঙ্গি পড়িল মাথাত ॥
রাজার মাও ময়নামতী সর্বলোকে জানে।
তাহারে মারিতে বোলে কাহার পরাণে ॥
একেত বাণিয়ার পুত্রে বিকির লাগল পায়।
হস্তেত তরাজু নিয়া ভাণ্ডার ঘরে যায়। ৮১৫

হলাহল হরিণা বিষ লাড়ু মধ্যে দিল।
দণ্ডেকে মরিবে হেন বণিকে কহিল॥
পঞ্চ তোলার পঞ্চ লাড়ু দিল বানাইয়া॥
সুবর্ণ বাটায় দিল গেলাপ করিয়া॥
মহাদেবীর আগে যবে বিষ আনি দিল। ৮২০
আনন্দ হইয়া চারি পুরে চলি গেল॥
ঘরে গিয়ে লয় বধূ মিষ্ট নারিকেল।
সুবর্ণ ঝারেতে লয় মিষ্ট গঙ্গার জল॥
আলওয়া চাউল কুলপিত কলা নিল সেবাব লাগিয়া।
নারাঙ্গি কমলা নৈল থাঞ্জায় ভরিয়া॥ ৮২৫
শাইল ধানের চিরা নৈল বিন্নি ধানের খই।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া নৈল ভাল মিষ্ট দই॥
ভেট ঘাট যতেক বেগারের মাথে দিয়া।
শাশুড়ি দরবারে বধূ চলিল হাঁটিয়া॥
অন্তরে থাকিয়া ময়না বধূকে দেখিল। ৮৩০
চরিত্র দেখিয়া বুড়ায় ভাবিতে লাগিল॥
আর দিন আইসে বধূ উনমত বেশ।
আজুকা আসিতে আছে হস্তেত সন্দেশ॥
আজুকা বধূর কিছু নাহি বুঝি মন।
এমত আদর মোরে কিসের কারণ॥ ৮৩৫
এহি মতে ময়নামতী ভাবে মনে মন।
হেন কালে চারি বধূ আইল বিদ্যমান॥
লাড়ুর বাটা সমুখে রাখি প্রণাম করিল।
জোড় হস্তে দাণ্ডাইয়া কহিতে লাগিল॥
এহি বর মাগি মোরা তোমার গোচর। ৮৪০
স্বামী দান দেও মোরা চলি যাই ঘর॥
যেই ভেট না খাইছ এ বার বৎসরে।
হেন ভেট আনিয়াছি তুমি খাইবারে॥
আনিছ আনিছ ভেট আমি তাহা জানি।
তিন কোণ পৃথিবী আমি ঠাঁঞি বসি গণি॥ ৮৪৫

আকাশে গণিতে পারি তারা গোটা গোটা।
ছয় মাসের বারিষার জল গণি ফোঁটা ফোঁটা ॥
সমুদ্রের গণিতে পারি মৎস্য কুম্ভীরী।
আঁধারে গণিতে পারি পুরুষ কি স্তিরি ॥
হইব না হৈব আমি গণিবারে পারি। ৮৫০
ভাল সন্দেশ আনিয়াছ পুত্রের যে নারী ॥
ভাল পুত্রের বধূ তোর দয়া আছে মোরে।
পঞ্চ তোলা বিষ দিলা বুড়া মারিবারে ॥
আজুকা মরিব আমি তোমরার বালাই লই।
এত দেশের বুড়া মরে আমার মরণ নাই ॥ ৮৫৫
এত কহি গোর্খমন্ত্র স্মরণ করিল।
হস্তে বিষ লৈয়া বুড়ায় ভাবিতে লাগিল ॥
হস্ত পরে বিষ সব করে ঝলমল।
একে একে পঞ্চ লাড়ু খাইল সকল ॥
দাণ্ডাইয়া চারি বধূ হেরিয়া আছিল। ৮৬০
আনন্দ হইয়া সবে পুরে প্রবেশিল ॥
পঞ্চ তোলা বিষ বুড়ায় খাইয়া বসিল।
দ্বাদশ দণ্ডের মধ্যে বিষ জারণ কৈল ॥
বিষ জারণ করি বুড়া ভাবে মনে মন।
বুঝিবাম বধূ সবের আদর কেমন ॥ ৮৬৫
দশমীর দশ দ্বার ফেলিল বান্ধিয়া।
মৈল করি বুড়া বেটী রহিল পড়িয়া ॥
কথখানি গুড় দিল অঙ্গেতে মাখিয়া।
মক্ষিয়ে পিঁপড়ায় আসি ধরিল বেড়িয়া ॥
ঘন ঘন দাসী পাঠায় অদুনা সুন্দরী। ৮৭০
দেখ গিয়া মৈল কিনা এ দুষ্ট শাশুড়ী ॥
দাসী গিয়া চাহে বুড়া করিয়া নজর।
দেখয়ে মরিছে বুড়া পালঙ্ক উপর ॥
বুকে হস্ত দিয়া চাহে শ্বাস নাহি ধড়ে।
নাকে হস্ত দিয়া চাহে শ্বাস নাহি পড়ে ॥ ৮৭৫

দাসী গিয়া কহে বার্তা রাণীর গোচর।
মরিয়াছে বুড়া বেটী পালঙ্ক উপর॥
বার্তা শুনি চারি বধূ হরিষ হইল।
লক্ষ্মীবিলাস শাড়ি সবে পরিধান করিল।
মরি গেল দুষ্ট বুড়া দেশের গেল ছুইল। ৮৮০
বুড়া বেটী মৈল শুনি প্রসাদ কৈল বৈল॥
হাতাহাতি করি যায় বুড়া দেখিবারে।
দেখিল মরিছে বুড়া পালঙ্ক উপরে॥
কে হস্ত দিয়া চাহে প্রাণী নাহি ধড়ে।
নাকে হস্ত দিয়া চাহে দম নাহি লড়ে॥ ৮৮৫
দুই তিন টোকর দিল গালের উপর।
বুড়া বোলে পুত্রের বধূ ধরিছে আদর॥
অদুনায় বোলে বইন গ পদুনা সুন্দর।
সাত কাইতের বুদ্ধি আমার ধড়ের ভিতর॥
উলুর কাছরা দিয়া বান্ধহ বুড়ারে। ৮৯০
টানিয়া ফেলাও নিয়া দক্ষিণ পাথারে॥
তরে উলুর কাছড়া বুড়ার গলায় বান্ধিয়া।
খাট হতে ময়নামতী ফেলায় টানিয়া॥
একেত ময়নামতী ব্রহ্মজ্ঞান জানে॥
শ্বাস ধরি পড়ি রৈল সবে মিলি টানে॥ ৮৯৫
চারি বধূ টানি চাহে লাড়িতে না পারে।
চারি লাথি মাইল বুড়ার কাঁকাইল উপরে॥
তবে বুড়া আপনার এড়ি দিল জ্ঞান।
সোলা হোতে পাতল বুড়া হৈল ততক্ষণ॥
ওচ নেচ টানিয়া বুড়াকে নিয়া যায়। ৯০০
চারি বধুয়ে মিলি বুড়াকে চেচায়॥
টানি টানি নেয় খেনে ধাক্কা ধুক্কা মারে।
বুড়া বেটীর হাড়ে মাংসে কড় মড় করে॥
সারা দিন চেঁচাইল সব মেহারকুল দেশ।
গোমতীর কুলে নিল দিবা অবশেষ॥ ৯০৫

অদুনায় বোলে বইন গ পদুনা সুন্দরী।
রাজায় শুনিলে সব ফেলিব সংহারি॥
গাড়িয়া রাখিব দুষ্ট আস্তাবল ঘরে।
ঘোড়া গরু বান্ধিবাম তাহার উপরে॥
তবে ময়না হাড়ি বধূ তলপ করিল। ৯১০
জোড় হস্তে আসি হাড়ি দাণ্ডাহি রহিল॥
তোরে বলি ময়না হাড়ি খাও বাটার পান।
দশ গজ গম্ভীর কুণ্ড খুদ তুরমান॥
হীরার কোদাল দিমু ক্ষুরের যে ধার।
ফেলিলে বুড়ীর যে কাঁকাইলের কাটে হাড়॥ ৯১৫
লালমাই পর্বতের সব বাঁশ চোক্কাইয়া।
কুণ্ডের নিকটে সব রাখিবে গাড়িয়া॥
চারি বধূর আজ্ঞা যদি হাড়িয়ে পাইল।
অতি শীঘ্র এক কূপ বানাইয়া দিল॥
চেঁচাইয়া নিল বুড়া কুণ্ডের নিকট। ৯২০
কুণ্ড দেখি ময়নামতী ভাবয়ে সঙ্কট॥
কুণ্ডের নিকটে গিয়া আড় চক্ষে দেখে।
এহাতে পড়িলে যমে কোন রূপে রাখে॥
বান্ধিয়া মারিলে আমি কি করে যমেরে।
ব্রহ্মজ্ঞানে কি করিব কুণ্ডের ভিতরে॥ ৯২৫
ধীরে ধীরে ময়নামতী পাও যে লাড়িল।
কাছি এড়ি চারি বধূ চমকিত হৈল॥
অদুনায়ে বোলে দুষ্ট জ্ঞানেতে ডাঙ্গর।
শীঘ্র করি ফেলি দেও কুণ্ডের ভিতর॥
এত শুনি ময়নামতী ভাবিতে লাগিল। ৯৩০
গাও মোড়ামুড়ি দিয়া উঠিয়া বসিল॥
কাছি এড়ি চারি বধূ উঠি দিল লড়।
পিছে পিছে ময়নামতী বোলে ধর ধর॥
ভাল পুত্রের বধূ তোরা দয়া আছে মোরে।
দুই তিন টোকর দিলা গালের উপরে॥ ৯৩৫

চারি লাথি মাইলা মোর কাঁকাইল উপরে।
গাড়িতে আনছি এবে আস্তাবল ঘরে॥
আহে গ শাশুড়ি আমি কহিয়ে তোমারে।
স্নান করাইতে নিলাম ঘোড়া পাইঘরে॥
উলুর কাছরা তোমার গলায় বান্ধিয়া। ২৪০
সাগর দীঘির মধ্যে স্নান কর গিয়া॥
তবে পুনি পাখালিলে অঙ্গ আপনার।
চেঁচাইয়া নিব পুনি মন্দিরে তোমার॥
দিব্য শাড়ি বধূ প্রতি প্রসাদ করিয়া।
গোপীচান্দের মহলেত উত্তরিল গিয়া॥ ২৪৫
শয়ন মন্দিরে গিয়া মারে লাথির ঘাও।
উঠ উঠ গোপীচান্দ কত নিদ্রা যাও॥
তোর চারি বধূ হয় মহা বিচক্ষণ।
দিবা ভরি মোর প্রতি কৈল বিডম্বন॥
ব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্ব কথা নাহি জান তুমি। ২৫০
পঞ্চ তোলা বিষ খাই জারণ কৈল আমি॥
গোপীচান্দে বোলে মাও ময়নামতী আই।
পুত্রের বধূর বাদ কহ তোমার ধর্ম নাই॥
ময়নামতী বোলে পুত্র রাজা গোবিন্দাই।
যদি মিথ্যা কহি বাপু তোমার মাথা খাই॥ ২৫৫
এহি কথা শুনি রাজা ক্রোধ হৈল মন।
চারি বধূ কাটিবারে চলে ততক্ষণ।
সোনার মুষ্ট তলোয়ার হস্তেত করিয়া।
চারি বধূ কাটিবারে যায়ন্ত চলিয়া॥
আগু হইয়া ধরিলেন্ত ময়নামতী মায়। ২৬০
যে করিছে পোলা বধূ সউক মোর গায়॥
তবে সর্ব জয় নেত রাজা গলায় বান্ধিয়া।
দণ্ডবত হৈল মায়ের চরণে ধরিয়া॥
রাজা বোলে যত বাণী জননী নিকট।
কদাচিত তোমা মনে নাহিক কপট॥ ২৬৫

আমি রাজা যোগী হৈব তার অধিক নাই।
এ সুখ সম্পদ আমি এড়িব কার ঠাঁঞি॥
আজ্ঞা যদি কর মা গ পুরী মধ্যে যাই।
পুরী মধ্যে গিয়া চারি বধুকে বুঝাই॥
যাও যাও গোপীচান্দ আসিও ফজরে। ৯৭০
খানেক বিলম্ব হৈলে ভস্ম করম তোরে॥
এ বুলিয়া গেল রাজা পুরীর ভিতর।
চারি নারী শুনিলেন্ত এ সব খবর॥
হেটমুখী হৈয়া রাজা বসিয়া আছয়ে।
হেন কালে চারি বধূ সাক্ষাতে মিলয়ে॥ ৯৭৫
শির তুলি চাহ প্রভু রাজা গোবিন্দাই।
হাসিয়া উত্তর দেও নিজ ঘরে যাই॥
শুনহে রসিক জন এক চিত্ত মন।
কহেন ভবানীদাসে অপূর্ব কথন॥

বধূদিগের বিনয়

তোমা সঙ্গ প্রীতি করি আনলে দহিয়া মরি ৯৮০
পাঞ্জার বিন্ধিল কাল ঘুণে।
যদি মণি মুক্তা হৈত হার গাঁথি গলে দিত
পুষ্প নহে কেশেত রাখিতুম॥
আসিব আসিব করি আমি রৈলাম পন্থ হেরি
নয়ান হইয়া গেল ঘোর। ৯৮৫
এ বার বৎসরের আমি আঠার বৎসরের তুমি
বিধি বর মিলাইল ভালা॥
যে দিন আছিলু শিশু না জানিলাম দুঃখ কিছু
এবে যৌবন হইল পুরণ।
যৌবন হৈল কাল মরিলে সে হয় ভাল ৯৯০
এরূপ যৌবন বৃথায় গেল॥
এরূপ যৌবন ধন হারাইলাম অকারণ
বৃথায় বৃথায় দিন গেল গঞ্জিয়া।

যৌবন হৈল বৈরী সম্বরি রাখিতে নারি
না ভজিল প্রিয়া গুণনিধি ॥ ৯৯৫
তোমার মুখের বাক্য শুনি বিদরে আমার প্রাণী
তাপ দুঃখ সব গেল দূরে।
আজুকা তোমার সঙ্গে কৌতুক করিব রঙ্গে
পালঙ্কেত করিব শয়ন ॥
কেহ ধরে হাতে পায় কেহ তৈল দেয় গায় ১০০০
কেহ কেহ যৌবন করে দান।
রজনী প্রভাত হৈল রতি যুদ্ধ বহু কৈল
স্নান করি বসিল আপন ॥
পাশা খেলে সারি সারি সঙ্গতি করিয়া নারী
কেলিকলা হরিষ অপার। ১০০৫
কি করিব কোথায় যাইব কাতে যুক্তি বিমর্ষিব
চিন্তাযুক্ত হয় মহারাজ ॥
শুনহে রসিক জন এক চিত্ত হইয়া মন
শুন কহি মধুরস বাণী ॥

ময়নামতীর পরীক্ষা

এহি মতে আছে রাজা আপন ভুবন। ১০১০
তিন রাত্রি রহিলেক হরষিত মন ॥
চারি নারী স্থানে অতি অতি হরষিতে ॥
প্রণাম করিল গিয়া মায়ের পদেতে ॥
রাজায় বোলে শুন মাও ময়নামতী আই।
সাছা মিছা তোমার জ্ঞান পরীক্ষিয়া চাই ॥ ১০১৫
এত শুনি ময়নামতী হরষিত মন।
কোন মতে পরীক্ষিয়া চাহিবে আপন ॥
রাজায় বোলে দূতবর খাও বাটার পান।
হাজার টাকার জৈতা এবে আন তুরমান ॥
একেত ছাওয়াল বেটায় রাজ আজ্ঞা পাইল। ১০২০
সহস্র টাকার জৈতা শীঘ্রে আনি দিল ॥

জৈতার আটনি ঘর জৈতার ছাটনি।
আনাবান্ধে রহে ঘর বিস্ময় টাউনি॥
দশ গজ গম্ভীর করি কুণ্ড বানাইল।
আগর চন্দন কাষ্ঠে কুণ্ড সাজাইল॥ ১০২৫
স্ববর্ণের শাড়ি ময়নায় পরিধান করিয়া।
কুণ্ড মধ্যে ময়নামতী বসিলেক গিয়া॥
প্রণাম করিয়া রাজা কুণ্ডে অগ্নি দিল।
সহস্র যোজন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল॥
দ্বাদশ দণ্ড ময়নায় অগ্নিতে আছিল। ১০৩০
পোড়া গেল করি রাজা কান্দিতে লাগিল॥
রাজার কান্দনে যে কান্দয়ে সর্বজন।
উচ্চ স্বরে সর্বলোক করয়ে কান্দন॥
তবে অগ্নি নিবাইতে বুলিল রাজন।
জল দিয়া মহা অগ্নি কর নিবারণ॥ ১০৩৫
আজ্ঞা পাই অগ্নি নিবাই ঘুচাইল ছালি।
পরিধান বস্ত্রে ময়নার না লাগিল কালি॥
নৃপে বোলে শোন মা গ ময়নামতী আঞি।
অগ্নিতে জলের জ্ঞান আছে তোমার ঠাঁঞি॥
ময়নামতী বোলে যদি শান্ত নহে মন। ১০৪০
আর কি পরীক্ষা দিবা দেহত এখন॥
জল পরীক্ষা আমি দিবাম এখন।
জল হোন্তে আইস মা গ দেখিয়ে নয়ান॥
ছালার মধ্যেতে নিয়া ময়নাকে ভরিয়া।
সমুদ্র মধ্যে তানে দিলেক ফেলিয়া॥ ১০৪৫
আগু হৈয়া গঙ্গাদেবী হস্ত পাতি লৈল।
ছালাতে খসাই তানে সাক্ষাতে রাখিল॥
স্ববর্ণের বাটা ভরি পান খাইতে দিল।
সম্ভাষা দেখিয়া ময়নায়ে কহিতে লাগিল॥
এবে আজ্ঞা কর যাই আপনা বাসর। ১০৫০
গোপীচান্দে বিচারউক সমুদ্র ভিতর॥

এত শুনি গঙ্গাদেবী ছালাতে ভরিয়া।
নিজ হস্তে ময়নামতী দিল উঠাইয়া॥
কূলে থাকি গোপীচান্দে ভাবে মনে মন।
অকীর্তি রহিল মোর এ তিন ভুবন॥ ১০৫৫
হেন কালে ময়নামতী ভাসিয়া উঠিল।
নৌকা লৈয়া গোপীচান্দে আগুবাড়ি নিল॥
প্রণাম করিয়া ছালার মুখ খসাইল।
হাসিতে হাসিতে ময়না বাহির হইল॥
গোপীচান্দে বলে মাও শুনহে খবর॥ ১০৬০
টেপা মৎস্যের জ্ঞান তোমার ধড়ের ভিতর॥
পুনর্বার কহে রাজা মায়ের গোচর।
আর এক পরীক্ষা দিয়া বুঝিমু সত্বর॥
কেশের সাকোয়া দিমু খুরের ধারনি।
তাতে হাঁটি হৈলে পার তবে সত্য জানি॥ ১০৬৫
হাসিয়া ময়নায়ে বোলে এহি বড় কাম।
হাঁটিয়া হইবে পার লৈয়া গুরুর নাম॥
কেশের সাকোয়া কৈল খুরের ধারনি।
তাতে হাটি হইল পার ময়না সুবদনী॥
তা দেখিয়া গোপীচান্দে ভাবে মনে মন।১০৭০
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে মায়ের চরণ॥
যত অপরাধ মাও ক্ষেমহে আমার।
যত সব কথা সত্য জানিলু তোমার॥
নিত্য প্রতি কহ মোরে যোগী হইবার।
কোন যোগীর সহিতে মায় কহ যাইবার॥ ১০৭৫
ময়নামতী বোলে বাপু শুনহ বচন।
গোর্খনাথে জ্ঞান মোরে করে সমর্পণ॥
তুমি জ্ঞান শিখ বাপু হাড়িফার ঠাঁই।
হাড়িফার জ্ঞানে বাপু মুক্তিপদ পাই॥
শুন মাও ময়নামতী খাই মরিম বিষ। ১০৮০
তবেত না হইব আমি হাড়িফার শিষ॥

যদি জ্ঞান থাকিত হাড়িফার ধড়ে।
এক পেটের লাগি কেনে হাড়ি কর্ম্ম করে ॥
হাডি নহে হাডি নহে গুণে পবিত্তর।
লেখায়ে ডাঙ্গর হাড়ি ষোল শত নফর ॥ ১০৮৫
মুণ্ডের চুলে ছাইতে পারে সাত পাঞ্চ ঘর।
হেন জনে বোল হাডি জ্ঞান নাহি তোর ॥
চারি সিদ্ধায়ে শাপ দুর্গা দেবীর পাশে।
মীননাথ চলি গেল কদলীর দেশে ॥
গোর্খনাথ চলি গেল ব্রাহ্মণেব ঘবে। ১০৯০
কান্নফা পাইল শাপ ডাডাব শহরে ॥
হাডিফায় পাইল শাপ তোমা সেবিবারে।
তে কারণে হীন কর্ম্ম করে তোমার ঘর ॥
মহাদেবীর শাপে তোমার ঘরে খাটে।
মহাজ্ঞান আছে জান হাডিফার পেটে ॥ ১০৯৫
রাজা বোলে শোন মায় ময়নামতী আই।
হাড়িফার কেমন জ্ঞান পরীক্ষিয়া চাই ॥
পুরী মধ্যে না যায় রাজা রহ মোর তরে।
মায়ে পুত্রে শুইবেক লাল টাঙ্গির উপরে ॥
এ বুলিয়া রহে রাজা মায়ের গোচর। ১১০০
রাত্রি পোহাইয়া হইল পূর্ব্বেতে পশর ॥
রজনী প্রভাত হইল উদিত তপন।
কান্ধেত কোদাল হাড়ি করিল গমন ॥
এক জন আগে যায় দুই জন পাছে।
যমের পুত্র মেঘনালে ছত্র ধরিয়াছে ॥ ১১০৫
ধীরে ধীরে হাডিপায় দখলেতে গেল।
বসুমতী হস্ত বাড়াই খাট আনি দিল ॥
খাটেতে বসিল সিদ্ধায় আসন করিয়া।
এক হুঙ্কার সিদ্ধায় দিলেন ছাড়িয়া ॥
উনশত কোদাল যায় দখল চাছিয়া। ১১১০
সোনার ঝাড়ুয়ে যায় খলা ঝাড়ু দিয়া ॥

সুবর্ণ কোটরায় যায় চন্দন ছিটিয়া।
চন্দন ছিটিয়া পুনি গেলেন উড়িয়া॥
উনশত টুকরি আনি সব ফেলাইল।
তা দেখি গোপীচান্দে আশ্চর্য হইল॥ ১১১৫
চারি বর্ণ লাগিল খনার কারবার।
ভাঙ্গ খাই সিদ্ধায় লাগিল ঢুলিবার॥
আড়াই পর বেলা গেল স্নান করিবারে।
পাঞ্চ কামিনী লইয়া হাড়িফায় স্নান করে॥
স্নান করি সিদ্ধায় খায় ভাঙ্গের গুড়ি। ১১২০
উনশত সিদ্ধাগণ দূরে গেল ছাড়ি॥
ভাঙ্গ খাইয়া সিদ্ধার হইয়া গেল ক্ষুধা।
রাজ নারিকেল খাইতে হইয়া গেল শ্রদ্ধা॥
ধীরে ধীরে রাজার নারিকেল বাগে যায়।
উনশত নারিকেলে সেলাম জানায়॥ ১১২৫
এক হুঙ্কার সিদ্ধায় দিলেক এড়িয়া।
উনশত নারিকেল পড়ে জীবন শোঁড়িয়া॥
উনশত নারিকেল খাইল আর আম কাটোয়াল।
তার মধ্যে পাড়ি খায় বার হাজার তাল॥
কিছু খাইল শাস নারিকেল কিছু খাইল পানি। ১১৩০
নগরিয়া পোলাপানে লইল টানাটানি॥
নগরিয়া পোলারে দিলেন দুগ্ধ কলা।
শাস নারিকেল খাইয়া গাছে লাগায় মালা॥
হাতে ঠারি দেখায় তবে ময়নামতী আই।
এই জ্ঞান শিখিলে বাপু আর মৃত্যু নাই॥ ১১৩৫
এত নাড়িকেল হাড়িফা বেটায় খাইল।
যত ছোলা ছিল সবে গাছে লাগাইল॥
এক হুঙ্কারে পাড়ে আর হুঙ্কারে খায়।
আর হুঙ্কারে ছোলা মালা গাছেতে লাগায়॥
তা দেখি বুলিলেন্ত রাজা গোবিন্দাই। ১১৪০
হেন জ্ঞান পাইলে আমি যোগী হইয়া যাই॥

আমি রাজায় কাটি পুনি জিয়াইতে না পারি।
কি করিব হাড়ির সঙ্গে যাইতে শ্রধা করি ॥

মহাজ্ঞান

কৃষ্ণ যাবে বৃন্দাবনে খরচি নাহি তার সাথে।
গুরুজির নিজ নামটি ভাঙ্গাহি খাবে পথে ॥ [ধুয়া] ১১৪৫

ময়নামতী বোলে শুন রাজা গোবিন্দাই।
হাড়িফার মহাজ্ঞান তোমারে শিখাই ॥
এত শুনি রহে রাজা মায়ের গোচর।
রাতি পোহাইয়া হৈল পূর্বেত পশর ॥
মুখ পাখালিল ধীরে ভৃঙ্গারের জলে। ১১৫০
খাটেত বসিল রাজা মন কৌতূহলে ॥
হেন কালে পান নিয়া তাম্বুলী আসিল।
রাজার সাক্ষাতে আসি দণ্ডবত হইল ॥
ডাইনে বামে চাহে ময়নায় কাকে না দেখিয়া।
লীলায় তাম্বুলীর শির ফেলিল কাটিয়া ॥ ১১৫৫
এ সব আশ্চর্য্য রাজা দেখিয়া নয়ানে।
ভক্তি করি জিজ্ঞাসিল মায়ের চরণে ॥
মাও নহে মাও নহে সাক্ষাতে ডাকিনী।
বিনি অপরাধে কাট কোন তত্ত্ব জানি ॥
বিনি দোষে তাম্বুলী কাটিলা কি কারণ। ১১৬০
এহি পাপে যাবে মাও নরক ভুবন ॥
ময়নামতী বোলে শোন তত্ত্ব পরিহরি।
পাদ লাড়ি হাড়িফায় জিয়াবে জ্ঞান পড়ি।
এত বুলি লয় তারে কান্ধেত করিয়া।
মস্তক লহিল তার হস্তেত তুলিয়া ॥ ১১৬৫
হাড়িফার নিকটেত যায়ন্ত চলিয়া।
ধীরে ধীরে ময়নামতী উত্তরিল গিয়া ॥

বসিয়াছে সিদ্ধা হাড়ি বাঙ্গালার ঘরে।
লক্ষের চন্দোয়া টুলে শিরের উপরে॥
আকাশের চন্দ্র সূর্য হুঙ্কারে পাড়িয়া। ১১৭০
দুই কর্ণে দুই কুণ্ডল দিল বানাইয়া॥
সিদ্ধায় বোলে ময়নামতী নছিবের ফল।
বহু কালে আনে ময়নায় মিষ্ট নারিকেল॥
ভেট নহে শোন গুরু মৃত জন স্থির।
তোমার চরণে এক নিবেদন করি॥ ১১৭৫
মনিষ্য কাটিয়া রাজা তোতে পাঠাইল।
জ্ঞান শিক্ষা বুঝিবারে তোমা স্থানে দিল॥
এ মনিষ্য তুমি যদি দেও জিয়াইয়া।
তোমা স্থানে জ্ঞান লইব ভক্তিভাব হইয়া॥
এত শুনি সেই মৃত হস্তেত করিয়া। ১১৮০
ময়নন্দি সাগর মধ্যে গেলেন্ত চলিয়া॥
পাথর ফেপিলে ছয় মাসে নহে তল।
পক্ষী উড়িতে ছয় মাসে না পায় কূল॥
এ হেন সমুদ্রে হাড়ির হইল হাঁটু পানি।
উত্তরে থুইল খাণ্ডা দক্ষিণে মুণ্ড আনি॥ ১১৮৫
গঙ্গাদেবী খাট আনি দিল ততক্ষণ।
খাটতে বসিল সিদ্ধা করিল আসন॥
পুর্বে গোর্খমন্ত্র সিদ্ধায় স্মরণ করিয়া।
সেই জ্ঞানে বসুমতী উঠে উলটিয়া॥
উলটিতে বসুমতী ধরিল খিঁচিয়া। ১১৯০
স্থির মন্ত্র পড়ি সিদ্ধায় ধরিল চাপিয়া॥
ক্ষেণেক রহ বসুমতী খানেক রহ তুমি।
মেহারকুলের রাজারে পরীক্ষা দেখাই আমি॥
এক হুঙ্কার হাড়ি দিলেন ছাড়িয়া।
কণ্ঠ পরে মুণ্ডগোটা পড়ে লাম্ফ দিয়া॥ ১১৯৫
হাসিয়া সিদ্ধায় যে মারিল এক লাথি।
লাথি খাই মৃত মনিষ্য উঠিল শীঘ্র গতি॥

চারি দিকে হেরিয়া উঠি লড় দিল।
তা দেখিয়া গোপীচান্দে হাসিতে লাগিল ॥
এ সব চরিত্র রাজা দেখিয়া নয়ানে। ১২০০
প্রত্যয় করিল পুনি মায়ের বচনে ॥
অঙ্গের যত জামা জোড়া এড়ে খসাইয়া।
সোনার মুষ্ট তলোয়ার তাম্বুলীরে দিয়া ॥
যাও যাও হস্তী ঘোড়া তারে নাহি দায়।
জ্ঞান সাধিবারে যাই জীবন উপায় ॥ ১২০৫
সামাইল গামছা নৃপ পরিধান করিয়া।
হাড়িফার সাক্ষাতে রাজা উত্তবিল গিয়া ॥
বসিছে হাড়িফা সিদ্ধা আনন্দিত মন।
প্রণাম করিল গিয়া গুরুর চরণ ॥
হাসিয়া সিদ্ধায় পুনি বুলিল তাহারে। ১২১০
কি কারণে আসিয়াছ আমার গোচরে ॥
রাজায় বোলে শোন গোঁসাই মোর নিবেদন।
ব্রহ্মজ্ঞান সাধিবারে লয় মোর মন ॥
নিরবধি বোলে মায় যাইতে দেশান্তর।
তে কারণে আসি আমি তোমার গোচর ॥ ১২১৫
তে কাজে সাধি আমি তোমার যে পায়।
ব্রহ্মজ্ঞান কহি দেও জীবন উপায় ॥
মহাজ্ঞান শিখি তুমি রৈতে চাহ ঘরে।
ঘরে আছে চারি বধূ মাও বোলাও তারে ॥
রাজা বোলে এহি বাক্য কিরূপে পালিমু। ১২২০
ঘরের রমণী মাও কিরূপে ডাকিমু ॥
মায় না ডাকিয়া যদি রৈতে চাহ ঘরে।
পিছেত উপায় নাই যমে যদি ধরে ॥
এত শুনি গোপীচান্দে ভাবি নিজ মন।
শীঘ্রগতি চলি গেল মায়ের সদন ॥ ১২২৫
শোন কহি মাতা মহি গুরু হিতাহিত।
হাড়িফায় কহে মোরে বচন কুৎসিত ॥

মা বুলিয়া ডাকিবারে ঘরের রমণী।
এমত অশক্য বাণী কভু নাহি শুনি ॥
ময়নামতী বোলে বাণী পুত্রের অগ্রেতে। ১২৩০
মাও না ডাকিলে জ্ঞান সাধিবা কেমতে ॥
রাজায় বোলে শুন দূত বাটার পান খাইবা।
দৈবক আনিয়া শীঘ্র লগ্ন করি দিবা ॥
তবে দূতে পাইল যদি রাজার প্রমাণ।
দৈবক আনিয়া শীঘ্র দিল ত্বরমান ॥ ১২৩৫

সন্ন্যাস

রাজ আজ্ঞা পাই জুশি খড়ি হাতে লৈল।
পাঞ্জি দেখিয়া তবে গণিতে লাগিল ॥
শনিবারে রাজা তুমি মুড়াইবে মাথা।
রবিবারে নৃপ তুমি গলে দিবা কাঁথা ॥
সোমবারে দিবে তুমি হাতে দোয়াদশ। ১২৪০
মঙ্গলবারে তুমি রাজা গায় দিবা ভস্ম ॥
বুধবারে রাজা তুমি যাবে দেশান্তর।
এহি বার্তা পাইল রাণী পুরীর ভিতর ॥
বার্তা পাই চারি নারী ভাবে মনে মন।
নিশ্চয় যাইব রাজা বিদেশে গমন ॥ ১২৪৫
এত শুনি চারি নারী প্রকার করিল।
দিব্য দিব্য অলঙ্কার পিন্ধিতে লাগিল ॥
কর্ণেত তুলিয়া পৈরে এ তাড তোররি।
নীচের কর্ণে তুলি পৈরে মাণিক্য মদনকৌড়ি ॥
বাহুতে তুলিয়া পৈরে সোণার চারি তাড়। ১২৫০
গলায় তুলিঞে পৈরে সাত ছড়া হার ॥
রায় লক্ষ্মণ দুই মুট শঙ্খ হস্তে তুলি দিল।
পৌর্ণমাসীর চন্দ্র যেন আকাশে উদিল ॥
কেশেত ধরিল পুনি মেঘের লক্ষ্মণ।
কেশরী জিনি ক্ষীণ মাঝা জগত শ্রবণ ॥ ১২৫৫

অদুনায় পিন্ধে কাপড় নামে যে তসর।
আন্ধারিয়া ঘর খানি আপনে পশর॥
পদুনায় পিন্ধে কাপর নামে খিরাবলি।
রূপে মুনির তপভঙ্গ ভুলিয়ে যায় অলি॥
রতনমালায় পিন্ধে কাপড় বাহুখানি নেত। ১২৬০
মাঞ্জা করে ঝলমল বনের সুন্দি বেত॥
কাঞ্চনমালায় পিন্ধে কাপড় মেঘনাল শাড়ি।
যেই শাড়ির মুল্য ছিল বাইশ লাখ কৌড়ি॥
মস্তকে সুবর্ণ ছড়া কটীতে কিঙ্কিণী।
কর্ণেত শিখনী শোভে চরণে বাদ্য ধ্বনি॥ ১২৬৫
নানা বর্ণে চারি ভৈনে সাজন করিয়া।
সুবর্ণ বাটায় পান গেলাপ করিয়া॥
চলি যায় চারি নারী রাজা ভেটিবারে।
টঙ্গিতে থাকিয়া রাজা দেখিল নজরে॥
চারি বধু দেখি রাজা হেট্ট কৈল মাথা। ১২৭০
জোড় হস্তে চারি নারী কহে আপ্ত কথা॥
শির তুলি চাহ প্রভু রাজা গোবিন্দাই।
হাসিয়া উত্তর দেও নিজ ঘরে যাই॥
কি কাজে আসিলা বধূ আমার গোচর।
কালিনী যমের ডরে যাই দেশান্তর॥ ১২৭৫
যেই যমের ডরে রাজা যোগী হোবি তুমি।
হাতে গলায় বান্ধি যম আনি দিব আমি॥
দশ নৌক কাটি আমি যমপুরে যাইমু।
জিহ্বা কাটিয়া আমি যমেরে মানাইমু॥
নানা প্রকারে আমি যমেরে বুঝাইব। ১২৮০
এহি মতে রাজা আমি যমেরে বুঝাইব॥
ভক্তিভাব হৈয়া আমি স্বামী দান লইমু।
হৃদয় বিদারি আমি যমপুরে যাইমু।
নহি গ অদুনা বধূ তোর বাক্য হয়।
যতেক কহিলা বধূ মোর মনে লয়॥ ১২৮৫

মাথার চুল কাটিলে মাসেকে বাড়িব।
জিহ্বা কাটিলে পুনি কথা না আসিব॥
অঙ্গুলি কাটিলে পুনি চোর যে বুলিব।
এ সব অশক্য বাণী কেমতে শুনিব॥
এহি মত কৈল যদি রাজা অধিকারী। ১২৯০
কান্দিয়া বিকল হইল এ চারি সুন্দরী॥

হাহা, প্রভু, প্রাণেশ্বর বাম হৈ আমা তর
মোরে ছাড়ি যাইবা কোন দেশ॥
তোমা না দেখিয়া আমা প্রাণি দিমু চারি রামা
মরিমু যে গরল ভক্ষিয়া। ১২৯৫
হস্তী আর ধন জন তেজি নিজ সিংহাসন
কথায় যাইবা এহারে ছাড়িয়া॥
আমি হেন সুন্দরী পুনি না খাইলা ঘৃত ননি
কেমতে খাইবা পরের হাতে।
তুমি রাজা যোগী হইবা এ সব কথাতে পাইবা ১৩০০
কথায় পাইবা খাট সিংহাসন॥
কথায় পাবে পাত্র মিত্র কথায় পাবে ধ্বজ ছত্র
কথায় পাবে এ চারি সুন্দরী।
তেজিয়া কামিনীর কোল শুনিবা শৃগালের বোল
বনে হাঁটি বহু দুঃখ পাইবা॥ ১৩০৫
সঙ্গে নাহি বন্ধুগণ করে দুঃখ নিবারণ
ক্ষুধাকালে কাহাতে মাগিবা।
আষাঢ় যে শ্রাবণ ঘন দেওয়ার বরিষণ
ধাইয়া যাইবা বৃক্ষতলে॥
সে গাছের টেফাঞা পানি ভিজিবেক মাথা খানি ১৩১০
অপমানে তেজিবা জীবন।
দিবা রাত্রি আমি সবে কান্দিয়া গোঞাবে তবে
তোমা শোকে তেজিব জীবন॥

তুহ্মি যাইবা ভিন্ন দেশ চারি নারীর প্রাণ শেষ
কান্দিয়া গোঞাইমু রজনী। ১৩১৫
এরূপ যৌবন মোর জীবের জীবন তোর
কাতে ঢালি যাও প্রাণেশ্বর ॥
আমার কান্দন বাণে কান্দে পশু পক্ষীগণে
তোমার কঠিন বড় হিয়া।
শোন কহি প্রাণেশ্বর আমার বচন ধর ১৩২০
ছয় মাস রহি যাও ঘরে ॥
পুত্র কন্যা হউক আমা যশ কীর্তি রউক তোমা
তবে রাজা যাহিয় দেশান্তরে।
রমণীর কান্দন শুনি বিদরে রাজার প্রাণি
বুদ্ধি স্থির নারে করিবারে ॥ ১৩২৫
কি করিবে কোথায় যাবে কাতে যুক্তি জিজ্ঞাসিবে
মাও মোর হৈল প্রাণের বৈরী ॥

বন্ধু তোরে পাসরি কেমনে ॥ [ধুয়া] ॥

কিসের কারণে রাজা মুড়াইলা মাথা।
কিসের কারণে রাজা কান্দে ঝুলি কাঁথা ॥ ১৩৩০
কিসের লাগিয়া রাজা হাতে দোয়াদশ।
কোন দুঃখে মহারাজা গায় দিছ ভস্ম ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজা স্থির কৈল মন।
কি বলি প্রবোধ দিবে বধূ চারি জন ॥
কি কারণে আসিয়াছ আমার গোচর। ১৩৩৫
কালিনী যমের ডরে যাই দেশান্তর ॥
ঘরে যাও অদুনা মা ঘরে যাও তুমি।
এ বার বৎসরের মাও ডাকিলাম আমি ॥
অদুনা পদুনা রতনমালা কাঞ্চনমালার।
এহি চারি মাও মোর নিশ্চয় আমার ॥ ১৩৪০

এত শুনি চারি নারী ক্রোধে হুতাশন।
আপনার শঙ্খ শাড়ি ফাড়িল তখন॥
রাম লক্ষ্মণ দুই মুট শঙ্খ ভাঙ্গি কৈল চুর।
পুছিয়া ফেলিল নারী শিষের সিন্দূর॥
দিব্য দিব্য পাটের শাড়ি ফেলিল ফাড়িয়া। ১৩৪৫
পুরী মধ্যে চারি নারী গেলেন্ত চলিয়া॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজা স্থির কৈল মন।
হাড়িফার সাক্ষাতে যাই দিল দরশন॥
প্রণাম করিল নৃপ গুরুর চরণ।
হস্তে ধরি বসাইল আপনা আসন॥ ১৩৫০
তোমার চরণে গুরু সেবা দিলু আমি।
এ ভব তরিতে জ্ঞান মোরে দেও তুমি॥
তবে সিদ্ধা কহে জ্ঞান মস্তকে দিয়া হাত।
মাটী হোতে গোপীচান্দের বাডওক হায়য়াত॥
তার পরে কহে জ্ঞান অস্থি আর সন্ধি। ১৩৫৫
যম রাজার স্থানে কৈল পীড়া খাড়া বন্দি॥
তবে জ্ঞান কহে সিদ্ধা অনাদির তত্ত্ব।
আপনে যম রাজা আসি লেখি দিল খত॥
তার পরে কহে জ্ঞান অনাদির ঝুলি।
যম রাজার সহিতে রাজা কৈল কোলাকুলি॥ ১৩৬০
গোপীচান্দের নামে লেখা ফেলিল ফাড়িয়া।
আড়াই অক্ষর জ্ঞান কহে কর্ণ তলে নিয়া॥
সিদ্ধার যতেক জ্ঞান কহিল সকল।
অগ্নিতে না যাবে পোড়া পানিতে না হবে তল॥
চন্দ্র সূর্য মরণে জিবা বেলা আড়াই পহর। ১৩৬৫
পৃথিবী টলিবে না যাইবে যম ঘর॥
এহি জ্ঞানে হৈলা তুমি অক্ষয় অমর।
যোগ সিদ্ধা হৈলা এবে চল দেশান্তর॥
নাথ কার লাগি রে বিদেশের ফকির॥ [ধুয়া]॥

শূন্য কাঁথা শূন্য ঝুলি রাজা কান্ধে দিয়া। ১৩৭০
দেশান্তরী হইল রাজা ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়া॥
কলিকানগরে ভিক্ষা মাগেন্ত যোগাই।
দিন অবশেষে গেল রাজা গোবিন্দাই॥
ধোও ধোও করিয়া রাজা শিঙ্গাতে দিল ফুক।
পুরী থাকি চারি বধূ শুনি লাগে শোক॥ ১৩৭৫
চারি টোন ভরি ধন আপন হস্তে লৈয়া।
রাজার ঝুলির মধ্যে দিলেন্ত যে নিয়া॥
আগে যায় হাড়িফা সিদ্ধা ত্রিশূল কান্ধে লৈয়া।
পিছে যায় গোপীচান্দ কাঁথা গলে দিয়া॥
হাঁটিতে হাঁটিতে রাজা শ্রমযুক্ত হইল। ১৩৮০
বৃক্ষতল দেখি বাঁরে বিশ্রাম করিল॥
শূন্য কাঁথা শূন্য ঝুলি শিয়রে সে দিয়া।
শয়ন করিল রাজা নিদ্রা ভোর হৈয়া॥
দৃষ্ট করি হাড়িফায় রাজা পানে চায়।
হাঁটিতে বহুল গাছা ফুটিয়াছে পায়॥ ১৩৮৫
সিদ্ধা বোলে পিচাশ যে শুন আগু হৈয়া।
রাজার পায়ের কাঁঠা ফেলাও বাছিয়া॥
সিদ্ধা বোলে দৈত্যবর মোর আজ্ঞা পরে।
সুরিপু যাইতে এক জাঙ্গাল দেও মোরে॥
হাড়িফার আজ্ঞা যদি দৈত্যগণে পাইল। ১৩৯০
আজ্ঞা অনুরূরে এক জাঙ্গাল বান্ধিল॥
চল চল গোপীচান্দ উঠয়ে সত্বরে।
শীঘ্র গতি চল যাই সুরিপু নগরে॥
এথা হোতে চলে দোহ সানন্দিত মন।
সুরিপু নগরে সিদ্ধা গেল ততক্ষণ॥ ১৩৯৫
মদের গন্ধ পাই সিদ্ধা কহে রাজার তরে।
নয় কড়া কৌড়ি দেও মদ খাইবারে॥
ঝুলিতে ঢালিয়া হস্ত হৈয়া গেল ধান্দা।
ঝুলিয়ে খাইল কৌড়ি মোরে দেও বান্ধা॥

বন্ধক লইব নি গ নটীর ঝিয়াই। ১৪০০
কেমনে আনিছ বন্ধক এথা আন চাই ॥
হাতে রত্ন পায় রত্ন কপালে ভাগ্য তার ॥
হেন বন্ধক না লইব স্থরিপু নগর ॥
নগরে নগরে ফিরে বাজারে বাজারে।
রাজারে লইয়া গেল হীরা নটীর ঘরে ॥ ১৪০৫
গোপীচান্দ দেখি নটী পড়িল বিভোলে।
নয় কড়া কৌড়ি দিল রাজার বদলে ॥
নয় কড়া কৌড়ি দিয়া সিদ্ধায় মদ্য খাইল।
মদের ভোলেতে ফিরিয়া না চাইল ॥
তবে হীরা নটীয়ে যে মনেত ভাবিয়া। ১৪১০
আনন্দ উৎসব করে রাজা ঘরে নিয়া ॥
নৃপতি লইয়া গেল পুরীর ভিতর।
দিব্য দিব্য বস্ত্র তানে দিল পরিবার ॥
নটীর চরিত্র দেখি বুলিল বচন।
এ সকল কর্ম মোতে নাহি কদাচন ॥ ১৪১৫
ক্রোধ হৈয়া হীরা নটী বুলিল বচন।
ছাগল রাখিতে আজ্ঞা কৈল ততক্ষণ ॥
ছাগল রাখয়ে তেঞি এ বার বৎসর।
এথা চারি নারী কান্দে পুরীর ভিতর ॥
রাজার পালক শুক কহে রাণী তরে। ১৪২০
মোরে আজ্ঞা করহ উদ্দেশ করিবারে ॥
শুয়ার মুখে বাক্য শুনি হরষিত হইয়া।
পিঞ্জিরার স্থয়া পাখী দিলেন্ত ছাড়িয়া ॥
স্থরিপুর উদ্দেশি শুক চলে ততক্ষণ।
উড়িতে উড়িতে গেল সূর্যের সদন ॥ ১৪২৫
কথা গেল গোপীচান্দ না পাই দর্শন।
মিনতি করিয়া পুছে সূর্যের সদন ॥
সূর্য বোলে আছে পক্ষী বুলিয়ে তোমারে।
গোপীচান্দ রহিয়াছে স্থরিপু নগরে ॥

তা শুনিয়া পক্ষীবর উড়িল আকাশ। ১৪৩০
উড়িতে উড়িতে পক্ষী হইল নৈরাশ॥
বহু দিন উড়ি পক্ষী স্বরিপুরে গেল।
বৈল বৃক্ষ তলে গিয়া রাজারে দেখিল॥
শূন্য ঝুলি ভাঙ্গা কাঁথা শিয়রে সে দিয়া।
নিদ্রা ভোর হৈল নৃপ পবন পাইয়া॥ ১৪৩৫
তানে দেখি পক্ষীবর পড়িল গোচর।
বৃক্ষডালে বৈসে পক্ষী যেন মনোহর॥
উঠ উঠ নৃপসুত বোলিয়ে তোমারে।
জাগিয়া দেখিল শুয়া পক্ষী পড়িবারে॥
মোর পক্ষী হয় যদি আইস মোর হাতে। ১৪৪০
এ বুলিয়া হস্ত মেলি দিল নরনাথে॥
এত শুনি পক্ষীবর হাতেত পড়িল।
পক্ষী হস্তে লৈয়া নৃপ কান্দিতে লাগিল॥
শুয়া পক্ষী বোলে শুন মোর নিবেদন।
তোমা শোকে চারি নারী কান্দে অনুক্ষণ॥ ১৪৪৫
এত শুনি নরপতির মনেত পড়িল।
আপনার বিবরণ লেখিতে লাগিল॥
প্রথমে লেখিল পত্র মায়ের গোচর।
বান্ধা দিয়া গেল গুরু নটীর বাসর॥
লেখিল দ্বিতীয় পত্র চারি বধূ তরে। ১৪৫০
আনন্দে আছিয়ে আমি স্বরিপুর নগরে॥
দুই খানা পত্র দিল শুক পক্ষীর পাশ।
পত্র নিয়া শুয়া পক্ষী উড়িল আকাশ॥
যার যেই পত্র খানি দিলেন আনিয়া।
বিস্তর কান্দিল ময়না সে পত্র দেখিয়া॥ ১৪৫৫
শোন হে রসিক জন এক চিত্ত মন।
ময়নামতী কহে বাণী চারি বধূ সন॥

গোপাল রে।
নীলমণি গেল বনে কত উঠে মায়ের মনে
গোপাল রে বেলাত অধিক হইয়া যায়। ১৪৬০
আসিব আসিব করি মায় রৈলাম পন্থ হেরি
কোন বনে বাছুরি চরায় ॥
খেড়ুয়াল রাখওয়াল সনে বিবাদ না করিয় বনে
তোমি আমার অসময়ের ভরসা ॥ [ধুয়া] ॥

কান্দে সতী ময়নামতী পুত্র শোক পাইয়া অতি ১৪৬৫
আহে পুত্র গেলা কোন দেশ।
অভাগী মায়ের মনে দিবা রাত্রি পোড়ে বনে
আমা ছাড়ি গেলা কোন দেশ ॥
তোমি হেন মহারাজা কথাতে বিছাইলা শয্যা
কিরূপে রহিছ একেশ্বর। ১৪৭০
কথায় তোমার ধ্বজ ছত্র কথায় তোমার পাত্র মিত্র
সিংহাসন কোথায় গেল তোর ॥
অহে পুত্র প্রাণধন, কেনে হৈল বিড়ম্বন
দেশ রাজ্য নাহি তোর মন।
চারি বধূ ছাড়ি গেলা তিলেক দয়া না করিলা ১৪৭৫
কঠিন নিঠুর তোর হিয়া ॥
কাতে মা গ অন্ন পানি কেবা জোগাই দিব আনি
অনাহারে মর কোন স্থানে।
না দেখি তোমার মুখ বিদরে মায়ের বুক
অনাথ করিয়া গেলা মোরে ॥ ১৪৮০
যেই দেশে গেলা তুমি সেই দেশে যাব আমি
পক্ষী হইয়া দেখিমু উড়িয়া।
তোমার সুন্দর তনু যেন দিবাকর ভানু
চন্দ্র জিনি বদন সুন্দর ॥
তোমার মুখের বাণী অভাগিনী নাহি শুনি ১৪৮৫
চিত্ত মোর সদায় আকুল।

পুত্র ছাড়ি যায় যার অভাগ্য কপাল তার
আমার কপাল কৈলা কালি
পাপিষ্ঠ যমের ভয় ছাড়িল পুত্র প্রাণাশয়
হাড়িফার স্থানে সমর্পিলুম। ১৪৯০
তোমারে বন্ধনে দিয়া হাড়িফায় মন্ত খাইয়া
রাখি গেল নটীর বাসরে ॥
এ সব বৃত্তান্ত শুনি বিদরে মায়ের প্রাণি
আহা পুত্র আমা ছাড়ি গেলা।
কি করিবে কোথায় যাবে কাতে যুক্তি বিমষিবে ১৪৯৫
যোগী হৈব তোমার লাগিয়া ॥
এহি মতে ময়নামতী কান্দিয়া আকুল অতি
হাড়িফার স্থানে চলি গেলা।
হাটিতে হাটিতে যায় কান্দে অতি দীর্ঘ রায়
হাড়িফার স্থানে কৈল গতি ॥ ১৫০০
শোন কহি সিদ্ধা পুনি চিত্ত তোর কঠিন জানি
পুত্র মোর কোথায় এড়ি আইলা।
আমার প্রাণেশ্বর কথায় আছে একাশ্বর
কি বুলিয়া ঘরে রৈলা তুমি ॥
গোপীচান্দ আন তুমি তবে শান্ত হৈব আমি ১৫০৫
পুত্র মোর কিরূপে আছয়।
ময়নামতীর বাক্য শুনি শীঘ্রে চলে সিদ্ধা পুনি
স্বরিপু নগরে চলি গেলা ॥
এহি মতে ময়নামতী বহু বিলাপিল অতি
না লেখিল পুস্তক বাড়য় ॥ ১৫১০

তথায় গিয়া ময়নামতী বিস্তর কান্দিল।
হাড়িফারে পাঠাইয়া ঘরে চলি আইল।
চারি নারী পত্র পড়ি আনন্দিত মন।
রাজার কুশল বার্তা পাইয়া তখন ॥

এথা হাড়ি চলি গেলা সুরিপু নগর। ১৫১৫
দেখিয়া সিদ্ধারে রাজা কান্দিল বিস্তর॥
গুরুকে দেখিয়া রাজা প্রণাম করিল।
গোপীচান্দের দুঃখ কথা কহিতে লাগিল॥
শুনিয়া সিদ্ধায় তবে ত্রিশূল কান্ধে লৈল।
সত্বরে চলিয়া গেল হীরা নটীর স্থল॥ ১৫২০
হিরা নটীর ঘরে গিয়া বুলিল বচন।
কৌড়ি লৈয়া সিদ্ধা মোরে দেহ এহিক্ষণ॥
এ বুলিয়া সিদ্ধায় নয় কড়া কৌড়ি দিল।
কৌড়ি পাইয়া নটী রাজারে আনি দিল॥
ক্রোদ্ধ হইয়া হাড়িফায় শাপিল নটীরে। ১৫২৫
বাদুর হইয়া রহ ভুবন ভিতরে॥
নটি হৈয়া মোর শিষ্য রাখিলা আপন।
দিনেতে উপাস কর রাত্রিতে ভক্ষণ॥
যে মুখে খাইবা তুমি সে মুখে বমিবা।
দিবসে উলটা হৈয়া টাঙ্গনে রহিবা॥ ১৫৩০
এহি শাপ দিল যদি সিদ্ধা হাড়িফায়।
রাত্রিতে উলটা হৈয়া গাছে যে থাকয়॥
তবে দুই গুরু শিষ্যে একযুক্ত হৈয়া।
মেহেরকুলে গেল দুই জন বাস উঠাইয়া॥
কর জোড়ে গোপীচন্দ্র বুলিলা বচন। ১৫৩৫
আড়া কর দেখি গিয়া মায়ের চরণ॥
যাও যাও গোপীচন্দ্র আসিহ সত্বরে।
খানিক বিলম্ব হইলে শাপিমু তোহ্মারে॥
এ বুলিয়া সিদ্ধা গেল আপনা ভুবন।
গোপীচন্দ্র চলি গেল আপনা দরশন॥ ১৫৪০
পথে যাইতে না পায় বাড়ীর উদ্দেশ।
হালুয়ার উদ্দেশ পাইয়া জিজ্ঞাসে বিশেষ॥
হাল চায হালুয়া ভাই হাতে সোনার তোর ছড়ি।
সরুয়া নলের বেড়া কোন রাজার বাড়ী॥

ধর্ম্মরাজ গোপীচন্দ্র যোগী হৈয়া গেছে। ১৫৪৫
অদুনা পদুনা ময়নামতী পাশরিয়া রৈছে॥
এত শুনি গোপীচন্দ্র চলিলা তখন।
উত্তরিল রাজা তবে আপনা ভুবন॥
বাহের দখলে রাজা শিঙ্গাতে বাজাইল।
পুরীর মধ্যে থাকি সবে চমকিত হইল॥ ১৫৫০
চারি বধূ চলি আইল রাজা বিত্তমান।
মোর প্রভু গোপীচন্দ্র দেখিছ কোন স্থান॥
পশ্চিম কুলের যোগী গোরক্ষনাথের চেলা।
কার সঙ্গে না মিশি আ স্কি থাকিয়ে একেলা॥
হেন কালে মহা বিষ্টি হৈল ততক্ষণ। ১৫৫৫
ধীরে ধীরে গেল রাজা আশ্রমে তখন॥
এক দৃষ্টে চারি বধূ করে নিরীক্ষণ।
কপালে তিলক দেখি চিনিল ততক্ষণ॥
রাজারে লইয়া গেল ঘরে আপনার।
অপূর্ব অশক্য কথা কহে বারবার॥ ১৫৬০
এ সব দুঃখের কথা শুনিয়া চারি জন।
কান্দিয়া বিকল করে আপনার মন॥
নানা দ্রব্য নানা বস্ত্র করিল ভোজন।
সেই নিশি গোয়াইল আনন্দিত মন॥

*

সুকুর মহম্মদ

রচিত

গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস

বন্দনা

প্রথমে বন্দিল সিদ্ধা ধর্ম নিরঞ্জন।
যাহা হইতে হইল যোগ পৃথিবীর স্বজন॥
নম মাতা সরস্বতী বিখ্যাত সংসারে।
যাহার প্রসাদে ভাল হইল সবারে॥
নম নম বন্দি মাতা পিতার চরণ। ৫
গুরুর চরণ মুই করিনু বন্দন॥
যোগ মধ্যে সিদ্ধা বন্দ গোরখ হরিহর।
তবে তো বন্দিব সিদ্ধা হাড়িফা জলন্ধর॥
কান্নুফা বান্দিব আর বাইল ভাদাই।
মৎস্যেন্দ্র সিদ্ধা বন্দ নামেতে মিনাই॥ ১০
মীননাথ মেহেরনাথ বন্দ ময়নামতী রাই।
মস্তকে ধারণ মুঁই সকল গোঁসাই॥
বন্দিব সকল সিদ্ধা জ্ঞান বৈসে যাত।
সকলের প্রধান সিদ্ধা বন্দিব ভোলানাথ॥
কার নাম জানি কার নাম নাহি জানি। ১৫
সকলের চরণ বন্দি যোড় করি পাণি॥
ছোট বড পণ্ডিত আছয়ে যত জন।
সবে গুরু হয় আমি শিষ্য অভাজন॥
সবার চরণ মুই একত্র বন্দিয়া।
লিখিলাম যোগাস্ত পুঁথি পয়ারে রচিয়া॥ ২০

শুন শুন সকল লোক বিধাতার নিরবন্ধ।
যোগ সাধিয়া যোগী হইল গোপীচন্দ্র॥
অতি অসম্ভব স্থান আছে মেহেরকুল শহর।
পৃথিবীতে স্থান নাই তাহার দোসর॥
ব্রাহ্মণ যবন আর প্রজার বসতি। ২৫
মাণিকচন্দ্র নামে রাজা তাহার নরপতি॥

অতি জ্ঞানমন্ত রাজা ইন্দ্রের অধিক।
জ্ঞানে শীলে ছিল রাজা গন্ধের বনিক ॥
তাহার মহাদেবী হয় ময়নামতী রাই।
চন্দ্র সূর্য থাকিতে তাহার মৃত্যু নাই ৩০
স্বামি-পরায়ণা তিনি অতিশয় সতী।
তিলকচন্দ্র নামে রাজার কন্যা ময়নামতী রাই।
এক রাত্রি না বঞ্চিল স্বামীর বাসরে।
এক পুত্র হইল মুনির গোরখের বরে ॥
ময়নামতী হয়েছিল গোরখের সেবক। ৩৫
গুরুর প্রসাদে মুনির হইল বালক ॥
যখন ময়নামতী বালক প্রসব করিল।
আকাশের চন্দ্র যেন ভূমিতে উঠিল ॥
পুত্রমুখ দেখে মুনি আনন্দ হইল।
শরদ পূর্ণিমা যেন উজালা করিল ॥ ৪০
ছয় দিবসে কৈল ছেলের ষষ্ঠী আচার।
পণ্ডিতে লিখিল কুষ্ঠি করিয়া বিচার ॥
পণ্ডিত পাঠক যত মহন্ত গোঁসাই।
গণে দেখে আঠার বৎসর বালকের পরমাঁই ॥
আঠার বৎসর প্রমাই উনিশে মরিবেক। ৪৫
হাড়িফার চরণ সেবি অমর হইবেক ॥
একথা শুনিয়া মুনির আনন্দ হৈল মন।
ব্রাহ্মণকে দিল মুনি বস্ত্র আভরণ ॥
রজত কাঞ্চন দিল তাহার নাই সীমা।
সহস্র মুদ্রা দিল ময়না কুষ্ঠির দক্ষিণা ॥ ৫০
ধন মাল গাভী ময়না বিস্তর দিল দান।
একত্রিশ দিবসে কৈল কর্ণের ছেদন ॥
জ্ঞাতি কুটুম্ব যত আর পুরোহিত।
নিমন্ত্রণ করিল মুনি সকলের পুরিত ॥
দিক দিগন্তর হইতে আইল যত রাজা। ৫৫
মেহেরকুল শহরে আইল যত ছিল প্রজা ॥

রাজা প্রজা মুনি সবে হইয়া আনন্দ।
সুন্দর দেখিয়া নাম রাখিল গোপীচন্দ্র ॥
নামকরণ করি সবে হইল বিদায়।
পুত্র লয়ে আনন্দিত ময়নার হৃদয় ॥ ৬০
ময়নার বাড়ীতে ছিল গুণবতী দাই।
তাহার কোলে দিল পুত্র ময়নামতী রাই ॥
মুনি বলে গুণবতী শুন দিয়া মন।
দুগ্ধ দিয়া পালন কর রাজার নন্দন ॥
তোমার দুগ্ধের জোশে হইবে যুবক। ৬৫
হাড়িফার চরণে তখন করাব সেবক ॥
এতেক বলিয়া ময়না বালক সুঁপিল।
গোরখের নাম লয়ে ময়না গুফাতে বসিল ॥
গোফাতে বসিল যাইয়া ময়নামতী রাই।
রাজ্য পুত্র পালন কর গুণবতী দাই ॥ ৭০
পঞ্চ মাসের বালক হইল যখন।
মাণিকচন্দ্র করে বালকের অন্নপ্রাশন ॥
দুগ্ধ দিয়া গুণবতী পালন করিল।
চন্দ্রের সমান বালক বাড়িতে লাগিল ॥

বিবাহ

যখন হইল বালক দ্বাদশ বৎসর। ৭৫
বিভার কারণে তখন চিন্তা করে রাজেশ্বর ॥
রাজা বলে সংসারে আমার দোসর নাই।
সবে এক পুত্র মোকে দিয়াছেন গোঁসাই ॥
আমি অভাবে রাজা হবে ময়নামতী রাই।
পুত্রেক করিবে আমার কতেক দুর্গতিই ॥ ৮০
যোগী করিয়া কি পাঠাব দেশান্তরে।
পুত্রেক না বসাইবে রাজপাটের উপরে ॥
যোগী ধিয়ানে মুনির আর নাহি মনে।
পুত্র গোপীচন্দ্রকে পাঠাব দেশান্তরে ॥

আমি থাকিতে যদি বিভা দিতে পারি। ৮৫
বধূকে ছাড়িয়া পুত্র না হবে দেশান্তরী॥
এতেক ভাবিয়া রাজা যুক্তি স্থির কৈল।
কোথায় করিব সম্বন্ধ ভাবিতে লাগিল॥
হেনকালে আইল রাজার তিন পুরোহিত।
দুর্গারাম নবরত্ন হরিদেব পণ্ডিত॥ ৯০
রাজা বলে শুন তোমরা পুরোহিত ব্রাহ্মণ।
পুত্রকে করিব আমি মঙ্গলাচরণ॥
তিন শত টাকা তোমরা তিন জনে লও।
গোপীচন্দ্রের সম্বন্ধ শীঘ্র করি দাও॥
ময়না শুনিলে বিভা দিতে নাহি দিবে। ৯৫
সম্বন্ধ করিয়া শীঘ্র পাতিল ডুবাইবে॥
সুলক্ষণ কন্যা দেখি প্রতি কুল শীল।
গোপীচন্দ্রের নামে তোমরা ডোবাবে পাতিল॥
গোপীচন্দ্রের বিভা যেমন করাবে তৎকাল।
তাহার তরে মান্য দিব রত্ন প্রবাল॥ ১০০
মান্য দিতে প্রতিজ্ঞা করিল নরপতি।
তিন দিকে তিন জনে গেল শীঘ্রগতি॥
শুনিয়া আনন্দ হৈল তিন পুরোহিত।
পূর্ব দিকে গেলেন তবে হরিদেব পণ্ডিত॥
পূর্বদিকে ছিল মহেশ্চন্দ্র রাজেশ্বর। ১০৫
তাহার ঘরে কন্যা ছিল চন্দনা সুন্দর॥
তাহার বাড়িতে গেল হরিদেব ব্রাহ্মণ।
দেখিয়া আনন্দ রাজা বন্দিল চরণ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা সত্বরে উঠিল।
পাদ্যার্ঘ্য আচরণে চরণ বন্দিল। ১১০
রাজা বলে ব্রাহ্মণ তুমি থাক কোন দেশে।
কি কার্য আইলে হেথা কহিবে বিশেষে॥
হরিদেব বলেন তুমি শুন রাজেশ্বর।
কি কার্যে আইলাম তাহার শুনহ খবর॥

মেহেরকুল শহরে আছে রাজা মাণিকচন্দ্র। ১১৫
তাহার পুত্রের আইলাম করিতে সম্বন্ধ ॥
রাজা বলে দেখ কন্যা যদি যোগ্য হয়।
স্বরূপেতে কন্যা দিব কহিলাম নিশ্চয়।
ময়নামতীর ছেলে হয় রাজারি কুমার।
তাহার ঘরে কন্যা দিব করিলাম স্বীকার ॥ ১২০
দেখিয়া ব্রাহ্মণ কন্যা আনন্দ হইল।
সুলক্ষণ তিথি দেখি পাতিল ডুবাইল ॥
হরিদেব করিল হেথা মঙ্গলাচরণ।
উত্তর দিকে গেল ব্রাহ্মণ নবরতন ॥
উত্তর দিকে হইল নেহালচন্দ্র নরপতি। ১২৫
তাহার ঘরে কন্যা ছিল ফন্দনা যুবতী ॥
তাহার বাড়িতে গেল সম্বন্ধের কারণ।
দেখিয়া আনন্দ বড় হইল রাজন ॥
রাজা বলে শুন তোমরা নবরতন।
কি কার্যে আইলে হেথা কহিবে কারণ ॥ ১৩০
ব্রাহ্মণ বলেন কহি যে তোমার ঠাঁই।
মেহেরকুল শহরে আছে ময়নামতী রাই ॥
তাহার ঘরে এক পুত্র আছে রাজা গোপীচন্দ্র।
আমি আইলাম তাহার করিতে সম্বন্ধ ॥
রাজা বলে দেখ কন্যা যদি যোগ্য হয়। ১৩৫
তাহার ঘরে কন্যা দিব কহিলাম নিশ্চয় ॥
দেখিয়া রাজার কন্যা আনন্দ হইল।
শুভ লগ্ন তিথি দেখিয়া পাতিল ডুবাইল ॥
এইরূপে নবরত্ন করিল শুভ কাম।
পশ্চিম দিকে গেল ব্রাহ্মণ দুর্গারাম ॥ ১৪০
পশ্চিম দিকে ছিল রাজা হরিচন্দ্র নরপতি।
তাহার ঘরে কন্যা ছিল অদুনা যুবতী ॥
তাহার বাড়ীতে গেল সম্বন্ধের কারণ।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা আনন্দিত মন ॥

ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা সত্বরে উঠিল। ১৪৫
পাদ্য অর্ঘ্য আচরণে চরণ বন্দিল ॥
বসিতে আনিয়া দিল উত্তম সিংহাসন।
পদ প্রক্ষালিয়া তখন বসিল ব্রাহ্মণ ॥
রাজা বলেন শুন ব্রাহ্মণ পুরোহিত।
কি কার্য তোমার এখন আমার পুরীত ॥ ১৫০
দুর্গারাম বলেন তুমি শুন রাজেশ্বর।
মাণিকচন্দ্র রাজা আছে মেহেরকুল শহর ॥
তাহার এক পুত্র আছে রাজা গোপীচন্দ্র।
তাহার বিভার আইলাম করিতে সম্বন্ধ ॥
রাজা বলে যাহার মা ময়নামতী রাই। ১৫৫
তাহার ঘরে কন্যা দিব আমার বড়াই ॥
এহিত সংসারের মধ্যে মুনি ধর্ম জ্ঞান।
অবশ্য তাহার পুত্রকে কন্যা দিব দান ॥
এতেক বলিয়া রাজা নির্বন্ধ করিল।
ব্রাহ্মণ পুছিয়া রাজা পাতিল ডুবাইল ॥ ১৬০
এইরূপে তিন জনে সম্বন্ধ করিয়া।
মাণিকচন্দ্র রাজা কাছে আইলেন চলিয়া ॥
রাজা বলেন তোমরা ব্রাহ্মণ সকল।
শুভ কাজের তোমরা কহিবা কুশল ॥
হরিদেব বলেন গোলাম মহেশ্চন্দ্র পুরী। ১৬৫
তাহার এক কন্যা আছে পরমা সুন্দরী ॥
অধিক সুন্দর কন্যা নজরে দেখিনু।
শুভ লক্ষণ দেখি পাতিল ডুবাইনু ॥
নেহালচন্দ্র নামে রাজা বলে নবরতন।
তাহার বাড়িতে গেলাম সম্বন্ধের কারণ ॥ ১৭০
ফন্দনা নামে কন্যা রূপের মুরারি।
পাতিল ডুবাইলাম আমি শুভ লক্ষণ করি ॥
দুর্গারাম বলেন রাজা কর অবধান।
পশ্চিম দিকে আছে রাজা হরিশ্চন্দ্র নাম ॥

তাহার কন্যার রূপ কহিতে না পারি। ১৭৫
চন্দ্রের রোহিণী তিনি শঙ্করের গৌরী ॥
দেখিনু কন্যার রূপ আপন নয়নে।
ডুবাইনু পাতিল আমি অতি শুভক্ষণে ॥
তিন সম্বন্ধের কথা শুনে নরপতি।
হেটমুণ্ড করিয়া ভাবিল সংপ্রতি ॥ ১৮০
কোন রাজার পাঁচ পুত্র দিয়াছেন গোঁসাই।
পাঁচ পুত্রের বিভা তারা দিবে পাঁচ ঠাঁই ॥
আর কেহ নাই আমার বিনে গোপীচন্দ্র।
পুত্রের করিব আমি তৃতীয় সম্বন্ধ ॥
এতেক ভাবিয়া রাজা নির্বন্ধ করিল। ১৮৫
ধন মাল দিয়া ঘটক বিদায় করিল ॥
এইরূপে গোপীচন্দ্রের সম্বন্ধ করিল।
ধ্যানেতে আছিল ময়না কিছু না জানিল ॥
আপনার মনে রাজা যুক্তি বিচারিল।
ব্রাহ্মণে পুছিয়া রাজা শুভ দিন কৈল ॥ ১৯০
পাত্র মিত্র আসিয়া করিল অতি যোগ।
করিতে লাগিল রাজার বিবাহের সম্ভোগ ॥
মেহেরকুল শহরে হাড়ি আসিল যত জনা।
রাজবাড়ীতে বাজে বিবাহের বাজনা ॥
ঢাক ঢোল বাজে আর ধাঙস নাকারা। ১৯৫
দক্ষিণ জোড়খাই বাজে কাড়া টিকারা ॥
রণসিঙ্গা ভেউড় বাজে হয়ে একসঙ্গ।
রাজা বলে তোমরা না কর তুরঙ্গ বাজনা।
ধ্যান ভঙ্গ হইলে ময়না বিবাহ দিবে না ॥
বাদ্যের শব্দে যদি ময়নার ধ্যান ভঙ্গ হয়। ২০০
গোপীচন্দ্রের বিভা দিতে দিবে নয় ॥
একথা শুনিয়া বাদ্য রাখে বাদ্যকেরা।
খোল মৃদঙ্গ বাজে পাখোয়াজ মন্দিরা ॥

মোহন মুরলী বাজে সারিন্দা দোতারা।
পরা কপিনাস বাজে মোচঙ্গ তানপুরা॥ ২০৫
মোহন বাঁশী বাজে আর বাজে কাড়া।
দেখে শুনে মাণিক রাজা সুখী হৈল বড়॥
ব্রাহ্মণে পুছিয়া রাজা শুভদিন কৈল।
শুভ তিথি লগ্ন দেখে মঙ্গলাচরণ॥
চারিদিকে চারি সারি কদলী পুতিল। ২১০
আলম গাড়িল তথা অপুর্ব শোভিল॥
নর্তকী নাচয়ে গাইনে গায় গীত।
চতুর্দিকে নাচে গায় অপূর্ব শোভিত॥
আদেশ করিল মন্ত্রীক মহারাজন্॥
পুত্র গোপীচন্দ্রের বিবাহের সাজন॥ ২১৫
শুনিয়া এতেক মন্ত্রী আনন্দ হইল।
সুগন্ধি উটকন দিয়া স্নান করাইল॥
রাজবস্ত্র অলঙ্কার অঙ্গে পরাইয়া।
সুবর্ণের পাল্‌কিতে লইল তুলিয়া॥
বায়ু সেবনেতে ইন্দ্রের গমন। ২২০
সেইরূপ হৈল রাজার বিবাহ সাজন॥
হস্তী ঘোড়া রথ রথী আর সেনাপতি।
বিবাহ করিতে গেল লইয়া বৈরাতি॥
প্রথমে বিভা করে মহেশ্চন্দ্রের দুহিতা।
যার রূপে মগ্ন হয় স্বর্গের দেবতা॥ ২২৫
জামাতা দেখিয়া আনন্দ নরপতি।
যৌতুক দিলেন রাজা মদনমোহন হাতী॥
তাহা পরে বিবাহ কৈল নেহালচন্দ্র ঝি।
দেবতা জিনিয়া কন্যা রূপের কব কি॥
কন্যার পাত্র দেখে আনন্দ রাজন॥ ২৩০
যৌতুক দিলেন কত বস্ত্র আভরণ॥
সুন্দর কামিনী দিল আর খাসা ঘোড়া।
চড়িবার কারণে দিল মদন নামে ঘোড়া॥

জলপথে মান্য দিল নৌকা জলকর।
তাহার উপরে ছিল স্থবর্ণের ঘর ॥ ২৩৫
তার পরে করিল বিভা হরিশ্চন্দ্র কন্যা।
পৃথিবী উপরে সেই গুণে বড় ধন্যা ॥
হরিশ্চন্দ্রের কন্যা অতুনা তার নাম।
শশধর জিনিয়া তার রূপে অনুপাম ॥
অরুণ জিনিয়া রূপ মুখ শশধর। ২৪০
ধ্যান ভঙ্গ হয় যে দেখিলে মুনিবর ॥
দশন মুক্তা জিনিয়া সদাই পান তামাক খায়।
কোকিল জিনিয়া যেন মধুর কথা কয় ॥
নাসিকায় শোভে যেন কানুর হাতের বাঁশী।
ভুবন মোহিত করেন চন্দ্র মুখের হাসি ॥ ২৪৫
যেমন কন্যা অতুনা তেমনি গোপীচন্দ্র।
এক ভাবে দুই তনু বিধাতার নির্বন্ধ ॥
কন্যা পাত্রকে দেখে রাজার মনেতে কৌতুক।
ছোট কন্যা পতুনা ছিল দিলেন যৌতুক ॥
তিন বিভা করিল রাজা পাইল চারি রাণী। ২৫০
বিভা করিয়া আইল আপনার পুরীত ॥
বিভা হইল রাজার মধুর বাজনে।
ধ্যানেতে আছিল ময়না কিছু নাহি জানে ॥
এইরূপে বিভা হইল মেহেরকুল শহরে।
ধ্যানেতে আছেন মুনি যোড়মন্দির ঘরে ॥ ২৫৫
গোরক্ষনাথের নিজ নাম অন্তরে জপিয়া।
ধ্যানেতে আছেন মুনি আসন করিয়া ॥
গোফাতে আছেন মুনি গুরু সেবনে।
মুনির স্মরণে নাথ আইল আপনে ॥
গুরুকে দেখিয়া মুনি ধ্যান ভঙ্গ হৈল। ২৬০
গলায় বসন জুড়ি চরণ বন্দিল।
বসিতে আনিয়া দিল যোগের আসন ॥
ভৃঙ্গারের জলে কৈল পদ প্রক্ষালন ॥

পদ প্রক্ষালিয়া নাথ আসনে বসিল।
চরণ বন্দিয়া মুনি শয্যাতে বসিল ॥ ২৬৫
গোরক্ষনাথ বলে বাছা হইবে অমর।
পূর্ব্বকার কথা বাছা না জান খবর ॥
গোরক্ষনাথ বলে বাছা ময়নামতী রাই।
আঠার বৎসর তোমার বালকের পরমাই ॥
গত কার্য বিস্মরিলে কিছু নাহি গুণ। ২৭০
হাটকুর বলিবি বাছা যম নিদারুণ ॥
এতেক বলিয়া নাথ ময়নাক বুঝায়।
গুরু না ভজিলে বাছা নাহিক উপায় ॥
তোমার বালকের পরমায়ু আঠার বৎসর।
সেবিলে গুরুর চরণ হইবে অমর ॥ ২৭৫
এতেক কহিয়া নাথ করিল গমন।
একথা শুনিয়া ময়নার আকুল জীবন ॥
এথা মাণিকচন্দ্র রাজা কোন কর্ম করে।
পুত্রকে বসাইল রাজা পাটের উপরে ॥
গোপীচন্দ্রের তরে রাজা দিলেন রাজাই। ২৮০
মেহেরকুল শহরে ফিরে গোপার দোহাই ॥
মেহেরকুল শহরে হইল গোপীচন্দ্র রাজা।
শুনিয়া আনন্দ হৈল মেহেরকুলের প্রজা ॥
রাজা হইল গোপীচন্দ্র পাত্র মনোহর।
সাক্ষাতে রহিল খেতুয়া খাড়া নফর ॥ ২৮৫
রাজা প্রজা পাত্র মিত্র সবে আনন্দিত মন।
শুনিয়া ময়নামতীর হইল চিন্তন ॥
ভাবিতে লাগিল ময়না আপনার মনে।
বৃথায় করিলাম বাদ যম রাজার সনে ॥
যমের সঙ্গে বাদ করিয়া স্বামী রাখিলাম। ২৯০
স্বামীকে রাখিয়া আমি পুত্র হারাইলাম ॥
যদি মাণিকচন্দ্র রাজা যাইত মরিয়া।
তবে পুত্র গোপীচন্দ্র না করিত বিয়া ॥

যদি কোন দিন রাজা মাণিকচন্দ্র মরে।
যোগী করিব পুত্র পাঠাব দেশান্তরে॥ ২৯৫
এইমতে ভাবে ময়না আপনার গোফাতে।
আর দিন গেল মুনি গুরু সম্ভাষিতে॥
গোরক্ষনাথ যেখানে আছে করিয়া আসন।
তথা চলেন মুনি দেখিতে চরণ॥
শৃঙ্গনাদ পুরিয়া মুনি সাক্ষাতে বসিল। ৩০০
শৃঙ্গনাদ শুনিয়া মুনির ধ্যান ভঙ্গ হৈল॥
গলে বসন দিয়া মুনি বন্দিল চরণ।
গুরু তো বলেন বাছা না হবে মরণ॥
প্রণাম করিয়া তখন কহেন সে মুনি।
গুপ্ত ভেদ কহ নাথ যোগের কাহিনী॥ ৩০৫
বেদান্ত ভেদান্ত কথা ময়নাক বুঝায়।
শুনিয়া ময়নার হইল আনন্দ হৃদয়।
এহিমনে রৈল মুনি গুরুর সাক্ষাতে।
মেহেরকুল শহরে আইল যম রাজাকে লইতে॥
তিন দিনের জ্বরেতে হইল মরণ। ৩১০
তাহা দেখি গোপীচন্দ্র করয়ে রোদন॥

পিতৃ-শোক

কান্দেন গোপীচন্দ্র লোটায়া ধরণী।
মহলের মধ্যে কান্দেন তাহার চারি রাণী॥
অদুনা পদুনা আর চন্দনা ফন্দনা।
শ্বশুরের কারণে কান্দে করিয়া করুণা॥ ৩১৫
প্রজা আদি কান্দে আর পাত্র মনোহর।
কান্দিতে লাগিল রাজার খেতুয়া নফর॥
ময়নাক আনিয়া রাজা করিল বিসর্জন।
কান্দিতে কান্দিতে খেতু গেল শীঘ্রগতি।
যথা গুরুর স্থান আছিল ময়নামতী॥ ৩২০

মুনি বলে কেন খেতু কান্দ বারেবার।
শীঘ্র করি কহ খেতু রাজ্যের শুভাচার ॥
যোড় হাতে কহে খেতু ময়নায় হুজুর।
মুছিয়া ফেলাও তোমার সিঁথের সিন্দূর ॥
মেহেরকুলে মরিল তোমার স্বামী মাণিকচন্দ্র। ৩২৫
শুনিয়া ময়নার তখন হইল আনন্দ ॥
গুরু প্রণামিয়া মুনি করিল গমন।
মৃকুলে আসিয়া মুনি দিল দরশন ॥
পাত্রমিত্র দেখিল যদি আইল মা মুনি।
কান্দিয়া আকুল সবে লোটায় ধরণী ॥ ৩৩০
ময়না বলে শুন পাত্র কান্দ অকারণ।
শীঘ্র করি লহ রাজাক করিতে দাহন ॥
মাণিকচন্দ্র রাজা যোল রাজ্যের ঈশ্বর।
রজত কাঞ্চন তার আছে হাজার ঘর ॥
সে সকল ধন ময়নার রহিল পড়িয়া। ৩৩৫
একখানি ডুলিতে লইল বান্ধিয়া ॥
বুকে বাঁশ দিয়া রাজার করিল বন্ধন।
গঙ্গার কূলে লইল রাজার করিতে দাহন ॥
উত্তর শিওরে এক চুলী খুঁড়িল।
গঙ্গাজল দিয়া রাজার স্নান করাইল ॥ ৩৪০
আপনি ময়নামতী করিলেক স্নান।
পরণে থাকিল মায়ের ভিজা বস্ত্রখান ॥
উত্তর শিয়রে রাজার চুলীতে রাখিল।
রাজার বাম পাশে ময়না আসন করিল ॥
চতুর্দিকে কাষ্ঠ খড়ি দিলেন সাজাইয়া। ৩৪৫
ময়নার আজ্ঞাতে অগ্নি দিল জ্বালাইয়া ॥
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি ব্রহ্ম হুতাশন।
নিজ নামে জপ ময়না করিয়া আসন ॥
মাণিকচন্দ্র পুড়িয়া হইল ভস্মধূল।
ভিজা বস্ত্রে উঠিল ময়না লম্বা ভিজা চুল ॥ ৩৫০

সপ্ত দিন রাত্র যদি হুতাশন জ্বলে।
কি করিতে পারে ময়নার নিজ নামের বলে ॥
অগ্নিতে পুড়িয়া রাজা হইল সংহার।
মেহেরকুলে চলিল ময়না পুত্র বুঝাইবার ॥
গোপীচন্দ্র দেখিল যদি আইল জননী। ৩৫৫
কান্দিতে লাগিল রাজার চারি রাণী ॥
অকারণ কান্দ বাছা শুন দিয়া মন।
মনুষ্যের উদরে আছে যম নিদারুণ।
মনুষ্য হইয়া যেবা গুরু নাহি ভজে।
প্রহার করিয়া তাহাকে লইবে যমরাজে ॥ ৩৬০
গুরুর চরণে যার মন নাহি বান্ধে।
অবশ্য পড়িবেন সেই যমরাজের ফান্দে ॥
গুরু সেব নাম জপ বাড়িবে পরমাই।
গুরুর মতন সার ধন পৃথিবীতে নাই ॥
গুরু আদ্য গুরু সাধ্য গুরু করতার। ৩৬৫
গুরু না ভজিলে বাছা সকলি অন্ধকার ॥
গুরুর চরণে যার না হইল মন।
নিশ্চয় জানিও তার বিধি বিড়ম্বন ॥
ময়না বলেন শুন বাছা গোপীচন্দ্র।
গুরু ভজিলে বাছা অমর হয় কন্ধ ॥ ৩৭০
গুরুর মহা সমতুল কহা নাহি যায়।
ভজিলে গুরুর চরণ অমর হয় কায় ॥
মায়ে বলে শোন পুত্র রাজার কুমার।
ভজন সাধ নাম জপ হইবে অমর ॥
রাজা বলে শুন মা ময়নামতী রাই। ৩৭৫
সেবক হইয়া আমি করিব রাজাই ॥
যে জ্ঞান দিবে গুরু আমার শরীরে।
মিথ্যা হইলে পুতিব ঘোড়ার পৈঘরে ॥
দুখী সুখী হইয়া মা মুনি।
সুকুর মামুদে ভণে অপুর্ব কাহিনী ॥ ৩৮০

জ্ঞান-দান

শুনহ সকল লোক যতি গোরক্ষের বরে।
যেমন প্রকারে রাজা জ্ঞান শিক্ষা করে॥
পুত্রেক বুঝাই ময়না আনন্দ হরিষে।
তখন চলিল ময়না হাড়িফার উদ্দেশে॥
ফুল বাড়ীর মধ্যে আছে এক গোফা। ৩৮৫
সেইখানে জ্ঞান করিছেন বসিয়া হাড়িফা॥
হাড়িফার উদ্দেশে মুনি করিল গমন।
ফুল বাড়ীতে যায়া মুনি দিল দরশন॥
যেখানে হাড়িফা সিদ্ধা ধ্যানেতে আছিল।
শৃঙ্গনাদ শুনিয়া হাড়ির ধ্যান ভঙ্গ হইল॥ ৩৯০
গলে বসন দিয়া ময়না প্রণাম করিল।
হাড়িফা বলেন বাছা সিদ্ধা দিলাম বর।
যে কার্যে আইলে বাছা কহিবে খবর॥
মুনি বলেন এবে শোনহ গোঁসাই।
আমি সেবক হয়েছিলেম যতি গোরক্ষের ঠাঁই॥ ৩৯৫
সেবক করিয়া মুনি দিয়াছেন বর।
গুরুর প্রসাদে আমার হইল কুমার॥
ময়না বলে শুন হাড়িফা গোঁসাই।
পুত্র গোপীচন্দ্রকে সঁপিব তোমার ঠাঁই॥
সেবক করিয়া তুমি রাখিবে চরণে। ৪০০
হাড়িফা বলেন বালক কি বয়স হইল।
ময়না বলেন বালকের বার বৎসর গেল॥
হাড়িফা বলেন শুন ময়নামতী রাই।
মেহেরকুল শহরে রাজা করিছেন রাজাই॥
রাজ্য করেন গোপীচন্দ্র লয়ে চারি রাণী। ৪০৫
কেমন প্রকারে তাকে জ্ঞান দিতে পারি॥
যে জন করিতে চাহে স্ত্রী লয়ে ঘর।
জ্ঞান না সাধিলে সেই না হবে অমর॥

নারী ছাড়িয়া যদি হয় দেশান্তরী।
তবে সে তাহার তরে জ্ঞান দিতে পারি ॥ ৪১০
ময়না বলে কর তুমি অক্ষয় অমর।
অবশ্য ছাড়াব রাজ্য পাঠাব দেশান্তর ॥
হাড়িফা বলেন পুত্র আন গিয়া তুমি।
নিশি অবশেষে আইজ জ্ঞান দিব আমি ॥
এতেক শুনিয়া ময়না করিল গমন। ৪১৫
পুত্রের নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥
চৌষট্টি জনে পুত্রকে করাইল স্নান।
হাড়িফার নিকটে নিল শিখাইতে জ্ঞান ॥
পুত্রকে সঁপিয়া ময়না হাড়িফার হাতে।
আসিয়া বসিল ময়না আপন গোফাতে ॥ ৪২০
এথায় হাড়িফা সিদ্ধা করে কোন কাম।
পাপযোগ কুলক্ষণে শুনাইল নাম ॥
এই নাম জপিয় বাছা সরোবর কূলে।
শুখনা পুষ্করিণী ভরিব নামের বলে ॥
শুখনা পুষ্করিণী যদি জলেতে ভরিবে। ৪২৫
নিশ্চয় জানিও তবে অমর হইবে ॥
এতেক কহিল নিজ নামের মহিমা।
স্বর্গ মর্ত পাতালে নাই নামের সীমা ॥
পড়িয়া পণ্ডিত নাম শাস্ত্র নাহি জানে।
খুঁজিয়া না পায় নাম ভাগবত পুরাণে ॥ ৪৩০
এই নিজ নাম জপিলে বাছা হইবে অমর।
চতুর্দশ ভুবন এই নামে হবে পার ॥
সুকুর মহম্মদ কহে এই ব্রহ্মসার ॥

এহিত নামের গুণ, কর্ণ পাতিয়া শুন,
প্রথমে জপিল রঘুনাথ। ৪৩৫
নিজ নামের বলে, পাথর ভাসিল জলে,
সবংশে রাবণে কৈল পাত ॥

শত প্রহরের সেতু, বান্ধিল নামের হেতু,
ভালুক বানর হৈল পার।
নিজ নামের জোরে, বানরে রাক্ষস মারে, ৪৪০
লঙ্কাপুরী কৈল ছারখার ॥
সীতা উদ্ধারিয়া রাম, লয়ে গেল নিজ ধাম,
লোকে বলে অপযশ কথা।
লোকের গঞ্জনা ব্যথা, যজ্ঞ ঘর করিল সীতা,
নিজ নামে পাইল ক্ষমতা ॥ ৪৪৫
পাণ্ডব রাজার রাণী, বাপ ঘরে অকুমারী,
গুরু মুখে নাম কৈল শিক্ষা।
কোশল রাজার কন্যা, গুরু মুখে নাম শুন্যা,
নিজ নামে পেয়েছিল দীক্ষা ॥
নিজ নাম জপে মনে, সূর্য দেখে নিকেতনে, ৪৫০
নিকুঞ্জেতে ভোগ কৈল রতি।
অকুমারী গর্ভ ধরে, কর্ণ রৈল কর্ণদ্বারে,
নিজ নামে রক্ষা পাইল সতী ॥
নিজ নামে করি পূজা, শিব পাইল দশভুজা,
পুত্র যার দেব লম্বোদর। ৪৫৫
শনি দৃষ্টে গেল মুণ্ড, কাটি গজ মাথা মুণ্ড,
নিজ নাম স্থাপি কৈল বর ॥
দশভুজা মহামায়া, শিব মুখে নাম শুন্যা,
কালীরূপে বধিল অসুর।
মথুরাতে জন্মিল হরি, নিজ নাম জপ করি, ৪৬০
বধ কৈল দুষ্ট কংসচর ॥
স্বর্গপুর রঘু বুনে, গৌতম মুনির স্থানে,
নিজ নামে স্বর্গের অধিকারী।
মুনি জপি নিজ নাম, সাধন ভজন কাম,
সৃষ্ট কৈল অমরা নগরী ॥ ৪৬৫
ব্যাস আদি যত মুনি, জপে নিজ নাম ধনী,
নামের প্রতাপে স্বর্গবাসী।

নদীয়া নন্দনগরে, জগন্নাথ মুনির ঘরে,
নিজ নামে চৈতন্য সন্ন্যাসী ॥
অবধূত গোরক্ষ যতি, তার স্থানে ময়নামতী, ৪৭০
নিজ নামে হইল অমর।
মীন্নাথ কানুফা আদি, নিজ নামে যোগ সাধি,
অমর হইল জলন্ধর ॥
নৌ লাখ বৈরাগী সিদ্ধা, পাইয়া নামের বিদ্যা,
নিজ নামে ভবসিন্ধু পার। ৪৭৫
স্বর্গ মর্ত পাতালের, ত্রিভুবন নামে তেজের,
নাম বিনে সকলি অসার ॥
যে রূপেতে জপে নাম, তার সিদ্ধ মনস্কাম,
সাধিলে অমর হয় কায়।
কহে সুকুর মামুদে, যদি নাম যোগ সাধে, ৪৮০
নিজ নামে অমর নিশ্চয় ॥

একে একে তিন নাম শুনাইল অধিকারী।
মিথ্যা মাথা নাড়ি রাজা পুরিল হুহুঙ্কারী ॥
একেবারে তিন নাম শুনাইল কাণে।
স্ত্রীর উপর চিত্ত নাম না থাকিল মনে ॥ ৪৮৫
স্ত্রী লয়ে যেমন করে সংসারে বসতি।
অমর হইতে পারে কি তার শকতি ॥
স্ত্রীর পর যার বান্ধা রৈল মন।
সেইত কারণ গেল জ্ঞান অকারণ ॥
গোপীচন্দ্রের নামে হাড়ি নিজ নাম দিল। ৪৯০
চিত্ত স্থির নহে রাজার জ্ঞান মিথ্যা হইল ॥
এইরূপে গোপীচন্দ্র জ্ঞান না পাইল।
গুরু প্রণামিয়া রাজা নিজ গৃহে গেল ॥
এথায় হাড়িফা সিদ্ধা আপন গোফাতে।
ধ্যানেতে বসিয়া হাড়ি ভাবি ভোলানাথে ॥ ৪৯৫

চক্ষু মুদিয়া রহিল নাথ অন্তর ধিয়ানে।
দিবা রাত্রি জপে নাম কিছু নাহি জ্ঞান ॥
এথা রাজা গোপীচন্দ্র আপন মহলে।
রাত্রি বঞ্চিল রাজা কামিনীর কোলে ॥
একে একে তিন দিন ভুঞ্জিল শৃঙ্গার। ৫০০
তিন দিন বাদে গেল জ্ঞান সাধিবার ॥
সরোবর কুলে রাজা করিয়া আসন।
চিত্ত স্থির নহে রাজা জপে অকারণ ॥
আকার প্রকার আর হুহুঙ্কার।
এ সব ভুলিয়া নাম লাগিল জপিবার ॥ ৫০৫
এহিরূপে জপে নাম সরোবর কূলে।
পুষ্করিণী শুখান রৈল না ভরিল জলে ॥
গোস্‌সা হইল গোপীচন্দ্র আপনার মনে।
বাড়ীতে আইল রাজা রজনী বিহানে ॥
প্রভাতে আসিয়া রাজা দরবারে বসিল। ৫১০
পাত্র মিত্র আসিয়া রাজাকে সম্ভাষিল ॥
রাজা বলে পাত্র মিত্র আমার আজ্ঞা লিবে।
যোগী মহন্ত বেটাক চোমুড়া বান্ধিবে।
রাজার আজ্ঞা হইল পাত্র না পারে লঙ্ঘিতে।
লোক জন লয়ে গেল হাড়িফাক বান্ধিতে ॥ ৫১৫
বিধাতার নির্বন্ধ যত না যায় কওন।
হাড়িফার তরে সবে করিল বন্ধন ॥
হাতে পায়ে দড়ি দিয়া কমরে বান্ধিল।
ধ্যানেতে আছিল ময়না কিছু না জানিল ॥
রাজার আদেশে সব বেলদার আইল। ৫২০
ঘোড়ার পৈঘরে এক খন্দক খুড়িল ॥
সেই খন্দকের মধ্যে হাড়িফাকে থুইয়া।
বাইশ মণ পাথর দিল বুকেতে চাপিয়া ॥
হাড়িফাকে পুতিল ঘোড়ার পৈঘরে।
শুন ভাই সকল লোক ভবানীর বরে ॥ ৫২৫

যেরূপে হাড়িফা পোতা ঘোড়ার পৈঘরে।
তাহার বৃত্তান্ত কথা কহি সবের তরে॥

সিদ্ধা-মাহাত্ম্য

হাড়িফাকে পুতিতে পারে কাহার শকতি।
পুর্ব্বে শাপ দিয়াছিলেন গৌরী পার্বতী॥
যখন করিল যজ্ঞ দেবী মহেশ্বরী। ৫৩০
নিমন্ত্রণ করিল সিদ্ধা সকল পুরী॥
দিগ দিগন্তব হইতে আইল সিদ্ধাগণ।
আইল সকল সিদ্ধা যজ্ঞের কারণ॥
প্রথমে আইল সিদ্ধা গোরখ হরিহর।
হাড়িফা আইল যাহার নাম জলন্ধর॥ ৫৩৫
মীন্নাথ আইল আর বাইল ভাদাই।
মেহেরনাথ আইল আর সিদ্ধা কানাই॥
হরেঙ্গা চরেঙ্গা আর সিদ্ধা বনমালী।
মীন্যাথ আইল যাহার নাম মছন্দালী॥
নও লাখ চৌরাশী সিদ্ধা আইল যত জন। ৫৪০
আসিয়া বন্দিল সবে শিবের চরণ॥
আইল সকল সিদ্ধা চণ্ডীর আদেশে।
ভোজনে বসিল সবে পর্বত কৈলাসে॥
সিদ্ধাগণের মন দেবী বুঝিবার কারণ।
বেশ করিল দুর্গা ভুবন মোহন॥ ৫৪৫
অলঙ্কার পরিল দুর্গা হীরা মাণিকের।
বসন পড়িল দুর্গা ভুবন বিলাসের॥
যত বস্ত্র পরিল দুর্গা কহিতে না পারি।
দণ্ডে দণ্ডে বসন ফিরায় মহেশ্বরী॥
আপনে সে বাড়ে চণ্ডী আপনে পরশে। ৫৫০
টলিল সিদ্ধার মন জানিল ভবানী।
সকলকে শাপ দিল অসুরঘাতিনী॥

নটী লয়ে মীন্নাথ থাকিবে কদলীতে।
গোর্খেক হইল শাপ গরু চরাইতে ॥
ডাহুকার গড়ে যাবে কানুফার কন্ধ। ৫৫৫
মেহেরকুলে পুতিবে হাড়িক রাজা গোপীচন্দ্র ॥
নও লাখ চৌরাশী সিদ্ধার মধ্যে এ চারি ভাজন।
চারি সিদ্ধায় শাপ দিল এহিত কারণ ॥
এহি মতে শাপ দিল হেমন্তদুহিতা ॥
সেই শাপ হস্তে গেল হাড়িফা পোতা ॥ ৫৬০
মাটির ভিতরে হাড়ি নাহি পায় ব্যথা ॥
মন দিয়া শুন সবে হাড়িফার কথা ॥
হুহু শব্দ করি সিদ্ধা হুহুঙ্কার ছাড়িল।
বন্ধন আছিল যত বিমোচন হইল ॥
হাতেতে আছিল বন্ধন হইল জপমালা। ৫৬৫
বুকেতে আছিল পাথর যোগপাটা হৈলা ॥
বন্ধনের দড়ি হইল কমরের ডোর।
নিজ নাম লয়ে হাড়ি হইল বিভোর ॥
মাটীর ভিতরে তখন হইল এক গোফা।
আসন করিয়া তথা বসিল হাড়িফা ॥ ৫৭০
ভাল মন্দ তখন কিছু নাহি জানে।
চক্ষু মুদে রৈল হাড়ি গুরুর ধিয়ানে ॥
এইরূপে রৈল সিদ্ধা ঘোড়ার পৈঘরে।
চার রাণী লয়ে রাজা সুখে বিরাজ করে ॥
ঘোড়ার পৈঘরে হাড়িফা রৈলেন পোতা। ৫৭৫
এখন কহিব আমি কানুফার কথা ॥
সুকুর মামুদ কয় গুরুর চরণে।
অশুদ্ধ থাকিলে শুদ্ধ করিবে মহাজনে ॥

মাটীর ভিতরে হাড়ি আসন করিয়া।
মহাদেবের নিজ নাম অন্তরে জপিয়া ॥ ৫৮০

এইরূপে হাড়িফা রৈল পঞ্চ বৎসর।
কানুফা জানে না কিছু গুরুর খবর॥
ধ্যানেতে কানুফা সিদ্ধা আছিল বসিয়া।
খেদান্বিত হইল গুরুকে না দেখিয়া॥
কানুফা বলেন ধ্যান করি অকারণ। ৫৮৫
গুরুর চরণে যার মন নাহি বান্ধে।
পার হৈতে নাহি নৌকা হাতে মাথে কান্দে॥
কানুফা বলেন আমি করিব কেমন।
কোথা গেলে পাব আমি গুরুর দরশন॥
এতেক ভাবিয়া কানাই ধ্যান ভঙ্গ দিল। ৫৯০
বাইল ভাদাইর তরে ডাকিতে লাগিল॥
গুরুর আদেশে তারা আইল চলিয়া।
সাক্ষাতে বসিল গুরুর চরণ বন্দিয়া॥
কানুফা বলেন শুন বাইল ভাদাই।
শীঘ্র করি আন রথ শুন মোর ঠাঁই॥ ৫৯৫
শুনিয়া কানুফার কথা বিজয় গমন।
ত্বরিত করিয়া যাইয়া রথের সাজান॥
গঙ্গাজল দিয়া রথের স্নান করাইল।
হীরা মাণিক্যে রথ সাজাইতে লাগিল॥
হীরা দিয়া বান্ধিল রথের বত্রিশ চাকা। ৬০০
রথেতে তুলিয়া দিল স্বর্ণ পতাকা॥
চূড়াতে বান্ধিল রথের হাড়িয়া চামর।
সুগন্ধের লোভে তাথে বেড়িল ভ্রমর॥
নানান প্রকারে রথের করিল সাজন।
রাজহংসে বহে রথ সারথি পবন॥ ৬০৫
নানান প্রকারে রথের সাজন করিল।
প্রণাম করিয়া তবে সাক্ষাতে কহিল॥
কানুফা বলেন বাছা বাড়ুক পরমাই।
চারি যুগ ভিতরে বাছা আর মরণ নাই॥

রথ দেখিয়া আনন্দিত হইল কানাই। ৬১০
গুরুর উদ্দেশে সিদ্ধা সাজিতে লাগিল।
কমরপটী দিয়া সিদ্ধা কমর বান্ধিল॥
রুদ্রাক্ষ ফলের মালা গলে তুলে দিল॥
কপালেতে দিল সিদ্ধা চন্দনের ফোঁটা।
কর্ণেতে কুণ্ডল দিল গলে যোগপাটা॥ ৬১৫
হাড়িফার নিজ নাম অন্তরে জপিয়া।
রথেতে চড়িল সিদ্ধা সিংহনাদ পুরিয়া॥
কানুফার রথের আমি কি কহিব কথা।
পূর্বদিকে গেল রথ দিবাকর যথা॥
উদয়গিরি পর্বতে সিদ্ধা রথ রাখিয়া। ৬২০
ঘরে ঘরে বেড়ায় সিদ্ধা গুরু তল্লাসিয়া॥
ভিক্ষার ছলে ঘরে ঘরে করিল ভ্রমণ।
কোন খানে না পাইল গুরু দরশন॥
না পাইয়া গুরুর উদ্দেশ ভাবিতে লাগিল।
গুরু সঙরিয়া পুনঃ রথেতে চড়িল॥ ৬২৫
চলিল কানুফার রথ বাঁয়ে করি ভর।
দক্ষিণ দিকে গেল রথ যথাতে সাগর॥
সেতুবন্ধ স্থানে সিদ্ধা রথ রাখিয়া।
কিষ্কিন্ধ্যা নগরে সিদ্ধা উতরিল গিয়া॥
ঘরে ঘরে তালাসিয়া বানরের নগর। ৬৩০
তথাতে না পাইল গুরুর খবর॥
পঞ্চবটী দিয়া রথ করিল গমন।
গুহক চণ্ডালের পুরীতে দিল দরশন॥
অরণ্য মাঝারে সিদ্ধা রথ রাখিল।
গুহক চণ্ডালের পুরী ঘরে ঘর ভ্রমিল॥ ৬৩৫
না পাইয়া গুরুর লাগ ভাবে মনে মন।
রথে চড়িয়া পুনঃ করিল গমন॥
রাজহংসে বহে রথ সারথি পবন।
কদলী শহরে গিয়া দিল দরশন॥

কদলী শহর খান ভ্রমিল ঘরে ঘরে। ৬৪০
মীন্নাথকে দেখিল তথা নটিনীর বাসরে ॥
চুল দাড়ী পাকিল তাহার নাহিক উপায়।
দেখিয়া কানুফা সিদ্ধা বলে হায় হায় ॥
কপালে মারিয়া ঘা কান্দিল কানাই।
এইরূপে ভুলিয়া রহিল হাড়িফা গোঁসাই ॥ ৬৪৫
এতেক ভাবিয়া হৈল রথে আরোহণ।
যাইয়া উতরিল রথ কানাইর বৃন্দাবন ॥
কালিন্দী যমুনার তীরে রথ রাখিয়া।
বৃন্দাবন পুরীখান ঘর ঘর ভ্রমিয়া ॥
না পায় গুরুর তত্ত্ব হইল ভাবিত। ৬৫০
রথে চড়ি পুনরায় চলিল তুরিত ॥
এহি রূপে যায় কানাই গুরুর তল্লাসে।
যায়ে উত্তরিল রথ পর্বত কৈলাসে॥
শিবপুরী ব্রহ্মপুরী সব তল্লাসিল।
না পায়ে গুরুর লাগ ফাঁফর হইল ॥ ৬৫৫
মলয়া গিরি তলাসিল হিমালয় পর্বত।
সুমেরু ভ্রমিয়া গুরুর না পাইয়া তত্ত্ব ॥
পুনর্বার রথে চড়ি করিল গমন।
একঠেঙ্গিয়া দেশে গিয়া দিল দরশন ॥
একঠেঙ্গিয়ার রাজা খান ঘর ঘর ভ্রমিল। ৬৬০
না পাযে গুরুর তত্ত্ব কামরূপেতে গেল ॥
কামরূপ পাটনা গয়া ভ্রমিল সকল।
না পায়ে গুরুর লাগ হইল বিফল॥
অস্থির হইল কানাই গুরুর কারণ।
কোথায় পাইব গুরুক ভাবে মনে মন ॥ ৬৬৫
ভাবিতে ভাবিতে কানাই স্থির কৈল মন।
গুরুর তলাসে লঙ্কায় করিল গমন ॥
লঙ্কাপুরী যায় কানাই গুরু তলাসিতে।
ঝুলতরিতে ঝুল খেলে যতি গোর্খনাথে॥

ঝুলতরিতে ছিল এক দল পণ্ডিত। ৬৭০
গরু চরায় গোর্খনাথ তাহার বাড়িত ॥
গরু চরায় গোর্খনাথ না পায় অন্ন পানী।
ঝুল টঙ্গিতে ঝুল খেলে দিবস রজনী ॥
রাত্রিদিন ঝুল খেলে মনের হরিষে।
সেই পথে যায় কানাই গুরুর তল্লাসে ॥ ৬৭৫
গোর্খনাথ ঝুল খেলে না জানে কানাই।
গোর্খেক লাগিয়া তখন রথের এ ছাই ॥
গোস্‌সা হইল তখন নাথ আপনার মনে।
ডাল ভাঙ্গি ডাল কোমর স্থজিল তখনে ॥
নাথ বলে ডাল কোমর আমার আজ্ঞা নিবে ৬৮০
কোন জন রথে যায় শীঘ্র ফিরাইবে ॥
নাথের আদেশে ডাল করিল গমন।
কান্নুফার রথ যায় ধরিল তখন ॥
ডাল দেখিয়া কানাই করিল হুহুঙ্কার।
হুহুঙ্কার কৈল ডাল ছাই আঙ্গার ॥ ৬৮৫
ছাই হইয়া ডাল শূন্যে উড়ে যায়।
ঝুলতলিতে থাকিয়া তাহা দেখিবার পায় ॥
থাবা দিয়া নাথ তখন অঙ্গার ধরিল।
বট বৃক্ষ করি নাথ তাহাকে স্থজিল ॥
গোস্‌সা হইয়া নাথ হুহুঙ্কার ছাড়িল। ৬৯০
শূন্য পথে ছিল রথ ভূমিতে নামিল ॥
কান্নুফা দেখিল যদি যতি গোর্খনাথ।
নিবেদন করে সিদ্ধা জোড় করি হাত ॥
একত্রে বসিল দুইজন করিয়া আসন।
বাহু ধরাধরি দোহে প্রেম আলিঙ্গন ॥ ৬৯৫
নাথ বলে শোন কানাই কহিবে কারণ।
রথে চড়িয়া তোমার কোথাতে গমন ॥
কহিতে লাগিল তবে সিদ্ধা কানাই।
পঞ্চ বৎসর হইল আমি গুরু দেখি নাই ॥

আজ কাল করিয়া হৈল পঞ্চ বৎসর। ১০০
কোথায় রহিল আমার গুরু জলন্ধর॥
আমি ফিরিতেছি ভাই গুরুর তল্লাসে।
রথে চড়িয়া আমি খুঁজিনু দেশে দেশে॥
নাথ বলে শুন তুমি সিদ্ধা কানাই।
কোন রাজ্যে তল্লাসিলে কহ মোর ঠাঁই॥ ১০৫
কানুফা বলেন ভাই শুনহ খবর।
যে যে রাজ্য তল্লাসিলাম শুন জলন্ধর॥
উদয়গিরি তল্লাসিলাম যথা উঠে দিনকর।
তথা না পাইলাম গুরুর সমাচার॥
কিষ্কিন্ধ্যা ভ্রমিলাম যথা বানরের পুরী। ১১০
অযোধ্যায় তলাসিয়া গেলাম গুহকের বাড়ী॥
বৃন্দাবন পুরীখান ঘর ঘর ভ্রমিনু।
কৈলাস ভ্রমিয়া গুরুর তত্ত্ব না পাইনু॥
অস্তগিরি ভ্রমিয়া আমি বানরের পুরী।
সুমেরু ভ্রমিয়া গেলাম হিমালয় গিরি॥ ১১৫
দেবপুরী না পাইনু গুরুর খবর।
একঠেঙ্গিয়ার দেশে গেলাম তল্লাসে জলন্ধর॥
শুনেছিলাম লোক মুখে একঠেঙ্গিয়ার দেশ।
এক পায়ে সর্বলোক ভ্রমেন বিশেষ॥
দুই পাও দেখিয়া আমায় লাগিল কহিতে। ১২০
আদ্য পান্ত যত কন্যা যেমত আছিল।
একে একে সকল কথা কহিতে লাগিল॥
পূর্বে আছিল রাজা চন্দ্রকিশোর।
একঠেঙ্গিয়া তার ঘরে জন্মে এক কুমার॥
তাহার নাম করিয়া এক পুরী বসাইল। ১২৫
একঠেঙ্গিয়া রাজ্য নাম সেই জন্য হৈল॥
সেই রাজ্যে না পাইলাম গুরুর খবর।
গয়া পাটনা গেলাম তল্লাসে জলন্ধর॥

আশ্চর্য দেখিলাম সেই রাজ্যের ব্যবহার ॥
স্ত্রী বিনে নাহি রাজ্যে পুরুষের সঞ্চার ॥ ৭৩০
স্ত্রী রাজা স্ত্রী প্রজা স্ত্রী রাজ্যের দেওয়ান।
স্ত্রী রাজা হইয়া করে রাজ্যের পালন ॥
অপূর্ব রাজ্যের কথা শুনিতে অনুরূপ।
ঋতুস্নান করি নারী যায় কামরূপ ॥
কামরূপ শহরে আছে পুরুষের বসতি। ৭৩৫
তথা যায় যেবা নারী হয় ঋতুবতী ॥
কামরূপে যাইয়া রতি ভুঞ্জেন শৃঙ্গার।
ঋতু রক্ষা করে নারী হয় গর্ভের সঞ্চার ॥
যে নারীর উদরে স্বজন হয় বেটা।
রামচক্র বাণে তার মুণ্ড যায় কাটা ॥ ৭৪০
বৎসর অন্তরে ফিরে রামচক্র বাণ।
স্ত্রীয়া পাটনে নাই পুরুষের পরিত্রাণ ॥
সেই জন্যে নাহি রাজ্যে পুরুষের লেশ।
স্ত্রীবেশে সেই রাজ্য করিনু প্রবেশ ॥
হুহুঙ্কার ছাড়িনু আমি ভাবি জলন্ধর। ৭৪৫
আউট হাত কেশ হইল মাথার উপর ॥
হৃদয়ে হইল আমার উভ দুইটা স্তন।
স্ত্রীবেশে সেই রাজ্যে করিনু ভ্রমণ ॥
বাগ দ্বারায় কামরূপ ঘর ঘর ভ্রমিনু।
কোন খানে গুরুর খবর না পাইনু ॥ ৭৫০
না পাইয়া গুরুর লাগ হইনু ভাবিত।
এখন যাইব আমি লঙ্কার পুরীত ॥
এইরূপে ভ্রমিনু আমি গুরু তলাসিতে।
রাত্রি হইল আমার শহর কদলীতে ॥
তোমার গুরু মীন্নাথ আছে কদলী শহরে। ৭৫৫
রাত্রি দিন থাকে নাথ নটিনীর বাসরে ॥
নটী লয়ে মীন্নাথ সিদ্ধা হয়াছে বিভোর।
চুল দাড়ি পাকেছে সিদ্ধা যাবে যমনগর ॥

তুমিত ভাজন সেবক নাম গোর্খ যতি।
তুমি থাকিতে তাহার এতেক দুর্গতি ॥ ১৬০
গোরখ বলে নাহি জানি এতেক সমাচার।
কল্য যাইব গুরুর করিতে উদ্ধার ॥
মরে যদি থাকে গুরুর হাড় লাগাল পাব।
হাড় সঙ্গে জোড়া দিয়া গুরু মিলাইব ॥
গোরখ বলেন ভাই প্রাণের দোসর। ১৬৫
শুনিলাম তোমার মুখে গুরুর খবর ॥
আমার গুরুর কথা কয়া দিলে তুমি।
তোমার গুরুর কথা কয়া দিব আমি ॥
গোরখ বলেন ভাই শুন আমার ঠাঁই।
মেহেরকুল শহরে আছে ময়নামতী রাই। ১৭০
গোপীচন্দ্র নামে রাজা তাহার নন্দন।
উনিশ বৎসর কালে তাহার মরণ ॥
যখন হইল বালক দ্বাদশ বৎসর।
জ্ঞান দিতে গেল হাড়ি করিতে অমর ॥
নিজ নাম বীজমন্ত্র কর্ণে শুনাইল। ১৭৫
স্ত্রীর উপরে চিত্ত নাম মনে না থাকিল ॥
জ্ঞান পরীক্ষিতে গেল পুষ্করিণীর কূলে।
পুষ্করিণী শুখান রৈল না ভরিল জলে ॥
সত্য বলে দিল নাম মিথ্যা বলে ধরে।
গোস্‌সায় পুতিল হাড়িক ঘোড়ার পৈঘরে ॥ ১৮০
গোরখ বলেন, দাদা, শুন মেরা ঠাঁই।
চণ্ডীর শাপে পোতা গেল দোষ কিছু নাই ॥
আমার সেবক হইয়াছিল ময়নামতী।
তাহার পুত্রক বাঁচাইতে করহ যুকতি ॥
আপন গুরুকে তুমি করগা উদ্ধার। ১৮৫
বাঁচাইয়া লহ তুমি ময়নার কুমার ॥
শাপ দিয়া ময়নার যদি পুত্র পায় কাল।
দোষী হইবে হাড়ী বাড়িবে জঞ্জাল ॥

শ্লোক

কোকিলানাং স্বরোরূপং নারীরূপং পতিব্রতা।
বিদ্যারূপং কুরূপানাং ক্ষমারূপং তপস্বিনাম্ ॥ ৭৯০

কোকিলের রূপের কথা শুন মেরা ঠাঁই।
সর্বাঙ্গ শরীর কাল রূপের কিছু নাই ॥
রাঙ্গা দুটী চক্ষু কুলীর কি গুণে বাখানি।
শাস্ত্রে নাহি রূপ কুলীর রূপের কেবল ধ্বনি ॥
নারীর রূপের কথা কর অবধান। ৭৯৫
দেখিতে সুন্দর নারী যদি রাখে মান ॥
আপনার মান যদি না রাখে যুবতী ॥
স্বামীর সেবা নাহি করে নারী অধোগতি ॥
রূপে গুণে বিদ্যায় নারীর চঞ্চল হয় চিত।
কোন শাস্ত্রে নাহি নারীর রূপের বিয়াখিত ॥ ৮০০
পতিব্রতা নারি হয় স্বামীর সেবা করে।
স্বামী ছাড়া পিতার রূপ জানে এ সংসারে ॥
শুদ্ধমতি ধীর হয় গুণবতী রামা।
সর্ব শাস্ত্রে শুনি নারী দেবীর উপমা ॥
পুরুষের রূপের কথা শুন দিয়া মন। ৮০৫
দেখি যে সুন্দর পুরুষ না হয় ভাজন ॥
দেখিতে সুন্দর পুরুষ জ্ঞান নাহি ধরে।
তাকে অকর্মা পুরুষ বলে এ সংসারে ॥
দেখিবার যুক্ত নহে শাস্ত্রেতে পণ্ডিত।
জ্ঞানমস্ত পুরুষের জ্ঞানী বিয়াখিত ॥ ৮১০
সিদ্ধা মহস্তের কথা শুনহ কানাই।
ব্রহ্মসিদ্ধা পুরুষের মনে কোন নাই ॥
সে বড় মহস্ত হয় ক্ষমে অপরাধ।
হতজ্ঞানী হয় যেমন করিবে সম্পদ ॥
কাম ক্রোধ মোহ মদ ক্ষমা দেয় চিতে। ৮১৫
মহস্তের মহস্ত হয় শুনেছি ভারতে ॥

তোমার গুণ সব ভাই রহিবে সংসারে।
কোন রূপে বাঁচাইবে ময়নার কুমারে ॥
দোহার গুরুর কথা কয়া দুইজন।
বাহু ধরাধরি করে প্রেম আলিঙ্গন ॥ ৮২০
কদলী শহরে গেল গোরখ হরিহর।
মেহেরকুলে চলিল কানাই যথা জলন্ধর ॥
শুনিয়া গুরুর কথা আকুল জীবন।
রথে চড়েয়া পুনঃ করিল গমন ॥
যাইটগতি শিকারপুর হস্তিনানগর। ৮২৫
সোনাপুর দিয়া রথ করিল গমন ॥
চন্দ্রকণা সূর্যভাগ পশ্চাতে রাখিয়া।
কাঞ্চননগর থান বামেতে থুইয়া ॥
বিষ্ণুপুর চাঁপাপুর খাসহরা নগর।
স্বর্নতিলা দিয়া রথ গেল কাঞ্চিপুর ॥ ৮৩০
ভদ্রাখণ্ডা নিশাভাল হেমন্তনগর।
চিন্তপুর দিয়া রথ যায় তরাতর ॥
শ্রীকলা বিমলা আর নগর কর্ণাট।
বিক্রমপুর দিয়া রথ গেল চাইরঘাট ॥
সীতা শঙ্কর পৈ আর আড়াগাড়া। ৮৩৫
দুর্জননগর দিয়া গেল চান্দের আড়া ॥
গজমন দিয়া পার হইল দামোদর।
নিশিন্তপুর দিয়া গেল বিজয়ানগর ॥
রাত্রি দিবা চলে রথ না করে বিশ্রাম।
কৌতুকে চলিয়া গেল কত কত গ্রাম ॥ ৮৪০
যত গ্রাম পার হইল না যায় কহন।
ত্বরিত গমনে গেল মুনির ভুবন ॥
মুনির গোফাতে যায়ে শৃঙ্গনাদ পুরিল।
শৃঙ্গনাদ শুনিয়া ময়নার ধ্যান ভঙ্গ হৈল ॥
গলে বসন দিয়া ময়না বন্দিল চরণ। ৮৪৫
বসিতে আনিয়া দিল যোগের আসন ॥

আসনে বসিল সিদ্ধা দিয়া আশীর্বাদ।
কহিতে লাগিল ময়নাক গুরুর সংবাদ ॥
কানুফা বলেন ময়না শুন সমাচার।
গোপীচন্দ্র নামে আছে তোমার কিঙ্কর ॥ ৮৫০
আমার গুরুক পোঁতে ঘোড়ার পৈঘরে।
কাইল আইজ নহে হৈল পঞ্চ বৎসরে ॥
এ কথা শুনিয়া ময়নার চক্ষে পড়ে পানি।
গুরুকে পুতিল পুত্র আমিত না জানি ॥
এ ভব সংসারে যার নাম জলন্ধর। ৮৫৫
চুলে করে পিতে পারে এ সপ্ত সাগর ॥
তাহাকে পুতিল বেটা কোন প্রাণে ধরে।
হুহুঙ্কারে পাঠাবে বেটাকে যমের নগরে ॥
হায় হায় করে মুনি ভাবে মনে মনে।
হাড়িফার কোপে পুত্র বাঁচিবে কেমনে ॥ ৮৬০
আঠার বৎসর সবে বালকের পরমাই।
সেই পুত্র পুতিল আমার হাড়িফা গোঁসাই ॥
গোরক্ষের সেবক আমি যমের নাহি ডর।
হাড়িফার কারণে প্রাণ বিয়াকুল আমার ॥
হাড়িফার নাম শুনি যমরাজা ডরে। ৮৬৫
তাহার সনে বাদ করে মনুষ্য শরীরে ॥
হায় হায় করে ময়না চক্ষের পড়ে জল।
কান্দিতে কান্দিতে ময়না পড়ে ভূমিতল ॥
কানুফা বলেন ময়না কান্দ অকারণ।
পুত্রেক বাঁচাবার হেতু করহ এখন ॥ ৮৭০
যতি গোরক্ষের বরে হইল কুমার।
যেরূপ বাঁচিবে ইহার করহ বিচার ॥
সোনার আনিয়া কর সোনার গোপীচন্দ্র।
সাক্ষাতে রাখিব তাহাকে করিয়া প্রবন্ধ ॥
যখন জিজ্ঞাসিবে গুরু করিতে স্বীকার। ৮৭৫
সোনার গোপীচন্দ্রক কর মুনির কুমার ॥

কোপ করি শাপ দিবে গুরু জলন্ধর।
সোনার গোপীচন্দ্র যাবে যমের নগর ॥
কোপ ক্ষমা হবে যখন হইবে আনন্দ।
সাক্ষাতে রাখিয়া দিও পুত্র গোপীচন্দ্র ॥ ৮৮০
বাঁচিবে তোমার পুত্র না ভাবিহ আর।
সুকুর মামুদে কয় এই যুক্তি সার ॥
সায়ের আল্লার নাম ফকির গুণমন্ত।
তাহায় তনয় পুঁথি রচিল যোগান্ত ॥
মন দিয়া শুন এখন যোগের কাহিনী। ৮৮৫
ভবসিন্ধু তরিবারে পাইব তরণী ॥
সাধিলে অমর হয় শুনিলে হয় জ্ঞান।
অন্তিম কালেতে সেই পাইবে পরিত্রাণ ॥

শুনহ সকল লোক বিধাতার নির্বন্ধ
যেরূপে বাঁচিল ময়না পুত্র গোপীচন্দ্র ॥ ৮৯০
শুনিয়া কানুফার কথা আনন্দ হইল।
সোনার আনিতে ময়না খেতুকে পাঠাইল ॥
ময়নার আজ্ঞাতে খেতু করিল গমন।
ডাকিয়া আনিল আরো সোনার পঞ্চজন ॥
গলে বসন দিয়া ময়না করিল প্রণাম। ৮৯৫
সোনার বলেন মা কোন কাম ॥
ময়না বলে বাছা তোমার বাড়ুক আয়ুর্বল।
শীঘ্র বানাবে বাছা সোনার পুত্তল ॥
সহস্র মোহর ময়না সোনারকে দিল।
ময়নার আজ্ঞাতে সোনার পুতুল বানাইল ॥ ৯০০
পুতুল বানাইল ময়নার পুত্রের প্রমাণ।
দেখিয়া হইল শোভা গোপীচন্দ্রের জ্ঞান ॥
আনন্দ হইল দেখি ময়নামতী রাই।
সেই পুতুল লয়ে গেল কানুফার ঠাঁই ॥

কানুফা বলেন মুনি আনহ বেলদার। ৯০৫
এবে সে জানিবে তোমার পুত্রের নিস্তার॥
এতেক শুনিয়া মুনি বেলদার আনিল।
ঘোড়ার পৈঘরে তখন খুঁড়িতে লাগিল॥
খুঁড়িতে পাইল তখন হাড়িফার গোফা।
যোগ ধ্যানে বসি তথা আছেন হাড়িফা॥ ৯১০
চক্ষু মুদিয়া আছে হাড়ি কিছু নাহি জানি।
কানুফা বলেন পুতুল আনহ সামনি॥
হাড়িফার সামনে পুতুল আনিয়া রাখিল।
মানুষের আকৃতি পুতুল দাঁড়াইয়া রহিল॥
হাড়িফার সাক্ষাতে কানাই শৃঙ্গনাদ পুরিল। ৯১৫
শৃঙ্গনাদ শুনিয়া মুনির ধ্যান ভঙ্গ হইল॥
চেতন পাইল যখন হাড়িফা জলন্ধর।
কানুফা প্রণাম করেন জুড়ি দুটী কর॥
গলে বসন দিয়া মুনি বন্দিল চরণ।
একে একে প্রণাম করিল সর্বজন॥ ৯২০
প্রণাম করিল সবে সিদ্ধা যত জন।
প্রণাম না করে কেবল পুতুল রতন॥
দেখিয়া জ্বলিল হাড়ি অগ্নি অবতার।
কানুফার তরে বলে কি নাম ইহার॥
কহিল কানুফা তখন করি মায়াবন্ধ। ৯২৫
সাক্ষাতে আছেন রাজা সোনার গোপীচন্দ্র॥
শুনিয়া হাড়িফা সিদ্ধা হুহুঙ্কার ছাড়িল।
স্থবর্ণ পুতলী তখন ভস্ম হয়ে গেল॥
ভস্ম হইয়া গেল যখন স্থবর্ণ পুতুলী।
তখনে আনিয়া দিল সিদ্ধের ঝুলী॥ ৯৩০
সোওয়া কুচলা সিদ্ধা হস্তে করি নিল।
সোওয়া মণ ধুতুরার ফল তাথে মিশাইল।
সোওয়া মণ কুচলা সিদ্ধা একত্র করিয়া।
মুখে তুলে দিল নাথ শিব নাম লিয়া॥

সিদ্ধাগণ সিদ্ধিয়ে মহা ব্যস্ত হইল। ৯৩৫
যোগান্ত বেদান্ত কথা কহিতে লাগিল ॥
যখন হইল হাড়ির গোস্‌সা নিবারণ।
কহিতে লাগিল হাড়ির ধরিয়া চরণ।
ময়না বলেন গোঁসাই ক্ষম অপরাধী।
দুটী কর জুড়ি মুই করেছি মিনতি ॥ ৯৪০
হাড়িফা বলেন মুনি বাড়িবে আয়ুর্বল।
কোন চিন্তা নাই তোমার সর্বয়ে কুশল ॥
এত শুনি কহে ময়না হইয়া আনন্দ।
তোমার সেবক হবে পুত্র গোপীচন্দ্র ॥
গলে বসন দিয়া ময়না করিয়া প্রণাম। ৯৪৫
পুত্র গোপীচন্দ্র আমার তোমার গোলাম ॥
গোপীচন্দ্র হবে গোঁসাই তোমার নফর।
সেবক করিয়া তুমি করহ অমর ॥
শুনিয়া হাড়িফা ময়নাক কিছু না বলিল।
কানুফার তরে হাড়িফা শাপ দিল ॥ ৯৫০
শিশুর তরে রক্ষা কর গুরু জলন্ধর।
গুরু ইন্দ্র গুরু চন্দ্র গুরু সর্বসার ॥
গুরু বিনে সেবকের নাহিক নিস্তার।
তুমি গুরু পরমব্রহ্ম ত্রিভুবনের সার ॥
সর্ব মায়া নানা ছল জান গতাগতি। ৯৫৫
গুরু হইয়া সেবকের করিলেন দুর্গতি ॥
প্রলয় কালে তুমি গুরু করিবেন নিস্তার।
এখন শাপ দিয়া ময়না কর ছারখার ॥
গুরু বিনে সেবকের আর কিছু নাই।
নিস্তার করহ নাথ পরম গোঁসাই ॥ ৯৬০
গুরু হইয়া সেবকের করহ উদ্ধার।
প্রলয় কালেতে তার করিবে বিচার ॥
ময়নার বচনে হাড়ীর গোস্‌সা হইল মন।
কহিতে লাগিল সিদ্ধা শাপ বিমোচন ॥

হাড়িফা বলেন শুন ময়নামতী রাই। ৯৬৫
উদ্ধার করিবেক পুনঃ বাইল ভাদাই ॥
এতেক শুনিয়া সবে আনন্দ হইল।
জয়ধ্বনি শঙ্খধ্বনি শৃঙ্গনাদ পূরিল ॥
কানুফা বন্দিল পুনঃ হাড়িফার চরণ।
ডাহুকার গড়ে যায়া চড়ে রথে আরোহণ ॥ ৯৭০
ডাহুকার গড়ে গেল সিদ্ধা কানাই।
হাড়িফার নিকটে গেল ময়নামতী রাই ॥
ময়না বলে শুন তুমি হাড়িফা গোঁসাই।
আঠার বৎসর আমার বালকের পরমাই ॥
উনিশ বৎসর কালে নাহিক উপায়। ৯৭৫
সেবক করিয়া তুমি রাখ রাঙ্গা পায় ॥
সংসারের মধ্যে গুরু তুমি ব্রহ্মজ্ঞান।
সেবক করিয়া দিয়া রাখ নিজ নাম ॥
হাড়িফা বলেন শুন ময়নামতী রাই।
নিজ নামের কথা মুনি শুন আমার ঠাঁই ॥ ৯৮০
স্ত্রী লয়ে করে যে জন সংসারে বসতি।
অমর হইতে পারে কি তার শকতি ॥
রাজ্য করে গোপীচন্দ্র লয়া চারি রাণী।
কেমন করিয়া তারে জ্ঞান দিতে পারি ॥
নারী পুরী ছাড়িয়া যখন হইবে দেশান্তর। ৯৮৫
সেবক করিয়া তখন করিব অমর ॥
গলে কাঁথা পরাইবে চিম্‌টা লবে হাতে।
মাথা মুড়াইয়া যখন দাঁড়াবে রাজপথে ॥
মুখেতে ভুসন মাখি যোগী হয়ে যায়।
তখন করিব সেবক কহিলাম নিশ্চয় ॥ ৯৯০
এতেক শুনিয়া ময়না বন্দিল চরণ।
তখন চলিল ময়না ছাড়াতে রাজন ॥

জননীর উপদেশ

বসি আছে গোপীচন্দ্র পাটের উপর।
বামে বসিয়াছে রাজার পাত্র মনোহর॥
খেলার সখি গেছে রাজার বালা লখিন্দর। ৯৯৫
তাম্বুল যোগায় রাজার খেতুয়া নফর॥
সেনাপতি আছে কত তাহার লেখা নাই।
সেইখানে দাঁড়াইল ময়নামতী রাই॥
ময়নাক দেখিয়া তখন সবে খাড়া হইল।
শতে শতে প্রজাগণ মস্তক নোয়াইল॥ ১০০০
পাত্র মিত্র খাড়া হইয়া বন্দিল চরণ।
বসিতে আনিয়া দিল রাজসিংহাসন॥
খেতুয়া আনিয়া দিল ভৃঙ্গারের পানি।
পদ প্রক্ষালিয়া তখন বসিল মা মুনি॥
লক্ষের পতুকা রাজা গলেতে জড়িল। ১০০৫
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি চরণ বন্দিল।
বাহু পসারিয়া মুনি পুত্র লইল কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন কমলে।
মায়ে পুত্রে হাসিয়া বসিল এক ঠাই।
পুত্রেক বঝায় মা ময়নামতী রাই॥ ১০১০
মুনি বলে শুন তুমি পুত্র গোপীচন্দ্র।
রাজ্য পাট যত দেখি সব মিথ্যা ধন্ধ॥
রাজ্য কর গোপীচন্দ্র লয়া চারি নারী।
মনুষ্য উপরে আছে যমের অধিকারী॥
মরণ কর আগ বাছা জীবন কর পাছ। ১০১৫
নারী পুরী ত্যাগ বাছা দৃঢ় কর গাছ॥
উজান বহে যায় নাহি দেয় ভঙ্গ।
যোগে মনেক দেহ না ছাড়িবে সঙ্গ॥
বিষম শিকল বন্দে মনকে না দেয় ঠাই।
মনেক বান্ধিলে বাছা তলের লাগাল পাই॥ ১০২০

এই সংসার মাঝে মন ডাকত বড়।
বিপদ পাথারে হন দাগা দিবে বড় ॥
মন রাজা মন প্রজা মন মায়া ফন্দ।
মন বান্ধ তন চিন্ত শুন গোপীচন্দ্র ॥
ছাড় বাছা রাজ্য পাট আর উত্তম ভোগ। ১০২৫
ছাড়ে দেও কামিনীর মায়া সাধে লেও যোগ ॥
যোগ পদ বড় পদ যদি জ্ঞান পায়।
যমের মুখে ছাই দিয়ে চার যুগ বেড়ায়॥
রাজা বলে শুন মা ময়নামতী রাই।
নিশ্চয় জানিলাম তোমার পুত্রের দয়া নাই ॥ ১০৩০
অন্যের মারে বলে বাছা দুগ্ধে অন্ন খাও।
তু মাও সদাই বল যোগী হয়া যাও ॥
যোগী হয়ে যাব মা কি ধন পাব নিধি।
এ সুখ সম্পদ কালে মা বাম হৈল বিধি ॥
মা হয়ে সদাই বল হইতে দেশান্তরী। ১০৩৫
পিতা মোরে দিল বিয়া এ চারি সুন্দরী ॥

আগে বিভা দিল পিতা, মহেশচন্দ্রের দুহিতা,
নাম তার চন্দ্রসেনা যুবতী।
যৌতুক দিলেন যত, তাহা বা কহিব কত,
চড়িতে দিলেন মদন নামে হাতী ॥ ১০৪০
বিভা দিল তার পরে, নেহালচন্দ্রের ঘরে,
তাহার নাম ফন্দনা যুবতী।
নেহালচন্দ্রের ঝি, রূপ তাহার কব কি,
যেন দেখি স্বর্গের বিদ্যাধরী ॥
যৌতুক দিলেন ধন, দাসী দিল পঞ্চজন, ১০৪৫
চড়িবার দিল খাসা ঘোড়া।
নৌকা দিল জলকর, তার পার্শ্বে স্বর্ণ ঘর,
আর দিল মদন নামে ঘোড়া ॥

তার পরে বিভা করি, হরিশ্চন্দ্রের কুমারী,
নাম তার অতুনা রূপসী। ১০৫০
বচন কোকিলার ধ্বনি, বাঁশীর হেন রব শুনি,
সর্বক্ষণ মধু মধু হাসি॥
তার ছোট দিল কন্যা, তরে নাম পতুনা ধন্যা,
খঞ্জন চলন যেন ধীরে।
যত ছিল আভরণ, সর্বাঙ্গে পরিধান, ১০৫৫
আইল কন্যা বিভার বাসরে॥
দেখেন কন্যার রূপ, আয়গণ অপরূপ,
মহারাজার মনের কৌতুক।
কন্যার হাতেতে ধরি, দেব ব্রহ্মা সাক্ষী করি,
বিভা রাত্রে দিলেন যৌতুক॥ ১০৬০
এহি তিন বিভা করি, পান্থ চারি সুন্দরী,
দেবকন্যা জিনিয়া রূপে গুণে।
মেহেরকুলের রাজপথ, এমন সুখ সম্পদ,
ইহা ছাড়ি যাবে কোন স্থানে॥
অতুনার বাসর ঘরে, যদি যাই যমের পুরে, ১০৬৫
তবে তো না হবে দেশান্তরী।
সুকুর মামুদ কয়, মরণ কোথা থাকে ভয়,
তবে রাজা ছাড় নারী পুরী॥

ময়না বলে বাছা তুমি না বুঝিবে ভাল।
মা হয়ে পুত্রেক আর বুঝাব কত কাল॥ ১০৭০
এই রাজ্যে ছিল রাজা কত নরপতি।
এ সুখ সম্পদ তারা থুয়ে গেল কতি॥
অযোধ্যায় ছিল রাজা রাম রঘুপতি।
স্ত্রীর কারণে তার কতেক দুর্গতি॥
শুনেছিলাম লঙ্কাতে ছিল লঙ্কেশ্বর। ১০৭৫
সীতাকে হরিয়া সেই গেল যমনগর॥

গোকুল মথুরায় জন্মেছিল নারায়ণ।
রাধিকার কারণে তার বিধির বিড়ম্বন ॥
এহি রাজ্যে ছিল রাজা রোজা ধন্বন্তরি।
স্ত্রীর ঠাঁই মর্ম কহি সেহ গেল মরি ॥ ১০৮০
সর্বখানি দোষ নারীর একখানি গুণ।
স্ত্রীর পেটে যদি জন্মিল মহাজন॥
এক নারী তোমার ময়নামতী রাই।
আর যত নারীর কথা শুন আমার ঠাঁই।
এক নারী গঙ্গাদেবী যাহাতে করি স্নান। ১০৮৫
আর নারী লক্ষ্মীদেবী যাক খাইলে পরিত্রাণ॥
আর নারী সরস্বতী ভজিলে বিদ্যা পাই।
আর নারী নিদ্রায়ালী সংসারে নিদ্রা যাই ॥
আর নারী বসুমতী সাসারে লৈল ভার।
ইহা ছাড়া যত নারী সব দুরাচার॥ ১০৯০
হাটে নারী ঘাটে নারী নারী পতিঘরে।
যত পুরুষ দেখ নারীর বেগার খেটে মরে।
সহস্র কৌটা রত্ন হয় অতি মহারস।
সে ধন ফুরাইলে পুরুষ নারীর হয় বশ॥
সিংহের আকার নারীর বাঘের মত চায়। ১০৯৫
হাড় মাংস থুয়া বাছা মহারস লয়॥
পুরুষের ধন লয় স্ত্রী বেপার করে।
লোভেতে থাকিয়া পুরুষ বেগার খাটে মরে॥
আপনার হাল গরু বেগানার ভূঁয়ে চাষ।
আয়ুর্বলের ক্ষয় আর বেছোনের সর্বনাশ॥ ১১০০
লোহা দিয়া বান্ধে লাঙ্গল মাটিতে যায় ক্ষয়।
থোর কলা বাতুলে খাইলে কলা ডাঙ্গর লয়।
কাঁচা বাঁশে ঘুন লাগিলে কত ভার সয়।
মূল খুঁটিতে ঘুন লাগিলে ঘর পড়িবারে চায়॥
বন্ধন ছুটিলে ঘরের নাহিক উপায়। ১১০৫
ছাঁটনেতে ঘুন লাগিলে ঘর পড়ে যায়॥

আট হাত বৃক্ষ বাছা যোড়ামুটি ফল।
নজরের পাপ কারণ সংসার ব্যাকুল॥
পুরুষের ভক্ষণ নয় খাইতে না জুয়ায়।
সেই ধন ফুরাইলে পুরুষ যমঘরে যায়॥ ১১১০
আধার ভুঞ্জিলে বাছা ভাণ্ড হয় খালি॥
দিনে দিনে রসাতল পুরুষের গাবুরালী॥
এ সুখ সম্পদ বাছা থাকিবে পড়িয়া।
আর আসিবে যমের দুত লইবে বান্ধিয়া॥
ইষ্ট মিত্র ভাই বন্ধু কান্দিবে বেড়িয়া। ১১১৫
বুকে বাঁশ দিয়া বাছা ফেলিবে বান্ধিয়া॥
সুস্থির হইলে কান্দিবে দিন দুই চারি।
অন্ন জল খাইলে বাছা যাইবে পাসরি।
স্ত্রী পুত্র কান্দে বাছা ঠাণ্ডা পানি পিয়ে॥
কুকধরুণী মায়ে কান্দে যাবৎ প্রাণে জিয়ে॥ ১১২০
মৎস্যে চিনে গভীর গঙ্গা পক্ষী চিনে ডাল।
মায়ে জানে পুত্রের মায়া জীবে যত কাল॥
ছাড় বাছা রাজ্য পাট মুখে মাখ ছাই।
মায়ে পুত্রে যোগী হয়ে চার যুগ বেড়াই॥
রাজা বলে তোমার বাক্য লঙ্ঘিতে না পারি। ১১২৫
পাকিলে মাথার চুল যাব দেশান্তরী॥
মায়ে বলে বাছা তুমি তত্ত্ব কথা শুন।
কিরূপে পাকিবে চুল যম নিদারুণ॥
আঠার বৎসর বাছা তোমার পরমাই।
উনিশ বৎসর কালে যমের ঠাঁই॥ ১১৩০
উনিশ বৎসর কালে তোমার মরণ।
কেমনে পাকিবে চুল যম নিদারুণ॥
রাজা বলে শুন মা বলি তোমার তরে।
আমি রাজা যোগী হব যম রাজার ডরে॥
যম এক রাজা মা আমি এক রাজ্যেশ্বর। ১১৩৫
কি করিতে পারে মা করিব সংহার॥

ষোল বঙ্গের রাজাই আমাক দিয়াছেন গোঁসাই।
মারিব যমেক আমি করিয়া লড়াই।
ময়না বলেন যমেক আমি দেখিতে না পাই।
কি মত প্রকারে বাছা করিবে লড়াই ॥ ১১৪০
লস্কর লইয়া যম নাহি যায় রণে।
শূন্য পথে থাকে যম ব্রহ্মগুণে টানে ॥
রাজা বলে শুন মা ময়নামতী রাই।
এক নিবেদন তোমার চরণে জানাই ॥
আঠার বৎসর মা আমার পরমাই। ১১৪৫
সেবক করাবে আমার কোন গুরুর ঠাঁই ॥
ময়না বলে শুন বাছা তুমি আমার স্থানে।
সেবক করাব তোমাকে হাড়িফার চরণে ॥
যেই মাত্র গোপীচন্দ্র শুনিল হাড়ির নাম।
কর্ণে হাত দিয়া রাজা বলে রাম রাম ॥ ১১৫০
হাড়িফার কথা শুনি রাজা কান্দিতে লাগিল।
মুখের তাম্বুল রাজা তখন ফেলিল ॥
গোপীচন্দ্র বলে মা গেল জাতি কুল।
হাড়িফার সেবক হব আর নাহি মূল ॥
মালী তেলী আছে যত আছে কায়স্থ কামার। ১১৫৫
ব্রাহ্মণ যবন আছে সবার প্রধান ॥
এতেক থাকিতে আমি লব হাড়ির জ্ঞান।
লোকেতে দুর্নাম গাবে না থাকিবে মান ॥
এহিত সংসারে আছে কত জাতি লোক।
রাজা হয়ে হব আমি হাড়িফার সেবক ॥ ১১৬০
এহি বলে কান্দে রাজা চক্ষে পড়ে পানি।
পিতা অসম্ভবে জাতি ডুবাইল জননী ॥
হায় হায় বলিয়া রাজা মারিল কপালে।
বসন ভিজিল রাজার নয়নের জলে ॥
ময়না বলে শুন বাছা রাজার কুমার। ১১৬৫
জাইতে হাড়ি নয়ে বাছা হাড়িফা জলন্ধর ॥

ছোট বলি বল বাছা হাড়িফা শুনিলে কানে।
শাপ দিয়ে ভস্ম করিলে বাছা রাখে কোন জনে ॥
হাড়ি ও হাড়ি নয় হাড়িফা জলন্ধর।
চুলে করি পিতে পারে এ সপ্ত সাগর ॥ ১১৭০
জ্ঞানে ধ্যানে হাডিফা বান্ধিয়াছে চুডা।
দিবা রাত্রি ফিরে হাডি যমকে করি ঘোড়া ॥
যম রাজা হয় যার নিজের চাকর।
চন্দ্র সূর্য দুই জন কুণ্ডল কানেব ॥
পঞ্চ বৎসর পোতা ছিল ঘোড়ার পৈঘরে। ১১৭৫
অন্ন জল না খাইল তবু তো না মরে ॥
রাত্রি দিবা করে যে জন গুরুর সেবন।
তাহাকে না জানে কোন মনুষ্য রতন ॥
হেন গুরু মিলিল বাছা কপালের ফলে।
বুদ্ধি হারাইলে কেন কামিনীর ছলে ॥ ১১৮০
তোমাকে বলি বাছা ছাড় স্ত্রীর আশ।
হাড়িফার চরণ সেবি হওগা সন্ন্যাস ॥
ময়না বলে শুন তুমি রাজার কুমার।
যেরূপে হইল শুন জনম সিদ্ধার ॥

হাড়িফার যত গুণ, কর্ণ পাতিয়া শুন, ১১৮৫
যেরূপে জন্মিল জলন্ধর।
অনাদ্যের ঘাম হৈতে, চণ্ডিকা জন্মিল তাথে,
দুর্গা হইল পরমা সুন্দর ॥
ডাহুকার অধিষ্ঠাত্রী, নাম ধরেন পার্বতী,
ত্রিভুবনে মোহন আকার। ১১৯০
চণ্ডিকার রূপ দেখি, অনাদ্য হইল সুখী,
নাহি ছিল সংসারের সার ॥
অনাদ্য ঘটাইল মায়া, দেবী বাম হস্তে লয়া,
তাহাতে জন্মিল চারি জন।

ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই ভাই, ছোট হইল শিবাই, ১১৯৫
নাম গেল পাতাল ভুবন ॥
দেখি প্রভু ভাবে মনে, মরি তবে নিরঞ্জনে,
কেবা চণ্ডী করিবে পালন।
অনাদ্যের অঙ্গীকার, সংসার সৃষ্টি করিবার,
কারে চণ্ডী করি সমর্পণ ॥ ১২০০
বুঝিয়া সভার মতি, বিভা দিব ভগবতী,
আগে বুঝি কার কেমন ভার।
এতেক ভাবিয়া মনে, ডাক দিল তিন জনে,
পুষ্প দিল পূজা করিবার ॥
তিন ঘাটে তিন জন, পূজে নাম নিরঞ্জন, ১২০৫
মৃতরূপে ভাসে নিরঞ্জনে।
ভাসিয়া জলের পরে, মৃতরূপে মায়াধরে,
গেলেন প্রভু নিকটে ব্রহ্মার ॥
নৈরাকারে মৃত দেখি, ভয় পায় চর্ম্মখী,
পূজা ছাড়ি উঠিয়া পালায় ॥ ১২১০
সে ঘাট করিয়া পাছে, গেলেন বিষ্ণুর কাছে,
দেখি বিষ্ণু বিমুখ হইল।
বুঝিয়া বিষ্ণুর মন, মৃতরূপে নিরঞ্জন,
গেলেন যথা পূজিছেন শঙ্কর।
ব্রহ্মদেব না জানে মতি, বিষ্ণু হইল প্রজাপতি, ১২১৫
কিঞ্চিৎ ধ্যানে মহেশ্বর ॥
ধ্যানে জানিল হরি, কোন জন গেল মরি,
মৃতরূপে আইল আপনে।
যারে আমি পূজা পূজি, মৃতরূপে সেই বুঝি,
পুষ্প দিল মৃতের চরণে ॥ ১২২০
মৃত পূজা পূজে ভোলা, নিরঞ্জন গেল গল্যা,
শিব চন্দন বলে মাথে গায়।
বুঝিয়া শিবের মন, মৃতরূপে নিরঞ্জন,
নিজরূপে দিল পরিচয় ॥

পরিচয় পায়ে হরি, মাথে নিরাঞ্জন করি, ১২২৫
গেল শিব হাতে সিঙ্গা করি।
বমাবম গাল বাজায়, ঘন ঘন বিষ্ণু গায়,
কমণ্ডুলে গঙ্গা ত্রিপুরারি॥
সেই গঙ্গা ভগীরথে, আনিলেন পৃথিবীতে,
হইল গঙ্গা পতিতপাবনী। ১২৩০
বুঝে সেবকের মতি, বিভা দিল ভগবতী,
ব্রহ্মা বিষ্ণু করে কানাকানী॥
শিব কৈল অবিচার, পৃথিবীতে কুলাঙ্গার,
শিব জননীক বিভা করে।
শিব করে কুকাজ, আমবা পাইব লাজ, ১২৩৫
কেমনেতে বধিব শঙ্করে॥
শিকার করিব মনে, লয়া গেলেন অরণ্যে,
হাতে করি লোহার মুদ্গর।
এতেক ভাবিয়া চিতে, শিবেক লইয়া সাতে,
উতরিল জঙ্গল ভিতর॥ ১২৪০
সবে এই তিন ভাই, পৃথিবীতে আর নাই,
এক তরুতলেতে বসিয়া।
মুদ্গর লইয়া হাতে, মারিল শিবের মাথে,
মস্তক চৌচির হয়ে গেল॥
শিবের মাথে দিল বাড়ী, শিব যায় গড়াগড়ি, ১২৪৫
অচৈতন্য হইলেন শিব।
জন্মিলেন চারিজন, শুন তাহার বিবরণ,
তাহা হইতে হইল চারি জীব॥
বিধাতার কি হইল সায়, শিব গড়াগড়ি যায়,
গোর্খনাথ হইল শিব মুণ্ডে। ১২৫০
কানে কানুফা হইল, হাড়ে হাড়িকা জন্মিল,
মীননাথ জন্মিল নাভি কুণ্ডে॥
এক ছিল পঞ্চানন, সিদ্ধা হইল চারিজন,
তার পরে চৈতন্য শঙ্কর।

অনন্ত সাগর কূলে, শিব নিজ নাম বলে, ১২৫৫
জ্ঞান সাধি হইল অমর ॥
এইরূপে সিদ্ধাগণ, জন্মিলেন চারি জন,
সিদ্ধার প্রধান মহেশ্বর।
এমতে জনম যার, সেবক হইবে তার,
কেন হেলা কর হাড়িফার ॥ ১২৬০
স্থকুর মামুদে ভণে শুনে হিন্দুর পুরাণে,
যবনের নহে হিন্দুয়ানী।
কিছু যে তাল কয়, সে কথা অন্যথা নয়,
হাদিছে জানিয় মুসলমানী ॥

জ্ঞানলাভের কাহিনী

শুনিয়া হাড়িফার কথা প্রণাম করিল। ১২৬৫
ময়নার গুরুর কথা পুছিতে লাগিল ॥
রাজা বলে শুন ময়নামতী রাই।
তুমি সেবক হয়েছিলেন কোন গুরুর ঠাঁই ॥
রাজকন্যা হও তুমি তিলকচন্দ্রের ঝি।
তোমাকে যে জ্ঞান দিল তাহার নাম কি ॥ ১২৭০
রাজঘরে জন্ম তোমার সর্বলোকে জানে।
রাজকন্যা হয়ে জ্ঞান সাধিলে কেমনে ॥
কেমনে মহস্তে তোমাক দিয়াছিল জ্ঞান।
রাজকন্যা হয়ে তুমি সাধিলে নিজ নাম ॥
এতেক শুনিয়া ময়না কহিতে লাগিল। ১২৭৫
যেমন প্রকারে ময়না জ্ঞান পেয়েছিল ॥
ময়না বলে শোন বাছা রাজার কুমার।
তিলকচন্দ্র বাপ আমার রাজরাজ্যেশ্বর ॥
বালক অবধি আর নাহি কাম আন।
সর্বক্ষণ শুনি আমি ভাগবত পুরাণ ॥ ১২৮০
এতেক ভাবিয়া পিতা আপনার মনে।
পড়িবার দিল আমাক দ্বিজ গুরুর স্থানে ॥

প্রাতঃকালে স্নান করি হস্তে লইলাম খড়ি।
পড়িবার কারণে যাই দ্বিজ গুরুর বাড়ী॥
এইরূপে শাস্ত্র পড়ি গুরু পাঠশালে। ১২৮৫
উদয় হইল গুরু আমার কপালে॥
গুরুর বাড়ীর যাই আমি শাস্ত্র পড়িতে।
দৈবযোগে দেখা হইল যতি গুর্থের সাথে॥
অপূর্ব গমনে নাথ যায় শূন্যপথে।
আমার রূপ দেখি নাথ লাগিল কহিতে। ১২৯০
গুরু বলে কন্যার রূপের বালাই যাই।
এমন সুন্দর কন্যা কভু দেখি নাই॥
হাতে পদ্ম পায়ে পদ্ম কপালে রত্ন জ্বলে।
এমন সুন্দর কুমারী শরীর নির্মলে॥
করতলে পদ্মফুল নথ চাম্পার কলি। ১২৯৫
রূপ দেখি যেন আমি চন্দ্রের পুতলী॥
রূপের করিয়া ব্যাখ্যা লাগিল কহিতে।
এমন বালক যাবে যমের পুরীতে॥
গুরু বলে আজ নাম খিয়াতেক রাখিব।
নিজ নাম দিয়া কন্যাক অমর করিব॥ ১৩০০
এতেক ভাবিয়া নাথ আপনার চিতে।
রথ হইতে দাঁড়াইল নাথ রাজপথে॥
পুরুণ আছিল নাথের তাম্রের পতি।
আছিল দর্শনে নাথের কর্ণে দিল মোতি॥
মুখেতে আছিল নাথের পরিপক্ক দাড়ি। ১৩০৫
পায়েতে সোনার খড়ম হাতে সোনার নড়ী॥
গলায় দেখিনু তার ভাঙ্গ ধুতুরার ঝুলী।
সিংহ আছিল আর বগলে বগলী॥
রুদ্রাক্ষ ভদ্রাক্ষ মালা গলেতে শোভন।
যোগীরূপ দেখিনু চিতে না ভাবিনু আন॥ ১৩১০
গলে বসন দিয়া করিলাম প্রণাম।
যোড়হাতে গুরুদেবের বন্দিনু চরণ॥

দেখিয়া তুষ্ট হইলেন গুরু মহাজন।
নাথ বলে কন্যা ধর্ম্মজ্ঞান অতি।
অতিথ দেখিয়া করে এতেক ভকতি॥ ১৩১৫
অল্প বয়সে কন্যা বুদ্ধির সাগর।
বুঝিব কন্যার মন আছে কত দূর॥
এতেক ভাবিয়া নাথ আপনার চিত্তে।
প্রবন্ধ করিয়া নাথ লাগিল কহিতে॥
গুরু বলেন বাছা শুন আমার ঠাঁই। ১৩২০
সাত দিন হইল আমি কিছু খাই নাই॥
যদি তুমি আমার তরে করাও ভোজন।
আশীর্বাদ দিব বাছা না হবে মরণ॥
গুরুর চরণে যদি এতেক শুনিনু।
গুরু সঙ্গে লয়ে আমি নিজ গৃহে গেনু॥ ১৩২৫
ফুল টঙ্গিতে দিনু মুই বসিতে আসন।
ভৃঙ্গারের জলে নাথের ধোয়ানু চরণ॥
দুইখানি পাদুকা নাথের মুছাইনু কেশে।
অন্ন আনিতে গেনু মনের হরিষে॥
সুবর্ণের থালিখানি আমরুলে মাজিয়া। ১৩৩০
গঙ্গাজল লইনু এক ভৃঙ্গার ভরিয়া॥
আতব চাউলের অন্ন থালিতে ভরিনু।
বার বৎসরের ভোজন তাথে সাজাইনু॥
সেই অন্ন ব্যঞ্জন বাছা থালিতে রাখিয়া।
খোয়া দুগ্ধ দিনু আর কোটর ভরিয়া॥ ১৩৩৫
আর থালে ছাপাইয়া লইনু যোড়হাতে।
ভক্তি করিয়া সব দিনু গুরুর সাক্ষাতে॥
থাল সরাইয়া গুরু করিল নজর।
দেখিয়া আনন্দ হইল গুরু হরিহর॥
হুহু শব্দ করি নাথ হুহুঙ্কার ছাড়িল। ১৩৪০
থালি হইতে অন্ন ব্যঞ্জন শূন্যে উড়াইল॥

নাহি জানি অন্ন ব্যঞ্জন গেল কোন ঠাঁই।
স্থানে স্থানে দুগ্ধ পান করিল গোঁসাই॥
সিদ্ধা মহন্ত যোগী পান নাহি খায়।
পানের বদলে তারা হরতকী চাবায়॥ ১৩৪৫
হরতকী আনিয়া দিনু গোটা পাচ সাত।
দেখিয়া আনন্দ হৈল যতি গোর্খনাথ॥
হস্তে ধরি গুরুদেব সাক্ষাতে বসাইল।
এক নামে চৌদ্দ বেদ কর্ণে শুনাইল।
ব্রহ্মনাম পায়ে তখন শূন্যেতে উড়িনু। ১৩৫০
চতুর্থ ভুবন বাছা পলকে দেখিনু॥
থাবা দিয়া গুরুদেব ধরে বাম হাতে।
জ্ঞান আসনে নাথ বসাইল সাক্ষাতে।
এক অক্ষরে তিন নাম সর্ব নামের সার।
সে নাম কর্ণে শুনাইল গুরু হরিহর॥ ১৩৫৫
এক নাম অনন্ত নাম নাম অন্ত হয়।
সেইত অনন্ত নাম গুরুদেব কয়॥
এহি নাম জপিও বাছা আসন করিয়া।
কি করিতে পারে যম আপনে আসিয়া॥
আসনে বসিয়া নাম সাধিলে সাক্ষাতে। ১৩৬০
ভঙ্গ দিব জরা মৃত্যু যম কালদূতে॥
যোগ আসনে যখন সাধিনু নিজ নাম।
গুরুদেব বলে বাছা সিদ্ধি মনস্কাম॥
আশীর্বাদ দিল আমাক গুরু হরিহর।
আর মরণ না হইবে চারি যুগ ভিতর॥ ১৩৬৫
আশীর্বাদ দিয়া নাথ পুছে আর বার।
সেবক হইলে বাছা কি নাম তোমার॥
গলে বসন দিয়া গুরুক করিনু প্রণাম।
গুরুর চরণে কৈনু আপনার নাম॥
পিতায় রাখিল নাম সুবদনী রাই। ১৩৭০
ধরিলে গুরুর চরণ যেবা নাম পাই॥

গুরু বলেন বাছা শুন আমার ঠাঁই।
যোগপথে নাম তোমার ময়নামতী রাই ॥
শুন নিবেদন করি গুরুর চরণে।
বিভা হইবে আমার কোন রাজার সনে ॥ ১৩৭৫
গুরু বলেন বাছা কি কথা কহিলে।
যোগপদ সাধিয়া বাছা বিভা নাম নিলে।
এহি রাজ্যে আছে নাম মেহেরকুল শহর।
বাইলচন্দ্র নামে ছিল তাহার রাজ্যেশ্বর ॥
তাহার এক পুত্র আছিল পালচন্দ্র। ১৩৮০
তাহার পুত্র রুকচন্দ্র বিধাতার নির্বন্ধ ॥
তাহার ঘরে পুত্র আছিল মাণিকচন্দ্র।
তাহার সঙ্গে হবে তোমার বিবাহ সম্বন্ধ ॥
মাণিকচন্দ্রের বিভা হবে তোমার সনে।
শৃঙ্গার বাসনা তোমার না রহিবে মনে ॥ ১৩৮৫
এত শুনি নিবেদিনু হইয়া ব্যাকুল।
যদি পুত্র না হইবে বিভাতে কিবা ফল ॥
সেবক করিয়া গুরু হইলে নিষ্ঠুর।
বালক না হবে যদি হইব আটকুড় ॥
নিবেদন শুনি কহিলেন হরিহর। ১৩৯০
এক পুত্র হবে ময়না আমি দিলাম বর ॥
শৃঙ্গার স্বামী বিনে হবে গর্ভের সঞ্চার।
গোপীচন্দ্র নামে পুত্র হইবে তোমার ॥
আঠার বৎসর যখন হইবে বালক।
বালকে করাবে তখন হাড়িফার সেবক ॥ ১৩৯৫
তখন সেবিবে গুরু হাড়িফার চরণ।
বাড়িবে পরমাই আর না হবে মরণ ॥
কহিল সকল কথা গুরু মহাজন।
আশীর্বাদ দিয়া গুরু করিল গমন ॥
ময়না বলে শুন বাছা রাজপুত্র সুত। ১৪০০
আমার গুরুর নাম গোর্খ অবধূত ॥

তুমি যদি হইলে বাছা গোখের ঘরে।
দশ মাস দশ দিন ধরিনু উদরে ॥
তোমাকে কহিনু বাছা তত্ত্ব বচন।
হাড়িফার চরণ সেব না হবে মরণ ॥ ১৪০৫
ছাড় বাছা রাজ্য পাট কিছু নহে সার।
গুরু বিনে পৃথিবীতে নাহিক নিস্তার ॥
ছাড় বাছা রাজ্য পাট মুখে মাখ ছাই।
মায়ে পুত্রে যুগী হয়ে চার যুগ বেড়াই ॥
শুনিয়া মায়ের কথা প্রণাম করিল। ১৪১০
পুনর্বার ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল ॥

রাজার জিজ্ঞাসা

রাজা বলে শুন মা ময়নামতী রাই।
আর এক নিবেদন চরণে জানাই ॥
উচিত কহিব কথা দোষ কিছু নাই।
ক্রোধ করিয়া গালি দাও বাবার দোহাই ॥ ১৪১৫
এমন জ্ঞানী মা ছিলে বাপের ঘরে।
তুমি থাকিতে কেনে আমার বাবা মরে ॥
সেই সকল কথা মা শুনিবার চাই।
নিশ্চয় হইব যোগী মনে কিছু নাই ॥
যেইমাত্র গোপীচন্দ্র যোগী হতে চাহিল। ১৪২০
পুত্রের কথা শুনি মুনি হাতে স্বর্গ পাইল ॥
বাহু পসারিয়া ময়না পুত্র লইল কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন কমলে ॥
ময়না বলে বাছা কহি তোমার তরে।
যেরূপে তোমার পিতা গেল যমঘরে ॥ ১৪২৫
যখন বয়স আমার হৈল পঞ্চ বৎসর।
জ্ঞান দিয়া গুরুদেব করিল অমর ॥
যখন হইলাম আমি সপ্ত বৎসর।
বিবাহ করিল তোমার পিতা রাজ্যেশ্বর ॥

বিভার বাসরে আমি ধ্যানেতে বসিনু। ১৪৩০
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আমি সকল গুণিনু॥
তোমার পিতার পরমাই গণিনু সকল।
তোমার পিতার পরমাই বৎসর ষোল॥
রাজার পরমাই বাছা পাইনু পরতেক।
যোগবলে রাখিয়াছিলাম বৎসর শতেক॥ ১৪৩৫
তোমার পিতাক কহিলাম জ্ঞান সাধিবার।
স্ত্রী বলিয়া রাজা আমাক করে অস্বীকার॥
স্ত্রীর সেবক হয় যেই পুরুষ বর্ব্বর।
সভাতে বসিয়া স্ত্রীর করিব আদর॥
সংসার জিনিয়া স্ত্রী যদি হয় জ্ঞানী। ১৪৪০
স্ত্রীর সেবক স্বামী হয় শাস্ত্রে নাহি শুনি॥
স্ত্রীর সেবক হয়ে করিব বিলাস।
সকল সংসারের লোক করিবে উপহাস॥
এইত সংসারের মধ্যে আছে কত লোক।
কোন পুরুষ হয়েছিল নারীর সেবক॥ ১৪৪৫
জন্মিলে মরণ আছে সর্বলোক কয়।
আমি রাজা যোগী হব যম রাজার ভয়॥
তোমার পিতা বলে আমি যদি প্রাণে মরি।
তবেত স্ত্রীর সেবক হইতে নাহি পারি॥
এহি কহিয়া রাজা করে অহঙ্কার। ১৪৫০
তে কারণে গেল রাজা যমের দুয়ার॥
শুন বাছা গোপীচন্দ্র যোগের কাহিনী।
বাইন শক্ত হইলে বাছা নৌকায় না লয় পানি॥
খাকের খাটী মাটী বাছা খাকের আবর।
পবনেতে গুণ টানে নৌকায় এত জোর॥ ১৪৫৫
অসার সার করিলে বাছা কামিনীর কোলে।
মরিবে খাইবে মাংস শকুন ও শৃগালে॥
কাগা কাণ্ডারী নৌকার শকুন ভাণ্ডারী।
শৃগাল বলেন আমি নায়ের অধিকারী॥

দুইখানি চোহুড় লায়ের চৌহুড় দুইখান। ১৪৬০
ব্রহ্মা কুণ্ডেতে বসে লায়ের দেওয়ান ॥
পাঁচ পণ্ডিত লয়া মনুরা চলে বাঁয়ে।
সাধন কর বাছা হৃদয় সবায়ে ॥
জ্ঞান সাধ ধ্যান কর পাইবে পরিচয়।
কাণ্ডারী থাকিতে কেন যাও অন্য ঘাটে। ১৪৬৫
বাছিয়া লাগাও নৌকা নিরাঞ্জন জিটে ॥
নিরাঞ্জনের ঘাট বাছা অমূল্য কাণ্ডারী।
সেই ঘাটে নাই বাছা যমের অধিকারী ॥
নিরাঞ্জন বদলে বাছা গুরুক যেবা মানে।
গুরুকে না চিনিলে বাছা নিরাঞ্জন চিনে ॥ ১৪৭০
দেহের মধ্যে গয়া গঙ্গা ত্রিবেণীর ঘাট।
কিনি বিকি কর বাছা শ্রীকলার হাট ॥
বাছিয়া খরিদ কর অজপা নামের ধ্বনি।
মুখে জপ নিজ নাম দুই কর্ণে শুনি ॥
পাঁচ মাণিক আছে বাছা নৌকার ভিতর ৪৭৫
গুরুকে ভজিয়া কর রত্ন হস্তান্তর ॥
সর্বদেব হইতে বাছা গুরুদেব বড়।
গুরু ভজ নাম জপ মায়া জাল ছাড় ॥
মায়া জাল বিষম জ্বাল যমরাজের থানা।
গৃহ বাস করিলে বাছা যমে দিবে হানা ॥ ১৪৮
হাড়িফার চরণ সেব চিন দিবা রাতি।
কি করিতে পারে তোমাক যমের কি শকতি ॥
দুই লোচন সর্ব জীবের কিবা পশু পক্ষ।
জ্ঞান সাধন করে দেখ প্রতি লোমে চোক্ষ ॥
ধ্যান করিলে দেবগণ হয় আজ্ঞাকারী। ১৪৮৫
জ্ঞানের উপরে নাহি যমের অধিকারী ॥
আব আতশ খাক বাদ দিবাকর নিশি।
বৃক্ষের তলে রহ বাছা ছাড় গৃহবাসী ॥

মুনি বলে গোপীচন্দ্র কেন হইলে ভোলা।
হাড়িফার চরণ সেব নাহি কর হেলা॥ ১৪৯০
ছাড় বাছা রাজ্য পাট মুখে মাখ ছাই।
মায়ে পুত্রে যোগী হয়ে চার যুগ বেড়াই॥
স্থকুর মামুদে ভণে ভাবি নিরাঞ্জনে।
রাজ্য পাট ছাড় বাছা মায়ের বুঝানে॥

এতেক শুনিয়া রাজা কহে মায়ের ঠাঁই। ১৪৯৫
নিশ্চয় হইবে যোগী মনে কিছু নাই॥
যাই রাণীর কাছে আমি বিদায় হয়ে আসি।
কন্যা বিহনে আমি হইব সন্ন্যাসী।
যখন গোপীচন্দ্র যোগী হইতে চাহিল।
শুনিয়া মুনির মন আনন্দ হইল॥ ১৫০০
মুনি বলে খেতু বাছা আমার কথা লেও।
মহলে যাইবে গোপীচন্দ্র তার সঙ্গে যাও॥
রাণীর মায়াতে রাজা ভুলিবে যখন।
উচিত কহিয়া বাছা বুঝাবে তখন॥
চারি নারীর মায়া বাছা পার ছাড়াইবার। ১৫০৫
রাজ্য পাট যত দেখ সকলি তোমার॥
মুনির আদেশ খেতু শুনিয়া শ্রবণে।
ঝারি হাতে যায় খেতু গোপীচন্দ্রের সনে॥
গোপীচন্দ্র বসিল যায়া যোড়মন্দির ঘরে।
নারীকে কহিতে খেতু গেল একশ্বরে॥ ১৫১০
চারি রাণী খেলে পাশা হরষিত হয়া।
কহিতে লাগিল খেতু প্রণাম করিয়া॥
চারি রাণী কর কিবা পালঙ্কে বসিয়া।
দেখ গিয়া যায় রাজা সন্ন্যাসী হইয়া॥
খেতু বলেন তোমরা খেলা কর দূর। ১৫১৫
যোগী হয়ে যায় তোমার সিঁথের সেন্দুর॥

শুনিয়া খেতুর কথা চারি রাণী কান্দে।
সরম না করে কাপড় কেশ নাহি বান্ধে॥
স্বকুর মামুদ কহে কান্দ অকারণ।
যে জন যাইতে চায় কপালের লিখন॥ ১৫২০

রাণীদিগের বেদনা

শুনিল যেই দণ্ডে, আকাশ পড়িল মুণ্ডে,
স্বামী রাজা হয়ে যাবে যুগী।
চারি রাণী ক্রোধভরে, শাশুড়ীকে তিরস্কার করে,
এত করি মুনি হবে সুখী॥
রাত্রি দিবা যার মায়, ভিক্ষা মাঙ্গিয়া খায়, ১৫২৫
তাথে রাজ্য রাখে কোন জন।
ছাড়িবেক রাজ্য পদ, এত সুখ সম্পদ,
এবে মুখে মাখিবে ভুসন॥
এরূপ যৌবন কালে, এই ছিল কপালে,
যোগী হইবে নয়নের কাজল। ১৫৩০
পতি যাবে যোগী হয়ে, ঘরে রব কারে লয়ে,
চারি রাণী খাইব গরল॥
কি বলিব পিতার তরে, জন্ম ভিখারীর ঘরে,
বিভা দিল কিবা ভাবিয়া মনে।
স্বামী বিনে হব রাঁড়ী, যাইব বাপের বাড়ী, ১৫৩৫
না হয় শেষে ত্যজিব জীবন॥
বিষ পানে প্রাণ ত্যজিব, কন্যা বাদলা লিবে তব,
বাপ মায় কান্দিয়া হয়রান।
ইহা বলি লোটায়া কান্দে, কেশ বেশ নাহি বান্ধে,
কহ খেতু, কহিবে উপায়॥ ১৫৪০
এতেক শুনিয়া খেতু, স্বামী রাখিবার হেতু,
চারি রাণী কান্দ অকারণ।
আপন মোহন বেশে, যাহ না স্বামীর পাশে,
রূপ দেখি ভুলিবে রাজন॥

হেকমত লাগিল মন, গেল রাণী চারি জন, ১৫৪৫
আনিলেন রত্ন পেটারী ॥
বেশ করে চারি রাণী, সম্মুখে দর্পণ ধরি,
খেতুক মান্য দিল চারি চারি ॥
চিরুণী লইয়া করে, ধরিয়া মাথার পরে,
চিরে কেশ করিয়া যতন। ১৫৫০
দুই দিকে কুঞ্জবন, মধ্যেতে দেবগণ,
চলিতে না পারেন যৌবন ॥
থরে গাঁথি বিয়ানি, যেন হইলেন ফণী,
মনঝুরি বান্ধিলেন খোপা।
তাহাতে কদম্বফুল, আগরী কস্তুরী গুল, ১৫৫৫
জাদ দিল মাণিকের ঝাপা ॥
ললাট দ্বিতীয়ার চন্দ্র, ভূষণ মদন ফন্দ,
সেন্দুরে উদিত দিনকর।
মৃগমদ চারি পাশে, রাহু যেন ভানু গ্রাসে,
তাথে যেন বসিল ভ্রমর ॥ ১৫৬০
শ্রবণ গৃধিণী জিনি, তাথে পরে রত্ন মণি,
চাকি করি হীরায়ে জড়িত।
যে দেখে কন্যার পাশে, সেই পড়ে কর্ম্মফাঁসে,
কন্যা দেখি ভুবন মোহিত ॥
কুরঙ্গ জিনিয়া আঁখি, রক্তেতে প্রবাল দেখি, ১৫৬৫
যেন আঁখি মণি রত্ন জলে।
তাহাতে কাজল রেখা, মেঘের সঙ্গেতে ইন্দ্রের দেখা,
কটাক্ষে যোগীজন ভোলে ॥
নাসিকা খগের শোভা, যুবাজনের মনোলোভা,
হেন তিলফুলের আকৃতি। ১৫৭০
নাসা অতি মনোহর, তাহাতে সুন্দর বেশর,
তাহাতে পরিল গজমতি ॥
অধর পদ্মের ফুল, দশন মুক্তার তুল,
কর্পূর তাম্বুল শোভা করে।

কোকিলা বনে ধ্বনি, বংশীর সুনাদ শুনি, ১৫৭৫
তাহা জিনিয়া বচন সরে ॥
বদনচন্দ্র দর্শনে, যুবক মনের মান,
কাম বাসেতে হয় অজ্ঞান।
বচন রসিক হাসি, জিনিয়া শরদ শশী,
দেখে মুনির ভঙ্গ হয় ধ্যান ॥ ১৫৮০
দেখিতে শারিন্দার লীলা, সুবর্ণ ঝারির গলা,
হংসরাজ গ্রীবার গঠন।
তাথে শতেশ্বরী হার, দূরে গেল অন্ধকার,
দেখে সবে হয় অচেতন ॥
ইক্ষুর নাহিক মূল, বাহু সম সমতুল, ১৫৮৫
তাহে তাড় পরে বাহুবন্দ।
বাজু পরিল যত, তাহা বা কহিব কত,
তাথে দেখ পুন কমরবন্ধ ॥
নগরী গহুরি সাজে, কিঙ্কণী কঙ্কণ বাজে,
অঙ্গুলেতে পরিল অঙ্গুরী। ১৫৯০
অতিকুল করতাল, জিনিয়া সদল দল,
রূপে জিনে শঙ্করের গৌরী ॥
কমল কলিকা ফুল, দেখে প্রাণ হয় আকুল,
তাহা জিনি দু কুচ মণ্ডল।
তাহা দেখে যত নরে, দেখে মুনির মন হরে, ১৫৯৫
তাহা দেখি ভুবন ব্যাকুল ॥
সিংহ ডম্বু জিনি, অতি ক্ষীণ মাজাখানি,
খুন্দুরু কন পরিল হাতলী।
পরিল লঙ্কার সাড়ী, কাস্তি কুম্ভের বেড়ী,
যেন দেখি চন্দ্রের পুতলী। ১৬০০
নিতম্ব অতি মনোহর, পদ্ম যেন পদ্মকর,
পদনখ যেন চাম্পার কলি।
চুলটী উছটি যত, বাঁকপাতা মল কত,
পায়ে শোভে সুবর্ণ পাসলী ॥

এহিরূপে চারি রাণী, নানা অলঙ্কার পরি, ১৬০৫
দেখে রূপ ধরিয়া দর্পণ।
দেখিয়া আপন মুখ, চারি রাণী মনে সুখ,
রূপ দেখে হইল অচেতন॥
অতুনা বলে পতুনারে, চন্দনার ফন্দনার তরে,
এহিরূপে ভুলিবে রাজন। ১৬১০
সুকুর মামুদ কয়, এইরূপে ভুলি যায়,
যুগী হবে মায়ের বচন॥

এইরূপে চারি নারী করিয়া শৃঙ্গার।
সুগন্ধি পরিল অঙ্গে স্বামী ভুলাইবার॥
অগরী চন্দন চুয়া কুম্‌কুম্‌ কস্তুরী। ১৬১৫
সুবেশ অঙ্গে পরিল চারি নারী॥
আতর গোলাপ অঙ্গে করিয়া ভূষিত।
মধুকর মধু লোভে হইল উপস্থিত॥
ক্ষীণ মাজা রাণীর বাতাসে হেলে গাও।
কোকিল জিনিয়া তার হুরে কাড়ে রাও॥ ১৬২০
ঝুমুর ঝুমুর বাজে পায়েতে নেপুর।
অগ্নি জিনিয়া জ্বলে কপালে সিন্দুর॥
দেবকন্যা নাগকন্যা চন্দ্রের রোহিণী।
তাহাকে জিনিয়া রূপ হৈল চারি রাণী॥
অহল্যা জিনিয়া রূপ না পারি কহিতে। ১৬২৫
রূপে গুণে যায় নারী স্বামী ভুলাইতে।
আপন গমনে যখন যায় চারি নারী।
স্বর্গপুরে নাচে যেন ইন্দ্রের অপ্সরী॥
নবীন যৌবন কন্যার রূপে গুণ সার।
পুর্ণিমার চন্দ্র যেন নাহি অন্ধকার॥ ১৬৩০
রাজার মহলে আছে যত দাসীগণ।
চারি নারীর রূপ দেখি হইল অচেতন॥

আট বার বৎসরের নারী তের নাহি পুরে।
যৌবনের ভরে নারী হাটিতে না পারে॥
গজেন্দ্র গমনে সবে করিল গমন। ১৬৩৫
স্বামীর নিকটে গিয়া দিল দরশন॥
বসিয়াছে গোপীচন্দ্র স্থবর্ণ পালঙ্কে।
চারি নারী সম্মুখে দাঁড়ায় রঙ্গে ভঙ্গে॥
রাণীকে দেখিয়া রাজা না তুলিল মুখ।
অন্তরে ভাবিয়া রাণী মনে পাল্য দুখ॥ ১৬৪০
চারি রাণীর মধ্যে অদুনা প্রধান।
যোড়হাতে কহে কথা স্বামীবিগুমান॥
অদুনা বলেন শুন প্রভু গুণমণি।
স্ত্রীলোকের স্বামী বিনে বিফল জীবনী॥
নারী কুলে জন্ম যার নাহি প্রাণপতি। ১৬৪৫
চন্দ্র বিনে দেখে যেন অন্ধকার রাতি॥
জল বিনে মৎস্তের জীবনের নাহি আশ।
স্বামী বিনে নারীকুলের সকলি বিনাশ॥
জিউ বিনে শরীরের নাহিক উপায়।
স্বামী বিনে নারীর যে মিথ্যা রূপ হয়॥ ১৬৫০
এই চারি যুবতী ছাড়ি যাইবে সন্ন্যাসে।
স্বামী বিনে নারীর দুঃখ শুন বারমাসে॥
শোন শোন ওরে স্বামী নারীর দুঃখের কথা।
স্বামী বিনে নারীগণের যতেক অবস্থা॥

বারমাসী

কার্তিক মাসেতে স্বামী নির্মল রয় রাতি। ১৬৫৫
দিবানিশি মিলে যারা ঘরে লয়ে পতি॥
যৌবন কালেতে নারী ভাবে রাত্র দিন।
স্বামী বিনে নারীগণের সদাই মলিন॥
অগ্রাণ মাসেতে স্বামা হেমন্তের ধান।
যাহার স্বামী ঘরে তার যৌবনের গুমান॥ ১৬৬০

নানা উপহারে স্বামী খায় পঞ্চগ্রাস।
যার স্বামী ঘরে তার যৌবনের বিলাস ॥
পৌষ মাসেতে স্বামী পৌষা আন্ধারি।
স্বামী ও যুবতীর যৌবন হয় মহা ভারি ॥
যার স্বামী ঘরে তার মদন বিলাসী। ১৬৬৫
আন্ধার ঘরে দেখি যেন পূর্ণিমার শশী ॥
মাঘ মাসেতে স্বামী অতিশয় শীত ॥
স্বামীর কারণে নারীর সদাই চিন্তিত ॥
লেপ লিয়ালি আর যত আভরণ।
স্বামী বিনে নাহি নারীর শীতের উড়ন ॥ ১৬৭০
ফাগুন মাসেতে স্বামী কোকিলের রব করে।
স্বামীর কারণে নারী ফাফর খায়ে মরে ॥
পশু পক্ষ কাকাতুয়া আর ময়না শুক।
স্বামীকে পাইয়া করে নানান কৌতুক ॥
চৈত্র মাসেতে স্বামী লিত নিবারিণী। ১৬৭৫
স্বামী আশে স্নান করে নারী সোহাগিনী ॥
স্বামী বিনে নারীগণের কিসের গঙ্গাস্নান।
যুবতীর সম্বল স্বামী আর নাহি ধন ॥
বৈশাখ মাসেতে স্বামী ডহ ডহ ঘরণী।
নারীর যৌবন জ্বলে বিরহ অগনি ॥ ১৬৮০
ধন সম্পৎ নারীর মনে নাহি লয়।
শৃঙ্গার বিনে নারীর বাঁধিছে হৃদয় ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে স্বামী কৃষাণের ধান।
ইন্দ্রার জল বিনে জমি থাকেন শুখান ॥
স্ত্রী পুরুষে ঘর করে বিধির সৃজন। ১৬৮৫
স্বামী বিনে নারীর যৌবন সব অকারণ ॥
আষাঢ় মাসে স্বামী নিসাড়ে পোহায় রাতি।
স্বামীর কোলে থাকে নারী বড় ভাগ্যবতী ॥
ভাগ্যবতী নারী যার স্বামী আছে ঘরে।
কমলেত মধুপান করেত ভ্রমরে ॥ ১৬৯০

শ্রাবণ মাসেতে স্বামী যমুনার তরঙ্গ।
গঙ্গা ও সাগর দুহে হয় এক সঙ্গ ॥
সংসারে তরিব স্বামী বরষার জলে।
যুবতী পুড়িয়া মরে মদন অনলে ॥
ভাদ্র মাসেতে স্বামী পাকিয়া পড়ে তাল। ১৬৯৫
স্বামী বিনে যুবতীর যৌবন মহাকাল ॥
যুবতীর যৌবন প্রভু তরল সাঁতার।
স্বামী থাকিলে বিরহ সাগর করে পার ॥
আশ্বিন মাসেতে স্বামী চণ্ডিকার পূজা।
যার স্বামী ঘরে সেহ নারী চতুর্ভুজা ॥ ১৭০০
স্বামীর কারণে সবে পূজে চণ্ডিকারে।
অভাগীর স্বামী তুমি যাবে দূরান্তরে ॥
নব যৌবন প্রভু নিবেদেয় কালে।
যোগী হয়ে প্রাণের নাথ এই ছিল কপালে ॥
স্বামীর নিকটে রাণী এই কথা বলি। ১৭০৫
ফেলায় গায়ের বসন বুকের কাচুলি ॥
যুগী হবে প্রাণের নাথ কি ধন পাবে নিধি।
এ সুখ সম্পদ তোমায় বঞ্চিত হইল বিধি ॥
কান্দিয়া অতুনা কহে রাজার চরণে।
নারীর যৌবন প্রভু স্বামীর কারণে ॥ ১৭১০
পতি বিনে নারী যেন ধুতুরার ফুল।
তাঁতির বাড়ীর কাপড় নয় যে ধুবির বাড়ী দিব ॥
ধুবির বাড়ীর কাপড় নয় যে ভাঙ্গিয়া পরিব।
অন্ন ব্যঞ্জন নয় যে খাইব বসিয়া ॥
ধানের বাড়ীর সেন্দুর নয় যে রাখিব কৌটায় পুরিয়া। ১৭১৫
অষ্ট অলঙ্কার নয় যে পেটারি ভরিব ॥
ধন সম্পদ নয় যে মোহর বান্ধিব।
স্বামী বিনা নারীর যৌবন কি দিয়া রাখিব ॥
এ রূপ যৌবন নয় যে কার বাড়ীতে যাইব ॥

কার বাড়ীতে যাব আমরা যাব কার বাড়ী। ১৭২০
স্বামী থাকিতে আমরা জীয়স্তে হব রাঁড়ী॥

রাজার সঙ্কল্প

এতেক শুনিয়া রাজা বদন তুলিল।
অদুনার গায়ে রাজা নিজ বস্ত্র দিল॥
লক্ষের কাবাই রাজা অদুনাকে দিয়া।
কহিতে লাগিল রাজা গুরুকে ভাবিয়া॥ ১৭২৫
রাজা বলে শুন রে অভাগী নারীজন।
নিশির স্বপন জান নারীর যৌবন॥
আষাঢ় শ্রাবণে গঙ্গা উথলে সাগর।
চৈত্র মাসেতে গঙ্গা দেয় বালুচর॥
ধন যৌবন যত দেখ জোয়ারের পানি। ১৭৩০
আসিবার কালে দেখি যাইতে নাহি জানি॥
তেমনি জানিও রাণী নারীর যৌবন।
রজনী প্রভাতে মিথ্যা নিশির স্বপন॥
স্বপনে যতেক দেখি নিধি পাই হাতে।
সব মিথ্যা হয় যেন রজনী প্রভাতে॥ ১৭৩৫
নারীর যৌবন মহাকৃকালের আকার।
উপরে সুচিক্কণ দেখি ভিতরে অঙ্গার॥
নারীর যৌবন যেন মহাকৃকালের ফল।
নজরের পাপ কারণ সংসার ব্যাকুল॥
মুখের সুন্দর দন্ত তোমার খসিয়া পড়িবে। ১৭৪০
উভ আছে দুটী স্তন ভাটিয়া সরিবে॥
এই রূপ যৌবন ছারখার হয়ে যাবে।
এতেক শুনিয়া কহে অদুনা যুবতী॥
নিশ্চয় হইবে যোগী শুন প্রাণপতি॥
যদি যোগী হবে প্রভু শুন রাজ্যেশ্বর। ১৭৪৫
দেবদারু বৃক্ষের তলে বান্ধ এক ঘর॥

সেই ঘরের মধ্যে এক আসন করিয়া।
যোগ ধ্যান কর প্রভু সেখানে বসিয়া॥
কিসের কারণে প্রভু যাবে দূর দেশে।
জ্ঞান সাধ্যে নাম জপ কেশ কর মাথে॥ ১৭৫০
রাত্রি দিবা বসি প্রভু তুমি কর ধ্যান।
ভিক্ষার সময় হইলে প্রভু আমরা দিব দান॥
আপনার রাজ্যের জ্ঞান সাধিবে রাজন।
আমরা থাকিব তোমার সেবার কারণ॥
রাজা বলে শুন তোমরা রাণী চারিজন। ১৭৫৫
দেশেতে থাকিলে মন কাঁপিবে ঘনে ঘন॥
এ সুখ সম্পদ রাণী সদাই পড়িবে মনে।
রাজ্যেতে থাকিয়া জ্ঞান সাধিব কেমনে॥
রাজ্যেতে থাকিলে আমি না হব অমর।
সেই ত কারণে আমি যাব দেশান্তর॥ ১৭৬০
এতেক শুনিয়া কহে অদুনা যুবতী।
ছাড়িবে আপন রাজ্য হবে দেশান্তরী॥
পুনরায় অদুনা বলে শুন প্রাণনাথ।
আমার বাপের বাড়িতে আছে যুগী পাঁচ সাত॥
আমার পিতা হয় প্রভু তোমার শ্বশুর। ১৭৬৫
সেই খানে চলুন সাধু হইয়া ঠাকুর॥
আপন রাজ্যে থাকিলে মন টলিবে ঘনে ঘন।
সেহি রাজ্যেতে জ্ঞান করহ সাধন॥
যোগ সাধিয়া তুমি হবে মহাজ্ঞানী।
সেবা করিব তোমার আমরা চারি রাণী॥ ১৭৭০
কর্ণ পাতিয়া শুন যোগের কাহিনী।
হাতে সাদা গলে কাঁথা যোগী নাহিন হয়।
গুরু শিষ্য জ্ঞান সাধে তাকে যোগী কয়॥
তোমার বাপের যোগী যায় শুঁড়ীপাড়া।
মদ পানে নিদ্রা পাড়ে শুঁড়ীর দামিড়া॥ ১৭৭৫

মদ পানে মত্ত হয়ে নাহি জানে জ্ঞান।
নাহি জানে গুরুর পদ নাহি জানে ধ্যান ॥
আমার হইবে গুরু হাড়িফা জলন্ধর।
আমি রাজা হব যোগী তাহার কিঙ্কর ॥
রাণী বলে শুন রাজা রূপের বিদ্যাধর। ১৭৮০
এহি ত বয়সে তুমি হবে দেশান্তর ॥
রাজ্য পাট কর তুমি প্রথম বয়সে।
পাকিলে মাথার চুল যাইবে দূরদেশে ॥
রাজ পুত্র হও তুমি রাজ্যের অধিকারী।
কি দুঃখে হইবে যুগী ছাড়ি নারী পুরী ॥ ১৭৮৫
রাজা হয়ে যুগী হবে শুনিতে অসম্ভব।
ভুসন মাখিবে মুখে কিবা পাবে লাভ ॥
রাজা বলে শুন তোমরা নারী চারিজন।
উনিশ বৎসর কালে আমার মরণ ॥
আঠার বৎসর কেবল আমার প্রমাই। ১৭৯০
উনিশে মরণ আমার শুনিনু মুনির ঠাই ॥
রাজা বলে রাণীগণ তত্ত্ব কথা শুন।
কিরূপে পাকিবে চুল যম নিদারুণ ॥
এত শুনি চারি রাণী পুনর্বার কয়।
স্বামী তুমি হবেন যুগী যম রাজার ভয় ॥ ১৭৯৫
যম এক রাজা প্রভু তুমি এক রাজা।
তাহার ডরে ছাড় তুমি মেহেরকুলের প্রজা ॥
সুখে রাজ্য কর রাজা পাটের উপর।
চারি রাণী যাব আমরা যমের গোচর ॥
যমের স্ত্রীর সঙ্গে আমরা সয়ালি পাতাব। ১৮০০
নানা উপহারে আমরা যমকে পূজা দিব ॥
মস্তকের চুল কাটিয়া চামুর ঢুলাইব।
জিহ্বা কাটিয়া আমরা পলেতা পাকাইব ॥
পৃষ্ঠের চর্ম কাটি আমরা চান্দয়া টাঙ্গাইব।
দশ নখ কাটিয়া আমরা দশ বাতি দিব ॥ ১৮০৫

পায়ের মালই কাটিয়া মোরা প্রদীপ জ্বালাব।
নানান পুষ্প জলে যমের সেবায় মানাব॥
সেবায় মানায়া আমরা স্বামী বর লিব।
রাজা বলে শুন তোমরা রাণী চারি জন।
কি মত প্রকারে যাবে যমের ভুবন॥ ১৮১০
যমের স্ত্রীর দেখা কোথা গেলে পাবে।
কি মত প্রকারে তোমরা সয়ালি পাতাবে॥
চুল কাটিলে লোকে নেড়িয়া বলিবে।
জিহ্বা কাটিলে তোমরা কালী যে হইবে॥
মালই কাটিলে তোমরা হাঁটিতে নারিবে। ১৮১৫
মস্তক কাটিলে তোমরা পরাণ হারাবে॥
চক্ষু কাটিলে রাণী অন্ধ যে হইবে।
নখ কাটিলে রাণী টুণ্ডা যে হইবে॥
কি মত প্রকারে যমেক সেবায় মানাইবি।
কোথায় থাকিয়া তোমরা স্বামী বর নিবি॥ ১৮২০
এতেক শুনিয়া রাণী পুনরায় বলে।
একটা বালক দেও তোমার বদলে॥
লালিব পালিব বালক কোলেতে লইব।
বালক দেখিয়া প্রভু তোমায় পাসরিব॥
রাজা বলে স্ত্রীর মায়া এড়াইতে না পারি। ১৮২৫
বালক দিয়া যাব আমরা কোন প্রাণে ধরি॥
স্ত্রীর দাড়ুকা হবে বালক মনে হইল স্থির।
বেগর বন্ধনে পায়ে চড়িবে জিঞ্জির॥
মায়া না কর অতুনা না বইস আমার আগে।
নিশ্চয় কহিলাম আমি যাইব বৈরাগে॥ ১৮৩০
দেশান্তরে যাবে প্রভু বলি তোমার আগে।
দয়া করি গুণের স্বামী লয়া চল সঙ্গে॥
তুমি রাজা হবে যোগী আমরা যোগিনী।
তোমার নিকটে আমরা বঞ্চিব রজনী॥

তুরু দেশে তরুতলে থাকিবে বসিয়া। ১৮৩৫
আমরা আনিয়া দিব ভিক্ষা করিয়া॥
ক্ষুধার সময় প্রভু রাঁধিয়া দিব ভাত।
অন্ধকার যামিনী হইলে থাকিব সাক্ষাত॥
রাজা বলে যাবে রাণী হাঁটিতে না পারিবে।
বনের বাঘেতে রাণী ধরিয়া খাইবে॥ ১৮৪০
রাণী বলে খাবে বাঘে তাতে কিবা মন্দ।
স্বামীর আগে মরণ হবে এ বড় আনন্দ॥
ভাগ্যবতী নারী যেই স্বামীর আগে মরে।
অভাগিনী নারী যার স্বামী নাহি ঘরে॥
স্বামী নারীর ঈশ্বর হয় শুনেছি পুরাণে। ১৮৪৫
সঙ্গে লয়ে চল প্রভু যাব তোমায় সনে॥
রাজা বলে শুন তোমরা নারী চারি জন।
স্ত্রী সঙ্গে করিয়া জ্ঞান সাধিব কেমন॥
স্ত্রী সঙ্গে করিয়া যদি হইব সন্ন্যাসী।
সর্বলোকে কহিবে আমাক ভণ্ড তপস্বী॥ ১৮৫০
নারী সঙ্গে করিয়া যে জন যুগী হতে চায়।
মাগুয়াযুগী বলি তারে সর্বলোকে কয়॥
স্ত্রীর সঙ্গে করিয়া যদি নিজ জ্ঞান পাই।
তবে কেন তেজিব আমি মেহেরকুলের রাজাই॥
এত শুনি পুনরায় বলে ধীরে ধীরে। ১৮৫৫
স্ত্রী ছাড়ি তপ করে কোন মুনিবরে॥
অদুনা বলেন তুমি শুন প্রাণেশ্বর।
কোন দেব স্ত্রী ছাড়ি হইল অমর॥
স্ত্রী থাকিতে যদি না হয় অমর।
শচী কেনে নাহি ছাড়ে দেব পুরন্দর॥ ১৮৬০
ইন্দ্ররাজের দেব হয় গৌতম নামে মুনি।
গৌতম কেন না ছাড়িল অহল্যা নামে রাণী॥
সর্বদেবের গুরু হয় নামে বৃহস্পতি।
সেহ কেন না ছাড়িল আপনার যুবতী॥

অগস্ত্য নামে ছিল মুনি সকলের প্রধান। ১৮৬৫
সেহ কেন স্ত্রী ছাড়ি না করিল ধ্যান ॥
সাতকাণ্ড রামায়ণ রচিল বাল্মীক।
সেহ কেন না ছাড়িল আপনার স্ত্রীক ॥
স্ত্রী ছাড়িলে যদি অমর হয় কায়া।
কেন ভোলানাথকে না ছাড়িল মায়া ॥ ১৮৭০
তোমার মা ময়নামতী জানে সর্বলোকে।
স্বামী লইয়া রাজ্য করিল মহাসুখে ॥
স্ত্রী পুরুষে যদি নাহি করে শৃঙ্গার ॥
কেমনে হইল মুনির গর্ভের সঞ্চার ॥
স্বামী সঙ্গে মুনি যদি না করিত ধর্ম। ১৮৭৫
কেমনে হইল রাজা তোমার জন্ম ॥
রাজা বলে শুন রাণী চারি জনা।
মনুষ্য হইয়া দিলেন দেবের তুলনা ॥
রাজা বলে শুন রাণী অতুনা সুন্দর।
যেমত প্রকারে হইল দেব অমর ॥ ১৮৮০
অমৃত হইল যত সমুদ্র মন্থনে।
অমর হইল দেব সেই সুধা পানে ॥
যখন হইল দেব করিল বণ্টন।
আপন বাহনে আইল দেবগণ ॥
ত্রিশ কোটী দেবতা আইল স্ত্রীপুরুষে। ১৮৮৫
আসিয়া বসিল সবে শিবের কৈলাসে ॥
বসিল সকল সিদ্ধা স্ত্রী পুরুষেতে।
অমৃত খাইতে রাহু চণ্ডাল আছিল সভাতে ॥
রাহু চণ্ডাল নামে সিংহিকার তনয়।
দেবমূর্তি ধরে বৈসে দেবের সভায় ॥ ১৮৯০
বসিল চণ্ডাল না চিনিল দেবগণে।
অমৃত না বাটে চন্দ্র সূর্য অপেক্ষণে ॥
অমাবস্যা পায়ে চন্দ্র সূর্যদেব আইল।
তখনে অমৃত দেব বাটিতে লাগিল ॥

অমর হইল দেব অমৃত ভক্ষণে। ১৮৯৫
না চিনিয়া অমৃত দিল রাহুর বদনে।
চন্দ্র স্বর্য বলে দেব করিলে জঞ্জাল।
ও বেটা দেবতা নয় রাহুক চণ্ডাল॥
যেই মাত্র চন্দ্র স্বর্য এতেক কহিল।
খড়্গে ছেদিয়া রাহুক মস্তক কাটিল॥ ১৯০০
মুণ্ড কাটা গেল রাহুর হইল দুইখান।
তবু তো না মরে রাহু অমৃত গুমান॥
অমৃতপানে চন্দ্র স্বর্য রাহুর দুস্মন।
সেই হইতে হইল চন্দ্র স্বর্যের গ্রহণ॥
মুণ্ড কাটা গেল তবু না মরিল রাহু। ১৯০৫
চন্দ্র স্বর্যেক ধরে বেটা নাহি স্কন্ধ বাহু।
নিত্য নিত্য রাহু চণ্ডাল চন্দ্র স্বর্যেক হিংসে।
দেবগণে ভোগ দিল মনুষ্যের অংশে॥
মনুষ্যের অংশে রাহু থাকে বার মাস।
তিথি পাইলে করে চন্দ্র স্বর্যেক গ্রাস॥ ১৯১০
সেই তিথি পাইলে লক্ষণের যোগ।
সেই দিন চন্দ্র স্বর্যেক রাহু করে ভোগ॥
সেই লক্ষণে যোগ পাযে সেই তিথি।
রাহু যাইয়া চন্দ্র স্বর্যেক ধরে শীঘ্রগতি॥
কাটা মুণ্ড যায় রাহু অমৃত গুমানে। ১৯১৫
অমর হইল দেব সেই সুধাপানে॥
সুধাপানে দেবগণ হইল অমর।
এই জন্য দেবগণ করে স্ত্রী লয়া ঘর॥
মা মুনির কথা তোমরা কহিলে চারি রাণী।
যে মতে জন্ম আমার শুন তার কাহিনী॥ ১৯২০
তিলকচন্দ্র নামে রাজা সান্তনা নগরে।
আমার মা ময়নামতী জন্মে তার ঘরে॥
যখন হইল মাতা পঞ্চ বৎসর।
জ্ঞান দিয়া গোর্খনাথ করিল অমর॥

সেবক হইয়া মাতা জিজ্ঞাসে গুরুর স্থানে। ১৯২৫
বিবাহ হইবে আমার কোন রাজার সনে॥
শুনিয়া মুনির কথা কহে হরিহর।
মাণিকচন্দ্রের সঙ্গে বিভা হইবে তোমার॥
না হইবে কামভাব না হইবে রতি।
এহি কথা কহেছিল গুরু গোর্খ যতি॥ ১৯৩০
মুনি বলেন গুরু করিলেন সেবক।
হাটকুর বলিবে লোকে যদি না হয় বালক॥
এতেক শুনিয়া কহে গুরু হরিহর।
একটি বালক মুনি হইবে তোমার॥
স্বামীর চরণামৃত করিবে ভক্ষণ। ১৯৩৫
তাহাতে হইবে তোমার গর্ভের সৃজন॥
গোপীচন্দ্র নামে পুত্র হইবে তোমার।
আঠার বৎসর প্রমাই হইবে তাহার॥
আঠার বৎসর অন্তে উনিশে মরিবে।
সেবিলে হাড়ির চরণ অমর হইবে॥ ১৯৪০
এতেক কহিয়া নাথ করিয়া সেবক।
গুরুর প্রসাদে মুনির হইল বালক॥
পিতার চরণামৃত মাতায় খাইল।
যতি গোর্খের বরে আমার জনম হইল॥
আমার জনম হইল যতি গোর্খের বরে। ১৯৪৫
দশ মাস দশ দিন ছিনু জননীর উদরে॥
উদরে ধরিল মাতা নাহি দিল খির।
গুণবতীর দুগ্ধে আমার বাড়িল শরীর॥
সাত বৎসর পরমাই হইল রাজ্য কার্য করি।
আঠার বৎসর পর আমি যাব মরি॥ ১৯৫০
ইহার মধ্যে যদি জ্ঞান নাহি পাই।
উনিশ বৎসরে যাব যমের ঠাঁই॥
মায়া দূর কর রাণী না বইস আমার পাশে
নিশ্চয় হইব যুগী যাইব সন্ন্যাসে॥

এ সুখ সম্পদ রাণী কিছু না লয় মনে। ১৯৫৫
চিত্ত বান্ধা আছি আমি হাড়িফার চরণে ॥
হাড়িফার চরণে আমার মন রৈল বান্ধা।
রাজ্য পাট নারী পুরী সব মিথ্যা ধান্ধা ॥
শুনিয়া অদুনা বলে মনে পায়ে ব্যথা।
নিশ্চয় যাইবে রাজা গলে দিয়া কাঁথা ॥ ১৯৬০
অখণ্ড সরল গুয়া বিড়া বান্ধা পান।
এ সুখ সম্পদ তোমাক বিধি হইল বাম ॥
এতেক বলিয়া তখন কান্দে চারি রাণী।
অঝর নয়নে পড়ে দুই চক্ষের পানি ॥
কান্দি কান্দি চারি রাণী অঝুরেতে ঝুরে। ১৯৬৫
বসন ভিজিয়া গেল নয়নের নীরে ॥
কান্দিতে কান্দিতে রাণী হইল ফাঁফর।
যুক্তি বিচারে রাণী মারিতে জলন্ধর ॥

ষড়যন্ত্র

চারি রাণী বলে আমরা কান্দি অকারণ।
হাড়িফাক মারিলে রাজ্যে রহিবে রাজন ॥ ১৯৭০
হাড়িফাক মারিতে যদি কোনরূপে পারি।
তবে সে থাকিবে রাজা রাজ্যের অধিকারী ॥
এতেক ভাবিয়া সবে যুক্তি করিল।
কিরূপে মারিব হাড়িক ভাবিতে লাগিল ॥
ভাবিতে ভাবিতে রাণী স্থির কৈল মন। ১৯৭৫
হাড়িক মারিব বিষ করায়া ভক্ষণ ॥
এতেক কহিয়া রাণী মহলেতে গেল।
খেতু নফর বলি ডাকিতে লাগিল ॥
ডাক শুনিয়া খেতু সাক্ষাতে আসিল।
খেতুকে দেখিয়া রাণী কহিতে লাগিল ॥ ১৯৮০
রাণী বলে বাছা খেতু টাকা লয়া যাও।
একশত টাকার বিষ শীঘ্র আনি দাও ॥

শত মুদ্রা লয়া খেতু করিল গমন।
বাজারের দক্ষিণেতে বিষের কারণ॥
মুকুল শহরে ছিল বাদিয়া এক হাজার। ১৯৮৫
কালু সাপুড়ে ছিল সকলের সরদার॥
সহস্র ঘর বাদিয়ার মধ্যে কালুসা ভাজন।
তাহার বাড়ীতে গেল বিষের কারণ॥
কালু বলে খেতু তোমাক দেখি যে চঞ্চল।
কি কার্যে আইলে তাহার কহিবে কুশল॥ ১৯৯০
খেতুয়া বলেন তবে শুনহ শ্রবণে।
শত মুদ্রার বিষ কালু দেহ এহিক্ষণে॥
এতেক বলিয়া টাকা দিল কালুর হাতে॥
টাকা লয়া গেল কালু বিষ আনিতে॥
বাদিয়া সকলে বিষ দিল থোড়া থোড়া। ১৯৯৫
শত টাকার বিষ কালু দিল দুই ঘড়া॥
দুই ঘড়া বিষ খেতু লইল দুই হাতে।
আনিয়া দিলেন বিষ রাণীর সাক্ষাতে॥
চারি রাণী দেখিল যখন বিষ দুই ঘড়া।
খেতুকে বকশীস দিল কত জামা জোড়া॥ ২০০০
চারি রাণী বলে খেতু শুনহ বচন।
হাড়িফার তরে আজি করাব ভোজন॥
চারি রাণী বলে খেতু শীঘ্র তুমি যাবে।
হাড়িফাক যাইয়া তুমি নিজন্ত্রণ করিবে॥
এতেক শুনিয়া খেতু করিল গমন। ২০০৫
হাড়িফার নিকটে গিয়া দিল দরশন॥
গলে বসন দিয়া খেতু প্রণাম করিল।
যোড়হাত করি খেতু সাক্ষাতে রহিল॥
হাড়িফা বলেন খেতু রাজার নফর।
কি কার্যে পাঠাইল রাণী কহিবে খবর॥ ২০১০
খেতু বলেন গোঁসাই কি কহিব আমি।
যে কার্যে পাঠাইল রাণী সব জান তুমি॥

হাড়িফা বলেন খেতু আমি দিলাম বর।
মেহেরকুলের রাজাই তোমাক করিবেন ঈশ্বর॥
চারি রাণীকে যায়া কহ করিতে রন্ধন। ২০১৫
শত টাকার বিষ আজি করিব ভক্ষণ॥
বার বৎসর হইল আজি নাহি উদরে ভাত।
ভোজন করিব আজ মনে বড় সাধ॥
এতেক শুনিয়া খেতু ভাবে মনে মন।
শত টাকার বিষ সিদ্ধা জানিল কেমন॥ ২০২০
এত বলি ভাবে খেতু আপনার চিত্তে।
কাহার শকতি আছে গুরু হাড়িফাক মারিতে॥
প্রণাম করিয়া খেতু করিল গমন।
রাণীকে কহিল যায়া করিতে রন্ধন॥
চারি রাণীর মধ্যে ছিল অদুনা প্রধান। ২০২৫
গঙ্গা জলে যাইয়া রাণী করিলেন স্নান॥
স্নান করিয়া যায় রন্ধন করিতে।
এক অন্ন পঞ্চ ব্যঞ্জন রান্ধিল তুরিতে॥
ভৃঙ্গারে ভরিল বিষ পুরি কলসিতে।
সুবর্ণের থালি থানি বিষ দিয়া তাতে॥ ২০৩০
এইরূপে চারি রাণী করিল রন্ধন।
সেইক্ষণে আইল হাড়ি করিতে ভোজন॥
বিষ দিয়া হাড়িফা সিদ্ধা পাও প্রক্ষালিল।
বিষের পিড়িতে সিদ্ধা ভোজনে বসিল॥
অন্ন পারশ করে রাণী মনের অতি সুখে। ২০৩৫
শিবনাম লয়ে সিদ্ধা তুলে দিল মুখে॥
অন্ন ব্যঞ্জন রাণী ভরে সোণার থাল।
একেবারে দিল মুখে না ভরিল গাল॥
আর থাল ভরে রাণী অন্ন আনি দিল।
সে থাল তুলিয়া হাড়ি মুখেতে ঢালিল॥ ২০৪০
অন্ন দিতে না পারিয়া রাণী হইল ফাফর।
সব খায়ে বলে হাড়ি না ভরে উদর॥

বিষ দিয়া রাণী যত করিল রন্ধন।
সকল খাইল হাড়ি না হইল ভোজন॥
ভোজন করিয়া হাড়ি বিষিতে আঁচাইল। ২০৪৫
চালের খেড় দিয়া সিদ্ধা দন্ত খুঁটিল॥
ভোজন করিল সিদ্ধ মনের কৌতুকে।
ভৃঙ্গার ভরা ছিল বিষ তুলে দিল মুখে॥
বিষ পান করিয়া সিদ্ধা জীর্ণ করিল।
মিথ্যা মরণে হাড়ি ঢলিয়া পড়িল॥ ২০৫০
অচেতন হইল সিদ্ধা মিথ্যা মরণে।
দেখিয়া আনন্দ বড় রাণী চারি জনে॥
রাণী বলে ভালাই হইল মরিল হাড়িফা।
আগুনের পোড়া দিব হাড়িফার গোফা।
হাড়িফা মরিল এখন শব্দ যাবে দূর। ২০৫৫
দেশেতে থাকিব এখন শীষের সেন্দুর॥
হাড়িফার মরণে চারি জন হইল আনন্দ।
স্থকুর মামুদ কহে হাড়িফার মায়া ছন্দ॥

একখানি তালাই রাণী বাহির করিল।
সেহিত তালাই পরে হাড়িফাক রাখিল॥ ২০৬০
তালাই উপরে রাণী হাড়িফাকে থুইয়া।
খেতুকে কহিল তখন বান্ধ দড়ি দিয়া॥
তালাইতে জড়িয়া খেতু বন্ধন করিল।
গঙ্গার তীরে দাহন করিতে চলিল॥
ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখি অগ্নি নাহি দিল। ২০৬৫
ঢেকা দিয়া হাড়িফাকে গঙ্গায় ফেলিল॥
গঙ্গা দিয়া খেতু চলিয়া গেল ঘরে।
হাড়িফা ভাসিয়া যায় জলের উপরে॥
চারি রাণী গেল স্নান করিতে ঘাটেতে।
সেই ঘাটে গেল হাড়ি ভাসিতে ভাসিতে॥ ২০৭০

দেখিয়া হাড়িফার মরণ চারি রাণী হাসে।
মায়া করে হাড়িফা সিদ্ধা জলের উপর ভাসে॥
স্নান করিয়া চারি রাণী চলে গেল ঘরে।
ভাসিতে লাগিল হাড়িফা জলের উপরে॥
সোয়া প্রহর রাত্রি যখন গগনেতে হইল। ২০৭৫
সিদ্ধির ঘোটনা হাড়ির খাইতে মনে লৈল॥
হুহু শব্দ করি সিদ্ধা হুহুঙ্কার ছাড়িল।
শিবনামে ব্রহ্মজ্ঞানে বন্ধন ছুটিল॥
যে সমুদ্রে ছয় মাসে পাথর না যায় তল।
সেই সমুদ্রে হইল হাড়ির হাঁটুখানিক জল॥ ২০৮০
গঙ্গাজল দিয়া হাড়ি স্নান করিল।
শূন্যরাজে সিদ্ধের ঝুলি শীঘ্র আনি দিল॥
সোয়া মন সিদ্ধি হাড়ি হস্তে করি নিল।
সোয়া মন ধুতুরার ফল তাতে মিশাইল॥
সোয়া মন কুচলা হাড়ি একত্র করিয়া ২০৮৫
মুখেতে তুলিয়া দিল শিবনাম লইয়া॥
সিদ্ধি খাইয়া নাথ গঙ্গাজল খাইল।
এক প্রহরের পথ গঙ্গা বালুচর হইল॥
স্বকুর মামুদে কয় ফকীরের কিঙ্কর।
এহিত কারণে হাড়িফার নাম জলন্ধর ২০৯০

সিদ্ধি জল খাইয়া নাথ আনন্দ হইল।
ফুলবাড়ীতে যাইয়া নাথ গোফাতে বসিল॥
যোগ আসনে নাথ বসিল গোফাতে।
চারি রাণী ঘরে রইল হরষিত চিতে॥
ফুলবাড়ীতে গেল অদুনা ফুল তুলিতে। ২০৯৫
দেখেন হাড়িফা আছেন গিয়া গোফাতে॥
হাড়িফাকে দেখে রাণী ভাবে মনে মনে।
বিষ পান করিয়া হাড়িফা বাঁচিল কেমনে॥

কল্য দেখিলাম হাড়িফা ভাসিতে জলেতে।
আজ বসিয়া আছে হাড়ি আপন গোফাতে ॥ ২১০০
বিষ পান করি যার না হইল মরণ।
না জানি মনুষ্য রূপে আছে কোন জন ॥
মনুষ্যের শক্তি কিবা বিষ খাইবার।
নিশ্চয় জানিলাম হাড়ি চারি যুগের সার ॥
সিদ্ধি খায় সোয়া মন ধুতুরার ফল। ২১০৫
কি করিতে পারে তারে বিষের গরল ॥
ব্রহ্মজ্ঞান নিজনাম জপে সেই জন।
গরল অমৃত তারে একুই সমান ॥
কি কাজ করিনু আমরা নিজ মাথা খাইয়া।
হাড়িফার সঙ্গে রাজা যাউক সন্ন্যাসী হইয়া ॥ ২১১০
রাজ্য ছাড়িয়া রাজা যাইবে যখন।
মেহেরকুলে হইবে তুরা রাজা তিন জন ॥
পদুনা বলেন বিভা না করিল মোরে।
পিতা মোরে দিল দান বিভার বাসরে ॥
দান মোরে দিল পিতা না হইল বংশ। ২১১৫
কিরূপে পাইব আমি মেহেরকুলের অংশ ॥
রাজ্য ছাড়িয়া যখন রাজা হইবে সন্ন্যাসী।
সকলে বলিবে পদুনা রাজার দাসী ॥
এতেক ভাবিয়া রাণী আপনার চিতে।
রাজার নিকটে গেল কান্দিতে কান্দিতে ॥ ২১২০
সুকুর মামুদে কয় রাণীর করুণা।
লাচাড়ীতে কহে কবি শুন সর্বজনা ॥

পদুনার বেদনা

করিয়া যুগল পানি, কহে কথা পদুমিনী,
শোন রাজা মোর নিবেদন।
শোন মোর দুঃখের কথা, প্রসব কালে মৈল মাতা, ২১২৫
মাসীমায়ে করিল পালন ॥

আমার যতেক দুখ, কহিতে বিদরে বুক,
কিছুই কারণ নাহি জানি।
দেখিয়া আমার মুখ, মাসীমায়ের মনে সুখ,
নাম থুইল পদুমিনী ॥ ২১৩০
লইয়া চুকার মালা, সর্বক্ষণ করি খেলা,
ধূলা মাটি লয়া নানা রঙ্গে।
এ বড় দারুণ ঘাত, না দেখিনু বাপ মাত,
সর্ব্বক্ষণ থাকি মাসীর সঙ্গে ॥
ভগ্নীর বিভার কালে, আইলাম বাপের কুলে, ২১৩৫
বাদ্য নাচ দেখিতে কৌতুক।
মরি আমি মনস্তাপে, বিভা নাহি দিল বাপে,
পিতা মোরে দিলেন যৌতুক ॥
শুনিয়া যৌতুকের কথা, মাসীমা পাইল ব্যথা,
মনস্তাপে ছাড়ে রাজার বাড়ী। ২১৪০
বিভা না হইল মোর, না হইল স্বতন্তর,
অদুনার হইনু আমি চেড়ী ॥
কি মোর জীবনের আশ, না হইল গৃহবাস,
তাথে নাথ হইবে সন্ন্যাসী।
মোর না হইল বংশ, না পাইব রাজ্যের অংশ, ২১৪৫
সকলে বলিবে রাজার দাসী ॥
জন্মিনু রাজার ঘরে, কি মোর কপালের ফেরে,
দুঃখ ভিন্ন সুখ নাহি জানি।
এই ভব ভূমণ্ডল, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল,
পৃথিবীতে নাহিক [হেন] শুনি ॥ ২১৫০
স্বর্গ মর্ত্য নাগপুরী, কত শত আছে নারী,
কোন নারীর এতেক অবস্থা।
তনু পাথরের প্রায়, সেও ফাটি নাহি যায়,
অন্তরে অন্তরে লাগে ব্যথা ॥
যেন চকমকী পাথর, তাতে অগ্নি নিরন্তর, ২১৫৫
ডুবাইলে নাহি নিবে জলে।

অগ্নি যেন জলে উঠে, কৈতে মোর বুক ফাটে,
এই বুঝি ছিলেন কপালে ॥
কিবা করি গুণমণি, আমি অতি অভাগিনী,
না ঘুচিল মন অভিমান। ২১৬০
কিবা জানি অপরাধ, কিবা বিধির ছিল বাদ,
জুড়াইতে নাহি কোন স্থান ॥
পতি হবে পরবাস, কিবা তার জীবনের আশ,
জল বিনে মৎস্যের কি জীবন।
দিবসে জুড়ায় বাতি, যেন অমাবস্যার রাতি, ২১৬৫
কি করিবে স্বর্গের তারাগণ ॥
নারীর যৌবনকাল, কত দিনে ভালে ভাল,
কিরূপে হইবে নিবারণ।
নাহি আমার জ্যেষ্ঠ ভাই, জুড়াইতে নাহি ঠাঁই,
কোন জন করিবে পালন ॥ ২১৭০
কি মোর জীবনের ফল, আনি দেহ হলাহল,
করিব মাহুর বিষ পান।
মরিব তোমার আগে, তবে যাইও বৈরাগে,
আমার করিয়া পিণ্ডিদান ॥
যদি ইহা নাহি কর, কি গতি হইবে মোর, ২১৭৫
স্ত্রীবধ লাগিবে রাজ্যেশ্বর।
তুমি যদি হবে যোগী, হইবে বধের ভাগী,
ধ্যান জ্ঞানে না হবে সুসার ॥
পতুনার বিলাপ শুনি, রাজা মনে মনে গণি,
স্ত্রীবধে হইবে প্রলয়। ২১৮০
রাজা বলে পতুনা, নাহি কর করুণা,
রাজ্যে অংশ পাইবে নিশ্চয় ॥
নাহি কর অনুরাগ, ছয় আনা তোমার ভাগ,
দশ আনা পাইবে তিন রাণী।
ন আনা সোয়া তের গণ্ডা, আর পোনে সাত গণ্ডা, ২১৮৫
পত্র লেখি দিল দুই খানি ॥

লিখি পাঠ পত্রেতে, দিল পচুনার হাতে,
তিন রাণী মনে হৈল দুখী।
আলিম উদ্দিন কয়, ভাবিলে বাড়িবে লয়,
ছাত্রগণ আছে ইহার সাক্ষী ॥ ২১৯০

রাজা গোপীচন্দ্র যোগী হইয়া যায় তাহার বয়ান।

সন্ন্যাস

এহি মতে সকলেতে রহিল ঠাঁই ঠাঁই।
পুত্রেক যোগী করে এথা ময়নামতী রাই ॥
নাপিতে আনিয়া রাজার মাথা মুড়াইল।
মুখেতে খেউর করি ভুসঙ্গ চড়াইল ॥ ২১৯৫
বগলে বগলি দিল শৃঙ্গনাদ গলে।
রক্ত চন্দনের ফোঁটা দিলেন কপালে ॥
চকমকি পাথর দিল বাটুয়া আধারী।
মুঞ্জার মেখলি দিল বাঁশের খপরী ॥
গলাতে পরিতে দিল রুদ্রাক্ষের মালা। ২২০০
কটিতে পরিতে মুনি দিল বাঘের ছালা ॥
কর্ণ চিরি মুদ্রা দিল মালা দিল হাতে।
গুরু সেবিতে যায় রাজা মায়ের সাথে ॥
আগে যার ময়নামতী পিছে যায় রাজা।
দেখিয়া হায় হায় করে মেহেরকুলের প্রজা ॥ ২২০৫
কান্দে কান্দে প্রজাগণ করে হায় হায়।
ষোল বৎসরের রাজা দেখ যোগী হয়ে যায় ॥
প্রজা আদি পাত্র মিত্র লাগিল কান্দিতে।
সব মায়া ছাড়িয়া যায় গুরু সম্ভাষিতে ॥
যেখানে হাড়িফা সিদ্ধা আছিল বসিয়া। ২২১০
সেইখানে গেল মুনি পুত্র সঙ্গে লইয়া ॥
গুরুকে দেখিয়া রাজা চরণ বন্দিল।
গলায় বসন দিয়া সাক্ষাতে রহিল ॥

হাড়িফা দেখিল যদি যোগীরূপ ধারণ।
দেখিয়া বলেন সিদ্ধা না হবে মরণ॥ ২২১৫
মুনি বলে শুন তুমি গুরু জলন্ধর।
আজ হৈতে হৈল পুত্র তোমার কিঙ্কর॥
তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি জানে।
এতেক বলিয়া মুনির সঁপিল চরণে॥
হাড়িফা বলেন মুনি থাক নিজ বাস। ২২২০
গোপীচন্দ্রেক লয়া আসি করিয়া সন্ন্যাস॥
এতেক বলিয়া সিদ্ধা আসন তুলিল।
শৃঙ্গনাদ পূরিয়া সিদ্ধা যাত্রা করিল॥
মায়ের চরণে রাজা প্রণাম করিয়া।
গুরু সঙ্গে যায় রাজা বিদায় হইয়া॥ ২২২৫
সন্ন্যাসী হইতে রাজা গুরুর সঙ্গে যায়।
একুশ বুড়ি কড়ি রাজার ঝুলিতে দেয়॥
সন্ন্যাসে চলিল সিদ্ধা বালক লয়া সাথে।
রাজপথ ছাড়িয়া সিদ্ধা যায় বনপথে॥
মায়ের বচনে গোপী ছাড়ে গৃহবাস। ২২৩০
সুকুর মামুদে কয় রাজার সন্ন্যাস॥

বালক লইয়া সাথে, যায় হাড়ি বনপথে,
ভ্রমে হাড়ি সকল পর্বতে।
শুন অবধান কর, যথা নাই মনুষ্য নর,
গমন করিলে সেই পথে॥ ২২৩৫
যথায় মনুষ্য নাই, যায় হাড়ি সেই ঠাঁই,
নাহি নগর বসত বাস।
এলাং ঢুকার খাটা, যথা নাই পথ ঘাটা,
যথা নাই সূর্যের প্রকাশ॥
কিবা রাত্রি কিবা দিন, দিবা রাত্রি নাহি চিন, ২২৪০
তথা হাড়ি করিল গমন।

বসে পূর্বমুখ আসনে, জপে নিজমন্ত্র মনে,
ডাকে হাড়ি পবন-নন্দন ॥
তুমি চন্দ্র তুমি ব্রহ্ম, তুমি সে পরম ধর্ম,
তুমি গুরু বিনে নাহি পার। ২২৪৫
তুমি জল তুমি স্থল, তুমি গুরু রসাতল,
তুমি গুরু সংসারের সার ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, এই তিন সহোদর,
তাতে হয় তোমার জনম।
জানি সিদ্ধা তোমার জন্ম, তপ জপ তোমার কর্ম, ২২৫০
শুন গুরু মোর নিবেদন ॥
শীঘ্র করি কহ গুরু, কি কাজ করিব গুরু,
বল গুরু সেই ত বচন ॥
তোমার আদেশ পায়া, হাতেমাথে আইনু ধায়া,
আজ্ঞা হইলে করি সে পালন। ২২৫৫
হাড়ি বলে হনুমান, শীঘ্র কর এই কাম,
এথা আজি বঞ্চিব রজনী ॥
আদেশ পাইয়া খাড়া, আঁটিলেন পিন্ধন ধড়া,
কেন মারে পবন-নন্দন।
বড় গাছ হাতে ধরে, ছোট গাছ পদে মারে, ২২৬০
কেন মারি কৈল নিপাতন ॥
পবনের পুত্র হনু, পাথরের প্রায় তনু,
বল যার অপুর্ব অপার।
যত গাছ ছিল বড়া, পদাঘাতে কৈল গুঁড়া,
দন্তে বন করে পরিষ্কার ॥ ২২৬৫
ঝোপ ঝাপ সব মারি, প্রতি স্থান নির্মল করি,
বিদায় হইল হনুমান।
হৃদয়েতে জপি নাম, সাধিয়া হাড়ির কাম,
নিজ স্থানে করিল গমন ॥
এথা হাড়ি জলন্ধর, মনেতে জপে শঙ্কর, ২২৭০
সেবে হাড়ি ইন্দ্রের অপ্সরী।

ডাহিনে চন্দন বাটা, বাম করে সুবর্ণ ঝাঁটা,
আইলেন এক বিদ্যাধরী ॥
পরনে পাটের শাড়ি, আগে দিল ছড়া ঝাড়ি,
আমোদিত করিল চন্দনে। ২২৭৫
হাতেতে তৈলের খুরি, দীপ জ্বলে সারি সারি,
আইল সব নাচনীর বেশে।
চাঁচর মাথার চুলে, করবী জাতি ফুলে,
ভ্রমর গুঞ্জরে কেশপাশে।
সীমন্তে সিন্দূরের ফোঁটা, নয়নে কাজলের ঘটা, ২২৮০
কর্ণে ফুল দিছে কর্ণপূর।
অধর অরুণ আভা, মুখে যেন চন্দ্র শোভা,
দন্তগুলি যেন মোতিচূর ॥
নাসিকা মোহন বাঁশী, যেন পুর্ণিমার শশী,
কর্পূর তাম্বুল শোভা করে। ২২৮৫
বুকে কুচ পদ্মকলি, মধুমর্ম জানে অলি,
মধুলোভে শব্দ করি ফিরে ॥
গলায় মালতী মালে, রত্ন প্রবাল জ্বলে,
যেন শশী তারাগণ মাঝে।
বাহু যেন মৃণালনলে, করতল শতদলে ২২৯০
শব্দ করি কঙ্কণ বাজিছে ॥
অপরূপ কর্মস্থান, দ্বিতীয় অতি নির্মাণ,
তাহাতে কন্নি উপধর (?)।
হিয়া যেন পদ্মকলি, তাহাতে রত্ন কাঁচলী,
নিঃশ্বাসের আগে পঞ্চশর ॥ ২২৯৫
কাটিয়া পরে কিঙ্কিণী, ইন্দ্রের সব নাচনী,
নৌবন যেন অমৃতকদলী।
চাম্পা যেন শদ অঙ্গুলি, হীরার কনক পাসলী,
যোগান্ত ভোগান্ত সব গলে।
কেওয়া ও গোলাপ বাসে, ফকীর যোগীর বেশে, ২৩০০
কবি সুকুর মামুদে ভুলে ॥

যোগ পাঁচালীতে গায়, নাচনী নাচিয়া যায়,
বাজে খোল মৃদঙ্গ পাখয়াজ।
কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজে, যেন তারাগণ সাজে,
নর্ত্তকী করিল নানা সাজ॥ ২৩০৫
ঝনাঝন রণারণ, জয়ঘণ্টা ঠনাঠন,
নাচে যেন ইন্দ্রের অপ্সরী।
চরণে বাজে নেপুর, শুনিতে যেন মধুর,
ঝুমর ঝুমর শব্দ করি॥
যেন চিতে বাদ্য শুনি, চলিতে নাগরী জিনি, ২৩১০
চটকে যেন পূর্ণিমার শশী।
নাগরী নাগর সলে থমকে থমকে চলে,
যেন দেখি পূর্ণিমার শশী॥
স্বকুর মামুদ ভণে, ইন্দ্রের অপ্সরীগণে,
গোপীচন্দ্রেক নারিল ভুলাতে। ২৩১৫
হাড়িফার চরণেতে, শরণ করি গোপীনাথে,
ছিল গোপী বৈসে একভিতে॥
এইরূপে নাচনীতে নর্ত্তকী গায় আমোদিতে,
বঞ্চিলেন এক নিশি এথা।
নাচনী বিদায় হইল, যার যে পুরীতে গেল, ২৩২০
গোপীচন্দ্র না ভুলিল তথা॥
আর দিন তথা হইতে, রাজাকে লইয়া সাথে,
বনপথে করিল গমন।
দিবা নিশি ভেদ নাই, গেল হাড়ি সেই ঠাঁই,
পুর্ব মুখে করিল আসন॥ ২৩২৫
ঊর্দ্ধ করি দুই হাত, স্মরে হাড়ি ভোলানাথ,
বীজমন্ত্র জপিল যখন।
ভালুক বানর বাঘ, সর্প অজগর নাগ,
আসি হাড়ির বন্দিল চরণ॥
চারি দিকে চারি নারী, বাঘ ভালুক প্রহরী, ২৩৩০
দেখি রাজা মনে গণি ভয়।

খাইয়া আপন মাথা, রাখিনু গুরুক পোতা,
অপযশ হইল সঞ্চয় ॥
যার আজ্ঞাকারী নাগ, বনের ভালুক বাঘ,
যার তরে সহস্র জানোয়ার। ২৩৩৫
ঘোড়ার পৈঘরে পুঁতি, আমি হইলাম অধোগতি,
আমা সম পাপী নাই আর ॥
করিনু আমি কুকাজ, সংসারে পাইব লাজ,
কলঙ্ক হইল ঘোষণা।
যদি মোরে বাঘে খায়, বাঁচিব শমনের দায় ২৩৪০
এড়াইব লোকের গঞ্জনা ॥
এত বলে বাঘে খাও, সর্পের ধরি দুই পাও,
হাড়িফা জলন্ধরের ডরে।
নাগে নাহি চোট করে, দুই পাও জড়ে ধরে,
বাঘে খায় না ময়নার কুমারে ॥ ২৩৪৫
বাঘ সর্পে করে কাম, রাজার পায়ে প্রণাম,
ভাবিয়া মনে আপনার।
এইরূপে রাত্র দিনে, গুরু শিষ্য দুই জনে,
কাননে ভ্রমেন নিরন্তর ॥
শূন্যপথে হাড়ি যায়, কাঁটা ফুটে রাজার পায়, ২৩৫০
জরজর হইল কলেবর ॥

আব্দুল সুকুর নাম পিতায় রাখিল।
সুকুর মামুদ নাম কুলেতে ঘুষিল ॥
শুন শুন সকল লোক বিধাতার নিরবন্ধ।
যেরূপে বেশ্যার ঘরে বান্ধা গোপীচন্দ্র ॥ ২৩৫৫
সাত দিন বন পথে ভ্রমে জলন্ধর।
কাঁটায় জরজর রাজার কলেবর ॥
হাড়িফা জানিল রাজা হইল কাতর।
কেন ছাড়ি গেল নাথ কনক নগর ॥

গোপীচন্দ্র বলে নাথ শুন নিবেদন। ২৩৬০
হাঁটিতে না পারি নাথ করিব কেমন॥
স্বজহ শকা বৃক্ষ গুরু সরোবর কূলে।
এক দণ্ড বসি নাথ সেই তরু তলে॥
হাড়িফা বলেন তবে বৈস সেই ঠাঁই।
সিদ্ধি জল খাইতে আমি যদি পাই॥ ২৪৬৫
গোপীচন্দ্র বলে গুরু খাও সিদ্ধের বড়ি।
নকুল করিতে নাথ আমি দিব কড়ি॥
এতেক শুনিয়া নাথ ধ্যানেতে বসিল।
একুশ বুড়ি কড়ি আছে আগমে জানিল॥
হাড়িফা বলেন আজ খিয়াতেক রাখিব। ২৩৭০
একুশ বুড়ি কড়ি শূন্যে উড়াইব॥
এতেক বলিয়া নাথ হুহুঙ্কার ছাড়িল।
ঝুলির ভিতর কড়ি শূন্যরাজে নিল॥
ঝুলিতে আছিল কড়ি রাজার ছিল বল।
রাজা বলে গুরুদেব খাও সিদ্ধি জল॥ ২৩৭৫
রাজার বচনে নাথ সিদ্ধি খাইল।
নকুল করিতে নাথ হাত বাড়াইল।
ঝুলিতে হাত দিল রাজা ভাবিয়া হুতাশ।
কড়ি না পাইয়া রাজা ছাড়িল নিঃশ্বাস॥
নকুল করিতে নাথ পাতিয়া রৈল হাত। ২৩৮০
দেখিয়া রাজার মুণ্ডে পড়িল বজ্রাঘাত॥
কড়ি না পাইয়া রাজা করে হায় রে হায়।
গুরুর নিকটে আমি ঠেকিলাম দায়।
কান্দে কান্দে গোপীচন্দ্র চক্ষে পড়ে পানি।
এবে সে জানিনু দড় হারানু পরাণী॥ ২৩৮৫
আগে যদি জানিতাম ঝুলিতে কড়ি নাই।
তবে কেন কড়ার করিমু গুরুর ঠাই॥
প্রথমে গুরুর স্থানে হইবে কড়ার।
অধঃপাতে রাজার বুঝি নাহিক নিস্তার॥

এতেক বলিয়া রাজা ভাবে মনে মন। ২৩৯০
গলে বসন দিয়া টিপ্‌ল গুরুর চরণ॥
চরণ ধরিয়া বলে হইয়া ব্যাকুল।
আমাকে বেচিয়া কর সিদ্ধের নকুল॥
শুনিয়া হাড়িফা সিদ্ধা ভাবে মনে মনে।
রাজাকে বেচিব আজ নটিনীর স্থানে॥ ২৩৯৫
যোগী হইয়া গোপী ছাড়ে চারি নারী।
নটিনীর ঘরে বেটার বুঝিব চাতুরী॥
চারি রাণী হইতে আছে নটিনী সুন্দর।
নটিনীর ঘরে বান্ধা দিব রাজ্যেশ্বর॥
নটিনীকে দেখে যদি না ভুলে রাজন। ২৪০০
শৃঙ্গার না ভুঞ্জে আর না করে হরণ॥
আপন রক্ষা করে যদি নটিনীর ঠাই।
তবে যোগী হবে রাজা মনে কিছু নাই॥
বার মাস বঞ্চে যদি নটিনীর ঘর।
সেবক করিয়া তবে করিব অমর॥ ২৪০৫
নটিনীর সঙ্গে যদি করেন শৃঙ্গার।
নিশ্চয় যাইবে তবে যমের দুয়ার॥
এক দিন যদি বেটা ভঞ্জয়ে সুরতি।
অমর হইতে পারে কি তার শকতি॥
নিগূঢ় শৃঙ্গার করে হইয়া সন্ন্যাসী। ২৪১০
তবে তো জানিব বেটা ভণ্ড তপস্বী॥
আপনার মনে হাড়ি যুক্তি বিচারিল।
এক গাছি দড়ি রাজার হস্তে লাগাইল॥
রাজার হস্তে সিদ্ধা দড়ি লাগাইয়া।
বান্ধা দিতে যায় নাথ নগর হাঁটিয়া॥ ২৪১৫
নকর বান্ধা দিব নাথ বলে উচ্চৈঃস্বরে।
সুলোচনী বেশ্যা যায় স্নান করিবারে॥
রাজারে দেখিয়া বেশ্যা ভাবে মনে মন।
মুকুলের রাজা যোগী হইল কেমন॥

ধন দিয়া পারে রাজা বান্ধিতে সাগর। ২৪২০
কোন সম্ভবেতে হৈল যোগীর কিঙ্কর ॥
কিছু বান্ধা রাখে লয়া অল্প ধন।
তবে বান্ধা লব আমি মুকুলের রাজন ॥
রূপে বিদ্যাধর রাজা মোহন মূরতি।
লইয়া রাজাকে আমি ভুঞ্জিব সুরতি ॥ ২৪২৫
যার রূপ দেখে ভুলে কামিনীর মন।
অবশ্য লইব বান্ধা দিয়া কিছু ধন ॥
এতেক ভাবিয়া কহে নটিনী সুন্দর।
কত ধন লয়া বাছা রাখ রাজ্যেশ্বর ॥
সিদ্ধা বলে যদি কড়ি একুশ বুড়ি পাই। ২৪৩০
তবে নকর বান্ধা দিয়া কিছু কিনে খাই ॥
এতেক শুনিয়া বেশ্যা লাগিল হাসিতে।
দাসীকে কহিল বেশ্যা কড়ি আনি দিতে ॥
কড়ি আনিয়া দাসী হাড়িফার হাতে দিল।
রাজাকে বান্ধা দিয়া তখন হাড়িফা চলিল ॥ ২৪৩৫
একুশ বুড়ি কড়ি লইয়া করিল গমন।
বাজারে চলিয়া গেল নকুলের কারণ ॥
মুদির দোকানে কড়ি দিল একুশ বুড়ি।
সিদ্ধের নকুল খাইল কামেশ্বরের বাড়ী ॥
কামেশ্বরের নাড়ু খাইয়া আনন্দ হইল। ২৪৪০
ফুলবাড়ীতে যাইয়া নাথ গোফাতে বসিল ॥
আনন্দ হইল নাথ গোফার ভিতরে।
রাজাকে লইয়া হেথা বেশ্যা গেল ঘরে ॥
রাজাকে লইয়া বেশ্যা হরষিত মন।
নানান অলঙ্কার বেশ্যা পরে আভরণ ॥ ২৪৪৫
রত্ন পেটারির বেশ্যা ঘুচাল ঢাকুনি।
যে স্থানে যে গহনা লাগে পরেন আপনি ॥
হস্তে করি নিল বেশ্যা সুবর্ণ চিরুণী।
মস্তকে চিরিয়া কেশ গাঁথেন বিয়ানী ॥

গন্ধ পুষ্প তৈল বেশ্যা পরিল মাথাতে। ২৪৫০
সুবর্ণের জাদ বেশ্যা পরিল খোঁপাতে॥
কামসিন্দূরের ফোঁটা দিলেন কপালে।
উদিত দিনকর যেন বিহানের কালে॥
গৌর বরণ বেশ্যা দিব্য করতলে।
কপালে সিন্দূর যেন রত্ন হেন জলে॥ ২৪৫৫
ভুরুর মধ্যতে যেন তিলকের রেখা।
সেন্দূরিয়া মেঘের আড়ে বিজলীর দেখা॥
নয়ানে কাজল পরে মেঘের সাথে বাদ।
লক্ষের বেসর পরে আপন নাসিকাত॥
মন্ত্র পড়ি তৈল বেশ্যা পরিল বদনে। ২৪৬০
যুবজনের মন হরে দেখিয়া যৌবনে॥
অধর শোভিত কৈল কর্পূর তাম্বূলে।
দশন ভ্রমর যেন বসিল কমলে॥
কপালের সেঁতিপাটী হীরায় জড়িত।
কিঞ্চিত হাসিতে যেন তারা ঝলকিত॥ ২৪৬৫
গলাতে পরিল বেশ্যা গজমতিহার।
সোনার পুতলী যেন হরে অন্ধকার॥
বাহু নির্মল যেন নখ চম্পার কলী।
আঙ্গুলে আঙ্গুঠী পরে বাহু তাড়ফলী॥
কর্ণেতে কুণ্ডল যেন নিশানাথের শোভা। ২৪৭০
হৃদয়ে কমলকুচ অতি মনোলোভা॥
অপূর্ব কাঁচলী পরে হিয়ার উপর।
দেখিয়া যুবকজনের লাগে পঞ্চশর॥
কটিত পরিল বেশ্যা লক্ষ মূল শাড়ী।
কর্ণেতে পরিল বেশ্যা হীরা গয়না কড়ি॥ ২৪৭৫
উরু যুগল বেশ্যার রামের কদলী।
বাঁক পাতা মল পরে সুবর্ণ পাশলী॥
গোলাপ চন্দনের ফোঁটায় করিয়া ভুষিত।
মধুলোভে অলি ধায় দেখিয়া কিঞ্চিত॥

বসন পরিয়া বেশ্যা কন্যা মায়াধর। ২৪৮০
বেশ করি হইল যেন দ্বাদশ বৎসর ॥
নব যৌবন বেশ্যা রূপের মুরলী।
অলঙ্কার পরিয়া হৈল চন্দ্রের পুতলী ॥
একেত বেশ্যার মায়া রূপের নাই সীমা।
সুবেশ করিয়া নারী হইল তিলোত্তমা॥ ২৪৮৫
রূপে বিদ্যাধরী যেন বেশ্যা সুলোচনী।
মর্ত্যেতে নামিল যেন ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
নানা বস্ত্র অলঙ্কার সুবেশ হইল।
পাটবস্ত্র আনিয়া বেশ্যা রাজার তরে দিল ॥
শীতল মন্দির ঘরে হিঙ্গুলের রং। ২৪৯০
তাহাতে বিছায়ে দিল সুবর্ণ পালং ॥
পালং বিছায় বেশ্যা না করে আলিস।
আশে পাশে লেপ গির্দা কৌতুকের বালিশ ॥
সুবর্ণের বাটা ভরি তাম্বূল আনিয়া।
সুবাসিত গঙ্গাজল রাখে ভৃঙ্গার ভরিয়া॥ ২৪৯৫
উপরে টাঙ্গায়ে দিল ফুলগিরি চান্দয়া।
পালঙ্গে বসিল বেশ্যা সুবেশ করিয়া ॥
স্নানের বস্ত্রে আনি রাখিলেন কোরা।
দাসীকে কহে রাজাক শীঘ্র স্নান করা ॥
বেশ্যা বলে শুন রাজা মৃকুলের ঈশ্বর। ২৫০০
স্নান করি আসি বৈস পালঙ্ক উপর ॥
না করিব আর আমি আপনার ব্যবসা।
এখন করিতেছি আমি তোমার ভরসা ॥
অন্য বঁধু বলি আমার মনে কিছু নাই।
এ ধন যৌবন আমি সঁপিব তোমার ঠাঁই ॥ ২৫০৫
রাজা বলে শুন তুমি বেশ্যা সুলোচনী।
ময়নামতী নামে আছে আমার জননী ॥
ধন মাল আছে কত লেখা নাই তার।
রজত কাঞ্চন আছে সপ্ত ভাণ্ডার ॥

সুবর্ণ পালঙ্ক কত আছ ঠাঁই ঠাঁই। ২৫১০
তোষক মশারি কত লেখা জোখা নাই॥
পাটবস্ত্র আছে কত আর খাসা জোড়া।
পিলখানাতে হাতী আছে পৈঘরেতে ঘোড়া॥
দালান কোঠা আছে কত সারি সারি।
তোমার অধিক আছে আমার চারি নারী॥ ২৫১৫
আর যত আছে তাহা কহিতে না পারি।
সকল ছাড়িয়া হইলাম আমি কড়ার ভিখারী॥
তোমার সঙ্গে যদি আমি ভুঞ্জিব সুরতি।
তবে কেন ছাড়িব আমি এ চার যুবতী॥
পুনর্বার যদি আমি করিব শৃঙ্গার। ২৫২০
গুরুর চরণে আমার না হবে নিস্তার॥
তোমার সঙ্গে যদি আমি বঞ্চি এক নিশি।
গুরু কহিবে আমাক ভণ্ড তপস্বী॥
তত্ত্বজ্ঞানী গুরু আমার নাম জলন্ধর।
তবে জ্ঞান নাহি দিবে না হব অমর॥ ২৫২৫
আঠার বৎসর মোট আমার পরমাই।
সেই জন্য কৈল মুনি ময়নামতী রাই॥
যোল বঙ্গের আমি ছাড়িয়া রাজাই।
সকল সার করিলাম হাড়িফা গোঁসাই॥
এ সুখ সম্পদ আমার কিছু না লয় মনে। ২৫৩০
মন বান্ধা আছে আমার হাড়িফার চরণে॥
হাড়িফার চরণ বিনে আর নাহি জানি।
তোমাকে দেখি যেন আমার জননী॥
যেই মাত্র গোপীচন্দ্র জননী কহিল।
বেশ্যার মস্তকে যেন আকাশ পড়িল॥ ২৫৩৫
বেশ্যা সুলোচনী বলে কাঞ্চনী নাম দাসী।
ইহাকে আনিয়া দেও বোকা এক কলসী॥
নেউড়ী বান্দী তোরা আছ যত জন।
গৃহের মধ্যে সকলেতে করিবেক স্নান॥

স্নান করিতে না যাও সরোবরে। ২৫৪০
যত জল লাগে আনি দিবেক নকরে॥
স্বকুর মামুদ কয় কপালের নিরবন্ধ।
বেশ্যার খরে বান্ধা রৈল গোপীচন্দ্র॥

পতিতার প্রতিহিংসা

বেশ্যার ঘরেতে দাসী এতেক শুনিক।
বোকা কলসী আনিয়া রাজার তরে দিল॥ ২৫৪৫
যত বন্ধু লইয়া বেশ্যা করেন শৃঙ্গার।
পানি যোগায় গোপীচন্দ্র কান্ধে লয়া ভার॥
শত ভার পানি রাজা তুলে প্রতিদিন।
সোনার বরণ তনু হইল মলিন।
এহিরূপে পানি রাজা বহে বার মাস। ২৫৫০
অন্ন জল নাহি খায় সদায় উপবাস॥
হাড়িফার নাম রাজা জপে দিবা রাতি।
ক্ষুধা তৃষ্ণা রাজার কাছে না করে বসতি।
দিন প্রতি বহে রাজা শত ভার পানি।
গুরু স্মরিয়া রাজা পোহায় রজনী॥ ২৫৫৫
এহিরূপে জল রাজা বহে নিত্য নিত্য।
অনাহারে বঞ্চে রাজা বেশ্যার পুরীত॥
আর দিন গেল রাজা জল আনিতে।
দৈবযোগে দেখা হইল ব্রহ্মজ্ঞানীর সাথে॥
ব্রহ্মজ্ঞানী কহিতেছে যোগের কাহিনী। ২৫৬০
জল আনা বিস্মরিল ব্রহ্মজ্ঞান শুনি॥
জ্ঞান কৈয়া ব্রহ্মজ্ঞানী যায় রাজপথে।
ব্রহ্মজ্ঞান শুনিয়া রাজা বৈরাগী হৈল চিতে॥
যোগ ব্রহ্ম শুনে রাজা সরোবরকূলে।
দৈবনির্বন্ধ রাজার দুঃখ কপালে॥ ২৫৬৫
এথা সুলোচনী বেশ্যা ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার।
জল বিনে না পারিল স্নান করিবার॥

গোস্‌সায় জ্বলিল বেশ্যা যেন হুতাশন।
কাঞ্চনী দাসীর তরে ডাকে ঘনে ঘন॥
বেশ্যার নিকটে যখন কাঞ্চনী আইল। ২৫৭০
কাঞ্চনীর তরে বেশ্যা কহিতে লাগিল॥
বেশ্যা বলেন দাসী বাটার পান খাও।
জল আনা নকরকে বান্ধিয়া ফেলাও॥
মধ্য উঠানেতে বেটাক চিত করিয়া।
বাইশ মণ পাথর দিবে বুকেতে তুলিয়া॥ ২৫৭৫
এতেক কহিতে রাজা জল লয়ে আইল।
ভার নামাইতে রাজাক চৌমুড়া বান্ধিল॥
কাঞ্চনীর সাথে আর দাস শত জন।
রাজাকে করিল সবে বিপত্য বন্ধন॥
মধ্য উঠানেতে রাজাক চিত করিয়া। ২৫৮০
বাইশ মণ পাথর বুকেতে তুলিয়া॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা বসন্তের খরা।
তাহাতে রাজার বুকে পাথরের ভরা॥
যাহার শরীরে সয় না এক পুষ্পের ভর।
বাইশ মণ পাথর তার বুকের উপর॥ ২৫৮৫
বিপদে পড়িয়া রাজা করে হায় হায়।
প্রাণ বিদরে আমার পাথরের ঘায়॥
হায় হায় বলিয়া রাজা পড়িল সঙ্কটে।
এহিত আছিল কানাই আমার কপালে॥
স্থকুর মামুদ কয় ভাব অকারণ। ২৫৯০
সিদ্ধি হইল কাজ বেশ্যার ভুবন॥

জন্মিনু গোরক্ষের বরে, ময়নামতীর উদরে,
আঠার বৎসর আমার পরমাই।
আইনু মুনিক ভাঁড়াইয়া, পিতা দিল চারি বিয়া,
আর দিল মুকুলের রাজাই॥ ২৫৯৫

তবে ময়নামতী মাতা, বুঝাইয়া কত কথা,
ছাড়াইল এ চারি সুন্দরী।
রাজ্য পাট ছাড়াইয়া, গলে কাঁথা পরাইয়া,
কৈল মোরে কড়ার ভিখারী ॥
অমর হইতে কায়, সঁপিল গুরুর পায়, ২৬০০
গুরু জ্ঞান দিলেন আমারে।
হইল আমার কুবুদ্ধি, না পানু জ্ঞানের সুদ্ধি,
গুরুকে পুতিলাম পৈঘরে ॥
স্ত্রীর উপরে মতি, গুরুকে পৈঘরে পুতি,
রাখিলাম পঞ্চ বৎসর। ২৬০৫
আইল শুনে কানাই, আর ময়নামতী রাই,
উদ্ধারিল গুরু জলন্ধর ॥
গুরু আমার জ্ঞানী বড়, মনেতে জানিলাম দড়,
মৃত্যু নাহি এ ভব সংসারে।
পঞ্চ বৎসর পোতা ছিল, অন্ন জল না খাইল, ২৬১০
উঠিল গুরু অপূর্ব শরীরে ॥
সাবধান আছিল মাতা, নাহি দিল কোন ব্যথা,
বিধাতা দিলেন তাকে ঘর ॥
যেন মার গর্ভবাসে, বালক থাকে দশ মাসে,
াছিল ার ॥ ২৬১৫
বুঝিয়া জ্ঞানের দায়, ধরিল গুরুর পায়,
গুরু বান্ধা দিল বেশ্যার ঘরে।
বেশ্যার ঘরে বার মাস, রাত্রি দিবা উপবাস,
বাঁচি আমি গুরু নাম জপি।
না জানি কি অপরাধী, কিবা বিধির ছিল বাদী, ২৬২০
বুকে রৈল বাইশ মণ পাথর
প্রবল পাথর ভার, প্রাণ কান্দে থর থর,
এবে আমি যাব যমঘর
যার যে নির্বন্ধ থাকে, ফলে তার কোন পাকে,
সুখ দুখ ললাটের লিখন। ২৬২৫

প্রভু রাম রঘুনাথে, পিতার সত্য পালিতে,
সীতা হরিল দশানন ॥
লঙ্কা ছিল অধিকার, চৌদ্দ যুগ প্রমাই যার,
তবে তার নির্বন্ধ ঘটিল।
রত্ন মটুক পর, বনে চরে বানর, ২৬৩০
তবে তারে বিসর্জন দিল ॥
এহিত সংসার সাজ, বিধির বাঞ্ছিত কাজ,
নির্বন্ধ না লড়ে কোন কালে।
সংসারেতে ধন বড়, যাহার কপাল দড়,
এই লেখা আমার কপালে ॥ ২৬৩৫
স্বকুর মামুদ ভণে, ভাব রাজা অকারণে,
বড় জ্ঞানী মহন্ত গোঁসাই।
সম্পদ বিপদ কত, দৈবের নিরবন্ধ মত,
আপনার হাতে কিছুই নাই ॥

কান্দে রাজা গোপীচন্দ্র লোহিত লোচন। ২৬৪০
মায়ের বচন রাজার পড়িল স্মরণ ॥
রাজা বলে শুনেছিনু মা মুনির ঠাঁই।
আঠার বৎসর মোটে আমার পরমাই ॥
দ্বাদশ বৎসরে পিতা দিল চারি বিয়া।
পঞ্চ বৎসর রাজ্য করি হাড়িফাক পুতিয়া ॥ ২৬৪৫
পাঁচ আর বারয়ে হৈল সতের বৎসর।
এক বৎসর রৈনু বান্ধা নটিনীর বাসর ॥
একুনে হইল বুঝি আঠার বৎসর।
এখন যাইব আমি যমের নগর ॥
নির্বন্ধ লিখন না লড়ে কোন কালে। ২৬৫০
যত কিছু হইল হবে কপালের ফলে ॥
জনম মরণ বিভা বিধাতার হাতে।
বৃথায় রাখিলাম বাদ ঘোষণা ভারতে ॥

এহিত সংসারে আছে কত শত লোক।
উদ্ধার করিল গুরু করিয়া সেবক ॥ ২৬৫৫
সংসারে জন্মিয়া আমি করিনু কিবা কাম।
সেবক হইয়া গুরুর ডুবাইনু নাম ॥
সংসারের মধ্যে ঘোষিবে সর্বলোক।
নটিনীর ঘরে মৈল হাড়িফার সেবক ॥
ত্রিভুবনের মধ্যে হাড়ির বড নাম। ২৬৬০
নটিনীর ঘরে মৈল হাড়িফার গোলাম ॥
এহি বড় ঘোষণা রহিল পৃথিবীতে।
জন্মিলে মরণ আছে শুনেছি ভারতে ॥
শাস্ত্রেতে শুনেছি আর লোক মুখে।
গুরুর ঘোষণা রৈল সেবকের পাকে ॥ ২৬৬৫
আহা গুরু পরমব্রহ্ম সংসারের সার।
নটিনীর ঘর হৈতে করহ উদ্ধার ॥
যেই মাত্র গোপীচন্দ্র এতেক কহিল।
গোফাতে বসিয়া নাথ হাড়িফা জানিল ॥
তত্ত্বজ্ঞানী হাড়িফা সিদ্ধা জানিল অন্তরে। ২৬৭০
আমার সেবক মরে নটিনীর ঘরে ॥
হুহু শব্দ করি সিদ্ধা ছাড়ে হুহুঙ্কার।
সাত তোলা ভারী হইল বাইশ মণ পাথর ॥
সোনার কবজ যেন দিলেন গলায়।
এইরূপে রৈল পাথর রাজার হৃদয় ॥ ২৬৭৫
মন্দা মন্দা বাও তখন বহেত পবনে।
সন্তোষ হইল তখন মুনির নন্দনে ॥
আছিল রবির ছটা হইল আবছায়া।
সুখে নিদ্রা যায় রাজা মন্দা বাও পায়া ॥
হাড়িফা বলেন বেটা কি কাম করিল। ২৬৮০
সিদ্ধার সেবক হইয়া বেটা নিদ্রা কেন গেল ॥
অন্ন জল নিদ্রা তেজিল বার মাস।
বেশ্যার ভবনে রাজা সাধিল সন্ন্যাস ॥

নিজ নাম ব্রহ্মজ্ঞান শুনাইব কানে।
অমর হইবে রাজা সেই ব্রহ্মজ্ঞানে ॥ ২৬৮৫
এতেক ভাবিয়া নাথ হুহুঙ্কার ছাড়িল।
সপ্ত দিনের পথ সিদ্ধা তিন দণ্ডে গেল ॥
রাজার নিকটে যাইয়া শৃঙ্গনাদ পূরিল।
শৃঙ্গনাদ শুনিয়া রাজার ধ্যান ভঙ্গ হৈল ॥
চেতন পাইয়া রাজা দেখে গুরুধাম। ২৬৯০
বন্ধনে থাকিয়া গুরুক করিল প্রণাম ॥
নাথ বলে জিউ বাছা আমি দিলাম বর।
আর মরণ না হইবে চারি যুগ ভিতর ॥
নিজ নাম দিব বাছা নাহিক অপেক্ষা।
সেবক হইয়া এখন জ্ঞান কর শিক্ষা ॥ ২৬৯৫
এতেক বলিতে বেশ্যা আইল বিদ্যমান।
সুলোচনী এল যত বেশ্যার প্রধান ॥
সুলোচনী বেশ্যা বলে শুন জলন্ধর।
বৃথা বান্ধা লয়াছিলাম তোমার নফর ॥
কর্ম নাহি করে চিড়া খায় আড়ি আড়ি। ২৭০০
তে কারণে নফরের পায়ে দিলাম বেড়ী ॥
নফরের কার্য নাই দেহ মোর কড়ি।
তবে তো তোমার নফর আমি দিব ছাড়ি ॥
হাড়িফা বলেন বেশ্যা সব আমি জানি।
কর্ম নাহি করে নফর নিত্য বহে পানি ॥ ২৭০৫
এতেক বলিয়া সিদ্ধা শূন্যরাজকে ডাকিল।
অন্তরীক্ষে ছিল শূন্য সাক্ষাতে আইল ॥
হাড়ি বলে শূন্যরাজ শুন দিয়া মন।
বেশ্যার তরে কড়ি দেহ না এখন ॥
কড়ি আনিয়া শূন্য দিল গোপীর তরে। ২৭১০
গোপীনাথ লয়ে কড়ি ঝুলির মধ্যে ভরে ॥
রাজার ঝুলির মধ্যে কড়ি দিল ছাড়ি।
ঝুলি হইতে কড়ি পড়ে একুশ বুড়ি ॥

হুহুশব্দ করি সিদ্ধা ছাড়ে হুহুঙ্কার।
দেখিতে দেখিতে কড়ি হইল সোনার॥ ২৭১৫
সোনার কড়ি দেখি বেশ্যার মন কলপিল।
কোছাত করিয়া কড়ি তুরিত তুলিল॥
কড়ি পাইয়া বেশ্যার আনন্দিত মন।
শীঘ্র কাটিয়া দিল হাতের বন্ধন॥
সোনার কড়িতে বেশ্যার বাড়িল উল্লাস। ২৭২০
স্থকুর মামুদে কহে রাজার খালাস॥

পরিত্রাণ

খালাস পাইয়া রাজা করে কোন কাম।
গলে বসন দিয়া কৈল গুরুকে প্রণাম॥
আশীর্বাদ দিয়া সিদ্ধা সঙ্গে করি নিল।
অনাদ্য সাগরকূলে যায়া উত্তরিল॥ ২৭২৫
অগাধ সাগরজলে করাইল স্নান।
অন্ধ ছিলেন রাজা পাইল চক্ষুদান॥
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে যে ছিল যেখানে।
দেখিতে পাইল রাজা আপন নয়নে॥
পূর্ব আসনে পুন বসায়ে সামনে। ২৭৩০
নিরঞ্জনের নিজ নাম শুনাইল কানে॥
যোগান্ত বেদান্ত যত কৈল গুরুধাম।
ভেদ দিল বত্রিশ অক্ষর আর ষোল নাম॥
নিজনাম ব্রহ্মজ্ঞান সর্বনামের সার।
যে নামে হইল চারি যুগের বিচার॥ ২৭৩৫
এক নাম অনন্ত নাম নাম অন্ত হয়।
সেই অজপা নাম গুরুদেব কয়॥
এক অক্ষরে তিন নাম নাহিক দোসর।
শুনাইল সেই নাম গুরু জলন্ধর॥
মেরুদণ্ড স্থির করিয়া করিল আসন। ২৭৪০
যোগ আসন সাধে হইল মহাজন॥

যোগভেদ দিল গুরু শরীরে বিচার।
স্তুতিমনা ভেদ দিয়া কয়া কর্ণসার ॥
শব্দচক্রেতে দিল শব্দ উয়ার।
চৌদ্দভুবন ভেদ দিল খিড়কীর দ্বার ॥ ২৭৪৫
চারি কুণ্ডভেদ দিল শরীরের বন্ধ।
তিলান্ত আড়াভেদ ভাঙ্গে মনের ধন্ধ ॥
আন্থ অনান্থ বন্ধ দশনে দিল পাতি।
গগনে মন্দিরে যুবকের গাবুরাণী ॥
ভূমর শোভাভেদ দিল স্ত্রীবশর হাট। ২৭৫০
পুর্ব পশ্চিমে ভেদ দিয়া লাগাইল কপাট ॥
দক্ষিণভেদ দিল হেমন্ত বসন্ত।
বার কলাভেদ দিয়া ভাঙ্গে মনের ধন্ধ ॥
ষোলকলা ভেদ দিল কায়া সরোবর।
তিস্তিয়া আড়াভেদ দিয়া মন কৈল একস্তর ॥ ২৭৫৫
আন্থ অনান্থ ভেদ দিয়া তৃতীয় কৈল খানা।
একে একে ভেদ দিল সঙ্গে পঞ্চ জনা ॥
পিতার ঔরস বিন্দু জননীর সঙ্গ।
ভেদ দিল সব তত্ত্ব পৃথিবীর বন্ধ।
উজান বাহিয়া রাজা কামারিয়া শোনে। ২৭৬০
ভঙ্গ দিল জরা মৃত্যু দুষ্ট কালযমে ॥
নিজনাম সাধিল রাজা গুরুর সাক্ষাতে।
আরোগ্য হইল রাজা মরণের হাতে ॥
নিকট আছিল যত মরণের ভয়।
মৃত্যপথ দূরে গেল হইল অক্ষয় ॥ ২৭৬৫
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ভেদ দিল করতার।
সুকুর মামুদে গায় যুগের বিচার ॥
এইরূপে যোগ সাধি হৈল তত্ত্বসার।
শরীরের ভেদ গুরুক লাগিল পুছিবার।

বুঝ গুরু তত্ত্বসার, সদা ধ্যান করিবার, ২৭৭০
নিজ আত্মা চিনিতে না পারি।
বিরলে বুঝাও শুনি, জন্মে কোন ঘরে মুনি,
কোন নামে সঞ্চারিল শিব।
কোন মুখে দশ মাস, কোন মুখে উপবাস,
কেমনে উৎপত্তি হইল জীব॥ ২৭৭৫
নিদ্রার উৎপত্তি কোথা, কোন খানে মন চিন্তা,
কেমনে উৎপত্তি হইল বাই।
অঙ্গুলির কুল কেবা, কহ গুরু ব্রহ্মদেবা,
শূন্যের স্থিতি কোন ঠাঁই॥
কোন মুখে পাহি ডাল, পরিচয় দেহ ভাল, ২৭৮০
আহার উৎপত্তি কোন স্থানে।
কোথা বিন্দু কোথা মন, কোথা বৈসে পবন,
কোথা থাকে আইন গাইন॥
শিব শক্তি বলি কাকে, কোন খানে ক্ষমা থাকে,
কাকে বলি ত্রিবেণীর ঘাট। ২৭৮৫
নাচার ফকিরে বলে, গুরুর চরণ তলে,
বসুমতী আগু জননী।
উৎপত্তিতে প্রলয়, যখন যেমন হয়,
হেন তত্ত্ব গুরুর কথা শুনি॥
দুই চক্ষু সরোবর, অভয় পরে নিরন্তর, ২৭৯০
তার কাছে স্ত্রীবশর হাট।
মাঝ দ্বারে বন্দি কুটা, অকুলের কোন ছটা,
কর্ণ ভেদিয়া কৈল ঘাট॥
রসে নিদ্রা আইসে, পাতাল ভেদিয়া বৈসে,
সাগর করিয়া ঘোর বন্ধ। ২৭৯৫
বুকপর অগ্নি জলে, হেন তত্ত্ব গুরু বলে,
মন পবন তাহার ভেদ॥
সিসেতে (?) পর্বত ঢাকে, রবি শশী বলি তাকে,
পাতাল ভেদিয়া তার ছেদ॥

* * হইল মেলা, তথায় জীবের খেলা, ২৮০০
তাথে উপজে বাইর পাক।
জন্মিয়াছে থাকে থাকে, হেন কথা গুরুর মুখে,
জন্মাইল করে থাক থাক ॥
গরীব ফকিরে কয়, ভজিয়া গুরুর পায়,
বাই মধ্যে করিয়া প্রবেশ। ২৮০৫
গুরুকে করিয়া সার, বিচারিয়া ভাণ্ডার,
একে একে করিয়া উদ্দেশ ॥

গুরু কোথা থাকে নিরাঞ্জন, কোন স্থানেতে আসন,
কোন দেব বৈসে কোন আকারে।
নাহি চিনি আপনে, কোথা বৈসে কোন জনে, ২৮১০
ভিন্ন ভিন্ন বোঝাবে আমারে ॥
কোথা বৈসেন শ্রীহরি, কোথা আছে ব্রহ্মপুরী,
ব্রহ্মলোক সব বৈসে কাত।
কোথা বসে মুনিগণ, কোথা বসে নারায়ণ,
কোন স্থানে বৈসে জগন্নাথ ॥ ২৮১৫
কোন স্থানে দেবের স্থিতি, কোথা বৈসে গণপতি,
কোথাতে বসেন পুরন্দর।
কোথা বৈসে বসুমতী, কোথা বৈসে সরস্বতী,
কোথা আছে মন্তুরায়ের ঘর ॥
কোথাতে চন্দন বন, কোথা বৈসে পবন, ২৮২০
দিবানিশি কোথা রয় তারা।
চন্দ্র সূর্য দুইজন, কোন মুখেতে আসন,
কোথা বসে দুই তারা ॥
সপ্ত দিন পনর তিথি, কোথা কার বসতি,
কহ গুরু সে যোগের ধার। ২৮২৫
স্থকুর মামুদে কয়, কহ গুরু মহাশয়,
বুঝাইয়া কহ জলন্ধর ॥

দেহের মধ্যে নিরাঞ্জন, ভুলে ফিরে অকারণ,
সকল দেবতা বসে শরীর ভিতরে
উত্তম আত্মা মহাদে, চিনিতে না পারে কে, ২৮৩
ভিন্ন দেব পুজেত বর্বরে ॥
দ্বিতীয়তে বসে হরি, উপরেতে ব্রহ্মপুরী,
ব্রহ্মলোক সব বৈসে তাথ।
উদয়পুরে মুনিগণ, তাথে বৈসে নারায়ণ,
শূন্যস্থানে বৈসে জগন্নাথ ॥ ২৮৩৫
মানসিক দেবের স্থিতি, কন্ধে বৈসে গণপতি,
তার পর বৈসে জলন্ধর।
কটিতটে বসুমতী, জিহ্বায় বৈসে সরস্বতী,
তোমার গোফা মনুরায়ের ঘর ॥
কস্তুরী চন্দন বন, মলয়া গিরি পবন, ২৮৪০
দিবা রাত্রি বহে দুই ধারা।
চন্দ্র সূর্য দুইজন, যোগমুখে আসন,
গগন মন্দিরে রহে তারা ॥
সাত দিন পনের তিথি, ললাটে পূর্ণিমার স্থিতি,
বাম পদ নখের উপরে। ২৮৪৫
সুকুর মামুদ কয়, তিথি কর পরিচয়,
বুঝ তিথি প্রতি ঘরে ঘরে ॥
এ ছাড়া পাথর পুজে, হত মূর্খ নাহি বুঝে,
ধন নথ না করে বিচার।
খাইতে বলিতে জানে, পূজে তাকে মনে মনে, ২৮৫০
অনায়াসে ভবে হবে পার ॥
যোগীর পুথি সমাপ্ত।

প্রকাশকের পরিচয়

কেতাব হইল শেষ খোদার মদতে।
তিনি অগতির গতি বিপদে আপদে ॥

তাঁহার করুণা শুধু ভরসা আমার।
তিনি নিত্য নিরাময় সকলের সার ॥ ২৮৫৫
দীননাথ দয়াময় পতিত পাবন।
সর্ব জীবে দয়া তাঁর সদা সর্বক্ষণ ॥
হে খোদা অন্তর মম কর পাক ছাফ।
জীবনের যত গুনা করে দাও মাফ ॥
তোমার হবিব নবি রছুল করিম ॥ ২৮৬০
ছাবেক তাঁহার দিনে রাখিও রহিম ॥
বন্ধুগণ অভাজন করে নিবেদন।
করিবেন খাতা মাফ দোওয়া বিতরণ ॥
আদ্যক্ষরে নাম সহ নীচে সমুদয়।
পাইবেন পদ্যে মম মূল পরিচয় ॥ ২৮৬৫
গুনার সাগরকূলে রহেছি বসিয়া।
লাগিছে পাপের ঢেউ সতত আসিয়া ॥
মহাম্মদ নাম পরে ভরসা আমাব।
রছুল করিলে দয়া তবে তো নিস্তার ॥
ছুটিল না মোহ ঘোর জীবনে আমার। ২৮৭০
লক্ষ্যহীন পথে আমি ভ্রমি অনিবার ॥
খোয়াইনু সব পুঁজি কি হবে আখেরে।
না হল নেকির কাজ ডুনিয়ার ফেরে ॥
কারু কেহ কেয়ামতে না হবে গমখার।
রহিবে আমাল নিজ কাছে আপনার ॥ ২৮৭৫
ফুরাইল পুঁজি পাটা হাটা খাটা সার।
জীবনের পানে নাহি চাহি একবার ॥
এই তক জানি আমি মূল বিবরণ।
এ ঘোর জগতে আমি হীন অকিঞ্চন ॥
খোন্দকার জহিরদ্দিন বাবাজাঁর নাম। ২৮৮০
বংশেতে রইস বটে গরীবানা ঠাম ॥
এক ভ্রাতা নাম তার রইসউদ্দিন।
বাহাল ইমানে রাখে এলাহি আলমিন ॥

চারিটি ভগিনী মম আছে সহোদরা।
নেকই খাছলত নেক সবাই তাহারা ॥ ২৮৮৫
খোদার দরগায় করি এই মোনাজাত।
জেন্দেগী সবার হয় ইমানের সাথ ॥
দিয়াছেন দাতা মোরে দুইটি দুহিতা।
দোওয়া করিবেন খোদা নেকি করে আতা ॥
মুন্‌সিপাড়া গ্রাম মাঝে বসতি আমার। ২৮৯০
সে গ্রাম অধীন হয় জেলা নদীয়ার ॥
মস্‌হুর জুনিয়াদহে আছে ডাক ঘর।
মেলায় দোকান মম আছে বরাবর ॥

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট—ক

প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ

১৮৭৮ খৃঃ অব্দে সার জর্জ্জ গ্রীয়ারসন সাহেব সর্ব প্রথম "ময়নামতীর" এক পালা গান সংগ্রহ করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটির জারনেলে প্রকাশিত করেন। ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে আমি এই গানের কতকটা উদ্ধৃত করিয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। আজ প্রায় ১৬।১৭ বৎসর হইল শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় রংপুর নীলফামারির সবডিভিসনাল অফিসারের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া "ময়নামতীর গানের' আর একটি পাঠ সংগ্রহ করেন;—১৩১৫ বাং সনের "সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায়" উহার পরিচয় প্রকাশিত হয়। ভবানী দাস নামক কবি "গোপীচাঁদের পাঁচালী" নামে ময়নামতীর গানেরই বিষয় লইয়া অনুমান দুই শত বৎসর পূর্বে একখানি কাব্য রচনা করেন। চারিখানি প্রাচীন পুথির পাঠ মিলাইয়া শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহেব চাটগাঁ হইতে এই ভবানী দাস বিরচিত "গোপীচাঁদের গানের" একখানি খসড়া তৈরী করিয়া তাহা প্রকাশ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করিয়াছিলেন। বর্তমান সংস্করণে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় মুন্সী সাহেবের পাঠ হইতে বহুল পরিমাণে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। দুর্লভ মল্লিক নামক জনৈক কবি ময়নামতী সম্বন্ধে সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীতে একটি গান রচনা করিয়াছিলেন, এবং প্রায় দুইশত বৎসর হইল সিন্দুর-কুসুমীগ্রামনিবাসী সুকুর মামুদ নামক আর এক কবি "যোগীর পুথি" নামে এই ময়নামতী-গোপীচন্দ্র সংক্রান্ত আর একটি সুবিস্তৃত গান রচনা করেন। মদ্‌রচিত "বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে" এই সকল পুস্তকের কোন কোনটি হইতে রচনার নমুনা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল ময়নামতীর প্রাচীন গানের নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, ক্লাসে "ময়নামতীর গান" পাঠ্য হওয়াতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এই গানগুলির প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছে।

হিন্দু এবং মুসলমান কবি ও শ্রোতারা প্রায় সাত শত বৎসর যাবৎ এই গোপীচন্দ্রের গান বাঙ্গালা দেশে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। এই গানের প্রভাব এক সময় এত বেশী ছিল যে আসমুদ্র হিমাচল পর্যন্ত এই মহাপ্রদেশের লোকবৃন্দ বঙ্গের রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস কাহিনী শুনিয়া করুণ রসে বিগলিত হইতেন। ভাগলপুর, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশগুলিতে এখনও

গোপীচন্দ্রের গান শোনা যায় ;—এখনও মহারাষ্ট্র রঙ্গমঞ্চে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস অভিনীত হয়—এখনও উষ্ণীষধারী, গোপীযন্ত্র হস্তে শত শত উত্তর পশ্চিমের গায়ক "গোপীচন্দ্রের গান" গাইয়া জীবিকা অর্জন করে। সেদিনও প্রসিদ্ধ চিত্রকর রবিবর্মা "গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের" চিত্র আঁকিয়া বঙ্গাধিপকে ভারতবর্ষের সর্বত্র পুনরায় সুপরিচিত করিয়া দিয়াছেন। উড়িষ্যা হইতে ময়নামতী গানের বিস্তৃত পুথি পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গাধিপ গোবিন্দচন্দ্র সামান্য লোক ছিলেন না, যদিও গ্রাম্য কবিরা তাঁহাদের সংকীর্ণ ও অমার্জিত কল্পনা দ্বারা ইঁহার অতুল ঐশ্বর্য আয়ত্ত করিতে না পারিয়া ইঁহাকে কেহ-বা "ষোল দণ্ডের" পতি করিয়াছেন, কেহ-বা ইঁহার পৈত্রিক "সরুয়া নলের বেড়ার" প্রশংসা করিয়াছেন —তথাপি ঐতিহাসিক গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র যে ভারতবর্ষের একজন নৃপতি-শিরোমণি ছিলেন, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালার লেখক রাজা-ধন্যমাণিক্যের যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় গৌড়াধিপ হুসেন সাহা বহুবার তাঁহার পাঠান সেনানায়কগণকে ত্রিপুরা বিজয়ের অভিযানে পাঠাইয়াও ঐ রাজ্য দখল করিতে পারেন নাই,—বারংবার পাঠানেরা ধন্যমাণিক্যের সেনাপতি চয়চাগের হস্তে পরাস্ত হইয়াছিলেন, এমন কি একজন প্রধান পাঠান সেনাপতিকে চয়চাগ কালী মন্দিরে বলি দিয়া গৌড়েশ্বরকে বিপর্যস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ছুটি খাঁ নামক পাঠান সেনাপতির স্তাবক-কবি শ্রীকরণ নন্দী তাহার মুরব্বির সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,

> "ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
> পর্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥"

সর্ব দেশের ইতিহাসেই জয়-পরাজয় লইয়া দুই পক্ষের এইরূপ সত্যবিরোধী বর্ণনা পাওয়া যায়। বঙ্গদেশ হইতে সুদূরে যাইয়া গোবিন্দ চোল স্বদেশে নিজ খ্যাতি বাড়াইবার উদ্দেশ্যে স্বীয় সভাকবির দ্বারা যদি বঙ্গজয় ঘোষণা করাইয়া থাকেন, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। সুতরাং তিরুমলয়ের লিপিকারের উক্তি সম্বন্ধে আমরা আস্থাবান্ হইতে পারিতেছিনা। বিশ্বেশ্বর বাবু, আমি এবং বসন্ত বাবু তিনজনে মিলিয়া গোপীচন্দ্রের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছি—তাহার ফলাফল বিশ্বেশ্বর বাবু নিরপেক্ষ ভাবে তৎরচিত ভূমিকায় লিখিয়াছেন—নানারূপ গ্রাম্য সংস্কার, বিরুদ্ধ ও ভ্রমপ্রমাদের মধ্য হইতে আমরা যে দুই একটি তথ্যকে ঐতিহাসিক সত্য

বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তন্মধ্যে প্রথমটি এই যে তিরুমলয়ের গোবিন্দচন্দ্র এবং আমাদের এই গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র খুব সম্ভব এক ব্যক্তি। দ্বিতীয় কথাটি এই যে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ধাড়িচন্দ্রকে টানিয়া বুনিয়া চন্দ্রবংশের জনৈক নৃপতি নামের সঙ্গে মিলাইবার জন্য উৎকট চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার সেই সিদ্ধান্তের উপর আমরা কোনরূপ আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছি না। কিন্তু তথাপি মহারাষ্ট্র গীতে "ত্রৈলোক্যচন্দ্র" ও দুর্লভ মল্লিকের গানে "সুবর্ণচন্দ্র"—তাম্রশাসনোক্ত চন্দ্রবংশের চারিজন রাজার মধ্যে এই দুইজনের নামের ঐক্য পাইয়া আমরা গোপীচন্দ্রকে বিক্রমপুরের শ্রীচন্দ্রদেবের বংশীয় বলিয়াই মনে করিতেছি। এই কথা ভট্টশালী মহাশয়ই প্রথম বলিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। বংশলতাসম্বন্ধে গ্রাম্য গীতে গোলমাল থাকা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে, এমন কি সেদিনকার নিত্যানন্দ প্রভুর বংশাবলীতে তাঁহার পিতামহের নামের পূর্বে যে সকল নাম তিনটি ভিন্ন স্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাদের কোনটিতে মিল নাই। তথাপি ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত অতি বিরুদ্ধ উপকরণের মধ্যেও চারিটি রাজার নামের মধ্যে যখন দুইজনের নামের মিল পাইতেছি, তখন আমরা গোপীচন্দ্রকে উক্ত চন্দ্রবংশীয় রাজা বলিয়া গ্রহণ করার পক্ষপাতী। নবদ্বীপের সুবর্ণবিহার এই বংশের সুবর্ণচন্দ্র রাজার দ্বারা নির্মিত হওয়াই সম্ভবপর। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় সুবর্ণবিহারে একটা খোদিত ইষ্টকলিপির যে তারিখ পাইয়াছিলেন তাহাও এই সিদ্ধান্তেরই অনুকূল। চারিজনের মধ্যে এই যে দুই রাজার নামের মিল পাওয়া গেল, তাহাতে আমরা অনুমান করিতে পারি বহু দূরসময়াগত প্রাচীন সংস্কারকে নানা আবর্জনা ও কল্পনা বিকৃত করিয়া দিলেও দেশবাসীগণ প্রাচীন স্মৃতির খেই একবারে হারাইয়া ফেলেন নাই। বিশ্বেশ্বর বাবু তাঁহার ভূমিকায় এটিও প্রমাণ করিয়েছেন যে গোপীচন্দ্রের অনেক কীর্তি উত্তর বঙ্গে থাকিলেও ত্রিপুরামেহেরকুলেই তাঁহার রাজধানী ছিল।

এই গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা লেখা দরকার। যদবধি গোবিন্দ চন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন তদবধি এই গান চলিয়া আসিতেছে। কোন করুণ ঘটনার প্রথমোচ্ছ্বাসেই শোক সংগীত রচিত হইয়া থাকে। আজগুবী কল্পনা অনেক সময় প্রথম হইতে সুরু হইয়া থাকে। এখনও বাঙ্গালী কয়েকজন সাধু ও মহাপুরুষ সম্বন্ধে তাঁহাদের জীবিতকালে বা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে

যে সকল জীবনী রচিত হইয়াছে, তাহাতে আজগবী কথার অন্ত নাই। সুতরাং আজগবী কথা সমসাময়িক হইতে পারে না, তাহা অনেক পরে লিখিত হয়—আমরা এ যুক্তির পক্ষপাতী নহি। রাজার জন্য প্রথম যে বেদনা গাথার আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই বেদনাজাত কাব্যকথা এপর্যন্ত পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইয়া আসিতেছে। ইহা শুধু কাব্য নহে—ইহা গান, ইহা লেখা নহে—বাচনিক আবৃত্তি, সুতরাং ইহা যে গায়কের কণ্ঠে যুগে যুগে নূতন ভাষা পরিগ্রহ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি ইহা যে অতি প্রাচীন গানের অপেক্ষাকৃত নব সংস্করণ তাহাতে ভুল নাই। অনেক স্থলে প্রাচীন ভাষা পর্যন্ত অবিকৃত আছে, আর প্রায় সর্বত্রই ইহাতে প্রাচীন সমাজ ও রীতিনীতির প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। দেব-বিগ্রহ যুগে যুগে নবকলেবর গ্রহণ করিলেও তাহাতে প্রাচীন আদর্শ অনেক সময় বজায় থাকে। এই গানও তদ্রূপ।

কি কারণে তাহা বলা যায় না, খৃষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে সমস্ত পৃথিবীময় তন্ত্র, মন্ত্র, পৈশাচিকী ক্ষমতা ও পুরোহিতগণের অদ্ভুত, অলৌকিক শক্তির প্রতি জনসাধারণের মধ্যে একটা অটল বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। গ্যালদিগের ইতিহাসে ড্রুইড-পুরোহিতদের অদ্ভুত ক্ষমতার কথা লিপিবদ্ধ আছে। ড্রুইড-পুরোহিতগণ মন্ত্রবলে সমুদ্রের তিমি-তিমিঙ্গলকে ডাকিয়া ডাঙ্গায় আনিতে পারিতেন, তাঁহায়ের আদেশে পর্বতের মাথা হেঁট হইয়া যাইত, তাঁহারা অলৌকিক বুভুক্ষায় পীড়িত হইয়া অন্নকূট উদরস্থ করিয়া দুগ্ধের সরোবর পান করিতেন। এই সব গ্যালিক উপাখ্যানের সঙ্গে প্রায় তৎসময়ে বিরচিত "ময়নামতীর গান" পড়িলে উভয়ের সাদৃশ্য আশ্চর্যরূপে প্রতীয়মান হয়। হাড়িসিদ্ধার আদেশে ফলবন্ত বৃক্ষের শাখা নত হইয়া ফলের ডালি উপহার দিতেছে, হাড়ি সোণার খড়ম পায় দিয়া দরিয়া পার হইতেছেন, তাহার মুখের কথায় নদী-স্রোত বন্ধ হইয়া যাইতেছে, স্বয়ং লক্ষ্মীঠাকুরাণী তাহাকে রাঁধিয়া খাওয়াইতেছেন।[১] ইহা ছাড়া আরও কত শত অদ্ভুত কাজ কাজ সে করিতেছে। গ্যালিক উপাখ্যানের গুইণবাচের পলায়নের চেষ্টা ও ময়নামতীর হস্ত হইতে গোদা যমের উদ্ধারপ্রয়াস একরূপ। সেই উপাখ্যানে টুরিএন পুত্রগণেরও উক্তরূপ চেষ্টা বর্ণিত আছে। এই সাদৃশ্য এত স্পষ্ট যে মনে হয় যেন পৃথিবীর দুই ভিন্ন প্রান্ত হইতে একই ভাবের গল্পরচকদ্বয় ডাকাডাকি

১ গোপীচন্দ্রের গান, বুঝান খণ্ড ৬১ পৃঃ।

করিয়া কথা শুনাইতেছেন। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" আমি এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।[১] গ্যালিক উপাখ্যানের পুরোহিতগণ "হাড়ে মাংসে জোড়া লাগুক"—বলিয়া মন্ত্র পড়িলে, খণ্ডখণ্ডকৃত মৃতদেহ জোড়া লাগিয়া পুনর্জীবিত হইত। আমাদের "ময়নামতী গানে"র ন্যায় অনেক বাঙ্গালা কথাসাহিত্যে মন্ত্রের এইরূপ অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় আছে। "গোপীচাঁদের পাঁচালী"তে এইরূপ মৃতদেহে জীবন সঞ্চারের কথা আছে (৬৭৪ পৃঃ)।[২] একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর লৌকিক সাহিত্যে ডাইনী, পুরোহিত ও সিদ্ধাগণের এই অলৌকিক্ শক্তির কথা পৃথিবীর অনেক স্থলেই পরিদৃষ্ট হয়।

"ময়নামতীর গান" যখন প্রথম বিরচিত হয়, তখন বঙ্গভাষার উপর সংস্কৃতের প্রভাব আদৌ পড়ে নাই। যদি কেহ মনে করেন, নিরক্ষর নিম্ন শ্রেণীর লোক যাহা রচনা করিয়াছে তাহাতে সংস্কৃতের প্রভাব থাকিবে কিরূপে? শুধু এই যুক্তির বলে "ময়নামতীর গানে"র প্রাচীনত্ব নির্দ্ধারণ সমীচীন নহে।

কিন্তু এই গান যে সংস্কৃত-প্রভাবচিহ্নিত যুগের পূর্ববর্তী তাহা অন্য প্রমাণাভাবে শুধু ভাষার প্রমাণেই স্থির করিতে পারা যাইত। সংস্কৃতযুগের নাপিত, ধোপা, মুচি, ডোম প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর বহু কবির রচনা পাওয়া গিয়াছে—তাহাদের লেখা সংস্কৃতের প্রভাব এড়ায় নাই। নিরক্ষর মূর্খ চাষার রচিত গান পড়ুন—তাহার প্রমাণ পাইবেন। খুব উদ্ভট রকমের হইলেও সংস্কৃত উৎপ্রেক্ষা, উপমা ও যমক অলঙ্কারের বাহুল্য চাষাদের কাব্যেও পাওয়া যায়। সংস্কৃত-যুগে লিখিত বঙ্গভাষাকে এতটা সংস্কৃতের অনুযায়ী গড়ন দিয়া তৈরী করা হইয়াছিল যে অশিক্ষিত কবিগণও সেই সংস্কৃতবহুল ভাষা ব্যবহার করিয়াছে। তিলফুলের সঙ্গে নাকের, গজগতির সঙ্গে পদক্ষেপের, পক্ক বিম্বের সহিত অধরের উপমা চাষারাও দিতে ছাড়ে নাই। কেষ্টামুচির গানেও বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ও উপমার নৈপুণ্য দেখা যায়। "ময়নামতীর গান" পড়িলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সংস্কৃত-যুগের বাংলা হইতে এই বাংলা ভিন্ন,—ইহা পূর্ববর্তী যুগের প্রাকৃত-প্রধান বাংলা। এই ময়নামতীর গানের সঙ্গে

১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, চতুর্থ সংস্করণ; ৬৩ পৃষ্ঠা।

২ "এক হুঙ্কার হাড়ি দিলেন ছাড়িয়া।
স্কন্ধপরে মুণ্ডগোটা পড়ে লম্ফ দিয়া॥"

গোরক্ষ-বিজয়, শূন্যপুরাণ, কতকগুলি প্রাচীন ব্রত-কথা, লক্ষ্মী ও সূর্যের ছড়া, ডাক ও খনার বচন, ভাষা ও ভাব হিসাবে এক পংক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য। এই রচনাগুলিকে শুধু সময়ের পৌর্বাপর্য অনুসারে বিচার করা যুক্তি-যুক্ত নহে। ফয়জুল্লা কিম্বা সুকুর মামুদের রচনা হয়ত দুই তিন শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। কিন্তু তথাপি তাহাদের রচনা সংস্কৃত-পূর্ব যুগের অনুবর্তী; তাহাদের ভাব, ভাষা ও গড়ন সংস্কৃত-যুগের নহে,—তৎপূর্ব যুগের এখনও যেরূপ পাড়াগেঁয়ে কবি গণেশ-বন্দনা মুখপাত করিয়া প্রহ্লাদ চরিত্র রচনা করিতে বসিয়া যায়—বঙ্কিম-রবীন্দ্র প্রতিভান্বিত বাংলার সে কোন ধার ধারে না, কাশীদাসের যুগই তাহার আদর্শ রহিয়াছে—যে পরিবর্তন এই কয়েক শতাব্দী যাবৎ বাংলা ভাষার উপর খেলিয়া গিয়াছে, সেই গ্রাম্য কবি তাহার কোন খবরই রাখে না,—সেইরূপ এই ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গান রচকগণের অনেকেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে জন্মিলেও তাহারা সেই প্রাচীন যুগের ভাব ও ভাষার আদর্শটা ধরিয়া বসিয়া আছে, সংস্কৃতের প্রভাব তাহারা অগ্রাহ্য করিয়াছে—পৌরাণিক হিন্দুধর্মকে তাহারা গ্রহণ করে নাই, অথবা হিন্দুধর্মের নব-উত্থান তাহাদের দোর পর্যন্ত পৌঁছায় নাই।

সম্প্রতি যে ময়মনসিংহ গীতিকাগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার আদর্শও সেই প্রাচীন যুগের। যদিও এই গীতিকাগুলি ৩।৪ শত বৎসরের ঊর্দ্ধকালের নহে; তথাপি ইহাদের ভাব ও ভাষা—সংস্কৃত-পূর্ব যুগের।—ইহাদের রচনাকালে বঙ্গের নানা প্রদেশে ভাষার যুগ উল্টিয়া গিয়াছিল, "মুখরুচি কত শুচি", "অগ্নি অংশু যেন প্রাংশু", "বিলোলিত পতি অতিরসভাষে"—প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের দীপ্তিতে যখন বঙ্গসাহিত্যের একদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তখনও পূর্ব যুগের প্রভাব স্বীকার করিয়া এই গীতিকা লেখকগণ

"গায়ের পাছে আন্ধ্যাপুকুর ঝাড় জঙ্গলে ঘেরা।
চাইর দিকে কলাগাছ মান্দার গাছের বেড়া" ॥

প্রভৃতি ভাষায় কবিতা লিখিতেছিলেন। ইহারা বঙ্গসাহিত্যের "পটো",—এপর্যন্ত আর্টস্কুলের পড়ুয়াগণ পটোকে অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছিলেন। সম্প্রতি অবনীবাবুর চিত্রশালার নূতন চিত্রকরগণ যেমন "পটো"দিগকে খুঁজিতেছেন, আমরাও ভাষা-ক্ষেত্রে তেমনই এই হেলে চাষাদিগকে খুঁজিতেছি।

বঙ্গভাষার এই সংস্কৃত পূর্ব-যুগ, হেলে চাষার ও কামার-কুমারের যুগ। আমরা কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-যুগ অপেক্ষা এই হেলে চাষার যুগের বেশী পক্ষপাতী।

এই যুগে সাহিত্যের কয়েকটা লক্ষণ আছে, সেই পরীক্ষায় ফেলিয়া ইহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সাহিত্যের সর্বত্র এক ঘটনার পরে অপর এক ঘটনা বর্ণনা করিতে গেলে "কোন্ কাম করিল" এই ছত্রটি থাকা চাই;—এই যুগের সমস্ত কাব্যে এই মুদ্রা-দোষটি আছে। রূপবর্ণনা করিতে গেলে উপমা না দিয়া প্রায়ই জিনিসটা কেমন তাহা বুঝাইবার চেষ্টা আছে, "মেঘের বরণ কন্যার পায়েতে লুটায়" (মলুয়া)—মানে দীর্ঘ চুল। এই সাহিত্যের অন্যতম শাখা গোপীচন্দ্রের গানে আছে—

"যেমন রূপ আছে রাজার পায়ের উপর।
তেমন রূপ নাই তোমার মুখের উপর॥"

রূপকথার একটিতে আছে,—

"অঘুরে ঘুমায় কন্যা আলু থালু বেশ।
সারাটি পালঙ্ক জুড়ি আছে কন্যার দীঘল মাথার কেশ॥"

সংস্কৃত-যুগে এই চুলের সমৃদ্ধি বুঝাইতে কালসর্প, "কলঙ্ক চাঁদার" প্রভৃতি কত উৎপ্রেক্ষার ছড়াছড়ি পড়িত। তারপর,—কথা বলিবার একটা নির্দিষ্ট ভঙ্গী এই সকল কবিতায় পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা ইহাদের আদর্শের একত্ব প্রতিপাদিত হয়। কি গোরক্ষ বিজয়, কি ময়নামতীর গান, কি রূপ-কথা,—সর্বত্র, "প্রদীপ নিবিলে তৈল দিয়া কি হইবে? জল চলিয়া গেলে আইল বাঁধিলে কি হইবে?—ইত্যাদি ধরণের আক্ষেপোক্তি আছে—অবশ্য সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা খুঁজিলে "নির্বাণ দীপে কিমু তৈল দানং" প্রভৃতি কথা পাওয়া যায়। কিন্তু আমার বিশ্বাস প্রাচীন বাংলা কবিতা হইতে এইরূপ সংস্কৃত উদ্ভট সৃষ্ট হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ কোথায় গোপীচন্দ্রের গান আর কোথায় ময়মনসিংহ গীতিকা?—কিন্তু ইহারা দুই ভিন্ন জগতের কথা হইলেও অনেক কথা ছত্রে ছত্রে মিলিয়া যায়—ময়মনসিংহ গীতিকার মলুয়ায় ৮০ পৃঃ (২১-২৬) পংক্তি ও আমাদের এই গোপীচন্দ্রের ৯৭ পৃঃ ৬৭৫-৭৬ পংক্তি মিলাইয়া পড়ুন। গোপীচন্দ্রের গানের সন্ন্যাস খণ্ডে ২৫৫ পৃষ্ঠার সঙ্গে মনসার ভাসানে (বঙ্গসাহিত্য

পরিচয়) ২৮৮ পৃষ্ঠার বর্ণনারও সেইরূপ বিশেষ ঐক্য দৃষ্ট হয়।[১] তাহা ছাড়া এই যুগের প্রধান চিহ্ন ও যুগলক্ষণ এই যে এই কবিতাগুলির কোনটিই সংস্কৃত টোলের ধার ধারে না, ইহারা সহর বা নগরের সভ্যতাকে আমল দেয় নাই, ইহারা ভাষা-পল্লব দিয়া ভাবকে লুকাইবার ফন্দি জানে না, যে কথার কাণাকড়ির মূল্য নাই তাহা গিল্টি করিয়া সাজাইয়া দেখিবার চেষ্টা করে না—সাহিত্যে সভ্যতা-ভব্যতার ইহারা বড় ধার ধারে না,—জননী ও জন্মভূমি ইহাদিগকে যে ভাষা শিখাইয়াছে তাহা ছাড়িয়া দিয়া পুঁথি লিখিবার সময় অভিধানের বুলি আওড়ায় নাই—ইহারা যে ছবি আঁকে তাহা অতি স্পষ্ট, তাহা বাঙ্গলা মায়ের ঘোম্‌টা খুলিয়া তাঁহার স্নেহার্দ্র মুখখানি দেখাইয়া প্রাণ জুড়াইয়া দেয়, পয়ার ও লাচাড়ি ছাড়া ইহারা আর কোন ছন্দের বড় খবর রাখে না। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত কবিতাগুলির শিরোভূষণ ময়মনসিংহের গীতিকা—জঙ্গলে ঢুকিয়া কাঠুরিয়া যেরূপ মাণিক পাইয়াছিল, আমরা প্রাচীন সাহিত্যের জঙ্গলের মধ্যে তেমনই এই অমূল্য রত্ন কুড়াইয়া পাইয়াছি। বাঙ্গালার কুড়ে ঘরের যে কত দাম,—জগতের কোন রাজ-প্রাসাদের কাছে যে তাহা খাট নহে—এই গীতগুলি তাহা প্রমাণ করিবে।

১ "বান্দি বান্দি বলি তখন ডাকে ঘন ঘন॥
কি কর বান্দির বিটি কার পানে চাও।
বাপ কালিয়া কাপড়ের ঝাপা আনিয়া জোগাও॥
আনিল প্যাটারা বান্দি ঘুচালে ঢাকনি।
দুই নগুলে বাহির কৈল্ল বাঙ্গাল গাইয়া ভনি॥
ঐ সাড়ি পরি নটী উপ নেহালায়।
মনত না খাইল সাড়ি বান্দিকে বিলায়॥
আর এক না সাড়ি পরে নিয়র মেলানি।"

গোপীচন্দ্র, সন্ন্যাস খণ্ড; ২৫৫ পৃঃ

"কাপড়ের পেটারি বালি আনে টান দিয়া।
খান কত বস্ত্র তোলে নিচিয়া বাছিয়া॥
প্রথমে পরেন সাড়ী 'নাম গাত্রা সিদ।
নাটুয়ায় নাট করে গায়েনা গায় গীত॥
সে কাপড় পরিয়া বালি আগে পাছে চায়।
মনোরম্য নহে কাপড় পেটরায় পুরায়॥"

বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, ২৮৮ পৃঃ

গোপীচন্দ্রের গানগুলি ততটা মাজ্জিত ও সুন্দর না হইলেও তাহা বঙ্গীয় কুটীরগুলির নিখুঁত ছবি আঁকিয়া দেখাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই—অন্ততঃ এই সকল গানের কথা মাঝে মাঝে এত স্পষ্ট, এত অন্তর-ছোঁয়া, যে আধুনিক কবিরা এত সংক্ষেপে ও এত জোর দিয়া একটা কথা বুঝাইতে পারেন কি না সন্দেহ, আমরা তাহার দুই একটি উদাহরণ দিতেছি—

১। রাজা গোপীচন্দ্র ও তাহার ভাই খেতুয়া যে এক মায়ের দুগ্ধ খাইয়া বড় হইয়াছে,—খেতুয়া হীন কাজ করে বলিয়া যে সে অশ্রদ্ধেয় নহে—রাজা তাহা রাণীকে বুঝাইতে যাইয়া বলিতেছেন,—

"এক খোবের বাঁশ রাণী নছিবেতে লাথা।
কেও হয় ফুলের সাজি কেহ হাড়ির ঝ্যাটা॥"

এক ঝাড়ের বাঁশ, তথাপি অদৃষ্টগুণে কোনটাতে ফুলের সাজি তৈরী হয়, কোনটা দিয়া বা হাড়ি ঝাঁটা প্রস্তুত করে।

২। খেতুয়ার গর্ব দেখিয়া এক নাপিত-প্রজা বলিতেছে,—

"ছোট লোকের ছাওয়া যদি বড় বিসই পায়।
টেড়িয়া করি পাগড়ি বাঁধে ছেঞার দিকে চায়॥"
"বাঁশের পাতার ন্যাকান ফ্যারফিরিয়া ব্যাড়ায়।"

ছোটলোকের ছেলে যদি হঠাৎ বড় বিষয়-সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, তবে পাগড়িটা তির্যক ভাবে রচনা করিয়া নিজের ছায়ার দিকে চাহিয়া দেখে কেমন দেখায়, এবং বংশ-পত্রের মতন ফর্ ফর্ করিয়া বেড়ায়।

এইরূপ নানাবিধ গ্রাম্য কথায় বক্তব্য বিষয়গুলি এরূপ চোখা ও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে—যে আধুনিক ভাষাবিৎ তাহার সমস্ত শব্দসম্পদ লইয়াও তদপেক্ষা তীব্র ভাবে বক্তব্যটি পরের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিবেন কিনা, সন্দেহ।

এই সকল গাথায় প্রাচীন অনেক রীতি-পদ্ধতির কথা জানা যায়। হিন্দুরাজত্বে যে প্রায়ই নরবলি দেওয়া হইত, তাহা শুধু গোপীচন্দ্রের গানে নহে, বঙ্গসাহিত্যের অন্যান্য স্থানেও দৃষ্ট হয়। ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে রচিত রাজমালা নামক ত্রিপুরার ইতিহাসে প্রায়ই এই নরবলির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ধন্যমাণিক্যের প্রধান সেনাপতি চয়চাগ যে হুসন সাহার জনৈক পাঠান সেনাপতিকে

ত্রিপুরেশ্বরীর নিকট বলি দিয়াছিলেন, তাহা পুর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মাণিকচন্দ্র রাজার মৃত্যু যে সকল অভিচার ক্রিয়ার ফলে ঘটিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে, রাজমালার কোন কোন স্থলে সেইরূপ অভিচার প্রক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

প্রাচীন ব্রাহ্মণের দরবারের বেশভূষার একটা চিত্র এই গানে আছে, তাহার এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। ব্রাহ্মণ নানারূপ ধুতি পরিতেন, সেগুলির নাম—শালকিরাণি, চটক ও মটক। অবশ্য "মটক"টা আধুনিক "মটকা"র নামান্তর, এগুলি গরদের ধুতিরই প্রকার-ভেদ হইবে। "শালবন পেটুকা"—কোমর বন্ধ, এবং "চল্লিশ পাগড়ি" অর্থ চল্লিশবার পাক দিয়া যে পাগড়ি বাঁধা হয়। তাঁহার এক হস্তে অঙ্গদ ও অপর হস্তে বলয় (কোড়া=কড়া) এবং কণ্ঠে স্বর্ণমালা। তিনি যাত্রাকালে জোড়া জোড়া পৈতা গলায় পরিতেন এবং কক্ষতলে একরাশ পাঁজিপুঁথি লইয়া চলিতেন। এ চিত্র বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের হইলেও ইহা খোট্টার দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকেই বেশী মনে করাইয়া দেয়। হিন্দু-রাজত্বকালে রাজ সভার পদ্ধতি, রীতিনীতি ও বেশভূষা অনেকটা খোট্টার দেশের মতই ছিল, তবে ৪০টা বেড় দিয়া যে পাগড়ি তৈরি করিতে হয় তাহা এই উষ্ণদেশের লোকের মাথায় বেশী দিন টেঁকে নাই, প্রচুর ঘৃত-নবনী ও দুগ্ধপান করিয়া উদরে অতটা আঁটাআঁটি করিয়া কোমরবন্ধটা রাখাও সুবিধাজনক হয় নাই। পশ্চিমে বড়লোকের বামুনেরাও কোমরবন্ধটা ছাড়িয়া দিয়াছেন, কিন্তু চল্লিশবেড় পাগড়িটি ছাড়েন নাই, তাঁহাদের স্বর্ণবলয় ও অঙ্গদাদি পরিবার রীতিটা এখনও আছে। কেবল পৈতাটা দরবারী গোছের না হইয়া এখন অপরিহার্যরূপ অঙ্গীয় হইয়া উঠিয়াছে।

মেয়েদের চুলের সৌষ্টবের কথা এই যুগের অনেক কাব্যেই পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশে ও উত্তরের পাহাড়ে দেশ যথা নেপাল, ভুটান প্রভৃতি স্থানে মেয়েদের চুল খুব ঘটা করিয়া বাঁধা হইত। এই কেশ-বন্ধন এককালে একটা উৎকৃষ্ট শিল্প ছিল। আজকালকার বঙ্গীয় চিত্রকরেরা মেয়েদের চুল-বাঁধাটার অনেক ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়া সংবাদপত্রে ছাপাইয়া থাকেন; কিন্তু বাঙ্গালা দেশ—এই চুল বাঁধার যে শিল্পটা হারাইয়াছে, তাহা এদেশের একটা বড় গৌরবের বিষয় ছিল। গোপীচন্দ্রের গানে চুল বাঁধিবার সেই শিল্পের প্রতি ইঙ্গিত আছে। গ্রাম্য কল্পনা এই শিল্পের বর্ণনা দিতে যাইয়া হয়ত অনেকখানি বর্বর কবিত্ব

ঢুকাইয়া দিয়াছে; কিন্তু বাদসাদ দিয়াও আমরা যে আভাস পাই, তাহাতে মেয়েদের এই শিল্প যে একটা দর্শনীয় পদার্থ ছিল এবং ইহাতে অঙ্গনাদের কতটা ধৈর্যশীল মনোযোগ ও নিপুণতা প্রদর্শিত হইত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সন্ন্যাস খণ্ডে ২৫৩।৫৪ পৃষ্ঠাতে এই চুল বাঁধিবার কথা আছে। হীরা নটী প্রথমত চিরুণী দিয়া চুল খুব ভাল করিয়া আঁচড়াইয়া লইল; কপালতটে—সিঁথির গোড়ায় সে সারি সারি মুক্তা পংক্তি পরিল—সেই মুক্তার সারের নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নয়টি তিলক রচনা করিল, তারপর—

প্রথমতঃ "হাটে ট্যাংরা" নামক খোঁপা বাঁধিল, এই খোপার ভিতর যেন ছয় বুড়ি ছোট ছোট ছেলে খেলিতেছে—চুল বাঁধার কায়দায় এইরূপ দৃশ্য দেখা দিল; কিন্তু এ খোঁপা তাহার মনোনীত হইল না—আয়নার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে খোঁপা ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং দ্বিতীয়বারে—

"চ্যাং আর ব্যাং" নামক খোঁপা বাঁধিল। এই খোঁপা চুলের কায়দায় ঠিক ষোলখানি ঠ্যাং অর্থাৎ পা যেন (নায়কের দিকে) বাড়াইয়া দিল, কেহ কি জন্মিয়া এরূপ চুলের ঠ্যাং দেখিয়াছেন? কিন্তু আয়নার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হীরার এ খোঁপাও পছন্দ হইল না, সে "চ্যাংব্যাং" খোঁপা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তৃতীয়বারে—

"নাটি আর নটি" খোঁপা বাঁধিল, চুলের কায়দার যেন ছয় বুড়ি পদাতিক সৈন্যের লাঠি খেলার দৃশ্য দেখা যাইতে লাগিল, কিন্তু এই লাঠিয়ালী খোঁপাও আয়নার দিকে চাহিয়া হীরা পছন্দ করিল না, সে তাহা এলাইয়া দিয়া চতুর্থবারে—

"ভ্রমর গুঞ্জর" নামক এক অপূর্ব খোঁপা বাঁধিল, এই খোঁপার তিনটি দ্বার, এক দ্বারে এক গায়ক গান করিতেছে, আর এক দ্বারে ব্রাহ্মণ তপস্যা করিতেছে এবং শেষ দ্বারে নর্তক নাচিতেছে, প্রতিদ্বার নানা সুগন্ধি ফুলে সাজানো,—সন্ধ্যাকালে ভ্রমরের কলরবে একটা সুদৃশ্য প্রীতি-মুখরিত পুরীর মত ইহা দেখাইতে লাগিল, এবার আয়নায় খোঁপা দেখিয়া হীরা খুসী হইল।

বস্ত্রবয়ন কুশলতার নানারূপ কথা আছে। "বাঙ্গাল গাইয়া ভনি" নামক একরূপ বস্ত্রের উল্লেখ আছে (২৫৫ পৃঃ), ইহা খুব ভাল হইলেও এই শাড়ী হীরার পছন্দ হয় নাই, সে বান্দীকে ইহা বিলাইয়া দিয়াছিল—দ্বিতীয় শাড়ীর নাম "নিয়র মেলানি", ইহার বয়ন এরূপ সূক্ষ্ম সূত্রের যে নিকটে মেলা (প্রসারিত) থাকিলেও রাতের বেলা এই শাড়ী দেখা যাইত না, কিন্তু

দিনের বেলায় ইহার কারুকার্য ও দীপ্তি জ্বলিয়া উঠিত। এই শাড়ী যখন হীরানটি পরিধান করিল, তখন "শাড়ী আর নটি গেইল মিলিয়া" অর্থাৎ নটি যে শাড়ী পরিয়াছে এরূপ বোঝা গেল না, উহা এত সূক্ষ্ম যে গায়ে মিলাইয়া গেল,—সুন্দরী বিবসনাবৎ প্রতীয়মান হইল। হায় সেই সূক্ষ্ম বয়নের দেশের কারিগরের সন্ততিরা খদ্দর দিয়া দেহের ভার দ্বিগুণ বাড়াইয়া "বাহবা" লইতেছেন।

রাজ্য-শাসনে যে প্রজাদের কতকটা হাত ছিল, তাহা এই গানে এবং ময়মনসিংহ গীতিকায় পাওয়া যায়। রাজা যখন অত্যাচারী, তখন প্রজারা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহে নাই। মোড়লকে লইয়া পরামর্শ করিয়া তাহারা রাজাকে অভিচার দ্বারা বধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছে। যখন রাজা গোবিন্দচন্দ্র "খেতু"র উপর শাসনভার ন্যস্ত করিয়া বনে যাইতে চাহিলেন, তখন খেতু ভয় পাইয়া রাজাকে বলিলেন, আপনি সহরে ঢেঁড়া দিয়া আমার প্রতিনিধিত্বের কথা প্রজাদিগকে জানাইয়া দিন—নতুবা তাহারা আমাকে মানিবে না, তদনুসারে ঢেঁড়া দেওয়া হইল, কিন্তু প্রজারা রাজার আদেশ অগ্রাহ্য করিল। "বন্দরিয়া রাইয়তের" মাথায় এই আদেশে "বজ্জর ভাঙ্গিয়া পৈল"। তাহারা একবাক্যে বলিল "ওরে খেতুআ তোর আজ্ঞাই মানি না"—(রে খেতু, তোর রাজত্ব আমরা স্বীকার করি না) "আমরা এই বার বৎসরের খাজনা মজুত রাখিব, রাজা ফিরিয়া আসিলে তাঁকে দিব, কিছুতেই তোমার শাসন মানিব না।" যখন খেতুয়া এই উক্তি শ্রবণ করিল, তখন—

"ষোল সের ছিল খেতু এক পোয়া হৈল।"

(খেতুর ওজন ষোল সের ছিল—সে এক পোয়া হইয়া গেল, অর্থাৎ সে এত বড়টা ছিল, এখন গৌরব হারাইয়া এতটুকুখানি হইয়া গেল।)

ময়মনসিংহ গীতিকাতেও প্রজাদের এইরূপ রাজ-শক্তির সঙ্গে বিরোধ মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ত্রিপুরার রাজমালা পাঠ করিলে এই প্রজা-শক্তি হিন্দু শাসন সময়ে যে কত বড় ছিল, তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। সে দেশে প্রজারা মাঝে মাঝে অত্যাচারী রাজার প্রাণদণ্ড পর্যন্ত করিয়াছে ও নূতন রাজাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। রাজমালা একখানি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস। কিন্তু যদিও গ্রাম্য কবিদের কল্পনাবিজড়িত হইয়া এই গানগুলি ইতিহাসের মর্যাদাপ্রাপ্ত হয় নাই, তথাপি সামাজিক ও

রাজনৈতিক যে সকল আলেখ্য ইহাতে আছে—তাহাতে প্রাচীনকালের একটা প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। প্রজাশক্তি যে হিন্দুরাজত্বে নিতান্ত উপেক্ষণীয় ছিল না, বারংবার প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতে আমরা তাহার নিদর্শন পাইতেছি।

এই যুগে আমরা যে সকল নারী চরিত্র দেখিতে পাই, তাহাদের কেহ কেহ মহিলাগণের আদর্শ। রমণীরা যে ব্রাহ্মণ্য যুগের সতীত্বের আদর্শ মানিয়া চলিতেন, এমন বোধ হয় না। ময়মনসিংহ গীতিকায় দেখা যায় তাঁহারা প্রায়ই নিজের পতি নির্বাচন করিতেন, সকল সময়েই যে তাহাদের বিবাহ হইত, তাহা নহে। কঙ্কের ভালবাসার জন্য লীলা প্রাণ দিয়াছিল, অথচ তাহাদের পরিণয় হয় নাই। সখিনা ও ভেলুয়া সুন্দরী পিতামাতার বিরুদ্ধে নিজের মনোনয়নকে প্রাধান্য দিয়া অপূর্ব প্রেমের তপস্যা দেখাইয়াছে। সোনাই ও কমলা নিজেরা নিজের বর পছন্দ করিয়া লইয়াছিল—তাহারা বিবাহ-বাসরে মন্ত্রপূত মিলনের প্রতীক্ষা রাখে নাই। রাজবাড়ীর প্রথা অনুসারে অদুনা অনায়াসে খেতুকে স্বামীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতে পারিত। ইহাদের সমাজে বিবাহ-প্রথা একান্ত শিথিল ছিল। বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, রাজারা পর্যন্ত কন্যাদিগকে সময় সময় যৌতুক দিতেন, এবং দেবরেরা রাজ-বিয়োগে কি তাঁহার অনুপস্থিতিতে অনায়াসে রাণীদিগের কক্ষে যাতায়াত করিতেন। এই শিথিল সামাজিক প্রথার মধ্যে যে সকল মহীয়সী মহিলা একনিষ্ঠ প্রেমের দেবব্রত পালন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে কি বলিব? যাহাকে সমাজ কড়াকড়ি করিয়া বিবাহ পীঠে বাঁধে নাই, তাঁহারা একি অপূর্ব বন্ধন স্বীকার করিয়া আত্মবলি দিয়াছেন, ইঁহারা দেখাইয়াছেন প্রেমের মত ধর্ম নারীর আর নাই। স্বাধীনতা, মৈত্রী, আত্ম-নির্ভর প্রভৃতি যে-কোন বড় বড় নীতি দেখাইয়া রমণীকে পুরুষ হইতে সরাইয়া লইয়া যাইতে চাও, তাহার কোনটিই রমণীকে সে গৌরব দিতে পারিবে না, যাহা প্রেম-সাধনা দ্বারা তিনি লাভ করিবেন। মলুয়া, মহুয়া, কমলা, সোনাই, মদিনা—আর তার পার্শ্বে এই অদুনা, ইঁহাদের প্রত্যেকে নারীকুলকে ধন্য করিয়াছেন। অবশ্য গোপীচন্দ্রের আর একশত স্ত্রী ছিলেন—তাঁহারা দেবর লইয়া ঘর করিয়াছিলেন—তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা ও মৈত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি আপনারা সাধন করুন, কিন্তু অদুনা যেখানে আছেন তাঁহাকে সেইখানে থাকিতে দিন। এই সংসার-সমুদ্রের দিশাহারা পান্থ,—পথভ্রষ্ট

নাবিক যদি কোন আলোকস্তম্ভের উপর নির্ভর করিয়া পথ দেখিতে চায়, তবে অদুনা ও তাঁহার শ্রেণীরা, সেই পথ দেখাইবেন। এই আলোকস্তম্ভ ভাঙ্গিলে দিশাহারা নাবিক অনির্দিষ্ট সমাজের অধ্রুব আদর্শের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রেতলোকে পৌছিবে। দশটা লোক কুঠার লইয়া যাইয়া তাজমহলটি ভাঙ্গিয়া আসিতে পারে, কিন্তু আর একটি গড়া সহজ নহে। এই নিরক্ষর কৃষকদের জড়িত ভাষা, প্রাকৃত শব্দবহুল বাংলাকাব্যগুলিতে,—এই সর্বপ্রকার অলঙ্কারবর্জিত ছন্দোবন্ধহীন অকুশলী রচনার মধ্যে আমরা অদুনার যে আলেখ্য পাইতেছি, তাহা এত দিন পরেও মলিন হয় নাই। সেকালের বাঁকমল ও মেঘডুম্বর শাড়ী পরিয়াছেন বলিয়া তিনি কোন অংশে বুট-পরিহিতা, গাউন-বিলাসিনীদের কাছে মাথা হেঁট করিবেন না। তাঁহাকে আমরা ভগবতীর মন্দিরে তাঁহারই পাশে স্থান দিয়া পূজার অর্ঘ্য দিব। উনিশ বৎসরে রাজার মৃত্যু হইবে শুনিয়া অদুনা বলিতেছে, তিনি যমকে পূজা করিয়া স্বামীর আয়ু বাড়াইয়া লইবেন, যমকে যে উপায়ে তিনি বশীভূত করিতে চাহিতেছেন তাহা সাবিত্রীর তপস্যা হইতেও বড় তপস্য,—

"নানা উপহারে আমরা যমকে পূজা দিব।
মস্তকের চুল কাটিয়া চামর ঢুলাইব।
জিহ্বা কাটিয়া আমরা সলতে পাকাইব।
পৃষ্ঠের চর্মকাটি আমরা চাঁদোয়া টাঙ্গাইব।
দশ নখ কাটিয়া মোরা দশ বাতি দিব ॥
পায়ের মালাই কাটিয়া মোরা প্রদীপ জ্বালাব।
নানান পুষ্পজলে যমের সেবায় মানাব
সেবায় মানিয়া আমরা স্বামী বর লিব।"

ভারতবর্ষে রমণীর প্রেম কখনই উপন্যাসী আমোদ-প্রমোদ নহে—ইহা চিরকালই তপস্যা, আত্মোৎসর্গ ও সাধনা।

উপসংহারে আমি অন্যতম সম্পাদকদ্বয়—বিশ্বেশ্বর বাবু ও বসন্ত বাবু সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। মুন্সী আবদুল করিমের টীকাটিপ্পনী সহিত প্রদত্ত গানটি যে আমাদের বিশেষ উপকারে লাগিয়াছে, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বিশ্বেশ্বর বাবু গোপীচন্দ্রের গানের যে পাঠটি রংপুর নীলফামারী হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অতি বিস্তৃত ও মূল্যবান। তিনি আজ

যোল সতের বৎসর যাবৎ একান্ত নিঃস্বার্থ ভাবে এই গানের জন্য খাটিয়াছেন—কোন পুরস্কারের আশা করেন নাই। তাঁহার এই মহার্ঘ-বহু-পরিশ্রমের ফল তিনি কোন প্রত্যাশা না রাখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে দিয়াছেন। যে কল্পতরুমূলে বঙ্গভাষার সাধনা চলিতেছে সেই মহামান্য স্যার আশুতোষের পরিচালিত বিদ্যাপীঠে তিনি তাঁহার জীবনের এক-তৃতীয় ভাগের যত্ন ও শ্রমের ফল অর্পণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার এই মহাদানের জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় আমাদের ঘরের লোক, তিনি এই গানের ভাষাতত্ত্ব লইয়া যতটা খাটিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রাপ্য হইলেও আমরা তাঁহার প্রাণান্ত পরিশ্রমের গৌরব স্বীকার করিতে বাধ্য। আমি বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ের একটা শব্দসূচী দিয়াছি, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কবিকঙ্কণের শব্দসূচী সঙ্কলন করিতেছেন, আমরা উভয়েই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সাহায্যকারী পণ্ডিত নিযুক্ত করাইয়া পরিশ্রমের ভার লাঘব করিয়া লইয়াছি; কিন্তু বসন্ত-বাবু এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে ভাষাতত্ত্বের যে গুরুতর আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহার যে বিরাট শব্দসূচী প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা সমস্তই একক করিয়াছেন, তিনি পরিশ্রমী এবং লাজুক প্রকৃতির লোক সুতরাং প্রাণান্ত শ্রম স্বীকার করিয়াও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোন পণ্ডিতের সাহায্য ভিক্ষা করেন নাই। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, ক্লাশে পড়াইবার জন্য তাঁহার দ্বারা ইহার পূর্বেই শব্দার্থের একটা সূচী প্রস্তুত ছিল, তাহা না হইলে অল্প সময়ের মধ্যে এতটা কাজ দেখাইতে পারিতেন না। কিন্তু শত শ্রম করিলেও প্রথম সংস্করণ সর্ব বিষয়ে নিখুঁত হইতে পারে না। এই অক্লান্ত শ্রমের নিদর্শন শব্দসূচীটিও যে একেবারে সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহা বলা যায় না, দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতে পারে, গোপীচন্দ্রের ১৫৪ পৃষ্ঠায় যে "তিতি" শব্দটি আছে, তাহা বসন্তবাবুর শব্দসূচী হইতে বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু এসকল অতি ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণতা, ধর্তব্যের মধ্যে নহে।

শুকুর মামুদ প্রণীত যোগীর পুঁথি নামক এই গানের যে পাঠ মুদ্রিত হইল, তাহা, রংপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় আমাকে দিয়াছেন। যদিও মাত্র বাঙ্গলা ১৩১৯ সালে এই পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছিল, তথাপি এখন ইহা একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে। শুকুর মামুদ রাজসাহী জেলার রামপুর বেয়ালিয়ার ছয় মাইল উত্তর পূর্বে

স্থিত সিন্দুর কুসুমী গ্রামের অধিবাসী। এই পুঁথির প্রকাশক শ্রীযুক্ত মুন্সীগোলাম রছুল খোনকার। ঢাকা মিউজিয়াম হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই দুর্লভ পুঁথি প্রকাশ করিবেন বলিয়া আমাদিগকে লোভ দেখাইয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু এপর্যন্ত তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি না ছাপাইলে যে এই পুঁথি আর লোকলোচনের বিষয়ীভূত হইবে তাহা হয়ত অনেকেরই মনে ছিল না, কিন্তু স্যার আশুতোষের আশীর্বাদ ও কল্যাণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ইহার সঠিক সংস্করণ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণের কার্য-ভার লঘু করিয়া দিলেন। আশা করি ইহাতে তিনি ক্ষুব্ধ না হইয়া বরঞ্চ আমাদের কার্যে প্রীতি প্রদর্শন করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১২ই মে, ১৯২৪। } শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

গোপীচন্দ্রের গান স্মরণাতীত কাল হইতে রংপুর জেলায় প্রচলিত। গ্রীয়ার্সন সাহেব রাজকার্যোপলক্ষে রংপুরে অবস্থান-কালে উহা সংগ্রহ করেন এবং ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে "মাণিকচন্দ্র রাজার গান" নাম দিয়া প্রকাশ করেন।

গানের বিশেষত্ব

ইংরাজী জার্ণালে দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত প্রাদেশিক গান সাধারণের নিকট বিশেষ পরিচয় লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রণয়ন কালে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন উহা সাধারণের গোচরীভূত করেন এবং ইহার মৌলিকত্ব ও বিশেষত্বের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। দীনেশবাবু বলেন "এই গীতির ভাব বৌদ্ধ জগতের। অনেক স্থলেই বৌদ্ধগণের উপাস্য ধর্ম্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ···মাণিকচাঁদের গান সলিলে সলিল-বিন্দুর ন্যায় প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া এক হইয়া যায় নাই, সলিলে তৈলবিন্দুর ন্যায় স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়া আছে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য খুঁজিলেই পক্কবিম্ব, দাড়িম্ব, কদম্ব, পদ্মপলাশ, খগরাজ, তিলফুল প্রভৃতি উপমার বস্তু দেখিতে পাই। গ্রাম্যগীতগুলিও এই উপমা হইতে মুক্ত নহে,······। কিন্তু মাণিকচাঁদের গীতের রূপবর্ণনায় বৃদ্ধ ব্যাস, বাল্মীকি কি কবি কালিদাসের কোন হাত নাই। সেগুলি সংস্কৃত প্রভাব শূন্য; এবং সংস্কৃতের প্রভাবের পূর্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। ···স্থলে স্থলে দু' এককথায় ছবিটি সুন্দর আঁকা হইয়াছে, রূপের একখানি প্রতিবিম্ব ভাসিয়া উঠিয়াছে, অথচ দাড়িম্ব-কদম্বাত্মক রূপবর্ণনা হইতে তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ······স্ত্রীর বাক্যে পুত্র স্নেহময়ী মাতাকে উত্তপ্ত ৮০ মণ তৈলপূর্ণ সুবৃহৎ লৌহকটাহে নিক্ষেপ করিতেছেন এবং নয় দিন ধরিয়া অগ্নিকুণ্ডের উপর মাতৃদেহবিশিষ্ট উক্ত কটাহ সংস্থাপিত রাখিতেছেন। যে হিন্দুর গৃহে গৃহে রামায়ণী ও মহাভারতীর নীতি, সেই হিন্দুর চক্ষে এই ঘটনা বিজাতীয়,—ইহা হিন্দু জগতের বলিয়া বোধ হয় না।" পুনশ্চ "এই গীতে নানারূপ ভীষণ, অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ঘটনার বর্ণনা আছে, তাহা আমরা আরব্যোপন্যাসের গল্পের ন্যায় পাঠ করিয়াছি। অনুবাদ-গ্রন্থগুলি ছাড়িয়া দিলেও কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতে ভারতের অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত বাংলা কোন্ গ্রন্থে অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা নাই? সেই সব ঘটনা হইতে মাণিকচাঁদের গীতে বর্ণিত ঘটনা ভিন্নরূপ। সেগুলির পশ্চাতে দেবশক্তি,

তাই সেগুলি হিন্দুর নিজস্ব বলিয়া পরিচিত, আর ইহার পশ্চাতে শুধু মন্ত্রশক্তি......। বৌদ্ধ জগতের এই সঙ্গীত বোধ হয় এতদিনে লুপ্ত হইয়া যাইত, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিতে দেবদেবীর কথা সংযোজিত হওয়াতে ঐ গীতি ঈষৎ পরিমাণে হিন্দুত্বের আভা ধারণ করিয়াছে, এবং সেই হিন্দুত্বের আভাটুকুই বোধ হয় এই গানের পরমায়ু বৃদ্ধির কারণ।" গানটি বোধ হয় কোন কালেই সম্পূর্ণ বৌদ্ধজগতের ছিল না, ইহা বহুকাল হিন্দুত্ব ও বৌদ্ধত্বের সংমিশ্রণে উৎপন্ন সম্প্রদায়-বিশেষের উপজীবিকা স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে এবং ইহাই বোধ হয় গানটির পরমায়ু বৃদ্ধির প্রধান কারণ। যে সমাজে ইহা প্রচলিত সে সমাজ এখনও সংস্কৃত ও হিন্দুত্বের গণ্ডিদ্বারা আপনাকে প্রাচীনতর সমাজ হইতে সম্যক্‌রূপে স্বতন্ত্র করিতে পারে নাই।

গাথা সংগ্রহ

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত গান রংপুর জেলা হইতে সংগৃহীত। রংপুর জেলায় গোপীচন্দ্রের প্রাচীন গান কোথাও পুঁথিতে লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া জানিতে পারি নাই। "যোগী" বা "জুগী" জাতীয় লোক মুখে মুখে ইহা অভ্যাস করে এবং আসরে বা ভিক্ষার সময় গোপীযন্ত্রের সাহায্যে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে উহা দ্বারা শ্রোতার মনস্তুষ্টি জন্মাইবার চেষ্টা করে। লৌহ, বংশখণ্ড ও অলাবু দ্বারা এই গোপীযন্ত্র প্রস্তুত হয়। ভগিনী নিবেদিতা দীনেশবাবুকে বলিয়াছিলেন, এই গোপীচন্দ্রের নাম হইতেই সম্ভবতঃ 'গোপীযন্ত্রে'র নামকরণ হইয়াছে। বৃহৎ গানের সকল অংশ সকলে আয়ত্ত করিতে পারে না; সুতরাং গায়কের সামর্থ্য, রুচি ও প্রয়োজনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন পালার সৃষ্ট হইয়াছে। কোথাও বা গানের কোন নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদ মাত্র গীত হয়, কোথাও বা শাখা প্রশাখা কর্তন করিয়া মূল কাণ্ডটি স্থির রাখিয়া যথাসম্ভব একটি সম্পূর্ণ চিত্র উপস্থিত করার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত গানটি শেষোক্ত শ্রেণীর, ইহা গোপীচন্দ্রের গানের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। বাবু শিবচন্দ্র শীল যে দুর্লভ মল্লিক কৃত গোবিন্দচন্দ্রের গীত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও এই গানের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। শিববাবু চুঁচুড়াতে কোন বৈষ্ণবীর নিকট হইতে উহার পুঁথি প্রাপ্ত হন। দুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্র ও "যোগী" বা "জুগী"দিগের "গোপীচন্দ্র" অভিন্ন ব্যক্তি। এরূপ হইতে পারে যে, নামটি বাস্তবিক গোপীচন্দ্র, গোবীচাঁদ, গোবীচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র সকল রকমেই উচ্চারিত হইত।

দুর্লভ মল্লিকের গান পুরাতন উপকরণের সাহায্য নূতন ভাষায় রচিত, ইহাতে উপাখ্যানভাগও কতকটা রূপান্তরিত হইয়াছে। গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত গান, প্রক্ষিপ্ত অংশ বাদ দিলে, বাস্তবিকই প্রাচীন ভিত্তির উপর গ্রথিত, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বলিয়া মনে হয় না। বাস্তবিকই মূল প্রাচীন গান কিরূপ ছিল, তাহা স্থির করা এখন বড়ই কঠিন। মুখে মুখে পুরুষপরম্পরায় চলিয়া আসায় গানের ভাষা অনেকস্থলেই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে এবং মূল গান যে অনেক স্থলে গ্রাম্যকবির হস্তযোজিত শাখাপল্লবে আবৃত হইয়া পুষ্ট কলেবরে পল্লীগ্রামের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতেছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

যোগিসম্প্রদায়ের লোক প্রায়ই নিরক্ষর। সম্পূর্ণ গাথা আবৃত্তি করিতে পারে এমন "যোগী" এখন দুর্লভ। রংপুর জেলার ভিন্ন স্থানীয় দুইটি বৃদ্ধ যোগীর আবৃত্তি অনুসারে দুইটি সুবিস্তৃত পাঠ এবং অপর এক যোগীর নিকট হইতে একটি আংশিক পাঠ প্রায় ১৬।১৭ বৎসর পূর্বে সংগ্রহ করা হয়, এবং ১৩১৫ সালে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় উহার পরিচয় প্রকাশিত হয়।* তাহার পর বাঙ্গালা দেশের কোন কোন স্থান হইতে গোপীচন্দ্রের গানের হস্তলিখিত বা মুদ্রিত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলায় সংগৃহীত ভবানীদাস-বিরচিত পুঁথি এবং উত্তরবঙ্গে সংগৃহীত মুসলমান কবি সুকুর মামুদের লিখিত পুস্তক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভবানীদাসের পুঁথি গোপীচন্দ্রের পাঁচালী নামে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত হইল। চট্টগ্রাম হইতে মুন্সী আবদুল করিম চারিখানি পুঁথির সাহায্যে এই পাঁচালীর একটি পাঠ স্থির করিয়া পাঠান। উহার সঙ্গে উল্লিখিত পুঁথির একখানিও ছিল; ঐ পুঁথিকে আদর্শ করিয়া এবং মুন্সী সাহেব কৃত পাঠের সহিত মিলাইয়া অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় বিশেষ যত্নপূর্বক বর্তমান পাঠ প্রস্তুত করিয়াছেন। সম্পাদকগণ এই অবসরে মুন্সী সাহেবকে তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। মূলের নীচে আদর্শের বর্ণবিন্যাস ও পাঠান্তরাদি প্রদত্ত হইয়াছে। আদর্শ পুঁথি তুলট কাগজে উভয় পৃষ্ঠা লেখা; আকার ১৬×৫॥ ইঞ্চ; আদ্যন্ত খণ্ডিত, পত্র সংখ্যা ২-২৪, প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি; লিপিকর 'শ্রীছৈঅদ ওয়ারিশ মির' বা 'মের' (পৃ. ৬, ৮।২, ১১।২, ২২।২,

---

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পঞ্চদশ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

২৪।২); "হোক মালিক মন গাজি সাং পাগুনগর" (পৃ, ১২।২, ২৪।২)। ক পুঁথির মালিক "শ্রীহালাল গাজী ও তিতা গাজি পরগণে খামার ফুলতলি মৌজে কমলাপুর"; সম্ভবতঃ ১২২৪ বা ১২৪৪ সালের হস্তলিপি। খ পুঁথির লিপিকাল জানা যায় নাই। গ পুঁথি ১০।১২ বৎসরের প্রতিলিপি। শেষ তিনখানি পুঁথির লেখকও মুসলমান। চারিখানি পুঁথিই চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে সংগৃহীত।

তৃতীয় খণ্ডে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস নামে যে স্কুর মামুদ প্রণীত পুস্তক প্রকাশিত হইল, উহার এক মুদ্রিত সংস্করণ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। অন্যতম সম্পাদক রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের চেষ্টায় এই দুষ্পাপ্য গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে

মাতা ময়নামতীর চেষ্টা ও উদ্যোগে হাড়িপা বা জলন্দরি গুরুর শিষ্যরূপে নবীন নৃপতি গোপীচন্দ্রের যোগী বা সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগই এই সকল গাথার বর্ণনীয় বিষয়। গোপীচন্দ্র বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালার বাহিরে ভারতের প্রায় সর্বত্রই তাঁহার কাহিনী প্রচলিত। ৺ধর্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় তাঁহার "বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ" নামক পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন "ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র প্রাচীন কাল হইতে গোপীচাঁদ নামক এক রাজার বিবরণ লিখিত ও কথিত হইতেছে। মহারাষ্ট্রদেশ, রাজপুতানা, অযোধ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি বহুস্থানে রাজা গোপীচাঁদের কথা শুনিতে পাওয়া যায়···অথচ বঙ্গদেশে এই রাজার নাম কেহ শুনে নাই" ইত্যাদি। মহাভারতী মহাশয়ের গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর গোপীচন্দ্র সম্বন্ধে বঙ্গদেশে বহু আলোচনা হইয়াছে। বাঙ্গালী আজ উল্লিখিত কলঙ্ক হইতে অনেকটা মুক্ত।

কাহিনীর ভারতময় ব্যাপ্তি

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গোপীচাঁদের গান প্রচলিত থাকিলেও তিনি যে বাঙ্গালাদেশের রাজা ছিলেন তাহা সর্ববাদিসম্মত। উপাখ্যানাংশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গাথায় অনেক স্থলে পার্থক্য লক্ষিত হয়। বাঙ্গালাদেশে যতগুলি গাথা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সকলগুলিরই মতে গোপীচন্দ্র মাণিকচন্দ্র রাজার ও ময়নামতীর পুত্র, ময়নামতী তিলকচাঁদের কন্যা, হরিচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র রাজা গোপীচন্দ্রের শ্বশুর। হরিশ্চন্দ্রের কন্যা অদুনা ও পদুনা গোপীচাঁদের প্রধানা মহিষী, ইহা ছাড়া অন্য স্ত্রীরও অভাব ছিল না।

বংশ বিবরণে অনৈক্য

মহারাষ্ট্রদেশীয় গাথায় গোপীচন্দ্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও মৈনাবতীর পুত্র, তিনি গৌড়-বঙ্গের রাজধানী কাঞ্চননগরে রাজত্ব করিতেন। জলন্দর গুরুর শিষ্যত্ব, তাঁহার সহিত ভারতের নানা দেশ ভ্রমণ, পরে সহস্র বৎসর রাজ্যশাসন ইত্যাদি বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

হিন্দী উপাখ্যানমতে ভর্তৃহরির ভগিনী মৈনাবতীর পুত্র গোপীচন্দ্র ও কন্যা চন্দ্রাবলী ; এবং এই "চন্দ্রাবলীকা বিবাহ সিংহল দ্বীপকা রাজা উগ্রসেন সে হুআথা"। এই মতে ভর্তৃহরি ও মৈনাবতী উভয়েই গোরক্ষনাথের শিষ্য।

লক্ষণদাস বিরচিত হিন্দী গাথার মতে ধারনগরের রাজা গন্ধর্বসেনের কন্যা মৈনাবতী তিলকচন্দ্রের পত্নী এবং গোপীচন্দ্র ও চম্পা দেবীর মাতা।

৺রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তদনুসারে গোপীচাঁদের বংশ পরিচয় নিম্নরূপ :—

সিংহচন্দ্র
|
বালচন্দ্র
|
বিমলচন্দ্র
|
গোপীচন্দ্র

গোপীচন্দ্র এই মতানুসারে বালপাদ বা হাড়িসিদ্ধার শিষ্য এবং তাঁহার রাজ্যপাট চাটিগ্রামে ছিল।[১]

কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় তাঁহার রাজমালা গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, (ত্রিপুরা জেলার) লালমাই-ময়নামতী পর্বতে গোপীচাঁদ রাজা বাস করিতেন। প্রবাদানুসারে ময়নামতী তাঁহার পত্নী, লালমাই তাঁহার কন্যা ছিলেন।

১ J. A. S. B., Vol. LXVII, Part I, No. 21, pp. 21-24.

উড়িষ্যায় প্রাপ্ত গাথা অনুসারে বংশ তালিকা নিম্নরূপ :—

সুরচন্দ্র
|
তারাচন্দ্র
|
ব্রহ্মাচন্দ্র
|
গোপীচন্দ্র
|
মেহুচন্দ্র
|
বিষ্ণুচন্দ্র
|
রূপচন্দ্র
|
গোবিন্দচন্দ্র

এই গাথার মতে গোবিন্দচন্দের মাতার নাম মুক্তাদেবী, গুরু হাড়িপা, প্রধানা পত্নী রোদুমা ও পোদুমা।[১]

দুর্লভ মল্লিক প্রণীত গোবিন্দচন্দ্রের গীতে পাওয়া যায়,—

"সুবর্ন্নচন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ পিতা।
তার পুত্র মানিকচন্দ শুন তার কথা॥"

এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে যে সুকুর মামুদ প্রণীত গাথা মুদ্রিত হইল, তদনুসারে বংশতালিকা এইরূপ,—

বাইলচন্দ্র
|
পালচন্দ্র
|
রুকচন্দ্র
|
মাণিকচন্দ্র
|
গোপীচন্দ্র

১ ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড।

দেখা যাইতেছে গোপীচন্দ্রের পিতার নাম সম্বন্ধে বঙ্গের গাথাগুলি এক মত হইলেও বঙ্গের বাহিরে ভিন্নমত প্রচলিত। আবার তাঁহার পিতার পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে কোন দুই গাথাই একমত নহে। গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের গৃহত্যাগ ও সন্ন্যাস এবং হাড়িফা গুরুর শিষ্যত্ব সম্বন্ধে কোন মত-ভেদ নাই। তিনি বাঙ্গলাদেশের রাজা এবং অদুনা পদুনার স্বামী ইহাও একরূপ স্বীকৃত। তাঁহার কাহিনী যেরূপভাবে বিস্তৃত তাহাতে তাঁহাকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতেও আমরা বাধ্য। কিন্তু তাহার পূর্বপুরুষের নাম ও আনুষঙ্গিক ঘটনা সম্বন্ধে উপাখ্যানের বিভিন্নতা এতই অধিক, সত্যের উপর কুহেলিকার আবরণ এতই গাঢ় যে, তাঁহাকে বহুপ্রাচীন কালের লোক বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে। রংপুর জেলা হইতে সংগৃহীত ও এই গ্রন্থের ১ম খণ্ডে প্রকাশিত গাথায় মাণিকচন্দ্র রাজার পূর্বপুরুষের কোনও পরিচয় নাই। গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত গাথায় এবং ভবানীদাসের পুঁথিতেও নাই। রংপুরের উপাখ্যান সংক্ষেপতঃ এইরূপ:—

গানের ঐতিহাসিকতা

বঙ্গে মাণিকচন্দ্র নামে এক "সতী" বা ধার্মিক রাজা ছিলেন। তিলকচাঁদের কন্যা জ্ঞানসিদ্ধা ময়নামতী তাঁহার অন্যতম ভাষা। অন্দরমহলে "নও বুড়ী', রাণী সত্ত্বেও মাণিকচাঁদ আরও বিবাহ করিলেন এবং গৃহদ্বন্দ্ব হইতে নিস্তার পাইবার আশায় বর্ষীয়সী ময়নামতীকে পৃথক্ করিয়া ফেরুসা নগরে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

রংপুরের উপাখ্যান

মাণিকচন্দ্রের রাজ্যে প্রজার সুখের ইয়ত্তা ছিল না। প্রজা প্রত্যেক হালে দেড় বুড়ী মাত্র খাজনা দিত এবং বিপুল সমৃদ্ধির মধ্যে দিন কাটাইত। কিন্তু এ সুখ বেশী দিন টিকিল না। দক্ষিণ হইতে এক বাঙ্গাল আসিয়া রাজার দেওয়ান হইল এবং খাজনা দেড় বুড়ী স্থলে পোনর গণ্ডা করিল। ইহাতে প্রজার দুর্দশার অবধি রহিল না। চাষা খাজনার জন্য হাল গরু বিক্রয় করিল, সওদাগর নৌকা বিক্রয় করিল, ফকিরকে ঝোলা কাঁথা পর্যন্ত বিক্রয় করিতে হইল। "নাঙ্গল", "জোঙ্গাল", "ফাল","দুধের চোআল' পর্য্যন্ত বিক্রীত হইতে লাগিল। তখন প্রজারা পরামর্শ করিয়া মহৎ বা প্রধানের বাড়ীতে উপস্থিত হইল এবং নদীতীরে ধর্মপূজা করিয়া রাজাকে অভিশাপ দেওয়া স্থির হইল। কোন মতে প্রধান স্বয়ংই এই পরামর্শ দিলেন, কোন

মতে মহাদেবের নিকট হইতে পরামর্শটী গৃহীত হইল। পরামর্শানুযায়ী কার্য অনুষ্ঠিত হইলে রাজার আঠার বৎসরের পরমায়ু ৬ মাসে পরিণত হইল, "চিত্র গোবিন্দ" দপ্তর খুলিল। বিধাতা তলবচিঠি লিখিয়া গোদাযমকে রাজার প্রাণ আনিতে নিযুক্ত করিলেন। ময়নামতী সংবাদ পাইলেন এবং এই বিপদের সময় স্বামীকে রক্ষা করিতে আসিলেন। তিনি রাজাকে জ্ঞান দিয়া অমর করিতে চাহিলেন, কিন্তু মাণিকচাঁদ স্ত্রীর নিকট জ্ঞান গ্রহণ করিতে একেবারে অসম্মত। অগত্যা ময়নামতী যমদিগকে নানা প্রকারে নিবারণ করিতে লাগিলেন,—কখন উপঢৌকনদ্বারা, কখন তাড়নাদ্বারা; কিন্তু বিধাতার হুকুম এইরূপে পণ্ড হইতে পারে না। যমেরা কৌশল করিয়া রাজার দীপ নিবাইয়া দিল, তাঁহার স্ফটিকপাত্রের জল ঢালিয়া ফেলিল এবং তাঁহার বিষম তৃষ্ণা লাগাইয়া দিল। রাজা তৃষ্ণার্ত হইয়া জল জল করিতে লাগিলেন এবং যমবিশেষের পরামর্শে ময়নামতী ভিন্ন অপর কাহারও হস্তে জল খাইবেন না সঙ্কল্প করিয়া বসিলেন। সুতরাং ময়নামতীকে জল আনিতে যাইতে হইল, রাজার জীবনও সেই অবকাশে অপহৃত হইল। ময়নামতী গঙ্গাদেবীর নিকট অবস্থা জানিতে পারিয়া (কোনও মতে ছদ্মবেশে) একেবারে যমপুরীতে হাজির। তাঁহার হস্তে যমেরা অশেষ নির্যাতন ভোগ করিল। কাজেই বিধাতার রাজত্ব ঠিক রাখিবার জন্য ময়নামতীর গুরু গোরক্ষনাথ আপোষের প্রস্তাব করিলেন, নারদের দ্বারা আশীর্বাদলিপি লেখাইয়া ময়নামতীকে পুত্রবর দিলেন। ময়নামতী দেখিলেন আশীর্বাদানুসারে পুত্রের বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। তিনি ছানি হুকুম চাহিয়া বসিলেন। তাহা আর হইল না, কিন্তু বন্দোবস্ত হইল যে, হাড়িসিদ্ধার চরণ ভজনা করিলে ময়নামতীর পুত্র অমর হইবে। ময়নামতীর গর্ভে সন্তানের আবির্ভাব হইলে মাণিকচন্দ্রের শব ভস্মীভূত হইল। ময়নামতী শবের পার্শ্বে অনলে শয়ন করিলেন, কিন্তু অনল তাঁহার কেশও পোড়াইতে পারিল না। তিনি সুস্থ শরীরে পতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনের পর এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রই গোপীচাঁদ। পুত্রকে গৃহে আনিবার সময় রাস্তায় আর একটি শিশু জুটিল, তাহাকেও কুড়াইয়া আনিয়া লালনপালন করিতে লাগিলেন; ইহার নাম হইল খেতুয়া। রাজকুমারের বিদ্যাশিক্ষা হইল; তাহার পর ৯ বৎসর (মতান্তরে ১২ বৎসর) বয়সে তাঁহার বিবাহের আয়োজন হইল। হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র রাজার কন্যা অদুনা ও পদুনা রাজার অঙ্কলক্ষ্মী হইলেন।

রতুনাক বিবাও কৈল্লে পতুনাক পাইল দানে।
এক শত বান্দি পাইল ব্যাবারের কারণে॥ (পৃ. ৫৩)

রাজকুমার ক্রমে রাজপাটে বসিলেন। তখন ময়নামতী ফেরুসা হইতে আসিয়া তাঁহাকে সিদ্ধা হাড়ির শিষ্যত্ব গ্রহণ করতঃ সন্ন্যাসী হইতে উপদেশ দিলেন। রাজা চমকিয়া উঠিলেন, হাড়ির প্রতি অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলেন, হাড়ির প্রসঙ্গে জননীর প্রতি কলঙ্ক পযন্ত আরোপ করিতে ক্রুটি করিলেন না। ময়নামতী ক্রোধে গুরু গোরক্ষনাথকে স্মরণ করিলেন। গুরু আসিয়া গোপীচাঁদের সন্ন্যাসাবস্থার নানারূপ ক্লেশ নিদেশপূবক অভিশাপ দিয়া প্রস্থান করিলেন। ময়নামতী সেদিনকার মত ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু পুনরায় আসিয়া পুত্রকে নানারূপ উপদেশ দিয়া সন্ন্যাসে যাইবার জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি বিবিধ নারীচরিত্র বর্ণনা করতঃ স্ত্রীর প্রেমের অসারতা প্রদর্শন করিলেন এবং পুত্রের নানাবিধ জটিল আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সমাধান করিলেন। রাজা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু অন্দর-মহলে আসিলেই অদুনা ও পদুনা রাণী অন্যরূপ মন্ত্রণা দিল, ময়নামতীর জ্ঞানের পরীক্ষা লইবার প্রস্তাব করিল। পরদিন রাজদরবারে রাজার প্রশ্নের উত্তরে ময়নামতী স্বীয় অনল প্রবেশের কথা বলা মাত্রই রাজা তাহার কথার সত্যতা পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন। সুবৃহৎ লোহ কটাহ আশী মণ তৈলে পূর্ণ করিয়া "সাত দিন নও রাত" অগ্নির উপর রাখা হইল। খেতুয়া ফেরুসা হইতে ময়নামতীকে আনিতে গেল, তিনি আসিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে তাহাকে গামছা দিয়া বান্ধিয়া ফেলিল। ময়নামতী পলায়ন করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং বন্ধনমুক্ত হইয়া স্নানে নামিলেন ও গুরুর আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করা হইল। ছয় দিন উত্তপ্ত তৈলের উপর থাকার পর তিনি সর্ষপরূপ ধারণ করতঃ তৈলে ভাসিতে লাগিলেন। রাজার ও খেতুয়ার তখন ভয় হইল যে, মাতা আর ইহজগতে নাই। লোহার কড়াই তেপথিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দেওয়া হইল। রাজবধূগণের নিকট মৃত্যু-সংবাদ প্রেরিত হইলে তাঁহারা আনন্দে অধীর হইলেন। কিন্তু ময়নামতী মরেন নাই, বধূগণও ক্রমে অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। ফলে এ পরীক্ষাও যথেষ্ট বিবেচিত হইল না। তুলাদণ্ড দ্বারা ময়নামতীকে ওজন করা হইল। পোস্তের দানা ও তৎপরে তুলসীপত্রের সহিত ওজনে ময়নামতী পাতলা হইয়া পড়িলেন, তুষের নৌকায় বৈতরণী পার হইলেন। গোপীচাঁদকে এবার

সন্ন্যাস গ্রহণ স্বীকার করিতে হইল। তখন শুভদিন দেখিবার জন্য পণ্ডিতের তলব হইল। রাণীরা দাসীর হস্তে ৫০০৲ টাকা উৎকোচস্বরূপ পণ্ডিতের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পণ্ডিত উৎকোচ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু পণ্ডিতানির যুক্তিতে পরাস্ত হইয়া অবশেষে গ্রহণ করিলেন এবং রাজদরবারে আসিয়া এযাত্রা সন্ন্যাসে কুশল নাই বলিলেন। গোপীচন্দ্র স্বয়ং গণনায় বসিয়া উৎকোচের ব্যাপার ধরিয়া ফেলিলেন। তখন খেতুয়ার প্রতি আজ্ঞা হইল "চণ্ডীর দ্বারে লইয়া ব্রাহ্মণকে বলি দাও।" আদেশ পালিত হইবার উপক্রম হইলে ব্রাহ্মণ কাতর কণ্ঠে ধর্মের দোহাই দিয়া চণ্ডী মাতার করুণা ভিক্ষা করিলেন। চণ্ডীদেবী হৃদয়ে "মুনিমন্ত্র" জপ করিয়া শ্বেত মক্ষিকার রূপ ধরিয়া ব্রাহ্মণের কর্ণে উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ "কাতরায়" থাকিয়া রাজার দোহাই দিলেন এবং জানাইলেন যে, তাঁহার নাবালক পুত্র পঞ্জিকাখানিকে অশুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল, তিনি স্নান করিয়া ঠিক গণিয়া দিবেন। পণ্ডিত এখন রাজদরবারে সমস্তই কুশল গণনা করিয়া দিলেন, এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার দিন ক্ষণ বলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ দক্ষিণা পাইয়া গৃহে ফিরিলেন। তাহার পরই নাপিত আনিবার আয়োজন। রাণীদিগের বাধা ও উৎকোচসত্ত্বেও নাপিতকে ক্ষুর লইয়া হাজির হইতে হইল। তাহার পর ময়নামতীর তত্ত্বাবধানে দেব ও সিদ্ধাগণের সমক্ষে রাজাকে যোগী করা হইল। তাঁহার কর্ণচ্ছেদ হইল, ডোর, কৌপীন ইত্যাদি সাজ হইল; তিনি ময়নামতী কর্তৃক গোরক্ষনাথের শিষ্য হাড়িপার হস্তে সমর্পিত হইলেন। হাড়ীর আদেশে রাজা জননীর মহলে ভিক্ষা করিতে গিয়া "কদুর পাতায়" খাইয়া আসিলেন। ময়নামতী তাঁহার ঝুলিতে বার কাহন কড়ি দিলেন। অতঃপর হাড়ি রাজাকে রাণীদের মহলে গিয়া ভিক্ষা আনিতে আদেশ দিলেন। ইহাতে নির্বাপিত অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, অদুনা ও পদুনা রাণী অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন, সঙ্গে যাইবার জন্য অস্থির হইলেন এবং বিদেশে তাঁহারা কিরূপ সেবা করিবেন, তাহা বিবৃত করিতে লাগিলেন। রাজা এ প্রলোভনে মুগ্ধ হইলেন না। তিনি পথে নানা বিপদের উল্লেখ করিলেন, কিন্তু রাণীরা তাহাও উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত। তাঁহারা ডোর কৌপীন পরিয়া, সম্মুখের দুইটি করিয়া দাঁত ভাঙ্গিয়া, মস্তক মুণ্ডন করিয়া, ভিক্ষার ঝুলি লইয়া রাজার পশ্চাতে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিলেন, হাড়িসিদ্ধার ভীষণ কাঁথার ভয়ও তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। রাজা কিন্তু কিছুতেই স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া যাইবেন না।

রাণীদ্বয় একটি পুত্র চাহিলেন। রাজা বনে যাইতেছেন, পুত্র পাইবেন কোথায়? স্বয়ং পুত্র হইবার প্রস্তাব করিলেন। রাণীরা তখন ছুরিকাদ্বারা আত্মহত্যা করিলেন। রাজার মিনতিতে হাড়িসিদ্ধা ধূলাপড়া দিয়া রাণীদিগকে বাঁচাইয়া দিলেন। কোন কোন গায়কের মতে তিনি এই সময়ে একটু রসিকতা করিয়া অদুনার মুণ্ড পদুনার স্কন্ধে, এবং পদুনার মুণ্ড অদুনার স্কন্ধে চাপাইয়া দিলেন।[১] রাণীরা এই অলৌকিক ঘটনার পর স্বামীকে হাড়ির হস্তে ছাড়িয়া দিলেন। নবীন রাজার বৈরাগ্যে রাজ্যময় সকলে কান্দিতে লাগিল। রাজার অনুপস্থিতি-কালে রাজপুরীর বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বার জায়গায় চৌকি, ও তের জায়গায় থানা বসান হইল, "রামজাল" ও "ব্রহ্মজালে" পুরী বেষ্টিত হইল। বার বৎসর পর্যন্ত কোনও পুরুষ পুরীতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, এই আদেশ প্রচারিত হইল। সত্যের অশ্ব, সত্যের পাশা এবং দামামা গৃহে লম্বিত রাখিয়া গোপীচন্দ্র হাড়িগুরুর সহিত সন্ন্যাসে চলিলেন। খেতুয়া রাজপ্রতিনিধি হইল এবং বাজে রাণীগুলিকে (অদুনা ও পদুনা ব্যতীত) হস্তগত করিল। হাড়িগুরু রাজাকে রাস্তায় বিস্তর লাঞ্ছনা দিলেন। তাঁহার ঝুলির ভার বৃদ্ধি করিয়া দিলেন, বৃহৎ অরণ্য সৃষ্টি করিয়া রাজার পথশ্রমের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন। কণ্টকে রাজার শরীর বিদীর্ণ হইল, রাজা কাতর কণ্ঠে সূর্যদেবের মুখ দেখিতে চাহিলেন। হাড়িসিদ্ধা জঙ্গল উড়াইয়া দিয়া এক বালুকাময় প্রদেশের সৃষ্টি করিলেন এবং সূর্য ও ব্রহ্মাকে বালুকা উত্তপ্ত করিয়া দিতে বলিলেন। বালুকার ভীষণ উত্তাপে গোপীচাঁদ ছটফট্ করিতে লাগিলেন এবং গুরুর নিকট বৃক্ষচ্ছায়া প্রার্থনা করিলেন। হাড়ি এক বৃক্ষের সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু রাজা যেমন হাড়িকে পশ্চাতে রাখিয়া বৃক্ষাভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন বৃক্ষও অগ্রসর হইয়া অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল এবং অবশেষে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। রাজা আবার কান্দিতে লাগিলেন, আবার নূতন বৃক্ষের সৃষ্টি হইল; গুরু শিষ্য তাহার তলায় বসিলেন। রাজা ক্রমে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। হাড়ির আদেশে যমের মা পালঙ্ক ও পাখা লইয়া আসিলেন। নিদ্রিত রাজাকে পালঙ্কে শয়ান করান হইল, যমের মা বাতাস করিতে লাগিলেন। হাড়ি বিশ্বকর্মা ও "গাডা অন্যা" দ্বারা জঙ্গল

১ সুখের বিষয় উভয়েই এক পতির সম্পত্তি, সুতরাং বেতালের প্রশ্ন করিবার অবসর ঘটিল না।

পরিষ্কার করাইলেন, যমগণদ্বারা দারাইপুর সহর পর্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত করাইলেন, "কচ্ছপ মুনি" দ্বারা রাস্তা সমতল করিয়া লইলেন। হাড়িয়ানী রাস্তা লেপিয়া দিল, মালিনী গোলাপ ও চন্দন বর্ষণ করিয়া দিয়া গেল। লঙ্কা হইতে হনুমান ও বানরগণ আহূত হইয়া ফুলের গাছ ও পাথর আনিয়া দিল। গোদা ও আবাল যম হাড়ির আদেশে পাষাণ দিয়া দীঘির ঘাট বান্ধিল এবং ফুলের বাগান প্রস্তুত করিয়া দিল। হনুমানেরা রামের চর, তাহারা হাড়ির সহিত বল পরীক্ষা করিতে গিয়া তাঁহার হাত খানাও নাড়িতে পারিল না এবং "মুখপোড়া" হইয়া থাকিবার অভিশাপ লাভ করিল। রাজা এই বিচিত্র পথ দিয়া চলিবার সময় হাড়ির নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন যে, প্রত্যাবর্তন কালে রাণীদিগের জন্য গোটাকয়েক ফুল তুলিয়া লইতে তিনি ইচ্ছুক। হাড়ি মনে মনে কুপিত হইলেন এবং এই ধৃষ্টতার জন্য রাজাকে শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক হইয়া চলিতে চলিতে গাঁজা সেবনের জন্য রাজার কাছে বার কড়া কড়ি চাহিলেন। রাজা গাঁজার নাম শুনিয়াই তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেন এবং সগর্বে বলিলেন "বার কড়া কেন, বার কাহনও দিতে পারি"। হাড়ি মন্ত্রবলে রাজার ঝুলি হইতে কড়িগুলি উড়াইয়া দিলেন এবং কড়ির জন্য রাজাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। রাজা ঝুলিতে হাত দিয়া অপ্রস্তুত হইলেন এবং কড়ির জন্য নিজে বন্ধক থাকার প্রস্তাব করিয়া ফেলিলেন। হাড়ি বসুমতীকে সাক্ষী রাখিয়া রাজাকে লইয়া বন্দরে চলিলেন। বহু স্ত্রীলোক বন্দরে পসার সাজাইয়া বসিয়াছিল। তাহারা রাজার রূপ দেখিয়া তাঁহাকে একেবারে কিনিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল এবং অনেকে রাজাকে ধরিয়া এমন টানাটানি আরম্ভ করিল যে, তাঁহার কোমর রক্ষা করা দায়। তখন হাড়ির আদেশে ইন্দ্রদেব শিলাবৃষ্টি আরম্ভ করিয়া দিলেন, "কালাইবেচীকে" নাছোড়বান্দা দেখিয়া এক প্রকাণ্ড পাথরে তাহার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিলেন। ইহার পর রাজাকে লইয়া হাড়িসিদ্ধা হীরা নটীর বাড়ী গেলেন এবং দামামায় ভীষণ ঘা মারিয়া আপন আগমন বার্তা জানাইলেন। হীরা নটীর নিকট বার কড়া কড়ি লইয়া, রাজাকে তাহার নিকট বান্ধা রাখিয়া সিদ্ধা হাড়ি পাতালে প্রবেশ করিলেন, এবং "চৌদ্দ তাল" জলের তলে যোগাসনে বসিলেন। হীরা রাজাকে বিশেষ যত্ন করিয়া স্নানাহার করাইল। রাজার জন্য বিচিত্র শয্যা রচিত হইল। হীরা বিচিত্র বেশভূষা করিয়া রাজার প্রেমের জন্য লালায়িত হইয়া নিকটে আসিল। কিন্তু তাহার বিপুল আয়োজন ব্যর্থ হইল। রাজা তাহাকে প্রত্যাখ্যান

করিলেন, তাহার রূপে ভুলিলেন না। হীরার প্রেম ঘৃণায় পরিণত হইল, রাজার উপর অশেষ নির্যাতনের ব্যবস্থা হইল, ছিন্ন বস্ত্র তাঁহার পরিধেয় হইল, ছাগলের কক্ষ তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল, তাঁহাকে জঘন্য খাদ্য দেওয়া হইল। তিনি প্রত্যহ করতোয়া নদী হইতে ১২ ভার অর্থাৎ ২৪ কলসী জল আনিতে আদিষ্ট হইলেন। জলের পরিমাণ কম হইলে প্রহারের ব্যবস্থা হইল। রাজার বক্ষের উপর হীরা নটীর কাষ্ঠপাদুকা সমেত গাত্রধাবন কার্য চলিতে লাগিল। "পাপের বিছানা" তোলা ও পাপের কড়ি গণা রাজার নিত্য কর্ম হইল। হীরার অত্যাচারে রাজা মৃতকল্প হইলেন। তখন অদুনা ও পদুনা রাণীর নিষেধ বাক্য মনে পড়িল। তাঁহাদের নাম স্মরণ পথে আসায় রাজপুরীস্থ সত্যের পাশা "আউলাইয়া পড়িল", রাণীদ্বয় ব্যাকুল হইলেন। রাণীদিগের রোদনে গৃহপালিত সারিশুক পাখী বিকল হইল এবং রাজার অন্বেষণে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। বন্ধনমুক্ত হইয়া তাহারা নানাদেশে রাজাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত অদ্ভুত দেশই তাহাদের নয়নে পড়িল—এক ঠেঙ্গিয়ার দেশ, কাণ ফাড়ার দেশ, মশা রাজার দেশ, মেচপাড়ার দেশ, ত্রিপাটনের দেশ ইত্যাদি। এই সকল দেশে এবং গয়া, গঙ্গা, কাশী, বৃন্দাবন, কোথাও রাজাকে না পাইয়া পক্ষিদ্বয় নদীতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইল; কারণ গঙ্গাদেবী রাঘববোয়ালদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, ইহারা ময়নামতীর নাতি, ইহাদিগকে উদরস্থ করিলে আর নিস্তার নাই। শেষে সারিশুক গোপীচন্দ্রকে অন্য ঘাটে জল তুলিবার সময় দেখিতে পাইল এবং ক্রমশঃ পরিচিত হইল। রাজা স্বীয় রক্ত দ্বারা দুইখানি পত্র লিখিয়া পক্ষিদ্বয়ের হস্তে দিলেন। একখানি অদুনা রাণীর নিকট, সেখানি ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ; অপর খানি ময়নামতীর নিকট, তাহা করুণ বিলাপোক্তিপূর্ণ। পক্ষিদ্বয় যথাস্থানে পত্র প্রদান করিল। ময়নামতী ক্রুদ্ধ হইয়া ধ্যানে বসিলেন ও হাড়িকে মন্ত্রবলে বজ্রচাপড় মারিলেন। হাড়িসিদ্ধা চমকিয়া উঠিলেন ও অনুতপ্ত হৃদয়ে রাজাকে উদ্ধার করিতে চলিলেন। গোপীচন্দ্রকে নদীর ঘাটে পাইয়া হাড়ি তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া ঝোলার মধ্যে রাখিলেন এবং হীরা নটীর বাড়ী গিয়া শিষ্যকে ফেরত চাহিলেন। হীরা রাজাকে না পাইয়া অনেক রকম মিথ্যা কথা বলিতে লাগিল। হাড়ি সবশেষে রাজাকে ঝোলা হইতে বাহির করিলেন ও হীরাকে তাহার কড়ি প্রত্যর্পণ করিলেন। হীরা

নটীকে শাস্তি দেওয়া হইল। তাহাকে শাপ দিয়া "যোড় বগতুল" করিয়া ও তাহার ধন খাপড়ায় পরিণত করিয়া হাড়িসিদ্ধা চলিয়া আসিলেন।

এইবার গোপীচন্দ্রের রাজধানীতে প্রত্যাগমন। পথে রাজার গুরুর নিকট জ্ঞান শিক্ষা হইল। জ্ঞানের পরীক্ষাও হইল। রাজা অনেক করিয়া জিজ্ঞাসাবাদের পর ছদ্মবেশে বাড়ীতে ফিরিলেন। তাঁহার উপর কুকুর লেলাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু কুকুরেরা তাঁহার পায়ে পড়িয়া কান্দিতে লাগিল। বান্দীগণ ভিক্ষা দিতে আসিল, কিন্তু তিনি তাহাদের হস্তে ভিক্ষা লইলেন না। অতুনা ও পতুনা ভিক্ষা দিতে আসিলেন, কিন্তু রাজা স্ত্রীলোকের হস্তে ভিক্ষা লইবেন না, তাহাদের "মাথার ছত্তর" অর্থাৎ স্বামীকে চাই। অবশেষে ছদ্মবেশী রাজা স্বীয় মৃত্যুকাহিনী প্রচার করিলে রাণীরা আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। তখন পরিচয় হইল। রাজা আবার ফেরুসা নগরে সোনার ভোমরা রূপে গিয়া মাতার চরকা উড়াইয়া দিয়া নিজের "জ্ঞান" দেখাইলেন। মাতাপুত্রে মিলন হইল। গোপীচন্দ্রের রাজধানীতে আনন্দস্রোত বহিতে লাগিল, হস্তী রাজাকে সিংহাসনে বসাইল, ময়নার হুঙ্কারে দেবগণ পর্যন্ত আসিয়া উৎসবে যোগ দিলেন। প্রজার খাজনা আবার দেড় বুড়ী হইল, তাহাদের সুখের দিন আবার ফিরিয়া আসিল।

রংপুর অঞ্চলে প্রচলিত এই উপাখ্যানের সহিত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত উপাখ্যানে মূল বিষয়ে ঐক্য থাকিলেও আনুষঙ্গিক বিবরণগত পার্থক্য অনেক। গোপীচন্দ্রের জন্মে মাণিক-চন্দ্রের কর্তৃত্বের অভাব সুকুর মামুদের গ্রন্থেও আছে। কিন্তু মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর গোপীচন্দ্রের গর্ভে অবস্থান কেবল এই রংপুরের গীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। সুকুর মামুদের মতে মাণিকচন্দ্রই গোপীচন্দ্রকে বিবাহ করাইলেন ও রাজপাটে বসাইলেন, ময়নামতী বা "মনী" তখন ধ্যানে। রংপুরের গাথায় গোপীচন্দ্রের রাণীদিগের মধ্যে কেবল হরিশ্চন্দ্র রাজার কন্যা অতুনা ও পতুনারই নামোল্লেখ আছে। ভবানীদাস অতুনা, পতুনা, রতনমালা ও কাঞ্চনমালা রাণীর নাম করিয়াছেন। সুকুর মামুদ পূর্বদেশের মহেশচন্দ্র রাজার কন্যা চন্দনা, উত্তর দেশের নেহালচন্দ্র রাজার কন্যা ফন্দনা এবং পশ্চিমদেশের হরিশ্চন্দ্র রাজার কন্যা অতুনা ও পতুনার সহিত রাজার বিবাহ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভবানীদাসের গানেও মাণিকচন্দ্র রাজার সময় প্রজার সমৃদ্ধির বিবরণ দেখিতে পাই। তাঁহার মতে

উপাখ্যানে পার্থক্য

প্রজার করবৃদ্ধি মাণিকচন্দ্রের সময়ে নয়, গোপীচন্দ্রের প্রথম রাজত্বকালে। রংপুরের গানে ময়নামতীর পরীক্ষার পালা ও সন্ন্যাস গমনকালে পথিমধ্যে রাজার লাঞ্ছনা খুব বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুকুর মামুদের গ্রন্থে পরীক্ষার কথা আদপেই নাই; হাড়িফাকে বিষপ্রয়োগের কথা আছে। ভবানীদাস জতুগৃহে অগ্নিপরীক্ষা, সমুদ্র মধ্যে ছালায় বান্ধিয়া নিক্ষেপ ও ক্ষুরের ধারনির উপর ময়নামতীর হাঁটার কথা বলিয়াছেন। অধিকন্তু রাণীদিগের হস্তে ময়নামতীকে বিষ খাওয়াইয়া ও ঘোড়ার আস্তাবলে প্রোথিত করিয়া আরও দুই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। বিদায়কালীন রাণীদিগের করুণরসাত্মক পালা সকল গ্রন্থেই আছে। কিন্তু ময়নামতীর প্রতি নৃশংস ব্যবহার বোধ হয় ভবানীদাসের গ্রন্থেই অধিক। রংপুরের গানে ও মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থে রাজার সন্ন্যাস হইতে প্রত্যাবর্তনের পর পুনঃ রাজত্বের উল্লেখ দেখিতে পাই সুকুর মামুদের গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। ভবানীদাসেব গ্রন্থে তাহার আভাষ মাত্র আছে। দুর্লভ মল্লিকের গ্রন্থে পাই, দ্বাদশবৎসর অন্তে রাজার দেশান্তর হইত ফিরিবার পর হাড়িপা ও অন্যান্য যোগীদিগের উপর অত্যাচার এবং তৎপরে কানুপার সহিত সম্মিলন ও হাড়িপার মৃত্তিকাভান্তর হইতে উঠিবার পর পুনরায় সন্ন্যাস।

রংপুরের গানে ও ভবানীদাসের গ্রন্থে মূল বিষয়ে অনেক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে ভাবেরও এত মিল যে, হয় একটী হইতে অপরটীর ভাব গৃহীত হইয়াছে অথবা উভয়েই কোন সাধারণ প্রাচীন গাথার নিকট ঋণী। ভাষায়ও যে মিলের সম্পূর্ণ অভাব একথা বলা যায় না। হাড়িসিদ্ধাকে গোপীচন্দ্রের মাটীর তলে পুঁতিয়া ফেলিবার কথা তিব্বতীয় গ্রন্থে, মহারাষ্ট্রীয় প্রবাদে, দুর্লভ মল্লিকের গীতে ও সুকুর মামুদের গাথায় দেখিতে পাওয়া যায়। রংপুরের গাথায় ও ভবানীদাসের গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। হাড়িফার অদ্ভুত কর্ম অবশ্য সকল গাথাতেই লিপিবদ্ধ; কোথাও বিস্তৃত ভাবে, কোথাও সংক্ষেপে। কোন কোন স্থানে এ বিষয়ে এক গাথাব সহিত অন্য গাথার মিল আছে, কোথাও বা নাই। রাজার পারিষদবর্গের নামেও স্থানে স্থানে ঐক্য, স্থানে স্থানে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রধান পার্থক্য ঘটনাবলীর ভৌগোলিক সংস্থানে। রংপুরের জুগী কবিগণ ঘটনাগুলি নিজ নিজ বাড়ীর নিকট নির্দেশ করেন। ত্রিপুরা জেলার কবি ভবানীদাসের মতে প্রধান ঘটনাগুলি সবই ত্রিপুরা অঞ্চলে। সুকুর মামুদের যে মুদ্রিত গ্রন্থ আমাদের

হস্তগত হইয়াছে তাহাতে কবির বাসস্থানের কোন পরিচয় নাই ; কিন্তু তাঁহার গ্রন্থের যে হস্তলিখিত পুঁথি ঢাকা মিউজিয়মের কিওরেটর বাবু নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের নিকট আছে তদনুসারে কবির বাসস্থান সিন্দুরকুসুমী গ্রামে। এই পুঁথি দিনাজপুর জেলায় সংগৃহীত। সিন্দুরকুসুমী গ্রাম রাজসাহী জেলার রামপুর বোয়ালিয়া হইতে প্রায় ৬ মাইল উত্তরে বা উত্তর-পূর্বে। ইহাতেও কিন্তু ঘটনা-স্থান প্রধানতঃ ত্রিপুরা জেলায়।

১৩১৫ সনে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) রংপুরে সংগৃহীত গান সম্বন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম, "ইহা প্রহসন নহে ; রামায়ণ ও মহাভারত খাঁটি হিন্দুর নিকট যতদূর সত্য, ময়নামতীর গাথাও যোগীদিগের এবং তাহাদের বহুসংখ্যক শ্রোতার নিকট ততদূর সত্য। বঙ্গভাষার সেবকের নিকট ইহাতে বিবিধ আবর্জনার মধ্যে পুরাবৃত্ত আছে, রাজনৈতিক ইতিহাস আছে, ধর্মজগতের একটী বিশাল প্রবাহের প্রতিবিম্ব আছে, ভাষাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব আলোচনার নূতন উপাদান আছে। ময়নামতীর গাথা মার্জিত কবির পাণ্ডিত্য-শূন্য হইলেও একেবারে কবিত্ব-শূন্য নহে। ইহাতে প্রসাদগুণ আছে, শ্লেষ আছে, অনেক স্থলেই মানব প্রকৃতির প্রকৃত আলেখ্য আছে। অতিপ্রাকৃত ঘটনার অতিরিক্ত সমাবেশ সত্ত্বেও কবিতা দেবীর অঙ্গ-সৌরভ দূরীকৃত হয় নাই।" এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর বঙ্গের অন্য স্থান হইতে যে অন্যান্য গাথা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে এই সকল তত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্র প্রশস্ত বই সঙ্কুচিত হয় নাই। অনৈক্য ও অসামঞ্জস্য অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া ঐতিহাসিককে অধিকতর সতর্ক করিয়া দিয়াছে, কিন্তু গবেষণার উপাদান অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

গানে জ্ঞাতব্য বিষয়

এখন দেখা যাউক যাঁহারা এই গাথাগুলির নায়ক তাঁহারা কোন্ সময়ের লোক। গাথার প্রমাণানুসারে সাধারণতঃ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্য, গোপীচন্দ্র হাড়িপার শিষ্য ছিলেন। ময়নামতী, গোপীচন্দ্র, গোরক্ষনাথ ও হাড়িপা কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহাদিগের প্রবর্তিত বা অবলম্বিত নাথধর্মই বা কত দিনের? শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় নাথপন্থ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে নাথপন্থ খৃষ্টীয় নবম শতকের শেষে প্রথমে বঙ্গদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করে, তারপর ভারতের

গোরক্ষনাথের সময়

অন্যান্য প্রদেশে বিস্তৃতি লাভ করে।[১] নাথদের মধ্যে গোরক্ষনাথের প্রতিপত্তি খুব অধিক, কিন্তু তাঁহার সময় সম্বন্ধে এত বিভিন্ন মত প্রচলিত যে, তাহা হইতে সত্য উদ্ধার করা যারপর-নাই কঠিন। খুব সম্ভবতঃ একাধিক গোরক্ষনাথ বিদ্যমান ছিলেন। নেপালের ইতিহাস প্রণেতা রাইট্ সাহেব স্থানীয় উপকরণ হইতে বলেন যে, নেপালরাজ বরদেবের সময়ে গোরক্ষনাথ নেপালে আগমন করেন। কথিত আছে কলির ৩৪০০ বৎসর গত হইলে বীরদেব নেপালের রাজমুকুট ধারণ করেন। বীরদেব হইতে চতুর্থ পুরুষে বরদেব। এই হিসাবে খৃঃ ৫ম শতকের প্রথম ভাগে গোরক্ষনাথের প্রাদুর্ভাব। আবার সিলভ্যা লেভি তাঁহার *Le Nepal* গ্রন্থে বলেন যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজা নরেন্দ্রনাথের সময়ে গোরক্ষনাথ বিদ্যমান ছিলেন। কচ্ছ প্রদেশের ধারণানুসারে গোরক্ষনাথ ধরমনাথ নামক সাধুপুরুষের সতীর্থ ছিলেন। ধরমনাথের শিষ্য দ্বাদশ শতকের শেষভাগে বা ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে জাটদিগকে দূরীভূত করিয়া রায়ধনকে ববার-রাজসিংহাসনে স্থাপিত করেন। এই হিসাবে গোরক্ষনাথ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে দলপতরাম প্রাণজীবন খক্কর তাঁহার প্রকাশিত প্রবন্ধে একটি উৎকীর্ণ লিপির উল্লেখ করিয়াছেন। তদনুসারে শিষ্য-পরম্পরা নিম্নলিখিত রূপ, —

ভিখারীনাথের সময় ১৫৪৫ সংবৎ এবং প্রভাতনাথের সময় ১৬৬৫ সংবৎ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই হিসাবে গোরক্ষনাথ খৃঃ চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতকের লোক হইয়া পড়েন। ১৫ শতকে বর্তমান কবীরের সহিত গোরক্ষনাথের তর্কযুদ্ধের বিবরণ উত্তর ভারতে প্রচলিত আছে। ইহা সম্ভবতঃ

১ প্রবাসী, ১৩২৮।

২ Indian Antiquary, Vol. VII p. 49.

কাল্পনিক। মহারাষ্ট্র-ভাষায় রচিত জ্ঞানেশ্বরী গ্রন্থে যে শিষ্য-পরম্পরার উল্লেখ আছে, তাহা হইতে সাধারণ নিয়ম অনুসারে হিসাব করিতে গেলে গোরক্ষনাথকে দ্বাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে হইবে। শুনা যায় তিব্বতীয় গ্রন্থ নাড়াচাড়া করিলে গোরক্ষনাথকে দশম শতাব্দীর লোক বলিয়া স্থির করাও সম্ভব হইয়া পড়ে। শিষ্য-পরম্পরার হিসাব মুদ্রিত গ্রন্থে বা উৎকীর্ণ লিপিতে থাকিলেও নিরাপদ নহে। দলপতরাম প্রাণজীবন খক্কর প্রকাশিত প্রবন্ধেই এক শিষ্যের সময় ১৫৪৫ সংবৎ ও তাঁহার পরবর্তী শিষ্যের সময় ১৬৬৫ সংবৎ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। সিদ্ধাগণ যদি এতই দীর্ঘজীবী হন তাহা হইলে হিসাবের কাজটা বড়ই শক্ত হইয়া পড়ে। জ্ঞানেশ্বরীর প্রমাণে এরূপ হিসাব গোরক্ষনাথকে নবম শতাব্দীতে আনিয়া ফেলে। পালবংশীয় রাজা দেবপালের সময়ে গোরক্ষনাথের আবির্ভাব এরূপ মতও প্রচারিত হইয়াছে।[১] এদিকে আবার গোরক্ষনাথকে অত্যন্ত প্রাচীন করিবার প্রবাদ এত অধিক যে, তাহা আলোচনা করিতে গিয়া ইতিহাস হতাশ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়। গ্রীয়ার্সন এক নেপালীয় প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন; তদনুসারে পঞ্চ পাণ্ডবের মহা প্রস্থানকালে ভীমসেন ব্যতীত আর সকলেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন গোরক্ষনাথ ভীমসেনকে নেপালের রাজা করিয়া দিলেন। পশ্চিম ভারতের প্রবাদানুসারে গোরক্ষনাথ সত্যযুগে পাঞ্জাবে, ত্রেতায় গোরখপুরে, দ্বাপরে হরমুজে এবং কলিতে কাঠিয়াগড়ে অবস্থিত। রসরত্নসমুচ্চয় নামক কবিরাজী রাসায়নিক গ্রন্থে নিত্যনাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতির নামোল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের প্রণেতা আপনাকে বাগ্‌ভট বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং তদনুসারে গ্রন্থের রচনাকাল খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী বা তৎপূর্ববর্তী বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।[২] কিন্তু আচার্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় নানারূপ যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ কখন অষ্টাঙ্গহৃদয় প্রণেতা বাগ্‌ভটের লেখনী-প্রসূত হইতে পারে না, ইহা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দীর গ্রন্থ।[৩]

১ Baesler—Archive (1916)

২ Study of the Medical Science in Ancient India by Gananath Sen Vidyanidhi, B.A., L.M.S.

৩ History Hindu Chemistry, Vol. I, 2nd Edition, p. LXXXIX.

প্রচলিত মত অনুসারে হাড়িপা এই গোরক্ষনাথের শিষ্য ছিলেন। হাড়িপা সম্বন্ধেও নানা অদ্ভুত কাহিনী নানা দেশে প্রচার লাভ করিয়াছিল। ৺রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে তাঁহার যে বিবরণ ১৮৯৮ খৃঃ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে প্রকাশ করেন, তাহার মর্ম এইরূপ—

হাড়িপা

বৌদ্ধ সিদ্ধা বালপাদ সিন্ধুদেশে নগরথটে কোন ধনবান্ শূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং উদয়ন প্রদেশে (বর্তমান স্বাত ও চিত্রল) গমন করতঃ যোগাভ্যাস করেন। সেখান হইতে জলন্দরে গিয়া বাস করেন, ইহাতে তাহার জলন্দরী আখ্যা হয়। তাহার পর নেপাল ও সেখান হইতে অবন্তী প্রদেশে গমন করেন। অবন্তীতে তাহার অনেক শিষ্য হয়, কৃষ্ণাচার্য তাহাদের অন্যতম। অবন্তী হইতে বালপাদ বাংলা দেশে আগমন করেন। বিমলচন্দ্রের পুত্র গোপীচন্দ্র তখন বাংলার রাজা, চাটিগ্রাম তাঁহার রাজধানী। গোপীচন্দ্র সৌখীন পুরুষ ছিলেন এবং অনেক সময়ে দর্পণে নিজ মুখ নিরীক্ষণ করিতেন।[১] উদ্যানে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সিদ্ধা নারিকেল-জল পান করিতে ইচ্ছুক হওয়ায়, নারিকেল আপনি তাঁহার মুখের নিকট আসিল ও জলদান করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিল। রাজমাতা ইহা দেখিতে পাইয়া হাড়িবেশী সিদ্ধপুরুষকে আহ্বান করিতে রাজাকে অনুজ্ঞা করিলেন। রাজা তাঁহাকে ডাকিলেন, তিনিও রাজার কর্ণে মন্ত্র দিলেন। সিদ্ধা শূন্যবাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং রাজা তাঁহাকে প্রতারক মনে করিয়া জীবিতাবস্থায় ভূপ্রোথিত করিয়া ফেলিলেন। হস্তী ও অশ্বের বিষ্ঠা সেই স্থানের উপরিভাগে নিক্ষিপ্ত হইল এবং তাহার উপরে কণ্টকপূর্ণ উদ্ভিদ্ জন্মিতে লাগিল। ইহার পর বার বৎসর পরে কৃষ্ণাচার্য কর্তৃক তাঁহার উদ্ধার বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে হাড়ি সিদ্ধার অন্য যে কথাই থাকুক, তাঁহার সময় নিরূপণের উপযোগী কোন উপকরণই পাওয়া যাইতেছে না।

দেখা যাইতেছে গোরক্ষনাথ ও হাড়িপার সময় নিরূপণ করতঃ তাহা

১ উড়িষ্যা হইতে সংগৃহীত গানেও এই দর্পণে মুখ দেখার উল্লেখ আছে, যথা—

এতে বোলি মেঘা দর্পণকু ঘেণিকর।
আপন দেখই রাজা মুখ যে কমল॥ ইত্যাদি

—বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড।

হইতে গোপীচন্দ্রের সময় নিরূপণের চেষ্টা আমাদের বর্তমান উপকরণের সাহায্যে সফল হইবার আশা নাই। অগত্যা আমাদিগকে অন্য স্থান হইতে সেই উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে।

দাক্ষিণাত্যের রাজেন্দ্র চোল দেবের তিরুমলয়ে উৎকীর্ণ শিলালিপির কথা অনেকেই জানেন।[১] এই লিপির মতে তিনি দণ্ডভুক্তিতে ধর্মপাল, দক্ষিণ রাঢ়ে রণশূর, বাংলার রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও উত্তর রাঢ়ে মহীপালকে পরাস্ত করেন। আমাদের গোপীচন্দ্রকে অনেক স্থলে গোবিন্দচন্দ্র বলা হইয়াছে, দুর্লভ মল্লিকের গ্রন্থে ও উড়িষ্যার গাথায় তিনি একেবারে গোবিন্দচন্দ্র। ১৩১৫ সালে আমি লিখিয়াছিলাম "তিরুমলয়ের উৎকীর্ণ শিলালিপিতে যে গোবিন্দচন্দ্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয় সে গোবিন্দচন্দ্র ময়নামতীর পুত্র বলিয়া ধরিয়া লওয়া কতকটা দুঃসাহসের কাজ"।[২] গোপীচন্দ্র রংপুরের প্রাদেশিক রাজা বলিয়াই তখন ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। ভবানীদাস কবির ও সুকুর মামুদের গ্রন্থ তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই এবং ত্রিপুরার ময়নামতী পাহাড়ে যে গোপীচন্দ্রের কীর্তির ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান তাহাও তখন সাধারণের অপরিজ্ঞাত ছিল। এখন ইহা বলা যাইতে পারে যে, গোপীচন্দ্র নিতান্ত ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন না, বা রংপুরের অংশবিশেষে মাত্র তাঁহার শাসনদণ্ডের প্রভাব আবদ্ধ ছিল না। তিনি বঙ্গের রাজা ছিলেন, একথা অনেক স্থলেই উক্ত হইয়াছে। তাঁহার রাজধানী খাস বঙ্গের মধ্যে থাকুক আর নাই থাকুক আমাদের বর্তমান জ্ঞানে তাঁহাকে বঙ্গেশ্বর বলিয়া অনায়াসে গ্রহণ করা যাইতে পারে। শিলালিপির গোবিন্দচন্দ্রের সহিত অভিন্নতা ও বিরুদ্ধ প্রমাণ উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত, স্বীকার করিয়া লইলে বোধ হয় ইতিহাসের মর্যাদা লঙ্ঘিত হইবে না। রাজেন্দ্র চোলের রাজত্ব কাল খৃঃ একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রায় এই সময়ে পূর্ববঙ্গে চন্দ্র উপাধিধারী এক বংশের রাজত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই বংশীয় শ্রীচন্দ্রদেবের তিনখানি তাম্রফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৩] উহাতে সন তারিখ না থাকিলেও অক্ষরদৃষ্টে বিশেষজ্ঞের

রাজেন্দ্র চোলের শিলালিপি

বঙ্গে চন্দ্রবংশ

১ Dr. Hultzsch's S. I. Inscriptions.

২ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, পঞ্চদশ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা।

৩ Epigr. Indica, Vol XII p. 136. Dacca Review 1912, 1919 etc.

উহা দশম কি একাদশ শতাব্দীর লিপি বলিয়া মনে করেন। ইহার দুইখানি ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত, অপরখানির প্রাপ্তিস্থান ঢাকা জেলার প্রাচীন রামপাল নগর। শিলালিপিতে শ্রীচন্দ্রদেবের পূর্বপুরুষদিগের নাম এইরূপ পাওয়া যায়—

মহারাষ্ট্রীয় মতে গোপীচন্দ্রের পিতার নাম ত্রৈলোক্যচন্দ্র পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। দুর্লভ মল্লিকের গানে মাণিকচন্দ্রের পিতা ও পিতামহের নাম সুবর্ণচন্দ্র ও ধাড়িচন্দ্র। দুইটি নামের মিল দেখিয়াই গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের সহিত তাম্রফলকে উক্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলা প্রকৃত ঐতিহাসিকের কার্য নহে। কিন্তু এই সকল তাম্রফলকের প্রমাণে ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সময়ে রাজেন্দ্রচোল তিরুমলয়ে বঙ্গাধিপ গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজয় করার গর্ব অনুভব করিতেছিলেন তাহারই নিকটবর্তী সময়ে বঙ্গদেশে চন্দ্রউপাধিধারী আরও রাজার অভাব ছিল না। ইহাতে গিরিলিপির গোবিন্দচন্দ্র যে তাম্রলিপির শ্রীচন্দ্রের জ্ঞাতি, এই অনুমানই স্বাভাবিক। পরম্পরাগত প্রবাদ দীর্ঘকাল পরে অনেক সময়েই সম্বন্ধ বিপর্যয় ঘটাইয়া দেয়, কিন্তু বঙ্গের ভিতরের ও বাহিরের গাথার কোন কোন নাম যে তাম্রপট্টের কোন কোন নামের সহিত ঠিক মিলিয়া যাইতেছে, ইহাও গোপীচন্দ্রের এই বংশ-সম্ভূত হওয়ার অনুকূল প্রমাণ বলিয়াই মনে হয়। বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত তাম্রলিপিতে গোপচন্দ্র নামে আর একটী রাজার পরিচয় পাওয়া যায়।[১] কিন্তু তাঁহার সময় খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে। ডাঃ হর্ণলি এই গোপচন্দ্র ও আমাদের গোপীচন্দ্র অভিন্ন অনুমান করেন; কিন্তু বিভিন্ন দেশীয় প্রবাদ গোপীচন্দ্রের সময় যতই

১ Indian Ant.: 1910

তিমিরাচ্ছন্ন করিয়া রাখুক, তিনি যে এত প্রাচীন কালের লোক এরূপ মনে করা কঠিন। অষ্টম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস গাঢ় কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। ত্রিপুরা জেলার উত্তরাংশে আবিষ্কৃত দেবমূর্তির পাদলিপি হইতে জানা যায়, দশম শতাব্দীর শেষভাগে মহীপাল দেবের রাজত্ব সমতট পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।[১] তৎপূর্বে শূরবংশ বা পালবংশের প্রভাব নিম্নবঙ্গে কতদূর বিস্তৃত ছিল বলা যায় না। এই অন্ধকার যুগের কোন সময়ে মাণিকচন্দ্র ও গোপীচন্দ্রের বঙ্গদেশে রাজত্ব করা অসম্ভব নহে, তবে তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে রাজেন্দ্র চোলের অভিযান কালে যে ঝড়বৃষ্টিপূর্ণ 'বঙ্গাল' দেশে গোবিন্দচন্দ্র নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন তাহা নিঃসন্দেহ। ইণ্ডিয়া অফিসের পুস্তক-তালিকায় (Catalogue no 2739 m.m. 1381c) এক গোবিন্দচন্দ্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শব্দপ্রদীপ রচয়িতা সুরেশ্বর স্বীয় পরিচয়ে লিখিয়াছেন যে, তিনি ভীমপাল নৃপতির রাজবৈদ্য, তাঁহার পিতা ভদ্রেশ্বর রাজা রামপালের প্রধান চিকিৎসক এবং ভদ্রেশ্বরের পিতামহ দেবগণ গোবিন্দচন্দ্রের রাজসভায় "বৈদ্যগণাগ্রণী" ছিলেন।

গোপীচন্দ্রের আনুমানিক সময়

শব্দ-প্রদীপের রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও রাজেন্দ্রচোলের গোবিন্দচন্দ্র সম্ভবতঃ অভিন্ন এই হিসাবে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গোপীচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের আবির্ভাব ধরিয়া লইতে পারা যায়। তিনি আরও প্রাচীন কালের লোক হইতে পারেন, কিন্তু পরবর্তীকালের লোক হওয়া সম্ভব নহে।

গোপীচন্দ্রের শ্বশুর হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র রাজা কোন্ স্থানের লোক ছিলেন, তাহাও জানিবার উপায় নাই। দুর্লভ মল্লিক ইঁহার বাসস্থান কাঞ্চনানগর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং অদুনার মুখ হইতে নগরের গড় ও স্বর্ণহীরকাদি ঐশ্বর্যের বর্ণনা বাহির করিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে (বা পাঠককে) চমৎকৃত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় গাথায় কিন্তু গোপীচন্দ্রের নিজের রাজধানী কাঞ্চননগর। হয়ত কাঞ্চননগর বা কাঞ্চনানগরের উল্লেখ প্রাচীন সুবিখ্যাত কর্ণসুবর্ণের স্মৃতির পরিচয় মাত্র। ইহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। রংপুর জেলায় ময়নামতীর কোটরে অদূরে (ধর্মপাল

হরিশ্চন্দ্র, অদুনা ও পদুনা

১ *Vide* J. A. S. B. 1915. ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন ১৩২১।

হইতে ৭।৮ মাইল ব্যবধানে) হরিশ্চন্দ্র পাট বিদ্যমান। গ্রামের নাম এবং স্থানীয় প্রবাদ ও ধ্বংসাবশেষ হরিশ্চন্দ্রের অতীত মহিমার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দুইটি বৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপ এখনও পার্শ্ববর্তী লোকের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে। একটীর মধ্যে রাজার সমাধি ছিল বলিয়া ডাঃ গ্রীয়ার্স'ন উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্তূপ এখন বিপর্যস্ত ও ইহার উপকরণ স্থানান্তরিত, কিন্তু এক সুবৃহৎ প্রস্তর-খণ্ড এখনও বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে আপনার একমাত্র অবস্থানজনিত গৌরব উপভোগ করিতেছে। এই গ্রামে গোপীচন্দ্রের সহিত অদুনা ও পদুনার প্রথম প্রণয়-সম্মিলন হইয়াছিল কিনা তাহা বিবেচনার বিষয়। ঢাকা জেলার সাভার গ্রামে হরিশ্চন্দ্র নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রের যে সংস্কৃত লিপি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার সময়ের সহিত গোপীচন্দ্রের সময়ের সামঞ্জস্য রাখা কঠিন হইয়া পড়ে।[১] ইহা ব্যতীত ইহাতে হরিশ্চন্দ্রের যে বংশপরিচয় আছে তাহাতে তাঁহাকে গন্ধবণিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না।

গীতোক্ত অন্যান্য ব্যক্তি

অদুনা ও পদুনা ব্যতীত ভবানীদাস ও সুকুর মামুদ যে অন্য রাণীদের নামোল্লেখ করিয়াছেন, অন্য কোন গাথায় তাহার কোন সমর্থক প্রমাণ নাই। এই নামগুলি কতদূর ঐতিহাসিক তাহা সন্দেহের বিষয়। ভবানীদাসের গাথায় গোপীচন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধে কয়েকটি ছত্র বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য—

আর বিভা করাইলা খাণ্ডাএ জিনিয়া।
আর বিভা করাইলা উরয়া রাজার মাইয়া॥
দস দিন লড়াই কৈল উড়য়া রাজার সনে।
চৌদ্দ বুড়ি মনুষ্য কাটিলাম এক দিনে॥
চোদ্দপন মনুষ্য কাটি সাতশত লস্কর।
হস্তী ঘোড়া কাটিলাম তেসট্টি হাজার॥
যুদ্ধেত হারিয়া নৃপ গেল পলাইয়া।
তার বেটী বিভা কৈলাম মহিম জিনিয়া॥

—(৩৩১-৩৩২ পৃঃ)

১ Dacca Review, Sept. and October 1920, মহেন্দ্রের লিপির সময় মীনাক্ষরে লিখিত হইয়াছে।

এই "উরয়া" বা উড়িয়া রাজা রাজেন্দ্রচোল বলিয়া অনুমতি হইয়াছেন। একথা ঠিক যে, তিরুমলয়ে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে রাজেন্দ্রচোলের বঙ্গাভিযানের সম্পূর্ণ বিবরণ নাই। তিনি প্রথমে বিজয় লাভ করিয়া থাকিলেও শেষে মহারাজ মহীপাল কর্তৃক প্রতিহত হন, গঙ্গার অপর পারে যাইতে সমর্থ হন নাই। আর্য ক্ষেমীশ্বর রচিত চণ্ডকৌশিক নাটকে এই কর্ণাটক-নিপাতের উল্লেখ আছে। এই বহিঃশত্রু নিরাকরণে গোপীচন্দ্রের সহায়তা ও তৎকর্তৃক যুদ্ধ-বিজয়ের পর চোলরাজের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন অবশ্য অসম্ভব ব্যাপার নহে। কিন্তু সমস্ত অনুমানটি এতই সূক্ষ্ম সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, ঐতিহাসিকের পক্ষে ইহার মধ্যে জোর করিয়া বলিবার কোন কথাই নাই। "খণ্ডাই" উড়িয়্যাদেশীয় খাণ্ডাইত হইতে পারে।

রংপুরের গানের এই কয়েকটি নামও উল্লেখযোগ্য—

খেতুয়া—ময়নামতীর পালিত পুত্র এবং গোপীচন্দ্রের প্রধান কিঙ্কর ও সহচর। অন্য দুই গানেও উল্লেখ থাকায় ইহাকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ভাট দুগগাবর—অন্য কোন গানে উল্লেখ নাই, ভবানীদাস ভাট দামোদর লিখিয়াছেন।

হরি পুরন্দর—ইহাদের নামও অন্য কোথাও নাই।

হেমাই পাত্র—সুকুর মামুদ মনোহর পাত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

চান সদাগর ও বালা লখিন্দর—ভবানীদাসের গ্রন্থেও সাউধ লক্ষ্মীধরের নামোল্লেখ আছে। এক জাতীয় ও বিখ্যাত লোক বলিয়া একসঙ্গে নামোল্লেখ আশ্চর্য নহে। গোপীচাঁদ ও চান্দসদাগর বা তাঁহার পুত্র লখিন্দর সমসাময়িক লোক মনে করিবার যথেষ্ট উপকরণ নাই।

বামন সন্তিঘর—ভবানীদাসের গ্রন্থে ব্রাহ্মণ সন্ধিহর ; লোকটি ঐতিহাসিক হইতে পারে। ভবানীদাস ইহার যে ব্রহ্মতেজের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সকল সময়ে সকল দেশেই সম্মান-যোগ্য। "ব্রাহ্মণের ধড়ে কভু মিথ্যা বাক্য নাহি", রাজার বিরুদ্ধে এমন তেজোগর্ভ বাক্যে সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে কয়জন সাহসী হয়?

রাজা জল্লেশ্বর—অবশ্য জলপাইগুড়ী জেলার জল্লেশ্বর শিব মন্দিরের সংশ্লিষ্ট—ইহাকে গোপীচাঁদের সমসাময়িক মনে করিবার বিশেষ কারণ নাই।

ও ভবানীদাসের গ্রন্থে হীরানটীর নামোল্লেখ আছে, স্বকুর মামুদের মতে ইহার নাম সুলোচনী বেশ্যা।

পূর্বে রংপুর অঞ্চলের গাথা আলোচনা করিয়া আমি গোপীচন্দ্রকে রাজবংশী জাতীয় বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম এবং তাঁহার রাজধানী রংপুর জেলায় পাট্‌কাপাড়ায় ছিল, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম। পরে যে গ্রন্থগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে তদনুসারে তিনি ত্রিপুরা জেলাব মেহেরকুল পরগণার রাজা। ভবানীদাস অনেক স্থলেই তাঁহাকে মেহেরকুলের রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

রংপুর ও ত্রিপুরা জেলায় গোপীচন্দ্রের বাসস্থানের প্রবাদ

"আমি বাড়ি বান্ধিয়াছি মেহেরকুল সহর"

উত্তরবঙ্গের মুসলমান কবি স্বকুর মামুদও মাণিকচন্দ্র ও গোপীচন্দ্রকে "মুকুল" বা মেহেরকুলের রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এ অবস্থায় প্রবাদটী উড়াইয়া দেওয়ার নহে। রংপুরে সংগৃহীত গাথায় রাজার বাসস্থানের উল্লেখ নাই, তবে সেখানে "ময়নামতীর কোট," "পাট্‌কাপাড়া," "হরিশ্চন্দ্র পাট" প্রভৃতি স্থান এখনও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। দুর্লভ মল্লিক কৃত গোবিন্দচন্দ্রের গানে তাঁহার রাজধানী "পাটিকানগর" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই পাটিকানগর কোথায় তাহার বিবরণ নাই। রংপুর নীলফামারী মহকুমার অন্তর্গত হরিণচরা ও আটিয়াবাড়ী গ্রামে ময়নামতীর কোট। গানে ময়নামতীকে ফেরুসা নগরে নির্বাসিত করার কথা আছে। এই স্থান প্রাচীন ফেরুসা নগর কিনা তাহা বিবেচ্য। এই স্থান পরিদর্শনের পর ১৩১৩ সালের ভারতীতে আমি লিখিয়াছিলাম যে, এই কোটের "চতুর্দিকস্থ মৃন্ময় প্রাকার কালের নানা অত্যাচর সহ্য করিয়া ক্ষীণকায় হইলেও এখনও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবার আশা রাখে। প্রাকারের নিম্নস্থ পরিখাও সম্পূর্ণরূপে পঞ্চভূতে বিলীন হয় নাই............"। পাট্‌কাপাড়া গ্রাম ময়নামতীর কোটের অদূরবর্তী। এখানে প্রাচীন অট্টালিকার বহু ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণে ইহার সমৃদ্ধির কিছুই নাই। ইষ্টকস্তূপও নিষ্ঠুর হস্তে পড়িয়া লৌহ-বর্ত্ম নির্মাণের সহায়তা করিয়াছে।

ময়নামতীর কোটের অদূরে হাড়িপার বাসস্থানেরও প্রবাদ আছে।[১]

---

১ Grierson.

যে স্থানে হীরা নটীর ধন খাপরায় পরিণত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্থান সম্ভবতঃ বর্তমান পার্বতীপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের অনতি-দূরবর্তী খোলাহাটী।

১৩২৪ সনের বৈশাখের ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন পত্রে শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় রংপুর সম্বন্ধে বলেন "এই জেলার পাটওয়ারী নামক স্থান গোপীচন্দ্রের পাট বলিয়া খ্যাত। তাঁহার দুই পত্নী অদিনা ও পদিনার সতী জীবনের স্মৃতিস্বরূপ উদিনা পুদিনা নামক দুটী বিল এখানে বর্তমান। রাণী ময়নামতীর স্থান নির্দেশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা নানা প্রকার মত প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা এই দেশের প্রবাদ, প্রসঙ্গ ও প্রদর্শিত স্মৃতিস্থলগুলির বিষয় আলোচনা করিলে তাঁহার প্রকৃত স্থান নির্দেশ করিতে পারিবনে।"

এই সকল নিদর্শন হইতে রংপুরের এই অঞ্চল যে ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের সহিত সংস্পৃষ্ট ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু ত্রিপুরা জেলায়

ত্রিপুরা ময়নামতী পাহাড়ে মূল রাজধানী থাকার প্রমাণ

যে সকল প্রবাদ ও অতীত কীর্তির নিদর্শন ক্রমশঃ পাওয়া যাইতেছে, ভবানীদাস ও সুকুর মামুদ যে ভাবে মেহেরকুলের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, লালমাই পর্বতের অংশবিশেষ—যাহাকে এক্ষণে ময়নামতীর পাহাড় বলা হয়—সেইখানেই গোপীচন্দ্রের মূল রাজধানী অবস্থিত ছিল। এখানে ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ, অদুনামুড়া, পদুনামুড়া এবং গোরক্ষনাথ ও ময়নামতীর মহাপ্রস্থানের সুড়ঙ্গ এখনও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। অদূরে শালবানপুর গ্রামে হাড়িপার বাসস্থানের কিম্বদন্তী আছে। লালমাই পাহাড়ের টপ্‌কামুড়া নামক এক শৃঙ্গে বিনষ্ট ও ভূগর্ভে নিহিত এক ভগ্ন দেবালয়ে কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্মিত অতি ক্ষুদ্র একটী বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্তির তলদেশে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ একটী পংক্তি আছে—তাহা "যুবরাজ শ্রীজয়চন্দ্রস্য" বলিয়া পঠিত হইয়াছে।[১] কুমিল্লা হইতে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয় এই গ্রন্থের সম্পাদক ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট এক পত্রে লিখিয়াছেন, যে স্থানে এই মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা "মাণিকচন্দ্রের বিনষ্ট বাসভবনের ২০০ কি ৩০০ গজ দূরবর্তী"। ময়নামতী পাহাড়ের তিন মাইল দূরবর্তী ভারেল্লা গ্রামে একটী

১ ইতিহাস ও আলোচনা—চৈত্র, বৈশাখ ১৩২৮।২৯।

নটেশ মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহার পাদদেশে লয়হচন্দ্র নামক অপর একটী চন্দ্র-উপাধিধারী ব্যক্তির নাম উৎকর্ণ। বৈকুণ্ঠ বাবু ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের নিকট প্রস্তর-নির্মিত ক্ষুদ্র একটী হর-গৌরী মূর্তি পাঠাইয়া দিয়াছেন। ময়নামতী পাহাড়ে যে বহু দেবালয়ের ধ্বংসস্তূপ বর্তমান রহিয়াছে তাহার একটী স্তূপে ইহা পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্তিতে শিবের চারিটি হাত, তিনি গৌরীর চিবুকে হাত দিয়া আছেন, উভয়েই বাহনোপরি। লালমাই পর্বতের নিম্নদেশে যুগী জাতীয় বহুলোকের বাস।[১] শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয় এই জেলার দিশানন্দ রাজপুর গ্রামের বৈরাগীবাড়ী হইতে নাথ সিদ্ধাগণের বৃত্তান্তমূলক ব্যাস নামক কোন কবির ভণিতাযুক্ত ব্রহ্মযোগ নামক হস্তলিখিত একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাইয়াছেন; ইহাতে মৎসেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানুপা, বিন্দুনাথ ও চৌরঙ্গীনাথ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এই সকল বৃত্তান্ত হইতে বুঝা যায় যে, এ অঞ্চলে একসময়ে যুগী জাতির বিলক্ষণ প্রভাব ছিল এবং গোপীচন্দ্র ও ময়নামতীর স্মৃতি-জড়িত লালমাই পাহাড়ই সেই প্রভাবের কেন্দ্রস্থল। এই পর্বতে উনশত রাজার বাসস্থান বলিয়া প্রবাদ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে।

মেহেরকুল ও পাটিকারা ২টী পরস্পর-সংলগ্ন পরগণা এখনও ত্রিপুরা জেলায় বর্তমান। লালমাই পর্বত এই দুই পরগণার প্রায় সন্ধিস্থলে, কুমিল্লা হইতে ৪।৫ মাইল পশ্চিমে। মেহেরকুলে গোপীচন্দ্রের বাসস্থান সম্বন্ধে বিবরণ ঐ অঞ্চলে সংগৃহীত অন্য প্রাচীন গ্রন্থেও পাওয়া গিয়াছে। বর্তমান কুমিল্লা সহর মেহেরকুল পরগণার অন্তর্গত।

অনেক গ্রন্থের মতেই সিদ্ধাদিগের মতে গোরক্ষনাথ মীননাথের শিষ্য, হাড়িপা গোরক্ষনাথের শিষ্য, কানুপা হাড়িপার শিষ্য। ইহাদের সকলের

[১] ১৩১৯ সনের ফাল্গুন মাসের প্রতিভায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রবন্ধে ময়নামতী পাহাড়ের সংলগ্ন ঘোষনগর গ্রামে ৩০০ ঘর যুগীর বাস লিখিত হইয়াছে। মদীয় বন্ধু ত্রিপুরা জেলার ভূতপূর্ব এডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ব্রজদুর্লভ হাজরা আমাকে জানাইয়াছেন যে, ঐ গ্রামে ৯ ঘর যুগীর বাস। দত্ত মহাশয় হয়ত নিকটবর্তী গ্রামের যুগীগণকেও ঘোষনগরের অন্তর্গত ধরিয়া লইয়াছেন। শ্রীযুক্ত হাজরা মহাশয় আরও বলেন, ভগ্ন প্রাসাদে গোপীচন্দ্রের নামেই পরিচিত, মাণিকচন্দ্রের নামের কোন প্রবাদ লক্ষিত হয় না। অদুনামুড়া ও পদুনামুড়া উভয়ই বর্তমান।

এক সময়ে জন্মও গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত গোরক্ষবিজয় কাব্যে পাই—

বদনে জর্মিল শিব জোগিরূপ ধরি।
সিরেত উত্তম জটা শ্রবণেত কোড়ি॥
নাভিতে জর্মিল মীন গুরু ধনন্তরি।
সাক্ষাতে সিদ্ধার ভেস অনন্ত মুরারি॥
হাড়িফার জর্ম হইল হাড় হোতে।
সর্ব অঙ্গে সিদ্ধার ভেস দেখিএ সাক্ষাতে॥ (পৃঃ ৬-৭)।

কথিত আছে একবার দুর্গাদেবী সিদ্ধাদিগের মন পরীক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বয়ং ভুবনমোহিনী বেশে পরিবেশন করেন। তাঁহার রূপ লাবণ্যে সকলেরই (কোন মতে গোরক্ষনাথ ব্যতীত আর সকলের) মন টলিল। ফলে দেবী তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিলেন। গোরক্ষবিজয় গ্রন্থে পাই—

তবে মন চিন্তিলেক হাড়িফা সিধাই।
এমন সোন্দরি তবে আহ্মি যদি পাই॥
হাড়ি কর্ম করি যদি থাকি তার পাশ।
পাইতে সোন্দরি মোর মনে হাবিলাস॥
হাসিয়া বোলেন দেবী পাইলে এহি বর।
হাড়িরূপ ধরি জাও মনামতি ঘর॥
হাতে ঝাড়ু লও (তুহ্মি) কাঁধেতো কোদাল।
চলহ আহ্মার আঙ্গাএ বর পাইলা ভাল॥ (পৃঃ ১৯-২০)।

পাদটীকায় পাঠান্তরে পাই—

হাতে ঝাটা লও তুমি কান্ধেত কোদাল।
মেহারকুলেতে চল বর পাইলা ভাল॥

ইহার পর এক স্থানে কানুফাকে গোরক্ষনাথ বলিতেছেন—

তোর গুরু বন্দী হইছে মেহারকুল দেশ।
নিশ্চয় জানম মুই তাহার উদ্দেশ॥

মেহারকুলেত আছে জ্ঞানী এক জানি।[১]
মৈনামতি নাম তার রাজার ঘরিণী ॥
ঈশ্বরের হোতে সেই পাইল মহাজ্ঞান।
জ্ঞানী নাহি পৃথিবীতে তাহার সমান ॥
বিধবা জে নারী পুত্র রাজরাজেশ্বর।
দৈবগতি হাড়িফা বঞ্চয়ে তার ঘর ॥
তার পুত্রে গুরু তোর বান্ধিয়া রাখিল।
মাটীর করিয়া ঘর তাহারে থুইল ॥
হস্তী যেন বান্ধি রাখে তাহার উপর।
নিরন্তর থাকে সিদ্ধা মাটির ভিতর ॥ (পৃ: ৭৩-৪৪)।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত মীনচেতন গ্রন্থে, দুর্গা দেবীর শাপ দেওয়ার পর

তবে সির্দ্ধা চলি গেলা যার যেই ঘরে।
প্রথমে হাড়িফা গেল মৈনামতির ঘরে ॥
ত্বরিত গমনে গেল মৈনামতির পুরি।
তথা গিয়া রহিলেক হাড়িরূপ ধরি ॥

গোর্ক্ষনাথ চলি গেল বঙ্গ নিকেতন। ইত্যাদি (পৃ: ৪)

অন্যত্র,—

কানাইর বচনে গোর্ক্ষে আ (শ্বাস) বিশেষ।
তোমার গুরুর আহা হইতে শুনহ উদ্দেশ ॥
বন্দী হৈছে আমার গুরু মেহারকুলেতে।
নির্ণয়ে দেখিল আমি কহিল তোমাতে ॥
মেহারকুলেত আছে বড়হি ডাকিনী।
মৈনামতি নাম তার রাজার ঘরিণী ॥

[১] পাঠান্তর—

মেহারকুলেতে আছে ডাকিনী যোগিনী।
এবং
মেহারকুলেতে আছে জ্ঞানী যে ডাকিনী ॥

বিধবা রমণী সে যে পুত্র রাজ্যেশ্বর।
দৈবগতি হাড়িফাএ বঞ্চে তার ঘর ॥
তার পুত্র গুপিচান্দে বান্ধিয়া রাখিল।
মাটির করিয়া গড় তাহাকে থুইল ॥
হস্তি সব বান্দি থাকে তাহার উপর।
রাত্রি দিন বঞ্চে সিদ্ধা তাহার ভিতর ॥ (পৃঃ ৯)

সুকুর মামুদের গ্রন্থে মাণিকচন্দ্র ও গোপীচন্দ্রের রাজধানী "মুকুল সহর" বলিয়া স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে। এ সমস্তই ময়নামতী পাহাড়ে গোপীচাঁদের রাজধানী থাকার পক্ষে অনুকূল প্রমাণ। দুর্লভ মল্লিক দেবীর শাপের পরিবর্তে "গুরু সাঁপ" এর উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার পাটিকা নগর কোথায় তাহার পুনরালোচনা করার সময় আসিয়াছে। পূর্বে ময়নামতীর পাহাড়ের সমীপবর্তী পাটিকারা পরগণার উল্লেখ করা হইয়াছে। পাটিকারা যে একটী রাজ্য ও প্রসিদ্ধ স্থান ছিল তাহা ব্রহ্মদেশের ইতিহাস ও স্থানীয় কিংবদন্তী হইতে আমরা পাই।

পাটিকারায় রাজবংশ

কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন, দশম শতাব্দীতে পাটিকারা কমলাঙ্ক রাজ্যের রাজধানী ছিল। ব্রহ্মদেশে ৯৭৯ শকাব্দে ধ্যানশিশা সিংহাসনারোহণ করার পর পাটিকারার রাজকুমার তাঁহার রাজ্যে গমন করেন এবং তাঁহার ঔরসে ব্রহ্মরাজকুমারীর গর্ভে এক পুত্র জন্মে। এক পুত্র ও তাঁহার পরবর্তী রাজগণ পাটিকারার রাজবংশের সহিত জ্ঞাতির ভাব রাখিতে যত্নবান্ ছিলেন।[১]

১৮০৯ খৃঃ অব্দে ময়নামতী পাহাড়ে ১১৪১ শকাব্দাঙ্কিত রণবঙ্ক মল্লের একটি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। এই তাম্রশাসনে পট্টিকেবা বা পট্টিকেরা নগরের উল্লেখ আছে।[২] খুব সম্ভবতঃ পাটিকারা সংস্কৃতে পট্টিকেরা নগরে পরিণত হইয়াছে এবং ময়নামতী পাহাড়ের উপরেই এই রাজধানীর সংস্থান ছিল।[৩] গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত পাটিকারা পরগণার সেটেলমেণ্ট রিপোর্টে

রণবঙ্কমল্লের তাম্রশাসনে পট্টিকেরা

১ রাজমালা

২ Colebrooke's Essays.

৩ N. K. Bhattasali's Iconography of Buddhist & Brahmanical sculptures in the Dacca Museum.

লিখিত হইয়াছে যে, এক্ষণে পাটিকারা নামক কোন গ্রাম নাই, চান্দিনা গ্রামে জমিদারী কাছারীর উত্তরে এক পুষ্করিণী আছে, সম্ভবতঃ তাহার পাড়েই কমলাঙ্ক রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই সকল প্রমাণ বা অনুমান হইতে পাটিকারা নামক একটী নগর যে কোন কালে এই অঞ্চলে ছিল এবং তাহাই দুর্লভ মল্লিকের গ্রন্থে পাটিকানগরে পরিণত হইয়াছে এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক হইবে না। রাজার বাসগৃহ-বর্ণনায় যে সরঙ্গা নলের বেড়ার উল্লেখ আছে, তাহাও যেন মুলী বাঁশের দেশের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে। রংপুর জেলার অন্তর্গত পাট্‌কাপাড়া গ্রামের পক্ষে যে দাবী আমি পূর্বে উপস্থিত করিয়াছিলাম, নবাবিষ্কৃত প্রমাণে তাহা অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।

সরকারী সেটেলমেণ্ট রিপোর্ট

পূর্বে যে শ্রীচন্দ্রদেবের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, চন্দ্রদিগের "রোহিতাগি[রি]ভুজাং" বংশে পূর্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম দেববিগ্রহের পাদমূলে, জয়স্তম্ভ প্রভৃতি স্থানে পরিব্যাপ্ত ছিল। সুবর্ণচন্দ্র তাঁহার পুত্র, সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপের রাজা হন। তিনি হরিকেল-রাজের (বঙ্গেশ্বরের) প্রধান সহায় ছিলেন। তৎপুত্র শ্রীচন্দ্র একচ্ছত্র নৃপতি হইয়া পড়েন। এই "রোহিতাগিরি" লালমাই পর্বতের সংস্কৃত নাম বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই যুক্তিও চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের প্রথমাবস্থায় লালমাই-ময়নামতী পাহাড়ে অবস্থিতির সিদ্ধান্তের পক্ষেই অনুকূল এবং গোপীচন্দ্রের প্রধানতঃ মেহেরকুলে অবস্থানেরই পোষক, তবে গোপীচন্দ্রের রাজত্ব যে ময়নামতীর পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থানেই আবদ্ধ ছিল, ইহা হইতে এরূপ মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় না। রংপুর জেলায় যে সমস্ত পুরাতন স্মৃতিপূর্ণ স্থানের সংস্থান দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে সেখানেও যে তাঁহার বিলক্ষণ প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল এই মীমাংসাই স্বাভাবিক। সর্বত্রই তিনি বঙ্গের রাজা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ময়নামতীর পাহাড় তখনকার বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা সন্দেহের বিষয়, করতোয়ার পূর্ববর্তী ভূভাগ কোন কোন মতে ছিল। করতোয়া তখন একটী বৃহৎ নদী, ইহার প্রবাহ স্বাভাবিক সীমা নির্দেশক হইবারই কথা। ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ এক্ষণে সিরাজগঞ্জের নিম্নদেশ দিয়া যমুনা

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনে রোহিতাগিরি

রাজ্যের পরিমাণ

নামে প্রবাহিত, কিন্তু তখন এখানে কোন বড় নদীই ছিল না। ব্রহ্মপুত্র ইহার বহু পূর্বদিকে ছিল। পদ্মা নদীর অস্তিত্ব তখন থাকিলেও বর্তমান স্থানে বা বর্তমান ভীষণ আকারে ছিল না। রংপুর হইতে ত্রিপুরা পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ গোপীচন্দ্রের শাসনদণ্ড স্বীকার করিত এরূপ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে ৺রায় শরচ্চন্দ্র দাস রায় বাহাদুর যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তদনুসারে গোপীচন্দ্রের পিতা বিমলচন্দ্র তীরভুক্তি, বঙ্গ ও কামরূপের রাজা ছিলেন, এবং চাটিগ্রামে গোপীচন্দ্রের রাজপাট ছিল। রংপুরের যোগীরা তাঁহাকে ২২ দণ্ডের রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। তাহারা আপনাদের ঐশ্বর্যের মানদণ্ড দ্বারা রাজার ঐশ্বর্যের পরিমাপ করিতে গিয়া তাঁহার গৌরব খর্ব করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া মনে হয়। দুর্লভ মল্লিকের গানে তিনি "সোলো দত্তের" রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ভবানীদাসের মতে গোপীচন্দ্রকে চল্লিশ রাজা কর দিত। সুকুর মামুদ বলেন, তিনি যোল বঙ্গের রাজা ছিলেন। কথাগুলির মধ্যে যে পরস্পর মিল আছে তাহা বলিতে পারি না, তবে ভবানীদাস ও সুকুর মামুদের বর্ণনা হইতে মতে মনে হয়, রাজাটি নিতান্ত ছোট ছিলেন না। এক রাজার বাড়ী অবশ্য একাধিক স্থানে থাকিতে পারে। করতোয়া হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগের অধীশ্বর না হইলেও মাণিকচন্দ্র ও গোপীচাঁদের পাট ময়নামতী পাহাড় ও রংপুর জেলা উভয় স্থানেই থাকিতে পারে। ভবানীদাসের গানে পাওয়া যায়,—

> বাপের মিরাশ এড়ি জাইমু গৌড়র সহর।
> দাদার মিরাশ এড়ি জাবে কামলাক নগর ॥
> তুমি মাএর জত বাড়ি কালিকা নগর।
> আমি বাড়ি বান্ধিয়াছি মেহারকুল শহর ॥ (পৃঃ ৩২৫)

মেহারকুল বলিতে বাস্তবিক কোন সহর বলিয়া মনে হয় না। কামলাক নগরকে বর্তমান কুমিল্লা ধরিয়া লইলে উহা মেহেরকুলেরই অন্তর্গত। "বাপের মিরাশ" ও "দাদার মিরাশ" কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলা কঠিন। যে স্থানে ময়নামতী মাণিকচন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর অবস্থিতি করিতেন, সেই স্থানকেই রংপুরের গানে পুনঃ পুনঃ ফেরুসা নগর বলা হইয়াছে। ফেরুসা নগর কোথায় ছিল নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। রংপুর জেলার ময়নামতীর কোটকে বলা হইয়া থাকিতে

ফেরুসানগর

পারে। রংপুরের প্রবাদানুসারে ময়নামতীর পিতা এই ফেরুসা নগরে রাজত্ব করিতেন। একটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক গাথায় পাওয়া যায়,

ফেরুসা নগরে রাজা নামে তিলকচন।
রূপে গুণে কুলে শীলে ধর্মপরায়ণ ॥
পুত্র কন্যা নাই রাজার সদাই দুঃখ মনে।
হরগৌরী পূজা রাজা করে রাত্রিদিনে ॥
সন্তোষ হইয়া বর দিলেন শঙ্করী।
জন্মিবে তোমার ঘরে উপের বিদ্যাধরী ॥

ইহার পর ইন্দ্রের সভায় নৃত্যের সময় এক ঢুলী ও নর্তকীর তাল ভঙ্গ হইল। ইন্দ্র কর্তৃক শাপ-গ্রস্ত হইয়া ঢুলী মাণিকচাঁদরূপে এবং নর্তকী তিলকচাঁদের কন্যা ময়নামতী বা ময়নামন্তীরূপে জন্মগ্রহণ করিল। ক্রমে ময়নামতীর এক ভগিনী জন্মিল তাহার নাম হইল সিন্দূরমতী। এই মতে ধর্মপাল রাজার পুত্র মৌপাল, তাঁহার পুত্র মাণিকচন্দ্র। এই গাথাটীর কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না, তবে এরূপ হইতে পারে যে, তিলকচাঁদ এই অঞ্চলের ভূম্যধিকারী ছিলেন এবং মাণিকচন্দ্র অপুত্রক শ্বশুরের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া এই জনপদকে গোপীচন্দ্রের বাপের মিরাশে পরিণত করিয়াছিলেন। "দাদার মিরাশ" গোপীচাঁদের দাদা সম্পর্কিত কাহারও জমিদারী হইতে পারে। ভবানীদাস প্রণীত গ্রন্থে পাই, একস্থানে গোপীচন্দ্র বলিতেছেন,—

'বড় ভাই আছে মোর মাধাই তাম্বরী' ইত্যাদি। (পৃঃ ৩৫৩)

যদি রংপুর অঞ্চলেই ময়নামতীর পিত্রালয় হয়, তাহা হইলে নির্বাসিত অবস্থায় ফেরুসা নগরে ময়নামতীর কোটে তাঁহার অবস্থান বেশ সহজবোধ্য হইয়া পড়ে। সুকুর মামুদের মতে কিন্তু তিলকচাঁদের বাসস্থান সাম্‌না নগরে। সাম্‌না নগর কোথায় তাহা ঠিক করা যায় নাই। অবশ্য গোপীচাঁদ লালমাই পর্বতে এবং ময়নামতী রংপুর জেলার ময়নামতীর কোটে অবস্থান করিলে উভয়ের দেখা শুনা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পরও ময়নামতীর সর্বদা নির্বাসিত অবস্থায় থাকা অনুমান করিবার কারণ নাই। আর গমনাগমনের সময় ও স্থানের দূরত্ব সম্বন্ধে যোগীদিগের গানে যাহা পাওয়া যায় তাহার উপর নির্ভর করা একেবারেই অসম্ভব।

পার্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলে "ফা" উপাধি সম্মান-জ্ঞাপক। পার্বত্য ত্রিপুরার অনেক প্রাচীন স্বাধীন রাজার নামের শেষভাগে "ফা" দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও হাড়িপা বা হাড়িফা গুরুর কার্যক্ষেত্র এই অঞ্চলে থাকার পক্ষে অনুকূল প্রমাণ।

ফা উপাধি

রংপুরের গাথায় উল্লিখিত শ্রীকলার বন্দর রংপুর জেলার সুপ্রসিদ্ধ কাকিনা গ্রাম হইতে অনতিদূরে, স্থানটী প্রাচীন। ডারাইপুর সহর ও কলিঙ্কার বন্দর কোথায় তাহা স্থির করা যায় না। কোন কোন স্থানে দারাইপুর গ্রাম বিদ্যমান আছে। ভবানীদাসের কালিকা বা কনিকা নগর শ্রীহট্ট জেলার অবস্থিত কৌলিন্য নগর হইতে পারে।[১] ত্রিপুরা জেলায় নবিনগরের নিকটও এক কলিকা নগর বিদ্যমান। নএয়ানগর বা নয়ানগড় প্রভৃতি স্থানের সংস্থান নির্ণয় বড়ই দুঃসাধ্য। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার নিকট নয়ানগর নামে এক গ্রাম আছে। ভবানীদাসের গুমু বা গোমৈদ নদী এখনও গোমতী নামে পরিচিত। ক্ষীরা নামক নদী লালমাই পর্বত হইতে নির্গত হইয়া পাটিকারা ও গঙ্গামণ্ডল পরগণার মধ্য দিয়া মেঘনায় পড়িয়াছিল; এক্ষণে উহা শুষ্ক। তাঁহার সুরিপুনগর শৌণ্ডিকপল্লী হইতে পারে; কিন্তু জনৈক লেখক অনুমান করিয়াছেন, ইহা ত্রিপুরা জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত স্বরূপ নগর।[২]

গীতোক্ত স্থান সকল

গ্রীয়ার্সন সাহেবের প্রকাশিত "মাণিকচন্দ্র রাজার গানে" গোপীচন্দ্রের বেনিয়া জাতি ও ক্ষেত্রিকুল উক্ত হইয়াছে। সুকুর মামুদের গ্রন্থে মাণিকচন্দ্র রাজার পরিচয় স্থলে পাই "কুলে শীলে ছিলে রাজা গন্ধের বণিক"। পূর্বে আমি গোপীচন্দ্রেকে রাজবংশী জাতীয় মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু উপরে লিখিত দুইটী বিভিন্ন গাথায় যখন মিল আছে এবং গোপীচন্দ্রের প্রধান রাজপাট যখন রাজবংশী জাতির প্রভাবের বহির্ভাগে পাওয়া যাইতেছে, তখন আমরা অন্য বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এই গ্রন্থোক্ত পরিচয় গ্রহণ করিতেই বাধ্য। চাঁদ বেনিয়ার সহিত জ্ঞাতিত্বের উল্লেখও এই মতেরই পোষক।

রাজার জাতি

১ সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণে ৫১৬ সংখ্যক পুঁথির পরিচয় দ্রষ্টব্য।

২ ইতিহাস ও আলোচনা, পৌষ ১৩২৮

গোপীচন্দ্রের উত্তরপুরুষের পরিচয় সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। ভবানীদাস লিখিয়াছেন :—

"গুপ্তিচান্দের বংশ নাহি ভুবন যুড়িয়া" (পৃঃ ৩৫৩)

রংপুর অঞ্চলের প্রবাদ অনুসারে কিন্তু তাঁহার পুত্রের নাম উদয়চন্দ্র বা ভবচন্দ্র। রংপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চলে বাগ্‌দুয়ার পরগণায় ভবচন্দ্রের বাস-ভবনের ধ্বংসাবশেষ এখনও প্রদর্শিত হইয়া থাকে এবং ভবচন্দ্রের বা হবচন্দ্রের নির্বুদ্ধিতার অনেক গল্প এখনও ঠাকুরমার ঝুলি অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ও ত্রিপুরা জেলার চৌদ্দগ্রাম ও তৎসন্নিহিত স্থানে ভবচন্দ্র নামে এক রাজার ও তৎসম্বন্ধে অলৌকিক গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ রংপুরের ভবচন্দ্র ও চৌদ্দগ্রামের ভবচন্দ্র অভিন্ন। মাণিকচন্দ্র ও গোপীচন্দ্রের ত্রিপুরা ও রংপুর জেলা উভয় অঞ্চলে রাজত্ব থাকিলে তদ্বংশীয় ভবচন্দ্রের না থাকিবার কথা কি?

গোপীচন্দ্রের উত্তরপুরুষ

গ্লেজিয়ার সাহেব তাঁহার রংপুরের বিবরণে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এ জেলায় খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে পায়রাবন্দ নামক স্থানে কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল এবং এক বৃদ্ধ তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, তাহার একটীর উপর এক দিকে ভবচন্দ্র রাজার নাম ও অপরদিকে তাঁহার গৃহদেবী বাগীশ্বরী খোদিত দেখা গিয়াছিল। দুঃখের বিষয় গোপীচন্দ্র বা ভবচন্দ্রের কোন মুদ্রা বা খোদিত লিপির পরিচয় এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। পাওয়া গেলে এই যুগের ঐতিহাসিক রহস্য উদ্ঘাটনের বিশেষ সহায়তা ঘটিত।

আমরা আপাততঃ গোপীচন্দ্রকে গন্ধবণিক জাতীয় এবং খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া গ্রহণ করিলাম। তিনি যদি শিলালিপির গোবিন্দচন্দ্র না হন, তবে আরও পূর্ববর্তী হইতে পারেন, কিন্তু পরবর্তী সময়ের লোক হওয়ার কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না। পরবর্তী সময়ে বঙ্গে বর্মবংশ ও সেনবংশের রাজত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর ত মুসলমান-প্রভাব। গোপীচন্দ্রের যে বংশে জন্ম সেই বংশ সময়ে সময়ে রাজনৈতিক হিসাবে পালবংশের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকা অসম্ভব নহে, কারণ শ্রীচন্দ্রের তাম্র শাসনে পালবংশের রাজমুদ্রা লক্ষিত হয়, কিন্তু সাহেবেরা মাণিকচন্দ্র ও ময়নামতীর সহিত রাজা ধর্মপালের

পালরাজগণ সম্পর্কে বুকানন হ্যামিল্টন প্রভৃতির মত খণ্ডন

যেরূপ সম্বন্ধের অবতারণা করিয়াছেন তাহা নিতান্তই ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা বলেন, মাণিকচাঁদ ধর্মপালের ভ্রাতা, সুতরাং ধর্মপাল গোপীচাঁদের পিতৃব্য ছিলেন, মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর রাজ্য লইয়া ধর্মপাল ও ময়নামতীতে ঘোর যুদ্ধ হয়, তাহাতে ধর্মপাল নিহত হইলে গোপীচাঁদ রাজ্য প্রাপ্ত হন। ডাক্তার বুকানন, হ্যামিণ্টন এই মতের প্রবর্তক ; গ্রীয়ার্সন, গ্লেজিয়ার প্রভৃতি অনেকে ইহার সম্পূর্ণ বা আংশিক পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। বুকানন যোগিসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তীর দোহাই দিয়া এই মতের অবতারণা করিয়াছেন, গ্রীয়ার্সন কিংবদন্তীর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ধর্মপালকে মাণিকচাঁদের ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, প্রতিদ্বন্দ্বী বা সামন্ত নৃপতি মনে করিয়াছেন। প্রায় ১৫।১৬ বৎসর পূর্বে এই অঞ্চলের বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় যোগীদিগের মধ্যে তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়াও আমি এইরূপ কিংবদন্তীর বিন্দুমাত্র ভিত্তি আবিষ্কার করিতে পারি নাই। এই কিংবদন্তীর অভাবই বুকাননের মত প্রত্যাখ্যানের একমাত্র কারণ নহে। পূর্বে মাণিকচাঁদের জন্ম সম্বন্ধে যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক গাথার উল্লেখ করিয়াছি, ঐ গাথাই দেখাইয়া দিতেছে, প্রাচীন যোগীদিগের মধ্যে অন্যরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। যদি ধর্মপাল রাজা মাণিকচাঁদের ভ্রাতা অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া যোগীদিগের মধ্যে প্রবাদ প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কি এই গাথা-রচয়িতা ধর্মপালকে মাণিকচাঁদের পিতামহরূপে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহস পাইত? গোপীচাঁদের গানে মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর গোপীচাঁদের জন্ম, বিবাহ, সিংহাসনারোহণ, সন্ন্যাস প্রভৃতির বিবরণ আছে। যদি তাঁহার সিংহাসন পিতৃব্যের কঠোর হস্ত হইতে বলপূর্বক উদ্ধারের কাহিনী ঘুণাংশেও সত্য হইত, তাহা হইলে কি ময়নামতীর বিস্তৃত গৌরব-গাথার মধ্যে তাহার একটুকুও স্থান জুটিত না? ধর্মপালের নামে প্রতিষ্ঠিত পরিখা-প্রাচীর-বেষ্টিত ধর্মপালের গড় ময়নামতীর কোটও পাটকাপাড়া হইতে অল্প দূরে অবস্থিত। ২।১ মাইলের মধ্যে কি একজন প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতির অস্তিত্ব সম্ভবে? যে মৌজায় এই গড়টী অবস্থিত তাহার নাম এখনও ধর্মপাল। যদি ধর্মপাল মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর, রাজ্যশ্রী হস্তগত হইবা মাত্র, ময়নামতী কর্তৃক তাড়িত বা নিহত হইতেন তাহা হইলে রাজধানীর নাম তাঁহার নামানুসারে না হইয়া ময়নামতী বা গোপীচাঁদের নামানুসারে হওয়ারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। সিংহাসন প্রাপ্তির পরই পলায়িত

বা নিহত রাজার নাম নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী আজীবন বহন করিবে কেন। মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর ময়নামতী কর্তৃক তাড়িত বা নিহত হইলে পরিখা-প্রাচীরযুক্ত রাজধানী স্থাপনের সুযোগই বা ধর্মপাল কখন পাইলেন ?

আমাদের বিশ্বাস মাণিকচাঁদের সহিত ধর্মপালের আত্মীয়তা—কি বৈরিতা-সূচক যে সমস্ত মত প্রচারিত হইয়াছে তাহা সমস্তই কাল্পনিক এবং ময়নামতীর কোটের সান্নিধ্যই সেই কল্পনায় ইন্ধন যোগাইয়াছে। মাণিকচাঁদ বা গোপীচাঁদ যে পালবংশীয় রাজা ছিলেন, এরূপ বিশ্বাস করিবার কোন উপযুক্ত কারণই নাই। আমরা আমাদের বর্তমান জ্ঞানে মাণিকচাঁদের ও গোপীচাঁদের যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছি তাহাও পালবংশীয় বিখ্যাত রাজা ধর্মপালের বহু পরবর্তী।

গোপীচাঁদের মাতা ময়নামতী যে অত্যন্ত প্রভাবশালিনী রমণী ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। গোপীচাঁদের বৈরাগ্য সিদ্ধার্থের বা নিমাইএর বৈরাগ্যের ন্যায়

ময়নামতী

স্বেচ্ছা-প্রণোদিত নহে, ইহা শক্তিশালিনী মাতার ঐকান্তিক চেষ্টার ফল। ময়নামতীর পিতা তিলকচাঁদ কোন কোন স্থানে রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রাজমহিষীর পিতা বলিয়া অজ্ঞ গাথা-লেখকের নিকট তিনি এই সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন কিনা বলা কঠিন। তিব্বতীয় বিবরণ অনুসারে ময়নামতী মালবরাজ ভর্তৃহরির ভগিনী এবং তাঁহার অপর পুত্র ললিতচন্দ্র ভর্তৃহরির পরে মালবের রাজসিংহাসনারোহণ করেন। হিন্দী গাথার সহিত কিছু মিল থাকিলেও বাঙ্গালার কোন গাথাতে ইহার বিন্দুমাত্র আভাস না থাকায় আমরা এই মত গ্রহণ করিতে সাহস পাইলাম না। রংপুরের গাথায় ময়নামতীর অন্য কোন নাম ছিল বলিয়া জানা যায় না। অন্য গীতি-লেখকগণ কেহ বলেন তাঁহার বাল্যকালের নাম শিশুমতি, কেহ বলেন সুবদনী। তিনি যে অতি অল্প বয়সে গোরক্ষনাথকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হন ও অশেষ শক্তিশালিনী হইয়া উঠেন, ইহা সকলেরই মত। কালে এ দেশীয় অনেক ক্ষমতাশালী লোকের অদৃষ্টে যে সম্মান ঘটে, ময়নামতীর অদৃষ্টেও তাহা ঘটিয়াছে। ত্রিপুরা জেলা তাঁহার নামে একটী পাহাড়কে অভিহিত করিয়াছে। রংপুর জেলা কেবল তাঁহার কোট বা পরিখা-প্রাচীর-বেষ্টিত বাসস্থানের স্মৃতি রক্ষা করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, ময়নাবুড়ী নামে তাঁহাকে দেবতায় পরিণত করিয়া রীতিমত পুষ্প-চন্দন-নৈবেদ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। কালে নৃমুণ্ডমালিনী দেবীর সহিত তাঁহার অভিন্নত্ব কল্পিত হইয়াছে। ময়নাবুড়ীর পূজা এখনও তাঁহার কোটের

প্রাচীরের উপর সাদরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তিনি জীবিতাবস্থায় মাংসাহারিণী ছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু এখন তাঁহার তৃপ্তির পূজার জন্য ছাগশিশুর মস্তক অম্লান বদনে প্রদত্ত হইয়া থাকে। তাঁহার পুরোহিত ব্রাহ্মণ নহে, রাজবংশী-জাতীয় দেওদাঁ। পূজার মন্ত্র চণ্ডীপূজার মন্ত্রের রাজবংশী সংস্করণ। ডিমলা থানার অন্তর্গত আটিয়াবাড়ী গ্রাম-নিবাসী জাকইদাস দেওদাঁর নিকট যে মন্ত্রটী সংগৃহীত হইয়াছিল নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—[১]

চিয়াও,[২] চিয়াও, বুড়ি মা কল যাত্রা নিনি।
কত নিদ্রা কর মা আবালের গোপনি॥
ছাড়ব পাট এড়ব পাট এড়ব সিংহাসন।
সর্গে থাকি চণ্ডি বুড়ির মা গ্রাম নড়ল আসন॥
সর্গতে থাকিলে মাতা সর্গে রাজা হব।
মঞ্চতে নামিয়া মা জল কুম্প[৩] নিব॥
মোর সেবা ছাড়ি মা অন্যের সেবা যাব।
দোহাই নাগে ধর্মকুর্মে কাত্তিকের মুণ্ড খাব॥
ভরস না পাইয়া মা দিলাম তোমার দোহাই।
মোর সাধ্য আছে মাতা মঙ্গল চণ্ডি রাই॥
পুবে রাজা বন্দিব জানা ভালুং ভাসাং[৪] কর।
উত্তরে কালিকা বন্দম মা দক্‌খিনে সাগর॥
তিন কোন পৃথিমি বন্দম মা আকাশে চরাচর।
আকাশে কামনি বন্দম পাতালের বাসুকি॥
জলের হস্তনি বন্দম মা থানের থানসিরি[৫]।
তাহাকে পুজিলে মা স্কন্ধে থাকে গিরি[৬]॥
কুলের পরধান বন্দম আস্থের তুলসী।
জারে জলে দিলে মা তেসালি[৭] দেবতা লয় তুষ্টি॥

১ মন্ত্রটী পূর্বে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত করা হইয়াছে।

২ চিয়াও—উপস্থিত হও। ৩ কুম্প—পুষ্প। ৪ ভালুং ভাসাং—এলোমেলো।

৫ থানসিরি বা থানচিড়ি—গৃহ স্থাপনের সময় প্রোথিত বাঁশের উপরিস্থ ঢিপি যাহার পূজা করা যায়।

৬ গিরি—গৃহস্থ। ৭ তেসালি—সকল।

বর্থ[১] মধ্যে বন্দোঁ মা বর্থ একাদশি।
তের্থ মধ্যে বন্দোঁ মা গয়া বানারসি ॥
থান মধ্যে বন্দোঁ মা গৌর সোল থান।
পাটে রাজা নরপতি মহামুনি মুখাপাত্র বন্দিব জানা প্রতাব নারায়নি ॥
ধরম কুরম বন্দোঁ বসমতি রাই।
তোমার কথা কইলে নরে দুর্গতি এড়াই ॥
মগ্রবানে[২] গঙ্গা বন্দোঁ সিঙ্গে পারবতি।
প্যাচাবানে[৩] লক্‌খি বন্দোঁ কাকে সরস্বতি ॥
ডাইনে লক্‌খি বন্দোঁ মা বামে সুবদাই।
বুদকে লাগিয়া মা পাত্র গলাই ॥
টানটোকারি[৪] যন্ত্রে মন্ত্রে বুড়ি তোর পুজা হচ্ছে অধে পারবতি।
আপনি মা সাক্‌খি হন নিলক্‌খের[৫] ভবানি ॥
রথ মধ্যে বন্দোঁ মা অথের সারথি।
পাথর কাটি সাজন করে মা ভোলা মহেশ্বর রাজা ॥
সোমবার দিনকা মা এ সঞ্জম থাকিবে।
পুবে নও দণ্ড বেলা হ'লে মা তোমাকে সেবিবে ॥
পিরে[৬] পিরে কলা দিবে ঝোকে[৭] নারিকেল।
আরও ঘিত মধু দিবে রাজা আরও গঙ্গাজল ॥
মহা যত্নে সেবা করিম মা চরণে তোমার।
জদি কালে মা তুমি দেখা দিবেন মোরে।
তিন বারং ছত্রিশ বস্ত্র মা সেবা করিম তোরে ॥
কালুয়া[৮] গতে সেবা করি কালুয়া এড়িয়া।
জয়ধির সেবা করি আময় মালিয়া[৯] ॥

১ বর্থ—ব্রত। ২ মগ্রবানে—মকর বাহনে। ৩ প্যাচোবানে—পেঁচা বাহনে।
৪ টান টোকারি—কোশা, কুশি, শঙ্খ ইত্যাদি। ৫ নিলকখ—আকাশ।
৬ পির—কান্দি। ৭ ঝোকে—ছড়ায়।
৮ রংপুর অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমানে কালুয়া পুজা করে। ৯ আময় মালিয়া অর্থাৎ মালাকার

বাবরি[১] ঝড়ের সেবা করোঁ সত্যের নিধার[২]।
গোমা[৩] রতির সেবা করোঁ ভৈরব তাতিয়া[৪] ॥
কি শুনব চণ্ডি বুড়ি ভৈরবের কথা।
ভৈরবের কথা শুনলে মা অন্তরে নাগবে ব্যাথা ॥
সৎভক্ত ছিল মা ভৈরব তাতের কথা শুনেক মন দিয়া ॥
বুড়ির নাগাল কথা মা অদৃষ্টের নাগাল কথা।
আর টানটোকারি ব্যানা বাঁশি বুড়ির নাগাল তথা ॥
বুড়ি বলে যাইতে পান্থ শুদ্ধ মোরলি[৫] আসিতে পান্থ বন।
বুড়ি বলে মন্তরি বাছা ঢেকুর[৬] কতদুর ॥
সোগল ঢেকুর মা বাগতে[৭] ভাঙ্গিল।
ভাঙ্গা ঢেকুরখান মা কুছাই[৮] পাতিল ॥
আর কুম্প ছিড়া মা বনমালা গাঁথিল।
গলাতে পরিল বুড়িমা গজমতি হার।
কমরে কিঙ্কিনি পইল মা চরনে পাঁউটি।
দশ নেঙ্গুল পইল মা আর কানে ভুল।
নাট নটন কর মা দেখিতে মধুর।
ভক্তের হাতে জলকুম্প নিয়া মা সর্গের দেবতা সর্গে চলি জাবো ॥

স্থানে স্থানে পদটীকা সন্নিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ মন্ত্রটি বোঝা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। মন্ত্রের শব্দ পবিত্র বলিয়া তাহা প্রায়ই পরিবর্তিত হয় না, পুরোহিতের মুখে বিকৃত হয় মাত্র। এই বিকৃতিতে মন্ত্রের মাহাত্ম্য বাড়ে বই কমে না। এখানে বলা উচিত রংপুর জেলায় বুড়ীপুজা বিস্তৃতরূপে প্রচলিত। ময়নাবুড়ী ও বুড়ী পূজার মন্ত্র অভিন্ন।

বুড়ীপূজায় কলায় যে সিন্দূর দেওয়া হয় তাহার মন্ত্রটী এইরূপ—

কপালনি চণ্ডি ভৈরো ভবানি অসুর নাশিনি।
সিঙ্গ বাহিনি আখণ্ড কলাতে সেন্দুর ফোটা।
নিলকণ্ঠে চণ্ডি বুড়ি গ্রীমদেবতা দেবতায় নমঃ ॥

---

১ বাবরি এক রকম ফুল, তার পূজা হয়।
২ নিধার—সর্বদা।
৩ গোমা—একরকম সাপ।
৪ ভৈরব তাতিয়া—ভৈরব তাঁতি।
৫ মোরলী—মুরলী।
৬ ঢেকুর—পূজার স্থান।
৭ বাগতে—ঘেরাতে।
৮ কুছাই—কুশাসন।

যে নাথধর্মের সহিত এই গাথাগুলি জড়িত তাহা এক সময়ে এ দেশে বেশ প্রভাবশালী ছিল। বর্তমান কালের যুগীদিগের ন্যায় নাথপন্থিগণ চিরকালই সামাজিক জগতের এক নিম্নস্তরে ছিল না। বঙ্গদেশে নাথধর্মের একটী প্রধান স্থান ছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "বৌদ্ধগান ও দোহা"য় মীননাথের রচিত বাঙ্গালা কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রাচীন নাথেরা কেহ বৌদ্ধধর্ম হইতে, কেহ হিন্দুধর্ম হইতে আসিয়া নাথপন্থী হইয়া পড়েন; গোরক্ষনাথ বৌদ্ধধর্ম হইতে আসেন। তারানাথের মতে তাঁহার পূর্ব নাম অনঙ্গবজ্র, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় বলেন প্রকৃত নাম রমণবজ্র। যিনি যেখান হইতেই আসুন, নাথদিগের প্রবর্তিত পন্থায় সর্বত্রই হঠযোগের আধিপত্য লক্ষিত হয়, তাঁহাদের ধর্মমত হিন্দু এবং বৌদ্ধ মতের সংমিশ্রণে উৎপন্ন, তান্ত্রিকতা ইহাতে খুবই প্রবল। এই গ্রন্থেও অনেক স্থলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে হিন্দুর দেবগণকে সিদ্ধাদিগের নীচে আসন দেওয়া হইয়াছে। স্থানে স্থানে সিদ্ধাদিগের হস্তে দেবতাদিগের অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করার কথাও আছে—ময়নামতীর হস্তে শিব লাঞ্ছিত। যুগীদিগের পূর্বপ্রভাব এখন কিছুই নাই। ইহারা ক্রমশঃ খাঁটি হিন্দুত্বের মধ্যে বেশী রকম আসিয়া পড়িয়াছে এবং গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বস্ত্রবয়ন, চূণবিক্রয় ও অন্যান্য ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত। সম্ভবতঃ তাহারা বিভিন্ন জাতি হইতে উৎপন্ন একটী প্রাচীন ধর্ম সম্প্রদায়ের ভগ্নাবশেষ। এখনও রংপুরের যুগীদিগের ধর্মই প্রধান উপাস্য দেবতা; গোরক্ষনাথ, ধীরনাথ, ছায়ানাথ, রঘুনাথ প্রভৃতি স্মরণীয় মহাপুরুষ। ভিক্ষাদ্বারা তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়া বৈশাখ ও কার্তিক মাসে ইহাদিগকে ধর্ম পূজা করিতে হয়। এই পূজায় হংস পারাবতাদি উৎসর্গ করা হয়; কিন্তু নিহত করা হয় না। যে-কোন সময়ে সন্ন্যাসি-পূজা করিবার প্রথা আছে, হরিঠাকুরের পূজাও প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ধর্মের কোন প্রতিমা নির্মিত হয় না। যুগীদিগের গুরু ও পুরোহিত স্বজাতীয়। পুরোহিতদিগকে অধিকারী বলা হয়; স্ত্রীলোকেরা অধিকারীর মধ্যস্থতা ব্যতীতই পূজার কার্য নির্বাহ করে। জন্মের পর ক্ষৌরকার দ্বারা সন্তানের কর্ণ চিরিয়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। তিন বৎসর বয়সে গুরুর মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা শিশুর পংক্তি-ভোজনে অধিকার জন্মে না। মৃতদেহ যোড়াসন বা যোগাসনে সমাধিস্থ করা হয়। ধর্মঠাকুরকে

নাথধর্ম

কোন কোন স্থানে চূণ উপহার দেওয়া হয় বলিয়া শুনা যায়। চূণবিক্রয় ও ভিক্ষা রংপুরের যোগী বা যুগীদিগের প্রধান উপজীবিকা। ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলায় বস্ত্রবয়ন প্রধান কার্য। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর অনুকরণে স্থানে স্থানে ক্রমশঃ সামাজিক প্রথা পরিবর্তিত হইতেছে। সমাধির পরিবর্তে মৃতদেহের অগ্নিসংস্কারও কোন কোন স্থানে দেখা দিয়াছে। শৈব ও বৈষ্ণব মত ক্রমশঃ বিলক্ষণ আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। এই গ্রন্থে অনেক স্থলেই বৌদ্ধদিগের উপাস্য ধর্মদেবের প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে; সুকুর মামুদের গ্রন্থে শূন্যরাজকে ডাকার কথা আছে। রংপুরের যোগীরা আপনাদিগকে অনাদিগোত্র, শিব বংশ বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। এক শ্রেণীর যুগী শূকর ও কুক্কুট মাংস ভোজন, মদিরা সেবন ও বাদ্যকারের কার্য করে।[১]

রংপুরে যোগীদিগের মধ্যে হরপার্বতী লইয়া অনেক গান প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম পূজার ২টী গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ধর্মপূজার গান

১। উঠ উঠ ধম্ম মাতা ধম্ম কর সার।
শিব শঙ্খ দুইটা পূজা ধরম দুআর॥
চণ্ডি বলে শুন গোসাই জটিয়া ভাঙ্গেড়া।
তোমার সঙ্গে আও করিলে লাগিবে ঝগড়া।
চা'র ছেইলার মাও হৈলাম তোর ত্যাবের ঘরে।
দয়া করি চার খান শাঁখা নাই পিন্ধাইস মোরে॥
ভাসুর আইসে শ্বশুর আইসে অন্ন আন্ধি দ্যাওঁ তারে।
আমার হাত মুড়া গোঁসাই তা নজ্জা নাগে তোকে॥
শিব বলে শুন চণ্ডি দক্ষ রাজার বেটি।
শাঁখা দিবার না পাইম আমি জাক বাপের বাড়ি॥
একথা শুনিয়া চণ্ডি আনন্দিত মন।
নাইওর নাগিয়া চণ্ডি করিল গমন॥

[১] নাথপন্থ ও যোগি-জাতি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা ১৩২৮ ও ১৩২৯ সনের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিত প্রবন্ধগুলিতে আছে। ইহা ব্যতীত ডাঃ ওয়াইজএর লিখিত বিবরণ, রিজলি সাহেবের Castes and Tribes of Bengal, বাঙ্গালা দেশের আদমসুমারি রিপোর্ট ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

কাত্তিক গণেশ নিল ডাইনে বাঁয়ে সাজাইয়া।
অগ্নিপাটা সারি নিল পরিধান করিয়া ॥
নাইওরক নাগিয়া চণ্ডি যায়তো চলিয়া।
পালঙ্গেতে বুড়া শিব আছে শুতিয়া ॥
নারদ মুনি ডাকে তাকে মামা মামা বলিয়া।
ওহে মামা ওহে মামা তুমি বড় অসিয়া।
পাকা স্থাড় পহর ব্যালা আছ পালঙ্গে শুতিয়া ॥
ঝগড়া নাগাইয়া চণ্ডি জায় গোসা হইয়া।
নারদ ভাইগ্না তাকে ডাকায় কান্দিয়া কাটিয়া ॥
ওহে মামি ওহে মামি কাত্তিক গণেশের মাও।
এক পাও আগাইবা জদি মামি কাত্তিকের মুণ্ড খাও ॥
ফিরা পা আগাইও জদি গণেশের মুণ্ড খাও।
ফিরা পা আগাইও মামি আমার মাথা খাও ॥
বাড়ির কাম কাজ ন্যাথা দিয়া কাল নাইওরেতে জাও
নারদ ভাইগ্নার বাক্যেতে মহল ফিরিয়া গ্যাল।
মহল জাইয়া চণ্ডি মাতা কামের ন্যাথা দিল ॥
প্রথমে দিলে ন্যাথা ভাত রান্ধা হাড়ি।
তার পরে ন্যাথা দিলে গাঁজা খোআ খুডি ॥
চণ্ডি বলে ওরে নারদ বচন মোর হিয়া।
নিচ্চয় জাইব কা'ল নারদ নাইওর নাগিয়া ॥
বাপের বাড়ি জাইয়া আমি কাটব মানাব পাত।
মানার পাতে এক কোমর ভাত নিবোতো বাড়িয়া।
একতোলা সন্দক নবন পাতের আগালে থুইয়া।
গোটা চা'রেক মইসের মুডি দিব ভত্তা সাজাইয়া ॥
বড় গ্রাসে খাব অন্ন বাপের বাড়ি জাইয়া ॥
উঠ উঠ ধম্ম মাতা ধম্ম কর সার।
শিব শঙ্খ দুইটা পূজা ধরম দুআর ॥

২। শিব শিব বন্দে গাওঁ মুঞি ঐনা শিবের বানি।
হরগৌরি বলে শিব জগৎ নারায়নি ॥

তোর ঘরে পড়িয়া রইলাম রন্নেরে ভিখারি।
রন্ন বিনে শুকালাম শুকালাম নব নারি॥
বস্ত্র আবানে চণ্ডি হ'ল দিগম্বরি।
একানা বস্ত্রের দুখে চণ্ডি জায় নাইয়রি॥
নাইয়র যাবার আশে দুর্গার নাইয়র আছে মন।
দোআদশের বাড়ি নি জাই ভাঙ্গিব কমর॥
তুই বড় মারিবার গোঁসাই আমি তোকে জানি।
উনচল কপালি দুর্গা আর মটুকচুলি॥
আমাক বল্লু কাঙ্গালিনি তোর বাপ কত গিরি।
বিভার রাত্রে দেখিয়াছি সোলার মাচাখানি॥
ইন্দুর চড়িলে মাচা হড়মড় করে।
ওন্দা বিলাই মাচা চ'ড়লে রুবুদ হ'য়ে পড়ে॥
তোর বাপের বাড়ি গ্যাছলাম বাঁশের বাশি নৈয়া।
এক দুইফোর গাওনা কচ্ছি খোলানে বসিয়া॥
ভিকৃখা দিবার না পারি শ্বশুর তোক দিছে আনিয়া॥
তোর বাপের বাড়ি গ্যালাম দান পাবার আশে।
কিসের শ্বশুর দিবে দান মইলাম প্যাটের ভোকে॥
তোর বাপের বাড়ি গ্যালাম বসতে দিছে গুন।
এগুা বাড়ির খুড়িয়া শাক করজ করা নুন॥
তোর বাপের রন্ন খায় ব্যঞ্জনে না খায় নুন।
নারদ ভা'গ্‌না বাটে গুআ গুআত না ত্যায় চুন॥
তোর বাপের বাটি গ্যালাম বসতে দিছে পাটি।
ভাত জদি খান জামাই বসিয়া কাট বাটি॥
জ্যাও চাইট্টা পন্তা ছিল শালার মাইয়ায় খাইলে।
আমার বাদে শাশুরি জে ধান শুকিবার দিলে॥
তিন ন্যাগারে তিন ঠ্যাগারে জুড়লে ধানের বাড়া।
বাড়া জে বানিতে জামাইর বেলি হ'ল শ্যাস॥
এলাকার মনে থাকেন জামাইয়া একেনে খাইবেন ভাত॥
কে তোমাক জুড়িছে দুর্গা কে তোমাক বরিছে।
জাচি ক্যানে তোমার বাপ কাঙ্গালর ঘরো দিছে॥

ব্রম্মা বিষ্টু মহেশ্বর আমরা তিনো ভাই।
গুআ পান ধরিয়া দুর্গা জুড়বার নাইও জাই ॥
দুর্গা বলে ওগো শিব জটিয়া ভাঙ্গেড়া।
আমার জাড়ের কথা শিব তুই কলু ভাঙ্গিয়া।
তোমার জাড়ের কথা কইলে নাগিবে ঝগড়া ॥
ভাসুর আইসে শ্বশুর আইসে রন পরশুম তাকে।
হাতে শাক্কা নাহি দ্যান গোসাঁই নজ্জা পাছু তাতে ॥
শাক্কা কিনিয়া দ্যাওহে মদন মুরলি।
দশ হাতে দশ মুট শাক্কা কানে মদনকড়ি।
শাঙ্খা না পাইলে তবে জাব বাপের বাড়ি ॥
বাপের বাড়ি জাব দুর্গা ভাইএর বাড়ি জাব।
কাটনি কাটিয়া তবে দুই ছেইলাক পালিব ॥
বাপের বাড়ি জাব রে কাটিব মানার পাত।
চাপিয়া চুপিয়া বাড়ব কমর খানেক ভাত ॥
চাইট্টা মইসের মুড়ি ভরতা সাজাইয়া।
বড় গাসের রন্ন খাব বাপের বাড়ি জাইয়া ॥
শিব বলে ওগো দুর্গা হেমরিশের বেটি।
দুপোর পোয়াতি রাইতে ছাইলাক কান্দাও।
জদি ছাইলা না কান্দে তাক চিমটাইয়া কান্দাও ॥
ছাইলার আলে দুধ পস্তা থালি ভ'রে দ্যাও।
জদি ছাইলা না খাবে আপনি বইসা খাও ॥
দিনটা রুমানে দুর্গা সাতসন্ধ্যা খাও।
একসন্ধ্যা কমি হৈলে সদাই নাইওব জাও ॥
ধার উধার কইরা চণ্ডি চড়াইয়া দি নে চাউল।
কাল মুঞি মাগিয়া সুজুম জগৎ বুড়ার রাউল ॥
ধারের কথা কইলেন গোঁসাই জাইম কবিরের বাড়ি।
কাঁউ কিছু খোটা দিলে উপড়াইম পাকা দাড়ি ॥
পাকা গোছ ছাড়িয়া গোঁসাই কাছা গোছ টানিব।
কোড়া চা'রকের দুস্ক পাইলে তবে ছাইড়া দিব ॥

কাছত নাই মোর বাপের বাড়ি ধার করিবার জাব।
হাতত শাক্কা নাই ছ্যান গোঁসাই বান্ধা থুইয়া খাব॥
তুই চোখ খাইছে বাপ মাও দোনো পাড়ার নোক।
জনম ঠেঙ্গুআর ঘরো ব্যাচাইয়া খাইছে মোক॥
তুই চোখ কাইছে বাপ মাও, তুই চোখ খাইছে রাই।
কোন্ঠে পিন্ধিম শাক্কা খাড়ু প্যাটে রন্ন নাই।
মাথায় হস্ত দিয়া কান্দে কাত্তিক আর গনাই॥
তুই চোখ খাইছে বাপ মাও মোর তুই চোখ খাইছে খুড়া।
আন্ধার রাইতো দিছে বিভা কমর ভাঙ্গা বুড়া॥
দাঁত নড়চড় করে শিবের চক্‌খে পেচুর গলে।
হাটেবার না পারে শিব ঝুলি প্যাটের ভরে॥
এতেরে বেতেরে ডালি কাখতে করিয়া।
দশ হাতে দশখান খাড়া নইলে ঘেচিয়া॥
মার মার করিয়া জাইছে কবিরক নাগিয়া॥
কতেক তুর জায় তুর্গা কতেক পন্থ পায়।
কতেক তুর জাইতে কবিরের মহল পায়॥
কবির কবির বলিয়া তুলিয়া কারে রাও।
ঘরে ছিল কবির বেটা চমকিত গাও॥
হস্তে নৈল সিংহাসন ভৃঙ্গারতে জল।
কোরফুর তাম্বুল লইয়া জিগ্‌গাসে বচন॥
কি কারনে আইছন মাগো সমাচার কর।
তুর্গা বলে ওগো কবির শোন সমাচার॥
কা'ল হতে কাত্তিক গনাই আছে উপবাস।
আড়াই পুটি চাউল দিয়া রুপাস রক্‌খা কর॥
জ্যান নাখান কবির তবে এই কথা শুনিল।
ধারের কথা কৈলা মাগো ধারের কথা শোন॥
একবার ধার দিয়াছিলাম বুড়া শিবের ঘরে।
ধার সাধিবার গেছিলাম মা বুড়া শিবের ঘরে।
ভাঙ্গা ঘরের রুয়া ধরি হুড়াহুড়ি করে॥

জে গুনে কবিরের আমার গায়ে ছিল বল।
দৌড়িয়া এসে সোন্ধাইলাম ভাঙ্গা মাচার তল॥
ধারের কথা কইলেন মাগো ধারের কথা শোন।
ব্রহ্মা ভাস্বরক অনেক জামিনদার করিয়া॥
বিষ্টু ভাস্বরক অনেক সরকার করিয়া।
কাত্তিক গনাহরে নাঞে ত্যাও খত নেখিয়া॥
আড়াই পুটি চাউল দেউঁছ তারাজুত তৌলিয়া॥
জ্যান নাকান জুআন ডেবি এ কথা শুনিল।
এতেরে বেতেরে ডালি পাকিয়া মারিল॥
দশ হাতে দশ খান খাড়া নইলে টানিয়া।
মার মার করিয়া জাইছে শিবক নাগিয়া॥
কত কত মুণ্ড নইলে গলাতে গাথিয়া।
আর কত মুণ্ড নইলে কমরে গাথিয়া॥
কতেক দুর জয়া দুর্গা কতেক পন্থ পায়।
কতেক দুর জাইতে নারদ দেখতে পায়॥
নারদ বলে ওগো মামা ভোলা মহেশ্বর।
কিবা কর ওগো মামা নিচন্তে বসিয়া।
মামি আমার আইস্‌ছে জে একরাত করিয়া॥
কতক কতক মুণ্ড নইছে গলাতে গাথিয়া।
আর কতেক মুণ্ড নইছে কমরে গাথিয়া॥
জ্যান নাকান বুড়াশিব এ কথা শুনিল।
মন চৈদ্দ ভাঙ্গের গুড়ি মুখ্‌খে তুলি দিল॥
কলসি দশেক জল দিয়া গিলিয়া ফ্যালাইল॥
কত কত সপ্প নইলে জটাত বান্ধিয়া।
আর কত সপ্প নইলে ডোর কৌপিন মারিয়া॥
তিপথা ঘাটাতে শিব থাকিল পড়িয়া।
ঐ দিয়া জুআন ডেবি জায় চলিয়া॥
কতেক দুর জায় দুর্গা কতেক পন্থ পায়।
কতেক দুর জাইতে দুর্গা শিবের লাগ্য পায়॥

এক পাঁও চড়িয়া দিলে বুক্‌থক নাগিয়া।
আর এক পাঁও চড়িয়া দিলে চক্ষুকে নাগিয়া॥
হ্যাট মুণ্ড হইয়া তবে শিবক দেখিল।
শিবক দেখিয়া দুর্গা জিবাত কামড় দিল॥
আউর জুগে জুআন ডেবি কমর ব্যাকাঁ হ'ল।
পুবে উঠে ধম্মি ব্যালা হইয়া ডণ্ডিপুর।
শাল মান্দার ভাঙ্গিয়া পবনে কৈলে চুর॥
শাল মান্দার ভাঙ্গিয়া বিরনে দিলে থানা।
পশ্চিম পাকে নাম পাড়া'লে হাজিপুর পাটনা॥
ধল ঘাট ধল পাট ধল সিংহাসন।
ধল রথে চড়ি আইল আনন্দ ধরম॥
আনন্দ ধরমের পায় পড়িল ভজিয়া।
এক রাত মাথার ক্যাশ দুই রাত করিয়া।
আনন্দ ধরমের পায় পড়িল ভজিয়া॥
জা জা গঙ্গা বেটি তোমাক দিলাম বর।
ধামানি খ্যালাইতে দিলাম খিল নদি সাগর॥
হাট করিতে দিলাম চৌখুটা লগর।
পুজা খাইতে দিলাম ধবলা ছাগল॥
মহাদেবের বরে থাল ফিরে ঘরে ঘর।
চাউল কড়ি লইয়া থালক বিদায় কর॥[১]

এক্ষণে গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক মনে করি। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে রংপুরের সংগৃহীত গাথার কোন হস্তলিখিত পুঁথি পাওয়া যায় নাই; উহা নিরক্ষর লোকদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত। ডাঃ গ্রীয়ার্সনও কোন হস্তলিখিত পুঁথি পান নাই; তবে গাথাটী স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলিত—শাখাপল্লব নিশ্চয়ই ক্রমশঃ যোজিত হইয়াছে। গোপীচাঁদের আবির্ভাবের অল্প কাল পরেই মূল গাথা রচিত হওয়ার সম্ভাবনা। মুখে মুখে প্রচলিত গাথার

গানগুলির রচনা কাল

১ আমাদের ভাণ্ডারে আর একটী গান আছে। তাহা অনেকটা দ্বিতীয়টীর অনুরূপ। পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে তাহা আর উদ্ধৃত হইল না। গ্রাম্য ভাষায় হর-পার্ব্বতীর কোন্দলই এই সকল গানের জীবন।

ভাষা অবশ্যই ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়াছে। তাহা হইলেও স্থানে স্থানে যে খুব প্রাচীন তাহা গাথা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভবানীদাসের ও স্বকুর মামুদের গাথা হস্ত-লিখিত পুঁথি হইতে সংগৃহীত। ইঁহাদের ভাষা পরিবর্তনের কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। ভবানীদাস খুব সম্ভবতঃ প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বের লোক। রামাভিষেক বা দিগ্বিজয় ও রাম স্বর্গারোহণ নামক কাব্য ইঁহারই রচিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে রামাভিষেক কাব্যের রচয়িতা আমাদের আলোচ্য ভবানীদাস বলিয়া মনে হয় না। দুই গ্রন্থে ভাষাগত পার্থক্য বেশ পরিস্ফুট। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত প্রাচীন পুঁথির বিবরণে ৪৩৪ ও ৫৯৯ সংখ্যক পুঁথির পরিচয়ে দেখিতে পাওয়া যায় এই কাব্যের রচয়িতার প্রকৃত নাম ভবানীনাথ, আমাদের কবির নাম ভবানীদাস। স্বর্গারোহণ কাব্যের রচয়িতা ভবানীদাস আপনাকে কমলজ দেব বা বামন দেবের ও যশোদা দেবীর পুত্র বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার পাটিকারায় বসতি ছিল এবং তিনি কিছুদিন নবদ্বীপের নিকট বদরিকাশ্রমে বাস করিয়াছিলেন জানিতে পারা যায়।

"নবদ্বীপ বন্দম অতি বড় ধন্য।
যাহাতে উৎপত্তি হল ঠাকুর চৈতন্য॥
গঙ্গার সমীপে আছে বদরিকাশ্রম।
তাহাতে বসতি করে ভবানীদাস নাম"।[১]

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যখন চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম বেশ প্রভাবযুক্ত সেই সময়েই এই কবির আবির্ভাব। তিনি খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী মনে করিবার কোন কারণ নাই। তিনি পাটিকারার লোক এবং ষোড়শ শতাব্দী বা তৎপরবর্তী সময়ের কবি স্মরণ রাখিলেই আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের কবি বলিয়া স্বভাবতঃই মনে হইবে। ত্রিপুরা জেলায় যে জয়চন্দ্রের নামাঙ্কিত বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তিনি গোপীচন্দ্রের বংশীয় রাজা হইতেও পারেন, কিন্তু আমাদের ভবানীদাস কখনও এত প্রাচীন কালের লোক হইতে পারেন না। রামাভিষেক কাব্যের রচয়িতা হয়ত অন্য কোন জয়চন্দ্রের আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। তিনি জয়চন্দ্রের পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

---

১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, তৃতীয় সংস্করণ ৫১৫ পৃঃ।

"জয়চন্দ্র নরপতি স্বদেশী ব্রাহ্মণ"।[১] গোপীচন্দ্রের বংশীয় জয়চন্দ্র কখনও "স্বদেশী ব্রাহ্মণ" হইতে পারেন না। স্বকুর মামুদ কোন্ সময়ের লোক তাহাও জানিতে পারা যায় নাই। খালি এই গ্রন্থ হইতে বিচার করিলে দুই এক শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহেন এরূপ অনুমান উপেক্ষণীয় নহে।

ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চল ও রংপুরের ভাষা এক রকম না হইলেও, আলোচ্য গাথাগুলির ভাষায় ও ভাবে স্থানে স্থানে যে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কয়েকটী স্থান এখানে উদ্ধৃত হইতেছে।

গাথাগুলির ভাষায় ও ভাবে সাদৃশ্য

রংপুরের গাথা—

হাল খানাএ খাজনা ছিল ড্যাড় বুড়ি কড়ি।

* * *

(পৃঃ ১)।

কারও পুস্কনির জল কেহ না খায়।
আথাইলের ধন কড়ি পাথাইলে শুকায়॥
সোনার ভ্যাটা দিয়া রাইয়তের ছাওআলে খ্যালায়।
হ্যান দুক্‌খি কাঙ্গাল নাই যে ধরিয়া পালায়॥

* * *

সেস্কা রাইয়তের ছিল সরঙ্গা নলের ব্যাড়া।
ব্রেতন করি জে ভাত খায় তার দুআরত ঘোড়া॥
ঘিনে বান্দি নাহি পিন্দে পাটের পাছড়া॥

(পৃঃ ২)।

ভবানীদাসের পুঁথি—

সোনা রূপাএ গড়াগড়ি না ছিল কাঙ্গাল॥
হীরা মন মাণিক্য লোক তলিতে শুখাইত।
কাহার পুষ্কর্ণীর জল কেহ না খাইত॥

১ সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণে ৪৩৪ সংখ্যক গ্রন্থের পরিচয়। ৫৯৯ সংখ্যক গ্রন্থের পরিচয়ে "সাদাস ব্রাহ্মণ" পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে। "সাদাস" সম্ভবতঃ লিপিকরপ্রমাদ।

কাহার বাটীতে কেহ উদারে না জাইত।
সোনার ঢেপুয়া লৈয়া বালকে খেলাইত॥

*　　　*　　　*

মেহারকুল বেড়ি ছিল মুলি বাসের বেড়া।
গৃহস্থের পরিধান সোনার পাছড়া॥

*　　　*　　　*

দেড়বুড়ি কৌড়ি ছিল কানি খেতের কর।
চৌদ্দ বুড়ি কৌড়ি ছিল টাকার মোহর॥

(পৃঃ ৩২১—৩২২)।

রংপুরের গাথা—

কলিকাল মন্দ কাল কলির সাত ভাও।
জুআন বেটায় না পোসে বৃদ্ধ বাপমাও॥ (পৃঃ ৬৯)
রাজা হৈয়া না করে রাজ্যের বিচার।
পুত্র হৈয়া না করে জাঁয় পিতার উদ্ধার॥
নারি হৈয়া না করিবে জাঁয় সামির ভকতি।
শিস্স হৈয়া না ধরে গুরুর আরতি॥
এই কয় ঝন মইলে রানি জাবে রধোগতি॥ (পৃঃ ১৭৬)
অকুণ্ডল নারি হএয়া পুরুস বাছিবে। (পৃঃ ৬৯)

ভবানীদাসের পুঁথি—

কলির প্রবেশ হৈলে ধর্ম হৈব নাশ।
বিধর্ম করিয়া সবে করিব বিনাশ॥
রাজা হৈয়া না করিব রাজ্যের বিচার।
শাস্ত্রনীতি না মানিব করিব অনাচার॥

*　　　*　　　*

পুত্র সবে না করিব পিতার পালন।
স্বামীভক্ত না হৈব নারী সবের মন॥ (পৃঃ ৩২২-৩২৩)

*　　　*　　　*

অকুমারী নারী সবে মাগিব শৃঙ্গার। (পৃঃ ৩২৩)

রংপুরের গাথা—

দিনে আসে সাতবার জম আইতে নওবার
চিলার নাকান ভৌরি ছান্দে তোমাক ধরিবার ॥ (পৃঃ ৬৮)

ভবানীদাসের পুঁথি—

রাত্রিকালে আইসে জম দিনে চারিবারে।
নাজানি পাপিষ্ঠ জমে কারে আসি ধরে ॥ (পৃঃ ৩২৮)
চিলরূপে আইসে যম সাচনরূপে জাএ।
মাছিরূপ ধরি জম ঘরেতে সামাএ ॥ (পৃঃ ৩২৯)

রংপুরের গাথা—

আশপর্শি কান্দে তোর জদি গুন থাকে।
কুকিধম্নি মাও কান্দে জাবত প্রান বাচে ॥
মাএর কান্দন ওলা ঝোলা বোনের কান্দন সার।
কোলার ত্রি তোর মিছায় কান্দে দেশের ব্যাবহার ॥ (পৃঃ ৭২)

ভবানীদাসের পুঁথি—

ভ্রাতি ভৈনে কান্দিব বেইলের অড়াই পহর।
পশ্চাতে চিন্তিব সে আপনা বাড়ি ঘর ॥
জননী কান্দিব জান পুরা ছয় মাস।
নারীএ কান্দিব জান লোকের আসপাস ॥ (পৃঃ ৩৩০)

স্থকুর মামুদের গ্রন্থে—

স্ত্রীপুত্র কান্দে বাছা ঠাণ্ডা পানি পিয়ে।
কুকধরণী মায়ে কান্দে যাবৎ প্রাণে জিয়ে ॥ (পৃঃ ৪৩৯)

রংপুরের গাথা—

ভাল মানুসের ছাইলা হৈলে রবে দিনাচারি।

* * *

এছিলা গাবুরাক দেখি খসম পাকড়িবে ॥ (পৃঃ ৭২)

ভবানীদাসের পুঁথি—

ভাল মানুসের বেটী হৈলে কুল দেখি রহে।
অধার্মিক নারী হৈলে ফিরি বর লএ ॥ (পৃঃ ৩৩০)

রংপুরের গাথা—

সেই পথে কত আছে দুজ্জন বাঘের ভয়।
স্ত্রী আর পুরুসে কখন পন্থ নাহি বয় ॥ (পৃঃ ১৭৮)
থাক না ক্যানে বনের বাঘ তাক না করি ডর।
নিস্কলঙ্কে মরন হউক সোআমির পদের তল।
সোআমির পদে মরন হইলে মরবার সফল ॥ (পৃঃ ১৭৯)
জখন ছিলাম আমরা আচলে শিশুমতি।
তখন ক্যানে ধম্মি রাজা না হইলেন সন্ন্যাসি ॥
এখন হইলাম আসিয়া আমি তোমার যোগামান।
মোক ছাড়িয়া হবু বৈরাগ মুঞি তেজিম পরান ॥ (পৃঃ ১৮২)

ভবানীদাসের পুঁথি—

রাজা বোলে কি প্রকারে হাটিয়া জাইবা।
সে পন্থে বাঘের ভয় দেখি ডরাইবা ॥
খাউক বনের বাঘে তারে নাহি ডর।
তোমা আগে মৈলে হইব সাফল্য মোহর ॥
জে দিনে আছিলু শিশু বাপমাএর ঘরে।
সেদিন না গেলা প্রিয়া দূর দেশান্তরে ॥
[অখন] যৌবন হৈল তোমা বিদ্যমান।
তুমি যোগী হইলে প্রভু তেজিব জীবন ॥ (পৃঃ ৩৩৩)

রংপুরের গাথা—

হাড়ির খাইছ গুআ মা হাড়ির খাইছ পান।
ভাব করি শিখিয়া নিছ ঐ হাড়ির গেয়ান ॥ (পৃঃ ৬৩)

ভবানীদাসের পুঁথি—

হাড়িয়ার লগে যুক্তি হাড়িনীর লগে কথা।
হাড়ি লগে বসি খাএ পান এক বাটা ॥ (পৃঃ ৩৩৮)

রংপুরের গাথা—

ছাড়িয়া না জাইও রাজা দুর দেশান্তর (পৃঃ ১৭৪)

ভবানীদাসের পুঁথি—

না জাইব না জাইব প্রিয়া দেশদেশান্তর (পৃঃ ৩০৯)

রংপুরের গাথা—

হাকিম নয় আপনার কোটোআল নয় রিশ।
ঘরে স্ত্রী তোর আপনার নয় জার চঞ্চল চিত॥ (পৃঃ ৭১)

ভবানীদাসের পুঁথি—

রাজা নহে আপনা কোতওাল নহে মিত।
ঘরে স্তিহ্ন আপন নহে চঞ্চল পিরিত॥ (পৃঃ ৩১৭)

রংপুরের গাথা—

বগ্‌দুলে চুসিলে কলা ডাঙ্গর নয়। (পৃঃ ৭৩)

ভবানীদাসের পুঁথি—

থোড় কলা বাদুড়ে খাইলে কলা ডাঙ্গর নএ। (পৃঃ ৩৪১)

স্বকুর মামুদের গ্রন্থে—

থোর কলা বাদুলে খাইলে কলা ডাঙ্গর লয়। (পৃঃ ৪৩৮)

রংপুরের গাথা—

ও মএনা পাইছে গোরকনাথের বর।
আগুনেতে পোড়া না জায় জলত না হয় তল॥ (পৃঃ ৯৬)

ভবানীদাসের পুঁথি—

অগ্নিএ না জাবে পোড়া পানিতে না হএ তল। (পৃঃ ৩৪৫)

রংপুরের গাথা—

এমনি জদি আমার জাহান জায় যোগ ছাড়িয়া।
তবু মাইয়ার গিয়ান না নিমু শিখিয়া॥

আজি যদি তোমার গিয়ান নেই শিখিয়া।
কাইলকে ডাকাবেন হামাক শিষ্য বেটা বলিয়া॥ (পৃঃ ১৪-১৫)

ভবানীদসের পুঁথি—

ঘরের রমণী স্থানে জ্ঞান জে সাধিমু।
গুরু বুলি কোনমতে পদধূলি লৈমু॥ (পৃঃ ৩৪৭)

সুকুর মামুদের গ্রন্থে—

তোমার পিতা বলে আমি যদি প্রাণে মরি।
তবেত স্ত্রীর সেবক হইতে নাহি পারি॥ (পৃঃ ৪৫০)

রংপুরের গাথা—

ব্রহ্মার ভেতর বাস থাকিল্ যেমন কাঞ্চা সোনা। (পৃঃ ৪৮)

ভবানীদাসের পুঁথি—

সেই অগ্নিতে রহিল মুহি জেন কাঞ্চা সোনা। (পৃঃ ৩৪৯)

রংপুরের গাথা—

খেতুক দিম রাজ্যভার খ্যাতুক দিম বাড়ি।
ভাই খেতুক সপিয়া জাইম তোমা হ্যান সুন্দরি॥ (পৃঃ ১৮৪)

ভবানীদাসের পুঁথি—

খের্তা স্থানে সমপিবে ঘড় আর বাড়ি।
কার স্থানে সমর্পিবে এ চারি সুন্দরী॥ (পৃঃ ৩৫৩)

রংপুরের গাথা—

তিন কোন পৃথিবির গনোন ঠাঞতে গনি বইসে॥ (পৃঃ ১৩৯)

ভবানীদাসের পুঁথি—

তিন কোন পৃথিবী আমি ঠাঞি বসি গণি॥ (পৃঃ ৩৫৭)

রংপুরের গাথা—

এতই জদি হাড়ি আছে গিয়ানে ডাঙ্গর।
তবে ক্যান খাটি খায় আমার খাটের তল॥ (পৃঃ ৬০)

ভবানীদাসের পুঁথি—

যদি জ্ঞান থাকিত হাড়িফার ধড়ে।
এক পেটের লাগি কেনে হাড়ি কর্ম করে॥ (পৃঃ ৩৬৯)

রংপুরের গাথা—

যমের বেটা মেঘনাল কুমর পাঙ্খা ঢুলায়। (পৃঃ ৬১)

ভবানীদাসের পুঁথি—

যমের পুত্র মেঘনালে ছত্র ধরিয়াছে। (পৃঃ ৩৭০)

রংপুরের গাথা—

প্রথমে হুঙ্কার ছাড়ে ঝাড়ু বলিয়া।
আপনে ঝাড়ু ব্যাড়ায় হাটখোলা সাম্‌টিয়া॥

*   *   *

তারপরে মারিলে হুঙ্কার কোদালক বলিয়া।
আপনে কোদাল ব্যাড়ায় হাটখোলা চেচিয়া॥ (পৃঃ ৮১)

ভবানীদাসের পুঁথি—

এক হুঙ্কার সিদ্ধাএ দিলেন ছাড়িয়া।
উনশত কোদাল জাএ দর্খল চাছিয়া॥
সোনার ঝাড়ুএ জাএ খলা ঝাড়ু দিয়া॥ (পৃঃ ৩৭০)

রংপুরের গাথা—

সোম বারক দিনে তোমার মুড়িয়া জাবে মাথা।
মঙ্গলবার দিনে তোমার সিলাবে ঝুলি কঁ্যাথা॥ (পৃঃ ১৪৭)

ভবানীদাসের পুঁথি—

শনিবারে রাজা তুমি মুড়াইবে মাথা।
রবিবারে নৃপ তুমি গলে দিবা কাঁথা॥ (পৃঃ ৩৭৭)

রংপুরের গাথা—

ঝুলিত হস্ত দিয়া রাজা পড়িয়া গ্যাল ধান্দা।
ঝুলির কড়ি ঝুলিত নাই গুরু বাপ এ ক্যামন কথা॥

উপরে আছে গিরো গাইট তলত নাই জে ভাঙ্গা।
ঝুলির কড়ি ঝুলিত নাই গুরু বাপ মোগ থুইয়া খা বান্দা ॥ (পৃঃ ২২৮)
হাতে পদ্দ পাএ পদ্দ কপালে রতন জলে।

*   *   *

এই কি খাটিবার পারে আমার চাসা নোকের ঘর ॥ (পৃঃ ২৩৯)

ভবানীদাসের পুঁথি—

ঝুলিতে ঢালিয়া হস্ত হৈয়া গেল ধান্দা।
ঝুলিএ খাইল কৌড়ি মোরে দেও বান্ধা ॥

হাতে রত্ন পাএ রত্ন কপালে ভাগ্য তার।
হেন বন্ধক না লইব সুরিপু নগর ॥ (পৃঃ ৩৮৬)

বর্ণনীয় বিষয়ে অনেক স্থলে অনৈক্য থাকিলেও সুকুর মামুদের পুঁথির সহিত রংপুরের গাথার ভাষা ও ভাবগত সাদৃশ্য আরও স্থানে স্থানে লক্ষিত হয়।

রংপুরের গাথার ভাষা ও বর্ণবিন্যাস

কোন হস্ত লিখিত পুঁথি না পাওয়ায় রংপুরে সংগৃহীত গাথায় বর্ণবিন্যাস যথাসম্ভব উচ্চারণানুযায়ী করার চেষ্টা করা হইয়াছে; কিন্তু সর্বত্রই যে কৃতকার্য হইয়ছি একথা বলা যায় না। রংপুরের প্রাচীন ভাষা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া সাধারণ বাঙ্গালা ভাষার সহিত একীভূত হইয়া যাইতেছে। ক্রিয়ার রূপও ক্রমশঃ বদলাইয়া যাইতেছে। এই গাথাতেই স্থানে স্থানে প্রাচীন রূপ, স্থানে স্থানে নূতন রূপ লক্ষিত হইবে। পূর্বে রংপুরে যেরূপ ক্রিয়ার রূপ প্রচলিত দেখা যাইত তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :

ধর্ (ধৃ) ধাতু

প্রথম পুরুষ	দ্বিতীয় পুরুষ	তৃতীয় পুরুষ
(সংস্কৃত উত্তম পুরুষ)	(সং মধ্যম পুরুষ)	(সং প্রথম পুরুষ)
(আমি ধরি =) মুঞি ধরোঁ,	(তুমি ধর =) তুই ধর্ বা তোমরা ধর	(সে ধরে =) তাঁয় ধরে, উঁয়ায় ধরে

প্রথম পুরুষ (সংস্কৃত উত্তম পুরুষ)	দ্বিতীয় পুরুষ (সং মধ্যম পুরুষ)	তৃতীয় পুরুষ (সং প্রথম পুরুষ)
(আমরা ধরি=)		
আমরা বা হামরা ধরি	তোমরা ধর	তারা ধরে
(আমি ধরিতেছি=)		
মুঞি ধর্চঁ বা ধরচোঁ	তুই ধৈর্চ বা ধৈরছ	তাঁয় ধৈর্চে
(আমরা ধরিতেছি=)		
হামরা ধর্চি বা ধর্ছি	তোমরা ধৈর্ছেন	তারা ধৈর্চে বা ধৈর্ছে
(আমি ধরিলাম=)		
মুঞি ধর্নু	তুই ধর্লু (=তুমি ধরিলে)	তাঁয় ধৈল্লে
(আমরা ধরিলাম=)		
হামরা ধর্চি	তোমরা ধৈর্ছেন বা ধৈল্লেন	তারা ধৈর্ছে বা ধৈল্লে
(আমি ধরিয়াছি···)		
মুঞি ধর্চুঁ	তোমরা ধৈর্ছেন	তাঁয় ধৈর্ছে
(আমি ধরিয়াছিলাম···)		
মুঞি ধর্চুনু	তুই ধর্চুলু	তাঁয় ধৈর্ছে বা ধর্ছিল
(আমরা ধরিয়াছিলাম···)		
হামরা ধর্চুনু	তোমরা ধর্ছিলেন	তারা ধর্ছিল
(আমি ধরিব···)		
মুঞি ধরিম্	তুই ধর্বু	তাঁয় ধৈর্বে
(আমরা ধরিব···)		
হামরা ধইরম্	তোমরা ধৈর্বেন	তারা ধৈর্বে

পাঠক এই গ্রন্থে প্রকাশিত গাথায় অনেক স্থলেই এইরূপ ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখিতে পাইবেন। অন্যত্র সংগৃহীত গানেও ভাষার বিশেষত্ব লক্ষিত হইবে। কারণ—কতকটা প্রাদেশিকতা, কতকটা গানের প্রাচীনতা।

গ্রন্থে আধুনিক সমাজ হইতে বিভিন্নতাসূচক যে সকল সামাজিক প্রথার উল্লেখ দেখা যায় তাহার কতকটা সঙ্গীত-রচয়িতার সমসাময়িক অবস্থা, কিন্তু যে প্রাচীন গীতি সকলের মূল তাহা হইতেও প্রকৃত তথ্য গৃহীত হয় নাই একথা বলা যাইতে পারে না। অদুনার বিবাহে পদুনাকে যৌতুক স্বরূপ দানের উল্লেখ সকল গানেই আছে, বিবরণটী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ও প্রাচীন গাথার অন্তর্ভুক্ত মনে করিলে কিছুমাত্র অন্যায় হইবে না। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও বৈষ্ণব-প্রবর নিত্যানন্দ কর্তৃক জাহ্নবা দেবীকে যৌতুকে গ্রহণ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময়ের ঘটনা লইয়া এই গাথা বা গানগুলি লিখিত তখন বঙ্গদেশে বৌদ্ধ মতের প্রভাব। সামাজিক ব্যবস্থা ঠিক হিন্দু-ধর্মের অনুযায়ী না হইলেও বিস্ময়ের কারণ নাই। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও সতীদাহ বহুকাল হইতেই এ দেশে প্রচলিত। রংপুরের গাথায় ও ভবানীদাসের গ্রন্থে বিধবাবিবাহ প্রথারও উল্লেখ দেখা যায়। একদিকে যেমন আমরা অদুনা ও পদুনার পাতিব্রত্য-ধর্মের উজ্জ্বল আলেখ্য দেখিতে পাই, অপর দিকে আবার গোপীচাঁদের অন্তঃপুরের বাজে রাণীগুলির অবস্থা বিবেচনা করিলে মনে হয়, জনসাধারণের মধ্যে সতীত্বধর্ম এই সময়ে খুব প্রবল ছিল কিনা সন্দেহ। স্ত্রী-স্বাধীনতা যে যথেষ্ট ছিল, পদে পদে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভূমিকা দীর্ঘ হইয়া পড়িল, কিন্তু অনেক কথারই সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত করা গেল না। আশা করা যায় কোন দিন কোন নবাবিষ্কৃত তাম্রফলক হইতে এই ভারত-বিখ্যাত বঙ্গ-নৃপতির বিবরণ আরও পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগের কৌতূহল-নিবৃত্তির সাহায্য করিবে।

রংপুরের সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, স্বনামখ্যাত রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মন্ এম্ এ, বি এল্, শ্রীমান্ মহেন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি যাঁহারা এই গ্রন্থের শব্দার্থ নিরূপণে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সম্পাদকগণের অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন। শব্দার্থ নিরূপণে ও ভাষাতত্ত্ববিষয়ক আলোচনায় অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ, নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রভৃতি যাঁহাদিগের নিকট ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনায় সহায়তা পাইয়াছি তাঁহারাও ধন্যবাদার্হ। পরিশেষে, যাঁহার দেশভাষার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে, যাঁহার

উৎসাহ ও যত্ন এই গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইবার মূল কারণ, সেই দেশবরেণ্য স্যার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি সম্পাদকগণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। গোপীচন্দ্রের গানের পাণ্ডুলিপি দেখিয়াই তিনি ইহার মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়া দেন, নতুবা গাথাটী কতদিনে লোক-লোচনের বিষয়ীভূত হইত তাহা কে জানে?

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য

গোবিন্দচন্দ্র বিষয়ক প্রকাশিত অন্যান্য বাংলা রচনা

মাণিকচন্দ্র রাজার গান—Linguistic Survey of India নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সম্পাদক এবং ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন্ সাহেব রংপুরের কৃষকদিগের মুখ হইতে শুনিয়া ইহার একটি পাঠ লিখিয়া লইয়াছিলেন এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার সংগৃহীত পাঠের সঙ্গে বর্তমান সংকলনের 'গোপীচন্দ্রের গানে'র অংশের অনেক বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়, অনেক সময় ভাষাগত ঐক্যও লক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের উভয়েরই মূল ভিত্তি অভিন্ন।

ময়ূরভঞ্জ হইতে প্রাপ্ত গোবিন্দচন্দ্রের গীত—স্বর্গীয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সঙ্কলিত 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' প্রথম খণ্ডে (পৃ. ৮৫-৯৪) একখানি ময়ূরভঞ্জ হইতে প্রাপ্ত গোবিন্দচন্দ্রের গীতের পরিচয় দিয়াছেন। বাংলাদেশ হইতে তাহা উড়িষ্যায় নীত হইয়া সেখানে ইহা কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু এই পরিবর্তন বহির্মুখী বিষয় অবলম্বন করিয়াই সাধিত হইয়াছে, কাহিনীর অন্তর্মুখীন মূল ধারায় কোন পরিবর্তন হয় নাই। ইহার মধ্যে বাংলার সঙ্গে ওড়িয়া ভাষারও সংমিশ্রণ হইয়াছে। নামগুলির মধ্যেও ইহাতে কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন গোপীচন্দ্রের বংশাবলী বর্ণনায় উল্লেখিত হইয়াছে, সুরচন্দ্রের পুত্র তারাচন্দ্র, তাহার পুত্র ব্রহ্মাচন্দ্র, তাহার পুত্র গোপীচন্দ্র।

গোবিন্দচন্দ্র গীত—দুর্লভ মল্লিক বিরচিত, শিবচন্দ্র শীল সম্পাদিত (১৩০৮), পুথিখানি বর্ধমান জিলার এক গ্রামে লিখিত হইয়াছিল। ইহাই পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত এই বিষয়ক একমাত্র পুঁথি। ইহার মধ্যে তত্ত্বকথা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত ভাষার প্রভাবও অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। ইহাতে হাড়িপার এক পুত্রের কথা শুনিতে পাওয়া যায়; তাহার নাম শিশুপা। এই বিষয়ক আর কোন রচনায় ইহার কথা নাই।

গোপীচন্দ্রের পাঁচালী—ভবানী দাস রচিত, নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত সম্পাদিত, ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত (১৩২১)।

গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—আব্দুল সুকুর মহম্মদ বিরচিত, নলিনীকান্ত ভট্টশালী কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা ; ১৩৩২। ইহাতে ক্রমান্বয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে—গোপীচন্দ্রের বিবাহের সম্বন্ধ, গোপীচন্দ্রের বিবাহ, গোরক্ষনাথ ও ময়নামতীর কথা, মুকুল সহরে গোপীচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক, মাণিকচন্দ্রের মৃত্যু, ময়নামতীর সহমরণের ইচ্ছা, কিন্তু অগ্নি কর্তৃক তাহাকে দগ্ধ করিবার অক্ষমতা, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে ময়নামতীর আদেশ, হাড়িফা-ময়নামতী সংবাদ, গোপীচন্দ্রকে দীক্ষা দিতে হাড়িফার অঙ্গীকার, গোপীচন্দ্রের জ্ঞানের ব্যর্থতা, জ্ঞানপ্রভাবে শুষ্ক পুষ্করিণী জলপূর্ণ না হওয়াতে হাড়িফাকে গোপীচন্দ্রের আস্তাবলের নীচে পুতিয়া ফেলা, মাটির নীচে হাড়িফার যোগাসন, কানুফার গুরু অন্বেষণ, কানুফা-গোরক্ষনাথ সংবাদ, কদলীপাটনে মীননাথের সহিত সাক্ষাৎ বর্ণন, গোরক্ষনাথের নিকট কানুফার হাড়িফার সংবাদ প্রাপ্তি, কানুফা-ময়নামতী সংবাদ, হাড়িফার কোপ হইতে গোপীচন্দ্রকে রক্ষার মন্ত্রণা ও গোপীচন্দ্রের সোনার পুত্তলি নির্মাণ, মাটির তল হইতে উত্তোলিত হাড়িফার কোপে গোপীচন্দ্রের সোনার পুত্তলি ভস্ম, হাড়িফার নিকট পুত্রের জন্য ময়নামতীর জ্ঞান ভিক্ষা এবং গোপীচন্দ্র যোগী হইলে জ্ঞান দিবেন বলিয়া হাড়িফার আশ্বাস, ময়নামতী-গোপীচন্দ্র সংবাদ, গোপীচন্দ্রের সংসার ত্যাগে অনিচ্ছা, ময়নামতীর ধর্মকথা, গোপীচন্দ্রের হাড়িফার নিকট হইতে জ্ঞান লইতে অস্বীকার, ময়নামতীর হাড়িফা-মাহাত্ম্য কীর্তন এবং ধর্ম ও তত্ত্বকথা, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসগ্রহণে অঙ্গীকার, রাণীগণের বিলাপ, রাণীগণের মোহিনীবেশ ধারণ, বারমাস্যা, অদুনার করুণা, রাজার উত্তর, রাণীগণের হাড়িফা-বধের মন্ত্রণা, হাড়িফাকে বিষ-প্রয়োগ, গঙ্গায় নিক্ষেপ, হাড়িফার প্রত্যাবর্তন, পদুনার করুণা, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, সন্ন্যাসের পথে গোপীচন্দ্র কলিঙ্গনগরে, বেশ্যাগৃহে, বেশ্যার কামনা, প্রত্যাখ্যান ও বেশ্যার ক্রোধ, গোপীচন্দ্রের লাঞ্ছনা, বিলাপ, যোগসাধন। ইহাতে রাণীদিগের সঙ্গে পুনর্মিলনের কোন বৃত্তান্ত নাই।

টীকা-টিপ্পনী

নূতন সংস্করণের টীকাকারের

নিবেদন

স্বর্গত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহোদয় 'গোপীচন্দ্রের গান' প্রথম সংস্করণের একটি বিস্তৃত টীকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রধানতঃ শব্দার্থ, শব্দের ব্যুৎপত্তিনির্দেশ ও ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনা ছিল। তাহা সংক্ষিপ্ত করিয়া বর্তমান পরিশিষ্টের শেষভাগে প্রকাশিত হইল। যে-সকল শব্দের অর্থ উল্লেখ করিবার বর্তমানে কোন প্রয়োজন নাই, কিংবা যে-সকল ব্যুৎপত্তিনির্দেশ আধুনিক ভাষাতত্ত্বসম্মত নহে, তাহা উহা হইতে পরিত্যাগ করা হইয়াছে। স্বর্গত বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় যে-সকল বিষয় তাঁহার টীকায় উল্লেখ করেন নাই, অথচ আধুনিক পাঠক ও গবেষকের যাহা জানিবার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক, প্রধানতঃ সেই সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া আমি এই গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা করিয়া এখানে প্রকাশ করিলাম।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

টীকা

পৃষ্ঠা ১

ধর্মী—ধার্মিক। ধর্ম+ইন্ (অস্ত্যর্থে)। তু.—'ধর্মিলোক ধর্ম ভোগ করয়ে কেমনে।'—কাশীরাম।

ময়নার, ময়না, ময়নামতী—কর্ম-কারকে দ্বিতীয়ার 'কে'র স্থলে 'ক'র প্রয়োগ একদিক দিয়া যেমন প্রাচীনতার, তেমনি অন্যদিক দিয়া প্রাদেশিকতার লক্ষণ। সংস্কৃত 'মদনিকা' কিংবা 'মদনা' শব্দ হইতে 'ময়না' শব্দের উৎপত্তি হইতে পারে; কিংবা 'ময়না' বাংলার লোক-সাহিত্যের জন-শ্রুতিমূলক সাধারণ স্ত্রীচরিত্রের নাম। যেমন 'আগে যদি জান্‌তাম রে ময়না, তোরে নিবে পরে' (মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিবাহের গান)। ময়না পাখীর মত সুস্পষ্ট ও বহুভাষিণী বালিকার স্নেহার্থক নাম। 'মদন' শব্দ হইতে স্ত্রীলিঙ্গে গ্রাম্য-প্রয়োগ 'মদনা', তাহা হইতে ময়না, ইহার অর্থ কামুকা নারী। মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত একটি অঞ্চলের নাম ময়না, সেখানে ধর্মমঙ্গল কাব্যের কর্ণসেনের রাজধানী ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ময়নার পূর্ণ নাম ময়না-মতী। বাংলার জনশ্রুতিমূলক সাধারণ স্ত্রীচরিত্রের পূর্ণ নামও ময়নামতী। তু.—'আমার ময়না-মতী রে' (বিবাহের গান)। ত্রিপুরা জিলায় ময়নামতী নামে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় বা টিলা আছে। ইহার সঙ্গে মাণিকচন্দ্রের পত্নী ময়নামতীর সম্পর্ক আছে বলিয়া অনেকেই মনে করেন। কিন্তু এই বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই। ত্রিপুরা জিলার ময়নামতীর টিলা সম্পর্কে এই বৃত্তান্ত জানিতে পারা যায়। 'কুমিল্লার পাচ মাইল পশ্চিমে লাল-মাই পাহাড়, তাহার উত্তরাংশের নাম ময়নামতীর টিলা। পাহাড়টি উত্তর দক্ষিণে প্রায় দশ মাইল লম্বা, টিলায় টিলায় কেবলই ভগ্নাবশেষের চিহ্ন। ময়নামতীর টিলাটি মেহার-কুল পরগণায় অবস্থিত। টিলার নীচেই সাগরদীঘি নামে বিস্তৃত দীঘি এবং তাহার পরেই গোমতী নদী। ময়নামতীর টিলার উপর ত্রিপুরার মহারাজের বাংলা। উহার কিছু নীচেই একটি গুহার মুখের মত দরজা দেখা যাইত। ১৩৩০ সনে এই স্থান ত্রিপুরার মহারাজের আদেশে খনিত হয়। ফলে মাটির নীচ হইতে একটি পাকা গোফা বাহির হয়। উহাতে এক একজন বসিয়া ধ্যান করিবার উপযুক্ত পাচটি ছোট ছোট কুঠরী ছিল। হাড়িফার গোফার কথা স্মরণীয়।' (নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস', ১৩৩২, সম্পাদকীয় মন্তব্য পৃ. ১০)।

বিভা—বিবাহ; অন্ত্যস্বর ধ্বনিত (accented) হইবার জন্য মধ্য-বর্তী স্বরধ্বনি লুপ্ত হইয়াছে;

বিভা>বিহা>বিয়া, বে; মধ্য-যুগের বাংলায় 'বিবাহ' স্থলে 'বিভা' শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তু.—'বিভার লায়েক হৈল পুত্র লখীন্দর।'—ক্ষেমানন্দ

নও—স, নব>নব্>নও, হি. নও, নৌ, বা, নয়, সংখ্যাবাচক শব্দ; তু,—'নও কড়া কড়ি নিল হস্তত করিয়া।'—মণিকচন্দ্র রাজার গান।

বুড়ি—প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার মুদ্রাগণনার নিম্নতম হিসাব। অপভ্রংশ 'বোড়িআ'; পণ ও গণ্ডার মত দেশী কিংবা অষ্ট্রিক শব্দ। তু.—'মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি।'—মুকুন্দরাম।

হাবিলাস—স. অভিলাস, অর্ধতৎসম শব্দ, আদ্যস্বর ধ্বনিত হইয়া শ্বাসযুক্ত (aspirated) হইয়াছে এবং এইজন্য পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি মহাপ্রাণ হইতে অল্পপ্রাণে পরিণত (deaspirated) হইয়াছে। তু.—'কর্পূর তাম্বূল দেয় মনের হাবিলাসে।'—নারায়ণ দেব।

পাঁচকন্যা—পঞ্চকন্যা, তান্ত্রিক সাধন-সঙ্গিনী, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ইহা হইতেই পঞ্চকন্যা বা পাঁচকন্যার ব্যাপক উল্লেখ দেখা যায়। 'রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চকন্যা আনে।'—বৃন্দাবনদাস; 'আমরা ইন্দ্রের সুতা এ' পাঁচ ভগিনী।'—মুকুন্দরাম। এখানে দেখা যাইতেছে, পাঁচকন্যা ইন্দ্রের সুতা বলিয়া পরিচয় দিতেছে। বলা বাহুল্য, পুরাণে ইন্দ্রের পাঁচ-কন্যার কোনও উল্লেখ নাই। পঞ্চ বা পাঁচ সংখ্যার বিশেষ ঐন্দ্র-জালিক শক্তি আছে বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। সেইজন্য তান্ত্রিক সাধনায় পঞ্চসংখ্যক উপকরণের উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাহারই প্রভাব বশত এখানেও 'দেবপুরের পাঁচকন্যা'র কথা আসিয়াছে।

সতী—মাণিকচন্দ্র রাজাকে এখানে 'সতী' এই স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। সতী অর্থ এখানে সৎ বা ধার্মিক; কিন্তু সৎ অপেক্ষাও 'সতী' কথাটি এ' দেশে বিশেষ তাৎপর্যমূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেইজন্যই শব্দটি বিশেষার্থ বাচক। তু.—'গুণ-বতী ভাই আমার মন কেমন করে।'—ছড়া; ভাই'র বিশেষণ এখানে গুণবতী, ইহাও বিশেষার্থ মূলক শব্দ, সাধারণ গুণবান্ শব্দের কেবলমাত্র বিশেষণ পদ নহে।

ডাকিনী—তিব্বতী ভাষায় 'ডাক' শব্দের অর্থ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা (wisdom), তাহা হইতেই ডাকের বচনের অর্থ জ্ঞানের বচন বা (words of wisdom) তত্ত্ব-জ্ঞানের অনুশীলন করিত বলিয়া বৌদ্ধ একটি ধর্মসম্প্রদায়কে ডাক বলিত, সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত স্ত্রী চরিত্রকে ডাকিনী বলিত। সাধারণতঃ ইহারা নানা ঐন্দ্র-জালিক ক্রিয়ায় সিদ্ধ ছিল। বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের যুগে তাহারা সকলের নিন্দাভাজন হইল, তখন হইতেই ডাকিনী

কথাটি নিন্দাসূচক হইয়া উঠিল; তজ্জাত ডাইনী শব্দ তখন হইতে witch অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

পৃষ্ঠা ২

আথাইল—স. অস্থল (অস্থান অর্থে) >* অথল > আথল, আথালি, আথাইল। তু,—'শরগুলি আথালি পাথালি তালি খায়।'—ঘনরাম। 'অস্থান' অপেক্ষা 'অস্থল' হইতেই শব্দটি আথাইলে পরিবর্তিত হওয়া অধিকতর সম্ভব।

পাথাইল—পাদস্থল; পা রাখিবার স্থান (*foot stool*); কিংবা 'আথালি'র সমার্থক শব্দ; তু.—'আথালি পাথালী লোক ঘুমে অচেতন।'—নরসিংহ বসু (ধর্ম-মঙ্গল), 'আথালি পাথালি পড়ে একশত ঠাট।'—বিজয় গুপ্ত। পাঁজা কোলে করিয়া লওয়াকে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের প্রাদেশিক ভাষায় পাথালি কোলে করিয়া লওয়া বলা হয়। কিন্তু এখানে শব্দটির অর্থ অরক্ষিত স্থান, যেখানে সেখানে।

ভাটা—বৃত্তাকার খেলনা (ball), ডাংগুটি খেলিবার গুটি, দেশী শব্দ। তু—'দুই চক্ষু জিনি নাটা, ঘুরে যেন কড়ি ভাটা, কাণে শোভে স্ফটিক কুণ্ডল।'—মুকুন্দরাম। সোনার ভাটা সমাজের ঐশ্বর্যের পরিচায়ক; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক নাই, ইহা অতিশয়োক্তি মাত্র।

পৃষ্ঠা ৩

ছোট রাইয়ত—'ছোট রাইয়ত উঠি বলে বড় রাইয়ৎ ভাই', লোক-সাহিত্য বা মৌখিক সাহিত্যের ইহা একটি বিশিষ্ট রচনা-শৈলী। তু.—'উন্দ্রা বাগ্যা ডাক দিয়া কয় মাইনকা ওরে ভাই।'—'মৈমনসিংহ-গীতিকা'য় ও রূপ-কথায় সাধারণতঃ যে যমজ-চরিত্র বা twin character (তু.—শীত-বসন্ত, বিজয়-বসন্ত ইত্যাদি)-এর সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তাহারই লৌকিক রূপ বড় ভাই, ছোট ভাই, বড় রাইয়ত, ছোট রাইয়ত ইত্যাদি। বড় রাইয়ত ও ছোট রাইয়তের পরামর্শ করিয়া সমাজের অব্যবস্থা দূর করিবার প্রয়াসের মধ্যে আদিম সমাজের গণতান্ত্রিক সংগঠনের ইঙ্গিত প্রকাশ পাইতেছে।

মহৎ—সমাজ-জীবনের আদিম অবস্থায় যখন মানুষ গোষ্ঠী(community)-বদ্ধ হইয়া বাস করিত, বর্ণবিভাগ যখন পর্যন্তও সমাজের মধ্যে প্রবেশ করে নাই, তখন ইহা একব্যক্তিকে ইহার নেতা নির্বাচিত করিয়া তাহারই শাসন স্বীকার করিয়া চলিত। তাহাকেই বিভিন্ন নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে, যেমন প্রধান, নায়ক, লায়া, মোড়ল, মণ্ডল, মাঝি, মহৎ ইত্যাদি। এক একটি পল্লী কিংবা অঞ্চল এক একজন 'প্রধান' বা 'মহৎ' ব্যক্তিরই অধীনস্থ থাকিত; গ্রাম্যজীবনের সকল ব্যাপারই তাঁহারই নির্দেশে পরিচালিত

হইত। কালক্রমে নানা কারণে ইঁহাদের এই অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, এখন কেবল মাত্র তাঁহাদের পদবীটুকুর মধ্যে তাঁহাদের এই পূর্বগৌরবটুকুর স্মৃতি অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। ইঁহাদের রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক অধিকার লুপ্ত হইয়া যাইবার পর ইঁহাদের কেবলমাত্র সমাজের ধর্মীয় জীবনের উপর অধিকারটুকুই শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল, কিন্তু কালক্রমে গ্রামে ব্রাহ্মণ বসতি স্থাপিত হইবার পর এবং ব্রাহ্মণের সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইবার পর, তাঁহাদের সেই অধিকারও লুপ্ত হইয়াছে।

পৃষ্ঠা ৫

কালা ধলা পাঁঠা—দেবতার তকল্পি রঙের সঙ্গে রঙ মিলাইয়া বলি-দানের জন্য পশুপক্ষী নির্বাচন করিবার রীতি আদিম সমাজেই প্রধানতঃ প্রচলিত দেখা যায়। ঋগ্‌বেদের মধ্যেও তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল দেখা যায়। মিত্র ও বরুণ দেবতার পূজা সম্পর্কিত আচারগত পার্থক্য নির্দেশ করিতে গিয়া 'তৈত্তিরীয় সংহিতা' ও 'মৈত্রায়ণী সংহিতা'য় উল্লেখিত হইয়াছে যে, মিত্র দেবতার নিকট সাদা রঙের বলি ও বরুণ দেবতার নিকট কালো রঙের পশু বলি দিতে হইবে। এই সম্পর্কে উল্লেখিত হইয়াছে, "The same contrast between Mitra as a god of day and Varuna as a god of night is implied in the ritual literature, when it is prescribed that Mitra should receive a white and Varuna a dark victim at sacrificial post (TS 2, 1, 749; MS 2, 5⁷—A, A, Macdonell, *Vedic Mythology* (Strassburg, 1897) pp 29-30). এমন কি, দেবতার কল্পিত রঙের সঙ্গে রঙ্ মিলাইয়া পশুবলি দিবার রীতি ব্রাহ্মণের যুগেই আর্যসংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'in the *Satapatha' Brahmana* (5.5.4) the Asvins are described as red-white in colour and therefore, a red-white goat is offered to them. (Ibid, p. 51) ইহাকে ইংরেজিতে sympathetic magic বলা হয়। বাংলাদেশে ধর্মঠাকুরের নিকট সাদা রঙের পশু কিংবা পক্ষী এবং কালীর নিকট কালো রঙের পাঁঠা বলি দেওয়ার রীতি ব্যাপক প্রচলিত আছে। ধর্মঠাকুর বা আদিম সমাজের সূর্যদেবতার নিকট সাদা রঙের পশুপক্ষী বলি দিবার বিস্তৃত বিবরণের জন্য মৎপ্রণীত 'বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস' (চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ৫৭৭-৫৮৫ দ্রষ্টব্য।) কালা ধলা পাঁঠা বলি দিয়া দেবতার নিকট মানসিক

পালন করিবার কথা। বাংলার লোক-সাহিত্যে আরও শুনিতে পাওয়া যায়, যথা—'নন্যার ঠাকুর খাইতে বইছে গলাত লাগ্‌ছে কাঁটা। বান্যার ছেড়ী মান্যা থুইছে কালা ধলা পাঁঠা॥'—মৈমনসিংহ-গীতিকা। গ্রীয়ারসন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে কেবল মাত্র ধলা পাঁঠার কথা উল্লেখ আছে। ইহা ধর্মঠাকুরের পূজাচারের প্রভাব-জাত , কারণ, পুর্বেই বলিয়াছি, কেবলমাত্র ধর্মঠাকুর বা আদিবাসীর সূর্য-দেবতাকেই আসাম হইতে আরম্ভ করিয়া, এমন কি মালাবার ও ত্রিবাঙ্কুর পর্যন্ত সর্বত্রই সাদা রঙের পাঁঠা, শূকর কিংবা হাঁস মুরগী পায়রা ইত্যাদি বলি দিয়া পূজা করা হয়। অতএব কালা ধলা পাঁঠার মধ্যে একদিকে তান্ত্রিক প্রভাব এবং অন্যদিকে আদিবাসীর সূর্যোপাসনার প্রভাব কার্যকর হইয়াছে।

রসি সঙ্গরিয়া—রসি সঙ্গে করিয়া, দড়িতে বাঁধিয়া।

বিন্নার থোপ—বিন্না একপ্রকার বন্য তৃণের খড়; থোপ শব্দের অর্থ ঝাড়।

লাংটি চিপি শাপ—মৌখিক অভিশাপকে কার্যকর করিবার জন্য অভিশাপ উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে কতক-গুলি শারীর ক্রিয়াও অবলম্বন করা হয়। তন্মধ্যে দাঁত কিড়মিড় করিয়া, হাত কচলাইয়া, আঙ্গুল মট্‌কাইয়া অভিশাপ দেওয়ার রীতি গ্রাম্যসমাজে প্রচলিত আছে। ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ নিজের পৈতা ছিঁড়িয়া অভিশাপ দিয়া থাকেন। ভিক্ষু কিংবা সন্ন্যাসীর পরিধেয় লেংটি কিংবা কৌপীন হাত দিয়া চিপিয়া বা নিংড়াইয়া অভিশাপ দিবার রীতির প্রচলনের কথাই এখানে উল্লেখ করা হইতেছে। ইহাতে অভিশাপ-দাতার চরম ক্রোধ প্রকাশ পাইবার কথাই ব্যক্ত হয়।

মহাদেব—ইনি পৌরাণিক শিব নহেন, উত্তরবঙ্গের কৃষক-সমাজের লৌকিক দেবতা মাত্র। দিনাজপুর জেলায় ইনি মহারাজ নামে কৃষক-সমাজ কর্তৃক পূজিত হন, তাঁহার ক্রোধ মঙ্গলকাব্যের দেবতাদিগের ক্রোধের অনুরূপ; আশ্রিত ভক্তের উপর অত্যাচারের কথা শুনিবামাত্র আকস্মিকভাবে ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠেন। তিনি যে এই সমাজের Supreme Deity তাহাও নহেন; নিরঞ্জন ধর্ম বা সূর্যদেবতাই এই সমাজের Supreme Deity বা পরমেশ্বর। কারণ, একটু পরেই মাণিকচন্দ্রের অপরাধ সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে, 'এবার বিচার করবেন ধর্মনিরঞ্জন।' হিন্দুধর্মের প্রভাব বশতঃ মহাদেব (Great God) এর নামটি এই অঞ্চলের যুগী ও মুসলমান কৃষক সমাজে প্রচার লাভ করিলেও তাঁহার লৌকিক রূপ আচ্ছন্ন হইয়া যাইতে পারে নাই।

মঙ্গলবার দিনা—মঙ্গলবার দিন; বাংলার লোক-বিশ্বাসে (folk-

belief) বারের মধ্যে মঙ্গল ও শনিবার এবং তিথির মধ্যে অমাবস্যা তিথি black magic বা কৃষ্ণ ইন্দ্রজাল প্রয়োগ করিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। মঙ্গল পাপগ্রহ, ইহার নামাঙ্কিত বারও পাপাশ্রিত, ইহাতে কোনও শুভ-কার্য করিতে নাই; এই দিনে অভিশাপ' উচ্চারণ করিলে তাহা ব্যর্থ হইবে না, এই বিশ্বাস হইতেই মহাদেব মঙ্গলবারেই মাণিকচন্দ্রকে অভিশাপ দিতেছেন।

পৃষ্ঠা ৬

গোদা—যাহার গোদ বা elephantiasis রোগ আছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একটি সাধারণ নিন্দিত চরিত্ররূপে সর্বদাই ইহার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। নারী দিগের পতিনিন্দায় গোদা স্বামীর নিন্দা শুনা যায়; যেমন, 'আর যুবতী বলে সই মোর গোদা পতি।' 'গোদে তেল দিয়া কত তুলিব ন্যাকার।'—মুকুন্দরাম। 'ভাবিয়া চিন্তিয়া গোদায় মনে কৈল সার। সুন্দরী ধরিতে গোদায় মেলিল সাঁতার॥'—ষষ্ঠীবর। গোদা শব্দের আর এক অর্থ প্রধান বা শ্রেষ্ঠ, যেমন 'ঠক চাচা গিয়া পালের গোদা হইয়া বসিলেন (আলালের ঘরের দুলাল)', গোদা চিল অর্থ একজাতীয় বড় চিল, যেমন 'শঙ্খ-চিলের ঘটি বাটী। গোদা চিলের মুখে লাথি।' সেই অর্থেই এখানে গোদা যম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। গোদা যম একজন প্রধান যমদূত। এখানে যমের পায়ে গোদ এমন কথা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

পৃষ্ঠা ৭

ধবল বস্ত্র—ময়নামতী প্রৌঢ়া হইলে[ও] এখনও সধবা; সুতরাং ধবল বস্ত্র অর্থাৎ শাদা থান পরিধান করিবা[র] তাহার কোন কারণ নাই। ত[বে] ধর্মঠাকুরের পূজার প্রভাব বশ[তঃ] এখানে ধবল বস্ত্রের ক[থা] আসিয়াছে। ধর্মঠাকুর বা আদি[ম] সূর্যদেবতা সর্বশুক্ল। রূপরাম তাঁহা[র] ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুরের [এ]ই বর্ণনা দিয়াছেন—

> ধবল অঙ্গের জ্যোতি
> ধবল মাথার ছাতি
> ধবল বসনে বাড়ীঘর।
> ধবল ভূষণশোভা
> অনুপম মুনিলোভা
> আলো কৈলে পরম সুন্দর॥

উত্তরবঙ্গে যদিও ধর্মঠাকুরের পূ[জা] অপ্রচলিত, তথাপি ধর্মনিরঞ্জনে[র] নামটি অবিদিত নহে। 'গোপী-চন্দ্রের গানে' শ্বেত মাছির কথা আছে, তাহাও ধর্মঠাকুরের প্রভাব[-] জাত। ধবল বস্ত্র পবিত্র বস্ত্র অ[র্থে] এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে।

হেমতালের লাঠি—মনসা-মঙ্গ[ল] কাহিনীর প্রভাব-জাত। চাঁ[দ] সদাগরের স্কন্ধে হিন্তালের য[ষ্টি] থাকিত, তাহা দ্বারা মনসা সর্বদা তাড়িত হইতেন। হিন্তাল যষ্টি[র] এমন কোন গুণ ছিল বলিয়া ম[নে] হয়, যাহা দ্বারা সর্প সর্বদা ইহা দেখিয়া দূরে পলাইয়া যাই[ত]

তাহা হইতেই সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার ইহার ভয়ে পলাইয়া যাইবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। যদিও গোদা যম কিংবা ময়নামতীর সঙ্গে সর্পের কোনও সম্পর্ক নাই, তথাপি সমাজে চাঁদ সদাগরের কাহিনীর প্রভাব বশতঃ হেন-তালের লাঠির অথবা হিন্তালের যষ্টির প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এখানে যমকে হিন্তালের যষ্টি দিয়া তাড়না করাই ময়নামতীর উদ্দেশ্য ছিল।

পৃষ্ঠা ১১

বান্দিক নিগি যমের হস্তে দিল—রাজার প্রাণ যমের হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একজন বাঁদী বা ক্রীতদাসীর প্রাণ যমের নিকট উৎসর্গ করিল বা বলি দিল। ইহার মধ্যে এক অতি সুপ্রাচীন ও আদিম সামাজিক প্রথার উল্লেখ রহিয়াছে। রাজা বা গোষ্ঠীর যিনি প্রধান ব্যক্তি নানা অলৌকিক উপায়ে সমাজ মৃত্যুর হাত হইতে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিত। যখন রাজার কোন প্রকার রোগ হইত এবং তাহা দ্বারা তাঁহার মৃত্যুর আশঙ্কা প্রকাশ পাইত, তখন তাঁহার প্রাণের পরিবর্তে তাঁহার অধীনস্থ দাস-দাসীর প্রাণ দেবতার নামে বলি দেওয়া হইত। অনেক সময় রুগ্ন রাজার নিকট আত্মীয়স্বজনকেও দেবতার নামে হত্যা করিয়া রাজার প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করা হইত। এখানেও তাহার উল্লেখ আছে। বাঁদীর প্রাণ লইয়া যাইবার পরদিন যখন যম ফিরিয়া আসিল, তখন 'আপনার ভাই নিগি যমের হস্তে দিল।' এই শ্রেণীর প্রথা আফ্রিকার আদিবাসী সমাজে বহুল প্রচলিত ছিল। রাজার মৃত্যু যখন কোন উপায়ে রোধ করা যাইত না, তখন পরলোকে গিয়া যাহাতে তাঁহার রাজভোগে কোনও বাধা না হয়, সেই উদ্দেশ্যে তাহার পত্নী, উচ্চ রাজকর্মচারী ও দাসদাসীদিগকেও হত্যা করিয়া তাঁহার সঙ্গে পরলোকে পাঠান হইত। মিশরীয় পিরামিডগুলির মধ্যে এই জীবন-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। উড়িষ্যা, বাংলা ও আসামে অলৌকিক শক্তিকে তুষ্ট করিয়া আত্মরক্ষা করিবার জন্য দেবতার নিকট নরবলির দিবার রীতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। রাজার পরিবর্তে বাঁদীকে যমের হস্তে অর্পণ করিবার মধ্যে সেই আদিম বিশ্বাসেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

পৃষ্ঠা ১৫

শ্বেত কূয়ার জল—পূর্বে ধবল বস্ত্র সম্পর্কিত টীকা দ্রষ্টব্য। ধর্ম-ঠাকুরের পূজার প্রভাব বশতঃ এখানেও শ্বেতবর্ণ কূপের জলের পবিত্রতার কথা আসিয়াছে। যে কূপের জল স্ফটিকের মত শ্বেতবর্ণ বা শুভ্রবর্ণ অর্থাৎ স্বচ্ছ।

পৃষ্ঠা ১৭

বচন মোর হিয়া—আমার অন্তরের কথা এই অর্থে ব্যবহৃত। ইহা লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শব্দশৈলী।

পৃষ্ঠা ১৮

সোনার ভোমরা—বাংলা লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট চিত্ররূপ ভ্রমর বা ভোমরা। ছেলেভুলানো ছড়া হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা লোকসাহিত্যের সকল বিষয়েই ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়; কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, যেমন 'হেঁসেল ঘরে ঘুম যায়রে ভ্রমরা ভ্রমরী'—ছড়া; 'নিশীথে যাইও ফুলবনে রে মন ভমরা।'—লোক-গীত; 'কাল ভমরা উইড়া যাইতে শাল বিন্ধাইল গালে।'—ঐ। দেহের বন্ধনমুক্ত আত্মা অন্য দেহ ধারণ করিবার পূর্ব পর্যন্ত সর্বদাই ভ্রমরের রূপ ধারণ করিয়া থাকে বলিয়া জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়। তু—'সোনার প্রতিমা দুটি ছাই হঞা গেল। ভ্রমরভ্রমরী হঞা উড়িতে লাগিল॥' —বিষ্ণু পাল (মনসামঙ্গল)। এখানেও যম বা মৃত্যু সোনার ভ্রমরের রূপ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

জীউ নিল লাংটিতে বান্ধিয়া—পৃথিবীর সকল অঞ্চলেই আদিম জাতির সমাজমাত্রই বিশ্বাস করিয়া থাকে যে 'জীউ' বা আত্মা একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু (material object), ইহার আকার নিতান্ত ক্ষুদ্র। কাহারও মৃত্যু হইলে ইহা তাহার দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়, তখন ইচ্ছা করিলে ইহাকে কোনও পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিম জাতির মধ্যে এই বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল। সেই আদিম বিশ্বাস অনুসরণ করিয়াই এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যম সদ্যমৃত মাণিক-চন্দ্রের জীউ বা আত্মা লাংটিতে বাঁধিয়া লইল। লাংটিতে বাঁধিয়া লওয়ার সার্থকতা এই যে, ইহা গোপন স্থানে সুদৃঢ় ভাবে রক্ষিত হইল, কেহ সহজে তাহা কাড়িয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। মনসা-মঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায়, সহ-মরণে উষা এবং অনিরুদ্ধ প্রাণ-ত্যাগ করিবার পর মনসা 'সোনা-রূপার কৌটাতে অনি-উষাকে ভরিয়া 'চাম্পা নগরে যান জিতেন্দ্রিয় হঞা।' —বিষ্ণুপাল। উড়িষ্যার শবরজাতি এখনও মৃত ব্যক্তির আত্মাকে তিন বৎসর পর্যন্ত একটি মাটির হাঁড়ির মধ্যে পুরিয়া মাটিতে পুতিয়া রাখে। অতঃপর ইহাকে পিতৃলোকে মুক্তি দেয়।

পৃষ্ঠা ১৯

একটা আমের পল্লব হস্তে করিয়া—এই পদটিতে বাংলার সতীদাহপ্রথার ইঙ্গিত রহিয়াছে। সহমরণে যাইতে উদ্যতা সতী সে যুগে হাতে একটি আমের ডাল ধারণ করিয়া তাহার এই কার্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিত।

তাহা হইতেই বাংলায় এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে; যেমন 'মেয়ে যেন আমের ডাল ধরেছে।' মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও ইহার এই প্রকার উল্লেখ পাওয়া যায়,—'আলাইয়া সুকবরী, আভরণ ত্যাগ করি, সঘনে নাড়য়ে আম্রডাল।'—মুকুন্দরাম; 'সহমৃতা হইতে আম্রের ভাঙ্গে ডাল।'—ঘনরাম; 'আম্রশাখা ভাঙ্গিয়া শিয়রে বসে সতী।'—রামেশ্বর; 'আমের ডাল ভেঙ্গে গেলি জানায়ে সতী সাধ্বী। আগুন দেখে বস্‌লি বেঁকে, তোর নেই অসাধ্যি।' দাশু রায়। ময়নামতী এখানে সহমরণে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন।

পৃষ্ঠা ২৬

চ্যাঙ্গা বোড়া—সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার নাম চেঙ্গমুড়ী; তু.—'পূজা লইতে চাহ কানী চেঙ্গ বেঙ্গ খায়া।'—জীবন মৈত্র; 'দেবতার ভোগ এড়ি চেঙ্গ বেঙ্গ খাও।'—নারায়ণদেব। চেঙ্গ খাদক বোড়া সাপ। বোড়া সাপ সম্পর্কে বাংলাদেশে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে, যথা, 'রাজসাপ দেখি জো চমকাই তং কিং বোড়া খাই।'—বৌদ্ধগান; 'চক্করে বোড়া'; 'চাটলে চিতি, কাটলে বোড়া'; 'বেজ বাণিয়া বোড়া, তিন নষ্টের গোড়া'; 'বৈদ্য বারেন্দ্র বোড়া, তিন নষ্টের গোড়া'; 'বোড়া সাপের থোরা বিষ'; ইত্যাদি। বোড়া সাপের ইংরেজি নাম Python molurus snake. সকল প্রকার বাত-বেদনায় বাংলার পশ্চিম সীমান্তবাসী আদিবাসিগণ বোড়া সাপের চর্বি বা 'বোড়া ইতিল' মালিস করিয়া থাকে; তাহাদের মধ্যেও বোড়া নামটি শুনিতে পাওয়া যায়।

পৃষ্ঠা ২৯

পাতালতে ছিল কাঁকড়া—বাংলার পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসী অষ্ট্রিক ভাষাভাষী আদিবাসী জাতি-সমূহের মধ্যে প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণীতে কাঁকড়া (crab) এক প্রধান অংশ অধিকার করিয়াছে। তাহাতে শুনিতে পাওয়া যায়, সৃষ্টির আদিতে জল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ঠাকুরজী সেই অনন্ত জলরাশির দিকে চাহিয়া কাঁকড়াকে ডাকিলেন, কাঁকড়া জলমধ্য হইতে উঠিয়া আসিল, ইহার গায়ে যে মৃত্তিকা লাগিয়া ছিল, তাহা দ্বারাই জগৎসৃষ্টির গোড়া পত্তন হইল। এখানে তাহারই প্রভাব অনুভব করা যাইতেছে।

পৃষ্ঠা ৪০

পতুনাক পাইল দানে—আদিম সমাজের বিবাহপ্রথা বড়ই বিচিত্র ছিল, এখানেও একটি অতি আদিম বিবাহপ্রথার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে, ইহা হিন্দুসমাজ-বহির্ভূত বিবাহ প্রথা। এখানে দেখা যাইতেছে, অতুনার সঙ্গে গোপীচন্দ্রের শাস্ত্রসম্মত বিবাহ হইয়াছে,

কিন্তু তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী পদুনাকে তিনি যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার সম্পর্কে বিবাহের শাস্ত্রীয় আচার পালন করা হয় নাই। বলা বাহুল্য, হিন্দু বিবাহ এইভাবে সিদ্ধ হয় না। কুশণ্ডিকা না হইলে হিন্দু বিবাহ অসিদ্ধ। সুতরাং ইহা দ্বারা একটি অহিন্দু সামাজিক আচারের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু দেখা যায়, পদুনাও সমাজে গোপীচন্দ্রের ধর্মপত্নীর মর্যাদাই লাভ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুও অনুরূপ আচারেই বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার আনুষ্ঠানিক ভাবে বিবাহিতা পত্নীর কনিষ্ঠা ভগিনী জাহ্নবী দেবীকেও যৌতুকরূপেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকেও ধর্মপত্নীর মর্যাদা দিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে যে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তিনি বৈষ্ণব সমাজের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কোনও বিলুপ্তপ্রায় সামাজিক প্রথা অনুসরণ করিয়াই গোপীচন্দ্র পদুনাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাংলার প্রতিবেশী কোন আদিম সমাজের বিবাহপ্রথার প্রভাব এখানে থাকাও অসম্ভব নহে।

পৃষ্ঠা ৪১

ভাট—জাতিবিশেষ। ইহাদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে, 'Bhats of Bengal are probably different from those of Bihar. Numerous only in Midnapore and Birbhum. Claim to be descended from Brahman marriage-brokers. Original occupation that of geneologists and family bards. Risley's description applies to the Bihar caste. Religious and social observances are same as of ordinary middle class Hindus.' (*Census 1951 West Bengal: The Tribes and Castes of West Bengal 1953, p. 77.*) বিবাহের ঘটকালি, কুলপঞ্জী ও কুষ্ঠী নির্মাণ, পূজা উপলক্ষে আগমনী বিজয়া গান শ্রীহট্ট জিলার ভাটদিগের জীবিকানির্বাহের উপায়।

পৃষ্ঠা ৪৫

সুবচনি, সুবচনী—তাম্বূল-বিলাসিতা বাঙ্গালী জাতীয় চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য; সেই সূত্রেই পান-সুপারির অধিষ্ঠাত্রী এক লৌকিক দেবতার পরিকল্পনা করা হয়, তাঁহার নাম সুবচনী। পান খাইলে উত্তম বচনশক্তি বা কণ্ঠস্বর লাভ করা যায় এই অর্থে ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম সুবচনী হইয়া থাকিবে। কেহ কেহ শুভচণ্ডী শব্দ হইতেও সুবচনী শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে এ কথা মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু মনে

হয়, প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই ইহার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত। বৎসরের নূতন পান ও নূতন সুপারি যখন পাওয়া যায়, তখন সধবাগণ এই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন। একটি পাত্রে নূতন পান ও সুপারি রাখিয়া খয়ের ও অন্যান্য দ্রব্যসহ ব্রতিনীগণ তাহা সুবচনীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া থাকেন। রবি ও বৃহস্পতিবার এই ব্রত উদ্‌যাপনের পক্ষে প্রশস্ত। নির্দিষ্ট আচার অনুযায়ী ব্রত পালন করিয়াই সুবচনীর মাহাত্ম্য সূচক একটি কাহিনী বা কথা (ব্রতকথা) বর্ণনা করিতে হয়। পান-সুপারির অধিষ্ঠাত্রী দেবী সুবচনীর ব্রত-কথাটিও বিশেষ তাৎপর্যমূলক; সেইজন্য তাহা এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

"এক বিধবা ব্রাহ্মণী ও তাহার এক ছেলে। মা ছেলেকে কিছু চরকা-কাটা সূতা বিক্রয় করিয়া তাহার বিনিময়ে অন্য দ্রব্য আনিতে বাজারে পাঠাইলেন। বড় দরিদ্র, কষ্টের সংসার। সুবচনী ঠাকুরাণী ছদ্মবেশে পথে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই কি নিয়া যাস্?' ছেলে বলিল, কিছু সূতা নিয়া বাজারে যাই।' সুবচনী বলিলেন, 'আমার জন্য কিছু পানসুপারি, সিন্দুর, তেল আনতে পারবি?' ছেলে বলিল, তাহার অর্থাভাব, এই সকল জিনিস আনিতে পারিবে না। ঠাকুরাণী বলিলেন, 'আজ তোর সূতা খুব বেশি মূল্যে বিক্রয় হইবে।' ঈশ্বরের কি ইচ্ছা—সে হাটে যাওয়া মাত্রই সমস্ত সূতা অধিক মূল্যে বিক্রয় হইল; নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সে ক্রয় করিল ও ঠাকুরাণীর নির্দিষ্ট দ্রব্যসমূহ নিয়া ফিরিবার পথে ঐ স্থানেই আসিয়া বলিল, 'তোমার দ্রব্যাদি লইয়া যাও।' তখন সুবচনী ঠাকুরাণী নিজমূর্তি ধরিয়া ব্রাহ্মণ-তনয়ের নিকট আসিয়া বলিলেন, 'এই পান-সুপারি তৈল-সিন্দুর যেন একটা রেকাবে নিয়া তোর মা দাঁড়াইয়া আমার নামে জোকার দেয়। ঐ সমস্ত যেন নিজে ব্যবহার করে ও প্রতি-বেশীদের মধ্যে বিতরণ করে।' সে বাড়ী আসিয়া সমস্ত নিবেদন করিলে ব্রাহ্মণী রবি ও বৃহস্পতি-বার সুবচনীকে পুজিতে আরম্ভ করিল; ধনে জনে তাহার সংসার অল্পদিনেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।" প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, 'ব্রত ও আচার', ঢাকা, ১৩৪৭, পৃ. ১৮)।

পৃষ্ঠা ৫০

বুড়ী ময়না বা ময়না বুড়ী—ময়না বুড়ী কিংবা বুড়া ময়না অর্থ এখানে বৃদ্ধা ময়নামতী নহে, বুড়ী এখানে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাংলার লৌকিক ধর্মের মধ্যে বুড়ী বলিয়া পরিচিতা একাধিক দেবতা আছেন, ইঁহাদের মধ্যে উত্তরবঙ্গের ময়না বুড়ীর মত তিস্তা বুড়ীর নামও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। পশ্চিমবঙ্গে আসানসোলের সন্নিকটবর্তী ঘাগড় বুড়ীও বিশেষ জাগ্রতা দেবী বলিয়া মনে করা

হয়। বীরভূম জেলার বুড়ীমা সর্পদেবী মনসারূপে পূজিতা হন। এ দেশের জনসাধারণের বিশ্বাস এই যে চাঁদের মধ্যে এক বুড়ী বসিয়া অনবরত সূতা কাটিয়া যাইতেছেন, তিনি চাঁদের বুড়ী বলিয়া পরিচিত। বাংলার লৌকিক ধর্মে বুড়ী-উপাসনা (old lady cult) একটি বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছিল। গোপীচন্দ্রের গানের ময়না বা ময়নামতীর সঙ্গে বুড়ী-উপাসনা উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে একাকার হইয়া গিয়াছিল; সেই জন্যই এখানে ময়নার সঙ্গে বুড়ী কথার উল্লেখ রহিয়াছে, ময়নাকে বৃদ্ধা বলিয়া তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে।

পৃষ্ঠা ৫৪

গাবুরাক, গাবুর—স. গর্ভরূপ > গব্ভরূঅ > গাভুর, যুবক; মধ্য-যুগের সাহিত্যে শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়,—'গাভুর যোগিয়া তুহ্মি, যোয়ান যোগিনী আহ্মি।'—গোরক্ষবিজয়।

পৃষ্ঠা ৬৯

সাত পরীক্ষা—পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই নারীর সতীত্ব পরীক্ষা করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। ইংরেজিতে ইহাকে 'chastity test' বলা হইয়া থাকে। এই পরীক্ষা নানা প্রকারের হইত। 'The test by fire is the most common. The suspected woman was forced to thurst her arm into boiling water, or boiling lead, or in a flame, or forced to walk barefoot over red-hot plow-shares etc. If she was burned she was belived to be guilty; if unseathed, innocent. In the test by water she was thrown into body of water; if she sank, she was guilty; if she floated, innocent. According to legend, Virgil in his role as necromancer, constructed a huge brass serpent as a sort of mechanical chastity tester. A suspected woman could be tested by forcing her to place her arm in the creature's mouth. If she was guilty, the animal would close its jaws and hold her arm fast." বাল্মীকির রামায়ণে সীতার কেবল মাত্র অগ্নিপরীক্ষার কথাই আছে; কিন্তু মনসা-মঙ্গলে বেহুলার 'অষ্ট পরীক্ষা'র কথা বর্ণিত হইয়াছে ('বাইশ কবির মনসা মঙ্গল,' ২য় সং, পৃ. ২৬৫-২৬৭ দ্রষ্টব্য)। অষ্ট-পরীক্ষা যথাক্রমে সর্প-পরীক্ষা, কুশাঙ্কুর পরীক্ষা, ক্ষুর-পরীক্ষা, অগ্নিপরীক্ষা, জল-পরীক্ষা, শঙ্খ পরীক্ষা, জতুগৃহ-পরীক্ষা ও তুলা পরীক্ষা। 'মনসা-মঙ্গল' হইতেই এখানে ময়নামতীর পরীক্ষার কথা

আসিয়া থাকিতে পারে বলিয়া মনে হইলেও এখানে বেহুলার পরীক্ষার অতিরিক্ত পরীক্ষারও উল্লেখ আছে, যেমন তৈল-পরীক্ষা, নৌকা-পরীক্ষা ও তুলসীপত্র পরীক্ষা। তবে ময়নামতীর তুলসী পত্র পরীক্ষা ও বেহুলার তুলা পরীক্ষা প্রায় অভিন্ন। দেখা যাইতেছে যে, বাংলাদেশে এই সম্পর্কিত জনশ্রুতি অত্যন্ত ব্যাপক. রামায়ণের কেবলমাত্র অগ্নি-পরীক্ষার পরিবর্তে বাংলার লোক-শ্রুতিতে প্রায় দশ প্রকার পরীক্ষার কথা উল্লেখিত আছে; বলা বাহুল্য, বিভিন্ন জাতির সঙ্গে সংস্রবের ফলে এই বিষয়ক বিভিন্ন জনশ্রুতি এদেশে প্রচলিত হইয়াছে।

পৃষ্ঠা ১২২

শ্বেত মাছি—আসাম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ত্রিবাঙ্কুর পযন্ত এই বিস্তৃত অঞ্চলের অধিবাসী আদিম জাতিসমূহ ও তাহাদিগের দ্বারা প্রভাবিত প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুজাতির মধ্যে যে সূর্যোপাসনা প্রচলিত আছে, তাহাতে সূর্য-দেবতাকে জবাকুসুমের মত রক্ত-বর্ণ মনে না করিয়া শ্বেতবর্ণ মনে করা হইয়া থাকে এবং শ্বেত পশু কিংবা পক্ষী ও শ্বেত বর্ণের পুষ্প দ্বারা তাহার অর্চনা করা হয়। পূর্বে 'শ্বেত কুয়া' সম্পর্কে সে কথা একবার উল্লেখ করা হইয়াছে। পশ্চিমবাংলার ধর্মঠাকুর আদি-বাসীর এই সূর্যদেবতা, সেইজন্ত তাঁহাকেও সর্বশুক্ল বলিয়া ধ্যান করা হয়। রূপরামের ধর্মমঙ্গলে ধর্মঠাকুরের বন্দনায় আছে, 'ধবল অঙ্গের জ্যোতি, ধবল মাথার ছাতি, ধবল বসনে বাড়ী-ঘর। ধবল ভূষণ শোভা, অনুপম মুনিলোভা, আলো কৈলে পরম সুন্দর॥' ধর্মঠাকুরের এই রূপ-কল্পনার প্রভাব বশতঃ অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর উপর এই পরিকল্পনার প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। বাংলার লৌকিক দেবদেবীগণ মক্ষিকার রূপ ধারণ করিয়া থাকেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, উপরোক্ত ধর্মঠাকুরের প্রভাব বশতঃ শ্বেত মক্ষিকার রূপের কথা আসিয়াছে। মনসা-মঙ্গলেও মনসাদেবী শ্বেত মক্ষিকার রূপ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়; —'শ্বেত মাছি হইয়া রহিলা বিষহরী।' —বিজয় গুপ্ত। সেই সূত্রে শ্বেত কাকের কথাও আছে, 'শ্বেত কাক বলে বাণী।'—কেতকাদাস

পৃষ্ঠা ১২৫

নরবলি—আদিম সমাজের বিশ্বাস অনুযায়ী দেবতার নিকট শ্রেষ্ঠ বলিই নরবলি। বাংলা ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আদিম সমাজ ও তান্ত্রিক সাধনার প্রভাব বশতঃ নরবলির প্রথা ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল। সেই সকল নর-বলির প্রথা বর্তমানে কোথাও মহিষ, কোথাও পাঁঠা বলি দ্বারা রূপান্তরিত হইয়াছে; কিন্তু ইহার প্রভাব এদেশ হইতে সম্পূর্ণ লুপ্ত

হইয়া যায় নাই। কিছুদিন পূর্বেও পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান সহরের উপর মনসা দেবীর নিকট নরবলি দিবার আয়োজন করা হইয়াছিল, থেল্‌ন্‌ নামক সর্পদেবীর নিকট বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তের অধিবাসী খাসিয়া জাতি এখনও গোপনে নরবলি দিয়া থাকে। (দ্রষ্টব্য আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল' ২য় সং, ভূমিকা পৃষ্ঠা ৮০-৮/০)। বাংলাদেশে চড়ক পূজায় সন্ন্যাসীরা যে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া বঁড়শী বিঁধাইয়া দিয়া শূন্যে চক্রাকারে আবর্তন করে, তাঁহাদিগকে পূর্বে বলিস্বরূপই সূর্যদেবতার নিকট অর্পণ করা হইত। কৃষিভিত্তিক সমাজেই নরবলি প্রথার উদ্ভব ও বিকাশ হয় বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। কিছুদিন পূর্বেও উড়িষ্যার কন্দ নামক উপজাতি তাহাদের জমির উর্বরাশক্তি ও তদ্দ্বারা শস্য-সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রকাশ্য-ভাবে নরবলি দিত এবং তাহার রক্তদ্বারা কৃষিভূমি রঞ্জিত করিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আদিম ও তান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রভাব বশতঃ নরবলিপ্রথা এক কালে অত্যন্ত ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছিল।

পৃষ্ঠা ১৫৫

ভাই খেতুক সঁপিয়া যাইম তোমা হেন নারী—এখানে একটি বিশেষ সামাজিক প্রথার উল্লেখ করা হইতেছে। গোপীচন্দ্র বলিতেছেন, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গেলে তাঁহার পত্নীকে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সমর্পণ করিয়া যাইবেন। হিন্দুসমাজের বহির্ভাগে ভারতের প্রায় প্রত্যেক আদিবাসী সমাজেই এই রীতি প্রচলিত আছে যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করিবে। প্রাচীন হিন্দুসমাজেও যে এই রীতি একদিন প্রচলিত ছিল, তাহা 'দেবর' কথাটি হইতেও বুঝিতে পারা যায়। সন্ন্যাস গ্রহণ করা পারি-বারিক দিক হইতে মৃত্যুরই তুল্য। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্মৃতি-শাস্ত্র হইতেও দেখাইয়াছেন যে 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চাস্বাপৎসু নারী-ণাম্ পতিরন্যো বিধিয়তে॥' যে রীতি দ্বারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর পর তাহার বিধবা স্ত্রীর উপর কনিষ্ঠ ভ্রাতার অধিকার জন্মে তাহার নাম ইংরাজীতে levirate. ইহার বিপরীত প্রথা অর্থাৎ যাহা দ্বারা স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনীর উপর ভগ্নিপতির অধিকার জন্মায়, তাহার নাম ইংরাজীতে sororate. পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলেই এই সকল রীতি প্রচলিত আছে। এখানে প্রথমোল্লেখিত অর্থাৎ levirate প্রথাটির প্রতিই ইঙ্গিত করা যাইতেছে।

পৃষ্ঠা ৩৩০

পাতিল ডুবাইবে—জলে হাঁড়ি ডুবাইয়া বিবাহের সম্বন্ধ নির্ণয়

করিবার প্রথা উত্তরবঙ্গের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজে প্রচলিত আছে। এই সম্পর্কে যাহা জানিতে পারা যায়, তাহা এই—'বারেন্দ্র শ্রেণীর কাপের মধ্যে (বর ও কন্যা উভয়েই কাপ হইলে) বিবাহের দিন প্রাতঃকালে "করণ" বলিয়া একটি অনুষ্ঠান আছে। উহাতে বর ও কন্যাকর্তা কোন নদী বা পুকুরের জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া, উভয় পক্ষই নিজ নিজ গোত্র, প্রবর ও পূর্ব তিন পুরুষ উল্লেখে পরস্পর কন্যা আদানপ্রদান করেন। কন্যা এ স্থলে কুশময়ী। কন্যাকর্তা নিজকন্যার নামোল্লেখে কুশময়ী কন্যা সম্প্রদান করেন। ঐরূপে বরকর্তাও একটি দর্ভময়ী কন্যা নিজ ভগিনী বা পিসি (বরের পিতা হইলে ভগিনী, বর স্বয়ং হইলে পিসি) বলিয়া কন্যাকর্তাকে ঐরূপ মন্ত্রোল্লেখে দান করেন। এতদ্বারা উভয় ঘরই যে উভয়ের করণীয় ঘর, তাহা স্বীকৃত হয়। এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে একটি মাটির হাঁড়ির মধ্যে ঐ কুশময়ী কন্যাযুগল রাখিয়া, ঐ হাঁড়ি উভয়ে জলাশয়ে ডুবাইয়া দিয়া পরস্পর কোলাকুলি করেন। এই প্রথা দিনাজপুর জেলায় ও বারেন্দ্র সমাজে সর্বত্রই কাপের মধ্যে প্রচলিত আছে ; কুলীনের মধ্যেও আছে।' (বালুরঘাট মহকুমার উকিল শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত চক্রবর্তী প্রদত্ত বিবরণী হইতে।)

*

প্রথম সংস্করণের টীকাকারের

নিবেদন

নানা অসুবিধার মধ্যে টীকাটি লিখিতে হইয়াছে। বিশেষ প্রযত্ন সত্ত্বেও অনেক বিষয়ে লক্ষ্য এড়াইয়াছে। উদাহরণাদি অতি অল্পই উদ্ধার করিতে পারা গিয়াছে। সুতরাং টীকা অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত না হইয়া পারে না। সেই জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বর্ম্মন্ এবং শ্রীমান্ মহেন্দ্রনাথ দাস শব্দার্থ নিরূপণে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় পাঁচালী অংশের টীকা দেখিয়া আবশ্যক সংশোধন ও সংযোজনাদি করিয়া দিয়াছেন। অভিপ্রায় জানিয়া শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী' (অপ্রকাশিত) ব্যবহার করিতে সানন্দে অনুমতি দেন। এই সম্পর্কে ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কম আনুকূল্য করেন নাই। ইঁহাদের সকলকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এতদ্ব্যতীত বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির সাহায্য লইয়াছি। সেই সেই গ্রন্থকর্ত্তা, সম্পাদক এবং প্রবন্ধকার-গণের নিকট আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদকগণ কৃতজ্ঞ রহিলেন। পরম ভক্তিভাজন স্যার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তক-সম্পাদনে সুযোগ দিয়া সম্পাদকদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীবসন্ত রায়

পৃষ্ঠা ১

ছিল—√আ ছ (প্রাকৃত অ চ্ছ, সংস্কৃত অ স্)-ল' বা ই ল (ক্ত)> আ ছি ল এবং আ' লোপে ছিল। কেহ কেহ এই ল'-মূলে প্রাকৃত আ ল, ই ল্ল প্রত্যয়ের উল্লেখ করেন।

বিভা—বিবাহ। প্রাচীন বাংলায় বিভা।

নও বুড়ি ভারযা—মাণিকচন্দ্র রাজার ১৮০ রাণীর উপর ময়নামতীকে মহিষী করিলেন; তাহাতেও সাধ মিটিল না। অবশ্য রাজারাজড়ার কথা।

কড়ি—শৌরসেনী ভাষায় ক রি অ, প্রাকৃত পৈঙ্গলে ক রি (১।৯৭, ১।৯৯)। অনন্তবাদি অর্থে ধাতুর উত্তর ই' বা ই অ প্রত্যয় প্রাকৃতের অনুরূপ।

না পূরিল—আধুনিক বাংলায় ক্রিয়ার পরে নেতিবাচক (negative) এর ব্যবহার হয়। কিন্তু প্রাচীন বাংলা, প্রাকৃত, সংস্কৃত এবং হিন্দী, মরাঠী প্রভৃতি ভাষায় হয় না; ইংরাজিতেও না। প্রাকৃতে 'ণ', 'ণা'। চর্যাপদে 'ণ', 'ণা' 'ন', 'না' এই চারিটি রূপই পাওয়া যায়। শূন্যপুরাণে 'ন', 'না'।

হাবিলাস—অভিলাস; গোরক্ষ-বিজয়ে 'পাইতে সোন্দরি মোর মনে হাবিলাস॥' (পৃ. ২০), 'অমর হইতে স্বামী তান হা বি লা স।' (পৃ. ৩৪)।

ডাকিনী—তন্ত্রে অনেক প্রকার সিদ্ধি আছে; তাহার মধ্যে দুই প্রকার প্রধান। বামাচারে যাঁহারা সিদ্ধ হন, তাহাদিগকে বীর বলে। ইহাদের মধ্যে যাহারা প্রধান হন, তাহাদিগকে বীরেশ্বর বলে এবং বীরেশ্বরদের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহাদের দেশী নাম ডা ক। যে সকল স্ত্রীলোক বামাচারে চরম সিদ্ধি লাভ করেন, তাহাদের নাম ডাকিনী। ডাকিনী, ডাকের স্ত্রী নহে। ইহাদের অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের কথা বেশীর ভাগ বৌদ্ধগণের লিখিত পুঁথিতে পাওয়া যায়। ডাইন, ডাইনী প্রভৃতি শব্দ ডাকিনীরই রূপভেদ।

[শাস্ত্রী মহাশয়]

দেখিবার—শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর মতে দেখিবা শব্দের উত্তরনিমিত্তার্থে ক' বিভক্তি যোগে দে খি বা ক হয় এবং এই ক' হইতে র' আসিতে পারে। শ্রীযুক্ত বিজয় বাবু বলেন, উহা তব্য প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন।

ব্যাগল—পৃথক্‌, ভিন্ন। পশ্চিম-রাঢ়ে বে ল গ, হিন্দী ও মরাঠী বি ল গ, অসমীয়া বে লে গ।

সতী—সৎ, pious; গোরক্ষ-বিজয়ে 'যতি সতী গোর্খনাথ জ্ঞানে কৈল ভর।' (পৃ. ৩৫)

কড়ি—প্রাকৃত ক ব ড্‌ড (কপর্দ), ক ব ড়্ ডি অ; মারাঠী ক ব ডী।

যে—ব্যক্তি নির্দেশে। প্রা. জো, জে; হিন্দী, মারাঠীতে জো।

রাইয়ৎ—প্রজা। আরবী র ঈ য় ৎ।

মারুলি—গ্রাম্য পথ, আলি পথ। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে 'মাড়াল'।

দিয়া—তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন, (ইহার সহিত √দা'র কোন সম্বন্ধ নাই); মাগধী প্রাকৃত দে', রংপুরের প্রাদেশিক দি' ওড়িয়া দে ই।

পৃষ্ঠা ২

কারও পুস্কর্নির জল ইত্যাদি—পুষ্করিণী বাহুল্য। গোরক্ষ-বিজয়ে 'কার পখরির পানি কেহ নহি খাএ।' (পৃ. ৫৪)। শুনিয়াছি, কুচবিহার অঞ্চলে কেহ কেহ এখনও অপরের পুকুর ব্যবহার করে না।

আথাইলের ধন কড়ি ইত্যাদি—মর্মার্থ, অনায়াসলব্ধ টাকা কড়ি যেখানে সেখানে ফেলিয়া রাখা হইত। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে 'অথাইলা পাতাইলা চৌকা নেও বল আরোপিয়া।' (পৃ. ৫৪); আ থা লি-পা থা লি, আ তা ল-পা তা ল (at random, wite-out any system). শব্দ তুল.। গোপীচন্দ্রের পাঁচালীতে 'হীরা মন মাণিক্য লোক তলিতে সুখাইত।' আমরা বাল্যকালে জকের (যক্ষের) তালায়ে করিয়া টাকা শুখাইতে দিবার কথা শুনিয়াছি।

ছাওয়ালে—রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তেও সন্তান অর্থে ছাওয়াল শব্দ প্রচলিত। প্রা. ছা ব্র- (ল); অস. ছা ব্র ল। এ' কর্তৃকারকের চিহ্ন। মাগধী ভাষায় (পুং-নপুংসক উভয় লিঙ্গেই) অকারান্ত শব্দের উত্তর স্থ' প্রত্যয়ের স্থানে ইকার বা একার হয়, এবং পক্ষে স্থ প্রত্যয়ের লোপ হয়; 'অত ইদেতৌ লুক্‌চ' (প্রা. প্র. ১১।১০)। বাংলা প্রভৃতি ভাষায় ক্রমে বচন-নির্বিশেষে এই এ' প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

ধরিয়া পালায়—idiom। **ধরিয়া**—প্রা. ধ রি অ (ধৃত্বা)। **পালায়**—প্রা. প লা অ ই, প লা ই (পলায়তে)।

পাত বেচা—যে পাত বেচে সে পাত বেচা। **পাত**—প্রা প ত্ত।

পুরুষ—প্রাকৃত রূপ।

কিনিবার—√কি ন (প্রা. কি ণ) ভবিষ্যৎকাল ভাববাচ্যে আ> কিনিবা; এবং এই কিনিবা শব্দে নিমিত্তার্থে র' বিভক্তি।

চায়—স. ইচ্ছা শব্দ হইতে; প্রা. ইচ্ছা চিক্ষ্, যাহা হইতে চক্ষু শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

খড়ি—জ্বালানী কাঠ। দেশী প্রা. খড় হইতে; ডাকের বচনে 'রৌদ্রে কাঁটা কুটায় রান্ধে। খড় কাঠ বর্ষাকে বান্ধে॥' তামিল খট্টাই শব্দ তুল.।

সেঙ্কা—সেকালের। উত্তর-বঙ্গের প্রাদেশিক।

রাইয়তের—ষষ্ঠীর চিহ্ন এর প্রাকৃত সম্বন্ধবাচক কে র ক শব্দের বিকার।

সরঙ্গা—শর সদৃশ। পশ্চিম-রাঢ়ে স রু ঙ্গা।

ডুয়ারত—প্রা. ডু আ র, ডুয়ার (দ্বার), সপ্তমী চিহ্ন ত' সর্বাদি শব্দের উত্তর প্রযুক্ত প্রাকৃত ত্ত,' ত্থ' প্রত্যয়ের রূপান্তর।

ঘিনে—ঘৃণায়; ঘিন্ ঘিন্ শব্দ তুল.।

বান্দি—ইংরাজি slave অর্থে যাহা বুঝায় এদেশে দাস বা বান্দা তাহা ছিল না, দাসেরা পরিবার মধ্যে গণ্য হইত এবং তাহাদের প্রতি সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার করা হইত। স্ত্রীলিঙ্গে বান্দী, ফা. বান্দাহ হইতে।

পিন্দে—স. √পি ন হ (cause to put on) হইতে?

পাটের পাছড়া—রেশমের বস্ত্রভেদ, কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণে 'রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটেরপাছড়া॥', শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে 'পাটের পাছড়া পৃষ্ঠে ঘন উড়ে বায়।'; স. প্র চ্ছ দ হইতে পাছড়া আসিতে পারে।

হাল খানায় খাজনা ইত্যাদি—১০-২৩ পঙ্‌ক্তি মুকুল বা মেহার-কুলবাসীর সুখসমৃদ্ধির কথা বর্ণিত। ভূমিকর নাম মাত্র ছিল। দেশে চোর ডাকাইতের ভয় আদৌ ছিল না।

হৈতে—পঞ্চমীর চিহ্ন (ইহার সহিত √হ' র কোন সম্বন্ধ নাই); প্রাচীন বাংলায় হ ন্তে, হৈ তেঁ, হ তেঁ প্রভৃতি। প্রাকৃতরূপ হিং ত।

মুলুকত্ কৈল্ল কড়ি—মর্মার্থ, পড়া-পতিত ভূমি হইতেও কর সংগ্রহ করা হইতে লাগিল। গ্রীয়ারসন সাহেব তর্জমা করিয়াছেন, made money from the country। পরে পাওয়া যাইবে, করের হারও দ্বিগুণ করা হইল।

মুলুক—দেশ, রাজ্য। আ. মুল্‌ক্।

দেওয়ানগিরি—ফা. দা রা ন, মন্ত্রি-সভা এবং গ র-ই (ঈ)।

রাম লক্ষণ দুটা গোলা—প্রাচীন বাংলাতে দুই মুঠ শাঁখারও রাম-লক্ষ্মণ নাম পাওয়া যায়।

ছান্দিল—√ছা ন্দ্ (স. ছ ন্দ্ বন্ধনে) ল।

ছাচিল—সঞ্চয় করিল, সাধিল। প্রাচীন বাংলায় শাঁ চে, সাঁ চি প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

তালুক—ভূ-সম্পত্তি। আ. তা আ লু ক।

সাদিতে নাগিল—সংগ্রহ করিতে লাগিল।

সুখিত—সম্পন্ন।

দুঃখিতা—দরিদ্র। গ্রাম্য প্রয়োগ; দয়াযুক্তা, বিষ্ণুভক্তা প্রভৃতি পদ তুল.।

চাষালোক—প্রাকৃত চা স শব্দে হলস্ফাটিত ভূমিরেখা।

সাউধ—সাধু, বণিক, সাধু মহাজন এক পর্যায়ের শব্দ।

নাউ—অপ. প্রা. ণা ব (নৌঃ), হি., ম. না ব।

ফকির—আ. ফ ক্ র্।

দরবেশ—ভিক্ষু। ফা.।

ঝোলা—তুল. ঝা লি; দেশী প্রা. ঝো লি আ।

লাঙ্গল—প্রা.; ম. না ঙ্গ র।

তাপত—পীড়া হেতু।

দুধের ছাওয়াল—কোলের ছেলে, দুগ্ধপোষ্য শিশু, children at the breast; অদ্ভুতাচার্যের আদ্যকাণ্ডে 'স্তনের ছাওয়াল'।

মালগুজার—মালগুজারি, ভূমিকর। ফা.।

পৃষ্ঠা ৩

ধন-কাঙ্গালি—কৃ. কী' এ 'ধনের কাতর', বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে 'ধনেতে কাতর'।

বঞ্চিব—বঞ্চনা করার অর্থ to kill time; কাল কাটান, সময়কে ফাঁকি দেওয়া। স. >ব ন্ চ্।

লাগি—নিমিত্তার্থক অব্যয়। লাগিয়া এই অসমাপিকা ক্রিয়া ক্রমশ বিভক্তি বাচক অব্যয়ে পরিণত হইয়াছে। ইহার পূর্বে ষষ্ঠান্ত পদের ব্যবহার হয়। বা. >লাগ; বিশেষ্য লাগ, নাগাল।

হাটিয়া—স. √অ ট্। শ্রীযুক্ত বিজয় বাবু বলেন, স. √হি ণ্ড্ হইতে।

পৃষ্ঠা ৫

কড়াকের—এক কড়ার। কড়া, কড়ি, কৌড়ী প্রভৃতি একই শব্দের বিভিন্ন রূপ; ষষ্ঠীর উত্তর কে র প্রত্যয়, অথবা কোড়া এ কে র, একার লোপে কোড়াকের।

চৌহাটা—চক, a market where four roads meet।

কাল—'কালং তমিস্রম্'—দেশীনামমালা।

রসি সঙ্গারয়া—পূর্বে 'রসী সাইঙ্গ করিয়া'।

নান্দিয়া—পেট-মোটা বড় কলস, জালা। স. ন ন্দি ক, a small (?) earthen water jar—Sir M. M. Williams।

যাওতো—তো' অনুরোধ বাক্যের মৃদুতা সম্পাদনে।

শুন—কৃ. কী.-এ শু ণ, স্থূণ, ন, চর্যাপদে সু ণ, সু ন; প্রা. পৈ.'এ সু ণু (শৃণু)।

উখরিয়া—উৎপাটিত করিয়া, উন্মূলিত করিয়া; * প্রা. উ ক্ খো ডি অ (স, উ ৎ-√খো ট্ ক্ষেপণে)।

ধর্ম নিরঞ্জন—ভগবান্ বুদ্ধ। সোনা রায়ের গান প্রভৃতিতে ধর্ম সেবার কথা আছে।

পৃষ্ঠা ৬

আঠার—প্রা. অ ট্ ঠা র হ; প্রাচ্য হি. অ ঠা র হ, গু. অ ঢা র।

।—প্রাচীন বাংলায় পে লা ই ল; প্রা. √পে ল্ল ক্ষেপণে।

।—√টু ট্ ভঙ্গে (স. ত্রু ট্)।

ফের—প্রা. পু ণো (স. পু ন র্); প্রাচ্য হি. ফি ন্।

এজরি কাড়াল—একাজ্বরি হইল, অবিরাম জ্বরের উদয় হইল.

কাড়াল—বা. √কা ঢ়্ কর্ষণে।

তলপ চিঠি—পরোয়ানা। আ. ত্ ল ব এবং হি. চি ট্ ঠী।

গোদা—(বুড়া বা সর্দার) যম-দূত। গো দ শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে আ'। যমের পায়েও গোদ।

নিগা—লও গিয়া।

জিউ—জীবন, জীবাত্মা। প্রা. অপ. জী উ।

আনেক—আন, লইয়া আইস।

পৃষ্ঠা ৭

বুলি—বলিয়া। রাজধানী বুলি অর্থাৎ রাজধানীর উদ্দেশে।

শিথান—শিঅর, শিরঃস্থান। তাহা হইতে বালিশ অর্থ আসিয়াছে; চণ্ডীদাসে 'পিরিতি শি থা ন মাথে'।

ভিড়িয়া—ঘেঁ সি য়া। √বে ঢ় বেষ্টনে > ভেঢ় > ভিড়।

শিউরিয়া উঠিল—চমকিয়া উঠিল, ভয় বিস্ময়াদি হেতু রোমাঞ্চিত কলেবর হইল। প্রা. সী হ র, (শীকর) হইতে, অস. √শিয়র, শিহর।

হেমতালের লাঠি—স. হিন্তাল; **লাঠি**—প্রা. ল ট্ ঠি (যষ্ঠি)। চাঁদ সদাগরের কাঁধেও হেঁতালবাড়ি।

পৃষ্ঠা ৮

বায়ুসঞ্চারে—বায়ুগতি। প্রা. বা উ।

কপালে মারিয়া চড়—কপালে চড় মারাটা আক্ষেপ-ব্যঞ্জক। **চড়**—প্রা. চ বি ড়।

ডর—প্রা.; স. দ র।

সাচা করি দেই জ্ঞান ইত্যাদি—সত্য আমি তোমায় মহাজ্ঞান দিতেছি; কিন্তু তুমি তাহা মিথ্যা মনে করিতেছ। (আমার কথা শুন), সুখ-স্বচ্ছন্দে তোমায় দীর্ঘ-কাল রাজত্ব করাইব।

অমনি মাণিকচন্দ্র রাজাক ইত্যাদি—ডাঃ গ্রীয়ারসনের পাঠে, এখনি, মোর মানিকচন্দ্র যমে লইয়া যাউক। তাহাতেও স্ত্রীর জ্ঞান গরবে না শুনাউক॥' **অমনি**—অবিলম্বে। স. অ মু ষ্মি ন্।

নইয়া—প্রা. √ল হ, লে (স. √ল ভ্); বা. ই য়া প্রত্যয়, প্রা. ই অ; স ক্তা প্রত্যয়ের স্থানে মাগধী ও শৌরসেনী ভাষায় বিকল্পে ই অ হয়; 'ক্ত্বাইঅঃ' প্রা. প্র. ১২।৬। **তবু**—প্রা. ত হ বি, ত হ বি হ। **তো**—'ত' অর্থে।

তিরি—স্ত্রী। গাথা ই স্থি; মৈ. তি রি আ, ও. তি রী। **গব্ব**—গর্ভ, ভিতর। প্রা. গ ব্ ভ।

সোন্ধাবে—(সন্ধি যোগে) প্রবেশ করিবে।

তিরির ঘরের—বহুবচনাত্মক ঘরের শব্দ লক্ষণীয়।

পাতি গ্যাল খ্যালা—ফাঁদ পাতিয়া গেল, ষড়যন্ত্রের সূচনা করিয়া গেল।

খ্যালা—ক্র. কী.'এ খে ড়া, খেড়ী। প্রা. খে ট ঠ।

পৃষ্ঠা ৯

বিরস—পাত্রভেদ, বেসারি, বেসালি। মালদহ অঞ্চলে জল বা দুধের বড় কলসী অর্থে রাশ শব্দ প্রচলিত।

যেই—প্রাচীন রূপ যে হি; প্রা. জে হি।

দাওয়া—ঔষধ। আ. দ বা।

আনিলে ধরিয়া—সংগ্রহ করিয়া আনিল।

পইথান—পাওস্তলা বা পাস্তলা (পদস্থান); সিথান' এর

বিপরীত। হি. পৈ ঠা ন, পৈ থা ন।

নিগাব—লইয়া যাইব।

টাঙ্গন—টাটু। হি.।

ঠে—স্থান।

খৈরত—দান। আ. খ য়্ রা ৎ।

প্যাংটা—আবদার, বায়না।

বুড়ি—প্রা. বু ড্ ঢী, বু ড্ ঢি আ (বৃদ্ধিকা)।

১০

তরে—নিমিত্ত। প্রা.; স. ত র্হী।

বদল--আ.।

মাই— * প্রা. মা ই আ (মাতৃকা)।

যেন কালে—যখন।

পাঞ্জার—পার্শ্ব অর্থে।

ভিতর অন্দর—অন্তঃপুরের নিভৃততম প্রদেশে। **অন্দর**—ফা; প্রা. অ ন্দে উ রং (অন্তঃপুরম্)।

অমর জ্ঞান--সজীব সিদ্ধ-মন্ত্র অথবা যে জ্ঞানে অমর হওয়া যায়।

বাই—সম্ভ্রান্তা স্ত্রী। মরাঠী ভাষায় সাধারণতঃ মাতা অথবা বয়োধিকা স্ত্রীলোক। হি. তে নর্তকী অর্থেও প্রযুক্ত হয়। শবর ভাষায় 'বই'।

এমনি—অমনি শব্দেরই রূপভেদ।

মাইয়া—স্ত্রীলোক; রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে শব্দটি পত্নী অর্থে প্রচলিত। প্রা. মা ই আ (মাতৃকা)।

পৃষ্ঠা ১১

ওয়ার—প্রা. অমু (অদস্) শব্দের প্রথমার একবচনে তিন লিঙ্গেই অ হ; উহাতে ষষ্ঠ্যন্ত আ র (ডার) প্রত্যয় করিলে অ হা র পদ হয়। এই অহার হইতে উ হা র, ওহা র, ও য়া র প্রভৃতি হওয়া সম্ভব।

বোলে—প্রা. বো ল ই, বো ল্ল ই; 'বদের্বোল্লঃ,' প্রা. স., ১৭।৬৩।

পৃষ্ঠা ১২

ল্যাদে—লাথিতে, পদাঘাতে। অর্বাচীন স. ল ত্তা।

ল্যাদেয়ে—নামধাতু।

তৈল পাটের খাড়া—তৈল পাইনে প্রস্তুত খাঁড়া, তীক্ষ্ণধার অস্ত্র। লৌহাস্ত্র উত্তপ্ত করিয়া ক্ষাবের মধ্যে রাখিয়া শীতল করিলে মৃদু, জল এবং তৈলে ডুবাইলে যথাক্রমে মধ্য ও তীক্ষ্ণাধার হয়। [সুশ্রুত]

নিগায় পিট্টিয়া—তাড়া করিয়া যায়, দ্রুত অনুসরণ করে।

পৃষ্ঠা ১৫

ডাঙ্গাত—মাঠে। স. তু ঙ্গ। ত' বিভক্তি চিহ্ন।

এলায়—এ বেলায়, এখন।

খারিজ করা—তাড়াইয়া দেওয়া, চ্যুত করা। আ. খা রি জ্।

পাটত—সিংহাসনে। প্রা. প ট্ট।

চরিত্রর—চরিত্র, আচরণ।

বাওথুকরা—বায়ুদ্বারা যে থুকরা (আবর্জনা) জড়াইতে পারে।

বাওনুরি—বাত-মণ্ডলী, ঘূর্ণী-বাতাস। দেশভেদে বাওড়ী, বাওনডুলি।

নলুআ—নল শব্দের উত্তর উ আ প্রত্যয়; নল আয়ুধ যার সে ন লু আ।

শ্বেত কুয়া—যে কুআর জল সুস্বাদু, মিঠা কুআ। আ. সে হ ত (আরাম) এবং প্রা. কূব, (কূপ)। অথবা পাকা কূয়া।

পৃষ্ঠা ১৬

বজ্জর তৃষ্ণা—দারুণ পিপাসা।

মরণ তৃষ্ণা—মরণ তৃষ্ণা।

ঘড়িকে—ক্ষণেকে।

পার—'পারং (পরম্হি তীরম্হি)'—অভিধানপ্পদীপিকা।

ঐঠে—ঐ স্থান।

সন্ধাইল—প্রবেশ করিল; চণ্ডীদাসে 'ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সাঁধাইল অন্তরে'।

ঢৌ—অসমীয়াতেও।

এপাক দিয়া—এদিক্ দিয়া, এই সুযোগ।

শুতিয়া—শয়ন করিয়া। প্রাকৃতে √স্ব প্'র স্থানে সু অ আদেশ হয়; বাংলায় সুঅ > শোয়া।

পৃষ্ঠা ১৮

বার ডাঙ্গ দিল—বার ঘা বসাইয়া দিল।

মরনন্নুরি—মরণ-লড়ী, as opposed to জীওন নুরি।

ভোমরা—প্রা. ভ ম র; মৈ. ভ ম র, ভমরা, ভঁবর, ম. ভোবঁরা, সি. ভৌরু।

গাঙ্গি—গঙ্গার অধিষ্ঠাত্রী।

জার—প্রা. সম্বন্ধবাচক জা ণ শব্দ হইতে জার এবং জাহাণ তথা জাহার হওয়া অসম্ভব নহে। অপভ্রংশ ভাষায় যুষ্মদাদি শব্দের উত্তর ঈ য় প্রত্যয় স্থানে ডা র আদেশের বিধান আছে (হেম. ৮।৪।৪৩৪)।

দুলাল—দুর্লভ, প্রিয়। মাগধী দু ল্ল হি অ (দুর্লভিক)।

গেল পার হৈয়া—মরিয়া গেল, গত হইল।

ডাঙ্গি ঠেঙ্গাইয়া, ঘা মারিয়া।

শীষের—সিঁথার, শীর্ষের। মাগধী শী শ, এ র বিভক্তি-চিহ্ন।

মৈলান—ম্লান, মলিন। প্রা. মইল, মলিণ।

চড়িয়া চড় মারিয়া, করাঘাত করিয়া।

পৃষ্ঠা ১৯

জ্ঞাত—জ্ঞাতি, সগোত্রীয়।

আগুরিয়া—আগ্লাইয়া, পথ রোধ করিয়া।

ঘাটে পথে—ঘাট ও পথ সহচর শব্দ।

ছিনিয়া—ছিনাইয়া, কাড়িয়া।

কতেক দূর যাইয়া—বহুদূর গিয়া।

কতেক—প্রা. কে ত্ত ক (কিয়ৎ)।

পন্থ—প্রা. পং থ (পন্থা)।

পৃষ্ঠা ২০

বুদ্ধি আলয় হৈল—বুদ্ধি পরিষ্কার হইল।

পৃষ্ঠা ২১

পাতি গেল ধুম—হুলস্থুল বাধাইয়া দিল।

যত যমের ঘরে ইত্যাদি—আতঙ্কে অনেকের শিরোবেদনা আরম্ভ হইল, কাহারও বা মাথা ঘুরিতে লাগিল। **বিস**—প্রা. রূপ। **ঘুম**—হি. √ঘূম্ ঘূর্ণনে

ওঝা বৈদ্য হৈয়া ইত্যাদি—ময়না ওঝা সাজিয়া মন্ত্রচিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইল, আর ঔষধ করিবার এই ছলে বা অবসরে যে যে দিকে

পারিল পলাইল। **ওঝা**—গ্রাম্য চিকিৎসক। প্রা. ও জ্ ঝা য়, উ অ জ্ ঝা য় (উপাধ্যায়); সি. ব্রা ঝো।

কেহ ঝাড়িবার লাগিল—মন্ত্রাদির সাহায্যে কাহারও বিষ অপসারিত করিতে লাগিল। **কেহ**—'কাহো' হইবে বোধ হয়। **আলে**—ছলে, অবসরে।

পৃষ্ঠা ২২

দোয়াদশ--করতী, platter। গোপী-চন্দ্রের পাঁচালীতে 'সোমবারে দিবে তুমি হাতে দোয়াদশ।' (পৃ.৩৭৭), সুকুর মহম্মদ কৃত গোপীচাঁদের সন্ন্যাসে 'গলে কেথা পরহাইব দ্ব্যাদশ দিব হাতে।'

লোহা—লোহা শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

পৃষ্ঠা ২৩

মাও দায় দিয়া—মাতৃ সম্বোধনে। **মাও**—শূন্য-পুরাণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রভৃতিতে; কৃ. কী.' এ মা অ। প্রা. মা আ, মা উ (মাতৃ); সি. মা উ।

কবুল—স্বীকার। আ. ক বূ ল।

পৃষ্ঠা ২৪

আর—কৃ. কী.' এ আ অ র, আ ও র; প্রাচীন পদে অ রু (পাঞ্জাবী অ র তুল.); অস. রামায়ণে 'আ উ র বর মাগি কৈলন্ত রাজাত ভরতক দিতে রাজ॥', হেমকোষে আ রু; ও. ভাগবতে 'আ ব র শুভ পশু যেতে। মোতে ভাবন্তি বিপরীতে॥' প্রা. অ ব্ব র (স. অপব); মেদিনীপুরের গ্র. ভাষায় আ উ র।

পৃষ্ঠা ২৫

কল্কি—ছিলিম। স. ক লি কা. হি. ক লি আঁ।

তামু—প্রায় চারিশত বৎসর হইতে চলিল পর্তুগিজদের দেখা-দেখি এদেশীয়েরা তামাক (tobaco) খাইতে শিখে। অর্বাচীন স. তা ম্র কূ ট (কুলার্ণব তন্ত্র): হি., ম., উর্দু প্রভৃতিতে ত ম্বা কু।

খ্যাড়—'খড়ং তিণম্মি' (খড়ং তৃণম) —দেশীনামমালা।

কোনা বাড়িত—কোণের ঘরে।

রাস্তা—ফা.; প্রা. র চ্ছা শব্দ তুল.।

বৈন—প্রা. ব হি ণী (ভগিনী); হি. **ব হি ন**, **বহন**, **ভৈন**. গু. বে হে ণ।

দিদি—প্রা. তা দ হইতে দাদা এবং দাদার স্ত্রীলিঙ্গে দিদি।

বাপ—'বপ্পো ...... পিতেত্যন্যে'—দেশীনামমালা।

পৃষ্ঠা ২৬

লাগ—লাগ, সন্ধান।

বিলই—বিড়াল।

তেলঙ্গা—তেলাপোকা।

উপর কৈরে—অধোমুখ করিয়া। উদ্বর্তিত অর্থে প্রাকৃতে উ ব্ব ডি অ শব্দ পাওয়া যায়।

ছাপসাহল—অসাড় হইল। মৌলিক অর্থ খণ্ডিত হইল, আহত হইল। কৃ. কী.'এ আ পো ষ; কৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিণীতে আ প সে, আ প

সি তে; বাঘের দেবতা সোনা-রায়ের গানে, 'মধ্যপথে লাগাইল পায়া বাঘে আপচায়'। রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে ঠেঙ্গান অর্থে আ প সা ন বা আ প সা ন শব্দ প্রচলিত।

চিতর—চিত্, উত্তানভাবে পূর্ববঙ্গে চি ত্ত র।

নেদাবার—লাথাইবার,লাথি মারিতে।

ঘড়ানী—গৃহপালিত বা গ্রাম্য।

সিকিরা—ফা.।

বাজ—শ্যেন, (hawk)। ফা.।

টালিয়া—ঠেলিয়া।

সালেয়া—ছোট ইন্দুর।

কাঠিয়া তেলী—রাঢ়ের 'বীচতলা' আসামে 'কঠীয়াতলী', land on which rice is grown for transplanting।

মাচা—প্রা. ম ঞ্চ অ।

বাম গালসি—বাঁ-কস।

হাড়িয়া—(হাঁড়িব মত) বড়; 'হাঁড়িয়া হাঁড়িয়া তাল দিল খাইতে মধুর।' কৃত্তিবাসী লঙ্কাকাণ্ডের পুঁথি (১০৯১)। সি. হে ডো শব্দ তুল.।

টাল—ঠেলা, থাবড়া।

মিতিঙ্গা—মৃত্তিকা।

দুবুলা—দূর্বা।

পৃষ্ঠা ২৭

খারবাড়ি—দল বা দামপূর্ণ জেলা।

মুনিমন্ত্র—মহামন্ত্র, ইষ্টমন্ত্র; বাংলা সাহিত্যে 'মণি-মন্ত্র' ও পাওয়া যায়।

জাবুরা—জঙ্গল; পশ্চিম রাঢ়ে অর্থে ব রা শব্দ প্রচলিত।

ী—স. প্রো ষ্ঠী।

চিলকিতে—ঝক্‌মক্ করিতে, চম-কাইতে; তাহা হইতে ফর্‌ফর্ করার ভাব আসে।

-ঝুঁটিওয়ালা, শিখাযুক্ত।

ভ্যারোতে—কাদায়।

পৃষ্ঠা ২৮

কুড়িয়া নাতুর—কুষ্ঠরোগে আতুর। প্রা. কু ট্‌ ঠ, প্রাচ্য হি. কো ঢ়, সি. কো ঢ়ু।

সরা—সড়া, গলা, √স ড় (স. সদ্ বা শদ্) বিশীর্ণে, অবসাদে।

ডালি ডালি মাছি—সংখ্যাধিক্যে।

পাছোতে—পাছু, পশ্চাতে। প্রা. অপ. প চ্ছ হুঁ।

খ্যাদাইয়া—তাড়াইয়া। √খেদ্ (স. √খিদ্) বিতাড়নে।

খট্ খট্—ধ্বন্যাত্মক শব্দ।

হাসিয়া—শৌরসেনী প্রা. হ সি অ।

ত্যামনিয়া—তবে নিয়া।

এই নাও পাড়াবো—এই নাম জাহির করিব। বাঘের দেবতা সোনারায়ের গানে, 'মুই যদি গোয়ালার মেয়ে এ নাম ধরাও।' পদ্মাবতীতে না উঁ।

ঢন ঢনিয়া—ভন্ ভন্ শব্দকারী।

পৃষ্ঠা ২৯ ও তাহার পর হইতে।

রোমা—মাগধী লো ম অং (স. রো ম ক ম), প্রাচ্য হি. রো আঁ, রো বাঁ।

শিংরিয়া—দাঁড়াইয়া, খাড়া হইয়া (শিং'এর মত?)। কৃত্তিবাসী

উত্তরাকাণ্ডে 'গায়ে শিঙ্কড়া পড়ে'।

সোলাতে—তে' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।

পাতল—হালকা, লঘু। প্রা. পত্তল।

মুর্তি—প্রা. রূপা।

[ময়নার বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ তথা গোদা যমের পশ্চাৎ ধাবন —Folk Literature of Bengal পৃ. ১৫-১৬ দ্রষ্টব্য। তষ্টাকন্যা সরণ্যুর অশ্বিনী রূপ ধরিয়া পলায়ন এবং বিবস্বানের অশ্বরূপে তাঁহার অনুসরণ, শিবি রাজার উপাখ্যানে ইন্দ্র ও যমের যথাক্রমে শ্যেন ও কপোত রূপ স্বীকার, ধর্মগুপ্তকন্যা সোমপ্রভার কথা প্রসঙ্গে অগ্নিদেব ও গুহচন্দ্রের ভৃঙ্গরূপ ধারণ এবং মহর্ষি গৌতমের ভয়ে ইন্দ্রের বিড়াল রূপ অঙ্গীকার (কথা-সরিৎ-সাগর, ১৭শ তরঙ্গ) প্রভৃতি বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে।]

দোলা—নিম্নভূমি, জলা।

পাদ্দ করিল—অধোবায়ু ত্যাগ করিল।

টিকরা—পাছা, (গুহ্যদ্বার)।

ডাবুয়া—দাড়া।

কচলে কচলে—কসিয়া কসিয়া, শক্ত করিয়া।

সবার—সহ্য করিবার, সহিবার > সইবার > সবার।

ঢুলানি খ্যালায়া—হেলেদুলে।

হেউনালি—যাহা ঝুলিতেছে বা দুলিতেছে।

আন্দুর—অতদূর, খানিক দূর।

।—পাছা, (গুহ্যদ্বার)।

ঘাতে—ক্ষতে। প্রা. ঘাঅ; তে' বিভক্তিচিহ্ন।

জাময়র—জামীর।

ঝালা—জ্বালা।

ছেবলাই মইচ্চ—চেলা মাছ।

ফুকুটি—শুঙ্গা, সূচাল অগ্রভাগ।

আঠারো জনম ইত্যাদি—আঠারো বৎসর আয়ু অথবা ১৮ মাসে জন্ম, ১৯ বৎসরে মৃত্যু। জনম—ন্ম' এই যুক্ত বর্ণের বিপ্রকর্ষ বা অ' এই স্বরবর্ণের যোগে স্বরভক্তি প্রভাবে উচ্চারণ সৌকর্য হইয়াছে। ভাষাতত্ত্বে ইহাকে vowel augmentation বা Swara-bhakti বলে। প্রাচীন বা. ও হি.'তে জরম।

আড়াই—প্রা. অ ড্ ঢ অ ই আ (অর্দ্ধ তৃতীয়া)।

শস্—মৃতের সৎকার।

বাঙ্গলা—দুই চালবিশিষ্ট ঘর।

খুটা খড়ি—কাঠ-খড়।

রাম খুডা ব্যাল খুডা—আম ও বেল কাঠ।

তৈল—প্রা. তেল্ল (তৈল)।

কোডোরা—কাটোরা, কাঠের বাটী।

মছলি—মাচুলি, ছোট খাট, bier।

চৌটাল—চৌদোল, চতুর্দোল।

কাট খুডা—সহচর শব্দ; প্রা. ক ট্ ঠ।

লোহার কলাই, লোহার খাটি—মর্মার্থ নিরঙ্কুশ। স. ক লা য়।

খাটি—প্রা. ক ট্ ঠ।

জম্ম—প্রা. রূপ।

রাম তৈল—শ্রীগোপাল তৈল, নারায়ণ তৈল, বিষ্ণু তৈলের সাদৃশ্যে।

গুয়া খোয়া বিশি—সুপারির আধার।

খঞ্চনি—শিরোভূষণ।

খোপা—কবরী, বেণী। ১২শ শতকের রূপ খোপ্পা ক ; স. ক্ষুপ শব্দ তুল.।

নেউক্ত পাত—মাঝের পাতা, নবজাত পত্র ; রাঢ়ে আঙ্গট পাতা। সোনারায়ের গানে 'অখণ্ড কলার পাত'।

তিন দিন অন্তরে ইত্যাদি---তিন দিনে তিন কামান, চারি দিনে চতুর্থী, দশ দিনে দশা এবং ত্রিশ দিনে ক্রিয়া সুদ্ধ তথা জ্ঞাস্তা-ভোজন ব্যাপারে প্রসূত নবকুমারের জাতকর্মাদির সহিত মৃত রাজা মাণিকচন্দ্রের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া যেন খানিকটা মিশাইয়া ফেলা হইয়াছে। **অন্তরে**—পরে, অন্তে।

ক্রিয়া সুদ্ধ হৈল—অশৌচান্ত হইল। ক্রিয়া শুদ্ধ হইতে ক্ষৌরকর্ম।

নাম কলম রাখিল—নামকরণ করিল। হিন্দুস্থানীতে কলম-করনা অর্থে নির্দেশ করা।

সেঞেরা—বিবাহের টোপর।

দরগুয়া—বিবাহের কথাবার্তা পাকা করিয়া প্রকাশ করা উপলক্ষে গুয়া-পান খাওয়ান।

বিবাহ সাজাইল—বিবাহ-সজ্জা করিল।

অতুনাক বিভা কৈল্লে ইত্যাদি—গোবিন্দচন্দ্র গীতে, 'উদুনা করিয়া বিভা পুদুনা পাইল দান।' (পৃ. ৫৮), গোপীচন্দ্রের পাঁচালীতে, 'মোর ভৈন অদুনারে পাইলা বেভার।' (পৃ. ৩৩৪)। চারিশত বৎসর পূর্বে এ প্রদেশেও একটি কন্যা বিবাহ করিয়া আরও ২।১টি যৌতুক স্বরূপ পাওয়া যাইত। নিত্যানন্দের বংশ বিস্তার গ্রন্থে, 'যৌতুকে লইলাম তোমার কনিষ্ঠ দুহিতা॥' (পৃ. ১২)। [সূর্য-দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা বসুধা এবং কনিষ্ঠা জাহ্নবা।] জলপাইগুড়ি অঞ্চলে নাকি এমনই একটা প্রথা প্রচলিত।

ব্যাভারের কারনে—উপভোগার্থে।

পারশ—√পরষ্ (স. পরি-√বিষ্) পরিবেষণে, হি. √পরোস্।

জাদু---বৎস, সম্বোধনে। প্রা. জাদ (স. জাত), আদরে 'উ' প্রত্যয়। ফা. জাদ্ (সন্তান) শব্দ তুল.।

বুঝান খণ্ড

মাঝার—দেশীনামমালাতে মজ্ঝআর।

ঘিরি—√ঘির্ (স. ঘৃ) বেষ্টনে।

বৈদ্য ব্রাহ্মণে—শ্রীযুক্ত বিজয় বাবুর অভিপ্রায়, দক্ষিণ-ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রথম প্রতিষ্ঠাকালে ইহারা বৈদিক বৃত্তি অবলম্বন করেন। রেল্লাল উপাধিক এই সম্প্রদায়

পূর্বাপর পৌরোহিত্য পেশা হইলেও রাজাদের অধীনে বিচার ও সৈনিকবিভাগে কর্ম করিতেন। যাঁহারা রাজ সেবা করিতেন না তাঁহারা চিকিৎসা ব্যবসায়ী হইতেন। বেদে অধিকার হেতু তাহারা বৈদ্য। কর্ণাট দেশ হইতে আগত বেল্লাল বা বৈদ্য-ব্রাহ্মণেরাই এদেশীয় বৈদ্যগণের পূর্বপুরুষ। [History of Bengali Language, pp. 50-53] বৈদ্য এবং ব্রাহ্মণ এ অর্থও হইতে পারে।

ভাট—বংশচরিত কীর্তনকারী, স্তুতি-পাঠক।

বুঝান্তের কাষ্টে—সচীবের আসনে।

আরানি—বড় ছাতা বা পাখা; আড় করে বলিয়া আড়ানি।

খাসা মলমল্—খাস্ মহলমল, personal attendant। আ. খাস অর্থে নিজস্ব, বিশেষ উদ্দেশ্যে রক্ষিত।

পির পয়গম্বর—সাধু ও মহাপুরুষ। ফা. পীর্ এবং পয়গম্বর।

বালা—প্রাচীন বাংলাতে বালকার্থক বালা শব্দের প্রয়োগ অবিরল। প্রাকৃতপৈঙ্গলে বালা (বালকঃ) ২।১৪৭।

ভরা কাচারি—পুরা দরবার। হি. কচহরী।

ডাম্বাডোল—কোলাহল, কলরব। হি. (?)।

সোর—গোল, শব্দ। ফা. শো র্।

বাস্না—সুবাস।

করদস্ত—জোড়-হাত, বদ্ধাঞ্জলি। [দস্ত অর্থে হাত] ফা.

ওমর—আয়ু। আ. উ ম্ র (বয়স)

বাইস দণ্ড রাজা—বাইশ দণ্ডে যতটা স্থান যাওয়া যায় তত বড় দেশের রাজা। গ্রাম্য কবির বৃহত্ত্বের কল্পনা!

সামটে—পরিষ্কার করে। স. সম্-√স্থা একত্রী করণে; হি. স মে ট না।

খাটের তল—তাঁবে, অধীনে।

রসুই—স. র স ব তী (পাকশালা) হইতে; হি. র সো ই।

এদেশিয়া হাড়ি নয় ইত্যাদি—তদ্দেশীয় লোকের বিশ্বাস ছিল আগন্তুক মাত্রের নিবাস বঙ্গদেশ এবং তাহারা জ্ঞান-বুদ্ধি প্রভৃতিতে দেশীয়দিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দিলেন হয়, রইল হয়, পাইল হয়—যথাক্রমে দিতেন, রহিতেন এবং পাইতেন।

সত্য রাজার পুত্র ইত্যাদি—প্রকৃত রাজপুত্র বলিয়া নাম রাখিতে পারিত। **নাকা**—ন্যায়, তুল্য।

রজ্জোগতির মাও—রাজ-জগতের (সব জগতের) মা।

এক অর্ধ মস্তকের কেশ ইত্যাদি—প্রণামের রীতি। ব্যাঘ্রদেবতা সোনারায়ের গানে, 'একত্র মাথার কেশ দুই অর্দ্ধ করিয়া॥'

রগুকুলে—আগলে, অগ্রভাগে।

ভোমা—নির্বোধ, stupid, foolish।

কায্য—মাগধী ক য্য।

আটকুড়া—অনপত্য; আট (স. আত্ত. গৃহীত বা হত) এবং কুড়া (স. কুল)।

সহর—ফা. শ হ র।

জঙ্গল বাড়ি—মরু প্রদেশ। জঙ্গল—বারিশূন্য দেশ।

কম্মি—ফা. ক ম্‌।

জোড় বাঙ্গালা—একখানি ঘরের সম্মুখে আর একখানি ঐরূপ ভাবে নির্মিত হইত যে গৃহদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান থাকিত না। উহা সেকালে ঐশ্বর্যের জ্ঞাপক ছিল। গোপীচন্দ্রের পাঁচালীতে 'জোড মন্দির' (পৃ. ৩২৪, ৩৩৫)।

ভোঁরি ছান্দে—ঘূর্ণপাক ছলে। কৃত্তিবাসী সুন্দরাকাণ্ডে, 'চুলে ধরি সীতারে সে দিল চাক-ভাউরী ॥'; ঘনরামে, 'চাক ভাওরিতে, ফিরিয়ে নাচিতে, হৈল তালভঙ্গ ॥' ও, ভ উঁ রি ; স. ভ্রা ম র।

সত্য গ্যাল দোয়াপরি ইত্যাদি—যুগপর্যায়ে গ্রাম্য কবির গলত্‌।

অকুণ্ডল নারী—কুমারী নারী।

যোজকের (দোজকের) ঘোড়া—তুল. 'ছ্যাগড়া গাড়ীর ঘোড়া। নরকের ঘোড়া।

দেখোঁ—দেখি।

আট রূপের বানি—খাঁটি কথা, দৃঢ় বাক্য। আ টো প (দম্ভ) শব্দ তুল.।

কুকিধম্মি—কুক্ষিধারিণী, গর্ভধারিণী।

ওলা ঝোলা—দরদরিত।

যাবত ব্যারায় কাম—যাবৎ প্রয়োজন।

জপ্তে—যাবৎ।

বেসেবার—এখানে মশলার দোকান। বেসবারের মৌলিক অর্থ ঝাল-বাটনা। 'হরিদ্রা সর্ষপং পিষ্টমার্দ্রকঞ্চ মরীচকং। জীরকং শুষ্কপত্রঞ্চ বেসবারঃ প্রকীর্তিতঃ ॥' —ইতি সূদশাস্ত্রম্‌।

গাবুরা—যুবক। পূর্বকালে গ র্ভ রা নামে এক প্রকার নৌকা ছিল। গর্ভরার মাঝিরাই গাভুর বা গাবর হইবে। ভৃত্য অর্থেও গাবুর শব্দের ব্যবহার আছে। Eliot সাহেব গবর শব্দে an infidel in general বুঝিয়াছেন।

সাত জাতি নারী—চারি জাতি নারীর কথাই প্রসিদ্ধ।

এঙ্গা পেঙ্গা—বঙ্গচঙ্গে, চিত্রবিচিত্র।

পর্শে—পরশ বা পরিবেশন করে। হি. প র স্‌ না।

কদুমনি—পদ্মিনীর (পদ্মিনী) অনুকরণে।

শঙ্খিনী—শঙ্খিনী নারীর লক্ষণ,—

দীঘল শ্রবণ দীঘল নয়ন
দীঘল চরণ দীঘল পাণি।
সুদীঘল কায় অল্প লোম হয়
মীনগন্ধ কয় শঙ্খিনী জানি ॥

দীর্ঘাতিদীর্ঘনয়না বরসুন্দরী যা
কামোপভোগরসিকা গুণশীলযুক্তা।
রেখাত্রয়েণ চ বিভূষিতকণ্ঠদেশা।
সম্ভোগকেলিরসিকা কিল শঙ্খিনী সা ॥

শাঙ্কায় উলমতি—শাঁখার জন্য পাগল অর্থাৎ বেশভূষায় অত্যধিক আসক্ত।

হস্তিনা—হস্তিনী নারীর লক্ষণ,—

স্থূল কলেবর স্থূল পয়োধর
স্থূল পদকর ঘোর নাদিনী।
আহার বিস্তর নিদ্রা ঘোরতর
রমণে প্রখর পরগামিনী ॥
ধর্মে নাহি ডর দম্ভ নিরন্তর
কর্মেতে তৎপর মিথ্যাবাদিনী।
সুপ্রশস্ত কায় বহু লোম হয়
মদ গন্ধ কয় সেই হস্তিনী ॥

স্থূলাধরা স্থূলনিতম্ববিম্বা
স্থূলাঙ্গুলি স্থূলকুচা সুশীলা।

কামোৎসুকা গাঢ়রতিপ্রিয়া চ
নিতান্ত ভোক্ত্রী খলু হস্তিনী স্যাৎ ॥

হস্তখানি মাঞ্জা—ঝাড়া হাত ; সন্তান-হীনার সংসারে করিবার অল্পই থাকে। **মাঞ্জা**—মার্জিত, পরিষ্কৃত। হি. √ম ঞ্জ (মৃজ্) মার্জনে।

উড়ুন নোটাই—উদূখলের গর্ত মত।

দোরোঙ্গ—ভাঙ্গন পাড়।

হাতকুরা পাড়িয়া—'হা ম কু ড়া পাড়িয়া' হইবে বোধ হয় : অর্থ—উপুড় হইয়া।

সোনার বউস্কে কামাই করে ইত্যাদি—মর্মার্থ, যথেষ্ট উপার্জন করে, কিন্তু অন্ন সংস্থান হয় না।

চিত্তিনি—চিত্রাণী নারীর লক্ষণ,—
প্রমাণ শরীর সর্ব কর্মে স্থির
নাভি সুগভীর মৃদুহাসিনী।
সুকঠিন স্তন চিকুর চিকণ
শয়ন ভোজন মধ্যচারিণী ॥
তিন রেখাযুত কণ্ঠ বিভূষিত
হাস্য অবিরত মন্দগামিনী।
কামিনীর কায় অল্প লোম হয়
ক্ষার গন্ধ কয় সেই চিত্রাণী ॥

ভবতি রতিরসজ্ঞা নাতি খর্বা ন দীর্ঘা
তিলকুসুমসুনাসা স্নিগ্ধনীলোৎপলাক্ষী।
ঘনকঠিনকুচাঢ্যা সুন্দরী বদ্ধশীলা
সকলগুণবিচিত্রা চিত্রিণী চিত্রবক্ত্রা ॥

থাক পরে নবি ইত্যাদি—পয়গম্বরের কথা কি স্বয়ং লক্ষ্মী ইত্যাদি। **নবি**—নবী, ঈশ্বরের প্রেরিত দূত। আ. ন বী হ্।

লক্ষ্মী—ধনৈশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ব্রহ্মবৈবর্তের মতে সৃষ্টির অগ্রে রাসমণ্ডলস্থিত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বাম ভাগ হইতে লক্ষ্মী দেবী উৎপন্ন হন।

গিত্তানি—গৃহিণী, কর্ত্রী। কোচ ও রাজবংশী ভাষায় গি র থা নী।

বাশের তলে কান্দে ইত্যাদি—(সন্ধ্যাকালে ধান ভানিলে) লক্ষ্মী দেবী খিন্না হন ; কিন্তু (পরিশ্রমী গৃহস্থকে ত্যাগ করিয়া) অন্যত্র যাইতে পারেন না।

হাভাতি পাড়া—নিরন্নের পল্লী

চারি চকরি পুকুর খানি ইত্যাদি চারি চকরি পুকুর—বৌদ্ধমতে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই ধাতু চতুষ্টয় হইতে বিশ্ব চরাচরের রচনা কল্পিত। প্রাচীনগণের মতে পৃথিবী চতুষ্কোণ। প্রপঞ্চসার তন্ত্রে মহাভূতের অন্যতম ক্ষিতিকে চতুরস্র বলা হইয়াছে। **পুকুর**—প্রা. পো ক্ খ র। **মধ্যে ঝলমল**—সাংখ্যাচার্যেরা বলেন, 'জগতের অব্যক্তাবস্থা প্রকৃতি এব' তাহারই ব্যক্তাবলা জগৎ।' বোধ হয় ঝলমল শব্দে এই ব্যক্তাবস্থাই লক্ষিত হইয়াছে।

কেবা আন্ধি কেবা বাড়ি ইত্যাদি—কর্তা এবং ভোক্তা কে? স্বপ্ন ও নিদ্রা কাহাকে বলে? জগতে সমস্তই চঞ্চল, স্থির কোন্‌টি? গয়াগঙ্গাদি ক্ষেত্রের অবস্থান কোথায়? নামজপাদির কারণ কি? পর দেবতা কোন্ স্থানে থাকেন? যোগের প্রধান সহায় কি কি? ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক চেষ্টা ও তাহার শান্তি কেমন করিয়া হয়? বিনা বাতাসে নড়ে কোনটা? ইত্যাদি। **সপ্তহাজার**

আনল—যাবতীয় তেজ-পদার্থ। **নিনড়**—অটল, স্থির। **তুলসী**—এখানে উপাস্য অর্থে প্রযুক্ত মনে হয়। তুলসীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ পৌরাণিক উপাখ্যান প্রচলিত দেখা যায়। একটি এইরূপ—গোলকে ইনি রাধার সহচরী ছিলেন ; পরে শঙ্খচূড় দৈত্যের পত্নী হন। শঙ্খচূড় শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হইলে ইনি সহমৃতা হন এবং কৃষ্ণের বরে ইঁহার কেশ হইতে তুলসী বৃক্ষের জন্ম হয়। তদবধি জগতে তুলসীর পূজা ও প্রতিষ্ঠা। **বড়সি**—বড়সি শব্দে নাড়ীত্রয়ের অন্যতম সুষুম্না লক্ষিত হইয়া থাকিবে। **সুতা**—বায়ু। প্রা. সু ত্ত (সূত্র)। **বড়সির ছিপ**—মেরুদণ্ড। স. ব ড়ি শী। **ফুলতা**—ফাতনা ; চোখের পারিভাষিক শব্দ। **হানে**—হইতে। **ফুটিক**—টুকু বা বিন্দু। **পাতা**—চোখের পাতা।

দুই বৃক্ষের একটি ফল ইত্যাদি—পিতার রেত ও মাতার রজে সন্তানের উৎপত্তি এবং মাতৃগর্ভে স্থিতির কথাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

নায়র দিদি—মা'র পেটের বোনটি আমার ; হি. নৈ হ র (স্ত্রীলোকের পিত্রালয় বা স্ত্রীর মাতৃকুল)। স. জ্ঞাতিগৃহ > নাইহর > নায়র।

শব্দ শুনছি—সকলে বলে।

দরবারের উপর—সভার মাঝে।

সতী গ্যাছেন কই—সহমৃতা হন নাই কেন?

সতী গ্যালেন হয়—সহমরণে যাওয়া উচিত ছিল।

সত্য রাজার পুত্র ইত্যাদি—পূর্বে 'সত্যো রাজার পুত্র হওয়া নাও পাড়াইন হয়॥' (পৃ. ৬৩)।

নোহার কলাই—অক্ষত।

গাঙ্গের ভাটি—নদীর নিম্ন স্রোত।

গাঙ্গ—গঙ্গা হইতে।

শ্রীসংবাদ—সুসমাচার বা সত্য সম্বাদ।

কায়—কে।

পইতায়—প্রত্যয় করে।

নিকিন—না কি?

আতালি পাতালি—যেমন তেমন করিয়া। 'আথাইল পাথাইল' শব্দ দ্র.। তু. 'শবগুলি আথালি পাথালি তালি খায়'· ঘনরাম।

চৌকা—উনান, চুল্লী। প্রা. চ উ ক্ ক (চতুষ্ক); হি.।

তেহরা—ঝিঁক। গো. বি.'এ তিহরী।

খুচিয়া—মাণিকচন্দ্র রাজার গানে 'তেহিরা খিচিয়া'। √খি চ্ বা খে চ্ আকর্ষণে। হি. √খেঁ চ্ বা খে চ্।

জলের থরা থর—জল ঢালিয়া বাঁধন শক্ত করা।

নালিশ—অভিযোগ। ফা.।

কাচা বাশের খাট পালঙ্কি ইত্যাদি—কাঁচা বাঁশের আসবাবপত্র ও শুকনা পাটের দড়ি যেমন নিতান্তই অকেজো, তোমায় লালন পালন করাও সেইরূপ বৃথা হইয়াছে।

পয়ান—ছিটা, প্রক্ষেপ।

কবিদারণি—স্ত্রী-কবি।

ছুইত—শিখা।

গর খ্যামটা—গর, স্বতন্ত্র এবং খেমটা,

সঙ্গীত ও নৃত্যের .কটি তাল অর্থাৎ অভিনব তাল।

ঘোঙ্গর—ঘোমটা, অবগুণ্ঠন।

ডোমনা কাওড়া নোটন—কেওড়া প্রভৃতি নৃত্যের প্রকার ভেদ।

ছাপরিয়া—হেঁট হইয়া, অবনত হইয়া।

গালা হাতে—গলা পর্যন্ত।

-মাণিকচন্দ্র রাজার গানে 'মুকঠিয়া' (মুঠা মুঠা করিয়া)।

ত্যাদেয়া গুড়িয়া—লাথি মারিয়া ও

ভিতা—মাড়াইয়া। **ভিতি**—দিকে দিকে।

পরিকসাল—পরীক্ষা-শালা।

ঘেউ—ঘৃত।

হাতে—থেকে।

বৈতরণী নদী—নরকদ্বারস্থিত নদী, এই নদীর বেগ অতি প্রবল, জল অতিশয় তপ্ত ও অতি দুর্গন্ধ এবং ইহা অস্থি, কেশ ও রক্তে পরিপূর্ণ। মৃত্যুর পরে এই নদী পার হইয়া যমভবনে যাইতে হয়।

নদী বৈতরণী নাম দুর্গন্ধা।
রুধিরাবহা।
উষ্ণতোয়া মহাবেগা অস্থিকেশা-
তরঙ্গিণী।
—প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত জমদগ্নিবচন।

পাপী সকল মৃত্যুর পর এই নদী পার হইবার সময় অশেষ প্রকার কষ্ট পাইয়া থাকে। এই জন্য শাস্ত্রে লিখিত আছে যে যমদ্বারে অবস্থিত বৈতরণী নদী সুখে সন্তরণ কামনায় মুমূর্ষু ব্যক্তি সবৎসা কৃষ্ণা গাভী দান করিবে। সেই দান-পুণ্য-ফলে মৃত ব্যক্তি এই নদী অনায়াসে পার হইয়া থাকে। ইহা হইতে গাভীর লাঙ্গুল ধরিয়া বৈতরণী পারের কল্পনা।

উড়িষ্যা রাজ্যে প্রবাহিত বৈতরণীও যমদ্বারস্থ তপ্তস্রোতের ন্যায় পাপ মোচনকারিণী এবং পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য।

হাওয়া—ফা. হা ৱা।

ভোটা পিকিড়া—বড় কাল পিঁপড়ে।

কাণ্ডারি—কর্ণধার। কৃ. কী.' এ কাণ্ডারী, কাণ্ডার; শূ. পূ' এ কাণ্ডার; চর্যাপদে কণ্ণহার। হি. কনহারা।

ডারি মাজি—দাঁড়ী মাঝি সহচর শব্দ। চীনারাও বঙ্গদেশের উপর এক সময় কম উপদ্রব করে নাই। যে সকল চীনা নৌকাযোগে বাংলা আক্রমণ করিত, তাহারা মাঝি নামে খ্যাত ছিল। কেহ কেহ মনে করেন, বাংলার মাছি শব্দের উৎপত্তি এইখানে। সাঁওতালদের প্রধানকে মাঝি বলে। সিন্ধী-ভাষায় মান্ঝী শব্দে সাহসী পুরুষ।

ছোড়া—প্রা. * ছুড্ডঅ; প্রাচ্য হি. ছৌরা।

মাল্লে আলকচিত—লাঠি ঘুরাইয়া সজোরে সহসা লম্ফ প্রদান করিল।

আগা করিয়া—অগ্রসর করিয়া।

উল্টা—'অল্লটপলট্টমঙ্গপরিবর্তে' (অল্লট্ট পলট্টং পার্শ্বপরিবর্তনম্)—দেশী-নামমালা।

তুল পরীক্ষা—প্রাচীন কালে কি সভ্য কি অসভ্য সকল সমাজেই ক্ষেত্রবিশেষে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে স্বীয় নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে কতকগুলি পরীক্ষার অধীন হইতে

হইত। স্মৃতিশাস্ত্রে তুলা, অগ্নি, জল প্রভৃতি নয় প্রকার পরীক্ষার উল্লেখ দেখা যায়। সীতার অগ্নি-পরীক্ষা বিশ্ব-বিশ্রুত। চার্লশ (Charles the Fat)-পত্নী রিচার্ডীশ (Richardis)' এর অগ্নি-প্রবেশ অন্যতম উদাহরণ। চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি সদাগবের নবোঢ়া বধূ খুল্লনাকে এইরূপ পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। এখানে জ্ঞান-পরিচয় উপলক্ষ করিয়া ময়নামতীর পরীক্ষা লওয়া হইতেছে।

কাগজ—অপ্রাচীন তান্ত্রিক গ্রন্থে কা গ দ নাম পাওয়া যায়। ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, প্রায় খ্রীষ্টীয় ৯৫ অব্দে চীনারাই অংশুমান পদার্থ হইতে সর্ব প্রথম কাগজ প্রস্তুত করে।

কিন্তু পঞ্জাব-বিজয়ী গ্রীক্-সম্রাট আলেক্‌জাণ্ডারের সেনা-পতি নিয়ার্কস লিখিয়া গিয়াছেন যে, তৎকালে তিনি ভারতবর্ষে উত্তম মসৃণ চিক্কণ ও দীর্ঘকাল-স্থায়ী তুলোট কাগজের অনুরূপ পদার্থ দেখিয়াছিলেন। ফা. কা গ য, ম. কা গ দ।

সন্ন্যাস খণ্ড

তোকে মোকে শোবা করি ইত্যাদি—গৃহপালিত কপোত কপোতীবাও আমাদের অপেক্ষা সুখী। তাহারা কেহ কাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায় না। কিন্তু তুমি নীড় শূন্য করিয়া বিদেশে চলিয়াছ। তাহারাও ঠোঁটে ঠোঁঠে মিলাইয়া ও শব্দ করিয়া প্রণয় জ্ঞাপন করিতে জানে। আর তুমি! **খোপ**—বোধ হয় স. গ হ্ব র।

বিয়াত্তা সোরামি—বিবাহিত স্বামি। নিম্ন শ্রেণী হিন্দুরমধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত, তাহাকে সা ঙ্গা বলে।

গোড়া—গোড়ালি, পাদমূল। প্রা. গো ড়।

বাহু—বার।

রাজুলি—আজুলি, ন্যাকা।

আজল—ন্যাকামি।

খুদ—খুঁত, দোষ।

চারা—পশুর খাদ্য। হি.।

সোগ—সকল।

শয়াল—সংসার।

বাজ্জন্ত চাপড়—বজ্র চড়।

তবেনি—তবেই।

আইম—আসিব বা আসিবে।

জিদ্দি—নির্বন্ধ। আ. জি দ্।

হ্যার—কামতা-বিহারী ভাষায় কোন বিষয়ে কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে হ্যা র শব্দ ব্যবহৃত হয়। পশ্চিম রাঢ়ে উহা কথার একটা মাত্রা।

শাল—পশমী শীতবস্ত্রভেদ। ফা.।

ভুড়িয়া—ভুলাইয়া।

বেওলালি—বেহায়া, চরিত্রহীনা। ফা. বে এবং আ. লিল্লা হ (ঈশ্বর); অর্বাচীন স. বে ল্ল হ ল।

নাকর পাকর অশ্বত্থাদিবর্গের তরু-ভেদ। কৃ. কী. এ' না ক ড়ী পা ক ড়ী; রাঢ়ের পশ্চিমাঞ্চলে নাকুড় পাকুড় নামে প্রসিদ্ধ। নাকুড়ের পাতা শাদা, পাকুড়ের লাল।

রোজা—ওঝা শব্দেরই গ্রাম্যরূপ, সাধারণতঃ বিষ-বৈদ্য, অপদেবতার চিকিৎসক।

গোপীচন্দ্রের পাঁচালী

কলিকাল—চারিযুগের অন্যতম; বর্ষ-পরিমাণ ৪,৩২,০০০। এক্ষণে উহার ৫০২৪ বৎসর অতীত হইয়াছে। পুরাণাদিতে কলির নিন্দা-প্রশংসা উভয়ই পাওয়া যায়। [গোপীচন্দ্রের গানে কলিকালকে মন্দ বলা হইয়াছে। পৃ. ৬৯] পাপের প্রাবল্য হেতু উহার নিন্দা এবং অল্লায়াসে মোক্ষ বা মুক্তির সম্ভাবনা বলিয়া উহার প্রশংসা। পাপ ও পুণ্য পরস্পরের প্রতিক্রিয়া মাত্র। একের অতি-বৃদ্ধিতে অন্যের উৎপত্তি। সেই জন্য শাস্ত্রকারেরা ক্রমান্বয়ে চারি যুগের আবির্ভাব ও তিরোভাব কহেন। **কলি** ও **কাল** শব্দ তৎসম। **কাল**—পঞ্জাবী কল।

না রহিব—থাকিবে না। ক্রিয়ার পূর্বে নেতিবাচক (negative)-এর উদাহরণ। স. √ র হ ত্যাগে বা বর্জনে; র হ তি, র হ য় তি। রহিত—জ্ঞান-রহিত। 'রহয়ত্যা-পদুপেতমায়তি'—কিরাত, ২।১৪। [আয়তি অর্থাৎ ভাগ্যলক্ষ্মী আপদ্ গ্রস্তকে ত্যাগ করেন।] শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু 'শব্দকোষ' এ লিখিয়াছেন, অ-স্থানে র' ও স-স্থানে হ' করিয়া √অ স √রহ উদ্ভূত। ভাষাতত্ত্বে এরূপ কল্পনা সমীচীন নহে। স. √র হ সকর্মক বাংলায় তাহা অকর্মক! অর্থও একটু বিভিন্ন। Sayce—'Words change their signification according to their use as active or passive, as subjects or as objects.' Cf. 'The sight of a thing' and 'The enjoyment of sight', [বস্তু বিশেষ দর্শন ও দৃষ্টি জন্য আনন্দ।] স. √ র হ'রও ক্রমে অকর্মকত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অর্থ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রাকৃত পৈঙ্গলে, 'সুরসরি সিরমহ রহই' (১।১১১), [সুরসরিৎ শিরোমধ্যে বসতি], 'সুপুরুস গুণেণ বদ্ধা থির রহই কিত্তি সুদ্ধা' (২।৮৫), [সুপুরুষগুণেনবদ্ধা স্থিরাবতিষ্ঠতে কীর্তিঃ শুদ্ধা]। এই অর্থই বাংলায় আসিয়াছে। একটা কথা মনে রাখিতে হইবে—√ র হ অসম্পূর্ণ

ধাতু। যেমন √ আছ বা স. √ অ স্ বা ইংরাজি to be verb এর সর্বকালে রূপ পাওয়া যায় না, ইহারও সেই প্রকার 'রহিয়াছিলাম', 'রহিতেছিলাম', 'রহিতে থাকিব' প্রভৃতি রূপ হয় না। 'রহিবে' স্থানে 'রহিব' প্রাচীন বাংলার রূপ। পূর্ব বঙ্গের গ্রাম্য ভাষায় এখনও এইরূপ প্রচলিত।

প্রথম পঙ্‌ক্তি খণ্ডিত; 'কলিকালে না রহিব ধর্ম ধরা যাব॥' এইরূপ কিছু ছিল।

চরণ—স. সম। বিকল্পে চ ল ন. যাহা দ্বারা চলা যায়। শব্দটির অর্থ-পরিবর্তন লক্ষণীয়। (1) walking. (2) foot, (3) foot of a metre. (4) conduct, আচরণ, (5) root of a tree। সমাস—চরণকমল, চরণামৃত ইত্যাদি।

পাঁচালী—তান-লয় যোগে গান করিবার উপযোগী রচনা। স. পঞ্চালী অর্থে a system of singing। প্রকৃতেও প ঞ্চা ল ছন্দ ছিল। প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে 'পাঁচালি প্রবন্ধ', 'পাঁচালির ছন্দ', পাঁচালির গাথা', 'পাঁচালির কথা' এবং 'পাঞ্চালী', 'পাঞ্চালিকা' ও 'পাঁচালী'র প্রয়োগ অবিরল। শূন্য পুরাণে—

শ্রীজুত রামাই রচিত পাচালী সঙ্গীত॥ (পৃ. ৪০)

গোরক্ষবিজয়ে,—

গোর্খের বিজয় কথা কবীন্দ্র রচিল।
সঙ্গীত পাচালী করি প্রচারিয়া দিল॥ (পৃ. ১৫৩)

কেহ কেহ মনে করেন, পাঁচজনে মিলিয়া যাহা গান করা যায় তাহাই পাঁচালী। বিশ্বকোষ এই মতের সমর্থক। অপরে কহেন, গান, সাজ-বাজান, ছড়া-কাটান, গানের লড়াই এবং নাচ এই পঞ্চাঙ্গবিশিষ্ট গীতি-কৌতুক পাঁচালীর বাচ্য। অবশ্য ১৯শ শতাব্দীর পাঁচালীই উহা দ্বারা লক্ষিত।

এক সময়ে এদেশের সর্বত্র 'পুতলো নাচ' প্রচলিত ছিল; এখনও কোথাও কোথাও আছে। পুতলো-নাচে পুত্তলির সাহায্যে প্রধানতঃ পৌরাণিক উপাখ্যান বিশেষের অভিনয় দেখান হয়, এবং বিষয়ের অনুরূপ গীত ও তৎসহ বাদ্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রকার গানের পরিণতি পা ঞ্চা লী বা পা চা লী হইতে পারে। চৈতন্য-ভাগবতের 'পুতলি করয়ে কেহ দিয়া বস্ত্র ধনে॥' উক্তি যেন তাহাই সূচিত করে।

তোহ্মার—কুমারপালচরিতে তু ম্ হা র (যুষ্মদীয়), ৮।৭৭। অপভ্রংশ ভাষায় যুষ্মদাদি শব্দের উত্তর ডা র আদেশ হয়; 'যুষ্মদাদেরীয়স্য ডারঃ' সিদ্ধহেম. ৮।৪।৪৩৪। প্রাকৃত ম্ হ স্থানে বাংলা সাহিত্যে 'হ্ম' পরিদৃষ্ট হয়। প্রাকৃত পৈঙ্গলে তু হ্মা ণ (বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্করণ, পৃ. ৩৪৬)। বস্তুত এরূপ বর্ণবিন্যাস বঙ্গীয় উচ্চারণের অনুকূল নহে।

গতি—(১) গমন, (২) উপায়, (৩) লক্ষ্য। এখানে গমন-কার্য

বা গমনের ভাব অর্থ নহে। অর্থ --চরম-লক্ষ্য (abstract for concrete, part for whole) অথবা ভব-পারের উপায়। শেষের অর্থ গ্রহণ করিলে চরণ শব্দের লক্ষ্যার্থ 'চরণে আশ্রয়' করিতে হয়। কিন্তু ঐ চরণই একান্ত আরাধ্য, লক্ষ্য, সর্বশেষ উদ্দেশ্য *Sumnum bonum* এইরূপ অর্থই ভাল; কবির উদ্দেশ্য যাহাই হউক।

দিব্যজ্ঞান—[দিবি ভবং দিব্যং], দিব্ শব্দের অর্থ দীপ্তিমান্ আকাশ; আমরা উহাকেই স্বর্গ অথবা দেবতাদিগের দেশ বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছি। তাই দেবতাদিগের নাম দিবিস (ষ) দ, দিবৌকস্ (সঃ), দিবোকস্, দিবিজ, দিবিষ্ঠ, দিবিস্থ ইত্যাদি। ইত্যাদি। দিব্য—স্বর্গীয়, অতি-প্রাকৃত, উজ্জ্বল। জ্ঞান—philosophy which teaches a man how to understand his own nature and how he may be re-united with the Supreme Spirit: *Cf.* জ্ঞান-যোগ। এখানে philosophy নহে, মন্ত্র বিশেষ। অথর্ব-বেদের মন্ত্র, ভূত-প্রেত-সিদ্ধি এই ধর্মের অঙ্গ; 'আড়াই অক্ষর জ্ঞান রাখ ধড়ের ভিতর॥' (পৃ. ৩৪৬)। দিব্যজ্ঞান—অ-মর্ত্য-সম্ভব অতি দুর্লভ জ্ঞান-মন্ত্র, যাহার সহায়তায় ভব-পারে যাওয়া যায়, যমকে ফাঁকি দেওয়া যায়।

পুত্র—'পুন্নামো নরকাদ্ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সুতঃ। তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥' বংশ-রক্ষা বা সংসার বন্ধনের পবিত্র কারণ। প্রকৃতির নিয়মে এইরূপ জ্ঞানকে instinct for the preservation of the species বলা হয়। এই জ্ঞান সর্ব জীবেই সমান। ইহার অভাবে সৃষ্টি নাশ।

যোগ—[চিত্তবৃত্তির নিরোধ। 'সতী সতী যোগবিসৃষ্টদেহা'—কুমার, ১।২১; 'যোগে-নান্তে তনুত্যজাম্' —রঘু, ১।৮।] এখানে মুক্তির উপায় বা তদ্বিষয়ক ধ্যান।

কর মন—যুক্ত ক্রিয়া, comp. verb। মনোযোগ কর, মন দাও। বাংলাভাষায় মন শব্দ সকারান্তা বা বিসর্গান্ত নহে। সুতরাং মনান্তর, মনাগুণ, মনানন্দ, মনাতঙ্ক, মন-গড়া প্রভৃতি যে সকল শব্দ এতকাল বাংলা-ভাষার সম্পত্তিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া আসিয়াছে, সংস্কারের ধুয়ায় তাহাদিগের ত্যাগ করা অনুচিত। তাহাতে আমাদের ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই; মনোযোগ মনোভি-নিবেশ, মনশ্চক্ষু প্রভৃতি সংস্কৃত সমাসনিষ্পন্ন শব্দ সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইয়াছে। এ উপায়েও ভাষার সম্পদ বাড়িয়াছে।

ধর্মরাজ—ধার্মিক রাজা। এখানে মাতা ধর্মরাজ সম্বোধনে পুত্রের সংপ্রবৃত্তি জাগাইতেছেন।

শুনহ—প্রা. সু ণ হ (শৃণুষ)।

ব্রহ্মজ্ঞান—আত্মতত্ত্ব জ্ঞান, 'এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মময়' এই জ্ঞান।

এখানে মন্ত্র-মাত্র (যোগের অঙ্গ বিশেষ)।

নাহিক—ক্রিয়ার উত্তরেও এককালে স্বার্থে ক' প্রত্যয়ের ছড়াছড়ি হইয়াছিল। তাহার ফলে অনুজ্ঞার্থক দিউক, যাউক, হউক প্রভৃতিতে ক আসিয়াছে। ইহাদের প্রাকৃতরূপ ক-বিহীন। বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের ভাষায় ভবিষ্যৎ কালেও এই ক-প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে। বিদ্যাসাগরী বাংলাব ইহা একটি বিশিষ্টতা। **নাহিক মরণ**—মৃত্যু হইবে না। প্রা. √ম র (স. মৃ)।

বাপু—পুত্রার্থে বাপ শব্দের প্রয়োগ আদরে ; তুল. স. তাত। উ-প্রত্যয়ও আদরে। হি., ম., গু. প্রভৃতি ভাষাতেও বাপ। প্রা. ব প্‌ প (বপ্র); Cf. Eng. papa।

গোবিন্দাই—যোগেশবাবু বলেন আদরে আই প্রত্যয় (বা. ব্যা., পৃ. ১১৪)।

হারাইবা প্রাণ—স. √হৃ-ণিচ্‌ হারয়তি, প্রা. হা রে দি (ই), বা. হারায়। এখানে ণ্যন্ত অর্থ নহে। প্রযোজক কর্তার অজ্ঞাত-সারে এ কাজটি হইয়া থাকে, rather passive (neuter)। প্রাণ শব্দে হৃদয়স্থ বায়ু ; লক্ষ্যার্থ জীবন।

রতন খুশিয়া গেলে—ইত্যাদি—গোরক্ষবিজয়ে,—

শনিবারে বহে বায়ু শূন্যে মহাতিথি।
পুর্বে উলে ভাস্কর পশ্চিমে জ্বলে বাতি॥
নিবিতে না দিও বাতি জ্বাল ঘন ঘন।
আজুকা ছাপাই রাখ অমূল্য রতন॥
রবিবার বহে বাউ লৈয়া আগ্ত মূল।
আগুন পানিএ গুরু এক সমতুল॥
আগুন পানিয়ে জদি হএ মিলামিলি।
নিবি জাইব আগুনি রইয়া জাইব ছালী॥
(পৃ. ১৪০)

পালিও—স. √পা-ণিচ্‌ পালয়তি ; অর্থ রক্ষা করা, to preserve। এখানে কিন্তু অর্থ 'মানা', to observe। প্রা. পা লি হ > বা, পা লি অ, পা লি ও। পুর্ণিমা—কর্মকারক, বিভক্তি-চিহ্নের অভাব।

অমাবস্যা পালিও—ইত্যাদি—গোরক্ষবিজয়ে—

রবি শশী অমাবস্যা এ তিথি পুর্ণিমা।
প্রতিপদ নবমী না আইয় নারী সীমা॥
জতনে মাসান্ত [পাল] দশমীরে।
বাঘিনী শোয়াসে আউ জায় ধীরে ধীরে॥
(পৃ. ১৮৮)

অমাবস্যা, পুর্ণিমা, প্রতিপদ, শনিবার ও রবিবার পর্বদিন বলিয়া গণ্য হইত। এইজন্য স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ।

শনিবার রবিবার ইত্যাদি—এই দুইটি মিলনের দিন। মুসলমানগণ যেরূপ শুক্রবার সম্মিলিত হইয়া

ধর্ম-চেষ্টা করেন ইঁহাদের সেইরূপ শনি-রবিবার। 'কিশোরী ভজনী'-দের উপাসনা-সভার নাম মেলা।

বর্বর—অসভ্য, নির্বোধ। 'বর্বরস্য ধনক্ষয়ঃ'।

পাশে—নিকট। প্রা. প স্ স (পার্শ্ব); বা, পা শ। তালব্য শকার মাগধীর প্রভাব অথবা সংস্কৃতের অনুরূপ বর্ণবিন্যাস।

দিনখানি—Peculiar idiom। কৃ, কীএ 'নাতিনি খানি', শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে 'পোখানি', কৃত্তিবাসী রামায়ণে 'কন্যা একখানি', কবিকঙ্কণে 'চলন খানি'।

গৃহস্থাপনা—গৃহস্থালি, গৃহস্থের আচরণ।

ভরিচে [মাপা]—রাশিচক্রে সুনির্দিষ্ট। ভহ্বচ, বু রু চ প্রভৃতি আ, বুর্জ (sing of the Zodiac) শব্দের বিকার।

দণ্ডেক—ক্ষণেক, বারেক, জনেক, দিনেক, অর্দ্ধেক প্রভৃতি বাংলা সন্ধি। পালি ও প্রাকৃতের ন্যায় বাংলা-সন্ধিতে সন্নিহিত স্বরদ্বয়ের একটির লোপ ও একটির প্রতিষ্ঠা হয়। অকার সাধারণতঃ লোপ পায়, কারণ ইহার উচ্চারণ আমরা করি না।

না বুঝ—যদি না বুঝ, সংযত না হও। Mark the Bengali idiom that না can not here (Subjunctive) be used after the verb. প্রা. √বু জ্ ঝ (স. √বুধ্)

যৌবন সকল—সমগ্র যৌবন। No idea of plurality but of locality। Note the সকল is now invariably used with plural nouns। কচু পাতার জল যেমন চঞ্চল, তোমার যৌবন সেইরূপ *Cf* 'নলিনীদলগত জলমতি তরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং'।

নল খাগ—নল ও খাগ (খাগড়া), শূন্যগর্ভ তৃণভেদ। নলখাগড়া এক-প্রকার জলজ উদ্ভিদ।

নল খাগ কাটিলে—ইত্যাদি—খাগড়ার পর্বে পর্বে জল সঞ্চিত থাকে। কাটিলে জল পড়িয়া যায় ও নলটি এক দিনেই শুকাইয়া যায়। যৌবনের অপব্যবহার করিলে তাহাও শীঘ্র বিনষ্ট হয়। এই কয় পঙক্তির বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গার্থে চমৎকারিত্ব। ইহাকে উত্তম কাব্য বলে।

কুমারের কাটারি—কামারের কাটারিই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়।

কেন্দা ফল—স. কাকেন্দু, a species of ebony (Diospyros melanoxylon)।

সর্বজয়ে—যাহা ধারণে সর্বত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

চারি বধুর দুগ্ধ ইত্যাদি—পত্নী চতুষ্টয়কে মাতৃজ্ঞানে সংসার ত্যাগ কর। গোরক্ষপন্থী সম্প্রদায়ে প্রবেশ-কালে বিবাহিত ব্যক্তিকে গুরুর নির্দেশ মত মাতৃসম্বোধনে স্বীয় পত্নীর নিকট ভিক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল।—**খাএ্যা**—প্রা. খা ই অ (খাদিত্বা); পান অর্থে

বাংলা ভাষায় √থা'র প্রয়োগ লক্ষণীয়।

ঘোষা—ধুআ, ধ্রুবপদ, chorus of a song। মাধবাচার্যের জাগরণে ধুয়ার পরিবর্তে 'বিষ্ণুপদ' ও 'গোপীভাব' এই দুইটি শব্দ পাওয়া যায়। বাসু ঘোষের গৌরাঙ্গ চরিতে 'ঠাট'। অসমীয়াতে ঘোষা শব্দ প্রচলিত।

মায়ে পুত্রে কথা কৈতে ইত্যাদি—মাতা ও পুত্রে উত্তর-প্রত্যুত্তর দোষাবহ নহে। তুমি দশ মাস দশ দিন আমায় গর্ভে স্থান দিয়াছ, সুতরাং তোমায় আমায় বড় অধিক পার্থক্য নাই। **মাএ পুত্রে**—দ্বন্দ্ব সমাসের দুই দুই পদেও বিভক্ত থাকিতে পারে, যথা—আগে-পাছে, বুকে-পিঠে, কোলে-কাঁখে, চোখে-মুখে, ঘরে-বাহিরে ইত্যাদি। [যোগেশবাবুর ব্যাকরণ, পৃ. ২১৪] এখানে সহার্থ পরিস্ফুট।

উনাহি, উনাই—উষ্ণ হইয়া। প্রা. উ হ্না ব ই (উষ্ণায়তে)।

পশর—আলোক। চট্টগ্রামের প্রচলিত ভাষায় 'পঅর', অস. পোহর। প্রভা > পরভা > (পোহর) > পহর > পশর।

ঘৃতেতে রাখিয়া ইত্যাদি—ঘৃতের প্রদীপ লক্ষ্য কর, [ক্ষুদ্র] দীপ শিখায় ঘৃত উনাইয়া পড়ে। [বৃহত্তর] অগ্নি-সংস্পর্শে ঘৃত উনাইয়া পড়িবে তাহাতে আর কথা কি ? [তুল. 'অবশ্য উনাইব ঘৃত আনল পরশে।' —দৌলত উজীর কৃত লয়লী মজনুর পুঁথি] এক্ষেত্রে ভাণ্ডে লবনী অর্থাৎ ঘনীভূত ঘৃত রক্ষা করা এক প্রকার অসম্ভব। মর্মার্থ—যৌবনে ব্রহ্মচর্য সাধন সহজ সাধ্য নহে।

·disaspiration ; প্রাচীন রূপ বু ঝা ওঁ।

কথাতে—কোন স্থানে। The suffix 'তে' is altogether redundent.

প্রদীপ নিবিলে ইত্যাদি—প্রদীপ নিবিয়া গেলে স্নেহ পদার্থ আলোক দান করিতে পারে না। জীবন না থাকিলে [illegible]রসাদি পদার্থ বৃথা। দৃষ্টান্ত অনেক—জমির জল নিষ্কাশনের পর আলি বন্ধনে কি লাভ ? মূলচ্ছেদন করিলে বৃক্ষ বিনষ্ট হয়। বিনা জলে মৎস্য জীবিত থাকে না। গোরক্ষ বিজয়ে,—

প্রদিব নিবিলে বাপু কি করিব তৈলে।
কি কাজ বান্ধিলে আইল জল
না থাকিলে ॥
শিকড় কাটিলে তবে পড়ে গাছ।
বিনি জলে কথাতে জিএ মাছ ॥
(পৃ. ১০৮)

তুল. 'নির্বাণ দীপে কিমু তৈল দানম্' ইত্যাদি।

রাজা নহে আপনা ইত্যাদি—রাজা, রাজকর্মচারী কেহই আত্মীয় নহে। পত্নীও সদা আত্মসুখে রত। চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ,—

রাজা নহে আঅনা কোট্টাল নয় মিতা।
ঘরর স্তিরী আঅনা নয়...... ॥

হস্তিনী নারী সবের ইত্যাদি—হস্তিনী রমণীর (স্থূল দেহ হেতু) গতি হস্তিসদৃশ মন্থর। সে পতি সেবায় সুখ না পাইয়া পরপুরুষ

কামনা করে। এবং সে কলহ-প্রিয়।

নরক—মৃত্যুর পর যে স্থানে যাইয়া দুষ্কৃতির জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হয়। মন্বাদিতে নরক-সংখ্যা এক-বিংশ; যথা—তামিস্র, অন্ধতামিস্র মহারৌরব, নরক, কালসূত্র, মহা-নরক, সঞ্জীবন প্রভৃতি। নরকের নাম ও সংখ্যা লইয়া শাস্ত্রকার-গণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। [বিস্তৃত বিবরণ ভাগবত, ৫ম স্ক. ২৬শ অ. ও ব্রহ্মবৈবর্ত প্রকৃতি খণ্ড ২৭-২৮শ অ. দ্র.।] খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের জে হে ন্না (Gehenna) এবং মুসলমানগণের জ হা ন্ন ম্।

শঙ্খিনী নারী তোর ইত্যাদি—শঙ্খিনী রমণী পতিকে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া অনুক্ষণ পতির নিকটে থাকে। তাহার শরীর দীর্ঘ, মধ্যদেশ ক্ষীণ। সে 'সম্ভোগ-কেলি-রসিকা'।

পদ্মতলে বাস—গায়ের গন্ধ পদ্মতুল্য এইরূপ অর্থ বোধ হয়। একখানি রতিশাস্ত্রের পুঁথিতে, 'পদ্মিনীর শরীরে লাগে পদ্মের সমান। পদ্ম প্রায় অঙ্গ তার দেখি অনুপাম॥'

পদ্মিনী নারী তোর ইত্যাদি—'পদ্মিনী পদ্মগন্ধা'। সে আপন পতির সহিত প্রণয় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পরকীয়া প্রীতি উপভোগ করে। পরপুরুষ দেখিলেই কামতৃষ্ণায় উৎকণ্ঠিতা হয়।

চিত্রাণী নারী তোর ইত্যাদি—চিত্রাণী রমণী (নাতিদীর্ঘ, নাতি-স্থূলা) সর্বদা স্বামীর মঙ্গল কামনা এবং সংসারের হিত চিন্তা করে।

মুখে মধু দিয়া ইত্যাদি—মিষ্ট কথায় (ও রূপের মোহে) মুগ্ধ করিয়া যথাসর্বস্ব হরণ করে।

ব্যাঘ্র দৃষ্টে—শিকারীর ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

জোখের মতন হবে—জোঁকের ন্যায় অজ্ঞাতে রক্ত শোষণ করে।

মেউরের কেঁকা ধরে—ময়ূরের ন্যায় (রোষে) পক্ষ বিস্তার করে অর্থাৎ বিরক্তি প্রকাশ করে।

মেউর—প্রা. ম উ র।

কেঁখা—প্রা. প খ ম; পা. পে ক্ খু ণ।

সুখাএ—সুখী হয়; তুল. দুখাএ (গো. বি.)। তু. 'আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে।'—কৃ-কী

সেই সে—সেই-ই। সেহি হি (হি অবধারণে) > সেহি সি > সেই সে; সেই > সহি। সে' is due to attempt at corrections. *Cf.* 'তুমি সে শ্যামের সরবস ধন শ্যাম সে তোমার প্রাণ।'; 'যাকে যার অভিরুচি সেসি তারে ভায়।' (কবিশেখরের গোপাল-বিজয়); 'সিসি ধন্য সিসি শুদ্ধ সেহি-সে পণ্ডিত।' (কীর্তন ঘোষা)। অন্যথা সে শব্দ অনর্থক।

তুহ্মি যারে চিন্ত ইত্যাদি—'ভাল কোন চাই' বলিয়া প্রশ্ন করা হইয়াছিল, চারি জাতীয়া রমণীর মধ্যে কে উত্তমা। তদুত্তরে এখানে চিত্রাণী নারীর প্রশংসা করিয়া বলা হইতেছে গোবিন্দচন্দ্র চিত্রাণীতে অনুরক্ত তাহা ময়নামতীর অবিদিত নাই। ইহার অব্যবহিত পূর্বে

পদ্মিনীর শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইয়াছে।

ষোল কলায় বেড়ি নৈল—ষোল-কলায় পরিপূর্ণ, পূর্ণ যৌবন সম্পন্ন।

ঢেপুয়া—মুদ্রার পরিবর্তে প্রচলিত তাম্রখণ্ড; the unstamped lumps of copper used in Northern India as pice। হি. ঢে বু আ।

অকুমারী—কুমারী, অবিবাহিত কন্যা। অঘোর, অমন্দ প্রভৃতি শব্দ তুল.। আবার অমূল্য, মূল্যের অধিক, অপর্যাপ্ত, পর্যাপ্তের অতিরিক্ত। সেইরূপ অকুমারী, কুমারী অপেক্ষা অল্প পক্ষে অধিক বয়স্কা।

ভক্তিয়ে মাঙ্গিব ইত্যাদি—লোকে সম্মান পাইবার লোভে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া (স্পৃহা সহকারে) কদাচার খুঁজিবে অথবা লোকে ভক্তি ও মান্য চাহিবে, কিন্তু পাইবে না। লোভবশতঃ কদাচার অনুষ্ঠিত হইবে।

আমি রাজা যোগী ইত্যাদি—মাতার কথায় অসম্মত হইতে না পারিয়া গোপীচাঁদ নানা আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন। বলিতেছেন, আমার অতুল সম্পত্তি কাহার নিকট দিয়া যাইব? এ বিরাট রাজভার কে গ্রহণ করিবে? তরুণী পত্নী চতুষ্টয়ের দশা কি হইবে? বিদেশে আমার সেবাশুশ্রূষা কে করিবে? যদি প্রত্যয় না হয় তবে আমার প্রতাপ প্রত্যক্ষ কর। এই বলিয়া তিনি সাজ-সাজ আদেশ করিবা মাত্র অপার বাহিনী মাতা-পুত্রের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

হংসরাজ ঘোড়া—রাজহংসের সদৃশ শ্বেতবর্ণ ঘোড়া। গ্রাম্য ছড়াতে 'হাঁসা ঘোড়া জামা জোড়া উত্তম পাগুড়ি'।

লেঙ্গা—ভল্লভেদ। ফা. নে ঙ্গা। লেজ

শ্বেত বান্দা—ইরানীয় ভৃত্য। ফা. বা ন্দা হ্।

হারিয়া ছোঁহর—বড চামর। হারিয়া অর্থাৎ হাঁড়ীর মত। গো. বি.'এ চো য় র, চো ও র, চো ম র। তুল. 'ফুল্লরা পসরা করে নগর চাতরে। হাঁড়িয়া চামর বেচে চারি পণ দরে॥' ক. ক. চ।

শিকদার—যাহাদের উপর ভূমির রাজস্ব আদায়ের ভার থাকিত, তাঁহারা মুসলমান অধিকারে শিকদার উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। অপরাপর উপাধির ন্যায় শিকদারও বংশগত হইয়া পড়িয়াছে। ফা.।

লোহায় বান্ধিবে পুনি—যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর শত্রুর হাত এড়াইবার উপায় এইরূপই কল্পনায় আসে। লখিন্দরের লোহার বাসর মনে পড়ে।

বাসর—শোবার ঘর, শয়নগৃহ। এখন যে ঘরে বর-বধূ সর্বপ্রথম শয়ন করে, sematology। 'গর্ভাগারদ্বয়নীশ্বরাণাং বাসহর ইতি খ্যাতে। দেবস্থান ইতি কেচিৎ। বাসস্য শয়নস্য গৃহং বাসগৃহং।'—টী. স.। বাসঘর > বাসহর > বাসঅর > বাসর।

ফিরি বর লয়—বিধবা-বিবাহ। পূর্বে 'এছিলা গাবুরাক দেখি খসম পাকড়িবে॥' (পৃ. ৭২)। ভারতীয় আর্যগণও বিধবাবিবাহ অনুমোদন

করিতেন বলিয়া মনে হয়। **অথর্ব** বেদে একটি মন্ত্র আছে তাহার অর্থ,—'হে মর্ত্য, তুমি মৃত। পতিলোকপ্রার্থিনী হইয়া এই নারী পুরাতন ধর্ম পালন করিবার জন্য তোমার পার্শ্বে শয়ন করিয়াছে। তুমি ইহলোকে ইহাকে সন্তান এবং ধন প্রদান কর।' [১৮।৩।১] বিধবার সন্তান ও ধন-প্রাপ্তি কিরূপে হইবে? তাৎপর্য—বিধবা পুনরায় পরিণীতা হউক। পরবর্তী মন্ত্র আরও সুস্পষ্ট 'হে নারি, জীব-লোকের অভিমুখে (অর্থাৎ জীবিত মানবগণের মধ্যে) আইস। তুমি যাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়াছ, সে গতাসু। যে তোমার হস্তগ্রহণ করিতেছে, সে তোমার দ্বিতীয় স্বামী, তাহার সহিত আইস; তাহার সহিত পতিপত্নী সম্বন্ধ হইয়াছে।' [১৮।৩।২] 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে' প্রভৃতি স্মৃতিবাক্যে বিধবার পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা পাওয়া যায়। আর্যতর সমাজে বিধবা-বিবাহের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়।

গর্ভের সাল—গর্ভশল্য, গর্ভযন্ত্রণা। গর্ভে পুত্রকে ধারণ করিয়া মাতা যে কষ্ট সহ্য করেন তাহার ফলে তাঁহার পুত্রস্নেহ গভীরতা প্রাপ্ত হয়। একটা অন্য কাহারও হইতে পারে না।

জোড়া দিল—পূর্বে 'কন্যা যুড়িয়া আইস' (পৃ. ৫৩)। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেলে বরের বাড়ী হইতে কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি উপহার প্রেরণ পূর্বাঞ্চলে 'জুড়নী' বা 'জোরণ নামে পরিচিত। ইহা কতকটা 'গায়ে হলুদ' পাঠানব অনুরূপ।

জাদ—কেশ-বন্ধন-রজ্জু, রেশমীফিতা। তুল. আ. জা দ্‌ ব ল্‌, প্রত্যন্ত রেখা, border line।

মেঘনাল সাড়ি—অভ্রখচিত শাড়ী, (মেঘের ন্যায় নীল রঙের বা লাল মেঘের বর্ণ বিশিষ্ট শাড়ী নহে)। অভ্রের অপর নাম মেঘনাল বা মেঘলাল। লৌকিক বিশ্বাস মেঘ পাহাড়ে পালা (পাতা) খাইতে আইসে, এবং পত্র ভক্ষণ-কালে উহার মুখ হইতে প্রচুর লাল। নির্গত হয়। ঐ লালাই অভ্র। কবিকঙ্কণে 'মেঘ ডম্বরু কাপড়'।

কাম সিন্দুর—উদ্দীপক সিন্দূর-বিন্দু। কৃ. কী.এ 'শিশত শোভেএ তোর কাম সিন্দুর।' (পৃ. ৬৮), বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে 'আর এক আইও বলে আপন কপাল নিন্দ। কাম-সিন্দূর হয় লখাই কপাল ভরিয়া পিন্ধ॥' (পৃ. ১৭৭)। হিন্দুসমাজে সধবা স্ত্রীলোকদিগের সীমন্তে সিন্দুর ধারণ একটি প্রাচীন প্রথা। গোভিলগৃহ্যসূত্র ও সংস্কার-তত্ত্বাদিতে উহার উল্লেখ আছে। পবিব্রতা ভর্তার আয়ু ইচ্ছা কারণে সিন্দুর, করভূষণ প্রভৃতি কখন ত্যাগ করিবে না।

হরিদ্রাং কুম্‌কুমঞ্চৈব সিন্দূরং কজ্জলং তথা।
কার্পাসকঞ্চ তাম্বূলং মাঙ্গল্যাভরণং শুভম্‌॥
কেশসংস্কার-কবরী করকর্ণ-বিভূষণম্‌।
ভর্তুর্ব্‌ আয়ুষ্যম্‌ ইচ্ছন্তী দূরয়েন্‌ ন পতিব্রতা॥

—স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড, ৪ অধ্যায়।
আবার বিধবার পক্ষে ঐ ঐ দ্রব্য-ধারণ বা উহার ব্যবহার নিষিদ্ধ।

ন ধত্তে দিব্যবস্ত্রঞ্চ গন্ধদ্রবং সুতৈলকম্।
স্রজঞ্চ চন্দনঞ্চৈব শঙ্খ-সিন্দূর-ভূষণম্॥
—ব্রহ্মবৈবর্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৮৩ অধ্যায়।

সুন্দি বেত—এই জাতীয় বেত আসাম অঞ্চলে জন্মে। গাছ বড় হয় না; ইহাতে লাঠি হয়। প্রা, বে ত্ত।

অলি—পীর, মুনি-ঋষি। আ, ৱ লী, a saint।

রাম লক্ষ্মণ দুই মুট শঙ্খ—পূর্বে 'রাম লক্‌খন দুটা গোলা' পাওয়া গিয়াছে। রাম এবং লক্ষ্মণ যেমন পরস্পরের সঙ্গে সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া সান্নিধ্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, রাম লক্ষ্মণ শঙ্খও ইহাদের সান্নিধ্য আজীবন অক্ষুণ্ণ রাখিবে ইহাই তাৎপর্য।

বৃদ্ধ মায়ের ইত্যাদি—বুড়ী মা'র কথা মনে স্থান দাও কেন?

আছ মাটী—নাথ ধর্মের প্রথম প্রচার ক্ষেত্র। পূর্ব মাটীও তাই। স্বর্গীয় দাস মহাশয়ের 'চট্টগ্রামের পুরাতত্ত্ব' প্রবন্ধ হইতেও জানা যায় যে, তৎকালে চট্টগ্রাম মহাজান বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান প্রচারকেন্দ্র ছিল। **নিজ মাটী**—গোরক্ষনাথ বিক্রমপুরে মঠাধ্যক্ষ ছিলেন; নিজ মাটী শব্দে তাহাই সূচিত করিতেছে।

আধারি—কাষ্ঠ-পীঠ সংলগ্ন দণ্ড বা যষ্টি (যোগী ফকিরের ব্যবহার্য), যাহা সাধারণতঃ আ সা নামে প্রসিদ্ধ। এই আসা অনেক সময় ফুলের মালা, কড়ি প্রভৃতি দিয়া সাজান দেখা যায়। হিন্দী পদ্মাবতিতে অ ধা রী।

দ্বাদশ দণ্ডের মধ্যে ইত্যাদি—মন্ত্রের প্রভাব। অথর্ববেদে এইরূপ বহু প্রকার মন্ত্রের কথা আছে।

খারা বন্দি—ঘেরা, বেষ্টন বা অবরোধ। ফা, খা র ব ন্দী।

চান্দয়া—হি, 'চ ন্দ রা'। তু.—'আমার নাম চান্দোয়ায় টাঙ্গাও ত উপরে।'—নারায়ণ দেব

ঝি—প্রা, ধী আ, পা, ধি তা, ধী।

দাবীদারী—স্বত্বাধিকার, claim; abstract noun।

হেন কালে তিন সন্ন্যাসী ইত্যাদি—প্রাগুক্ত সন্ন্যাসীদের কৃপায় মাণিকচন্দ্র গতায়ু হইলেন। সিদ্ধারা মারণউচাটনাদি ক্রিয়ায় পারদর্শী ছিলেন। **কামেশ্বর বাণ**—আভিচারিক ক্রিয়াভেদ, যাহাকে তদ্‌জ্ঞাপক বাণ বলা হইত। গোপীচন্দ্রের গানে প্রজাদের অভিচার রাজার মৃত্যুর কারণ।

ইর্শাদ—খোস মৌতুক, উপায়ন, খাজনা। A. irshād, marzi। তু.—'তুমি যে রাজার লোক চাহ ইরসাদ'—ঘনরাম।

গেলাপ করিয়া—ঢাকিয়া, আবরণ দিয়া। আ. গি লা ফ।

বাটার পান খাও—পান খাইতে দেওয়া শিষ্টাচার। আজকালকার মত পান তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইত না; পান, চুন, সুপারি প্রভৃতি মশলা সহ আধার সম্মুখে

ধরিয়া দেওয়া হইত। যাঁহাকে দেওয়া হইত তিনি ইচ্ছামত প্রস্তুত করিয়া লইতেন।

দশ দ্বার—চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, পায়ু ও উপস্থ এই নব-দ্বার। গো. বি.এ 'ভেদিয়া দশমী দ্বার খোলে জোর ভর ॥' (পৃ. ১৩৯), 'দশমীর দ্বার ভেদি ঢোকে ঢোকে তোল।' (পৃ. ১৪৫)। মাধব-আচার্যের কৃ. মএ 'নিরোধিল দৈত্য দশ দ্বার' (পৃ. ৩৯); কৃ কী'এ 'দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট।' (পৃ. ৩৫৯); চর্যাপদে 'দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ আইল গরাহক অপণে বহিআ ॥' (পৃ. ০)। টীকায় নবদ্বারের অতিরিক্ত দশমি দুআর-কে বিরোচন দ্বার বলা হইয়াছে। দশম দ্বার ব্রহ্মরন্ধ্র। কঠোপনিষৎ ৫মী বল্লীতে 'পুরমেকাদশদ্বারম্' [শরীরাখ্যং পুরমেকাদশদ্বারমেকা-দশদ্বারাণ্যস্য সপ্তশীর্ষণ্যানি নাভ্যা সহার্বাঞ্চি ত্রীণি শিরস্যেকং তৈরেকাদশদ্বারং পুরম্]।

কথখানি গুড় ইত্যাদি—রাজনীতি-কুশল চাণক্যও নাকি এইরূপ উপায়ে কুশতৃণের বিনাশ সাধনে প্রযত্ন করিয়াছিলেন।

যুশি—জ্যোতিষী। হি, জো ষী। 'An inferior tribe of Brahmans employed in casting nativities and fostering other superstitious practices of the natives. Their name is corrupted from জ্যোতিষী an astrologer.' [Races of N. W. Provinces by Sir H. M. Elliot. Vol. I. p. 140.]

কালিনী যম—(১) জারজার্থক কানীন শব্দের বিকারে কালিনী হইতে পারে। (২) কালিন্দীর অপভ্রষ্ট কালিনী এবং যম-ভগিনী যমুনার অপর নাম কালিন্দী। এখানে যমুনা (যমী) এবং যম উভয়কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে কি না তাহাও বিবেচ্য। (৩) কালিনী শব্দে কৃষ্ণকায়ও হয়।

দশ নোখ কাটি ইত্যাদি—অভীষ্ট-লাভ ও রোগ-মুক্তি জন্য ধর্ম-রাজের নিকট নখ-চুল মানত এবং (গাজনে) জিহ্বাচ্ছেদন, বক্ষঃবিদারণ প্রভৃতি কৃচ্ছ্রসাধন বা তাহার অনুকল্প আজও কোথাও কোথাও দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে রঞ্জাবতীর 'শালে ভর' স্মরণীয়।

টেকান্যা পানি—কিংবা ঘরের চাল বাহিয়া যে জল পড়ে।

পুছিয়া—স. √পৃচ্ছ, পুচ্ছ, পুছ+ইয়া, জিজ্ঞাসা করিয়া।

বৈল বৃক্ষ—বিল্ববৃক্ষ। প্রা, বি ল্ল, বে ল্ল। কিংবা বকুল বৃক্ষও হইতে পারে।

বৈসে—প্রা. ব ই স ই (উপবিশতি)।

মনহর—প্রাকৃতে ম ণ হ র, স র ব র প্রভৃতি।

যবন—পুরাকালে য ব ন শব্দে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তবাসী যে কোন জাতিকে বুঝাইত। যবনগণ কাম্বোজ, শক, পারদ, পহ্লব ও কিরাতগণের সহিত পতিত ক্ষত্রিয় মধ্যে গণ্য হইত (মনু ১০।৪৪)। সগর রাজা কতকগুলি প্রজাকে বিশেষ অপরাধে তাহাদিগের মস্তক মুণ্ডন করিয়া ভারতবর্ষ হইতে বাহির করিয়া দেন। তাহারাই যবন নামে প্রসিদ্ধ হয় (বিষ্ণুপুরাণ)। পরবর্ত্তীকালে গ্রীক, য়িহুদী, তুর্কী প্রভৃতি বহু জাতি যবন বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। অধুনা অর্থ সঙ্কীর্ণতা ঘটিয়াছে। হিব্রু য ব ন্, আ, যু না ন্।

সদাই পান তামাক খায়—স্ত্রীলোকের ধূমপান লক্ষণীয়। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের বয়স্কা মুসলমান মহিলারা সর্বদা তামাক খায়।

হাটকুর বলিবি—'হাটকুর বলাবি' বোধ হয়। স. আত্তকুল (?)।

হন্তে—হইতে। প্রা. হিং ত পঞ্চমীর বহুবচনের চিহ্ন; আর্ষপ্রাকৃত ও অর্দ্ধমাগধীতে ৫মীর ১ বচনেও 'হিং ত' হয়।

যোগ পাটা—যজ্ঞকালে ধারণীয় উত্তরীয়। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় জোগাটা অর্থে 'যোগ কো সাফ করনেবালা বা যোগ কা আধার' লিখিয়াছেন।

হাতে মাথে কান্দে—অত্যন্ত খেদান্বিত হইল; idiom।

আউট হাত কেশ—সাড়ে তিন হাত কেশ। মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরা কাণ্ডে 'আ উ ঠ হাতের কেশ এক গোটা বেণী'; শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে 'আ উ ট হাত প্রমাণ আমার কলেবরে'।

অষ্টাঙ্গ—পায়ের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি, ২ হাঁটু ২ হাত, বক্ষ ও নাসিকা।

আউট হাত—সাড়ে তিন হাত পরিমিত দেহযষ্টি। স. অর্ধ-চতুর্থ > * অ ড্ ঢ-চ ত্তু ট্ ঠ, * অ ড্ ঢ-অ ড্ ঢ ট্ ঠ, * অ ড্ ঢ-অ উ ট্ ঠ, অ ড্ ঢ় ট্ ঠ (জৈন প্রাকৃত) > আ ঢ় ঠা।

[ডা. সুনীতিকুমার চট্টো.]

সায়—অভিপ্রায়, ইচ্ছা।

চৌদ্দ বেদ—ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব চারি বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ ছয় বেদাঙ্গ এবং ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, মীমাংসা ও তর্ক এই চতুর্দশ বিদ্যা।

অঙ্গানি বেদশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দশঃ॥

চতুর্থ ভুবন—ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ, সত্য সপ্ত স্বর্গ এবং অতল সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল সপ্ত পাতাল।

যোগবলে রাখিয়াছিলাম ইত্যাদি—যোগবলে দীর্ঘজীবন লাভ। ঋগ্বেদে মানুষের আয়ুর পরিমাণ শত বৎসর ২।২৭।১০, ৩।৩৬।১০ ; ৫।৫৪।১৫, ৭।১০১।৬, ১০।১৬১।৪ ; কিন্তু পুরাণাদিতে সহস্র বৎসরেও কুলায় না।

পরিল লঙ্কার সাড়ী ইত্যাদি—লঙ্কা-জাত শাড়ী পরিধান করায় (বস্ত্রাবৃত) কণকগিরির শোভা ধারণ করিল। **কুম্ভ**—শতকুম্ভ… সুবর্ণগিরি।

পাসলী } পদাঙ্গুলি-ভূষণ।

চোহুড়—চৈর, লগি, ধ্বজী। প্রবাদে, 'আগে জলের ছিটা পরে চইবের গুতা।' ; রঘুনাথ চক্রবর্তী কৃত অমরের টীকায় 'নৌকাদণ্ডেতি … দ্বয়ং চৌড় ইতি খ্যাতে।'

ভৌগোলিক সংস্থান

কলিঙ্গাবন্দর—রাজমহেন্দ্রীর সন্নিহিত।

করতোয়া—কথিত আছে, গৌরীর বিবাহ কালে হরের হস্ত-ক্ষরিত জল হইতে এই নদী উৎপন্ন। ইহার জল অতি পবিত্র, বর্ষাকালেও অশুচি হয় না। পূর্বে করতোয়া বঙ্গ ও কামরূপের মধ্যে প্রবাহিত থাকিয়া উভয় দেশের সীমা নির্দেশ করিত। অধুনা এই নদীর গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত দেখা যায়। এখন ইহা জলপাইগুড়ির পশ্চিমে বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া রংপুর অতিক্রম করিয়া বগুড়া জেলার দক্ষিণে হলহলিয়া নদীর সহিত মিলিয়াছে। এইখান হইতে ফুলঝর নামে পরিচিত হইয়া আত্রাই (আত্রেয়ী) নদীতে গিয়া পড়িয়াছে। অনেকের মতে এই ফুলঝরই প্রাচীন করতোয়া। অপরে বলেন, মহানদী ও তিস্তা (ত্রিস্রোতা) মধ্যবর্তী 'করতো' নদীই করতোয়া।

মেচ পাহাড় দেশ—কুচবিহার অঞ্চলে হইতে পারে।

নয়নার গড়—ত্রিপুরা জেলার নূর্ণশর পরগণার নয়ানপুর (A. B. R.)। 'গর' (গড়) পুরে পরিণত হইয়া থাকিবে।

গৌড়র সহর—প্রাচীন শ্রীহট্টের অপর নাম গৌড়; উহা উত্তর-বঙ্গের রাজধানী নহে। তৎকালে শ্রীহট্ট প্রদেশ তিনটি স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল—(১) গৌড় বা শ্রীহট্ট (২) লাউড়, (৩) জয়ন্তী। নারায়ণ-দেবের পদ্মপুরাণে শ্রীহট্ট-গৌড়ের উল্লেখ আছে।

কমলাক নগর—প্রাচীন কমলাঙ্ক বর্তমান কুমিল্লা। কমলাঙ্ক পেগু নহে। কুমিল্লার পশ্চিমে পাটিকারা নামক স্থানে কমলাঙ্ক রাজ্যের রাজধানী ছিল। গোবিন্দচন্দ্রের গীতে উহা পাটিকানগর, কিন্তু স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের প্রবন্ধে চাটিগ্রাম।

তরপের দেশ—তরপ পরগণা শ্রীহট্টে।

সঙ্কছরা মাটী—শঙ্খ ছাইল, ত্রিপুরা জেলার লৌহগড় পরগণায়।

কদলীর দেশ—কামরূপ ও তৎসন্নিহিত ভূভাগ। মহাভারত বনপর্বে ও যোগিনীতন্ত্রের উত্তর-খণ্ডে কদলী বনের উল্লেখ আছে।

ডাড়ার সহর—রাঢ় দেশের কোন

শহর। রাঢ় বর্তমান বাঙ্গালা দেশের পশ্চিমাংশ। খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতকে মাগধী ভাষায় রচিত জৈন সিংহলের পালি মহাবংশে উহা আছে। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দে রচিত সিংহলের পালি মহাবংশে উহা 'লার' এবং তিরুমলয়ের শিলা-লিপিতে 'লাড়' নামে অভিহিত হইয়াছে। ১২শ শতকের প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকে উহাই 'রাঢ়া'। সাঁওতালী ভাষায় 'রাঢ়ো' অর্থে প্রস্তরময় ভূমি। রাঢ়ো হইতে রাঢ়া বা রাঢ় হওয়া অসম্ভব নয়। কেহ কেহ স. রাষ্ট্র হইতে রাঢ় শব্দের উৎপত্তি কল্পনা করেন।

কেওড়া—প্রা. কে অ অ (কেতক)।

শব্দার্থ-সূচী

অ

অকারিয়া (আছাঁটা,) unshifted ৫০, ২৩২
অকুণ্ডল নারি (কুমারী) ৫২
অকুমারী (কুমারী, অবিবাহিতা কন্যা) ২৭৭
অগিনি (অগ্নি) ১৫৭
অজপা (হং সঃ মন্ত্র) ৩৭৭
অন্তরে (অন্তে, গতে) ৩৭, ৩৮
অপমৃত্যু (অপবিত্র ?) ৫২
অপেক্ষণে (অপেক্ষায়) ৩৯১
অবশে (অবশ্য) ৫৫
অবসে (অবশ্য) ১৩৯
অবিবাবক (রবিবার) ১২৬
অমর গিয়ান (সঞ্জীব মন্ত্র বা যে জ্ঞানে অমর হওয়া যায়) ১২, ১৭
অমরি (অমর) ২৫৫
অরুন (নিবিড) ১৭৫
অছুং (অশুদ্ধ, অস্পৃশ্য) ১৫৫
অঁয় (উহা, ও) ২৪৭

আ

আই (বড় আই) ২৩০
আইজকার মোনে (আজিকার মত) ১১৬
আইত (রাত্রি) ৫১, ৫৫, ২৩০
আইন্নু হয় (আনিতাম) ১৭১
আইম (আসিব বা আসিবে) ১৯৫
আইয়ত (বাইয়ত) ১৬৬, ১৬৭, ১৬৯
আইলু (আসিলে) ২৬৪
আইসঁ (উত্তম পুরুষের ক্রিয়া) ৯৭
আইসোঁ (ঐ) ১৬৬, ১৮৩, ২১২
আউগাও (অগ্রসর হউক) ২০৩
আউট হাতে (সাড়ে তিন হাত) ১৬,৮ ২৫৭
আউলাইয়া (এলিয়ে) ২১৮, ২২৭
আউলিয়া (ঐ) ২২৭, ১৯৭
আও (রাও, শব্দ) ১৩৫
আক (অঙ্ক, দাগ) ১২৬
আকাড়িয়া (ঐ) ২৩৮
আকালি (লঙ্কা মরিচ) ৮০
আখিলে (বাখিল) ১৭০
আখেক (বাঘ) ১৩৫
আখোয়াল (বাখাল) ২৫৭
আগ (অগ্র, সম্মুখ) ৫৭
আগত (আগে) ১৪৬
আগনি (অগ্নি) ৭৮
আঘব বোয়াইল (রাঘব বোয়াল) ২৩৬
আগা (প্রথম) ৫৪
আগায়ে (অগ্রসর করিয়া) ২৩৩
আগিনা (উঠান, অঙ্গন) ১২১
আগুন পাটের সাড়ি (সোনালী রঙের রেশমী শাড়ী) ৪৯, ২২৪
আগুরিয়া (পথ রোধ করিয়া) ১৬১

ই

উ

এ

ঐ

ও

ঔ

খ

গ

ঘ

চ

ছ

জ

ঝ

ট

ঠ

ড

ঢ

ত

প

ফ

ব

ভ

ম

র

ল

শ

স

❋